শ্রীমদ্ভাগবত

অষ্টম স্কন্ধ

"সৃষ্টির সংবরণ"

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল
অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য-সহ
ইংরেজি ŚRĪMAD BHĀGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ
অনুবাদক ঃ শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

PTP DAS
MAYAPUR

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসক মনুগণ

সর্বপ্রথমে আমি আমার পরমারাধ্যতম গুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ১৯৩৫ সালে তিনি যখন রাধাকুণ্ডে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি বোম্বাই থেকে সেখানে গিয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে মন্দির নির্মাণ এবং গ্রন্থ প্রকাশনা সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে একান্তভাবে বলেছিলেন যে, মন্দির নির্মাণ থেকে গ্রন্থ প্রকাশ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সেই উপদেশ চিরকালের জন্য আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে আমি *ব্যাক টু গড্‌হেড* ছাপাতে শুরু করি, এবং ১৯৫৮ সালে যখন আমি গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করি, তখন আমি দিল্লীতে *শ্রীমদ্ভাগবত* ছাপাতে শুরু করি। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তিনটি খণ্ড যখন ভারতে ছাপানো হয়, তখন ১৯৬৫ সালের ১৩ই অগাস্ট আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

আমি সব সময় আমার শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে গ্রন্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করে চলেছি। এখন ১৯৭৬ সালে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধ পর্যন্ত ছাপানো হয়েছে এবং দশম স্কন্ধের সংক্ষিপ্তসার ইতিমধ্যেই *কৃষ্ণ, দ্য সুপ্রিম্ পার্সনালিটি অব গড্‌হেড* (লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ) নামক গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এখনও অষ্টম স্কন্ধ, নবম স্কন্ধ, দশম স্কন্ধ, একাদশ স্কন্ধ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ প্রকাশ করার কাজ বাকি রয়েছে। তাই আমি আমার গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে এই কার্য সম্পাদন করতে বল দেন। আমি মহাপণ্ডিত নই, মহান ভক্তও নই— আমি কেবল আমার শ্রীগুরুদেবের এক বিনীত সেবকমাত্র এবং আমি আমার সাধ্য অনুসারে এই সমস্ত গ্রন্থাবলী আমেরিকায় আমার শিষ্যদের সহযোগিতায় তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্বৎসমাজ এই সমস্ত গ্রন্থের প্রশংসা করছেন। আসুন, আমরা সকলে মিলে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রসন্নতা বিধানের জন্য আরও *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রকাশ করি।

অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম এবং তামস—এই চারজন মনুর বৃত্তান্ত সংক্ষেপে প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম স্কন্ধের শেষ পর্যন্ত স্বায়ম্ভুব মনুর বংশের বর্ণনা শ্রবণ করে পরীক্ষিৎ মহারাজ অন্যান্য মনুদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে, কেবল অতীতেই নয়, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও অবতরণ করেন, এবং কিভাবে তিনি মনুরূপে বিভিন্ন লীলাবিলাস করেন। যেহেতু পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই বিষয়ে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছিলেন, তাই শুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন যে ছয়জন মনু তাঁদের কথা বর্ণনা করার পর, অন্য সমস্ত মনুদের বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে বর্ণনা করেছিলেন।

প্রথম মনু ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনু। তাঁর দুই কন্যা, আকূতি এবং দেবহূতি যথাক্রমে যজ্ঞ এবং কপিল নামক দুই পুত্রসন্তান প্রসব করেন। শুকদেব গোস্বামী যেহেতু পূর্বেই তৃতীয় স্কন্ধে, কপিলদেবের কার্যকলাপ বর্ণনা করেছিলেন, তাই তিনি এখন যজ্ঞের কার্যকলাপ বর্ণনা করছেন। আদি মনু তাঁর পত্নী শতরূপা সহ সুনন্দা নদীর তীরে এক বনে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা বহু শত বৎসর তপস্যা করেছিলেন এবং তারপর মনু সমাধি যোগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। তখন রাক্ষস এবং অসুরেরা তাঁকে গ্রাস করার চেষ্টা করে, কিন্তু যজ্ঞ তাঁর যাম নামক পুত্রগণ এবং দেবতাগণ সহ তাদের সংহার করেছিলেন। তারপর যজ্ঞ দেবরাজ ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করেন।

স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মনু ছিলেন অগ্নির পুত্র, এবং তাঁর পুত্রদের মধ্যে দ্যুমৎ, সুষেণ এবং রোচিষ্মৎ ছিলেন মুখ্য। এই মনুর রাজত্বকালে রোচন স্বর্গলোকের রাজা ইন্দ্রের পদ প্রাপ্ত হন, এবং সেখানে তুষিত আদি বহু দেবতারাও ছিলেন, এবং তাছাড়া ঊর্জ, স্তম্ভ আদি বহু মহর্ষিও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেদশিরার পত্নী তুষিতার গর্ভে বিভুর জন্ম হয়। বিভু অষ্টাশি হাজার দৃঢ়ব্রত মহর্ষিদের আত্ম-সংযম এবং তপস্যার উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রিয়ব্রতের পুত্র উত্তম ছিলেন তৃতীয় মনু। তাঁর পুত্রদের মধ্যে পবন, সৃঞ্জয় এবং যজ্ঞহোত্র মুখ্য। এই মনুর রাজত্বকালে প্রমদ আদি বশিষ্ঠের পুত্রগণ সপ্তঋষি হয়েছিলেন। সত্য, দেবশ্রুত এবং ভদ্র আদি দেবতা হয়েছিলেন এবং সত্যজিৎ হয়েছিলেন ইন্দ্র। ধর্মের পত্নী সুনৃতার গর্ভ থেকে সত্যসেন রূপে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তিনি সত্যজিতের সঙ্গে সংগ্রামকারী সমস্ত যক্ষ ও রাক্ষসদের সংহার করেছিলেন।

তৃতীয় মনুর ভ্রাতা তামস চতুর্থ মনু হয়েছিলেন এবং পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু

আদি তাঁর দশ পুত্র ছিল। তাঁর রাজত্বকালে সত্যক, হরি, বীর প্রভৃতি দেবতা হয়েছিলেন, জ্যোতির্ধাম আদি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন এবং ত্রিশিখা ইন্দ্র হয়েছিলেন। হরিমেধার পত্নী হরিণীর গর্ভে হরি নামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই হরি ভগবানের এক অবতার, তিনি ভক্ত গজেন্দ্রকে রক্ষা করেন। এই ঘটনা *গজেন্দ্র-মোক্ষণ* রূপে বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষে পরীক্ষিৎ মহারাজ বিশেষভাবে এই ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

স্বায়ম্ভুবস্যেহ গুরো বংশোঽয়ং বিস্তরাচ্ছ্রুতঃ ।
যত্র বিশ্বসৃজাং সর্গো মনূনন্যান্ বদস্ব নঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা (মহারাজ পরীক্ষিৎ) বললেন; **স্বায়ম্ভুবস্য**—মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনুর; **ইহ**—এই সম্পর্কে; **গুরো**—হে গুরুদেব; **বংশঃ**—বংশ; **অয়ম্**—এই; **বিস্তরাৎ**—বিস্তারিতভাবে; **শ্রুতঃ**—আমি শুনেছি (আপনার কাছ থেকে); **যত্র**—যেখানে; **বিশ্ব-সৃজাম্**—মরীচি আদি প্রজাপতি নামক মহাপুরুষদের; **স্বর্গঃ**—সৃষ্টি, মনুর কন্যা থেকে বহু পুত্র এবং পৌত্রের জন্ম প্রসঙ্গে; **মনূন্**—মনুগণ; **অন্যান্**—অন্যদের; **বদস্ব**—দয়া করে বর্ণনা করুন; নঃ—আমাদের।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে গুরুদেব, আপনার কৃপায় আমি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ-বৃত্তান্ত পূর্ণরূপে শ্রবণ করলাম। কিন্তু অন্য মনুদের সম্বন্ধেও আমি শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। দয়া করে আপনি তাঁদের কথা বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২

মন্বন্তরে হরের্জন্ম কর্মাণি চ মহীয়সঃ ।
গৃণন্তি কবয়ো ব্রহ্মংস্তানি নো বদ শৃণ্বতাম্ ॥ ২ ॥

মন্বন্তরে—মন্বন্তরের পরিবর্তনের সময় (এক মনু থেকে অন্য মনুর অন্তর); **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **জন্ম**—আবির্ভাব; **কর্মাণি**—এবং কার্যকলাপ; **চ**—ও; **মহীয়সঃ**—পরম যশস্বীর; **গৃণন্তি**—বর্ণনা করেন; **কবয়ঃ**—পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন

মহাজ্ঞানী ব্যক্তিগণ; **ব্রহ্মন্**—হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ (শুকদেব গোস্বামী); **তানি**—তাঁরা সকলে; **নঃ**—আমাদের; **বদ**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **শৃণ্বতাম্**—শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব গোস্বামী, পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা বিভিন্ন মন্বন্তরে ভগবানের কার্যকলাপ এবং আবির্ভাবের বর্ণনা করেন। সেই সমস্ত বর্ণনা শ্রবণ করতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

ভগবানের গুণাবতার, মন্বন্তর অবতার, লীলাবতার, যুগাবতার আদি বিবিধ অবতার রয়েছে, এবং শাস্ত্রে তাঁদের পূর্ণ বর্ণনা আছে। শাস্ত্র-প্রমাণ ব্যতীত কাউকে ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করার কোন প্রশ্নই হতে পারে না। তাই, এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *গৃণন্তি কবয়ঃ*—পূর্ণজ্ঞান সমন্বিত মহান পণ্ডিতগণ ভগবানের বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা স্বীকার করেন। বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, বহু ভণ্ড নিজেদের অবতার বলে প্রচার করছে এবং সাধারণ মানুষেরা তাদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। তাই, শাস্ত্রের বর্ণনার দ্বারা এবং অদ্ভুত কার্যকলাপের দ্বারা ভগবানের অবতার নির্ধারণ করতে হয়। এই শ্লোকে *মহীয়সঃ* শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভগবানের অবতারের কার্যকলাপ কোন সাধারণ যাদু বা ভেলকিবাজি নয়, সেই সমস্ত কার্যকলাপ সত্যিই আশ্চর্যজনক। এইভাবে ভগবানের যে কোন অবতারকে চিনতে হয় শাস্ত্র প্রমাণের ভিত্তিতে এবং তাঁর অদ্ভুত কার্যকলাপের মাধ্যমে। পরীক্ষিৎ মহারাজ বিভিন্ন যুগের মনুদের কথা শুনতে চেয়েছিলেন। ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়, এবং প্রত্যেক মনুর আয়ুষ্কাল একাত্তর যুগ। এইভাবে ব্রহ্মার এক জীবনে হাজার হাজার মনু রয়েছেন।

শ্লোক ৩

যদ্যস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
কৃতবান্ কুরুতে কর্তা হ্যতীতেঽনাগতেঽদ্য বা ॥ ৩ ॥

যৎ—যে কোন কার্যকলাপ; **যস্মিন্**—কোন বিশেষ যুগে; **অন্তরে**—মন্বন্তরে; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্ব-ভাবনঃ**—যিনি এই

জগৎ সৃষ্টি করেছেন; **কৃতবান্**—করেছেন; **কুরুতে**—করছেন; **কর্তা**—এবং করবেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অতীতে**—অতীতে; **অনাগতে**—ভবিষ্যতে; **অদ্য**—বর্তমানে; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

হে মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, এই জগতের সৃষ্টিকর্তা ভগবান অতীত মন্বন্তরে যে সমস্ত কার্য করেছেন, বর্তমানে যা করছেন এবং আগামী মন্বন্তরে যা করবেন, তা দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলেছেন যে, তিনি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত অন্য সমস্ত জীবগণ সকলেই অতীতে ছিলেন, বর্তমানে রয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভগবান এবং জীব উভয়েরই জন্য বর্তমান। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।* ভগবান এবং জীব উভয়েই নিত্য এবং চেতন, কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, ভগবান হচ্ছেন অসীম কিন্তু জীব সসীম। ভগবান সব কিছুর স্রষ্টা, এবং জীবসমূহ যদিও সৃষ্ট নয়, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাদের অস্তিত্ব নিত্য, তবুও তাদের শরীর সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে ভগবানের শরীর কখনও সৃষ্টি করা হয়নি। ভগবান এবং তাঁর শরীরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু জীবাত্মা নিত্য হলেও সে তাঁর শরীর থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ৪

শ্রীঋষিরুবাচ

মনবোঽস্মিন্ ব্যতীতাঃ ষট্ কল্পে স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ ।
আদ্যস্তে কথিতো যত্র দেবাদীনাং চ সম্ভবঃ ॥ ৪ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন; **মনবঃ**—মনুগণ; **অস্মিন্**—এই কল্পে (ব্রহ্মার একদিনে); **ব্যতীতাঃ**—অতীত হয়েছে; **ষট্**—ছয়; **কল্পে**—ব্রহ্মার একদিনে; **স্বায়ম্ভুব**—স্বায়ম্ভুব মনু; **আদয়ঃ**—অন্যেরা; **আদ্যঃ**—প্রথম (স্বায়ম্ভুব); **তে**—আপনাকে; **কথিতঃ**—আমি ইতিপূর্বেই বর্ণনা করেছি; **যত্র**—যেখানে; **দেব-আদীনাম্**—সমস্ত দেবতাদের; **চ**—ও; **সম্ভবঃ**—উৎপত্তি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই কল্পে ছয়জন মনু ইতিমধ্যেই অতীত হয়েছেন। আমি আপনার কাছে স্বায়ম্ভুব মনু এবং দেবতাদের উৎপত্তির কথা বর্ণনা করেছি। ব্রহ্মার এই কল্পে স্বায়ম্ভুবই প্রথম মনু।

শ্লোক ৫

আকূত্যাং দেবহূত্যাং চ দুহিত্রোস্তস্য বৈ মনোঃ ।
ধর্মজ্ঞানোপদেশার্থং ভগবান্ পুত্রতাং গতঃ ॥ ৫ ॥

আকূত্যাম্—আকূতির গর্ভ থেকে; **দেবহূত্যাম্ চ**—এবং দেবহূতির গর্ভ থেকে; **দুহিত্রোঃ**—দুই কন্যার; **তস্য**—তাঁর; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মনোঃ**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **ধর্ম**—ধর্ম; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **উপদেশ-অর্থম্**—উপদেশ দেওয়ার জন্য; **ভগবান্**—ভগবান; **পুত্রতাম্**—আকূতি এবং দেবহূতির পুত্রত্ব; **গতঃ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনুর দুই কন্যা আকূতি এবং দেবহূতির গর্ভে ভগবান যথাক্রমে যজ্ঞমূর্তি এবং কপিল নামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা ধর্ম এবং জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দেবহূতির পুত্রের নাম কপিল এবং আকূতির পুত্রের নাম যজ্ঞমূর্তি। তাঁরা উভয়েই ধর্ম এবং দার্শনিক জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

কৃতং পুরা ভগবতঃ কপিলস্যানুবর্ণিতম্ ।
আখ্যাস্যে ভগবান্ যজ্ঞো যচ্চকার কুরূদ্বহ ॥ ৬ ॥

কৃতম্—ইতিমধ্যেই করা হয়েছে; **পুরা**—পূর্বে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **কপিলস্য**—দেবহূতি পুত্র কপিলের; **অনুবর্ণিতম্**—পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে; **আখ্যাস্যে**—আমি এখন বর্ণনা করব; **ভগবান্**—ভগবান; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞপতি বা যজ্ঞমূর্তি নামক; **যৎ**—যা কিছু; **চকার**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **কুরূদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি পূর্বেই (তৃতীয় স্কন্ধে) দেবহূতি-পুত্র কপিলের কার্যকলাপ বর্ণনা করেছি। এখন আমি আপনার কাছে আকৃতির পুত্র যজ্ঞপতির কার্যকলাপ বর্ণনা করব।

শ্লোক ৭

বিরক্তঃ কামভোগেষু শতরূপাপতিঃ প্রভুঃ ।
বিসৃজ্য রাজ্যং তপসে সভার্যো বনমাবিশৎ ॥ ৭ ॥

বিরক্তঃ—অনাসক্ত; **কাম-ভোগেষু**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে (গৃহস্থ-জীবনে); **শতরূপা-পতিঃ**—শতরূপার পতি স্বায়ম্ভুব মনু; **প্রভুঃ**—যিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের প্রভু বা রাজা; **বিসৃজ্য**—সর্বতোভাবে ত্যাগ করে; **রাজ্যম্**—তাঁর রাজ্য; **তপসে**—তপস্যা করার জন্য; **স-ভার্যঃ**—তাঁর পত্নী সহ; **বনম্**—বনে; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

শতরূপার পতি স্বায়ম্ভুব মনু স্বভাবতই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তাই তিনি রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করে, তপস্যা করার জন্য তাঁর পত্নী সহ বনে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/২) উল্লেখ করা হয়েছে, *এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*—"এই পরম বিজ্ঞান পরম্পরা সূত্রে রাজর্ষিগণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।" সমস্ত মনুরা ছিলেন আদর্শ রাজা। তাঁরা ছিলেন রাজর্ষি। অর্থাৎ, তাঁরা এই পৃথিবীর রাজা হলেও তাঁরা ছিলেন ঋষিতুল্য। যেমন, স্বায়ম্ভুব মনু পৃথিবীর সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কোন বাসনা ছিল না। এটিই রাজতন্ত্রের অর্থ। রাজা বা সম্রাট এমনভাবে শিক্ষা লাভ করেন যে, স্বভাবতই তিনি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত হন। এমন নয় যে রাজা হওয়ার ফলে তিনি অনর্থক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অর্থ ব্যয় করবেন। রাজারা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অর্থ ব্যয় করে অধঃপতিত হন, তখন তাঁদের সর্বনাশ হয়। তেমনই, বর্তমান সময়ে, রাজতন্ত্র লুপ্ত হয়ে গেছে এবং মানুষ প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়েছে। এখন, প্রকৃতির নিয়মে এমন একটি সময় আসছে, যখন নাগরিকেরা একনায়কত্বের

ফলে অধিক থেকে অধিকতর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করবে। যদি রাজা বা সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক এককভাবে, অথবা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সদস্যেরা যৌথভাবে *মনুসংহিতার* আইন অনুসারে রাজ্য পালন করতে না পারে, তা হলে সেই সরকার অবশ্যই স্থায়ী হবে না।

শ্লোক ৮

সুনন্দায়াং বর্ষশতং পদৈকেন ভুবং স্পৃশন্ ।
তপ্যমানস্তপো ঘোরমিদমন্বাহ ভারত ॥ ৮ ॥

সুনন্দায়াম্—সুনন্দা নদীর তীরে; **বর্ষ-শতম্**—একশ বছর; **পদ-একেন**—এক পায়ে; **ভুবম্**—ভূমি; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **তপ্যমানঃ**—তপস্যা করেছিলেন; **তপঃ**—তপস্যা; **ঘোরম্**—অত্যন্ত কঠোর; **ইদম্**—নিম্নবর্ণিত; **অন্বাহ**—এবং বলেছিলেন; **ভারত**—হে ভরত-কুলশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে ভারত, স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী সহ বনে গমন করে সুনন্দা নদীর তীরে এক পায়ে ভূমি স্পর্শ করে একশ বছর ঘোর তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা করার সময় তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, *অন্বাহ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে তিনি জপ করেছিলেন অথবা মনে মনে বলেছিলেন, এমন নয় যে তিনি কাউকে বক্তৃতা দিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীমনুরুবাচ

যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্ ।
যো জাগর্তি শয়ানেঽস্মিন্ নায়ং তং বেদ বেদ সঃ ॥ ৯ ॥

শ্রী-মনুঃ উবাচ—স্বায়ম্ভুব মনু বলেছিলেন; **যেন**—যাঁর দ্বারা (ভগবান); **চেতয়তে**—চেতন হয়েছে; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড (জড় জগৎ);

চেতয়তে—চেতন হয়; **ন**—না; **যম্**—যাঁকে; **যঃ**—যিনি; **জাগর্তি**—সর্বদা জাগ্রত (সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছেন); **শয়ানে**—শয়ন করার সময়; **অস্মিন্**—এই শরীরে; **ন**—না; **অয়ম্**—এই জীব; **তম্**—তাঁকে; **বেদ**—জানেন; **বেদ**—জানেন; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

মনু বললেন—পরমেশ্বর ভগবান চৈতন্যযুক্ত এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন; এমন নয় যে তিনি এই জড় জগতের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছেন। সব কিছু নিদ্রিত হলেও ভগবান সাক্ষীরূপে জাগ্রত থাকেন। জীব তাঁকে জানে না, কিন্তু তিনি সব কিছু জানেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান এবং জীবের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। বেদের বর্ণনা অনুসারে ভগবান হচ্ছেন পরম নিত্য, পরম চেতন। ভগবান এবং সাধারণ জীবের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, যখন জড় জগতের প্রলয় হয়, তখন সমস্ত জীবেরা বিস্মৃতি, স্বপ্ন অথবা অচেতন অবস্থায় মৌন থাকে, কিন্তু ভগবান সব কিছুর সাক্ষীরূপে জাগ্রত থাকেন। এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে, কিছুকালের জন্য তার অস্তিত্ব থাকে এবং তারপর তার লয় হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনেও কিন্তু ভগবান জাগ্রত থাকেন। জড়-জাগতিক বদ্ধ অবস্থায় জীবের তিনটি স্বপ্নের অবস্থা রয়েছে। জড় জগৎ যখন জাগ্রত এবং সক্রিয় থাকে, তখন সেটি এক প্রকার স্বপ্ন—জাগ্রত স্বপ্ন। নিদ্রিত অবস্থায় জীব আর এক প্রকার স্বপ্ন দেখে, এবং প্রলয়ের সময় যখন সে অচেতন হয়ে যায়, তখন সে আর এক প্রকার স্বপ্নে প্রবেশ করে। তাই এই জড় জগতের যে কোন অবস্থাতেই তারা সকলে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু চিৎ-জগতে সব কিছুই জাগ্রত।

শ্লোক ১০

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ১০ ॥

আত্ম—পরমাত্মা; **আবাস্যম্**—সর্বত্র বাস করেন; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ, সমস্ত স্থান; **যৎ**—যা কিছু; **কিঞ্চিৎ**—যা কিছুরই অস্তিত্ব রয়েছে; **জগত্যাম্**—এই

জগতে, সর্বত্র; **জগৎ**—সব কিছু, স্থাবর এবং জঙ্গম; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **ত্যক্তেন**—নির্ধারিত; **ভুঞ্জীথাঃ**—ভোগ করতে পার; **মা**—করো না; **গৃধঃ**—গ্রহণ; **কস্যস্বিৎ**—অন্য কারও; **ধনম্**—ধন।

অনুবাদ

এই জগতে যেখানে স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণী রয়েছে, সেখানেই ভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তাই তিনি যেটুকু বরাদ্দ নির্ধারণ করেছেন, কেবল সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত; কখনও অন্যের ধন আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনু ভগবানের চিন্ময় স্থিতি বর্ণনা করার পর, তাঁর পুত্র এবং পৌত্রদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে, এই জগতের সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের। মনুর এই উপদেশ কেবল তাঁর পুত্র এবং পৌত্রদের জন্যই নয়, সমগ্র মানব-সমাজের জন্য। মানুষ বা সংস্কৃতে *মনুষ্য* শব্দটি আসছে মনু থেকে, কারণ সমস্ত মানুষ আদি মনুর বংশধর। *ভগবদ্গীতাতেও* (৪/১) মনুর উল্লেখ করে ভগবান বলেছেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন।" স্বায়ম্ভুব মনু এবং বৈবস্বত মনু উভয়েরই দায়িত্ব একই। বৈবস্বত মনু হচ্ছেন সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্র এবং তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকু, যিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর রাজা। যেহেতু মনু মানব-সমাজের আদি পিতা, তাই মানব-সমাজের কর্তব্য তাঁর উপদেশ পালন করা।

স্বায়ম্ভুব মনু নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেবল চিৎ-জগতেই নয়, এই জড় জগতেও যা কিছু রয়েছে তা সবই ভগবানের সম্পত্তি, এবং ভগবান পরম চেতনারূপে সর্বত্র বিরাজমান। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*—প্রত্যেক ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রতিটি শরীরে, ভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজমান। জীবাত্মা ভগবানের উপদেশ অনুসারে বাস ও কর্ম করার জন্য একটি শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং তাই ভগবানও সেই শরীরে তার সঙ্গে থাকেন। আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, আমরা স্বাধীন; পক্ষান্তরে, আমাদের বোঝা উচিত যে,

ভগবানের সম্পত্তির একটি অংশ আমাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই উপলব্ধি আমাদের আদর্শ সাম্যবাদের পথে পরিচালিত করবে। সাম্যবাদীরা কেবল তাদের নিজেদের রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্যবাদের কথা চিন্তা করে, কিন্তু এখানে যে আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তা কেবল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়, তা বিশ্বজনীন। কোন কিছুই কোন রাষ্ট্রের বা ব্যক্তির সম্পত্তি নয়; সব কিছুই ভগবানের অধিকারভুক্ত। সেটিই এই শ্লোকের তাৎপর্য। *আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বম্*—এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, তা সবই ভগবানের সম্পদ। সব কিছুই ভগবানের, এই উপলব্ধির দ্বারা আধুনিক সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত এবং রাষ্ট্রসংঘের ধারণার সংশোধন করা সম্ভব। ভগবান আমাদের কল্পনার সৃষ্টি নয়, পক্ষান্তরে তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। *আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বম্*। *ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্*। এই বিশ্বজনীন সাম্যবাদ পৃথিবীর সমস্ত সম্যসার সমাধান করতে পারে।

বৈদিক শাস্ত্র থেকে মানুষের জানা উচিত যে, জীবের দেহটিও তার সম্পত্তি নয়, কিন্তু তার কর্ম অনুসারে তাকে সেটি দেওয়া হয়েছে। *কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে*। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনি যন্ত্রস্বরূপ জীবকে দান করা হয়েছে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে জীবের বিভিন্ন বাসনা অবলোকন করছেন। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি জীবকে উপযুক্ত শরীরে তার বিচিত্র বাসনা উপভোগ করার সুযোগ দিচ্ছেন। আর সেই শরীরগুলি যন্ত্রের মতো (*যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া*)। এই যন্ত্রগুলি ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতির জড় উপাদানের দ্বারা রচিত, এবং এইভাবে জীব তার বাসনা অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। জীবকে এই সুযোগটি দেন পরমাত্মা।

সব কিছুই ভগবানের এবং তাই অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে অধিকার করা উচিত নয়। আমাদের অনেক কিছু তৈরি করার প্রবণতা রয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক যুগে আমরা গগনচুম্বী প্রাসাদ তৈরি করছি এবং নানা রকম সুযোগ-সুবিধার উদ্ভাবন করছি। কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, এই সমস্ত গগনচুম্বী প্রাসাদ এবং বিভিন্ন রকম যন্ত্রের উপাদানগুলি ভগবানের, সেগুলি ভগবান ছাড়া অন্য কেউ তৈরি করতে পারে না। সমগ্র জগৎ পাঁচটি জড় উপাদানের (*তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ*) সমন্বয় মাত্র। গগনচুম্বী প্রাসাদগুলি মাটি, জল এবং আগুনের বিকার

মাত্র। মাটি এবং জলের মিশ্রণকে যখন আগুনে পোড়ানো হয়, তখন ইঁট তৈরি হয় এবং গগনচুম্বী প্রাসাদগুলি মূলত ইঁট দিয়ে তৈরি। মানুষ যদিও ইঁট তৈরি করতে পারে, কিন্তু ইঁটের উপাদানগুলি সে তৈরি করতে পারে না। মানুষ অবশ্য নির্মাতারূপে ভগবানের কাছ থেকে বেতন প্রাপ্ত হতে পারে। এখানে সেই সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে—*তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ*। কেউ একটি বিশাল গগনচুম্বী প্রাসাদ করতে পারে, কিন্তু তার নির্মাতা, ব্যবসায়ী, মজুর, কেউই তার মালিকানা দাবি করতে পারে না। মালিকানা কেবল তিনিই দাবি করতে পারেন, যিনি সেই প্রাসাদটির জন্য ব্যয় করেছেন। ভগবান মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ সৃষ্টি করেছেন, এবং সেগুলি ব্যবহার করে কেউ বেতন নিতে পারে (*তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ*)। কিন্তু, কেউ তার মালিকানা দাবি করতে পারে না। এটিই হচ্ছে আদর্শ সাম্যবাদ। আমাদের বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করার প্রবণতা বিশাল এবং ঐশ্বর্য সমন্বিত মন্দির নির্মাণ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, যাতে ভগবানের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তা হলে আমাদের নির্মাণ করার বাসনা সার্থক হবে।

যেহেতু সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি, তাই সব কিছুই ভগবানকে নিবেদন করা উচিত, এবং আমাদের কেবল প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত (*তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ*)। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু আত্মসাৎ করার জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি করা উচিত নয়। সেই সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির মহারাজকে নারদ মুনি বলেছেন—

যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্ ।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥

"প্রাণ ধারণের জন্য যতখানি অর্থের প্রয়োজন ততটুকুই কেবল অধিকার করা উচিত, তার অধিক অধিকার করা হলে চুরি করা হয় এবং সে তখন প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডনীয় হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১৪/৮) নিঃসন্দেহে আমাদের আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের আবশ্যকতা রয়েছে, কিন্তু ভগবান যেহেতু পশু-পক্ষীদের জন্য সেই চাহিদাগুলি মেটাবার ব্যবস্থা করেছেন, মানুষদের জন্য কেন তিনি করবেন না? অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের কোন প্রয়োজন নেই; সব কিছুরই ব্যবস্থা ভগবান করে রেখেছেন। তাই মানুষের বোঝা উচিত যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের এবং সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে ভগবানের প্রসাদরূপে সব কিছু গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কেউ যদি অন্যের বরাদ্দতে হস্তক্ষেপ করে, তা হলে সে একটি চোর। আমাদের প্রকৃতই যতটুকু প্রয়োজন, তার অধিক গ্রহণ করা উচিত নয়। তাই, দৈবক্রমে আমরা যদি অনেক ধন প্রাপ্ত হই, তা হলে সব সময় মনে রাখা উচিত যে, তা ভগবানের

সম্পত্তি। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা যথেষ্ট ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হচ্ছি, কিন্তু আমাদের কখনই মনে করা উচিত নয় যে, সেই ধন আমাদের; তা ভগবানের এবং তা শ্রমিক বা ভক্তদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা উচিত। কোন ভক্তের দাবি করা উচিত নয় যে, কোন ধন অথবা সম্পত্তি তাঁর। কেউ যদি মনে করে যে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোন অংশ তার সম্পত্তি, তা হলে সে একটি চোর এবং প্রকৃতির নিয়মে তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*—কেউই প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে না অথবা প্রকৃতির কাছে তার অভিসন্ধি লুকাতে পারে না। মানব-সমাজ যদি অন্যায়ভাবে, ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডকে মানুষের সম্পত্তি বলে দাবি করে, তা হলে সমগ্র মানব-সমাজ একটি চোরের সমাজরূপে অভিশপ্ত হবে এবং প্রকৃতির নিয়মে তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১১

যং পশ্যতি ন পশ্যন্তং চক্ষুর্যস্য ন রিষ্যতি ।
তং ভূতনিলয়ং দেবং সুপর্ণমুপধাবত ॥ ১১ ॥

যম্—যাঁকে; **পশ্যতি**—জীব দর্শন করে; **ন**—না; **পশ্যন্তম্**—সর্বদা দর্শন করা সত্ত্বেও; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **যস্য**—যার; **ন**—কখনই না; **রিষ্যতি**—হ্রাস হয়; **তম্**—তাঁকে; **ভূত-নিলয়ম্**—সমস্ত জীবের আদি উৎস; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সুপর্ণম্**—যিনি সখারূপে জীবের সঙ্গে থাকেন; **উপধাবত**—সকলের পূজা করা উচিত।

অনুবাদ

ভগবান যদিও নিরন্তর সমগ্র বিশ্বের কার্যকলাপ দর্শন করেন, তবুও তাঁকে কেউ দর্শন করতে পারে না। কিন্তু, তা বলে এই মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু কেউই তাঁকে দেখতে পায় না, তাই তিনিও কিছুই দেখছেন না, কারণ তাঁর দর্শন শক্তি কখনও বিনষ্ট হয় না। তাই সকলেরই কর্তব্য জীবাত্মার সঙ্গে সখারূপে যিনি নিরন্তর বিরাজ করেন, সেই পরমাত্মার আরাধনা করা।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করে পাণ্ডবদের মাতা শ্রীমতী কুন্তীদেবী বলেছিলেন, *অলক্ষ্যং সর্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতম্*—"হে কৃষ্ণ, তুমি সকলের অন্তরে এবং বাইরে বিরাজ কর, তবুও নির্বোধ বদ্ধ জীব তোমাকে দেখতে পায় না।" *ভগবদ্গীতায়* বলা

হয়েছে যে, *জ্ঞানচক্ষুষঃ* অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা যায়। যিনি সেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেন তিনি হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব। তাই আমরা শ্রীগুরুদেবের বন্দনা করে বলি—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

"আমি শ্রীগুরুদেবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি জ্ঞানের প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানের প্রভাবে অন্ধ আমার চক্ষু উন্মীলিত করেছেন।" (*গৌতমীয় তন্ত্র*) শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করা। শিষ্য যখন অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে জেগে ওঠে, তখন সে সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করতে পারে, কারণ ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান। *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*। ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে রয়েছেন, তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং তিনি প্রতিটি পরমাণুর ভিতরেও রয়েছেন। আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে আমরা ভগবানকে দর্শন করতে পারি না, কিন্তু একটু বিচার করলে সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করা সম্ভব হয়। সেই জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয়। একটু বিচার করলে সব চাইতে অধঃপতিত ব্যক্তিও ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে। আমরা যদি বিচার করি এই বিশাল সমুদ্র কার সম্পত্তি, এই বিশাল ভূখণ্ড কার সম্পত্তি, আকাশের অস্তিত্ব রয়েছে কিভাবে, নভোমণ্ডলে অনন্ত কোটি গ্রহ-নক্ষত্র কিভাবে বিরাজ করছে, কে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন এবং এটি কার সম্পত্তি, তা হলে আমরা নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সব কিছুরই একজন মালিক রয়েছেন। আমরা যখন ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে পরিবার বা রাষ্ট্ররূপে কোন ভূখণ্ডের উপর মালিকানা দাবি করি, তখন আমাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত সেই মালিকানা আমরা কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছি। আমাদের জন্মের পূর্বে, সেই ভূখণ্ডে আসার পূর্বে, সেই ভূখণ্ডটি ছিল। তা হলে আমরা মালিক হলাম কি করে? সেই বিচার-বিবেচনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে, সব কিছুরই একজন পরম মালিক বা পরম ঈশ্বর রয়েছেন—তিনি হচ্ছেন ভগবান।

ভগবান সর্বদাই জাগ্রত। বদ্ধ অবস্থায় আমরা ভুলে যাই কারণ আমাদের দেহের পরিবর্তন হয়, কিন্তু ভগবানের শরীরের যেহেতু পরিবর্তন হয় না, তাই তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত কথা মনে রাখতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্*—"এই ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান *ভগবদ্গীতা* আমি অন্ততপক্ষে চার কোটি বছর আগে সূর্যদেবকে বলেছিলাম।" অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কিভাবে এতকাল পূর্বের ঘটনা

মনে রেখেছেন, তখন অর্জুনকে ভগবান বলেছিলেন যে, অর্জুনও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সখা হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে যান অর্জুনও সেখানে যান, কিন্তু অর্জুন অত্যন্ত ক্ষুদ্র অণুসদৃশ জীবাত্মা হওয়ার ফলে ভুলে যান, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সব কিছু স্মরণ রাখেন। তাই বলা হয় যে, ভগবানের সতর্ক পর্যবেক্ষণের কখনও হ্রাস হয় না। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনং চ*—পরমাত্মারূপে ভগবান সর্বদা সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান এবং তাঁর থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে। সেই কথা এই শ্লোকেও *সুপর্ণম্* অর্থাৎ 'সখা' শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়েছে। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৪/৬) তাই বলা হয়েছে, *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে*—দুটি পাখি একটি গাছে বন্ধুর মতো বসে রয়েছে। তাদের একটি সেই গাছের ফল খাচ্ছে এবং অন্য পাখিটি কেবল তাকে দেখছে। দর্শনকারী পাখিটি সর্বদাই ফল সেবনকারী পাখিটির সখারূপে তাকে তার ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করার স্মৃতি দিচ্ছে। এইভাবে যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভগবানের কথা বিচার করি, তা হলে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি অথবা সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি অন্তত অনুভব করতে পারি।

চক্ষুর্যস্য ন রিষ্যতি পদটির অর্থ হচ্ছে যে, যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, তার অর্থ এই নয় যে তিনি আমাদের দেখতে পান না। এমন নয় যে সমগ্র সৃষ্টি যখন লয় হয়ে যায়, তখন তাঁর মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, সূর্য যখন উপস্থিত থাকে, তখন সূর্যের কিরণও উপস্থিত থাকে, কিন্তু সূর্য অস্ত গেলে, তাকে দেখা না গেলেও তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। সূর্য রয়েছে কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাই না। তেমনই, যদিও আমরা আমাদের বর্তমান অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন অবস্থায় ভগবানকে দেখতে পাই না, তবুও তিনি সর্বদাই রয়েছেন এবং তিনি সর্বদাই আমাদের কার্যকলাপ দর্শন করছেন। পরমাত্মারূপে তিনি সাক্ষী এবং উপদেষ্টা (*উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ*)। তাই শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুসরণ করার দ্বারা এবং প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ভগবান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন, এবং তাঁকে দর্শন করার চক্ষু আমাদের না থাকলেও তিনি সব কিছু দর্শন করছেন।

শ্লোক ১২

ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যং চ স্বঃ পরো নান্তরং বহিঃ ।
বিশ্বস্যামূনি যদ্ যস্মাদ্ বিশ্বং চ তদৃতং মহৎ ॥ ১২ ॥

ন—না; **যস্য**—যাঁর (ভগবানের); **আদি**—আদি; **অন্তৌ**—অন্ত; **মধ্যম্**—মধ্য; **চ**—ও; **স্বঃ**—নিজের; **পরঃ**—অন্যের; **ন**—না; **অন্তরম্**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **বিশ্বস্য**—সমগ্র জগতের; **অমূনি**—এই সমস্ত বিচার; **যৎ**—যাঁর রূপ; **যস্মাৎ**—যিনি সব কিছুর কারণ তাঁর থেকে; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ; **চ**—এবং; **তৎ**—তিনি; **ঋতম্**—সত্য; **মহৎ**—অত্যন্ত মহান।

অনুবাদ

ভগবানের আদি নেই, মধ্য নেই এবং অন্ত নেই। তিনি কোন বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির নন। তাঁর অন্তর এবং বাহির নেই। এই জড় জগতে আদি এবং অন্ত, আমার এবং তাদের ইত্যাদি যে দ্বৈতভাব দেখা যায়, তা ভগবানের মধ্যে নেই। এই জগৎ যা তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তা তাঁরই আর একটি রূপ। তাই ভগবান হচ্ছেন পরম সত্য এবং তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/১) করা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি সব কিছুর আদি। তাঁর কোন আদি নেই, কারণ তিনি সর্ব-কারণের পরম কারণ।" ভগবানের অস্তিত্বের কোন কারণ নেই, কারণ তিনিই সব কিছুর পরম কারণ। তিনি সব কিছুতে রয়েছেন (*ময়া ততমিদং সর্বম্*), তিনি সব কিছুতে নিজেকে বিস্তার করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সব কিছু নন। তিনি *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* যুগপৎভাবে ভিন্ন এবং অভিন্ন। সেই কথা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জড়-জাগতিক অবস্থায় আমাদের আদি, মধ্য এবং অন্তের একটা ধারণা আছে, কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে তা নেই। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপে তাঁর প্রকাশ যে বিরাটরূপ, তা তিনি অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন এবং *ভগবদ্গীতায়* তাঁর বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ভগবান যেহেতু সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান, তাই তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য এবং পরম ব্রহ্ম। তিনি মহিমায় পরিপূর্ণ। ভগবান মহৎ এবং তিনি যে কিভাবে মহান, সেই কথা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

স বিশ্বকায়ঃ পুরুহূত ঈশঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পুরাণঃ ।
ধত্তেঽস্য জন্মাদ্যজয়াত্মশক্ত্যা
তাং বিদ্যয়োদস্য নিরীহ আস্তে ॥ ১৩ ॥

সঃ—সেই ভগবান; **বিশ্ব-কায়ঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র রূপ (সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের বাহ্য শরীর); **পুরু-হূতঃ**—বহু নামে পরিচিত; **ঈশঃ**—পরম নিয়ন্তা (পূর্ণ শক্তি সমন্বিত); **সত্যঃ**—পরম সত্য; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **জ্যোতিঃ**—স্বয়ংপ্রকাশ; **অজঃ**—জন্মরহিত, অনাদি; **পুরাণঃ**—প্রবীণতম; **ধত্তে**—তিনি অনুষ্ঠান করেন; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **জন্ম-আদি**—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের; **অজয়া**—তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **আত্ম-শক্ত্যা**—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; **তাম্**—সেই বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতি; **বিদ্যয়া**—তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **উদস্য**—ত্যাগ করে; **নিরীহঃ**—নিষ্কাম বা নিষ্ক্রিয়; **আস্তে**—তিনি বিরাজ করেন (জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে)।

অনুবাদ

সমগ্র জড় জগৎ পরমতত্ত্ব ভগবানের শরীর, যাঁর অসংখ্য নাম এবং অনন্ত শক্তি রয়েছে। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, অজ এবং নির্বিকার। তিনি সব কিছুর আদি, কিন্তু তাঁর কোন আদি নেই। যেহেতু তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাই মনে হয় যেন তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা, পালক এবং সংহারক। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর চিন্ময় শক্তিতে নিষ্ক্রিয় থাকেন এবং জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* বলেছেন, *নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিঃ*—ভগবানের বহু নাম রয়েছে এবং সেগুলি ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবানের চিন্ময় সত্তার এটিই বৈশিষ্ট্য। ভগবানের নাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে আমরা দেখতে পাই যে, পরম পুরুষের সমস্ত শক্তি তাঁর নামে রয়েছে। ভগবানের লীলা অনন্ত, এবং তাঁর অনন্ত লীলা অনুসারে তাঁর নামও অনন্ত। তিনি মা যশোদার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং মা দেবকীর পুত্ররূপেও আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাই তাঁর নাম যশোদানন্দন এবং দেবকীনন্দন। *পরাস্য*

শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—ভগবানের শক্তি অনেক এবং তাই তিনি নানাভাবে লীলাবিলাস করেন। তবুও তাঁর বিশেষ নাম রয়েছে। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোন্ নাম আমাদের কীর্তন করা উচিত, যেমন **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে**। এমন নয় যে, আমাদের কোন নাম খুঁজতে হবে বা তৈরি করতে হবে। পক্ষান্তরে, আমাদের কেবল শাস্ত্র এবং মহাজনদের অনুসরণ করে তাঁর পবিত্র নাম কীর্তন করতে হবে।

যদিও জড়া এবং পরা উভয় প্রকৃতিই ভগবানের, তবুও যতক্ষণ আমরা জড় জগতে থাকি, ততক্ষণ তাঁকে জানা অসম্ভব। কিন্তু আমরা যখন পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হই, তখন তাঁকে অনায়াসে জানা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৭/২৩) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি*। যদিও বহিরঙ্গা প্রকৃতি ভগবানেরই, তবুও কেউ যখন বহিরঙ্গা প্রকৃতিতে থাকে (*মম মায়া দুরত্যয়া*), তখন ভগবানকে জানা অত্যন্ত কঠিন হয়। কিন্তু, যখন আমরা চিচ্ছক্তিতে আসি, তখন তাঁকে অনায়াসে জানতে পারি। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—কেউ যখন বাস্তবিকভাবে ভগবানকে জানতে চান, তখন তাঁকে অবশ্যই ভক্তির স্তরে বা কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে আসতে হবে। এই ভক্তির বিবিধ ক্রিয়া রয়েছে (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্*), এবং ভগবানকে জানতে হলে এই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। এই জগতে জীব যদিও ভগবানকে ভুলে গিয়ে বলছে যে, ভগবান নেই বা ভগবান মরে গেছে, সেই কথা সত্য নয়। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তিনি ভগবানকে জানতে পারেন এবং তার ফলে সুখী হতে পারেন।

শ্লোক ১৪

অথাগ্রে ঋষয়ঃ কর্মাণীহন্তেহকর্মহেতবে ।
ঈহমানো হি পুরুষঃ প্রায়োহনীহাং প্রপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

অথ—অতএব; **অগ্রে**—শুরুতে; **ঋষয়ঃ**—সমস্ত মহাজ্ঞানী ঋষিগণ; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **ঈহন্তে**—সম্পাদন করেন; **অকর্ম**—কর্মফল থেকে মুক্তি; **হেতবে**—উদ্দেশ্যে; **ঈহমানঃ**—এই প্রকার কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **প্রায়ঃ**—প্রায় সর্বদা; **অনীহাম্**—কর্ম থেকে মুক্তি; **প্রপদ্যতে**—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

অতএব কর্মফল থেকে মানুষকে মুক্ত স্তরে উন্নীত করার জন্য মহান ঋষিরা প্রথমে মানুষদের সকাম কর্মে নিযুক্ত করেন। কারণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান না করলে, মুক্তির বা নৈষ্কর্ম্যের স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ*—"যজ্ঞরূপে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কর্ম অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তা না হলে কর্ম মানুষকে জড় জগতের বন্ধনে বেঁধে রাখবে।" সাধারণত সকলেই এই জড় জগতে সুখী হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার প্রতি আসক্ত, কিন্তু যদিও সারা পৃথিবী জুড়ে সুখী হওয়ার জন্য বিচিত্র কর্মের অনুষ্ঠান হচ্ছে, তবুও দুর্ভাগ্যবশত এই প্রকার সকাম কর্মের ফলে কেবল সমস্যারই সৃষ্টি হচ্ছে। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সক্রিয় মানুষেরা যেন কৃষ্ণভক্তির কার্যকলাপেই যুক্ত হন। তাকে বলা হয় *যজ্ঞ*, কারণ তার ফলে তাঁরা ধীরে ধীরে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হবেন। যজ্ঞের অর্থ ভগবান শ্রীবিষ্ণু, যজ্ঞপুরুষ বা সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা (*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*)। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন প্রকৃত ভোক্তা এবং তাই আমরা যদি তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করি, তা হলে আমরা ধীরে ধীরে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি বিরক্ত হব।

নৈমিষারণ্যে ঋষিদের মহতী সভায় শ্রীল সূত গোস্বামী ঘোষণা করেছিলেন—

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করাই হচ্ছে স্বধর্মের চরম ফল।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৩) বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে সকলেরই কর্তব্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী—এই বর্ণ এবং আশ্রম বিভাগ অনুসারে আচরণ করা। সকলেরই কর্তব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাতে প্রসন্ন হন (*সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*), সেইভাবে কর্ম অনুষ্ঠান করার দ্বারা সিদ্ধি লাভের পথে অগ্রসর হওয়া। অলস হয়ে বসে থাকলে কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না; ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য, এবং তা হলে ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত

হওয়া যাবে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।

"আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান সমস্ত জড়-জাগতিক প্রবণতা থেকে মুক্ত হলেও যদি তা অচ্যুত ভগবানের ভাব-বর্জিত হয়, তা হলে তা শোভন হয় না।" জ্ঞানীরা উপদেশ দেয় যে, কোন কিছু না করে কেবল ব্রহ্মের ধ্যানের মাধ্যমে নৈষ্কর্ম্যের পন্থা অবলম্বন করার, কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে না পারলে তা কখনই সম্ভব হয় না। যদি কৃষ্ণভাবনার অমৃত না থাকে, তা হলে দার্শনিক, রাজনৈতিক অথবা সামাজিক, সমস্ত কর্মই কর্ম-বন্ধনের কারণ হয়।

মানুষ যতক্ষণ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে হয়, যার ফলে মনুষ্য-জীবনের সুযোগ নষ্ট হয়। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৬/৩) কর্মযোগের উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥

"অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠানে যারা নবীন, তাদের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠান করাই উৎকৃষ্ট সাধন, আর যাঁরা ইতিমধ্যে যোগারূঢ় হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্তিই উৎকৃষ্ট সাধন।" তা সত্ত্বেও—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

"যে মূঢ় ব্যক্তি পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ, রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করে, সে অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্ত করে, এবং তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলা হয়ে থাকে।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/৬) পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে কর্ম করা উচিত এবং হরিদাস ঠাকুরের মতো মহাপুরুষদের অনুকরণ করে বসে থাকা উচিত নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই অনুকরণের নিন্দা করে বলেছেন—

দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব।

সম্প্রতি মায়াপুরে একজন আফ্রিকান ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করতে

চেয়েছিল, কিন্তু পনের দিন পর সে আর স্থির থাকতে না পেরে সেখান থেকে চলে গেছে। হঠকারিতা করে হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করার চেষ্টা করো না। কৃষ্ণভক্তির কার্যকলাপে যুক্ত হও, তা হলে ধীরে ধীরে মুক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারবে (*মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*)।

শ্লোক ১৫

ঈহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিসজ্জতে ।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেঽনু তম্ ॥ ১৫ ॥

ঈহতে—সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্যে রত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ঈশঃ**—পরম ঈশ্বর; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তত্র**—সেই কার্যকলাপে; **বিসজ্জতে**—তিনি লিপ্ত হন; **আত্ম-লাভেন**—তাঁর নিজের লাভের জন্য; **পূর্ণ-অর্থঃ**—যিনি আত্মতৃপ্ত; **ন**—না; **অবসীদন্তি**—নিরাশ হন; **যে**—যিনি; **অনু**—অনুসরণ করেন; **তম্**—ভগবানকে।

অনুবাদ

আত্মলাভপূর্ণ সর্বৈশ্বর্য সমন্বিত ভগবান সৃষ্টি, পালন এবং সংহারকার্য সম্পাদন করেন। এইভাবে কার্য করা সত্ত্বেও তিনি কখনও আসক্ত হন না। তাঁর যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও কখনও বদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—"যজ্ঞরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কর্ম করা কর্তব্য, তা না হলে কর্ম জড় জগতে বন্ধনের কারণ হয়।" আমরা যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম না করি, তা হলে রেশমগুটির পোকা যেমন তার গুটিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ঠিক সেইভাবে আমরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ব। কিভাবে কর্ম করলে আমরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হব না, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। আমাদের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে যে, আমরা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধনে আবদ্ধ, এবং যেহেতু আমরা বদ্ধ, তাই আমরা বিভিন্ন প্রকার জীবনে বিভিন্ন প্রকার শরীরে জড়া প্রকৃতির দ্বারা দণ্ডিত হয়ে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হই। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) ভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ সনাতন এবং আমার বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।" জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তাই তারা ভগবানেরই অণুসদৃশ রূপ। ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ এবং তাঁর অণুসদৃশ অংশেরাও তাঁরই গুণে গুণান্বিত, কিন্তু অণুসদৃশ হওয়ার ফলে তারা জড় জগতের আকর্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই আমাদের ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করা উচিত, এবং তা হলে জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হন না, তেমনই আমরাও জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হব না এবং তখন আর আমাদের শোকের কোন কারণ থাকবে না (*নাবসীদন্তি যেহনু তম্*)। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* উপদেশ দিয়েছেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁর সেই উপদেশ অনুসরণ করেন, তিনি মুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণভক্ত হলেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ পালন করা সম্ভব। কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু*— "সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণতি নিবেদন কর।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৫) সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার অর্থ হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা, কিন্তু দীক্ষিত ভক্ত না হলে তা করা সম্ভব নয়। কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন তিনি ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় যুক্ত হন (*মদ্যাজী*)। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে এবং শ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর প্রণতি নিবেদন করা। ভক্তিস্তরে উন্নীত হওয়ার এটিই হচ্ছে প্রামাণিক বিধি। এই স্তরে উন্নীত হওয়া মাত্রই ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করার ফলেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ১৬

তমীহমানং নিরহঙ্কৃতং বুধং
নিরাশিষং পূর্ণমনন্যচোদিতম্ ।
নৄঞ্ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্ত্মসংস্থিতং
প্রভুং প্রপদ্যেঽখিলধর্মভাবনম্ ॥ ১৬ ॥

তম্—সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; **ঈহমানম্**—যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কর্ম করেন; **নিরহঙ্কৃতম্**—যিনি বন্ধন অথবা লাভের বাসনা রহিত; **বুধম্**—যিনি পূর্ণরূপে জ্ঞানবান; **নিরাশিষম্**—যিনি তাঁর কর্মফল ভোগের বাসনা রহিত; **পূর্ণম্**—পূর্ণ হওয়ার ফলে যাঁর কোন বাসনা চরিতার্থ করার প্রয়োজন হয় না; **অনন্য**—অন্যের দ্বারা; **চোদিতম্**—অনুপ্রাণিত; **নৄন্**—সমগ্র মানব-সমাজ; **শিক্ষয়ন্তম্**—(জীবনের প্রকৃত পন্থা) শিক্ষা দেওয়ার জন্য; **নিজ-বর্ত্ম**—তাঁর নিজের মার্গ; **সংস্থিতম্**—প্রতিষ্ঠা করার জন্য; **প্রভুম্**—ভগবানকে; **প্রপদ্যে**—আমি সকলকে শরণাগত হওয়ার অনুরোধ করি; **অখিল-ধর্ম-ভাবনম্**—যিনি মানুষের সমস্ত ধর্মের প্রভু।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করলেও, কখনও তিনি তাঁর কর্মের ফল ভোগ করার বাসনা করেন না। তিনি পূর্ণ জ্ঞানময়, সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত, অচ্যুত এবং সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মানব-সমাজের পরম শিক্ষকরূপে তিনি তাঁর নিজের মার্গ শিক্ষা দেন, এবং এইভাবে তিনি প্রকৃত ধর্মের পন্থা প্রবর্তন করেন। আমি সকলকে তাঁর প্রদর্শিত সেই পন্থা অনুসরণ করতে অনুরোধ করি।

তাৎপর্য

এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সারমর্ম। আমরা সমগ্র মানব-সমাজকে কেবল *ভগবদ্গীতার* শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে অনুরোধ করছি। *ভগবদ্গীতার* যথাযথ উপদেশ অনুসরণ করুন এবং আপনার জীবনকে সার্থক করে তুলুন। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মূল কথা। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ সকলকে শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে অনুসরণ করতে হয়, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অনুসরণ করতে হয় এবং কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুসরণ করতে হয়। এই জড় জগতে রাষ্ট্রের জন্য অথবা সৎ সরকারের জন্য নেতার প্রয়োজন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য জীবন-যাপন করতে হয়। তিনি রাবণের মতো রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, তিনি তাঁর পিতার আদেশ পালন করেছেন, এবং তিনি সীতাদেবীর আদর্শ পতিরূপে সারা জগতের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এইভাবে একজন আদর্শ রাজারূপে শ্রীরামচন্দ্রের তুলনা হয় না। মানুষ আজও রামরাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান হওয়া

সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য এবং ভক্ত অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে জীবন-যাপন করলে চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)। তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধার্মিক, সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক শিক্ষা *ভগবদ্গীতায়* পাওয়া যায়। মানুষের কর্তব্য কেবল নিষ্ঠা সহকারে তাঁর অনুসরণ করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপেও পরমেশ্বর ভগবান আসেন, নিজে আচরণ করে শুদ্ধ ভক্তির পন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এইভাবে আমাদের জীবন সার্থক করার জন্য ভগবান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমাদের শিক্ষা দেন, এবং তাঁকে অনুসরণ করার জন্য স্বায়ম্ভুব মনু আমাদের কাছে অনুরোধ করেছেন।

স্বায়ম্ভুব মনু মানব-সমাজের নেতা, এবং মানব-সমাজকে পরিচালিত করার জন্য তিনি *মনুসংহিতা* নামক একটি গ্রন্থ প্রদান করেছেন। এখানে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ভগবানের বিভিন্ন অবতারদের অনুসরণ করতে। এই সমস্ত অবতারদের বর্ণনা বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে, এবং শ্রীজয়দেব গোস্বামী সংক্ষেপে ভগবানের দশটি প্রধান অবতারের বর্ণনা করেছেন (*কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে, কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে, কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে* ইত্যাদি)। স্বায়ম্ভুব মনু আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ভগবানের অবতারদের, বিশেষ করে *ভগবদ্গীতা যথাযথ* গ্রন্থে কথিত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করতে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শিত ভক্তিমার্গের মহিমা বর্ণনা করে এবং তাঁর কার্যকলাপের মহিমা বর্ণনা করে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছেন—

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর নিজের ভক্তিরূপ বৈরাগ্যবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, আমি তাঁর শরণাগত হই। তিনি কৃপার সমুদ্র, তাই তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হই।" (*শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক* ৬/৭৪) এই কলিযুগে মানুষ ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করতে পারে না, তাই কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হতে হয় তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন। কলিযুগের অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য, তিনি সকলকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গুরু হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

"*ভগবদ্‌গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছেন, সকলকে সেই উপদেশ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে, এবং গুরু হয়ে এই ভূখণ্ডের সকলকে উদ্ধার করার চেষ্টা কর।" (*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ৭/১২৮)। শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য একই এবং তা হচ্ছে ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করার ফলে কিভাবে সুখী হওয়া যায়, সেই শিক্ষা মানব সমাজকে দান করা।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি মন্ত্রোপনিষদং ব্যাহরন্তং সমাহিতম্ ।
দৃষ্ট্বাসুরা যাতুধানা জগ্ধুমভ্যদ্রবন্ ক্ষুধা ॥ ১৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **মন্ত্র-উপনিষদম্**—(স্বায়ম্ভুব মনু কর্তৃক উচ্চারিত) বৈদিক মন্ত্র; **ব্যাহরন্তম্**—শিখিয়েছেন অথবা উচ্চারণ করেছেন; **সমাহিতম্**—(অবিচলিত চিত্তে) মনকে একাগ্রীভূত করেছেন; **দৃষ্ট্বা**—(তাঁকে) দর্শন করে; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **যাতুধানাঃ**—রাক্ষসেরা; **জগ্ধুম্**—গ্রাস করতে চেয়েছিল; **অভ্যদ্রবন্**—অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে; **ক্ষুধা**—তাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি সাধনের জন্য।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—স্বায়ম্ভুব মনু যখন উপনিষদ নামক এই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে সমাধিস্থ হয়েছিলেন, তখন তাঁকে দেখে রাক্ষস এবং অসুরেরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে তাঁকে গ্রাস করতে চেয়েছিল, এবং তাই তারা অতি দ্রুতবেগে তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৮

তাংস্তথাবসিতান্ বীক্ষ্য যজ্ঞঃ সর্বগতো হরিঃ ।
যামৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্হত্বাশাসৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৮ ॥

তান্—সেই অসুর এবং রাক্ষসেরা; **তথা**—সেইভাবে; **অবসিতান্**—স্বায়ম্ভুব মনুকে গ্রাস করতে দৃঢ়সঙ্কল্প; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ নামক শ্রীবিষ্ণু; **সর্ব-গতঃ**—যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **যামৈঃ**—যাম নামক তাঁর পুত্রগণ সহ; **পরিবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **হত্বা**—(অসুরদের) সংহার করে; **অশাসৎ**—(ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করে) শাসন করেছিলেন; **ত্রি-বিষ্টপম্**—স্বর্গলোক।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তিনিই যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাক্ষস এবং অসুরদের স্বায়ম্ভুব মনুকে গ্রাস করতে উদ্যত দেখে, তিনি যাম নামক তাঁর পুত্র এবং অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, সেই সমস্ত রাক্ষস এবং অসুরদের সংহার করেছিলেন। তারপর তিনি ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করে স্বর্গলোক শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র আদি দেবতাদের বিভিন্ন নাম ব্যক্তিগত নাম নয়; সেগুলি বিভিন্ন পদের নাম। এই সম্পর্কে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, যখন ব্রহ্মা অথবা ইন্দ্রের পদ অধিকার করার উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকেন, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু সেই পদ গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৯

স্বারোচিষো দ্বিতীয়স্তু মনুরগ্নেঃ সুতোঽভবৎ ।
দ্যুমৎসুষেণরোচিষ্মৎ প্রমুখাস্তস্য চাত্মজাঃ ॥ ১৯ ॥

স্বারোচিষঃ—স্বারোচিষ; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **মনুঃ**—মনু; **অগ্নেঃ**—অগ্নির; **সুতঃ**—পুত্র; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **দ্যুমৎ**—দ্যুমৎ; **সুষেণ**—সুষেণ; **রোচিষ্মৎ**—রোচিষ্মৎ; **প্রমুখাঃ**—প্রভৃতি; **তস্য**—তাঁর (স্বারোচিষ) **চ**—ও; **আত্ম-জাঃ**—পুত্রগণ।

অনুবাদ

অগ্নির পুত্র স্বারোচিষ দ্বিতীয় মনু হয়েছিলেন। দ্যুমৎ, সুষেণ এবং রোচিষ্মৎ প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি পুত্র ছিল।

তাৎপর্য

মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরঃ ।
ঋষয়োঽংশাবতারশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে ॥

ভগবানের বহু অবতার রয়েছে। মনু, *মনুপুত্রাঃ* (মনুর পুত্রগণ), স্বর্গের রাজা এবং সপ্তর্ষি, এঁরা সকলেই ভগবানের অংশাবতার। স্বায়ম্ভুব মনুর রাজত্বকালে মনু স্বয়ং, তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ, দক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট দেবতাগণ এবং মরীচি আদি ঋষিগণ ভগবানের অংশাবতার ছিলেন। সেই সময় ভগবানের অবতার যজ্ঞ স্বর্গলোকের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী মনু ছিলেন স্বারোচিষ। পরবর্তী এগারটি শ্লোকে অন্য মনুগণ, ঋষি এবং দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

তত্রেন্দ্রো রোচনস্ত্বাসীদ্ দেবাশ্চ তুষিতাদয়ঃ ।
ঊর্জস্তম্ভাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২০ ॥

তত্র—সেই মন্বন্তরে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **রোচনঃ**—যজ্ঞের পুত্র রোচন; **তু**—কিন্তু; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **দেবাঃ**—দেবতা; **চ**—ও; **তুষিতাদয়ঃ**—তুষিত এবং অন্যেরা; **ঊর্জ**—ঊর্জ; **স্তম্ভ**—স্তম্ভ; **আদয়ঃ**—এবং অন্যেরা; **সপ্ত**—সাত; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষি; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—নিষ্ঠাবান ভক্ত।

অনুবাদ

সেই স্বারোচিষ মন্বন্তরে যজ্ঞের পুত্র রোচন ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করেছিলেন। তুষিত আদি মুখ্য দেবতা হয়েছিলেন, এবং ঊর্জ, স্তম্ভ আদি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত।

শ্লোক ২১

ঋষেস্তু বেদশিরসস্তুষিতা নাম পত্ন্যভূৎ ।
তস্যাং যজ্ঞে ততো দেবো বিভুরিত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ২১ ॥

ঋষেঃ—ঋষির; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বেদশিরসঃ**—বেদশিরা; **তুষিতা**—তুষিতা; **নাম**—নামক; **পত্নী**—পত্নী; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **তস্যাম্**—তাঁর (গর্ভে); **যজ্ঞে**—

জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ততঃ**—তারপর; **দেবঃ**—ভগবান; **বিভুঃ**—বিভু; **ইতি**—এই প্রকার; **অভিবিশ্রুতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

বিখ্যাত ঋষি বেদশিরার পত্নী তুষিতার গর্ভে বিভু নামক অবতারের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ২২

অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনয়ো যে ধৃতব্রতাঃ ।
অন্বশিক্ষন্ ব্রতং তস্য কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২২ ॥

অষ্টাশীতি—অষ্টাশি; **সহস্রাণি**—হাজার; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **যে**—যাঁরা; **ধৃত-ব্রতাঃ**—ব্রতনিষ্ঠ; **অন্বশিক্ষন্**—শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; **ব্রতম্**—ব্রত; **তস্য**—তাঁর (বিভু) থেকে; **কৌমার**—অবিবাহিত; **ব্রহ্মচারিণঃ**—এবং ব্রহ্মচর্য-পরায়ণ।

অনুবাদ

বিভু আজীবন ব্রহ্মচারী এবং চিরকুমার ছিলেন। অষ্টাশি হাজার মুনি তাঁর কাছে আত্ম-সংযম, তপস্যা আদি আচরণ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২৩

তৃতীয় উত্তমো নাম প্রিয়ব্রতসুতো মনুঃ ।
পবনঃ সৃঞ্জয়ো যজ্ঞহোত্রাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ ॥ ২৩ ॥

তৃতীয়ঃ—তৃতীয়; **উত্তমঃ**—উত্তম; **নাম**—নামক; **প্রিয়ব্রত**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের; **সুতঃ**—পুত্র; **মনুঃ**—মনু হয়েছিলেন; **পবনঃ**—পবন; **সৃঞ্জয়ঃ**—সৃঞ্জয়; **যজ্ঞহোত্র-আদ্যাঃ**—যজ্ঞহোত্র আদি; **তৎ-সুতাঃ**—উত্তমের পুত্র; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, তৃতীয় মনু উত্তম ছিলেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র। পবন, সৃঞ্জয় এবং যজ্ঞহোত্র প্রভৃতি এই মনুর পুত্র ছিলেন।

শ্লোক ২৪

**বসিষ্ঠতনয়াঃ সপ্ত ঋষয়ঃ প্রমদাদয়ঃ ।
সত্যা বেদশ্রুতা ভদ্রা দেবা ইন্দ্রস্তু সত্যজিৎ ॥ ২৪ ॥**

বসিষ্ঠ-তনয়াঃ—বসিষ্ঠের পুত্রেরা; **সপ্ত**—সাত; **ঋষয়ঃ**—ঋষি; **প্রমদ-আদয়ঃ**—প্রমদ আদি; **সত্যাঃ**—সত্যগণ; **বেদশ্রুতাঃ**—বেদশ্রুতগণ; **ভদ্রাঃ**—ভদ্রগণ; **দেবাঃ**—দেবতা; **ইন্দ্রঃ**—স্বর্গের রাজা; **তু**—কিন্তু; **সত্যজিৎ**—সত্যজিৎ।

অনুবাদ

তৃতীয় মন্বন্তরে প্রমদ আদি বসিষ্ঠের পুত্রেরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। সত্য, বেদশ্রুত এবং ভদ্রেরা দেবতা হয়েছিলেন, এবং সত্যজিৎ দেবরাজ ইন্দ্ররূপে মনোনীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

**ধর্মস্য সূনৃতায়াং তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।
সত্যসেন ইতি খ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃ সহ ॥ ২৫ ॥**

ধর্মস্য—ধর্মের দেবতার; **সূনৃতায়াম্**—সূনৃতা নামক পত্নীর গর্ভে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—ভগবান; **পুরুষ-উত্তমঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সত্যসেনঃ**—সত্যসেন; **ইতি**—এই প্রকার; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **সত্যব্রতৈঃ**—সত্যব্রতগণ; **সহ**—সহ।

অনুবাদ

এই মন্বন্তরে ধর্মের পত্নী সূনৃতার গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তিনি সত্যসেন নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি সত্যব্রত নামক দেবতাগণ সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

**সোঽনৃতব্রতদুঃশীলানসতো যক্ষরাক্ষসান্ ।
ভূতদ্রুহো ভূতগণাংশ্চাবধীৎ সত্যজিৎসখঃ ॥ ২৬ ॥**

সঃ—তিনি (সত্যসেন); **অনৃত-ব্রত**—মিথ্যাভাষী; **দুঃশীলান্**—দুরাচারী; **অসতঃ**—দুষ্ট; **যক্ষ-রাক্ষসান্**—যক্ষ এবং রাক্ষসগণ; **ভূত-দ্রুহঃ**—যারা সর্বদাই অন্য জীবের প্রগতির বিরোধী; **ভূত-গণান্**—ভূত-প্রেতদের; **চ**—ও; **অবধীৎ**—বধ করেছিলেন; **সত্যজিৎ-সখঃ**—তাঁর সখা সত্যজিৎ সহ।

অনুবাদ

ইন্দ্রের পদে অধিষ্ঠিত সখা সত্যজিৎ সহ সত্যসেন মিথ্যাভাষী, দুরাচারী এবং দুষ্ট প্রাণীপীড়ক যক্ষ, রাক্ষস এবং ভূত-প্রেতদের সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

চতুর্থ উত্তমভ্রাতা মনুর্নাম্না চ তামসঃ ।
পৃথুঃ খ্যাতির্নরঃ কেতুরিত্যাদ্যা দশ তৎসুতাঃ ॥ ২৭ ॥

চতুর্থ—চতুর্থ মনু; **উত্তম-ভ্রাতা**—উত্তমের ভ্রাতা; **মনুঃ**—মনু হয়েছিলেন; **নাম্না**—নামে বিখ্যাত; **চ**—ও; **তামসঃ**—তামস; **পৃথুঃ**—পৃথু; **খ্যাতিঃ**—খ্যাতি; **নরঃ**—নর; **কেতুঃ**—কেতু; **ইতি**—এই প্রকার; **আদ্যা**—ইত্যাদি; **দশ**—দশ; **তৎসুতাঃ**—তামস মনুর পুত্রগণ।

অনুবাদ

তৃতীয় মনু উত্তমের ভ্রাতা তামস চতুর্থ মনু হয়েছিলেন। তামসের পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু আদি দশটি পুত্র ছিল।

শ্লোক ২৮

সত্যকা হরয়ো বীরা দেবাস্ত্রিশিখ ঈশ্বরঃ ।
জ্যোতির্ধামাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়স্তামসেঽন্তরে ॥ ২৮ ॥

সত্যকাঃ—সত্যকগণ; **হরয়ঃ**—হরিগণ; **বীরাঃ**—বীরগণ; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **ত্রিশিখঃ**—ত্রিশিখ; **ঈশ্বরঃ**—স্বর্গের রাজা; **জ্যোতির্ধাম-আদয়ঃ**—জ্যোতির্ধাম প্রমুখ; **সপ্ত**—সাত; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **তামসে**—তামস মন্বন্তরে; **অন্তরে**—ভিতরে।

অনুবাদ

তামস মন্বন্তরে সত্যক, হরি এবং বীরগণ দেবতা হয়েছিলেন। ইন্দ্র হয়েছিলেন ত্রিশিখ, এবং জোতির্ধাম আদি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

দেবা বৈধৃতয়ো নাম বিধৃতেস্তনয়া নৃপ ।
নষ্টাঃ কালেন যৈর্বেদা বিধৃতাঃ স্বেন তেজসা ॥ ২৯ ॥

দেবাঃ—দেবতাগণ; **বৈধৃতয়ঃ**—বৈধৃতিগণ; **নাম**—নামক; **বিধৃতেঃ**—বিধৃতির; **তনয়াঃ**—পুত্রগণ; **নৃপ**—হে রাজন্; **নষ্টাঃ**—লুপ্ত হয়েছিল; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **যৈঃ**—যাঁদের দ্বারা; **বেদাঃ**—বেদ; **বিধৃতাঃ**—সুরক্ষিত ছিল; **স্বেন**—নিজের; **তেজসা**—শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, তামস মন্বন্তরে বিধৃতির বৈধৃতি নামক পুত্রগণ দেবতা হয়েছিলেন। কালের প্রভাবে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান নষ্ট হতে থাকলে, সেই সমস্ত দেবতারা তাঁদের তেজের প্রভাবে বেদ রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

তামস মন্বন্তরে দুই প্রকার দেবতা ছিলেন, এবং তাঁদের এক প্রকার বৈধৃতি নামে পরিচিত। দেবতাদের কর্তব্য হচ্ছে বেদকে রক্ষা করা। দেবতা শব্দটির অর্থ হচ্ছে যারা বেদের তত্ত্বজ্ঞান বহন করেন, আর রাক্ষস হচ্ছে তারা যারা বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান অস্বীকার করে। বেদের প্রামাণিকতা যদি হারিয়ে যায়, তা হলে বিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাই দেবতা, রাজা এবং রাষ্ট্র-প্রধানদের কর্তব্য হচ্ছে বেদকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা; তা না হলে মানব-সমাজ বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

শ্লোক ৩০

তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ ।
হরিরিত্যাহৃতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥

তত্রাপি—সেই সময়ে; **জজ্ঞে**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিণ্যাম্**—হরিণীর গর্ভে; **হরিমেধসঃ**—হরিমেধা থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন; **হরিঃ**—হরি; **ইতি**—এই প্রকার; **আহৃতঃ**—নামক; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **গজেন্দ্রঃ**—গজেন্দ্র; **মোচিতঃ**—মুক্ত হয়েছিল; **গ্রহাৎ**—কুমিরের মুখ থেকে।

অনুবাদ

এই মন্বন্তরেও ভগবান শ্রীবিষ্ণু হরিমেধার পত্নী হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি হরি নামে খ্যাত হন। তিনি কুমিরের মুখ থেকে গজেন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

শ্রীরাজোবাচ

বাদরায়ণ এতৎ তে শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ।
হরির্যথা গজপতিং গ্রাহগ্রস্তমমূমুচৎ ॥ ৩১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **বাদরায়ণে**—হে বাদরায়ণ (ব্যাসদেবের) পুত্র; **এতৎ**—এই; **তে**—আপনার কাছ থেকে; **শ্রোতুম্ ইচ্ছামহে**—শুনতে ইচ্ছা করি; **বয়ম্**—আমরা; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **যথা**—যেভাবে; **গজ-পতিম্**—গজরাজ; **গ্রাহ-গ্রস্তম্**—যখন কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন; **অমূমুচৎ**—উদ্ধার করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে বাদরায়ণি, কুমিরের দ্বারা গজেন্দ্র আক্রান্ত হলে, শ্রীহরি কিভাবে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, সেই কথা আমরা বিস্তারিতভাবে শুনতে ইচ্ছা করি।

শ্লোক ৩২

তৎকথাসু মহৎ পুণ্যং ধন্যং স্বস্ত্যয়নং শুভম্ ।
যত্র যত্রোত্তমশ্লোকো ভগবান্ গীয়তে হরিঃ ॥ ৩২ ॥

তৎ-কথাসু—সেই বর্ণনায়; **মহৎ**—মহান; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **ধন্য**—মহিমান্বিত; **স্বস্ত্যয়নম্**—মঙ্গলজনক; **শুভম্**—শুভ; **যত্র**—যখনই; **যত্র**—যেখানেই; **উত্তমশ্লোকঃ**—উত্তমশ্লোক নামে প্রসিদ্ধ; **ভগবান্**—ভগবান; **গীয়তে**—মহিমান্বিত হন; **হরিঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

যে শাস্ত্রে অথবা বর্ণনায় উত্তমশ্লোক ভগবানের মহিমা বর্ণিত হয়, তা নিশ্চিতভাবে মহান, শুদ্ধ, ধন্য, মঙ্গলজনক এবং শুভ।

তাৎপর্য

কেবল শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণনা করার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করছে। আমরা বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেছি, যেমন প্রতিটি সাড়ে ছয়শ পৃষ্ঠা সমন্বিত সাতটি খণ্ডে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* ছাড়াও *ভগবদ্গীতা* এবং *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*। আমরা *শ্রীমদ্ভাগবত*ও প্রকাশ করছি যা আঠারোটি খণ্ডে পূর্ণ হবে। যখনই বক্তা এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন এবং শ্রোতা তা শ্রবণ করেন, তার ফলে এক অতি শুভ এবং মঙ্গলজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের, বিশেষ করে সন্ন্যাসীদের অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করা কর্তব্য। তার ফলে এক মঙ্গলজনক পরিবেশের সৃষ্টি হবে।

শ্লোক ৩৩

শ্রীসূত উবাচ

পরীক্ষিতৈবং স তু বাদরায়ণিঃ
প্রায়োপবিষ্টেন কথাসু চোদিতঃ ।
উবাচ বিপ্রাঃ প্রতিনন্দ্য পার্থিবং
মুদা মুনীনাং সদসি স্ম শৃণ্বতাম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **পরীক্ষিতা**—পরীক্ষিৎ মহারাজের দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বাদরায়ণিঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **প্রায়-উপবিষ্টেন**—আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রায়োপবিষ্ট; **কথাসু**—বাক্যে; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ;

প্রতিনন্দ্য—তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে; **পার্থিবম্**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **মুদা**—মহা আনন্দ সহকারে; **মুনীনাম্**—মহর্ষিদের; **সদসি**—সভায়; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **শৃণ্বতাম্**—শ্রবণ করতে ইচ্ছুক।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—হে ব্রাহ্মণগণ, আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রায়োপবিষ্ট পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে বলতে অনুরোধ করলেন, তখন মহারাজের বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, শুকদেব গোস্বামী রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রবণেচ্ছু মহর্ষিদের সভায় মহা আনন্দে বলেছিলেন।

ইতি—শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসক মনুগণ' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গজেন্দ্রের সঙ্কট

চতুর্থ মন্বন্তরে ভগবান কিভাবে গজেন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন, তা এই স্কন্ধের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, গজেন্দ্র যখন তার হস্তিনীগণ সহ জলে খেলা করছিল, তখন এক কুমির হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে, এবং গজেন্দ্র নিজের রক্ষার জন্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়।

ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে একটি অতি মনোরম পর্বত রয়েছে, যার উচ্চতা দশ হাজার যোজন বা আশি হাজার মাইল। এই পর্বতটির নাম ত্রিকূট। এই ত্রিকূট পর্বতের উপত্যকায় ঋতুমৎ নামক একটি অতি সুন্দর উদ্যান রয়েছে, যা বরুণদেব নির্মাণ করেছেন, এবং সেখানে একটি অত্যন্ত সুন্দর সরোবর রয়েছে। এক সময়ে হাতিদের রাজা গজেন্দ্র তার হস্তিনীদের নিয়ে সেই সরোবরে জলবিহার করতে গিয়েছিল, এবং তার ফলে জলচর জীবকুলের জীবন-সঙ্কট উপস্থিত হয়। তখন অত্যন্ত বলবান কুমিরদের নায়ক গজেন্দ্রের পাদদেশ আক্রমণ করে। তখন গজেন্দ্র এবং কুমিরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধ এক হাজার বছর ধরে চলে। গজেন্দ্র এবং কুমির উভয়েই জীবিত ছিল, কিন্তু যেহেতু জলে যুদ্ধ হচ্ছিল, তাই গজেন্দ্র ক্রমশ ক্ষীণবল হয়ে পড়ে এবং কুমিরের বল বর্ধিত হতে থাকে। অসহায় হয়ে, তার রক্ষার আর কোন উপায় নেই দেখে, গজেন্দ্র তখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

আসীদ্ গিরিবরো রাজংস্ত্রিকূট ইতি বিশ্রুতঃ ।
ক্ষীরোদেনাবৃতঃ শ্রীমান্ যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **আসীৎ**—ছিল; **গিরি-বরঃ**—এক বিশাল পর্বত; **রাজন্**—হে রাজন্; **ত্রি-কূটঃ**—ত্রিকূট; **ইতি**—এই প্রকার; **বিশ্রুতঃ**—বিখ্যাত; **ক্ষীর-উদেন**—ক্ষীর সমুদ্রের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবৃত; **শ্রীমান্**—অত্যন্ত সুন্দর; **যোজন**—আট মাইল; **অযুতম্**—দশ হাজার; **উচ্ছ্রিতঃ**—অতি উচ্চ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ত্রিকূট নামে এক অতি বিশাল পর্বত রয়েছে। তার উচ্চতা দশ হাজার যোজন (আশি হাজার মাইল)। ক্ষীর সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত এই পর্বতটি অত্যন্ত সুন্দর।

শ্লোক ২-৩

তাবতা বিস্তৃতঃ পর্যক্ ত্রিভিঃ শৃঙ্গৈঃ পয়োনিধিম্ ।
দিশঃ খং রোচয়ন্নাস্তে রৌপ্যায়সহিরণ্ময়ৈঃ ॥ ২ ॥
অন্যৈশ্চ ককুভঃ সর্বা রত্নধাতুবিচিত্রিতৈঃ ।
নানাদ্রুমলতাগুল্মৈর্নির্ঘোষৈর্নির্ঝরাম্ভসাম্ ॥ ৩ ॥

তাবতা—সেইভাবে; **বিস্তৃতঃ**—দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ (আশি হাজার মাইল); **পর্যক্**—চতুর্দিকে; **ত্রিভিঃ**—তিন; **শৃঙ্গৈঃ**—শিখরের দ্বারা; **পয়ঃ-নিধিম্**—ক্ষীর সমুদ্রের একটি দ্বীপে অবস্থিত; **দিশঃ**—সর্বদিক; **খম্**—আকাশ; **রোচয়ন্**—মনোরম; **আস্তে**—বিরাজ করছে; **রৌপ্য**—রৌপ্য নির্মিত; **অয়স**—লৌহ; **হিরণ্ময়ৈঃ**—এবং স্বর্ণ; **অন্যৈঃ**—অন্য শৃঙ্গ সহ; **চ**—ও; **ককুভঃ**—দিক; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **রত্ন**—রত্নের দ্বারা; **ধাতু**—এবং ধাতু; **বিচিত্রিতৈঃ**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভিত; **নানা**—বিবিধ; **দ্রুম-লতা**—বৃক্ষ এবং লতা; **গুল্মৈঃ**—গুল্ম; **নির্ঘোষৈঃ**—ধ্বনির দ্বারা; **নির্ঝর**—ঝর্না; **অম্ভসাম্**—জলের।

অনুবাদ

সেই পর্বত দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে সমান (আশি হাজার মাইল)। লৌহময়, রৌপ্যময় এবং স্বর্ণময় তার তিনটি শিখর সর্বদিক এবং আকাশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। সেই পর্বতের অন্যান্য শৃঙ্গও রয়েছে, যেগুলি মণিরত্ন ও ধাতুতে পূর্ণ, এবং বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে সুশোভিত। সেই পর্বতের ঝর্নার জলের ধ্বনি অত্যন্ত মনোহর শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সমস্ত দিকের শোভা বর্ধন করে সেই পর্বত বিরাজমান।

শ্লোক ৪

স চাবনিজ্যমানাঙ্ঘ্রিঃ সমন্তাৎ পয়উর্মিভিঃ ।
করোতি শ্যামলাং ভূমিং হরিন্মরকতাশ্মভিঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—সেই পর্বত; **চ**—ও; **অবনিজ্যমান-অঙ্ঘ্রিঃ**—যার পা সর্বদা ধৌত হয়; **সমন্তাৎ**—সর্বদিকে; **পয়ঃ-ঊর্মিভিঃ**—দুধের তরঙ্গের দ্বারা; **করোতি**—করে; **শ্যামলাম্**—ঘন সবুজ; **ভূমিম্**—ভূমি; **হরিৎ**—সবুজ; **মরকত**—মরকত মণি; **অশ্মভিঃ**—পাথরের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই পর্বতের পাদদেশ সর্বদা দুগ্ধ-তরঙ্গের দ্বারা ধৌত হয়, এবং সেই দুধ অষ্টদিকে (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং তাদের মধ্যবর্তী আরও চারটি দিক) মরকত মণি সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিবিধ প্রকার সমুদ্র রয়েছে। কোথাও দুধের সমুদ্র রয়েছে, কোথাও সুরার সমুদ্র রয়েছে, কোথাও ঘৃতের সমুদ্র রয়েছে, কোথাও তেলের সমুদ্র রয়েছে, এবং কোথাও মিষ্ট জলের সমুদ্র রয়েছে। এইভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন প্রকার সমুদ্র রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা, যাদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প, তারা এই বর্ণনা অস্বীকার করতে পারে না; তারা কোন গ্রহের পূর্ণ বিবরণ প্রদান করতে পারে না, এমন কি যে গ্রহটিতে আমরা বাস করছি, সেই গ্রহটিরও নয়। কিন্তু এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোনও পর্বতের উপত্যকা দুধের দ্বারা বিধৌত হলে, তা মরকত মণি উৎপন্ন করে। ভগবানের দ্বারা পরিচালিত জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ অনুকরণ করার ক্ষমতা কারও নেই।

শ্লোক ৫

সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈর্বিদ্যাধরমহোরগৈঃ ।
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়দ্ভির্জুষ্টকন্দরঃ ॥ ৫ ॥

সিদ্ধ—সিদ্ধ; **চারণ**—চারণ; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বগণ; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধরগণ; **মহা-উরগৈঃ**—মহাসর্প; **কিন্নরৈঃ**—কিন্নর; **অপ্সরোভিঃ**—অপ্সরাদের দ্বারা; **চ**—এবং; **ক্রীড়দ্ভিঃ**—ক্রীড়াশীল; **জুষ্ট**—আনন্দ উপভোগে রত; **কন্দরঃ**—গুহা।

অনুবাদ

সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহাসর্প, কিন্নর এবং অপ্সরাগণ সেই পর্বতে খেলা করতে যান। তার ফলে সেই পর্বতের গুহাগুলি সেই সমস্ত উচ্চলোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূর্ণ থাকে।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষেরা লবণ সমুদ্রে খেলা করতে যায়, কিন্তু উচ্চতর লোকের অধিবাসীরা ক্ষীর সমুদ্রে যান। তাঁরা ক্ষীর সমুদ্রে সাঁতার কাটেন এবং ত্রিকূট পর্বতের গুহায় বিবিধ ক্রীড়াবিলাস করেন।

শ্লোক ৬

**যত্র সংগীতসন্নাদৈর্নদদ্গুহমমর্ষয়া ।
অভিগর্জন্তি হরয়ঃ শ্লাঘিনঃ পরশঙ্কয়া ॥ ৬ ॥**

যত্র— সেই (ত্রিকূট) পর্বতে; **সংগীত**— সংগীতের; **সন্নাদৈঃ**—ধ্বনিতে; **নদৎ**— নিনাদিত; **গুহম্**— গুহা; **অমর্ষয়া**— অসহ্য ক্রোধ বা ঈর্ষার ফলে; **অভিগর্জন্তি**— গর্জন করে; **হরয়ঃ**— সিংহগণ; **শ্লাঘিনঃ**— তাদের শক্তিতে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে; **পর-শঙ্কয়া**— অন্য সিংহের আশঙ্কা করে।

অনুবাদ

পর্বত কন্দরে স্বর্গলোকবাসীদের সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শ্রবণ করে সিংহেরা অন্য কোন সিংহ সেইভাবে গর্জন করছে মনে করে, তাদের নিজেদের শক্তিতে গর্বিত হয়ে অসহ্য ক্রোধে গর্জন করে।

তাৎপর্য

উচ্চতর লোকে কেবল বিভিন্ন প্রকার মানুষই নয়, সিংহ, হস্তী আদি পশুরাও রয়েছে। সেখানে বৃক্ষ রয়েছে এবং সেখানকার ভূমি মরকত মণি দিয়ে তৈরি। এমনই অপূর্ব ভগবানের সৃষ্টি। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, *কেশব! তুয়া জগত বিচিত্র*। ভূবিজ্ঞানী, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী এবং তথাকথিত অন্য সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করে, কিন্তু অন্যান্য

গ্রহের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অনুমান করতে না পেরে তারা ভ্রান্তভাবে কল্পনা করে যে, অন্য সমস্ত গ্রহগুলি শূন্য, সেখানে কোন প্রাণী নেই, রয়েছে কেবল ধুলা। যদিও তারা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তার অনুমান করতে পারে না, তবুও তারা তাদের জ্ঞানের গর্বে গর্বিত, এবং অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা তাদের মহাপণ্ডিত বলে মনে করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১৯) বর্ণনা করা হয়েছে, *শ্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ*—কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভতুল্য মানুষেরা জড় জগতের নেতাদের প্রশংসা করে, এবং সেই সমস্ত নেতারা হচ্ছে এক-একজন বড় বড় পশু। এই সমস্ত বড় বড় পশুদের দেওয়া জ্ঞানে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, জ্ঞান গ্রহণ করা উচিত শুকদেব গোস্বামীর মতো সিদ্ধ পুরুষদের কাছ থেকে। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মহাজনদের উপদেশ অনুসরণ করা। দ্বাদশ মহাজন রয়েছেন এবং শুকদেব গোস্বামী তাঁদের অন্যতম।

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/৩/২০)

বৈয়াসকি হচ্ছেন শুকদেব গোস্বামী। তিনি যা বলেন তা বাস্তব সত্য, এবং সেটিই পূর্ণ জ্ঞান।

শ্লোক ৭

নানারণ্যপশুব্রাতসঙ্কুলদ্রোণ্যলঙ্কৃতঃ ।
চিত্রদ্রুমসুরোদ্যানকলকণ্ঠবিহঙ্গমঃ ॥ ৭ ॥

নানা—বিবিধ প্রকার; **অরণ্য-পশু**—বন্য পশু; **ব্রাত**—সমূহ; **সঙ্কুল**—পূর্ণ; **দ্রোণি**—উপত্যকা; **অলঙ্কৃতঃ**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভিত; **চিত্র**—বিচিত্র; **দ্রুম**—বৃক্ষসমূহ; **সুর-উদ্যান**—দেবতাদের উদ্যানে; **কলকণ্ঠ**—মধুর স্বরে কূজন পরায়ণ; **বিহঙ্গমঃ**—পক্ষীগণ।

অনুবাদ

ত্রিকূট পর্বতের প্রান্তদেশ নানাবিধ বন্য পশুসমূহে অলঙ্কৃত, এবং দেবতাদের উদ্যানের বৃক্ষে পক্ষীরা সুমধুর স্বরে কূজন করে।

শ্লোক ৮

সরিৎসরোভিরচ্ছোদৈঃ পুলিনৈর্মণিবালুকৈঃ ।
দেবস্ত্রীমজ্জনামোদসৌরভাম্ব্বনিলৈর্যুতঃ ॥ ৮ ॥

সরিৎ—নদীসমূহ; **সরোভিঃ**—এবং সরোবর; **অচ্ছোদৈঃ**—ফটিকের মতো নির্মল জলে পূর্ণ; **পুলিনৈঃ**—তট; **মণি**—রত্নময়; **বালুকৈঃ**—বালুকণার মতো; **দেব-স্ত্রী**—দেবাঙ্গনাগণ; **মজ্জন**—(সেই জলে) স্নান করে; **আমোদ**—দেহের সৌরভ; **সৌরভ**—অত্যন্ত সুরভিত; **অম্বু**—জলে; **অনিলৈঃ**—এবং বায়ুর দ্বারা; **যুতঃ**—সমৃদ্ধ (ত্রিকূট পর্বতের বাতাবরণ)।

অনুবাদ

ত্রিকূট পর্বতে বহু সরোবর এবং নদী রয়েছে, তার তট মণিময় বালুকারাশির দ্বারা আচ্ছাদিত। তার জল স্ফটিকের মতো নির্মল, এবং স্বর্গ-ললনাগণ যখন সেখানে স্নান করেন, তখন তাঁদের দেহের সৌরভে সেখানকার জল এবং বায়ু সুরভিত হয়।

তাৎপর্য

জড় জগতেও বিভিন্ন স্তরের জীব রয়েছে। পৃথিবীর মানুষেরা সাধারণত তাদের দেহের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্য শরীরে গন্ধদ্রব্য লেপন করে, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্বর্গ-ললনাদের দেহের সৌরভে ত্রিকূট পর্বতের নদী, সরোবর এবং সমগ্র বাতাবরণ সুরভিত হয়ে ওঠে। উচ্চতর লোকের স্ত্রীদের শরীর যদি এত সুন্দর হয়, তা হলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, বৈকুণ্ঠলোকের স্ত্রীদের অথবা বৃন্দাবনের গোপীদের শরীর কতই না সুন্দর।

শ্লোক ৯-১৩

তস্য দ্রোণ্যাং ভগবতো বরুণস্য মহাত্মনঃ ।
উদ্যানমৃতুমন্নাম আক্রীড়ং সুরযোষিতাম্ ॥ ৯ ॥
সর্বতোঽলঙ্কৃতং দিব্যৈর্নিত্যপুষ্পফলদ্রুমৈঃ ।
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ ॥ ১০ ॥
চূতৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈরাম্রৈরাম্রাতকৈরপি ।
ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জূরৈর্বীজপূরকৈঃ ॥ ১১ ॥

মধুকৈঃ শালতালৈশ্চ তমালৈরসনার্জুনৈঃ ।
অরিষ্টোড়ুম্বরপ্লক্ষৈর্বটৈঃ কিংশুকচন্দনৈঃ ॥ ১২ ॥
পিচুমর্দৈঃ কোবিদারৈঃ সরলৈঃ সুরদারুভিঃ ।
দ্রাক্ষেক্ষুরম্ভাজম্বুভির্বদর্যক্ষাভয়ামলৈঃ ॥ ১৩ ॥

তস্য—সেই (ত্রিকূট) পর্বতের; **দ্রোণ্যাম্**—উপত্যকায়; **ভগবতঃ**—মহাপুরুষ; **বরুণস্য**—বরুণদেবের; **মহা-আত্মনঃ**—যিনি ভগবানের মহান ভক্ত; **উদ্যানম্**—উদ্যান; **ঋতুমৎ**—ঋতুমৎ; **নাম**—নামক; **আক্রীড়ম্**—আমোদ প্রমোদের স্থান; **সুর-যোষিতাম্**—দেব-ললনাদের; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **অলঙ্কৃতম্**—সুন্দরভাবে শোভিত; **দিব্যৈঃ**—দিব্য; **নিত্য**—সর্বদা; **পুষ্প**—ফুল; **ফল**—এবং ফলের; **দ্রুমৈঃ**—বৃক্ষের দ্বারা; **মন্দারৈঃ**—মন্দার; **পারিজাতৈঃ**—পারিজাত; **চ**—ও; **পাটল**—পাটল; **অশোক**—অশোক; **চম্পকৈঃ**—চম্পক; **চূতৈঃ**—চূত ফল; **পিয়ালৈঃ**—পিয়াল; **পনসৈঃ**—পনস ফল; **আম্রৈঃ**—আম্র; **আম্রাতকৈঃ**—আম্রাতক নামক অম্ল ফল; **অপি**—ও; **ক্রমুকৈঃ**—ক্রমুক ফল; **নারিকেলৈঃ**—নারিকেল বৃক্ষ; **চ**—এবং; **খর্জুরৈঃ**—খেজুর গাছ; **বীজপূরকৈঃ**—ডালিম; **মধুকৈঃ**—মধুক ফল; **শাল-তালৈঃ**—তাল; **চ**—এবং; **তমালৈঃ**—তমাল বৃক্ষ; **অসন**—অসন; **অর্জুনৈঃ**—অর্জুন বৃক্ষ; **অরিষ্ট**—অরিষ্ট ফল; **উড়ুম্বর**—বিশাল উড়ুম্বর বৃক্ষ; **প্লক্ষৈঃ**—প্লক্ষ বৃক্ষ; **বটৈঃ**—বট বৃক্ষ; **কিংশুক**—কিংশুক নামক গন্ধহীন লাল ফুল; **চন্দনৈঃ**—চন্দন বৃক্ষ; **পিচুমর্দৈঃ**—পিচুমর্দ ফুল; **কোবিদারৈঃ**—কোবিদার ফল; **সরলৈঃ**—সরল বৃক্ষ; **সুর-দারুভিঃ**—দেবদারু বৃক্ষ; **দ্রাক্ষা**—আঙ্গুর; **ইক্ষুঃ**—ইক্ষু; **রম্ভা**—কলা; **জম্বুভিঃ**—জম্বু ফল; **বদরী**—বদরী ফল; **অক্ষ**—অক্ষ ফল; **অভয়**—অভয় ফল; **আমলৈঃ**—আমলকী।

অনুবাদ

ত্রিকূট পর্বতের উপত্যকায় ঋতুমৎ নামক এক উদ্যান রয়েছে। সেই উদ্যানটি মহান ভগবদ্ভক্ত বরুণদেবের, এবং সেটি দেবস্ত্রীদের ক্রীড়োদ্যান। সেটি সমস্ত ঋতুতে নানা প্রকার ফুল এবং ফলে পূর্ণ থাকে। তাদের মধ্যে রয়েছে—মন্দার, পারিজাত, পাটল, অশোক, চম্পক, চূত, পিয়াল, পনস, আম্র, আম্রাতক, ক্রমুক, নারিকেল, খর্জুর, ডালিম, মধুক, তাল, তমাল, অসন, অর্জুন, অরিষ্ট, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, অশ্বত্থ, বট, কিংশুক, চন্দন, পিচুমর্দ, কোবিদার, সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, রম্ভা, জম্বু, বদরী, অক্ষ, অভয়, আমলকী প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ।

শ্লোক ১৪-১৯

বিল্বৈঃ কপিত্থৈর্জম্বীরৈর্বৃতো ভল্লাতকাদিভিঃ ।
তস্মিন্ সরঃ সুবিপুলং লসৎকাঞ্চনপঙ্কজম্ ॥ ১৪ ॥
কুমুদোৎপলকহ্লারশতপত্রশ্রিয়োর্জিতম্ ।
মত্তষট্পদনির্ঘুষ্টং শকুন্তৈশ্চ কলস্বনৈঃ ॥ ১৫ ॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রাহ্বৈঃ সারসৈরপি ।
জলকুক্কুটকোযষ্টিদাত্যূহকুলকূজিতম্ ॥ ১৬ ॥
মৎস্যকচ্ছপসঞ্চারচলৎপদ্মরজঃপয়ঃ ।
কদম্ববেতসনলনীপবঞ্জুলকৈর্বৃতম্ ॥ ১৭ ॥
কুন্দৈঃ কুরুবকাশোকৈঃ শিরীষৈঃ কূটজেঙ্গুদৈঃ ।
কুব্জকৈঃ স্বর্ণযূথীভির্নাগপুন্নাগজাতিভিঃ ॥ ১৮ ॥
মল্লিকাশতপত্রৈশ্চ মাধবীজালকাদিভিঃ ।
শোভিতং তীরজৈশ্চান্যৈর্নিত্যর্তুভিরলং দ্রুমৈঃ ॥ ১৯ ॥

বিল্বৈঃ—বিল্ব বৃক্ষ; **কপিত্থৈঃ**—কপিত্থ বৃক্ষ; **জম্বীরৈঃ**—জম্বীর বৃক্ষ; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **ভল্লাতক-আদিভিঃ**—ভল্লাতক আদি বৃক্ষ; **তস্মিন্**—সেই উদ্যানে; **সরঃ**—একটি সরোবর; **সু-বিপুলম্**—অতি বিশাল; **লসৎ**—শোভমান; **কাঞ্চন**—স্বর্ণময়; **পঙ্কজম্**—পদ্মফুলে পূর্ণ; **কুমুদ**—কুমুদ ফুলের; **উৎপল**—উৎপল ফুল; **কহ্লার**—কহ্লার পুষ্প; **শতপত্র**—এবং শতপত্র ফুল; **শ্রিয়া**—সৌন্দর্য সহ; **ঊর্জিতম্**—শ্রেষ্ঠ; **মত্ত**—প্রমত্ত; **ষট্পদ**—ভ্রমর; **নির্ঘুষ্টম্**—গুঞ্জন; **শকুন্তৈঃ**—পাখির কূজন; **চ**—এবং; **কল-স্বনৈঃ**—মধুর সঙ্গীত; **হংস**—হংস; **কারণ্ডব**—কারণ্ডব; **আকীর্ণম্**—পূর্ণ; **চক্রাহ্বৈঃ**—চক্রবাক; **সারসৈঃ**—সারস; **অপি**—ও; **জল-কুক্কুট**—জলকুক্কুট; **কোযষ্টি**—কোযষ্টি; **দাত্যূহ**—দাত্যূহ; **কুল**—সমূহ; **কূজিতম্**—নিনাদিত; **মৎস্য**—মাছ; **কচ্ছপ**—এবং কচ্ছপের; **সঞ্চার**—গতির ফলে; **চলৎ**—বিক্ষুব্ধ; **পদ্ম**—পদ্মের; **রজঃ**—পরাগের দ্বারা; **পয়ঃ**—জল (শোভিত হয়েছিল); **কদম্ব**—কদম্ব; **বেতস**—বেতস; **নল**—নল; **নীপ**—নীপ; **বঞ্জুলকৈঃ**—বঞ্জুলক; **বৃতম্**—পরিবৃত; **কুন্দৈঃ**—কুন্দ; **কুরুবক**—কুরুবক; **অশোকৈঃ**—অশোক; **শিরীষৈঃ**—শিরীষ; **কূটজ**—কূটজ; **ইঙ্গুদৈঃ**—ইঙ্গুদ; **কুব্জকৈঃ**—কুব্জক; **স্বর্ণ-যূথীভিঃ**—স্বর্ণযূথী; **নাগ**—নাগ; **পুন্নাগ**—পুন্নাগ; **জাতিভিঃ**—জাতী; **মল্লিকা**—মল্লিকা; **শতপত্রৈঃ**—

শতপত্র; **চ**—ও; **মাধবী**—মাধবী; **জালকাদিভিঃ**—জালকা আদির দ্বারা; **শোভিতম্**—শোভিত; **তীর-জৈঃ**—তটজাত; **চ**—এবং; **অন্যৈঃ**—অন্যান্য; **নিত্য-ঋতুভিঃ**—সমস্ত ঋতুতেই; **অলম্**—প্রচুর মাত্রায়; **দ্রুমৈঃ**—(ফল এবং ফুল উৎপাদনকারী) বৃক্ষসমূহের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই উদ্যানে স্বর্ণকমলে পূর্ণ এক বিশাল সরোবর রয়েছে। তা কুমুদ, কহ্লার, উৎপল এবং শতপত্রে পূর্ণ, যা সেই পর্বতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সেখানে বিল্ব, কপিত্থ, জম্বীর এবং ভল্লাতক বৃক্ষ রয়েছে। মধুপানে মত্ত ভ্রমরেরা পাখির অত্যন্ত সুমধুর কূজনের সঙ্গে গুঞ্জন করছিল। সেই সরোবরটি হংস, কারণ্ডক, চক্রবাক, সারস, জলকুক্কুট, দাত্যূহ, কোযষ্টি এবং অন্যান্য কূজনশীল পক্ষীতে পূর্ণ থাকে। মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতির সঞ্চারে পতিত পদ্মপরাগ নিঃসৃত হওয়ার ফলে, সেই জল এক অপূর্ব সৌন্দর্য ধারণ করে। সেই সরোবরটি কদম্ব, বেতস, নল, নীপ, বঞ্জুলক, কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কূটজ, ইঙ্গুদ, কুব্জক, স্বর্ণযূথী, নাগ, পুন্নাগ, জাতী, মল্লিকা, শতপত্র, জালকা এবং মাধবীলতায় পরিবৃত। সেই সরোবরের তীর সর্বঋতুতে ফুল এবং ফল উৎপাদনকারী বৃক্ষের দ্বারাও অলঙ্কৃত। এইভাবে সেই পর্বতটি অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়ে বিরাজমান।

তাৎপর্য

ত্রিকূট পর্বতের সরোবর এবং নদীর এই বিশদ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এই পৃথিবীতে কোন কিছুর সঙ্গে তার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। অন্যান্য লোকেও এই রকম বহু আশ্চর্যজনক বস্তু রয়েছে। যেমন, আমরা জানি যে কুড়ি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ রয়েছে, এবং তাদের সব কয়টি এই পৃথিবীতে নেই। *শ্রীমদ্ভাগবত* ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করে। তা কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডেরই নয়, ব্রহ্মাণ্ডের অতীত চিৎ-জগতেরও বর্ণনা করে। জড় জগৎ এবং চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনায় কেউ কোন রকম সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না। মানুষের পৃথিবী থেকে চন্দ্রে যাওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য গ্রহে কি রয়েছে সেই সম্বন্ধে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে। কল্পনা করার কোন প্রয়োজন নেই; *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে।

শ্লোক ২০

তত্রৈকদা তদ্‌গিরিকাননাশ্রয়ঃ
করেণুভির্বারণযূথপশ্চরন্ ।
সকণ্টকং কীচকবেণুবেত্রবদ্
বিশালগুল্মং প্ররুজন্ বনস্পতীন্ ॥ ২০ ॥

তত্র—সেখানে; **একদা**—এক সময়; **তৎ-গিরি**—সেই (ত্রিকূট) পর্বতের; **কানন-আশ্রয়ঃ**—কাননবাসী; **করেণুভিঃ**—হস্তিনীগণ সহ; **বারণ-যূথ-পঃ**—হস্তীযূথপতি; **চরন্**—বিচরণ করতে করতে; **স-কণ্টকম্**—কণ্টকাকীর্ণ স্থানে; **কীচক-বেণু-বেত্র-বৎ**—বিভিন্ন নামের লতা-গুল্মযুক্ত; **বিশাল-গুল্মম্**—বহু গুল্ম; **প্ররুজন্**—ভগ্ন করে; **বনঃ-পতীন্**—বৃক্ষ এবং লতা।

অনুবাদ

সেই ত্রিকূট পর্বতের কাননবাসী এক গজযূথপতি হস্তিনীগণ সহ বহু বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ভগ্ন করে, তাদের তীক্ষ্ণ কণ্টক গ্রাহ্য না করে, সরোবর অভিমুখে বিচরণ করছিল।

শ্লোক ২১

যদ্‌গন্ধমাত্রাদ্ধরয়ো গজেন্দ্রা
ব্যাঘ্রাদয়ো ব্যালমৃগাঃ সখড়্গাঃ ।
মহোরগাশ্চাপি ভয়াদ্ দ্রবন্তি
সগৌরকৃষ্ণাঃ সরভাশ্চমর্যঃ ॥ ২১ ॥

যৎ-গন্ধ-মাত্রাৎ—কেবল সেই হস্তীর গন্ধের দ্বারা; **হরয়ঃ**—সিংহ; **গজ-ইন্দ্রাঃ**—অন্য গজেন্দ্রগণ; **ব্যাঘ্র-আদয়ঃ**—ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুগণ; **ব্যাল-মৃগাঃ**—অন্যান্য হিংস্র পশুগণ; **স-খড়্গাঃ**—গণ্ডার; **মহা-উরগাঃ**—বিশাল সর্পগণ; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **ভয়াৎ**—ভীত হয়ে; **দ্রবন্তি**—পলায়ন করেছিল; **স**—সঙ্গে; **গৌর-কৃষ্ণাঃ**—তাদের কেউ শ্বেতবর্ণ এবং কেউ কৃষ্ণবর্ণ; **সরভাঃ**—সরভগণ; **চমর্যঃ**—চমরী মৃগসমূহও।

অনুবাদ

সেই গজেন্দ্রের গন্ধ মাত্রই সিংহ, অন্য গজেন্দ্র, ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু, গণ্ডার, মহাসর্প, শ্বেত এবং কৃষ্ণবর্ণ সরভ এবং চমরী মৃগসমূহ ভয়বশত পলায়ন করেছিল।

শ্লোক ২২

বৃকা বরাহা মহিষর্ক্ষশল্যা
গোপুচ্ছশালাবৃকমর্কটাশ্চ ।
অন্যত্র ক্ষুদ্রা হরিণাঃ শশাদয়-
শ্চরন্ত্যভীতা যদনুগ্রহেণ ॥ ২২ ॥

বৃকাঃ—বৃক; **বরাহাঃ**—বরাহ; **মহিষ**—মহিষ; **ঋক্ষ**—ভল্লুক; **শল্যাঃ**—শল্য; **গোপুচ্ছ**—এক প্রকার হরিণ; **শালাবৃক**—নেকড়ে বাঘ; **মর্কটাঃ**—বানর; **চ**—এবং; **অন্যত্র**—অন্যস্থানে; **ক্ষুদ্রাঃ**—ক্ষুদ্র পশুগণ; **হরিণাঃ**—হরিণ; **শশ-আদয়ঃ**—শশক আদি; **চরন্তি**—(বনে) বিচরণ করছিল; **অভীতাঃ**—নির্ভয়ে; **যৎ-অনুগ্রহেণ**—সেই হস্তীর কৃপায়।

অনুবাদ

সেই গজেন্দ্রের কৃপায় শৃগাল, নেকড়ে, মহিষ, বরাহ, ভল্লুক, গোপুচ্ছ, শজারু, বানর, শশক, হরিণ আদি ক্ষুদ্র পশুরা তার ভয়ে ভীত না হয়ে, অরণ্যের অন্যত্র বিচরণ করছিল।

তাৎপর্য

এই সমস্ত পশুরা প্রকৃতপক্ষে হস্তীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও তারা নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারত, তবুও তার প্রতি শ্রদ্ধাবশত তারা তার সম্মুখে আসেনি।

শ্লোক ২৩-২৪

স ঘর্মতপ্তঃ করিভিঃ করেণুভি-
র্বৃতো মদচ্যুৎ করভৈরনুদ্রুতঃ ।
গিরিং গরিম্ণা পরিতঃ প্রকম্পয়ন্
নিষেব্যমাণোঽলিকুলৈর্মদাশনৈঃ ॥ ২৩ ॥

সরোঽনিলং পঙ্কজরেণুরূষিতং
জিঘ্রন্ বিদূরান্মদবিহ্বলেক্ষণঃ ।
বৃতঃ স্বযূথেন তৃষার্দিতেন তৎ
সরোবরাভ্যাসমথাগমদ্ দ্রুতম্ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সে (গজেন্দ্র); **ঘর্ম-তপ্তঃ**—ঘর্মাক্ত; **করিভিঃ**—অন্য হস্তীগণ; **করেণুভিঃ**—এবং হস্তিনীদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **মদ-চ্যুৎ**—মদস্রাবী; **কলভৈঃ**—ক্ষুদ্র হস্তীদের দ্বারা; **অনুদ্রুতঃ**—অনুসরণ করছিল; **গিরিম্**—সেই পর্বত; **গরিম্না**—দেহভারের দ্বারা; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **প্রকম্পয়ন্**—কম্পিত করে; **নিষেব্যমাণঃ**—সেবিত হয়ে; **অলি-কুলৈঃ**—ভ্রমরকুলের দ্বারা; **মদ-অশনৈঃ**—যে মধু পান করেছে; **সরঃ**—সরোবর থেকে; **অনিলম্**—মৃদুমন্দ বায়ু; **পঙ্কজ-রেণু-রূষিতম্**—পদ্মফুলের রেণু বহন করে; **জিঘ্রন্**—ঘ্রাণ গ্রহণ করে; **বিদূরাৎ**—দূর থেকে; **মদ-বিহ্বল**—মদগ্রস্ত হয়ে; **ঈক্ষণঃ**—দৃষ্টিপাত; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **স্ব-যূথেন**—তার সঙ্গীদের দ্বারা; **তৃষা-অর্দিতেন**—তৃষ্ণার্ত; **তৎ**—তা; **সরোবর-অভ্যাসম্**—সরোবরের তীরে; **অথ**—এইভাবে; **অগমৎ**—গমন করেছিল; **দ্রুতম্**—অতি দ্রুত।

অনুবাদ

যূথের অন্য হস্তী ও হস্তিনীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে এবং শাবকগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়ে, সেই গজপতি তার দেহের ভারে ত্রিকূট পর্বত কম্পিত করেছিল। ঘর্মাক্ত কলেবরে সেই মদস্রাবী গজেন্দ্রের দৃষ্টি মদবিহ্বল হয়েছিল। মধুপায়ী ভ্রমরকুলের দ্বারা সে সেবিত হয়েছিল, এবং পদ্মরাগ সুবাসিত সরোবরের মৃদুমন্দ বায়ু সে দূর থেকে আঘ্রাণ করেছিল। এইভাবে সে তার তৃষ্ণার্ত পার্ষদ পরিবৃত হয়ে, শীঘ্র সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

বিগাহ্য তস্মিন্নমৃতাম্বু নির্মলং
হেমারবিন্দোৎপলরেণুরূষিতম্ ।
পপৌ নিকামং নিজপুষ্করোদ্ধৃত-
মাত্মানমদ্ভিঃ স্নপয়ন্ গতক্লমঃ ॥ ২৫ ॥

বিগাহ্য—প্রবেশ করে; **তস্মিন্**—সরোবরে; **অমৃত-অম্বু**—অমৃতের মতো নির্মল জল; **নির্মলম্**—স্ফটিকস্বচ্ছ; **হেম**—অতি শীতল; **অরবিন্দ-উৎপল**—পদ্ম এবং উৎপল থেকে; **রেণু**—পরাগের দ্বারা; **রূষিতম্**—মিশ্রিত; **পপৌ**—পান করেছিল; **নিকামম্**—পূর্ণরূপে তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত; **নিজ**—নিজের; **পুষ্কর-উদ্ধৃতম্**—তার শুঁড়ের দ্বারা আকর্ষণ করে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অদ্ভিঃ**—জলের দ্বারা; **স্নপয়ন্**—ভালভাবে স্নান করে; **গত-ক্লমঃ**—ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

গজেন্দ্র সরোবরে প্রবেশপূর্বক খুব ভালভাবে স্নান করে তার ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়েছিল। তারপর সে তার শুঁড়ের দ্বারা সেই সরোবরের শীতল, নির্মল, অমৃততুল্য জল, যা পদ্ম এবং উৎপলের রেণু মিশ্রিত ছিল, তা পূর্ণরূপে তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পান করেছিল।

শ্লোক ২৬

স পুষ্করেণোদ্ধৃতশীকরাম্বুভি-
র্নিপায়য়ন্ সংস্নপয়ন্ যথা গৃহী ।
ঘৃণী করেণুঃ করভাংশ্চ দুর্মদো
নাচষ্ট কৃচ্ছ্রং কৃপণোঽজমায়য়া ॥ ২৬ ॥

সঃ—সে (গজেন্দ্র); **পুষ্করেণ**—তার শুঁড়ের দ্বারা; **উদ্ধৃত**—আকর্ষণ করে; **শীকর-অম্বুভিঃ**—এবং জল ছিটিয়ে; **নিপায়য়ন্**—তাদের পান করিয়েছিল; **সংস্নপয়ন্**—এবং স্নান করিয়েছিল; **যথা**—যেমন; **গৃহী**—গৃহস্থ; **ঘৃণী**—(তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি) সর্বদা সদয়; **করেণুঃ**—হস্তিনীদের; **করভান্**—শাবকদের; **চ**—ও; **দুর্মদঃ**—তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **ন**—না; **আচষ্ট**—বিবেচনা করেছিল; **কৃচ্ছ্রম্**—কষ্ট; **কৃপণঃ**—আধ্যাত্মিক জ্ঞান রহিত; **অজ-মায়য়া**—ভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে।

অনুবাদ

আধ্যাত্মিক জ্ঞান রহিত মানুষ যেমন তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তেমনই সেই গজেন্দ্র ভগবানের মায়ায় মোহিত হয়ে তার পত্নীদের

ও শাবকদের স্নান করিয়েছিল এবং জল পান করিয়েছিল। সে তার শুঁড়ের দ্বারা সেই সরোবরের জল আকর্ষণ করে তাদের গায়ে তা সিঞ্চন করেছিল। সেই প্রচেষ্টায় তার যে কঠোর পরিশ্রম হয়েছিল, সেই জন্য সে কিছুই মনে করেনি।

শ্লোক ২৭

তং তত্র কশ্চিন্নৃপ দৈবচোদিতো
গ্রাহো বলীয়াংশ্চরণে রুষাগ্রহীৎ ।
যদৃচ্ছয়ৈবং ব্যসনং গতো গজো
যথাবলং সোঽতিবলো বিচক্রমে ॥ ২৭ ॥

তম্—তাকে (গজেন্দ্রকে); **তত্র**—সেখানে (জলে); **কশ্চিৎ**—কোন; **নৃপ**—হে রাজন্; **দৈব-চোদিতঃ**—দৈবক্রমে; **গ্রাহঃ**—কুমির; **বলীয়ান্**—অত্যন্ত বলবান; **চরণে**—তার পায়ে; **রুষা**—ক্রোধভরে; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছিল; **যদৃচ্ছয়া**—দৈবক্রমে; **এবম্**—এই প্রকার; **ব্যসনম্**—ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **গজঃ**—গজেন্দ্র; **যথা-বলম্**—যথাসাধ্য; **সঃ**—সে; **অতি-বলঃ**—কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা; **বিচক্রমে**—নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল।

অনুবাদ

হে রাজন্, দৈবক্রমে এক অত্যন্ত বলবান কুমির সেই গজেন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে জলে তার চরণ আক্রমণ করেছিল। সেই গজেন্দ্র অবশ্যই অত্যন্ত বলবান ছিল, এবং দৈববশত এই প্রকার বিপদে পতিত হয়ে সে নিজেকে মুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

শ্লোক ২৮

তথাতুরং যূথপতিং করেণবো
বিকৃষ্যমাণং তরসা বলীয়সা ।
বিচুক্রুশুর্দীনধিয়োঽপরে গজাঃ
পার্ষ্ণিগ্রহাস্তারয়িতুং ন চাশকন্ ॥ ২৮ ॥

তথা—তখন; **আতুরম্**—সেই ভীষণ পরিস্থিতিতে; **যূথ-পতিম্**—গজযূথপতি; **করেণবঃ**—তার পত্নীগণ; **বিকৃষ্যমাণম্**—আক্রান্ত হয়ে; **তরসা**—বলের দ্বারা; **বলীয়সা**—(সেই কুমিরের) বলের দ্বারা; **বিচুক্রুশুঃ**—ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল; **দীন-ধীয়ঃ**—অল্পবুদ্ধি; **অপরে**—অন্যেরা; **গজাঃ**—হস্তীগণ; **পার্ষ্ণি-গ্রহাঃ**—তাকে পিছন থেকে ধরে; **তারয়িতুম্**—মুক্ত করার জন্য; **ন**—না; **চ**—ও; **অশকন্**—সমর্থ হয়েছিল।

অনুবাদ

তখন গজেন্দ্রের সেই ভীষণ পরিস্থিতি দর্শন করে, তার পত্নীরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল। অন্য হস্তীরা গজেন্দ্রকে পিছন থেকে ধরে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই কুমির ছিল মহাশক্তিশালী, তাই তারা তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।

শ্লোক ২৯

নিযুধ্যতোরেবমিভেন্দ্রনক্রয়ো-
র্বিকর্ষতোরন্তরতো বহির্মিথঃ ।
সমাঃ সহস্রং ব্যগমন্ মহীপতে
সপ্রাণয়োশ্চিত্রমমংসতামরাঃ ॥ ২৯ ॥

নিযুধ্যতোঃ—যুদ্ধ করে; **এবম্**—এইভাবে; **ইভ-ইন্দ্র**—গজেন্দ্রের; **নক্রয়োঃ**—এবং কুমিরের; **বিকর্ষতোঃ**—আকর্ষণ করে; **অন্তরতঃ**—জলে; **বহিঃ**—জলের বাইরে; **মিথঃ**—পরস্পর; **সমাঃ**—বৎসর; **সহস্রম্**—এক হাজার; **ব্যগমন্**—অতীত হয়েছিল; **মহী-পতে**—হে রাজন্; **স-প্রাণয়োঃ**—উভয়েই জীবিত ছিল; **চিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **অমংসত**—বিবেচনা করেছিল; **অমরাঃ**—দেবতারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, সেই গজেন্দ্র ও কুমির এইভাবে জলের মধ্যে এবং জলের বাইরে পরস্পরকে আকর্ষণ করে এক হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করেছিল। তাদের সেই যুদ্ধ দেখে দেবতারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

ততো গজেন্দ্রস্য মনোবলৌজসাং
কালেন দীর্ঘেণ মহানভূদ্ ব্যয়ঃ ।
বিকৃষ্যমাণস্য জলেঽবসীদতো
বিপর্যয়োঽভূৎ সকলং জলৌকসঃ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তারপর; **গজেন্দ্রস্য**—গজরাজের; **মনঃ**—মানসিক বলের; **বল**—দৈহিক শক্তি; **ওজসাম্**—এবং ইন্দ্রিয়ের বল; **কালেন**—বহু বছর ধরে যুদ্ধ করার ফলে; **দীর্ঘেণ**—দীর্ঘকাল; **মহান্**—মহান; **অভূৎ**—হয়েছিল; **ব্যয়ঃ**—ক্ষয়; **বিকৃষ্যমাণস্য**—(কুমিরের দ্বারা) আকৃষ্ট হয়ে; **জলে**—জলে; **অবসীদতঃ**—(মানসিক, দৈহিক এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তি) অবসন্ন হয়েছিল; **বিপর্যয়ঃ**—বিপরীত; **অভূৎ**—হয়েছিল; **সকলম্**—তাদের সমস্ত; **জলৌকসঃ**—জলনিবাসী কুমিরের।

অনুবাদ

তারপর জলে আকৃষ্ট হয়ে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করার ফলে, গজেন্দ্রের মানসিক, দৈহিক এবং ইন্দ্রিয়ের বল ক্ষয় হয়েছিল। কিন্তু জলনিবাসী কুমিরের সেই সময় সমস্ত বল বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তাৎপর্য

গজেন্দ্র এবং কুমিরের যুদ্ধে, গজেন্দ্র অত্যন্ত বলবান হলেও, সেই যুদ্ধ জলে হচ্ছিল বলে, এক হাজার বছর ধরে সেই যুদ্ধে সে কিছু খেতে পারেনি, এবং তার ফলে তার দেহের বল ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। দেহের বল ক্ষীণ হওয়ায় তার মনও দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি অবসন্ন হয়েছিল। কুমির কিন্তু জলচর হওয়ার ফলে, তার কোন অসুবিধা হয়নি। সে যেহেতু খাবার পাচ্ছিল, তাই সে তার মনের বল পাচ্ছিল এবং ইন্দ্রিয়ের উৎসাহ লাভ করছিল। এইভাবে যখন গজেন্দ্রের শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল, তখন কুমিরটি অধিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এই ঘটনাটি থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, মায়ার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধে কখনই এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া উচিত নয়, যেখানে আমাদের বল, উৎসাহ এবং ইন্দ্রিয়গুলি সীমিত হয়ে যায় এবং আমরা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে পড়ি। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, কারণ এই মায়ার প্রভাবে সমস্ত জীবেরা সভ্যতার

বিকৃত ধারণার ফলে ব্যর্থ হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সৈনিকদের সর্বদাই দৈহিক বল, উৎসাহ এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তি সমন্বিত হওয়া উচিত। এই যুদ্ধে যথাযথভাবে প্রস্তুত থাকার জন্য তাদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা উচিত। এই স্বাভাবিক অবস্থাটি সকলের জন্য এক নয়, এবং তাই বর্ণাশ্রম বিভাগ রয়েছে— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। বিশেষ করে কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই কলিযুগে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ মানুষেরা বলবান নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে আমাদের সম্মুখে একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন, কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অত্যন্ত সাবধান থাকার উপদেশ দিয়েছেন, কারণ তিনি খুব অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। প্রচারের জন্য আমরা অল্পবয়সী ছেলেদের সন্ন্যাস দিই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে, তারা সন্ন্যাসীর উপযুক্ত নয়। কিন্তু, কেউ যদি মনে করে যে, সে সন্ন্যাসের উপযুক্ত নয় এবং সে যদি যৌন বাসনার দ্বারা বিচলিত হয়, তা হলে তার সেই আশ্রম গ্রহণ করা উচিত, যে আশ্রমে মৈথুন অনুমোদিত হয়েছে, যথা গৃহস্থ আশ্রম। কেউ যদি এক স্থানে অত্যন্ত দুর্বল হয়, তা হলে তার অর্থ এই নয় যে, সে কুমিররূপী মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা বন্ধ করবে। তাকে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে শরণ নিতে হবে, আমরা দেখতে পাব যা গজেন্দ্র করেছিল। মানুষ যদি তার যৌন জীবনে সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে সে ভগবানের শরণাগত হওয়া সত্ত্বেও গৃহস্থ-আশ্রমে থাকতে পারে। মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই নির্দেশ দিয়েছেন—*স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ*। যে আশ্রম তার অনুকূল, মানুষ সেই আশ্রমেই থাকতে পারে; আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়। কেউ যদি যৌন বাসনার দ্বারা উত্তেজিত হয়, তা হলে সে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে। তবে যুদ্ধ অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। যে ব্যক্তি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত নয়, তার পক্ষে কৃত্রিমভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করা কোন কৃতিত্বের বিষয় নয়। কেউ যদি সন্ন্যাসের উপযুক্ত না হয়, তা হলে সে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করেও প্রবল বিক্রমে মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ পরিত্যাগ করে কখনই পলায়ন করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩১

ইত্থং গজেন্দ্রঃ স যদাপ সঙ্কটং
প্রাণস্য দেহী বিবশো যদৃচ্ছয়া ।
অপারয়ন্নাত্মবিমোক্ষণে চিরং
দধ্যাবিমাং বুদ্ধিমথাভ্যপদ্যত ॥ ৩১ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **গজেন্দ্র**—গজরাজ; **সঃ**—সে; **যদা**—যখন; **আপ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **সঙ্কটম্**—এই প্রকার ভয়ানক স্থিতি; **প্রাণস্য**—জীবনের; **দেহী**—দেহধারী; **বিবশঃ**—পরিস্থিতির বশে অসহায়; **যদৃচ্ছয়া**—দৈববশত; **অপারয়ন্**—অক্ষম হয়ে; **আত্ম-বিমোক্ষণে**—নিজেকে রক্ষা করার জন্য; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **দধ্যৌ**—গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছিল; **ইমাম্**—এই; **বুদ্ধিম্**—বিচার; **অথ**—অনন্তর; **অভ্যপদ্যত**—প্রাপ্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

দেহধারী সেই গজেন্দ্র যখন দেখল যে, দৈববশত কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরিস্থিতির বশে সে সম্পূর্ণ অসহায়, এবং নিজেকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে অক্ষম, তখন সে মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিল। তার ফলে দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল।

তাৎপর্য

জড় জগতে সকলেই জীবন সংগ্রামে রত। সকলেই নিজেকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে চায়, কিন্তু যখন সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তখন সে যদি পুণ্যাত্মা হয় তা হলে সে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যবান ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করার জন্য অথবা উন্নতি লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হয়। সেই বিপদে গজেন্দ্র ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিল। দীর্ঘকাল বিবেচনা করার পর, সে বুদ্ধিমত্তা সহকারে এই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। পাপীরা এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। তাই *ভগবদ্গীতায়* বলা

হয়েছে যে, যাঁরা পুণ্যবান (*সুকৃতী*), তাঁরা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে অথবা সঙ্কটকালে স্থির করতে পারেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করাই কর্তব্য।

শ্লোক ৩২

ন মামিমে জ্ঞাতয় আতুরং গজাঃ
কুতঃ করিণ্যঃ প্রভবন্তি মোচিতুম্ ।
গ্রাহেণ পাশেন বিধাতুরাবৃতো-
হপ্যহং চ তং যামি পরং পরায়ণম্ ॥ ৩২ ॥

ন—না; **মাম্**—আমাকে; **ইমে**—এই সমস্ত; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়স্বজন (অন্যান্য হস্তীগণ); **আতুরম্**—আমার দুঃখে; **গজাঃ**—হস্তী; **কুতঃ**—কিভাবে; **করিণ্যঃ**—আমার পত্নীগণ; **প্রভবন্তি**—সমর্থ হয়; **মোচিতুম্**—(এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে) উদ্ধার করার জন্য; **গ্রাহেণ**—কুমিরের দ্বারা; **পাশেন**—জালের দ্বারা; **বিধাতুঃ**—বিধাতার; **আবৃতঃ**—বন্দী; **অপি**—যদিও (আমি এই পরিস্থিতিতে রয়েছি); **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **তম্**—সেই (ভগবান); **যামি**—শরণ গ্রহণ করি; **পরম্**—যিনি চিন্ময়; **পরায়ণম্**—এবং যিনি ব্রহ্মা এবং শিব আদি মহান দেবতাদেরও আশ্রয়।

অনুবাদ

আমার আত্মীয় এবং অন্যান্য বন্ধু হাতিরা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারল না। সুতরাং আমার পত্নীদের আর কি কথা? তাদের পক্ষে কিছু করাই সম্ভব নয়। বিধাতার ইচ্ছাক্রমে আমি এই কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি, তাই আমি এখন ভগবানের শরণ গ্রহণ করব, যিনি সর্বদা সকলকে আশ্রয় প্রদান করেন এমন কি মহাপুরুষদেরও।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎকে *পদং পদং যদ্ বিপদং* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে প্রতি পদে বিপদ। মূর্খেরা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, তারা এই জড় জগতে সুখী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে কারও পক্ষেই সুখী হওয়া সম্ভব নয়। যারা নিজেদের সুখী বলে মনে করে, তারা মায়াচ্ছন্ন। প্রতি পদে, প্রতি ক্ষণে এখানে বিপদ। আধুনিক সভ্যতায় মানুষ মনে করে যে, তার যদি একটি সুন্দর বাড়ি থাকে এবং একটি সুন্দর গাড়ি থাকে, তা হলে তার জীবন সার্থক। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে,

বিশেষ করে আমেরিকায় একটি সুন্দর গাড়ি থাকা সকলেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে, কিন্তু রাস্তায় আসা মাত্রই বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়, কারণ যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটার ফলে প্রাণ হারাতে হতে পারে। দুর্ঘটনার তালিকায় দেখা যায় যে কত লোক সেভাবে প্রাণ হারায়। তাই আমরা যদি মনে করি, এই জড় জগৎটি সুখভোগের একটি অতি সুন্দর স্থান, তা হলে সেটি আমাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে যে, এই জড় জগৎ বিপদে পূর্ণ। আমাদের বুদ্ধি অনুসারে আমরা বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারি এবং নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ করার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি চরমে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার না করেন, তা হলে আমাদের সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হবে। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ ।
তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-
স্তাবদ্ বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/১৯)

সুখী হওয়ার অথবা এই জড় জগতের বিপদ প্রতিহত করার বহু উপায় আমরা উদ্ভাবন করতে পারি, কিন্তু তা যদি ভগবানের দ্বারা অনুমোদিত না হয়, তা হলে কখনই আমরা সুখী হতে পারব না। যারা ভগবানের শরণাগত না হয়ে সুখী হতে চায়, তারা মূঢ়। *ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ*। যারা নরাধম, তারাই কৃষ্ণভাবনার অমৃত গ্রহণ করতে চায় না, কারণ তারা মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীতই তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। সেটিই তাদের ভ্রান্তি। গজেন্দ্রের বিচার সঠিক ছিল। সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ৩৩

যঃ কশ্চনেশো বলিনোঽন্তকোরগাৎ
প্রচণ্ডবেগাদভিধাবতো ভৃশম্ ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাতি যদ্ভয়া-
ন্মৃত্যুঃ প্রধাবত্যরণং তমীমহি ॥ ৩৩ ॥

যঃ—যিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **কশ্চন**—কেউ; **ঈশঃ**—পরম নিয়ন্তা; **বলিনঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **অন্তক-উরগাৎ**—মৃত্যুরূপ কালসর্প থেকে; **প্রচণ্ড-বেগাৎ**—যার বেগ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **অভিধাবতঃ**—ধাবমান; **ভৃশম্**—নিরন্তর (প্রতিক্ষণ); **ভীতম্**—মৃত্যুভয়ে ভীত; **প্রপন্নম্**—(ভগবানের) শরণাগত; **পরিপাতি**—তিনি রক্ষা করেন; **যদ্ভয়াৎ**—ভগবানের ভয়ে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু স্বয়ং; **প্রধাবতি**—পলায়ন করে; **অরণম্**—সকলের প্রকৃত আশ্রয়; **তম্**—তাঁকে; **ঈমহি**—আমি তাঁর শরণাগত হই।

অনুবাদ

ভগবান দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তাঁর শক্তি এবং প্রভাব অসীম। তাই, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং বলবান কালসর্প যদিও সকলকে গ্রাস করার জন্য প্রচণ্ড বেগে অবিরামভাবে তাদের পিছনে ধাবিত হচ্ছে, তবুও সেই কালসর্পের ভয়ে ভীত হয়ে কেউ যদি ভগবানের শরণাগত হন, তা হলে ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন, কারণ ভগবানের ভয়ে স্বয়ং মৃত্যুও পলায়ন করে। তাই আমি সকলের আশ্রয় সেই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান তিনি বুঝতে পারেন, সকলেরই উপর এক মহান এবং পরম নিয়ন্তা রয়েছেন। সেই পরম নিয়ন্তা সরল ব্যক্তিদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—ভগবান দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবতরণ করেন—দুষ্কৃতীদের বা পাপীদের সংহার করার জন্য এবং তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য। গজেন্দ্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার সঙ্কল্প করেছিল। এটিই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। মানুষের জেনে রাখা উচিত, ভগবান মহান এবং তাঁর শরণাগত হওয়াই জীবনের পরম উদ্দেশ্য। মানুষ কিভাবে সুখী হতে পারে, সেই উপদেশ দেওয়ার জন্য ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন। মূর্খ পাষণ্ডীরাই কেবল তাদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সেই পরম পুরুষের পরম ঈশ্বরত্ব দর্শন করতে পারে না। *শ্রুতিমন্ত্রে* বলা হয়েছে—

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

(*তৈত্তিরীয় উপনিষদ* ২/৮)

ভগবানের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য তাপ ও আলোক বিতরণ করে, এবং মৃত্যু

সকলের পিছনে ধাবিত হয়। তাই তিনি হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/১০) বলা হয়েছে— *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*। এই জড় জগৎ এত সুন্দরভাবে কার্য করছে, কারণ একজন নিয়ন্তা রয়েছেন। তাই বুদ্ধির দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, একজন পরম নিয়ন্তা রয়েছেন। অধিকন্তু, সেই পরম নিয়ন্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে, শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতরণ করেন, আমাদের উপদেশ প্রদান করার জন্য এবং কিভাবে ভগবানের শরণাগত হতে হয় সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করার জন্য। কিন্তু যারা দুষ্কৃতী বা নরাধম, তারা ভগবানের শরণাগত হয় না (*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ*)।

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*— "আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু।" এই মৃত্যু ভগবানের প্রতিনিধি, যে জড় দেহধারী বদ্ধ জীবের সর্বস্ব অপহরণ করে নেয়। কেউই বলতে পারে না, "আমি মৃত্যুকে ভয় করি না।" সেটি ভ্রান্ত বড়াই মাত্র। সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু, যিনি ভগবানের শরণাগত হন, তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পান। কেউ তর্ক করে বলতে পারে, "ভক্তের কি মৃত্যু হয় না?" তার উত্তর হচ্ছে, "ভক্ত অবশ্যই তার দেহত্যাগ করে, কারণ দেহটি জড়। কিন্তু যিনি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন এবং যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত, তাঁর এই জড় দেহটি শেষ জড় দেহ; তাঁকে আর জড় দেহ ধারণ করে মৃত্যুর অধীন হতে হবে না।" সেই প্রতিশ্রুতি *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৯) দেওয়া হয়েছে। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*— ভগবদ্ভক্তকে তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর আর জড় শরীর গ্রহণ করতে হয় না; তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। আমরা সর্বদা বিপদগ্রস্ত, কারণ যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। এমন নয় যে কেবল গজেন্দ্রই মৃত্যুভয়ে ভীত ছিল। সকলেরই মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়া উচিত, কারণ কালরূপী কুমির আমাদের সকলকেই কামড়ে ধরেছে, এবং যে কোন মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু হতে পারে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। তার ফলে আমরা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তরূপ সংসার-চক্র থেকে রক্ষা পাব। এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'গজেন্দ্রের সঙ্কট' নামক ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

তৃতীয় অধ্যায়

গজেন্দ্রের স্তব

এই অধ্যায়ে গজেন্দ্রের স্তবের বর্ণনা করা হয়েছে। গজেন্দ্র তার পূর্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক একজন মানুষ ছিল এবং সে ভগবানের একটি স্তব শিখেছিল। ভাগ্যক্রমে গজেন্দ্র সেই স্তবটি স্মরণ করেছিল এবং মনে মনে তা জপ করতে শুরু করেছিল। প্রথমে সে ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছিল, এবং কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে, সুন্দরভাবে সেই স্তব আবৃত্তি করতে তার অক্ষমতা ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মন্ত্র জপ করার প্রয়াস সে করেছে এবং তার মনের কথা ব্যক্ত করে বলেছে—"ভগবান সর্ব কারণের পরম কারণ আদি পুরুষ, যাঁর থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তিনি এই জগতের মূল কারণ, এবং সমগ্র বিশ্ব তাঁর উপরে আশ্রিত, তবুও তিনি জড়াতীত চিন্ময়, কারণ এই জড় জগৎ সম্পর্কিত তাঁর সমস্ত কার্য তিনি বহিরঙ্গা প্রকৃতির মাধ্যমে করেন। তিনি চিৎ-জগতে—বৈকুণ্ঠ বা গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান, এবং সেখানে তিনি তাঁর নিত্য লীলাবিলাস করেন। এই জড় জগৎ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া প্রকৃতিজাত এবং এই বহিরঙ্গা প্রকৃতি তাঁরই নির্দেশনায় কার্য করে। এইভাবে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্য সম্পাদিত হয়। ভগবান সর্বকালেই বিদ্যমান, অর্থাৎ নিত্য। অভক্তদের পক্ষে তাঁকে জানা অত্যন্ত কঠিন। যদিও সকলেই ভগবানকে অনুভব করতে পারে, তবুও তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরাই কেবল তাঁর উপস্থিতি এবং কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ভগবান জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির জড় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। বস্তুতপক্ষে এই জড় জগতে কেউ যদি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে তিনিও চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন। ভক্তের আনন্দ বিধানের জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাম্*) ভগবান আবির্ভূত হন এবং তাঁর লীলা প্রদর্শন করেন। তাঁর আবির্ভাব, তিরোভাব এবং অন্যান্য লীলা মোটেই জড় নয়। যিনি এই রহস্য অবগত, তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারেন। ভগবানের মধ্যে সমস্ত বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য হয়। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি সব কিছুর নিয়ন্তা, সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী এবং তিনিই সমস্ত জীবের আদি উৎস। বস্তুতপক্ষে, সমস্ত জীব তাঁর বিভিন্ন অংশ, কারণ তিনি এই জড় জগতে সমস্ত জীবের উৎস মহাবিষ্ণুর আদি কারণ।

ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ দর্শন করতে পারেন, এবং সেই ইন্দ্রিয়গুলি তাঁরই কৃপায় কার্য করতে পারে ও তার ফল ভোগ করতে পারে। যদিও তিনি সব কিছুর আদি উৎস, তবুও তিনি নির্লিপ্ত। এইভাবে তিনি স্বর্ণখণির মতো, যা সমস্ত স্বর্ণ অলঙ্কারের উৎস হলেও সেই সমস্ত অলঙ্কার থেকে ভিন্ন। ভগবান *পঞ্চরাত্র* বিধির দ্বারা পূজিত হন। তিনি আমাদের জ্ঞানের উৎস, এবং তিনি আমাদের মুক্তি প্রদান করতে পারেন। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভক্তের উপদেশ অনুসারে, বিশেষ করে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুসারে তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা। যদিও আমাদের ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণ প্রচ্ছন্ন, তবুও সাধু এবং গুরুর উপদেশ অনুসরণ করার ফলে আমরা জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

"অজ্ঞানীরা তাঁর বিশ্বরূপের পূজা করে, জ্ঞানীরা তাঁর নির্বিশেষ রূপের পূজা করে, যোগীরা তাঁর পরমাত্মা রূপের পূজা করে, কিন্তু ভক্তেরাই কেবল তাঁর সবিশেষ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। সেই ভগবানই *ভগবদ্‌গীতার* উপদেশের মাধ্যমে বদ্ধ জীবের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করতে সমর্থ। তিনি চিন্ময় গুণের সমুদ্র, এবং দেহাত্মবুদ্ধি রহিত মুক্ত পুরুষেরাই তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি বদ্ধ জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে ভগবদ্ধামে তাঁর পার্ষদত্ব প্রদান করতে পারেন। কিন্তু তা হলেও শুদ্ধ ভক্ত ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অভিলাষ করেন না। তিনি কেবল এই জড় জগতে তাঁর সেবা সম্পাদন করেই সন্তুষ্ট থাকেন। শুদ্ধ ভক্ত কখনই ভগবানের কাছে কিছু চান না। তাঁর একমাত্র প্রার্থনা তিনি যেন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন।"

এইভাবে গজেন্দ্র ভগবানকে কোন দেবতা বলে ভুল না করে ভগবানের প্রার্থনা করেছিল। কোন দেবতাই তাকে দেখতে আসেননি, এমন কি ব্রহ্মা অথবা শিবও নয়। গরুড়াসীন নারায়ণ স্বয়ং তার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গজেন্দ্র তখন তার শুঁড় তুলে ভগবানকে তার প্রণতি নিবেদন করেছিল, এবং ভগবান তাকে কুমির সহ জল থেকে তুলে, তাঁর চক্রের দ্বারা কুমিরটিকে সংহার করে গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সমাধায় মনো হৃদি ।
জজাপ পরমং জাপ্যং প্রাগ্‌জন্মন্যনুশিক্ষিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—স্থির; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **সমাধায়**—একাগ্র করার জন্য; **মনঃ**—মনকে; **হৃদি**—চেতনায় বা হৃদয়ে; **জজাপ**—জপ করেছিল; **পরমম্**—একটি পরম; **জাপ্যম্**—মহান ভক্তদের কাছ থেকে যে মন্ত্র সে শিখেছিল; **প্রাক্-জন্মনি**—তার পূর্বজন্মে; **অনুশিক্ষিতম্**—অনুশীলন করেছিল।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর, গজেন্দ্র তার মনকে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা সহকারে হৃদয়ে স্থির করে, তার পূর্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্নরূপে যে মন্ত্র শিখেছিল, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যা তার স্মরণ হয়েছিল, তা জপ করেছিল।

তাৎপর্য

এই প্রকার স্মরণ *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৩-৪৪) বর্ণিত হয়েছে—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।

এই শ্লোক দুটিতে আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তির যদি পদস্খলনও হয়, তবুও তিনি অধঃপতিত হন না। তিনি পুনরায় সেই পদে অধিষ্ঠিত হন, যাতে তিনি যথাসময়ে ভগবানকে স্মরণ করতে পারেন। পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, গজেন্দ্র তাঁর পূর্বজন্মে ছিলেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, এবং কোন কারণে তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি গজেন্দ্র হয়েছিলেন। এখন, বিপদগ্রস্ত হয়ে মনুষ্যেতর শরীরে থাকলেও, তিনি পূর্বজন্মে যে স্তোত্রটি জপ করতেন তা স্মরণ করেছিলেন। *যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন*। শ্রীকৃষ্ণ জীবকে সেই সুযোগ দেন, যাতে সে তাঁকে পুনরায় স্মরণ করে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। তা এখানে প্রমাণিত হয়েছে। যদিও হাতিদের রাজা গজেন্দ্র বিপদগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু সে তার পূর্বজন্মের ভগবদ্ভক্তির কথা স্মরণ করার সুযোগ পেয়েছিল, যাতে ভগবান কর্তৃক অচিরেই উদ্ধার লাভ করতে পারে।

অতএব কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে কোন না কোন মন্ত্র জপ করতে হয়। নিশ্চিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হয়, কারণ এটি হচ্ছে মহামন্ত্র। মানুষের কর্তব্য *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে *চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু* অথবা *নৃসিংহ স্তোত্র* (*ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ*) কীর্তন করার অভ্যাস

করা। প্রত্যেক ভক্তেরই কোন না কোন মন্ত্র কীর্তন করার অভ্যাস করা উচিত, যার ফলে সে এই জন্মে আধ্যাত্মিক চেতনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ করতে না পারলেও, পরবর্তী জন্মে যেন সেই কৃষ্ণভাবনার অমৃত ভুলে না যায়, এমন কি সে যদি একটি পশুর শরীরও প্রাপ্ত হয়। অবশ্য ভক্তের কর্তব্য এই জন্মেই কৃষ্ণভাবনায় সিদ্ধিলাভ করার চেষ্টা করা, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে জানার দ্বারা এবং তাঁর উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা, এই দেহ ত্যাগ করার পর ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। যদি কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করার সময় কোন রকম পদস্খলন হয়েও যায়, তা হলেও সেই কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন ব্যর্থ হয় না। যেমন, অজামিল তার কৈশোর কালে তার পিতার নির্দেশে নারায়ণের নাম জপ করা অভ্যাস করেছিল, কিন্তু যৌবনে তার অধঃপতন হয় এবং সে একজন মদ্যপ, লম্পট, দুর্বৃত্ত ও চোরে পরিণত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারায়ণের নাম জপ করার ফলে, নারায়ণ নামক তার পুত্রকে ডাকার ফলে, মহাপাপী হওয়া সত্ত্বেও তার ভগবদ্‌স্মৃতির উদয় হয়েছিল। তাই, আমাদের কোন পরিস্থিতিতেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই মহামন্ত্র আমাদের মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করবে, যা গজেন্দ্রের জীবনে আমরা দেখতে পাই।

শ্লোক ২

শ্রীগজেন্দ্র উবাচ

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকম্ ।
পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়াভিধীমহি ॥ ২ ॥

শ্রী-গজেন্দ্রঃ উবাচ—গজেন্দ্র বলল; **ওঁ**—হে ভগবান; **নমঃ**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **এতৎ**—এই দেহ এবং জড় জগৎ; **চিদাত্মকম্**—চেতনার (আত্মার) ফলে গতিশীল; **পুরুষায়**—পরম পুরুষের; **আদি-বীজায়**—যিনি সব কিছুর উৎস বা মূল কারণ; **পর-ঈশায়**—যিনি পরম, চিন্ময় এবং ব্রহ্মা, শিব আদি মহাপুরুষদেরও পূজ্য; **অভিধীমহি**—আমি তাঁর ধ্যান করি।

অনুবাদ

গজেন্দ্র বলল—আমি পরম পুরুষ বাসুদেবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়)। তাঁরই কারণে আত্মার উপস্থিতির ফলে এই

জড় শরীর কর্ম করে, এবং তাই তিনি সকলের মূল কারণ। তিনি ব্রহ্মা, শিব আদি মহাপুরুষদেরও পূজনীয় এবং তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন। আমি তাঁর ধ্যান করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *এতচ্চিদাত্মকম্* পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জড়শরীর অবশ্যই জড় উপাদানের দ্বারা রচিত, কিন্তু যখন কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্মেষ হয়, তখন মানুষ বুঝতে পারে যে, দেহটি জড় নয়, চিন্ময়। জড় দেহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা, কিন্তু চিন্ময় দেহ ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকে। তাই, যে ভগবদ্ভক্ত সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন এবং নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেন, তাঁকে কখনই জড় দেহ সমন্বিত বলে মনে করা উচিত নয়। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *গুরুষু নরমতিঃ*—শ্রীগুরুদেবকে কখনই একজন জড় দেহ সমন্বিত সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। *অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ*—সকলেই জানে, মন্দিরের বিগ্রহ পাথরের, কিন্তু বিগ্রহকে পাথর বলে মনে করা অপরাধ। তেমনই, গুরুদেবের দেহ জড় উপাদান দিয়ে তৈরি বলে মনে করাও অপরাধ। নাস্তিকেরা মনে করে, ভক্তেরা মূর্খতাবশত একটি পাথরের মূর্তিকে ভগবান বলে পূজা করে এবং একজন সাধারণ মানুষকে গুরু বলে পূজা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্ব-শক্তিমত্তার প্রভাবে তথাকথিত পাথরের মূর্তি সাক্ষাৎ ভগবানে পরিণত হয় এবং শ্রীগুরুদেবের শরীর চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্য ভক্তিপরায়ণ শুদ্ধ ভক্ত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত বলে বোঝা উচিত (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। তাই আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর কৃপায় তথাকথিত জড় বস্তুও তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

ওঁকার প্রণব শব্দব্রহ্মরূপে ভগবানের প্রতিনিধি। *ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ—ওঁ তৎ সৎ*, এই তিনটি শব্দ উচ্চারণ মাত্রই ভগবানকে আহ্বান করে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে তিনি হচ্ছেন *ওঁকার* (*প্রণবঃ সর্ববেদেষু*)। ওঁকারের দ্বারা ভগবানকে সূচিত করে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ শুরু হয়। যেমন, *শ্রীমদ্ভাগবত* শুরু হয়েছে *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* শব্দগুলির দ্বারা। ভগবান বাসুদেব এবং *ওঁকার* (*প্রণব*) এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমাদের খুব ভালভাবে বোঝা উচিত যে, ওঁকার কোন নিরাকারকে সূচিত করে না। ভগবান একজন ব্যক্তি—পরম পুরুষ। অতএব এই *ওঁকার* সেই পরমপুরুষকে

সূচিত করে। মায়াবাদীরা যে মনে করে *ওঁকার* শব্দে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বোঝায়, তা ভুল। এখানে *পুরুষায়* শব্দটির দ্বারা তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ওঁকারের দ্বারা সম্বোধিত পরম সত্য পুরুষ, তিনি নির্বিশেষ নন। যদি তিনি পুরুষ না হতেন, তা হলে কিভাবে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের মহান নিয়ন্তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন? ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব ব্রহ্মাণ্ডের তিনজন পরম নিয়ন্তা, কিন্তু শিব এবং ব্রহ্মাও ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে প্রণতি নিবেদন করেন। তাই এই শ্লোকে *পরেশায়* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে ভগবান মহান দেবতাদের দ্বারাও পূজিত হন। *পরেশায়* শব্দটির অর্থ *পরমেশ্বর*। ব্রহ্মা এবং শিব হচ্ছেন *ঈশ্বর*— মহান নিয়ন্তা, কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন *পরমেশ্বর*—পরম নিয়ন্তা।

শ্লোক ৩

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্ ।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ৩ ॥

যস্মিন্—যেই অধিষ্ঠানে; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড আশ্রিত; **যতঃ**—যে উপাদান থেকে; **চ**—এবং; **ইদম্**—এই জগৎ প্রকাশিত হয়েছে; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **ইদম্**—এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে এবং পালন হচ্ছে; **যঃ**—যিনি; **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **স্বয়ম্**—তিনি স্বয়ং; **যঃ**—যিনি; **অস্মাৎ**—এই (জড় জগতের) কার্য থেকে; **পরস্মাৎ**—কারণ থেকে; **চ**—এবং; **পরঃ**—ভিন্ন; **তম্**—তাঁকে; **প্রপদ্যে**—আমি শরণাগত হই; **স্বয়ম্ভুবম্**—সেই পরম স্বয়ং-সম্পূর্ণকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম অধিষ্ঠান যাঁকে আশ্রয় করে সব কিছু বিরাজ করে, তিনি সেই উপাদান যা থেকে সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে, এবং তিনি হচ্ছেন পুরুষ যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এই জগতের একমাত্র কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কার্য এবং কারণ থেকে ভিন্ন। আমি সেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/৪) ভগবান বলেছেন, *ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*— "আমি পরম ঈশ্বর ভগবান এবং আমার শক্তিতেই সব কিছু আশ্রিত, ঠিক যেমন

একটি মাটির পাত্র মাটিতে আশ্রিত।" যে স্থানে মাটির পাত্র আশ্রিত সেটিও মাটি। কিন্তু তা হলেও মাটির পাত্রটি কুমোর তৈরি করেছে, যার দেহটি মাটি থেকে উৎপন্ন। কুমোরের চাকা যা থেকে পাত্রটি তৈরি হয়েছে তাও মাটি, এবং যে উপাদান দিয়ে পাত্রটি তৈরি হয়েছে তাও মাটি। *শ্রুতি মন্ত্রে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।* সব কিছুরই আদি কারণ হচ্ছেন ভগবান, এবং সংহারের পর সব কিছুই তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে (*প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্*)। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ—সব কিছুর মূল কারণ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"গোবিন্দ নামে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর দেহ সৎ-চিৎ-আনন্দময়। তিনিই সব কিছুর আদি, কিন্তু তাঁর কোন আদি নেই, কারণ তিনি সর্ব-কারণের পরম কারণ।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/১) ভগবান সব কিছুর পরম কারণ, কিন্তু তাঁর কোন কারণ নেই। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।* যদিও তিনি সব কিছু, তবুও তিনি এই জগৎ থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ৪

যঃ স্বাত্মনীদং নিজমায়য়ার্পিতং
ক্বচিদ্ বিভাতং ক্ব চ তৎ তিরোহিতম্।
অবিদ্ধদৃক্ সাক্ষ্যুভয়ং তদীক্ষতে
স আত্মমূলোঽবতু মাং পরাৎপরঃ ॥ ৪ ॥

যঃ—ভগবান যিনি; **স্ব-আত্মনি**—নিজেতে; **ইদম্**—এই জগৎ; **নিজ-মায়য়া**—তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা; **অর্পিতম্**—অর্পিত; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও, কল্পের প্রারম্ভে; **বিভাতম্**—প্রকাশিত হয়; **ক্ব চ**—কখনও, প্রলয়ের সময়; **তৎ**—সেই (প্রকাশ); **তিরোহিতম্**—অপ্রকট; **অবিদ্ধদৃক্**—তিনি সব কিছু দর্শন করেন (এই সমস্ত পরিস্থিতিতে); **সাক্ষী**—সাক্ষী; **উভয়ম্**—উভয় (প্রকাশ এবং প্রলয়); **তৎ ঈক্ষতে**—অলুপ্ত দৃষ্টিতে সব কিছু দর্শন করেন; **সঃ**—সেই ভগবান; **আত্ম-মূলঃ**—অন্য কোন কারণ না থাকায় স্বয়ংসম্পূর্ণ; **অবতু**—দয়া করে রক্ষা করুন; **মাম্**—আমাকে; **পরাৎ-পরঃ**—তিনি চিন্ময়েরও চিন্ময় অথবা সমস্ত পরতত্ত্বের অতীত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মায়া বিস্তার করে কখনও এই জগৎকে প্রকাশ করেন এবং কখনও অপ্রকট করেন। তিনি সর্ব অবস্থাতেই পরম কারণ এবং পরম কার্য, তিনি দ্রষ্টা এবং সাক্ষী উভয়ই। তাই তিনি সব কিছুরই অতীত। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিবিধ শক্তি (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। তাই, যখনই তিনি চান, তখনই তিনি তাঁর কোন এক শক্তি ব্যবহার করেন, এবং তার দ্বারা তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। পুনরায়, এই জগৎ যখন লীন হয়ে যায়, তখন তা তাঁরই আশ্রয়ে বিরাজ করে। তিনি হচ্ছেন অচ্যুত পরম দ্রষ্টা। সমস্ত পরিস্থিতিতেই তিনি অপরিবর্তনীয় থাকেন। তিনি কেবল সাক্ষী রূপে সমস্ত সৃষ্টি এবং সংহার থেকে পৃথক থাকেন।

শ্লোক ৫

কালেন পঞ্চত্বমিতেষু কৃৎস্নশো
লোকেষু পালেষু চ সর্বহেতুষু ।
তমস্তদাসীদ্ গহনং গভীরং
যস্তস্য পারেঽভিবিরাজতে বিভুঃ ॥ ৫ ॥

কালেন—যথাসময়ে (লক্ষ লক্ষ বছর পর); **পঞ্চত্বম্**—যখন সমস্ত মায়িক বস্তু লয় হয়ে যায়; **ইতেষু**—সমস্ত বিকার; **কৃৎস্নশঃ**—এই জড় জগতের সমস্ত বস্তু সহ; **লোকেষু**—সমস্ত লোক বা যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে; **পালেষু**—ব্রহ্মা আদি পালনকর্তা; **চ**—ও; **সর্ব-হেতুষু**—অস্তিত্বের সমস্ত কারণ সহ; **তমঃ**—গভীর অন্ধকার; **তদা**—তখন; **আসীৎ**—ছিল; **গহনম্**—অত্যন্ত ঘন; **গভীরম্**—অতি গভীর; **যঃ**—যে ভগবান; **তস্য**—এই অন্ধকার স্থিতির; **পারে**—অতীত; **অভিবিরাজতে**—বিরাজমান বা প্রকাশমান; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

কালক্রমে যখন সমস্ত গ্রহলোক এবং লোকপালগণ সহ এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য এবং কারণের বিনাশ হয়, তখন এক গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি বিরাজ করে।

কিন্তু সেই অন্ধকারের ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান। আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বৈদিক মন্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান সব কিছুর ঊর্ধ্বে। তিনি পরম, তিনি ব্রহ্মা ও শিব আদি দেবতাদেরও ঊর্ধ্বে পরম পুরুষ। তিনি পরম ঈশ্বর। তাঁর শক্তির প্রভাবে যখন সব কিছু লয় হয়ে যায়, তখন প্রকৃতি ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু ভগবান সূর্যসদৃশ, এবং সেই সম্বন্ধে বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে—*আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ*। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর এক অংশ রাত্রির অন্ধকারে থাকলেও সূর্য আকাশের কোথাও না কোথাও সর্বদাই তাঁর জ্যোতি সহ বিরাজ করে। তেমনই, সারা জগৎ লয় হয়ে গেলেও, পরম সূর্য পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জ্যোতির্ময় রূপে বিরাজ করেন।

শ্লোক ৬

ন যস্য দেবা ঋষয়ঃ পদং বিদু-
র্জন্তুঃ পুনঃ কোঽর্হতি গন্তুমীরিতুম্ ।
যথা নটস্যাকৃতিভির্বিচেষ্টতো
দুরত্যয়ানুক্রমণঃ স মাবতু ॥ ৬ ॥

ন—নয়; **যস্য**—যাঁর; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **পদম্**—পদ; **বিদুঃ**—জানতে পারে; **জন্তুঃ**—পশুর মতো বুদ্ধিহীন জীব; **পুনঃ**—পুনরায়; **কঃ**—কে; **অর্হতি**—সক্ষম; **গন্তুম্**—জ্ঞানে প্রবেশ করতে; **ঈরিতুম্**—অথবা শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে; **যথা**—যেমন; **নটস্য**—শিল্পীর; **আকৃতিভিঃ**—দেহের আকৃতির দ্বারা; **বিচেষ্টতঃ**—বিভিন্নভাবে নৃত্যপরায়ণ; **দুরত্যয়**—অত্যন্ত কঠিন; **অনুক্রমণঃ**—তাঁর গতিবিধি; **সঃ**—সেই ভগবান; **মা**—আমাকে; **অবতু**—রক্ষা করুন।

অনুবাদ

আকর্ষণীয় বেশভূষায় আচ্ছাদিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার গতিবিধি সহকারে রঙ্গমঞ্চে নৃত্যপরায়ণ শিল্পীকে যেমন দর্শকেরা চিনতে পারে না, তেমনই, পরম অভিনেতার কার্যকলাপ এবং আকৃতি মহান দেবতা এবং ঋষিরাও বুঝতে পারেন না, সুতরাং নির্বোধ পশুদের আর কি কথা। দেবতা, ঋষি এবং বুদ্ধিহীন জীবেরা কেউই

ভগবানের আকৃতি বুঝতে পারে না এবং তাঁর প্রকৃত স্থিতি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে পারে না। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

এই রকমই একটি প্রার্থনা কুন্তীদেবীও করেছিলেন। ভগবান অন্তরে এবং বাইরে সর্বত্র বিরাজমান। তিনি হৃদয়েও বিরাজ করেন। *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।* এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ তার হৃদয়েও ভগবানকে খুঁজে পেতে পারে। বহু যোগী রয়েছে যারা ভগবানকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। *ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ।* কিন্তু তা সত্ত্বেও মহান যোগী, দেবতা, মুনি-ঋষিরা সেই মহান অভিনেতার দৈহিক অবয়ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি এবং তাঁর গতিবিধির কারণও উপলব্ধি করতে পারেনি। তা হলে এই জড় জগতের তথাকথিত দার্শনিকদের মতো সাধারণ মনোধর্মীদের আর কি কথা? তাদের পক্ষে তাঁকে জানা অসম্ভব। তাই আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান যখন কৃপাপূর্বক অবতরণ করেন, তখন তাঁর সেই উপদেশ গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের কেবল শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। তা হলে তাঁদের অবতরণের উদ্দেশ্য আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

(*ভগবদ্গীতা* ৪/৯)

ভগবানের কৃপায় মানুষ যখন তাঁকে জানতে পারেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর জড় শরীরে থাকা সত্ত্বেও মুক্ত হন। তখন আর জড় শরীরের কোন কার্য থাকে না, এবং দেহের দ্বারা যে সমস্ত কার্যকলাপ তখন সম্পাদিত হয়, তা সবই কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপ। এইভাবে দেহত্যাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ৭

দিদৃক্ষবো যস্য পদং সুমঙ্গলং
বিমুক্তসঙ্গা মুনয়ঃ সুসাধবঃ ।
চরন্ত্যলোকব্রতমব্রণং বনে
ভূতাত্মভূতাঃ সুহৃদঃ স মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

দিদৃক্ষবঃ—যারা (পরমেশ্বর ভগবানকে) দর্শন করার অভিলাষী; **যস্য**—যাঁর; **পদম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **সু-মঙ্গলম্**—সর্ব-মঙ্গলময়; **বিমুক্ত-সঙ্গাঃ**—জড়-জাগতিক প্রভাব থেকে যাঁরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **সু-সাধবঃ**—আধ্যাত্মিক চেতনায় যারা অত্যন্ত উন্নত; **চরন্তি**—অনুশীলন করেন; **আলোক-ব্রতম্**—ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসের ব্রত; **অব্রণম্**—ত্রুটিহীন; **বনে**—বনে; **ভূত-আত্ম-ভূতাঃ**—যাঁরা সমস্ত জীবদের প্রতি সমদর্শী; **সুহৃদঃ**—যাঁরা সকলের বন্ধু; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **মে**—আমার; **গতিঃ**—গন্তব্য।

অনুবাদ

সমদর্শী, সকলের সুহৃদ্, সর্বত্যাগী মহর্ষিগণ, যাঁর সর্ব-মঙ্গলময় শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার বাসনায় বনে ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস ব্রত অনুশীলন করেন, সেই ভগবান আমার গতি হোন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভক্ত বা আধ্যাত্মিক চেতনায় অতি উন্নত ব্যক্তির গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। ভক্ত সকলের প্রতি সমদর্শী—তিনি উচ্চ অথবা নিচ বর্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। *পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*। তাঁরা প্রত্যেককেই ভগবানের অংশ আত্মারূপে দর্শন করেন। এইভাবে তাঁরা ভগবানের অন্বেষণ করার যোগ্য হন। ভগবান যে সকলের সুহৃদ্ (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*), সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করে, তাঁরা ভগবানের হয়ে সকলের প্রতি বন্ধুর মতো আচরণ করেন। তাঁরা এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের অথবা এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির ভেদ দর্শন না করে, সর্বত্রই কৃষ্ণভাবনার অমৃত *ভগবদ্গীতার* বাণী প্রচার করেন। এইভাবে তাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার যোগ্য হন। কৃষ্ণভক্তির এই প্রচারকদের বলা হয় পরমহংস। এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তাঁরা হচ্ছেন *বিমুক্তসঙ্গ*, অর্থাৎ জড়-জাগতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁদের কোন যোগ নেই। ভগবানকে দর্শন করার জন্য এই প্রকার ভক্তের শরণ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৮-৯

ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম বা
ন নামরূপে গুণদোষ এব বা ।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ
স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি ॥ ৮ ॥

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্যকর্মণে ॥ ৯ ॥

ন—না; **বিদ্যতে**—বিদ্যমান; **যস্য**—যাঁর (ভগবানের); **চ**—ও; **জন্ম**—জন্ম; **কর্ম**—কর্ম; **বা**—অথবা; **ন**—না; **নাম-রূপে**—কোন জড় নাম অথবা জড় রূপ; **গুণ**—গুণ; **দোষঃ**—দোষ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **তথাপি**—তা সত্ত্বেও; **লোক**—এই জড় জগতের; **অপ্যয়**—বিনাশ; **সম্ভবায়**—এবং সৃষ্টি; **যঃ**—যিনি; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; **তানি**—কার্যকলাপ; **অনুকালম্**—নিত্যকাল; **ঋচ্ছতি**—স্বীকার করেন; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **পর**—চিন্ময়; **ঈশায়**—পরম নিয়ন্তা; **ব্রহ্মণে**—যিনি পরম ব্রহ্ম; **অনন্ত-শক্তয়ে**—অনন্ত শক্তি সমন্বিত; **অরূপায়**—তাঁর কোন জড় রূপ নেই; **উরু-রূপায়**—অবতাররূপে তিনি বিবিধ রূপ গ্রহণ করেন; **নমঃ**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **আশ্চর্য-কর্মণে**—যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

ভগবানের জড় জন্ম, কর্ম, নাম, রূপ, গুণ অথবা দোষ নেই। যে উদ্দেশ্যে এই জড় জগতে সৃষ্টি এবং বিনাশ হয়, সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আদি নররূপে অবতীর্ণ হন। তাঁর শক্তি অসীম, এবং জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত তাঁর বিবিধ রূপে তিনি অতি আশ্চর্য কর্ম করেন। তাই তিনি পরম ব্রহ্ম, আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে, *গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীত সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি*। ভগবানের কোন জড় রূপ, গুণ, দোষ নেই। তিনি চিন্ময় এবং সমস্ত চিন্ময় গুণের একমাত্র আধার। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৮) ভগবান বলেছেন—*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*। ভক্তদের পরিত্রাণ এবং অসুরদের সংহার করার যে লীলা ভগবান বিলাস করেন, তা চিন্ময়। ভগবান যাকে সংহার করেন, তিনিও ভগবানের দ্বারা রক্ষিত ভক্তেরই গতি লাভ করেন; তাঁরা উভয়েই চিন্ময় স্তরে উন্নতি লাভ করেন। পার্থক্য কেবল এই যে, ভক্ত সরাসরিভাবে চিৎ-জগতে গিয়ে ভগবানের পার্ষদ হন, কিন্তু অসুরেরা ভগবানের নির্বিশেষ জ্যোতি

ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই চিন্ময় স্তরে উন্নতি লাভ করেন। ভগবানের অসুর সংহার ঠিক এই জড় জগতের হত্যার মতো নয়। যদিও মনে হয় তিনি যেন জড়া প্রকৃতির গুণের বশবর্তী হয়ে কার্য করছেন, তবুও তিনি নির্গুণ, জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। তাঁর নাম জড় নয়; তা হলে হরে কৃষ্ণ, হরে রাম জপ করার ফলে মানুষ কিভাবে মুক্ত হতে পারে? রাম, কৃষ্ণ আদি ভগবানের নাম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র থেকে ভিন্ন নয়। তাই হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করার ফলে নিরন্তর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গ করা যায়, এবং তার ফলে মুক্ত হওয়া যায়। তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হচ্ছেন অজামিল, যিনি কেবল নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপের অতীত চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তা যদি অজামিলের ক্ষেত্রে সত্য হয়, তা হলে ভগবানের আর কি কথা? ভগবান যখন এই জড় জগতে আসেন, তখন তিনি জড় হয়ে যান না। সেই কথা সমগ্র *ভগবদ্গীতা* জুড়ে প্রতিপন্ন হয়েছে (*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্, অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*)। তাই, ভগবান শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের কল্যাণের জন্য তাঁর চিন্ময় লীলা বিলাস করতে আসেন, তখন তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবান যখন আসেন, তখন তিনি তাঁর চিন্ময় শক্তির ভিত্তিতে আসেন (*সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া*)। যেহেতু তিনি জড়া প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হয়ে এখানে আসেন না, তাই তিনি সর্বদাই জড়াতীত। কখনই ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। জড় নাম, রূপ দূষিত কিন্তু চিন্ময় নাম এবং চিন্ময় রূপ জড়াতীত।

শ্লোক ১০

নম আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে ।
নমো গিরাং বিদূরায় মনসশ্চেতসামপি ॥ ১০ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **আত্ম-প্রদীপায়**—যিনি স্বয়ংপ্রকাশ অথবা যিনি জীবকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন; **সাক্ষিণে**—যিনি সকলের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজমান; **পরমাত্মনে**—পরমাত্মাকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **গিরাম্**—বাণীর দ্বারা; **বিদূরায়**—যাঁর কাছে পৌঁছানো যায় না; **মনসঃ**—মনের দ্বারা; **চেতসাম্**—অথবা চেতনার দ্বারা; **অপি**—ও।

অনুবাদ

যিনি সকলের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজমান, যিনি জীবকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন এবং মন, বাণী অথবা চেতনার অনুশীলনের দ্বারা যাঁর কাছে পৌঁছানো যায় না, সেই স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি ।

তাৎপর্য

মানসিক, দৈহিক অথবা বুদ্ধির প্রয়াসের দ্বারা জীব কখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল জীব দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই ভগবানকে এখানে *আত্মপ্রদীপ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান সূর্যের মতো সব কিছুকে প্রকাশিত করেন এবং কেউই তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। তাই কেউ যদি ভগবানকে জানতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়, তা হলে তাঁকে ভগবানের কাছ থেকে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে হবে, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে। মানসিক, দৈহিক এবং বুদ্ধির শক্তিতে কখনও ভগবানকে জানা যায় না।

শ্লোক ১১

সত্ত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈষ্কর্ম্যেণ বিপশ্চিতা ।
নমঃ কৈবল্যনাথায় নির্বাণসুখসংবিদে ॥ ১১ ॥

সত্ত্বেন—শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা; **প্রতি-লভ্যায়**—এই প্রকার ভক্তির দ্বারা যিনি লভ্য, সেই ভগবানকে; **নৈষ্কর্ম্যেণ**—চিন্ময় কার্যকলাপের দ্বারা; **বিপশ্চিতা**—যাঁরা যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **কৈবল্য-নাথায়**—চিন্ময় জগতের প্রভুকে; **নির্বাণ**—সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে যিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **সুখ**—সুখ; **সংবিদে**—যিনি প্রদান করেন।

অনুবাদ

চিন্ময় স্তরে ভক্তিপরায়ণ শুদ্ধ ভক্তেরাই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি নির্বাণ সুখ প্রদাতা এবং চিন্ময় লোকের প্রভু। তাই আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানকে কেবল ভক্তির দ্বারাই জানা যায়। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।* কেউ যদি তত্ত্বত ভগবানকে জানতে চান, তা হলে তাঁকে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এই কার্যকলাপকে বলা হয় সত্ত্ব বা শুদ্ধ সত্ত্ব। জড় জগতে ব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত সাত্ত্বিক কার্যকলাপ প্রশংসনীয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপ শুদ্ধ সত্ত্ব; অর্থাৎ, তা চিন্ময় স্তরের কার্যকলাপ। এই ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে জানা যায়।

ভক্তিকে বলা হয় *নৈষ্কর্ম্য*। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ ত্যাগের ফলে কোন লাভ হয় না। *নৈষ্কর্মপ্যচ্যুতভাববর্জিতম্।* কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপের অনুষ্ঠান না করে, কেবল জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হলে কোন লাভ হয় না। নৈষ্কর্ম্য লাভের আশায়, এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হওয়ার আশায়, বহু উচ্চ স্তরের সন্ন্যাসী তাঁদের কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন, তবুও তাঁরা ব্যর্থ হয়ে জড়-জাগতিক স্তরে ফিরে এসে বৈষয়িক কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু মানুষ যদি একবার ভক্তিযোগের চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত হন, তা হলে আর তাঁর অধঃপতন হয় না। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই সকলকে সর্বদা চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত করার চেষ্টা করছে, যার ফলে মানুষ জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে। ভক্তিমার্গের চিন্ময় কার্যকলাপ—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্*—ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করার পথে মানুষকে পরিচালিত করে। তাই, এখানে যে উল্লেখ করা হয়েছে, *সত্ত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈষ্কর্ম্যেণ বিপশ্চিতা*—"ভক্তিযোগের চিন্ময় স্তরে কর্মরত শুদ্ধ ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন।"

গোপালতাপনী উপনিষদে (১৫) বলা হয়েছে—*ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রো-পাধিনৈরাস্যেনৈবামুষ্মিন্মনসঃ কল্পনমেতদ্ এব চ নৈষ্কর্ম্যম্।* এটিই *নৈষ্কর্ম্য* শব্দটির সংজ্ঞা। কেউ যখন এখানে অথবা উচ্চতর লোকে, এই জীবনে অথবা ভবিষ্যৎ জীবনে (*ইহ-অমুত্র*), জড়সুখ ভোগ করার বাসনা পরিত্যাগ করে কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হন, তাকেই বলা হয় নৈষ্কর্ম্য। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্।* কেউ যখন সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি নৈষ্কর্ম্য স্তরে উন্নীত হন। এই চিন্ময় ভক্তির দ্বারা ভগবানের সেবা সম্পাদিত হয়। সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ১২

নমঃ শান্তায় ঘোরায় মূঢ়ায় গুণধর্মিণে ।
নির্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ ॥ ১২ ॥

নমঃ—নমস্কার; **শান্তায়**—সমস্ত জড় গুণের অতীত এবং পূর্ণরূপে শান্ত যিনি তাঁকে, অথবা প্রতিটি জীবের পরমাত্মা বাসুদেবকে; **ঘোরায়**—জামদাগ্ন্য, নৃসিংহদেব আদি ভগবানের ভয়ঙ্কর রূপকে; **মূঢ়ায়**—বরাহ আদি ভগবানের পশুরূপকে; **গুণ-ধর্মিণে**—যিনি এই জড় জগতে বিভিন্ন গুণ আশ্রয় করেন; **নির্বিশেষায়**—যিনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় হওয়ার ফলে জড় গুণ রহিত; **সাম্যায়**—জড় গুণ যেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়, বুদ্ধ আদি সেই নির্বাণ রূপকে; **নমঃ**—আমি নমস্কার করি; **জ্ঞান-ঘনায়**—জ্ঞান বা নির্বিশেষ ব্রহ্মকে; **চ**—ও।

অনুবাদ

সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেবকে, নৃসিংহদেব আদি ভগবানের উগ্র রূপকে, বরাহদেব আদি ভগবানের পশুরূপকে, নির্বিশেষবাদের প্রচারক ভগবান দত্তাত্রেয়কে, ভগবান বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য সমস্ত অবতারদের আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যিনি নির্গুণ হওয়া সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণকে আশ্রয় করেন, সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিকেও আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের কোন জড় রূপ না থাকলেও তিনি তাঁর ভক্তদের কৃপা করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য অংসখ্য রূপ গ্রহণ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, নদীর তরঙ্গের মতো ভগবানের অসংখ্য অবতার। নদীর তরঙ্গ অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হয়, এবং নদীতে যে কত তরঙ্গ রয়েছে তা কেউ গুনে শেষ করতে পারে না। তেমনই স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে ভগবানের যে কত অবতারের আবির্ভাব হয় তা কেউ গুনতে পারে না। ভগবান নিরন্তর আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভাবত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" জড় জগতে সর্বদাই কৃষ্ণভক্তি থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তেরা এই নাস্তিকতা প্রতিহত করার জন্য বিভিন্নরূপে কার্য করেন।

ভগবানের জ্ঞান স্বরূপের প্রতি আগ্রহশীল নিরীশ্বরবাদীরাও ভগবানের অঙ্গজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়। তাই এখানে *জ্ঞানঘনায়* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের রূপ এবং অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নাস্তিকদের জন্য এই বিভিন্ন অবতারেরা আবির্ভূত হন। যেহেতু ভগবান এত রূপে শিক্ষা দিতে আসেন, তাই কেউই বলতে পারে না যে ভগবান নেই। *জ্ঞানঘনায়* শব্দটি বিশেষ করে তাদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যাদের জ্ঞান মনোধর্মী দার্শনিক বিচারের দ্বারা ভগবানের অন্বেষণ করার ফলে কঠিন হয়ে গেছে। ভগবানকে জানার ব্যাপারে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক, কিন্তু জ্ঞান যখন অত্যন্ত ঘনীভূত এবং গভীর হয়, তখন বাসুদেবকে জানা যায় (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর জ্ঞানী এই স্তর প্রাপ্ত হয়। তাই এখানে *জ্ঞান-ঘনায়* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান অথচ জীবের সঙ্গে কোন কর্ম করেন না, *শান্তায়* শব্দটি সেই বাসুদেবকে ইঙ্গিত করে। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীদের জ্ঞান যখন পূর্ণরূপে পরিপক্ক হয়, তখন তাঁরা বাসুদেবকে উপলব্ধি করেন (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)।

শ্লোক ১৩

ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে ।
পুরুষায়াত্মমূলায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥

ক্ষেত্র-জ্ঞায়—বাহ্য শরীরের সব কিছু যিনি জানেন তাঁকে; **নমঃ**—আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **সর্ব**—সব কিছু; **অধ্যক্ষায়**—অধ্যক্ষকে; **সাক্ষিণে**—পরমাত্মা বা অন্তর্যামীরূপে যিনি সাক্ষী তাঁকে; **পুরুষায়**—পরম পুরুষকে; **আত্ম-মূলায়**—যিনি সব কিছুর মূল উৎস; **মূল-প্রকৃতয়ে**—প্রকৃতি এবং প্রধানের উৎস পুরুষাবতারকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে ভগবান আপনি পরমাত্মা, সর্বাধ্যক্ষ, সমস্ত ঘটনার সাক্ষী, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি প্রকৃতি এবং প্রধানের উৎস পরম

পুরুষ। আপনি সমস্ত জড় শরীরের অধ্যক্ষ। তাই আপনি পরম পূর্ণ। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (১৩/৩) ভগবান বলেছেন, *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*—"হে ভারত, আমি সমস্ত শরীররূপী ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ।" আমরা সকলেই মনে করি, "এই শরীরটি আমার স্বরূপ" অথবা "এটি আমার শরীর" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। পরম ঈশ্বর ভগবান আমাদের এই শরীরগুলি প্রদান করেছেন। জীব যদিও ক্ষেত্রজ্ঞ, তবুও সে তার দেহের একমাত্র মালিক নয়; দেহের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন ভগবান, এবং তিনি হচ্ছেন পরম ক্ষেত্রজ্ঞ। যেমন, আমরা একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে বাস করতে পারি, কিন্তু সেই বাড়িটির প্রকৃত মালিক হচ্ছেন তিনি যিনি সেই বাড়িটি তৈরি করেছেন। তেমনই, আমরা এই জড় জগৎ ভোগ করার জন্য বিশেষ সুযোগরূপে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হই, কিন্তু সেই সমস্ত শরীরের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন ভগবান। তাঁকে বলা হয় *সর্বাধ্যক্ষ*, কারণ তাঁরই অধ্যক্ষতায় এই জড় জগতের সব কিছু কার্য করে। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"হে কৌন্তেয়, আমারই অধ্যক্ষতায় এই জড়া প্রকৃতি সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীব উৎপাদন করছে।" প্রকৃতি থেকে জলচর, উদ্ভিদ, বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গ, পাখি, পশু, মানুষ, দেবতা আদি বিভিন্ন প্রকার জীবের উৎপত্তি হচ্ছে। প্রকৃতি হচ্ছেন মাতা এবং ভগবান হচ্ছেন পিতা (*অহং বীজপ্রদঃ পিতা*)।

প্রকৃতি আমাদের জড় শরীর দান করতে পারে, কিন্তু আত্মারূপে আমরা ভগবানের বিভিন্ন অংশ। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*। জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে এই জড় জগতের বস্তু নয়। তাই ভগবানকে এই শ্লোকে *আত্মমূল* বা সব কিছুর আদি উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সমস্ত অস্তিত্বের বীজ (*বীজং মাং সর্বভূতানাম্*)। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৪/৪) ভগবান বলেছেন—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

"হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যত মূর্তি প্রকাশিত হয় ব্রহ্মরূপ যোনিই তাদের জননী স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।" বৃক্ষ, লতা, কীট-পতঙ্গ, জলচর, দেবতা, পশু, পক্ষী এবং অন্য সমস্ত জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন

অংশ বা পুত্র, কিন্তু যেহেতু তারা বিভিন্ন মনোভাব নিয়ে এই প্রকৃতিতে সংগ্রাম করছে, তাই তাদের বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রদান করা হয়েছে (*মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*)। তার ফলে তারা প্রকৃতির পুত্রে পরিণত হয়েছে, যাদের বীর্যদাতা পিতা হচ্ছেন ভগবান। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে, এবং জন্ম-মৃত্যুর এই সংসার চক্র থেকে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে পূর্ণ শরণাগতি। তা এখানে *নমঃ* শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, "আমি আপনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্লোক ১৪

সর্বেন্দ্রিয়গুণদ্রষ্ট্রে সর্বপ্রত্যয়হেতবে ।
অসতাচ্ছায়য়োক্তায় সদাভাসায় তে নমঃ ॥ ১৪ ॥

সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-দ্রষ্ট্রে—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্রষ্টাকে; **সর্ব-প্রত্যয়-হেতবে**—সমস্ত সংশয়ের সমাধানকে (যাঁর সাহায্য ব্যতীত কোন সমস্যা এবং অক্ষমতার সমাধান করা যায় না); **অসতা**—অসত্য বা ভ্রমের প্রকাশ সহ; **ছায়য়া**—সাদৃশ্যের ফলে; **উক্তায়**—বলা হয়; **সৎ**—বাস্তবের; **আভাষায়**—প্রতিবিম্বকে; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্রষ্টা। আপনার কৃপা ব্যতীত সন্দেহরূপ সমস্যার সমাধানের কোন সম্ভাবনা নেই। জড় জগৎ আপনার ছায়ার মতো। বস্তুতপক্ষে, আপনার অস্তিত্বের আভাস প্রদান করে বলেই এই জড় জগৎকে সত্য বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের ভাবানুবাদ হচ্ছে—"ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের বিষয় আপনিই দর্শন করেন। আপনার পরিচালনা ব্যতীত জীব এক পদক্ষেপও এগোতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—আপনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং আপনার থেকেই স্মৃতি ও বিস্মৃতি আসে। *ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা*—মায়ার বন্ধনে জীব এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, কিন্তু আপনি যদি নির্দেশ না দেন

এবং তাদের মনে করিয়ে না দেন, তা হলে তারা ছায়াসদৃশ জীবনের লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হতে পারে না। বদ্ধ জীব ভ্রান্তিবশত জন্ম-জন্মান্তরে ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের প্রতি অগ্রসর হয়, এবং আপনিই তাদের সেই উদ্দেশ্যের কথা মনে করিয়ে দেন। একটি জীবনে বদ্ধ জীব কোন এক লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হতে চায়, কিন্তু তার দেহের পরিবর্তনের পর সে সব কিছু ভুলে যায়। তা সত্ত্বেও হে প্রভু, সে যেহেতু এই জগতে কিছু উপভোগ করতে চায়, আপনি তার পরবর্তী জন্মে তাকে সেই কথা মনে করিয়ে দেন। *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।* বদ্ধ জীব যেহেতু আপনাকে ভুলে যেতে চায়, আপনার কৃপায় জন্ম-জন্মান্তরে সে সেই সুযোগও প্রাপ্ত হয়, যার ফলে সে বার বার আপনাকে ভুলে যায়। তাই আপনি বদ্ধ জীবের নিত্য নির্দেশক। যেহেতু আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ, তাই সব কিছুই বাস্তব বলে মনে হয়। পরম সত্য হচ্ছেন আপনি। হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

সর্বপ্রত্যয়হেতবে শব্দটির বিশ্লেষণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, কার্যের দ্বারা কারণ অনুমান করা যায়। যেমন, একটি মাটির পাত্র যেহেতু কুমোরের কার্যের ফল, তাই মাটির পাত্রটি দর্শন করে কুমোরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। তেমনই, এই জড় জগৎ চিৎ-জগতের অনুরূপ এবং যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনুমান করতে পারে তা কিভাবে কার্য করছে। *ভগবদ্‌গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্‌।* জড় জগতের কার্যকলাপ থেকে প্রতীত হয় যে, তার পিছনে ভগবানের অধ্যক্ষতা রয়েছে।

শ্লোক ১৫

নমো নমস্তেঽখিলকারণায়
নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায় ।
সর্বাগমাম্নায়মহার্ণবায়
নমোঽপবর্গায় পরায়ণায় ॥ ১৫ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **নমঃ**—পুনরায় আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **অখিল-কারণায়**—সব কিছুর পরম কারণকে; **নিষ্কারণায়**—যিনি কারণ রহিত তাঁকে; **অদ্ভুত-কারণায়**—যিনি সব কিছুর অদ্ভুত কারণ; **সর্ব**—সমস্ত; **আগম-আম্নায়**—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের পরম্পরার উৎসকে; **মহা-অর্ণবায়**—জ্ঞানের মহা সমুদ্র বা যে মহা সমুদ্রে জ্ঞানের নদীগুলি মিলিত হয়;

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **অপবর্গায়**—যিনি মুক্তি প্রদান করতে পারেন তাঁকে; **পর-অয়ণায়**—সমস্ত মহাত্মাদের আশ্রয়।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ, কিন্তু আপনার কোন কারণ নেই। তাই আপনি সব কিছুর অদ্ভুত কারণ। আপনি হচ্ছেন পঞ্চরাত্র ও বেদান্ত-সূত্র আদি শাস্ত্রে নিহিত বৈদিক জ্ঞানের আশ্রয়, এবং সেই সমস্ত শাস্ত্র আপনার সাক্ষাৎ স্বরূপ, এবং আপনি পরম্পরার পরম উৎস। যেহেতু আপনিই কেবল মুক্তি প্রদান করতে পারেন, তাই সমস্ত অধ্যাত্মবাদীদের আপনিই একমাত্র আশ্রয়। আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে অদ্ভুত কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি অদ্ভুত, কারণ তাঁর থেকে অসংখ্য বস্তু উদ্ভুত হলেও (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*) তিনি সর্বদাই পূর্ণ থাকেন (*পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে*)। জড় জগতে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, কারও যদি ব্যাঙ্কে কোটি টাকা থাকে, এবং সে যখন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলে তখন তার টাকার পরিমাণ হ্রাস পায়, এবং অবশেষে তা শূন্যে পরিণত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান এমনই পূর্ণ যে, তাঁর থেকে অসংখ্য ভগবানের বিস্তার হলেও তিনি সেই পরমেশ্বর ভগবানই থাকেন। *পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে*। তাই তিনি হচ্ছেন অদ্ভুত কারণ। *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ পরম ঈশ্বর। তাঁর শরীর সৎ চিৎ এবং আনন্দময়। তিনি সব কিছুরই আদি, কিন্তু তাঁর কোন আদি নেই, কারণ তিনি সর্ব-কারণের পরম কারণ।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/১)

এই জড় জগতেও আমরা দেখতে পাই যে, সূর্য যদিও তাঁর সৃষ্টির সময় থেকে কোটি কোটি বছর ধরে তাপ এবং আলোক বিতরণ করছে, তবুও সূর্যের শক্তি অক্ষয় রয়েছে এবং তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না। তা হলে পরম কারণ পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আর কি কথা? সব কিছুই নিরন্তর তাঁর থেকে উদ্ভুত হয়, তবুও তিনি তাঁর আদি সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) বলেছেন, *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"সব কিছুই আমার থেকে প্রকাশিত হয়।"

সব কিছুই নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রকাশিত হয়, তবুও তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণই থাকেন এবং তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না। তাই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী সমস্ত অধ্যাত্মবাদীদের তিনিই হচ্ছেন আশ্রয়।

সকলেরই কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করা। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেন ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০) *পরং ব্রহ্ম* অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান, এবং *পরং ধাম* অর্থাৎ পরম আশ্রয় হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই কেউ যদি কোন কিছুর বাসনা করে—তা তিনি কর্মী হোন, জ্ঞানী হোন অথবা যোগী হোন—তাঁর কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানকে অনুভব করার চেষ্টা করা, তা হলে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে। ভগবান বলেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—"জীব যেভাবে আমার শরণাগত হয়, সেই অনুসারে আমি তাকে পুরস্কৃত করি।" কর্মী যদি তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য সব কিছু চায়, তা হলে সে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তা পেতে পারে। কারণ, সে যা চায়, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাকে তা দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, মানুষের কর্তব্য জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ। বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানা উচিত। সেই কথা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে, *সর্বাগমাম্নায়মহার্ণবায়*—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানরূপী নদী যাঁর কাছে এসে মেশে, তিনি সেই মহাসাগরের মতো। তাই বুদ্ধিমান অধ্যাত্মবাদীরা সেই পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। সেটিই জীবনের চরম লক্ষ্য।

শ্লোক ১৬

গুণারণিচ্ছন্নচিদুষ্মপায়
তৎক্ষোভবিস্ফূর্জিতমানসায় ।
নৈষ্কর্ম্যভাবেন বিবর্জিতাগম-
স্বয়ংপ্রকাশায় নমস্করোমি ॥ ১৬ ॥

গুণ—জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা (সত্ত্ব, রজ এবং তম); **অরণি**—অরণি কাষ্ঠের দ্বারা; **ছন্ন**—আচ্ছাদিত; **চিৎ**—জ্ঞানের; **উষ্মপায়**—যাঁর অগ্নি তাঁকে; **তৎ-ক্ষোভ**—জড়া প্রকৃতির গুণের বিক্ষোভে; **বিস্ফূর্জিত**—বাইরে; **মানসায়**—যাঁর মন তাঁকে; **নৈষ্কর্ম্য-ভাবেন**—আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ফলে; **বিবর্জিত**—যারা ত্যাগ করে তাদের; **আগম**—বৈদিক তত্ত্ব; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **প্রকাশায়**—যিনি প্রকাশিত তাঁকে; **নমঃ করোমি**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে প্রভু, অগ্নি যেমন অরণি কাষ্ঠে আচ্ছাদিত থাকে, তেমনই আপনি এবং আপনার জ্ঞান জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত। আপনার মন কিন্তু জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপে অভিনিবিষ্ট হয় না। যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা বৈদিক বিধি-নিষেধের অধীন নন। যেহেতু এই প্রকার উন্নত আত্মারা জড়াতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই আপনি স্বয়ং তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে প্রকাশিত হন। অতএব আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/১১) বলা হয়েছে—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

যে ভক্ত তাঁর হৃদয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, ভগবান তাঁকে তাঁর অন্তর থেকে বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে চিন্ময় জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন, যাকে বলা হয় জ্ঞানদীপ। এই জ্ঞানদীপকে অরণি কাষ্ঠে লুক্কায়িত অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়। মহর্ষিরা পুরাকালে যজ্ঞ করার সময় অরণি কাষ্ঠ থেকে অগ্নিকে আহ্বান করে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করতেন। তেমনই, সমস্ত জীব জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং জীব যখন ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে গ্রহণ করেন, তখন ভগবান জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করেন। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*। কেউ যদি ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে সেই অন্তর্যামী ভগবান জ্ঞানের দীপ প্রজ্বলিত করে তাঁর সমস্ত অজ্ঞান দূর করেন। তখন ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রভাবে তিনি তৎক্ষণাৎ সব কিছু যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এবং তখন তিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে

ভক্তকে অত্যন্ত বিদ্বান বলে মনে না হলেও, তাঁর ভক্তির ফলে ভগবান তাঁর অন্তর থেকে তাঁকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেন। ভগবান যদি অন্তর থেকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন, তা হলে তাঁর পক্ষে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকা কি করে সম্ভব? তাই, মায়াবাদীরা যে বলে ভগবদ্ভক্তির পথ বুদ্ধিহীন অশিক্ষিত মানুষদের জন্য, তা মিথ্যা।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)

কেউ যদি ভগবানের অনন্য ভক্ত হন, তা হলে সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁর মধ্যে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। এই প্রকার ভক্ত বৈদিক বিধি-নিষেধের অতীত। তিনি পরমহংস। বৈদিক বিধি অনুসরণ না করেও, ভগবানের কৃপায় তিনি শুদ্ধ হতে পারেন এবং জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারেন। তাই ভক্ত বলেন, "হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্লোক ১৭

মাদৃক্‌প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায়
মুক্তায় ভূরিকরুণায় নমোঽলয়ায় ।
স্বাংশেন সর্বতনুভৃন্মনসি প্রতীত-
প্রত্যগ্‌দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে ॥ ১৭ ॥

মাদৃক্—আমার মতো; **প্রপন্ন**—শরণাগত; **পশু**—পশু; **পাশ**—বন্ধন থেকে; **বিমোক্ষণায়**—যিনি মুক্ত করেন তাঁকে; **মুক্তায়**—জড়া প্রকৃতির কলুষ যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই ভগবানকে; **ভূরি-করুণায়**—যিনি অসীম করুণাময়; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **অলয়ায়**—(নিজের উদ্ধারের জন্য) যে কখনও অমনোযোগী বা অলস নয়; **স্ব-অংশেন**—পরমাত্মারূপে আপনার অংশের দ্বারা; **সর্ব**—সকলের; **তনু-ভৃৎ**—জড়া প্রকৃতিতে দেহধারী জীব; **মনসি**—মনে; **প্রতীত**—যাকে জানা যায়; **প্রত্যক্-দৃশে**—(সমস্ত কার্যকলাপের) প্রত্যক্ষ দ্রষ্টারূপে; **ভগবতে**—ভগবানকে; **বৃহতে**—যিনি অসীম; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

যেহেতু আমার মতো একটি পশু পরম মুক্ত আপনার শরণাগত হয়েছে, তাই অবশ্যই আপনি আমাকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করবেন। বস্তুতপক্ষে, অত্যন্ত করুণাময় হওয়ার ফলে, আপনি নিরন্তর আমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত দেহধারী জীবের হৃদয়ে বিরাজমান। আপনি প্রত্যক্ষ দিব্য জ্ঞানরূপে বিখ্যাত এবং আপনি অসীম। সেই পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বৃহতে নমস্তে পদটির বিশ্লেষণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*বৃহতে শ্রীকৃষ্ণায়।* শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। বহু তত্ত্ব রয়েছে—যেমন বিষ্ণুতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব, কিন্তু সব কিছুর ঊর্ধ্বে বিষ্ণুতত্ত্ব, যা সর্বব্যাপ্ত। ভগবানের এই সর্বব্যাপ্ত রূপ সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/৪২) বলেছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

"হে অর্জুন, অধিক আর কি বলব, এইমাত্র জেনে রাখ যে, আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছি।" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সমগ্র জড় জগতের পালনকার্য সম্পাদিত হয় তাঁর আংশিক প্রকাশ পরমাত্মার দ্বারা। ভগবান প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন এবং তারপর তিনি নিজেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে বিস্তার করে সমস্ত জীবের হৃদয়ে, এমন কি প্রতিটি পরমাণুতেও প্রবেশ করেন—*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্।* প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুতে পূর্ণ, এবং ভগবান কেবল ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরেই নন, পরমাণুর অভ্যন্তরেও বিরাজমান। এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণু পরমাত্মারূপে প্রতিটি পরমাণুতে রয়েছেন। কিন্তু সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত। *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/২) প্রতিপন্ন হয়েছে, *অহমাদির্হি দেবানাম্*—শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের সমস্ত দেবতাদের—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরেরও আদি। তাই তাঁকে এখানে *ভগবতে বৃহতে* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেকেই ভগবান—প্রত্যেকেই ঐশ্বর্য সমন্বিত—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *বৃহান্ ভগবান্* অর্থাৎ অনন্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ।* শ্রীকৃষ্ণ সকলের উৎস। *অহং সর্বস্য প্রভবঃ।* এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও শ্রীকৃষ্ণ থেকে উৎপন্ন। *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—শ্রীকৃষ্ণ থেকে পরতর

কেউ নয়। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, ভগবতে বৃহতে শব্দটির অর্থ 'শ্রীকৃষ্ণকে'।

জড় জগতে দেহাত্মবুদ্ধির ফলে সকলেই পশু।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে মানুষ ত্রিধাতু থেকে উৎপন্ন দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, যে তার দেহের উপজাতদের তার আত্মীয় বলে মনে করে, যে তার জন্মস্থানকে পূজনীয় বলে মনে করে এবং যে দিব্যজ্ঞান সমন্বিত মহাত্মাদের সঙ্গ লাভের চেষ্টা না করে কেবল স্নান করার জন্য তীর্থ স্থানে যায়, সে একটি গরু অথবা গাধা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৮৪/১৩) প্রকৃতপক্ষে সকলেই তাই, এক-একটি পশু, এবং সকলেই সংসাররূপী কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কেবল গজেন্দ্রই নয়, সকলেই কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং তার ফলে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে।

শ্রীকৃষ্ণই কেবল আমাদের এই সংসার থেকে উদ্ধার করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি সর্বদাই আমাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*। তিনি আমাদের হৃদয়ে রয়েছেন এবং তিনি মোটেই অমনোযোগী নন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য আমাদের ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার করা। এমন নয় যে যখন আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করি, তখনই কেবল তিনি আমাদের প্রতি যত্নশীল হন। আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করার পূর্বেই তিনি নিরন্তর আমাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। আমাদের উদ্ধার করার ব্যাপারে তিনি কখনই অলস নন। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *ভূরিকরুণায় নমোঽলয়ায়*। ভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে তিনি সর্বদা আমাদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ভগবান মুক্ত, এবং তিনি আমাদের মুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি যদিও নিরন্তর চেষ্টা করছেন, তবুও আমরা তাঁর উপদেশ (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*) গ্রহণ করি না। কিন্তু তা হলেও তিনি কখনও ক্রুদ্ধ হন না। তাই এখানে তাঁকে *ভূরিকরুণায়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ, জড় জগতের এই দুঃখ-দুর্দশাময় পরিস্থিতি থেকে আমাদের উদ্ধার করে ভগবদ্ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি অসীম করুণাময়।

শ্লোক ১৮

আত্মাত্মজাপ্তগৃহবিত্তজনেষু সক্তৈ-
র্দুষ্প্রাপণায় গুণসঙ্গবিবর্জিতায় ।
মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায়
জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায় ॥ ১৮ ॥

আত্ম—মন এবং দেহ; **আত্ম-জ**—পুত্র এবং কন্যা; **আপ্ত**—আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব; **গৃহ**—গৃহ, জাতি, সমাজ এবং রাষ্ট্র; **বিত্ত**—ধন-সম্পদ; **জনেষু**—বিবিধ ভৃত্য এবং পরিচারক; **সক্তৈঃ**—যারা অত্যন্ত আসক্ত তাদের দ্বারা; **দুষ্প্রাপণায়**—দুষ্প্রাপ্য; **গুণ-সঙ্গ**—জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা; **বিবর্জিতায়**—যিনি কলুষিত নন; **মুক্ত-আত্মভিঃ**—মুক্ত পুরুষদের দ্বারা; **স্ব-হৃদয়ে**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **পরিভাবিতায়**—সর্বদা যাঁর ধ্যান করা হয়, সেই আপনাকে; **জ্ঞান-আত্মনে**—সমস্ত জ্ঞানের উৎস; **ভগবতে**—ভগবানকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ঈশ্বরায়**—পরমেশ্বরকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, যাঁরা সর্বতোভাবে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত, তাঁরা সর্বদাই তাঁদের অন্তরের অন্তস্তলে আপনার ধ্যান করেন। আমার মতো যারা মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনা, গৃহ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধন, বিত্ত, পরিচারক আদিতে আসক্ত, তাদের পক্ষে আপনি দুষ্প্রাপ্য। আপনি জড় প্রকৃতির কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত পরমেশ্বর ভগবান। আপনি সমস্ত জ্ঞানের উৎস পরম ঈশ্বর। আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যদিও এই জড় জগতে আসেন, তবুও তিনি জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই কথা *ঈশোপনিষদে* প্রতিপন্ন হয়েছে। *অপাপবিদ্ধম্*—কোন কলুষ কখনই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সেই তথ্য এখানেও বর্ণিত হয়েছে। *গুণসঙ্গবিবর্জিতায়*—ভগবান যদিও এই জড় জগতে অবতরণ করেছেন বলে মনে হয়, তবুও তিনি জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১১) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*—জ্ঞানহীন মূর্খেরা ভগবানকে অবজ্ঞা করে, কারণ তিনি একজন

সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন। তাই ভগবানকে কেবল মুক্তাত্মারাই জানতে পারেন। *মুক্তাত্মভিঃ স্ব হৃদয়ে পরিভাবিতায়*—মুক্ত পুরুষেরাই কেবল নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন। তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" (*ভগবদ্গীতা* ৬/৪৭)

শ্লোক ১৯

যং ধর্মকামার্থবিমুক্তিকামা
ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নুবন্তি ।
কিং চাশিষো রাত্যপি দেহমব্যয়ং
করোতু মেঽদভ্রদয়ো বিমোক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

যম্—যে ভগবানকে; **ধর্ম-কাম-অর্থ-বিমুক্তি-কামাঃ**—যারা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ কামনা করে; **ভজন্তঃ**—আরাধনা করার দ্বারা; **ইষ্টাম্**—লক্ষ্য; **গতিম্**—গতি; **আপ্নুবন্তি**—লাভ করতে পারে; **কিম্**—কি বলার আছে; **চ**—ও; **আশিষঃ**—অন্যান্য আশীর্বাদ; **রাতি**—তিনি প্রদান করেন; **অপি**—যদিও; **দেহম্**—দেহ; **অব্যয়ম্**—চিন্ময়; **করোতু**—দান করতে পারেন; **মে**—আমাকে; **অদভ্রদয়ঃ**—অসীম করুণাময় ভগবান; **বিমোক্ষণম্**—বর্তমান সঙ্কট এবং জড় জগৎ থেকে মুক্তি।

অনুবাদ

যে ভগবানকে আরাধনা করলে চতুর্বর্গকামী ব্যক্তিরা তাদের বাসনা অনুসারে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ করতে পারেন, তা হলে অন্যান্য আশীর্বাদের আর কি কথা? প্রকৃতপক্ষে ভগবান সেই প্রকার উচ্চাভিলাষী উপাসকদের চিন্ময় দেহও প্রদান করেন। সেই অপার করুণাময় ভগবান আমাকে এই বর্তমান সঙ্কট এবং সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আশীর্বাদ প্রদান করুন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে কিছু ব্যক্তি *অকামী*, অর্থাৎ জড় বাসনা থেকে মুক্ত, কেউ অধিক থেকে অধিকতর জড়-জাগতিক বিষয় লাভ করতে চায়, এবং কেউ আবার ধর্মীয় জীবনে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে এবং চরমে মুক্তি লাভে সাফল্য বাসনা করে।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০)

শ্রীমদ্ভাগবতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যে স্তরেই থাকুন না কেন তা তিনি জড়-জাগতিক বাসনা রহিত হোন, সমস্ত বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষী হোন অথবা মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন—তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা, তা হলে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে। শ্রীকৃষ্ণ এতই করুণাময়। *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—জীব যে বাসনা নিয়ে ভগবানের আরাধনা করে, ভগবান তার সেই বাসনা পূর্ণ করেন। এমন কি সাধারণ জীবেরাও যা চায়, শ্রীকৃষ্ণ তাকে তাই দেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং জীব যা বাসনা করে, তিনি তা পূর্ণ করেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১) ভগবান সকলকে তার অভিলাষ পূর্ণ করার সুযোগ দেন। এমন কি ধ্রুব মহারাজের মতো ভক্তও তাঁর পিতার রাজ্য থেকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য লাভ করার জড় বাসনা করেছিলেন, এবং অপ্রাকৃত শরীর লাভ করা সত্ত্বেও তিনি সেই রাজ্য লাভ করেছিলেন, কারণ যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন, ভগবান কখনও তাঁদের নিরাশ করেন না। তাই গজেন্দ্র যেহেতু তার বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবানের শরণাগত হয়েছিল, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তার সংসার জীবনের ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের বাসনা করেছিল, তখন ভগবান কেন তার সেই বাসনা পূর্ণ করবেন না?

শ্লোক ২০-২১

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ২০ ॥
তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশ-
মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্ ।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূর-
মনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে ॥ ২১ ॥

একান্তিনঃ—ঐকান্তিক ভক্ত (যার কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য আর কোন বাসনা নেই); **যস্য**—যে ভগবানের; **ন**—না; **কঞ্চন**—কোন; **অর্থম্**—আশীর্বাদ; **বাঞ্ছন্তি**—বাসনা করেন; **যে**—যে সমস্ত ভক্ত; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবৎ-প্রপন্নাঃ**—সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত; **অতি-অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **তৎ-চরিতম্**—ভগবানের কার্যকলাপ; **সু-মঙ্গলম্**—যার শ্রবণ অত্যন্ত মঙ্গলজনক; **গায়ন্তঃ**—কীর্তন এবং শ্রবণের দ্বারা; **আনন্দ**—দিব্য আনন্দের; **সমুদ্র**—সমুদ্রে; **মগ্নাঃ**—যাঁরা নিমগ্ন; **তম্**—তাঁকে; **অক্ষরম্**—নিত্য বর্তমান; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **পরম্**—পরম; **পর-ঈশম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অব্যক্তম্**—মন এবং ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত; **আধ্যাত্মিক**—অপ্রাকৃত; **যোগ**—ভক্তিযোগের দ্বারা; **গম্যম্**—লভ্য (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি*); **অতি-ইন্দ্রিয়ম্**—জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত; **সূক্ষ্মম্**—সূক্ষ্ম; **ইব**—সদৃশ; **অতি-দূরম্**—অনেক দূরে; **অনন্তম্**—অসীম; **আদ্যম্**—সব কিছুর আদি কারণকে; **পরিপূর্ণম্**—সর্বতোভাবে পূর্ণ; **ঈড়ে**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

ঐকান্তিক ভক্তেরা, যাঁদের ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর কোন বাসনা নেই, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে তাঁর আরাধনা করেন, এবং সর্বদা তাঁর অতি অদ্ভুত ও মঙ্গলময় কার্যকলাপ শ্রবণ ও কীর্তন করেন। এইভাবে তাঁরা সর্বদা আনন্দের সমুদ্রে মগ্ন থাকেন। এই প্রকার ভক্তেরা কখনও ভগবানের কাছে কোন বর প্রার্থনা করেন না। কিন্তু আমি এখন এক মহা সঙ্কটে পতিত হয়েছি, তাই আমি সেই নিত্য, অব্যক্ত, ব্রহ্মা আদি মহাপুরুষদেরও ঈশ্বর এবং কেবল

ভক্তিযোগের দ্বারা লভ্য, সেই ভগবানের প্রার্থনা করি। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাই তিনি আমাদের ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত বাহ্য অনুভূতির অতীত। তিনি অসীম, তিনি আদি কারণ এবং তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/১/১১)

"মানুষের কর্তব্য অন্য সমস্ত অভিলাষ ত্যাগ করে, সকাম কর্ম অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের মাধ্যমে কোন প্রকার জড়-জাগতিক লাভের বাসনা না করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমভক্তির অনুকূল হয়ে ভগবানের সেবা করা। তাকে বলা হয় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি।" অনন্য ভক্ত ভগবানের কাছে কিছু চান না, কিন্তু গজেন্দ্র সেই পরিস্থিতিবশত ভগবানের কাছে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেছিল, কারণ তার আর উদ্ধারের অন্য কোন উপায় ছিল না। যখন অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের করুণার উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হওয়ার ফলে, ভগবানের কাছে বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই বর প্রার্থনা করার সময় তিনি আক্ষেপও করেন। যে ব্যক্তি সর্বদা ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তিনি এমন একটি স্তরে বিরাজ করেন যে, তাঁকে জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় না। সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ ভক্ত না হলে, সংকীর্তন আন্দোলনের নৃত্য এবং কীর্তনের চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করা যায় না। এই প্রকার আনন্দ কোন সাধারণ ভক্তের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের দেখিয়েছেন, কিভাবে ভগবৎপ্রেমে শ্রবণ, কীর্তন এবং নৃত্যের মাধ্যমে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করা যায়। এটিই ভক্তিযোগ। তাই গজেন্দ্র বলেছেন, *আধ্যাত্মিকযোগগম্যম্*, অর্থাৎ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে, ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায় না। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়ার আশীর্বাদ লাভ করা যায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই আশীর্বাদ সকলকে দান করেছেন, এমন কি আধ্যাত্মিক জীবনের সংস্কারবিহীন অধঃপতিতদেরও তিনি তা দান করেছেন। তা বাস্তবিকপক্ষে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে দেখা যাচ্ছে। তাই ভক্তিযোগের পন্থা হচ্ছে সেই নির্মল পন্থা যার দ্বারা ভগবানের কাছে যাওয়া যায়। *ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ*—ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানের কাছে যাওয়া যায়।

ভগবদ্‌গীতায় (৭/১) ভগবান বলেছেন—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

"হে পার্থ (অর্জুন), আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।" কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতি আসক্ত হওয়ার দ্বারা এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করার দ্বারা, মানুষ পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ২২-২৪

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাশ্চরাচরাঃ ।
নামরূপবিভেদেন ফল্ব্যা চ কলয়া কৃতাঃ ॥ ২২ ॥
যথার্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো
নির্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ ।
তথা যতোঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥ ২৩ ॥
স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্যতির্যঙ্
ন স্ত্রী ন ষণ্ঢো ন পুমান্ ন জন্তুঃ ।
নায়ং গুণঃ কর্ম ন সন্ন চাসন্
নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ ॥ ২৪ ॥

যস্য—যে ভগবানের; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি মহান দেবতারা; **দেবাঃ**—এবং অন্যান্য দেবতারা; **বেদাঃ**—বৈদিক জ্ঞান; **লোকাঃ**—বিভিন্ন ব্যক্তি; **চর-অচরাঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম; **নাম-রূপ**—বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন রূপের; **বিভেদেন**—এই প্রকার বিভাগের দ্বারা; **ফল্ব্যা**—যারা কম গুরুত্বপূর্ণ; **চ**—ও; **কলয়া**—অংশের দ্বারা; **কৃতাঃ**—সৃষ্টি করেছেন; **যথা**—যেমন; **অর্চিষঃ**—স্ফুলিঙ্গ; **অগ্নেঃ**—অগ্নির; **সবিতুঃ**—সূর্য থেকে; **গভস্তয়ঃ**—কিরণকণা; **নির্যান্তি**—নিঃসৃত হয়; **সংযান্তি**—এবং প্রবেশ করে; **অসকৃৎ**—বার বার; **স্ব-রোচিষঃ**—বিভিন্ন অংশরূপে; **তথা**—তেমনই;

যতঃ—যে ভগবান থেকে; **অয়ম্**—এই; **গুণ-সম্প্রবাহঃ**—প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের নিরন্তর প্রকাশ; **বুদ্ধি মনঃ**—বুদ্ধি এবং মন; **খানি**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **শরীর**—(স্থূল এবং সূক্ষ্ম) শরীরের; **সর্গাঃ**—বিভাগ; **সঃ**—সেই ভগবান; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ন**—নয়; **দেব**—দেবতা; **অসুর**—অসুর; **মর্ত্য**—মানুষ; **তির্যক্**—পশু অথবা পক্ষী; **ন**—না; **স্ত্রী**—রমণী; **ন**—না; **ষণ্ঢঃ**—ক্লীব; **ন**—না; **পুমান্**—পুরুষ; **ন**—না; **জন্তুঃ**—জীব অথবা জন্তু; **ন অয়ম্**—তিনি নন; **গুণঃ**—জড় গুণ; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **ন**—না; **সৎ**—প্রকাশ; **ন**—না; **চ**—ও; **অসৎ**—অপ্রকাশ; **নিষেধ**—নেতি নেতির ভেদভাব; **শেষঃ**—তিনিই শেষ; **জয়তাৎ**—তাঁর জয় হোক; **অশেষঃ**—যিনি অসীম।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর স্বল্প অংশ দ্বারা জীবতত্ত্বরূপে ব্রহ্মা আদি দেবগণ, এবং বৈদিক জ্ঞানের বিস্তার (সাম, ঋক্, যজুঃ এবং অথর্ব) এবং বিভিন্ন নাম ও গুণ সমন্বিত চরাচর সমস্ত লোক সৃষ্টি করেন। স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নি থেকে নির্গত হয়ে অথবা উজ্জ্বল কিরণ যেমন সূর্য থেকে প্রকাশিত হয়ে পুনরায় তাতেই প্রবেশ করে, তেমনই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় দেহ এবং প্রকৃতির গুণের সতত রূপান্তর—এই সবই ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়ে পুনরায় তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যায়। তিনি দেবতা নন বা দানব নন, তিনি মানুষ, পক্ষী অথবা পশু নন। তিনি স্ত্রী নন, পুরুষ নন অথবা ক্লীব নন, তিনি জন্তুও নন। তিনি জড় গুণ, সকাম কর্ম, প্রকাশ এবং অপ্রকাশ নন। তিনি 'নেতি নেতি' নিষেধের অবধি এবং তিনি অনন্ত। সেই পরমেশ্বর ভগবান জয়যুক্ত হোন।

তাৎপর্য

এটিই ভগবানের অনন্ত শক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। সেই পরম পুরুষ তাঁর বিভিন্ন অংশ প্রকাশ করে বিভিন্ন স্তরে কার্য করেন, যা সবই তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা যুগপৎ বিভিন্নভাবে অবস্থিত (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। প্রতিটি শক্তিই স্বাভাবিকভাবে কার্যশীল (*স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ*)। তাই ভগবান অনন্ত। *ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে*—কেউ তাঁর সমকক্ষ নন, এবং কেউই তাঁর থেকে মহৎ নন। যদিও তিনি নিজেকে এত রূপে প্রকাশ করেছেন, তবুও তাঁর কিছুই করণীয় নেই (*ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে*), কারণ সব কিছুই তাঁর অনন্ত শক্তির বিস্তারের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

শ্লোক ২৫

জিজীবিষে নাহমিহামুয়া কি-
মন্তর্বহিশ্চাবৃতয়েভযোন্যা ।
ইচ্ছামি কালেন ন যস্য বিপ্লব-
স্তস্যাত্মলোকাবরণস্য মোক্ষম্ ॥ ২৫ ॥

জিজীবিষে—দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছা; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **ইহ**—এই জীবনে; **অমুয়া**—অথবা পরবর্তী জীবনে (এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়ে আমি বাঁচতে ইচ্ছা করি না); **কিম্**—কি লাভ; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **চ**—এবং; **আবৃতয়া**—অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত; **ইভ-যোন্যা**—এই হস্তী জন্মে; **ইচ্ছামি**—আমি বাসনা করি; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **ন**—হয় না ; **যস্য**—যার; **বিপ্লবঃ**—সংহার; **তস্য**—তা; **আত্ম-লোক-আবরণস্য**—আত্ম-উপলব্ধির আবরণ থেকে; **মোক্ষম্**—মুক্তি।

অনুবাদ

আমি কুমিরের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বাঁচতে চাই না। অন্তরে এবং বাইরে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত এই হস্তী শরীরের কি প্রয়োজন? আমি কেবল অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্তি কামনা করি। সেই আবরণ কালের প্রভাবের দ্বারা বিনষ্ট হয় না।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে প্রতিটি জীব অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই *বেদে* শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানের শরণাগত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। *গৌতমীয়তন্ত্রে* শ্রীগুরুদেবের প্রার্থনা করে বলা হয়েছে—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

"আমি আমার গুরুদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন আমার চক্ষুকে জ্ঞানের আলোকের দ্বারা উন্মীলিত করেছেন।" এই জড় জগতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ সংগ্রাম করলেও, তার পক্ষে চিরকাল বেঁচে থাকা অসম্ভব। মানুষের বোঝা উচিত তার এই জীবন সংগ্রাম অজ্ঞানবশত, কারণ প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই ভগবানের নিত্য অংশ। হস্তীরূপে অথবা মানুষরূপে,

আমেরিকান রূপে অথবা ভারতীয়রূপে বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই; মানুষের কর্তব্য কেবল জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের বাসনা করা। অজ্ঞানের ফলে আমরা প্রকৃতি প্রদত্ত প্রতিটি জীবনকে সুখী এবং আনন্দদায়ক বলে মনে করি, কিন্তু এই জড় জগতের অধঃপতিত জীবনে, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত কেউই প্রকৃতপক্ষে সুখী হতে পারে না। আমরা সুখী হওয়ার কত পরিকল্পনা করছি, কিন্তু এই জীবনে এবং অন্য জীবনে শত চেষ্টা করেও আমরা কখনও সুখী হতে পারব না, কারণ প্রকৃত সুখ এই জড় জগতে নেই।

শ্লোক ২৬

সোঽহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্ ।
বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোঽস্মি পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥

সঃ—সেই; **অহম্**—আমি (জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিকামী ব্যক্তি); **বিশ্বসৃজম্**—যিনি এই জড় জগৎকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে; **বিশ্বম্**—যিনি স্বয়ং সমগ্র জগৎস্বরূপ; **অবিশ্বম্**—যদিও তিনি এই জগতের অতীত; **বিশ্ব-বেদসম্**—যিনি বিশ্বের জ্ঞাতা অথবা উপকরণ; **বিশ্ব-আত্মানম্**—বিশ্বের আত্মা; **অজম্**—যাঁর কখনও জন্ম হয় না, যিনি নিত্য; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **প্রণতঃ অস্মি**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পরম্**—চিন্ময়; **পদম্**—আশ্রয়।

অনুবাদ

এখন আমি পূর্ণরূপে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, যিনি স্বয়ং বিশ্বস্বরূপ এবং তা সত্ত্বেও যিনি এই বিশ্বের অতীত। তিনি এই জগতের সব কিছুর পরম জ্ঞাতা, বিশ্বের পরমাত্মা। তিনি অজ, এবং পরম পদস্বরূপ। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

যখন সাধারণ মানুষের কাছে ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করা হয়, তখন তারা কখনও কখনও তর্ক করে, "কৃষ্ণ কোথায়? ভগবান কোথায়? আপনি কি আমাদের ভগবানকে দেখাতে পারবেন?" এই শ্লোকে তাঁর উত্তর দেওয়া হয়েছে—আমরা যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হই, তা হলে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারি যে, কেউ

না কেউ এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কেউ না কেউ এই জগতের সমস্ত উপকরণগুলি সরবরাহ করেছেন এবং নিজে এই জড় জগতের উপকরণ হয়েছেন, যিনি নিত্য, কিন্তু এই জগতের ভিতরে উপস্থিত নন। এই জ্ঞানের ভিত্তিতে ভগবানকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা যায়। সেটিই ভগবদ্ভক্তির সূচনা।

শ্লোক ২৭

যোগরন্ধিতকর্মাণো হৃদি যোগবিভাবিতে ।
যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি যোগেশং তং নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৭ ॥

যোগ-রন্ধিত-কর্মাণঃ—যাঁদের কর্মফল ভক্তিযোগের দ্বারা দগ্ধ হয়েছে; **হৃদি**—হৃদয়ের অন্তস্তল; **যোগ-বিভাবিতে**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ এবং নির্মল; **যোগিনঃ**—সুদক্ষ যোগীগণ; **যম্**—যাঁকে (ভগবানকে); **প্রপশ্যন্তি**—প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন; **যোগ-ঈশম্**—যোগেশ্বর ভগবানকে; **তম্**—তাঁকে; **নতঃ অস্মি**—প্রণতি নিবেদন করি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

আমি পরমেশ্বর, পরমাত্মা, যোগেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যাঁকে ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা কর্মফল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে সিদ্ধ যোগীরা তাঁদের নির্মল অন্তরের অন্তস্তলে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

গজেন্দ্র কেবল স্বীকার করেছিলেন যে, কেউ এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এই জগতের সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করেছেন। সেই কথা সকলকেই স্বীকার করতে হয়, এমন কি মহা নাস্তিকদেরও। তা হলে অভক্ত এবং নাস্তিকেরা কেন তা প্রকাশ্যভাবে মেনে নেয় না? তার কারণ হচ্ছে তারা তাদের কর্ম ফলের দ্বারা কলুষিত। বহু জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা এই কলুষ ধৌত করা যায়। *যোগরন্ধিতকর্মাণঃ*—মানুষ যতক্ষণ রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। *তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে*—মানুষ যখন রজ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন সে কাম, লোভ আদির কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে।

আজকাল বহু যোগ অনুশীলনের সংস্থা দেখা দিয়েছে, যেখানে যোগ অভ্যাসের দ্বারা মানুষকে কাম এবং লোভের বিকাশ করতে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। তাই মানুষ তথাকথিত যোগ অনুশীলনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত যোগ অনুশীলন এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/১৩/১) প্রামাণিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*—যোগী হচ্ছেন তিনি, যিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতাতেও* (৫/৩৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি অচিন্ত্য গুণস্বরূপ শ্যামসুন্দর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে শুদ্ধ ভক্তেরা হৃদয়ে প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত নয়নে দর্শন করেন।" ভক্তিযোগী নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করেন। যেহেতু গজেন্দ্র নিজেকে একজন সাধারণ পশু বলে মনে করেছিল, তাই সে মনে করেছিল যে, সে ভগবানকে দর্শন করার অযোগ্য। তার এই দৈন্যবশত সে মনে করেছিল যে, সে যোগ অনুশীলন করার যোগ্য নয়। অর্থাৎ, যারা পশুর দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত এবং যাদের চেতনা শুদ্ধ নয়, তারা কিভাবে যোগ অভ্যাস করতে পারে? বর্তমান সময়ে অসংযত-ইন্দ্রিয় ব্যক্তিরা, যাদের কোন দার্শনিক জ্ঞান নেই এবং যারা ধর্মনীতি অনুশীলন করে না অথবা শাস্ত্রের বিধিবিধান অনুশীলন করে না, তারা যোগী হওয়ার অভিনয় করছে। এটিই যোগ অভ্যাসের সব চাইতে বড় বিড়ম্বনা।

শ্লোক ২৮

নমো নমস্তুভ্যমসহ্যবেগ-
শক্তিত্রয়ায়াখিলধীগুণায় ।
প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে
কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে ॥ ২৮ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **নমঃ**—পুনরায় আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **অসহ্য**—অসহ্য; **বেগ**—বেগ;

শক্তি-ত্রয়ায়—তিন প্রকার শক্তি সমন্বিত পরম পুরুষকে; **অখিল**—নিখিল; **ধী**—বুদ্ধিমত্তার; **গুণায়**—যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে প্রতিভাত হন; **প্রপন্ন-পালায়**—শরণাগতের আশ্রয় ভগবানকে; **দুরন্ত-শক্তয়ে**—দুর্জয় শক্তি সমন্বিত; **কৎ-ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা; **অনবাপ্য**—দুর্লভ; **বর্ত্মনে**—পথে।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি তিন প্রকার শক্তির অসহ্য বেগের নিয়ন্তা। আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়-সুখের উৎসরূপে প্রতীয়মান, এবং আপনি শরণাগতজনের রক্ষক। আপনি অনন্ত শক্তি সমন্বিত, কিন্তু যারা ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম তারা আপনাকে লাভ করতে পারে না। আমি বার বার আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

আসক্তি, লোভ ও কাম, এই তিনটি অসহ্য বেগ হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মনকে একাগ্র করার প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। এই বেগগুলি সক্রিয় হয়, কারণ ভগবান চান না যে, অভক্ত এবং নাস্তিকেরা তাঁকে উপলব্ধি করুক। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তখন এই প্রতিবন্ধকগুলি দূর হয়ে যায় এবং ভক্ত তখন ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ভগবান হচ্ছেন শরণাগতের রক্ষক। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হন, তখন ভগবান তাঁকে তাঁর অন্তর থেকে বুদ্ধি প্রদান করেন, যার ফলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ২৯

নায়ং বেদ স্বমাত্মানং যচ্ছক্ত্যাহংধিয়া হতম্ ।
তং দুরত্যয়মাহাত্ম্যং ভগবন্তমিতোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

ন—না; **অয়ম্**—সাধারণ মানুষ; **বেদ**—জানে; **স্বম্**—স্বয়ং; **আত্মানম্**—পরিচিতি; **যৎ-শক্ত্যা**—যার প্রভাবের দ্বারা; **অহম্**—আমি স্বতন্ত্র; **ধিয়া**—এই বুদ্ধির দ্বারা; **হতম্**—পরাভূত বা আচ্ছাদিত; **তম্**—তাঁকে; **দুরত্যয়**—বোঝা কঠিন; **মাহাত্ম্যম্**—যাঁর মহিমা; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ইতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **অস্মি অহম্**—আমি হই।

অনুবাদ

আমি ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর মায়ার দ্বারা তাঁর বিভিন্ন অংশ জীব দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়। আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যাঁর মহিমা বোঝা কঠিন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, মানুষ, দেবতা, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভগবান এবং জীব পিতা-পুত্রের মতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে জীব সেই কথা ভুলে গেছে এবং তার নিজের পরিকল্পনা অনুসারে, স্বতন্ত্রভাবে জড় জগৎকে ভোগ করতে চাইছে। এই মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। জীব ভগবানকে ভুলে, তার নিজের পরিকল্পনা অনুসারে এই জড় জগৎকে উপভোগ করতে চায় বলে মায়া তাকে আচ্ছাদিত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের এই কলুষ থাকে, ততক্ষণ বদ্ধ জীব তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে না এবং নিরন্তর, জন্ম-জন্মান্তরে মায়াচ্ছন্ন থাকবে। *অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈর্জনস্য মোহোঽয়ম্ অহংমমেতি* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৮)। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত দিব্যজ্ঞান লাভ করে তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারে, ততক্ষণ সে তার গৃহ, ক্ষেত্র, সমাজ, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, টাকা-পয়সা ইত্যাদি সমন্বিত জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। এইভাবে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে সে মনে করে, "আমার শরীরটি আমার স্বরূপ, এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই আমার।" এই জড় দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কেউ যখন গজেন্দ্রের মতো ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হয়ে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৪) ভক্ত যেহেতু সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই তিনি অন্য জীবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন না (*সমঃ সর্বেষু ভূতেষু*)।

শ্লোক ৩০

শ্রীশুক উবাচ

এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্বিশেষং
ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ ।
নৈতে যদোপসসৃপুর্নিখিলাত্মকত্বাৎ
তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ ॥ ৩০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **গজেন্দ্রম্**—গজেন্দ্রকে; **উপবর্ণিত**—যার বর্ণনা; **নির্বিশেষম্**—কোন বিশেষ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে করা হয়নি (সে পরমেশ্বর ভগবানকে না জানলেও সেই ভগবানেরই উদ্দেশ্যে তা করেছিল); **ব্রহ্মা আদয়ঃ**—ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতারা; **বিবিধ**—বিবিধ; **লিঙ্গভিদা**—পৃথক রূপ সমন্বিত; **অভিমানাঃ**—নিজেদের পৃথক অধ্যক্ষ বলে বিবেচনাকারী; **ন**—না; **এতে**—তাঁরা সকলে; **যদা**—যখন; **উপসসৃপুঃ**—নিকটে এসেছিল; **নিখিল-আত্মকত্বাৎ**—যেহেতু ভগবান সকলের পরমাত্মা; **তত্র**—সেখানে; **অখিল**—ব্রহ্মাণ্ডের; **অমর-ময়ঃ**—দেবতাগণ সহ (যারা কেবল শরীরের বাহ্য অঙ্গ); **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি, যিনি সব কিছু হরণ করতে পারেন; **আবিরাসীৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন (গজেন্দ্রের সম্মুখে)।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—গজেন্দ্র যখন কোন বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা না করে পরমেশ্বরকে এইভাবে সম্বোধন করেছিল, তখন সে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতাদের আহ্বান করেনি। তাই তাঁরা কেউই তার কাছে আসেনি। কিন্তু, ভগবান শ্রীহরি হচ্ছেন পুরুষোত্তম পরমাত্মা, তাই তিনি গজেন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

গজেন্দ্রের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সে যদিও জানত না পরম ঈশ্বর কে, তবুও সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যেই সে প্রার্থনা নিবেদন করেছিল। সে বিচার করেছিল, "একজন পরম ঈশ্বর রয়েছেন যিনি সকলের ঊর্ধ্বে।" তখন ভগবানের বিভিন্ন বিস্তার—ব্রহ্মা, শিব, চন্দ্র, ইন্দ্র আদি দেবতারা মনে করেছিলেন, "গজেন্দ্র আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করছে না। সে আমাদের সকলের ঊর্ধ্বে যে পরমেশ্বর

ভগবান রয়েছেন তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে।" গজেন্দ্র বর্ণনা করেছেন যে, দেবতা, মানুষ, পশু ইত্যাদি ভগবানের অংশ রয়েছে, তারা সকলেই বিভিন্নরূপে আচ্ছাদিত। দেবতারা যদিও ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ, গজেন্দ্র বিবেচনা করেছিল যে, তাঁরা কেউই তাকে রক্ষা করতে সমর্থ নন। *হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি*—জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বিপদ থেকে ভগবান শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কেউই রক্ষা করতে পারে না। তাই বুদ্ধিমান মানুষ সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হন, কোন দেবতার শরণাগত হন না। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—কামের দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারাই অনিত্য জড়-জাগতিক লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাগত হয়। কিন্তু এই সমস্ত দেব-দেবীরা সংসার-সমুদ্র থেকে জীবদের উদ্ধার করতে পারে না। অন্যান্য জীবদের মতো দেবতারাও ভগবানের চিন্ময় শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ মাত্র। বৈদিক মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, *স আত্মা অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ*। দেহের ভিতরে আত্মা রয়েছে, কিন্তু হাত-পা আদি দেহের অঙ্গগুলি দেহের বাহ্যিক অঙ্গ। তেমনই, সমগ্র বিশ্বের আত্মা হচ্ছেন নারায়ণ শ্রীবিষ্ণু, এবং সমস্ত দেবতা, মানুষ এবং অন্যান্য জীবেরা তাঁর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

একটি গাছ যেমন তার মূলের শক্তির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে এবং সেই মূলে জল দিলে যেমন সমগ্র গাছটিরই পুষ্টিসাধন হয়, তেমনই সব কিছুর আদি মূল ভগবানের আরাধনা করা উচিত। যদিও ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, তবুও তিনি আমাদের অত্যন্ত নিকটে রয়েছেন কারণ তিনি আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন। ভগবান যখনই বুঝতে পারেন যে, কেউ সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা করছে, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হন। তাই দেবতারা যদিও গজেন্দ্রকে সাহায্য করতে আসেননি, কিন্তু ভগবান তার ঐকান্তিক প্রার্থনা শুনে তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার অর্থ এই নয় যে, দেবতারা গজেন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা হয়, তখন সমস্ত দেবতারাও পূজিত হন। *যস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টম্*—ভগবান যখন সন্তুষ্ট হন, তখন সকলেই সন্তুষ্ট হন।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

"বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করা হলে তার স্কন্ধ, শাখা ইত্যাদি সঞ্জীবিত হয়, এবং উদরে আহার্যদ্রব্য প্রদান করলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়, তেমনই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা হলে, ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ দেবতারাও আপনা থেকেই তৃপ্ত হন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/৩১/১৪) ভগবান যখন পূজিত হন, তখন সমস্ত দেবতারাও সন্তুষ্ট হন।

শ্লোক ৩১

তং তদ্বদার্তমুপলভ্য জগন্নিবাসঃ
স্তোত্রং নিশম্য দিবিজৈঃ সহ সংস্তুবদ্ভিঃ ।
ছন্দোময়েন গরুড়েন সমুহ্যমান-
শ্চক্রায়ুধোঽভ্যগমদাশু যতো গজেন্দ্রঃ ॥ ৩১ ॥

তম্—তাকে (গজেন্দ্রকে); **তদ্বৎ**—সেইভাবে; **আর্তম্**—(কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে) অত্যন্ত ব্যথিত; **উপলভ্য**—বুঝতে পেরে; **জগৎ-নিবাসঃ**—ভগবান, যিনি সর্বত্র বিরাজমান; **স্তোত্রম্**—স্তুতি; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **দিবিজৈঃ**—স্বর্গলোকবাসী দেবতাগণ; **সহ**—সহ; **সংস্তুবদ্ভিঃ**—তারাও স্তব করছিলেন; **ছন্দোময়েন**—তাঁর ইচ্ছার অনুরূপ বেগে; **গরুড়েন**—গরুড়ের দ্বারা; **সমুহ্যমানঃ**—বাহিত হয়ে; **চক্র**—তাঁর চক্র ধারণ করে; **আয়ুধঃ**—এবং গদা আদি অন্যান্য অস্ত্র সহ; **অভ্যগমৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **যতঃ**—যেখানে; **গজেন্দ্রঃ**—গজেন্দ্র অবস্থান করছিল।

অনুবাদ

প্রার্থনারত গজেন্দ্রের আর্ত অবস্থা বুঝতে পেরে, ভগবান যিনি সর্বত্র বিরাজ করেন তিনি স্তুয়মান দেবতাগণ সহ সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে, ইচ্ছা অনুরূপ বেগে, চক্র আদি অস্ত্র ধারণ করে তিনি যেখানে গজেন্দ্র অবস্থান করছিল, সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশেষভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, গজেন্দ্র যেহেতু অত্যন্ত সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ছিল এবং ভগবানের প্রার্থনা করছিল, দেবতারা যদিও তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে তাকে উদ্ধার করতে পারত, কিন্তু তাঁরা তা করতে ইতস্তত

করেছিলেন। যেহেতু তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, গজেন্দ্র ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছে, তাই তাঁরা অসন্তুষ্ট বোধ করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁদের অপরাধ হয়েছিল। তাই ভগবান যখন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তাঁরাও তাঁদের অপরাধ মোচনের জন্য ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

সোঽন্তঃসরস্যুরুবলেন গৃহীত আর্তো
দৃষ্ট্বা গরুত্মতি হরিং খ উপাত্তচক্রম্ ।
উৎক্ষিপ্য সাম্বুজকরং গিরমাহ কৃচ্ছ্রা-
ন্নারায়ণাখিলগুরো ভগবন্ নমস্তে ॥ ৩২ ॥

সঃ—সে (গজেন্দ্র); **অন্তঃ-সরসি**—জলে; **উরু-বলেন**—অত্যন্ত বলপূর্বক; **গৃহীতঃ**—কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত; **আর্তঃ**—এবং অত্যন্ত পীড়িত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **গরুত্মতি**—গরুড়ের পিঠে; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরি; **খে**—আকাশে; **উপাত্ত-চক্রম্**—তাঁর চক্র উদ্যত করে; **উৎক্ষিপ্য**—উত্তোলন করে; **স-অম্বুজ-করম্**—তার শুঁড়ে একটি পদ্মফুল নিয়ে; **গিরম্ আহ**—বাণী উচ্চারণ করেছিল; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে (তার সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির ফলে); **নারায়ণ**—হে ভগবান নারায়ণ; **অখিল-গুরো**—হে সমগ্র বিশ্বের প্রভু; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **নমঃ তে**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

গজেন্দ্র সেই সরোবরের জলে মহাবল কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করছিল, কিন্তু সে যখন আকাশে গরুড়ের পিঠে উদ্যত চক্র ভগবানকে দর্শন করেছিল, তখন সে তার শুঁড়ে একটি পদ্মফুল নিয়ে অতি কষ্টে বলেছিল—"হে নারায়ণ, হে অখিল গুরু, হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

তাৎপর্য

ভগবানকে দর্শন করার জন্য গজেন্দ্র এতই ব্যাকুল হয়েছিল যে, সে আকাশে ভগবানকে আসতে দেখে, গভীর বেদনাবশত ক্ষীণ কণ্ঠে ভগবানকে তার শ্রদ্ধা

নিবেদন করেছিল। ভক্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক বলে মনে করেন না, কারণ সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও তিনি মহা আনন্দে ভগবানের প্রার্থনা করতে পারেন। তাই ভক্ত বিপদকে এক অতি সুন্দর সুযোগ বলে মনে করেন। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ*—ভক্ত যখন মহা বিপদের সম্মুখীন হন, তখন তিনি সেই বিপদকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন, কারণ সেই সঙ্কট নিষ্ঠা সহকারে একাগ্র চিত্তে ভগবানের চিন্তা করার সুযোগ প্রদান করে। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ (ভাগবত ১০/১৪/৮)*। ভক্ত কখনও সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে তাঁকে ফেলেছেন বলে ভগবানকে দোষ দেন না। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর সেই সঙ্কটকে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল বলে মনে করে সেটিকে ভগবানের প্রার্থনা করার এবং ভগবানের প্রতি একাগ্রচিত্ত হওয়ার একটি সুযোগ বলে গ্রহণ করেন এবং সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভক্ত যখন এইভাবে আচরণ করেন, তখন তাঁর মুক্তি—ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত হয়। গজেন্দ্রের এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে আমরা তার সত্যতা দর্শন করতে পারি। গজেন্দ্র ব্যাকুলভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল এবং তার ফলে সে তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

তং বীক্ষ্য পীড়িতমজঃ সহসাবতীর্য
সগ্রাহমাশু সরসঃ কৃপয়োজ্জহার ।
গ্রাহাদ্ বিপাটিতমুখাদরিণা গজেন্দ্রং
সংপশ্যতাং হরিরমূমুচদুচ্ছ্রিয়াণাম্ ॥ ৩৩ ॥

তম্—তাকে (গজেন্দ্রকে); **বীক্ষ্য**—দর্শন করে (সেই অবস্থায়); **পীড়িতম্**—অত্যন্ত পীড়িত; **অজঃ**—অজ ভগবান; **সহসা**—সহসা; **অবতীর্য**—(গরুড়ের পিঠ থেকে) নেমে এসে; **স-গ্রাহম্**—কুমির সহ; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **সরসঃ**—জল থেকে; **কৃপয়া**—অত্যন্ত কৃপাপূর্বক; **উজ্জহার**—তুলেছিলেন; **গ্রাহাৎ**—কুমির থেকে; **বিপাটিত**—বিচ্ছিন্ন; **মুখাৎ**—মুখ থেকে; **অরিণা**—চক্রের দ্বারা; **গজেন্দ্রম্**—গজেন্দ্রকে; **সম্পশ্যতাম্**—দর্শনরত; **হরিঃ**—ভগবান; **অমূম্**—তাকে (গজেন্দ্রকে); **উচৎ**—রক্ষা করেছিলেন; **উচ্ছ্রিয়াণাম্**—সমস্ত দেবতাদের সমক্ষে।

অনুবাদ

তারপর, গজেন্দ্রকে সেই পীড়িত অবস্থায় দর্শন করে, অজ ভগবান শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত গরুড়ের পিঠ থেকে অবতরণ করে, কুমির সহ গজেন্দ্রকে জল থেকে টেনে উঠালেন, এবং তারপর দর্শনরত সমস্ত দেবতাদের সমক্ষে তাঁর চক্রের দ্বারা কুমিরের মুখ বিদীর্ণ করে গজেন্দ্রকে উদ্ধার করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'গজেন্দ্রের স্তব' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্থ অধ্যায়

গজেন্দ্রের বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন

এই অধ্যায়ে গজেন্দ্র ও কুমিরের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত, এবং কুমিরের গন্ধর্বত্ব ও গজেন্দ্রের ভগবৎ-পার্ষদত্ব প্রাপ্তি বর্ণিত হয়েছে।

গন্ধর্বলোকে হূহূ নামক এক রাজা ছিলেন। এক সময় রাজা হূহূ তাঁর স্ত্রীগণ সহ সরোবরে জলক্রীড়া করার সময় স্নানরত দেবল ঋষির পা আকর্ষণ করেন। তার ফলে ঋষি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তৎক্ষণাৎ কুমির হওয়ার অভিশাপ প্রদান করেন। এইভাবে অভিশপ্ত হয়ে রাজা হূহূ অত্যন্ত দুঃখিত হন, এবং ঋষির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। দেবল ঋষি তখন তাঁকে আশীর্বাদ করেন যে, ভগবান কর্তৃক গজেন্দ্র-মোক্ষণের সময় তিনি মুক্ত হবেন। তাই নারায়ণের হস্তে নিহত হয়ে সেই কুমির উদ্ধার লাভ করেছিল।

গজেন্দ্র যখন ভগবানের কৃপায় বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করেন, তখন তিনি ভগবানের মতো চতুর্ভুজ রূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। একে বলা হয় সারূপ্য মুক্তি, অর্থাৎ ঠিক নারায়ণের মতো চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হওয়ার মুক্তি। গজেন্দ্র তাঁর পূর্বজন্মে ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এক মহান ভক্ত। তাঁর নাম ছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং তিনি ছিলেন তামিল দেশের রাজা। বৈদিক প্রথা অনুসারে রাজা গৃহস্থজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে মলয়াচল পর্বতে একটি ছোট কুটির নির্মাণ করেন, এবং সেখানে তিনি মৌন অবলম্বন পূর্বক নিরন্তর ভগবানের আরাধনা করতে থাকেন। এক সময় অগস্ত্য ঋষি তাঁর বহু শিষ্য সহ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের আশ্রমে আসেন, কিন্তু রাজা যেহেতু ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তাই তিনি অগস্ত্য ঋষিকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করতে পারেননি। তার ফলে ঋষি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে একটি স্থূলবুদ্ধি হস্তী হওয়ার অভিশাপ দেন। তাঁর সেই অভিশাপের ফলে, রাজা তাঁর পূর্বজন্মের ভগবদ্ভক্তির কথা বিস্মৃত হয়ে একটি হস্তীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হস্তী জন্মেও তিনি যখন কুমিরের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হন, তখন তিনি তাঁর পূর্বজন্মের ভগবদ্ভক্তির কথা স্মরণ করেছিলেন এবং সেই জীবনে তিনি যে স্তোত্র

শিখেছিলেন, তা তাঁর স্মৃতিপথে উদিত হয়েছিল। তার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্ধার লাভ করেছিলেন এবং সারূপ্য মুক্তি লাভ করে ভগবানের পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী গজেন্দ্রের সৌভাগ্য বর্ণনা করে এই অধ্যায় শেষ করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, গজেন্দ্র-মোক্ষণের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করার ফলে জীব ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তদা দেবর্ষিগন্ধর্বা ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ ।
মুমুচুঃ কুসুমাসারং শংসন্তঃ কর্ম তদ্ধরেঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তদা**—তখন (গজেন্দ্র-মোক্ষণের সময়); **দেব-ঋষি-গন্ধর্বাঃ**—দেবতা, ঋষি এবং গন্ধর্বগণ; **ব্রহ্ম-ঈশান-পুরোগমাঃ**—ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাগণ; **মুমুচুঃ**—বর্ষণ করেছিলেন; **কুসুম-আসারম্**—ফুলের আবরণ; **শংসন্তঃ**—প্রশংসা করার সময়; **কর্ম**—দিব্য কার্যকলাপ; **তৎ**—তা (গজেন্দ্র-মোক্ষণ); **হরেঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান যখন গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাগণ, ঋষিগণ এবং গন্ধর্বগণ ভগবানের এই কার্যের প্রশংসা করে ভগবান এবং গজেন্দ্র উভয়েরই উপর পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায় থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, দেবল ঋষি, নারদ মুনি, অগস্ত্য মুনি প্রমুখ মহর্ষিরা কখনও কখনও কাউকে অভিশাপ দিয়ে থাকেন। এই ধরনের মহাপুরুষদের অভিশাপ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আশীর্বাদ। কুমির, যে তার পূর্বজন্মে ছিল একটি গন্ধর্ব, এবং গজেন্দ্র, যে পূর্বজন্মে ছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক একজন রাজা, তাঁরা উভয়েই অভিশপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু উভয়েই চরমে লাভবান হয়েছিলেন। গজেন্দ্ররূপী ইন্দ্রদ্যুম্ন বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন, এবং কুমির পুনরায় তাঁর গন্ধর্বত্ব ফিরে পেয়েছিলেন। এইভাবে প্রায়ই আমরা দেখতে পাই যে, মহাত্মা অথবা ভগবদ্ভক্তের অভিশাপ প্রকৃতপক্ষে অভিশাপ নয়, তা হচ্ছে আশীর্বাদ।

শ্লোক ২

নেদুর্দুন্দুভয়ো দিব্যা গন্ধর্বা ননৃতুর্জগুঃ ।
ঋষয়শ্চারণাঃ সিদ্ধাস্তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ২ ॥

নেদুঃ—নিনাদিত হয়েছিল; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **দিব্যাঃ**—স্বর্গলোকে; **গন্ধর্বাঃ**—গন্ধর্বগণ; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করেছিল; **জগুঃ**—এবং গেয়েছিল; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **চারণাঃ**—চারণগণ; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **তুষ্টুবুঃ**—স্তব করেছিলেন; **পুরুষোত্তমম্**—পুরুষোত্তম ভগবানকে।

অনুবাদ

তখন স্বর্গের দুন্দুভি বেজে উঠেছিল, গন্ধর্বেরা নৃত্যগীত করতে শুরু করেছিল এবং ঋষি, চারণ এবং সিদ্ধগণ পুরুষোত্তম ভগবানের স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩-৪

যোঽসৌ গ্রাহঃ স বৈ সদ্যঃ পরমাশ্চর্যরূপধৃক্ ।
মুক্তো দেবলশাপেন হূহূর্গন্ধর্বসত্তমঃ ॥ ৩ ॥
প্রণম্য শিরসাধীশমুত্তমশ্লোকমব্যয়ম্ ।
অগায়ত যশোধাম কীর্তন্যগুণসৎকথম্ ॥ ৪ ॥

যঃ—যে; **অসৌ**—সেই; **গ্রাহঃ**—কুমির হয়েছিল; **সঃ**—সে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **পরম**—অতি সুন্দর; **আশ্চর্য**—অদ্ভুত; **রূপ-ধৃক্**—গন্ধর্বরূপ ধারণ করে; **মুক্তঃ**—মুক্ত হয়েছিল; **দেবল-শাপেন**—দেবল ঋষির অভিশাপে; **হূহূঃ**—পূর্বে যার নাম ছিল হূহূ; **গন্ধর্ব-সত্তমঃ**—গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ; **প্রণম্য**—তাঁর প্রণতি নিবেদন করে; **শিরসা**—মস্তকের দ্বারা; **অধীশম্**—ভগবানকে; **উত্তম-শ্লোকম্**—শ্রেষ্ঠ শ্লোকের দ্বারা যিনি পূজিত হন; **অব্যয়ম্**—পরম নিত্য; **অগায়ত**—উচ্চারণ করতে শুরু করেছিলেন, **যশঃ-ধাম**—ভগবানের মহিমা; **কীর্তন্য-গুণ-সৎ-কথম্**—যাঁর দিব্য লীলা এবং গুণাবলী অত্যন্ত মহান।

অনুবাদ

দেবল মুনির অভিশাপে গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হূহূ একটি কুমিরে পরিণত হয়েছিলেন। এখন, ভগবানের দ্বারা মুক্ত হওয়ার ফলে, তিনি এক অতি সুন্দর গন্ধর্বরূপ ধারণ

করেছেন। কার কৃপায় তা হয়েছে তা বুঝতে পেরে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মস্তকের দ্বারা প্রণতি নিবেদন করে উত্তমশ্লোক পরম নিত্য ভগবানের গুণকীর্তন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

গন্ধর্ব কিভাবে কুমিরে পরিণত হয়েছিল, সেই কাহিনী পরে বর্ণনা করা হবে। যে অভিশাপের ফলে গন্ধর্বের এই অবস্থা হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে অভিশাপ ছিল না, তা ছিল আশীর্বাদ। কোন মহাত্মা যখন কাউকে অভিশাপ দেন, তখন অপ্রসন্ন হওয়া উচিত নয় কারণ সেই অভিশাপ পরোক্ষভাবে আশীর্বাদ। সেই গন্ধর্ব ছিল স্বর্গলোকবাসীর মনোভাব সমন্বিত, তাই তাঁর পক্ষে ভগবানের পার্ষদ হতে লক্ষ কোটি বছর লাগত। কিন্তু, দেবল ঋষির অভিশাপে কুমির হওয়ার ফলে, এক জন্মেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং চিৎ-জগতে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন। তেমনই, গজেন্দ্রও অগস্ত্য মুনির অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কৃপায় উদ্ধার লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

সোঽনুকম্পিত ঈশেন পরিক্রম্য প্রণম্য তম্ ।
লোকস্য পশ্যতো লোকং স্বমগান্মুক্তকিল্বিষঃ ॥ ৫ ॥

সঃ—সে (রাজা হূহূ); **অনুকম্পিতঃ**—অনুকম্পিত হয়ে; **ঈশেন**—ভগবানের দ্বারা; **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **প্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **তম্**—তাঁকে; **লোকস্য**—সমস্ত দেবতা এবং মানুষদের; **পশ্যতঃ**—দর্শনরত; **লোকম্**—লোকে; **স্বম্**—তার নিজের; **অগাৎ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **মুক্ত**—মুক্ত হয়ে; **কিল্বিষঃ**—তাঁর পাপের ফল থেকে।

অনুবাদ

ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় তাঁর পূর্ব রূপ ফিরে পেয়ে, রাজা হূহূ ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে এবং প্রণতি নিবেদন করে, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের সমক্ষে গন্ধর্বলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্ বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ ।
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৬ ॥

গজেন্দ্রঃ—গজেন্দ্র; **ভগবৎ-স্পর্শাৎ**—ভগবানের করকমলের স্পর্শে; **বিমুক্তঃ**—তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়েছিলেন; **অজ্ঞান-বন্ধনাৎ**—সমস্ত অজ্ঞান থেকে, বিশেষ করে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে; **প্রাপ্তঃ**—লাভ করেছিলেন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **রূপম্**—সারূপ্য; **পীত-বাসাঃ**—পীতবসন পরিহিত; **চতুর্ভুজঃ**—এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ সমন্বিত।

অনুবাদ

ভগবানের করকমলের স্পর্শে গজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি ভগবানেরই মতো পীতবাস এবং চতুর্ভুজ সমন্বিত হয়ে সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যদি কৃপা করে কারও স্থূল দেহ স্পর্শ করেন, তখন তাঁর দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। গজেন্দ্রের দেহ যখন ভগবান স্পর্শ করেছিলেন, তখন সেও চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়েছিল। তেমনই, ধ্রুব মহারাজও এইভাবে চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। *অর্চনা পদ্ধতি* অনুসারে প্রতিদিন ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করার ফলে, ভগবানের দেহ স্পর্শ করার সুযোগ পাওয়া যায়, এবং তার ফলে চিন্ময় দেহ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। কেবল ভগবানের দেহ স্পর্শের দ্বারাই নয়, ভগবানের লীলা শ্রবণের দ্বারা, তাঁর মহিমা কীর্তনের দ্বারা, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শের দ্বারা এবং তাঁকে পূজা করার দ্বারা, অর্থাৎ, কোন না কোনভাবে ভগবানের সেবা করার ফলে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবানকে স্পর্শ করার এমনই ফল। যিনি শুদ্ধ ভক্ত (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*), যিনি শাস্ত্রের বাণী এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন, তিনি অবশ্যই পবিত্র হন। গজেন্দ্রের মতো তিনিও চিন্ময় দেহ ধারণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ৭

স বৈ পূর্বমভূদ্ রাজা পাণ্ড্যো দ্রবিড়সত্তমঃ ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

সঃ—সেই গজেন্দ্র; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পূর্বম্**—পূর্বে; **অভূৎ**—ছিলেন; **রাজা**—রাজা; **পাণ্ড্যঃ**—পাণ্ড্য নামক দেশে; **দ্রবিড়-সৎ-তমঃ**—দক্ষিণ ভারতে দ্রবিড় দেশবাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **ইন্দ্রদ্যুম্নঃ**—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক; **ইতি**—এই প্রকার; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **বিষ্ণু-ব্রত-পরায়ণঃ**—যিনি ছিলেন সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত উত্তম বৈষ্ণব।

অনুবাদ

এই গজেন্দ্র পূর্বজন্মে দ্রবিড় প্রদেশের অন্তর্গত পাণ্ড্য দেশের ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক বৈষ্ণব রাজা ছিলেন।

শ্লোক ৮

স একদারাধনকাল আত্মবান্
গৃহীতমৌনব্রত ঈশ্বরং হরিম্ ।
জটাধরস্তাপস আপ্লুতোঽচ্যুতং
সমর্চয়ামাস কুলাচলাশ্রমঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—সেই মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন; **একদা**—এক সময়; **আরাধন-কালে**—ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করার সময়; **আত্মবান্**—সমাহিত চিত্তে; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **মৌন-ব্রতঃ**—মৌনব্রত; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **জটা-ধরঃ**—জটাধারী; **তাপসঃ**—সর্বদা তপস্যায় রত; **আপ্লুতঃ**—ভগবৎ-প্রেমে সর্বদা মগ্ন হয়ে; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত ভগবানকে; **সমর্চয়াম্ আস**—আরাধনা করছিলেন; **কুলাচল-আশ্রমঃ**—কুলাচল (মলয়) পর্বতে তিনি আশ্রম তৈরি করেছিলেন।

অনুবাদ

ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে মলয় পর্বতে গমন করেছিলেন, এবং সেখানে একটি ছোট কুটির নির্মাণ করে তিনি তাঁর আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। তিনি জটাধারী হয়ে সর্বদা তপস্যায় রত ছিলেন। এক

সময় তিনি যখন মৌনব্রত অবলম্বন করে ভগবানের আরাধনা করছিলেন, তখন তিনি ভগবৎ প্রেমানন্দে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

যদৃচ্ছয়া তত্র মহাযশা মুনিঃ
সমাগমচ্ছিষ্যগণৈঃ পরিশ্রিতঃ ।
তং বীক্ষ্য তূষ্ণীমকৃতার্হণাদিকং
রহস্যুপাসীনমৃষিশ্চুকোপ হ ॥ ৯ ॥

যদৃচ্ছয়া—স্বেচ্ছাক্রমে (নিমন্ত্রিত না হয়ে); **তত্র**—সেখানে; **মহা-যশাঃ**—অত্যন্ত বিখ্যাত; **মুনিঃ**—অগস্ত্য মুনি; **সমাগমৎ**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **শিষ্য-গণৈঃ**—তাঁর শিষ্যদের দ্বারা; **পরিশ্রিতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **তম্**—তাঁকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **অকৃত-অর্হণ-আদিকম্**—শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যর্থনা না করে; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **উপাসীনম্**—ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে; **ঋষিঃ**—মহান ঋষি; **চুকোপ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **হ**—এমনটিই হয়েছিল।

অনুবাদ

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন ভগবানের পূজা করার সময় ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন, তখন অগস্ত্য মুনি শিষ্যপরিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শিষ্টাচার অনুসারে তাঁকে অভ্যর্থনা না করে নির্জন স্থানে মৌন অবলম্বন করে বসে রয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

তস্মা ইমং শাপমদাদসাধু-
রয়ং দুরাত্মাকৃতবুদ্ধিরদ্য ।
বিপ্রাবমন্তা বিশতাং তমিস্রং
যথা গজঃস্তব্ধমতিঃ স এব ॥ ১০ ॥

তস্মৈ—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে; **ইমম্**—এই; **শাপম্**—অভিশাপ; **অদাৎ**—দিয়েছিলেন; **অসাধুঃ**—অভদ্র; **অয়ম্**—এই; **দুরাত্মা**—পতিত আত্মা; **অকৃত**—অশিক্ষিত;

বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; **অদ্য**—এখন; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণের; **অবমন্তা**—অবমাননাকারী; **বিশতাম্**—প্রবেশ করুক; **তমিস্রম্**—অন্ধকার; **যথা**—যেমন; **গজঃ**—হস্তী, **স্তব্ধ-মতিঃ**—স্থূল বুদ্ধি; **সঃ**—সে; **এব**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

অগস্ত্য মুনি তখন এইভাবে রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—এই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অসাধু, দুরাত্মা, অশিক্ষিত এবং ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী। সুতরাং সে অজ্ঞানের অন্ধকারে প্রবেশ করুক এবং স্থূলবুদ্ধি হস্তীযোনি প্রাপ্ত হোক।

তাৎপর্য

হস্তী অত্যন্ত বলবান, তার শরীর বিশাল, সে কঠোর পরিশ্রম করতে পারে এবং প্রচুর পরিমাণে আহার করতে পারে, কিন্তু তার বুদ্ধি তার আকৃতি এবং বলের অনুরূপ নয়। তাই এত বলবান হওয়া সত্ত্বেও হস্তী মানুষের ভৃত্যের মতো কার্য করে। অগস্ত্য মুনি রাজাকে হস্তীযোনি প্রাপ্ত হওয়ার অভিশাপ দেওয়া সমীচীন বলে মনে করেছিলেন, কারণ রাজা ব্রাহ্মণোচিত সম্মান সহকারে অগস্ত্য মুনিকে অভ্যর্থনা করেননি। অগস্ত্য মুনি যদিও মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে হস্তীযোনি প্রাপ্ত হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন, তবুও এই অভিশাপ পরোক্ষভাবে আশীর্বাদ ছিল, কারণ হস্তীজীবনে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর পূর্বজন্মের সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং হস্তীজীবনের অবসানে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবানের পার্ষদরূপে সারূপ্য মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১-১২

শ্রীশুক উবাচ

এবং শপ্ত্বা গতোঽগস্ত্যো ভগবান্ নৃপ সানুগঃ ।
ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি রাজর্ষির্দিষ্টং তদুপধারয়ন্ ॥ ১১ ॥
আপন্নঃ কৌঞ্জরীং যোনিমাত্মস্মৃতিবিনাশিনীম্ ।
হর্যর্চনানুভাবেন যদ্গজত্বেঽপ্যনুস্মৃতিঃ ॥ ১২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **শপ্ত্বা**—অভিশাপ দিয়ে; **গতঃ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **অগস্ত্যঃ**—অগস্ত্য মুনি;

ভগবান্—অত্যন্ত শক্তিশালী; **নৃপ**—হে রাজন্; **স-অনুগঃ**—তাঁর শিষ্যগণ সহ; **ইন্দ্রদ্যুম্নঃ**—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন; **অপি**—ও; **রাজর্ষিঃ**—রাজর্ষি হওয়া সত্ত্বেও; **দিষ্টম্**—তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফলে; **তৎ**—সেই অভিশাপ; **উপধারয়ন্**—বিবেচনা করে; **আপন্নঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **কৌঞ্জরীম্**—হস্তীর; **যোনিম্**—যোনি; **আত্ম-স্মৃতি**—নিজের পরিচয়ের স্মৃতি; **বিনাশিনীম্**—যা বিনাশ করে; **হরি**—ভগবান শ্রীহরি; **অর্চন-অনুভাবেন**—আরাধনা করার ফলে; **যৎ**—যা; **গজত্বে**—হস্তীর শরীরে; **অপি**—যদিও; **অনুস্মৃতিঃ**—পূর্বজন্মের ভগবদ্ভক্তি স্মরণ করার সুযোগ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এইভাবে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে অভিশাপ দিয়ে, অগস্ত্য মুনি তাঁর শিষ্যগণ সহ সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন। রাজা যেহেতু ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তাই তিনি অগস্ত্য মুনির অভিশাপকে ভগবানের ইচ্ছা বলে বিবেচনা করে তা গ্রহণ করেছিলেন। তাই যদিও পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হস্তী শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও ভগবান শ্রীহরির অর্চনার প্রভাবে তাঁর স্মরণ হয়েছিল কিভাবে ভগবানের পূজা করতে হয় এবং স্তব করতে হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তের এমনই অপূর্ব স্থিতি। রাজা যদিও অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি সেই অভিশাপকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, কারণ ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই হতে পারে না। রাজার যদিও কোন দোষ ছিল না, তবুও অগস্ত্য মুনি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, এবং রাজা মনে করেছিলেন যে, তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে তা হয়েছিল। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ* (*ভাগবত* ১০/১৪/৮)। ভগবদ্ভক্তের মনোভাবের এটি একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। ভগবদ্ভক্ত তাঁর জীবনের যে কোন দুঃখকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। তাই, এই ধরনের দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত না হয়ে তিনি তাঁর ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে থাকেন, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সর্ব অবস্থায় তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তাঁকে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার যোগ্য করে তোলেন। ভক্তকে যদি তার পূর্বজন্মের পাপকর্মের জন্য দুঃখভোগ করতে হয়, তা হলেও ভগবান নাম মাত্র ফল প্রদান করে অতি শীঘ্র তাঁকে তাঁর সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত করেন। তাই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থাকা উচিত, এবং তা হলে ভগবান স্বয়ং তাঁকে চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়ার ব্যবস্থা করবেন। ভক্তের কর্তব্য দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত না

হয়ে, সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে যাওয়া। এই শ্লোকে *উপধারয়ন্* অর্থাৎ 'বিবেচনা করে' কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভক্ত জানেন কোনটি কি, এবং এই জড় জগতের বদ্ধ জীবনে কি হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারেন।

শ্লোক ১৩

এবং বিমোক্ষ্য গজযূথপমব্জনাভ-
স্তেনাপি পার্ষদগতিং গমিতেন যুক্তঃ ।
গন্ধর্বসিদ্ধবিবুধৈরুপগীয়মান-
কর্মাদ্ভুতং স্বভবনং গরুড়াসনোঽগাৎ ॥ ১৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিমোক্ষ্য**—উদ্ধার করে; **গজ-যূথপম্**—গজেন্দ্রকে; **অব্জ-নাভঃ**—পদ্মনাভ ভগবানকে; **তেন**—তার দ্বারা (গজেন্দ্র); **অপি**—ও; **পার্ষদ-গতিম্**—ভগবানের পার্ষদত্ব; **গমিতেন**—যিনি ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত হয়েছেন; **যুক্তঃ**—সহ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব; **সিদ্ধ**—সিদ্ধ; **বিবুধৈঃ**—এবং মহর্ষিদের দ্বারা; **উপগীয়মান**—মহিমান্বিত হয়ে; **কর্ম**—যাঁর দিব্য কার্যকলাপ; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **স্ব-ভবনম্**—তাঁর স্বীয় ধামে; **গরুড়-আসনঃ**—গরুড়াসন; **অগাৎ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

কুমিরের আক্রমণ থেকে, এবং কুমিরসদৃশ জড় জগতের বন্ধন থেকে গজেন্দ্রকে মুক্ত করে, ভগবান তাকে সারূপ্য মুক্তি প্রদান করেছিলেন। ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং অন্যান্য দেবতাদের সমক্ষে ভগবান গজেন্দ্রকে নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করে তাঁর অতি অদ্ভুত ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বিমোক্ষ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তের পক্ষে মোক্ষ বা মুক্তির অর্থ হচ্ছে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তি লাভ করেই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ভক্তের কাছে মুক্তির অর্থ ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে যাওয়া নয়, পক্ষান্তরে বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা। এই প্রসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবতের* একটি শ্লোক (১০/১৪/৮) তাৎপর্যপূর্ণ—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

"যে ব্যক্তি আপনার অনুকম্পা লাভের আশায় তাঁর পূর্বকৃত কর্মফলজনিত সব রকম দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করেন, যিনি তাঁর হৃদয়, বাক্য এবং শরীরের দ্বারা সর্বদা আপনার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন, এবং যিনি সর্বদা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের উপযুক্ত পাত্র।" যে ভক্ত এই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন, তিনি *মুক্তিপদে স দায়ভাক্* বা মুক্তি লাভের উপযুক্ত পাত্র হন। *দায়ভাক্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের কৃপা লাভের অধিকারি। ভক্তের কর্তব্য জড়-জাগতিক পরিস্থিতির অপেক্ষা না করে, কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। তখন তিনি আপনা থেকেই বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার উপযুক্ত পাত্র হন। যে ভক্ত ভগবানের ঐকান্তিক সেবা সম্পাদন করেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হন, ঠিক যেমন পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে তার পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়।

ভক্ত যখন মুক্ত হন, তখন তিনি জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সেবকরূপে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১০/৬) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।* *স্বরূপ* শব্দটি সারূপ্য মুক্তির ইঙ্গিত করে, অর্থাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী ভগবানের মতো চতুর্ভুজ রূপ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের নিত্য পার্ষদ হওয়া। নির্বিশেষবাদীর মুক্তি এবং ভগবদ্ভক্তের মুক্তির পার্থক্য এই যে, ভক্ত ভগবানের নিত্য দাসত্ব লাভ করেন, কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হওয়া সত্ত্বেও অসুরক্ষিত থাকে এবং তাই তারা সাধারণত আবার এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়। *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করলেও, ভগবানের সেবায় যুক্ত না হওয়ার ফলে পুনরায় জড়-জাগতিক লোকহিতৈষী কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই তারা ফিরে এসে হাসপাতাল এবং স্কুল খোলে, দরিদ্রদের অন্ন দান করে এবং এই ধরনের জড়-জাগতিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করে, যেগুলিকে নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের সেবার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। *অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ*। নির্বিশেষবাদীরা দরিদ্রদের সেবা করা অথবা স্কুল বা হাসপাতাল খোলার থেকে ভগবানের সেবাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ

বলে মনে করে না। যদিও তারা বলে *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা,* কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার অবহেলা করে, এই মিথ্যা জগতের সেবার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী হয়।

শ্লোক ১৪

এতন্মহারাজ তবেরিতো ময়া
কৃষ্ণানুভাবো গজরাজমোক্ষণম্ ।
স্বর্গ্যং যশস্যং কলিকল্মষাপহং
দুঃস্বপ্ননাশং কুরুবর্য শৃণ্বতাম্ ॥ ১৪ ॥

এতৎ—এই; **মহারাজ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **তব**—আপনাকে; **ঈরিতঃ**—বর্ণিত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **কৃষ্ণ-অনুভাবঃ**—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি (যার দ্বারা তিনি তাঁর ভক্তকে উদ্ধার করতে পারেন); **গজ-রাজ-মোক্ষণম্**—গজেন্দ্র-মোক্ষণ; **স্বর্গ্যম্**—স্বর্গলোকে উন্নতি; **যশস্যম্**—ভক্তরূপে যশ বৃদ্ধি; **কলি-কল্মষ-অপহম্**—কলিযুগের কলুষ দূর করে; **দুঃস্বপ্ন-নাশম্**—দুঃস্বপ্ন-নাশক; **কুরু-বর্য**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **শৃণ্বতাম্**—যাঁরা এই বর্ণনা শ্রবণ করেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আমি আপনার কাছে ভগবানের অদ্ভুত প্রভাবের কথা বর্ণনা করলাম, যা তিনি গজেন্দ্র-মোক্ষণের সময় প্রদর্শন করেছিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যাঁরা এই বর্ণনা শ্রবণ করেন, তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার যোগ্য হন। এই বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে তাঁরা ভক্তের খ্যাতি লাভ করেন, কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত হন এবং তাঁরা আর কখনও দুঃস্বপ্ন দেখেন না।

শ্লোক ১৫

যথানুকীর্তয়ন্ত্যেতচ্ছ্রেয়স্কামা দ্বিজাতয়ঃ ।
শুচয়ঃ প্রাতরুত্থায় দুঃস্বপ্নাদ্যুপশান্তয়ে ॥ ১৫ ॥

যথা—যথাযথভাবে; **অনুকীর্তয়ন্তি**—কীর্তন করে; **এতৎ**—এই গজেন্দ্র-মোক্ষণের কাহিনী; **শ্রেয়ঃ-কামাঃ**—যাঁরা তাঁদের নিজেদের মঙ্গল কামনা করেন; **দ্বি-জাতয়ঃ**—দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য); **শুচয়ঃ**—বিশেষ করে

ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা সর্বদা অত্যন্ত শুচি; **প্রাতঃ**—সকালে; **উত্থায়**—ঘুম থেকে উঠে; **দুঃস্বপ্ন-আদি**—দুঃস্বপ্ন আদি; **উপশান্তয়ে**—সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাজনক পরিস্থিতির উপশমের জন্য।

অনুবাদ

অতএব, দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য সকালে ঘুম থেকে উঠে দুঃস্বপ্ন আদি অশুভের নিবৃত্তি সাধনের জন্য যথাযথভাবে এই গজেন্দ্র-মোক্ষণ লীলা কীর্তন করা উচিত।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রের, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতার* প্রতিটি শ্লোক এক-একটি বৈদিক মন্ত্র। এখানে *যথানুকীর্তয়ন্তি* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, এই সমস্ত শাস্ত্র যথাযথভাবে বর্ণনা করা উচিত। অসৎ ব্যক্তিরা কিন্তু প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে, ব্যাকরণের বাক্যজালের দ্বারা তাদের মনগড়া কদর্থ করে। কখনও এইভাবে শাস্ত্রের কদর্থ করা উচিত নয়। মহাজনদের অন্যতম শুকদেব গোস্বামী সেই বৈদিক নির্দেশ সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, *যথানুকীর্তয়ন্তি*—বিকৃত অর্থ না করে, যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করা উচিত, কারণ তা হলে সর্ব-মঙ্গলময় স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণেরা (*শুচয়ঃ*) যেন সকালে শয্যা ত্যাগ করার পর শুচি হয়ে এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

পাপকর্মের ফলে আমরা রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখি, যা অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশাদায়ক। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানের সেবা থেকে একটু বিচ্যুত হওয়ার ফলে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। এইভাবে পাপকর্মের ফলে দুঃস্বপ্ন দর্শন হয়। ভক্ত কখনও কখনও কোন পাপী ব্যক্তিকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন, এবং তাঁর শিষ্যের পাপের ফল গ্রহণ করার ফলে তাঁকে দুঃস্বপ্ন দেখতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শ্রীগুরুদেব এতই কৃপাময় যে, তাঁর পাপী শিষ্যের জন্য দুঃস্বপ্ন দেখতে হলেও, তিনি এই কলিযুগের প্রভাবে কলুষিত ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য এই কষ্টকর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাই দীক্ষার পর শিষ্যকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হয় যাতে সে আর কোন পাপকর্ম না করে, কারণ তা হলে তাকে এবং তার গুরুদেবকে সেই জন্য কষ্টভোগ করতে হয়। শ্রীবিগ্রহ, যজ্ঞাগ্নি, গুরুদেব এবং বৈষ্ণবদের সামনে সৎ শিষ্য এই সমস্ত পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। তাই পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৬

ইদমাহ হরিঃ প্রীতো গজেন্দ্রং কুরুসত্তম ।
শৃণ্বতাং সর্বভূতানাং সর্বভূতময়ো বিভুঃ ॥ ১৬ ॥

ইদম্—এই; **আহ**—বলেছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **গজেন্দ্রম্**—গজেন্দ্রকে; **কুরু-সত্তম**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **শৃণ্বতাম্**—শ্রবণ করে; **সর্ব-ভূতানাম্**—সকলের উপস্থিতিতে; **সর্ব-ভূত-ময়ঃ**—সর্বব্যাপী ভগবান; **বিভুঃ**—মহান।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, সকলের পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে প্রসন্ন হয়ে, সকলের সমক্ষে গজেন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন।

শ্লোক ১৭-২৪

শ্রীভগবানুবাচ

যে মাং ত্বাং চ সরশ্চেদং গিরিকন্দরকাননম্ ।
বেত্রকীচকবেণূনাং গুল্মানি সুরপাদপান্ ॥ ১৭ ॥
শৃঙ্গাণীমানি ধিষ্ণ্যানি ব্রহ্মণো মে শিবস্য চ ।
ক্ষীরোদং মে প্রিয়ং ধাম শ্বেতদ্বীপং চ ভাস্বরম্ ॥ ১৮ ॥
শ্রীবৎসং কৌস্তুভং মালাং গদাং কৌমোদকীং মম ।
সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং সুপর্ণং পতগেশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥
শেষং চ মৎকলাং সূক্ষ্মাং শ্রিয়ং দেবীং মদাশ্রয়াম্ ।
ব্রহ্মাণং নারদমৃষিং ভবং প্রহ্লাদমেব চ ॥ ২০ ॥
মৎস্যকূর্মবরাহাদ্যৈরবতারৈঃ কৃতানি মে ।
কর্মাণ্যনন্তপুণ্যানি সূর্যং সোমং হুতাশনম্ ॥ ২১ ॥
প্রণবং সত্যমব্যক্তং গোবিপ্রান্ ধর্মমব্যয়ম্ ।
দাক্ষায়ণীর্ধর্মপত্নীঃ সোমকশ্যপয়োরপি ॥ ২২ ॥
গঙ্গাং সরস্বতীং নন্দাং কালিন্দীং সিতবারণম্ ।
ধ্রুবং ব্রহ্মঋষীন্ সপ্ত পুণ্যশ্লোকাংশ্চ মানবান্ ॥ ২৩ ॥

উত্থায়াপররাত্রান্তে প্রযতাঃ সুসমাহিতাঃ ।
স্মরন্তি মম রূপাণি মুচ্যন্তে তেঽংহসোঽখিলাৎ ॥ ২৪ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **যে**—যারা; **মাম্**—আমাকে; **ত্বাম্**—তোমাকে; **চ**—ও; **সরঃ**—সরোবর; **চ**—ও; **ইদম্**—এই; **গিরি**—পর্বত (ত্রিকূট পর্বত); **কন্দর**—গুহা; **কাননম্**—উদ্যান; **বেত্র**—বেত; **কীচক**—ফাঁপা বাঁশ; **বেণূনাম্**—এবং অন্য প্রকার বাঁশ; **গুল্মানি**—গুল্ম; **সুর-পাদপান্**—দেবদারু বৃক্ষ; **শৃঙ্গাণি**—শৃঙ্গ; **ইমানি**—এই সমস্ত; **ধিষ্ণ্যানি**—আবাস; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **মে**—আমার; **শিবস্য**—শিবের; **চ**—ও; **ক্ষীর-উদম্**—ক্ষীর সমুদ্র; **মে**—আমার; **প্রিয়ম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **ধাম**—স্থান; **শ্বেত-দ্বীপম্**—শ্বেতদ্বীপ নামক; **চ**—ও; **ভাস্বরম্**—চিন্ময় কিরণের দ্বারা সর্বদা উজ্জ্বল; **শ্রীবৎসম্**—শ্রীবৎস চিহ্ন; **কৌস্তুভম্**—কৌস্তুভ মণি; **মালাম্**—মালা; **গদাম্**—গদা; **কৌমোদকীম্**—কৌমোদকী নামক; **মম**—আমার; **সুদর্শনম্**—সুদর্শন চক্র; **পাঞ্চজন্যম্**—পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ; **সুপর্ণম্**—গরুড়; **পতগ-ঈশ্বরম্**—সমস্ত পক্ষীদের রাজা; **শেষম্**—শেষনাগরূপ আমার শয্যা; **চ**—এবং; **মৎ-কলাম্**—আমার অংশ; **সূক্ষ্মাম্**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; **শ্রিয়ম্ দেবীম্**—লক্ষ্মীদেবী; **মৎ-আশ্রয়াম্**—সকলেই আমার উপর আশ্রিত; **ব্রহ্মাণম্**—ব্রহ্মা; **নারদম্ ঋষিম্**—দেবর্ষি নারদ; **ভবম্**—শিব; **প্রহ্লাদম্ এব চ**—এবং প্রহ্লাদ; **মৎস্য**—মৎস্যাবতার; **কূর্ম**—কূর্ম অবতার; **বরাহ**—বরাহ অবতার; **আদ্যৈঃ**—ইত্যাদি; **অবতারৈঃ**—বিভিন্ন অবতারের দ্বারা; **কৃতানি**—কৃত; **মে**—আমার; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **অনন্ত**—অন্তহীন; **পুণ্যানি**—শুভ, পবিত্র; **সূর্যম্**—সূর্যদেব; **সোমম্**—চন্দ্রদেব; **হুতাশনম্**—অগ্নিদেব; **প্রণবম্**—ওঁকার মন্ত্র; **সত্যম্**—পরম সত্য; **অব্যক্তম্**—মায়া; **গো-বিপ্রান্**—গাভী এবং ব্রাহ্মণ; **ধর্মম্**—ভগবদ্ভক্তি; **অব্যয়ম্**—অব্যয়; **দাক্ষায়ণীঃ**—দক্ষ-কন্যাগণ; **ধর্ম-পত্নীঃ**—ধর্মপত্নী; **সোম**—চন্দ্রদেব; **কশ্যপয়োঃ**—এবং কশ্যপ ঋষির; **অপি**—ও; **গঙ্গাম্**—গঙ্গা; **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদী; **নন্দাম্**—নন্দা নদী; **কালিন্দীম্**—যমুনা নদী; **সিত-বারণম্**—ঐরাবত; **ধ্রুবম্**—ধ্রুব মহারাজ; **ব্রহ্ম-ঋষীন্**—মহর্ষিগণ; **সপ্ত**—সপ্ত; **পুণ্য-শ্লোকান্**—অত্যন্ত পবিত্র; **চ**—এবং; **মানবান্**—মানুষদের; **উত্থায়**—উঠে; **অপর-রাত্র-অন্তে**—রাত্রের শেষে; **প্রযতাঃ**—অত্যন্ত সাবধান হয়ে; **সু-সমাহিতাঃ**—একাগ্র চিত্তে; **স্মরন্তি**—স্মরণ করে; **মম**—আমার; **রূপাণি**—রূপসমূহ; **মুচ্যন্তে**—মুক্ত হয়; **তে**—তারা; **অংহসঃ**—পাপ থেকে; **অখিলাৎ**—সর্বপ্রকার।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যারা রাত্রির শেষে, খুব সকালে শয্যাত্যাগ করে সংযত ও একাগ্রচিত্ত হয়ে আমার এবং তোমার রূপ, এই সরোবর, এই পর্বত, গুহা, কানন, বেত্র, কীচক এবং বেণুগুল্ম, দেবদারু বৃক্ষ, ত্রিকূট পর্বতের স্বর্ণ, রৌপ্য এবং লৌহনির্মিত শৃঙ্গ যেগুলি আমার, ব্রহ্মার এবং শিবের আবাসস্থল, আমার প্রিয় ধাম ক্ষীর সমুদ্র, চিন্ময় কিরণে সর্বদা উদ্ভাসিত শ্বেতদ্বীপ, আমার শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তুভ মণি, বৈজয়ন্তী মালা, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র, ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, আমার বাহন পক্ষীরাজ গরুড়, আমার শয্যা শেষনাগ, আমার শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, নারদ মুনি, শিব, প্রহ্লাদ, এবং মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি আমার অবতার, আমার সর্ব-মঙ্গলময় অনন্ত লীলা যা শ্রবণকারীকে পবিত্রতা প্রদান করে, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, ওঁকার মন্ত্র, পরম সত্য, মায়া, গো, ব্রাহ্মণ, ভক্তি, সোম ও কশ্যপের ধর্মপত্নী দক্ষকন্যাগণ, গঙ্গা, সরস্বতী, নন্দা ও যমুনা (কালিন্দী) নদী, ঐরাবত, ধ্রুব মহারাজ, সপ্তর্ষি এবং পুণ্যবান মানবগণকে স্মরণ করে, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ২৫

যে মাং স্তুবন্ত্যনেনাঙ্গ প্রতিবুধ্য নিশাত্যয়ে ।
তেষাং প্রাণাত্যয়ে চাহং দদামি বিপুলাং গতিম্ ॥ ২৫ ॥

যে—যারা; **মাম্**—আমাকে; **স্তুবন্তি**—স্তব করে; **অনেন**—এইভাবে; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **প্রতিবুধ্য**—জেগে উঠে; **নিশ-অত্যয়ে**—নিশান্তে; **তেষাম্**—তাদের জন্য; **প্রাণ-অত্যয়ে**—মৃত্যুর সময়; **চ**—ও; **অহম্**—আমি; **দদামি**—প্রদান করি; **বিপুলাম্**—নিত্য, অনন্ত; **গতিম্**—চিৎ-জগতে স্থানান্তর।

অনুবাদ

হে প্রিয় ভক্ত, যারা নিশান্তে শয্যাত্যাগ করে তোমার দ্বারা অর্পিত এই স্তোত্রের মাধ্যমে আমাকে স্তব করে, আমি তাদের জীবনান্তে আমার চিন্ময় ধামে তাদের নিত্য স্থিতি প্রদান করি।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিশ্য হৃষীকেশঃ প্রাধ্মায় জলজোত্তমম্ ।
হর্ষয়ন্বিবুধানীকমারুরোহ খগাধিপম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আদিশ্য**—উপদেশ দিয়ে; **হৃষীকেশঃ**—ভগবান শ্রীহৃষীকেশ; **প্রাধ্মায়**—বাজিয়ে; **জল-জ-উত্তমম্**—শঙ্খ, জলচরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **হর্ষয়ন্**—আনন্দ প্রদান করে; **বিবুধ-অনীকম্**—ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের; **আরুরোহ**—আরোহণ করে; **খগ-অধিপম্**—গরুড়ের পৃষ্ঠে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এই উপদেশ প্রদান করে ভগবান হৃষীকেশ তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের আনন্দিত করে গরুড়ের উপর আরোহণ করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'গজেন্দ্রের বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ভগবানের কাছে দেবতাদের সুরক্ষা প্রার্থনা

এই অধ্যায়ে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মনুর বৃত্তান্ত, দুর্বাসা মুনির অভিশাপ এবং দেবতাদের প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ মনু তামসের ভ্রাতা রৈবত পঞ্চম মনু। অর্জুন, বলি, বিন্ধ্য প্রভৃতি রৈবতের পুত্র। এই মনুর রাজত্বকালে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বিভু নামে পরিচিত হয়। তখন ভূতরয় আদি দেবতা এবং হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, ঊর্ধ্ববাহু প্রভৃতি সপ্তর্ষি হন। শুভ্র নামক ঋষির বিকুণ্ঠা নামক পত্নীর গর্ভে ভগবান বৈকুণ্ঠের জন্ম হন। তিনি রমাদেবীর প্রার্থনা অনুসারে বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ করেন। তাঁর প্রভাব এবং কার্যকলাপ তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

চক্ষু মনুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু। পূরু, পূরুষ, সুদ্যুম্ন প্রভৃতি তাঁর পুত্র। এই মনুর রাজত্বকালে মন্ত্রদ্রুম হন ইন্দ্র, আপ্যাদি দেবতা হন, এবং হবিষ্মান ও বীরকাদি সপ্তর্ষি হন। বৈরাজের দেবসম্ভূতি নামক পত্নীর গর্ভে ভগবানের অবতার অজিতের জন্ম হয়। এই অজিত কূর্মরূপে তাঁর পৃষ্ঠে মন্দর পর্বত ধারণপূর্বক সমুদ্র মন্থন করে দেবতাদের জন্য অমৃত উৎপন্ন করেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ সমুদ্র-মন্থনের বিষয়ে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছিলেন, এবং তাই শুকদেব গোস্বামী তাঁর কাছে বর্ণনা করতে শুরু করেন যে কিভাবে দুর্বাসা মুনির অভিশাপের ফলে দেবতারা অসুরদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হন। দেবতারা যখন তাঁদের স্বর্গরাজ্য হারিয়ে ব্রহ্মার সভায় গিয়ে তাঁর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন, তখন ব্রহ্মা তাঁদের নিয়ে ক্ষীর সমুদ্রের তীরে গিয়ে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

রাজন্নুদিতমেতৎ তে হরেঃ কর্মাঘনাশনম্ ।
গজেন্দ্রমোক্ষণং পুণ্যং রৈবতং ত্বন্তরং শৃণু ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **উদিতম্**—পূর্বে বর্ণিত হয়েছে; **এতৎ**—এই; **তে**—আপনাকে; **হরেঃ**—ভগবানের; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **অঘ-নাশনম্**—যা শ্রবণ করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়; **গজেন্দ্র-মোক্ষণম্**—গজেন্দ্র উদ্ধার; **পুণ্যম্**—শ্রবণে এবং কীর্তনে যা অত্যন্ত পবিত্র; **রৈবতম্**—রৈবত মনু সম্বন্ধে; **তু**—কিন্তু; **অন্তরম্**—এই মন্বন্তরে; **শৃণু**—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন— হে রাজন্, আমি আপনার কাছে অতি পবিত্র গজেন্দ্র-মোক্ষণ লীলা বর্ণনা করলাম। ভগবানের এই লীলা শ্রবণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখন আমি রৈবত মনু সম্বন্ধে বর্ণনা করছি, শ্রবণ করুন।

শ্লোক ২

পঞ্চমো রৈবতো নাম মনুস্তামসসোদরঃ ।
বলিবিন্ধ্যাদয়স্তস্য সুতা হার্জুনপূর্বকাঃ ॥ ২ ॥

পঞ্চমঃ—পঞ্চম; **রৈবতঃ**—রৈবত; **নাম**—নামক; **মনুঃ**—মনু; **তামস-সোদরঃ**—তামস মনুর ভ্রাতা; **বলি**—বলি; **বিন্ধ্য**—বিন্ধ্য; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **তস্য**—তাঁর; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **অর্জুন**—অর্জুন; **পূর্বকাঃ**—পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

অনুবাদ

তামস মনুর ভ্রাতা রৈবত পঞ্চম মনু হয়েছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে অর্জুন, বলি এবং বিন্ধ্য ছিলেন প্রধান।

শ্লোক ৩

বিভুরিন্দ্রঃ সুরগণা রাজন্ ভূতরয়াদয়ঃ ।
হিরণ্যরোমা বেদশিরা ঊর্ধ্ববাহ্বাদয়ো দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥

বিভুঃ—বিভু; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **সুর-গণাঃ**—দেবতাগণ; **রাজন্**—হে রাজন্; **ভূতরয়-আদয়ঃ**—ভূতরয় আদি; **হিরণ্যরোমা**—হিরণ্যরোমা; **বেদ-শিরা**—বেদশিরা; **ঊর্ধ্ববাহু**—ঊর্ধ্ববাহু; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি; **দ্বিজাঃ**—সপ্তলোকের সপ্ত ঋষি বা ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

হে রাজন্, রৈবত মন্বন্তরে বিভু ইন্দ্র হয়েছিলেন, ভূতরয়গণ দেবতা হয়েছিলেন এবং হিরণ্যরোমা, বেদশিরা ও ঊর্ধ্ববাহু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ ।
তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

পত্নী—পত্নী; **বিকুণ্ঠা**—বিকুণ্ঠা নামক; **শুভ্রস্য**—শুভ্রের; **বৈকুণ্ঠৈঃ**—বৈকুণ্ঠ সহ; **সুর-সৎ-তমৈঃ**—দেবতাগণ; **তয়োঃ**—বিকুণ্ঠ এবং শুভ্রের দ্বারা; **স্ব-কলয়া**—স্বীয় অংশ সহ; **জজ্ঞে**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **বৈকুণ্ঠঃ**—ভগবান; **ভগবান্**—পরমেশ্বর; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

শুভ্র এবং তাঁর পত্নী বিকুণ্ঠার সংযোগে ভগবান বৈকুণ্ঠ তাঁর স্বীয় অংশ দেবতাগণ সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ ।
রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৫ ॥

বৈকুণ্ঠঃ—একটি বৈকুণ্ঠলোক; **কল্পিতঃ**—নির্মিত হয়েছিল; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **লোকঃ**—লোক; **লোক-নমস্কৃতঃ**—সকলের দ্বারা পূজিত; **রময়া**—রমাদেবীর দ্বারা; **প্রার্থ্যমানেন**—প্রার্থিত হয়ে; **দেব্যা**—দেবীর দ্বারা; **তৎ**—তাঁর; **প্রিয়-কাম্যয়া**—প্রসন্নতা বিধানের জন্য।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবীর প্রসন্নতা বিধানের জন্য, তাঁর প্রার্থনা অনুসারে ভগবান বৈকুণ্ঠ আর একটি বৈকুণ্ঠলোক সৃষ্টি করেছিলেন, যা সকলের দ্বারা পূজিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, এই বৈকুণ্ঠলোক *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো প্রকট হয়েছে। এখানে তার সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্ণনা করা হলেও *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *বৈকুণ্ঠ* অষ্ট আবরণ সমন্বিত জড় জগতের ঊর্ধ্বে নিত্য বিরাজমান। দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করেছিলেন। বীররাঘব আচার্য উল্লেখ করেছেন যে, এই বৈকুণ্ঠ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। তা লোকালোক পর্বতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এই গ্রহলোক সকলের দ্বারা পূজিত।

শ্লোক ৬

তস্যানুভাবঃ কথিতো গুণাশ্চ পরমোদয়াঃ ।
ভৌমান্ রেণুন্ স বিমমে যো বিষ্ণোর্বর্ণয়েদ্ গুণান্ ॥ ৬ ॥

তস্য—বৈকুণ্ঠরূপে আবির্ভূত ভগবানের; **অনুভাবঃ**—মহান কার্যকলাপ; **কথিতঃ**—বিশ্লেষণ করা হয়েছে; **গুণাঃ**—চিন্ময় গুণাবলী; **চ**—ও; **পরম-উদয়াঃ**—অত্যন্ত যশস্বী; **ভৌমান্**—পার্থিব; **রেণুন্**—কণা; **সঃ**—কেউ; **বিমমে**—গণনা করতে পারে; **যঃ**—এই প্রকার ব্যক্তি; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **বর্ণয়েৎ**—বর্ণনা করতে পারে; **গুণান্**—দিব্য গুণাবলী।

অনুবাদ

যদিও ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অতি মহৎ কার্যকলাপ এবং দিব্য গুণাবলী অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণিত হয়েছে, তবুও কখনও কখনও আমরা তা বুঝতে পারি না। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। যে ব্যক্তি ভগবানের গুণরাশি বর্ণনা করতে সমর্থ হয়, সে ভূমিস্থ রেণুগুলিকেও গণনা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ভগবানের চিন্ময় গুণাবলী কেউ গণনা করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে ভগবানের যে সুমহান কার্যকলাপের উল্লেখ করা হয়েছে তা সনক, সনাতন, সনৎকুমার এবং সনন্দনের অভিশাপে ভগবানের দ্বারপাল জয় এবং বিজয়ের দৈত্যযোনি প্রাপ্ত হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। হিরণ্যাক্ষরূপে জয়

বরাহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, এবং সেই বরাহদেবের উল্লেখ করা হয়েছে রৈবত মন্বন্তরে। সেই যুদ্ধ অবশ্য হয়েছিল প্রথম মনু অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর মন্বন্তরে। তাই কোন কোন মহাজনের মতে, দুই বরাহদেব রয়েছেন। কিন্তু অন্যদের মতে, বরাহদেব স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং রৈবত মন্বন্তর পর্যন্ত জলে ছিলেন। কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে যে তা সম্ভব নয়, কিন্তু তার উত্তর হচ্ছে ভগবানের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। কেউ যদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করতে পারে, তবুও সে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর গুণাবলী গণনা করে শেষ করতে পারে না। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, এবং তেমনই ভগবানের দিব্য গুণাবলীও গণনা করে শেষ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্লোক ৭

ষষ্ঠশ্চ চক্ষুষঃ পুত্রশ্চাক্ষুষো নাম বৈ মনুঃ ।
পূরুপূরুষসুদ্যুম্নপ্রমুখাশ্চাক্ষুষাত্মজাঃ ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠঃ—ষষ্ঠ; **চ**—এবং; **চক্ষুষঃ**—চক্ষুর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **চাক্ষুষঃ**—চাক্ষুষ; **নাম**—নামক; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মনুঃ**—মনু; **পূরু**—পূরু; **পূরুষঃ**—পূরুষ; **সুদ্যুম্ন**—সুদ্যুম্ন; **প্রমুখাঃ**—প্রমুখ; **চাক্ষুষঃ-আত্মজাঃ**—চাক্ষুষের পুত্র।

অনুবাদ

চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু ছিলেন। তাঁর পূরু, পূরুষ এবং সুদ্যুম্ন আদি বহু পুত্র ছিল।

শ্লোক ৮

ইন্দ্রো মন্ত্রদ্রুমস্তত্র দেবা আপ্যাদয়ো গণাঃ ।
মুনয়স্তত্র বৈ রাজন্ হবিষ্মদ্বীরকাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; **মন্ত্রদ্রুমঃ**—মন্ত্রদ্রুম নামক; **তত্র**—সেই ষষ্ঠ মন্বন্তরে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **আপ্য-আদয়ঃ**—আপ্য আদি; **গণাঃ**—সমূহ; **মুনয়ঃ**—সপ্তর্ষিগণ; **তত্র**—সেখানে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রাজন্**—হে রাজন্; **হবিষ্মৎ**—হবিষ্মান্ নামক; **বীরক-আদয়ঃ**—বীরক আদি।

অনুবাদ

চাক্ষুষ মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম ছিলেন ইন্দ্র, আপ্যাদিগণ দেবতা, এবং হবিষ্মান্, বীরক আদি সপ্তর্ষি ছিলেন।

শ্লোক ৯

তত্রাপি দেবসম্ভূত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ সুতঃ ।
অজিতো নাম ভগবানংশেন জগতঃ পতিঃ ॥ ৯ ॥

তত্র অপি—সেই ষষ্ঠ মন্বন্তরেও; **দেবসম্ভূত্যাম্**—দেবসম্ভূতি থেকে; **বৈরাজস্য**—তাঁর পতি বৈরাজের; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **সুতঃ**—এক পুত্র; **অজিতঃ নাম**—অজিত নামক; **ভগবান্**—ভগবান; **অংশেন**—অংশের দ্বারা; **জগতঃ পতিঃ**—জগতের পতি।

অনুবাদ

এই ষষ্ঠ মন্বন্তরেও জগৎপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর স্বীয় অংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি বৈরাজের পত্নী দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ১০

পয়োধিং যেন নির্মথ্য সুরাণাং সাধিতা সুধা ।
ভ্রমমাণোঽম্ভসি ধৃতঃ কূর্মরূপেণ মন্দরঃ ॥ ১০ ॥

পয়োধিম্—ক্ষীর সমুদ্র; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **নির্মথ্য**—মন্থন করে; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **সাধিতা**—উৎপাদন করেছিলেন; **সুধা**—অমৃত; **ভ্রমমাণঃ**—ভ্রাম্যমাণ; **অম্ভসি**—জলে; **ধৃতঃ**—ধারণ করেছিলেন; **কূর্ম-রূপেণ**—কূর্মরূপে; **মন্দরঃ**—মন্দর পর্বত।

অনুবাদ

ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করে অজিত দেবতাদের জন্য অমৃত উৎপন্ন করেছিলেন। কূর্ম রূপে তিনি বিশাল মন্দর পর্বতকে তাঁর পৃষ্ঠে ধারণ করে ইতস্তত ভ্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ১১-১২

শ্রীরাজোবাচ

যথা ভগবতা ব্রহ্মন্ মথিতঃ ক্ষীরসাগরঃ ।
যদর্থং বা যতশ্চাদ্রিং দধারাম্বুচরাত্মনা ॥ ১১ ॥
যথামৃতং সুরৈঃ প্রাপ্তং কিঞ্চান্যদভবৎ ততঃ ।
এতদ্ ভগবতঃ কর্ম বদস্ব পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১২ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন; **যথা**—যেভাবে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **ব্রহ্মন্**—হে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ; **মথিতঃ**—মথিত; **ক্ষীর-সাগরঃ**—ক্ষীর সমুদ্র; **যৎ-অর্থম্**—কি উদ্দেশ্য ছিল; **বা**—অথবা; **যতঃ**—কি কারণে; **চ**—এবং; **অদ্রিম্**—(মন্দর) পর্বত; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **অম্বুচর-আত্মনা**—কূর্মরূপে; **যথা**—যেভাবে; **অমৃতম্**—অমৃত; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **কিম্**—কি; **চ**—এবং; **অন্যৎ**—অন্য; **অভবৎ**—হয়েছিল; **ততঃ**—তারপর; **এতৎ**—এই সমস্ত; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **কর্ম**—লীলা; **বদস্ব**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **পরম-অদ্ভুতম্**—যা অত্যন্ত অদ্ভুত।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহান ব্রাহ্মণ শুকদেব গোস্বামী, ভগবান শ্রীবিষ্ণু কেন এবং কিভাবে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করেছিলেন? কি কারণে তিনি জলে কূর্মরূপে মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন? দেবতারা কিভাবে অমৃত প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সমুদ্র মন্থনের ফলে অন্য আর কি কি উৎপন্ন হয়েছিল? দয়া করে ভগবানের সেই সমস্ত অদ্ভুত লীলা আপনি বর্ণনা করুন।

শ্লোক ১৩

ত্বয়া সঙ্কথ্যমানেন মহিম্না সাত্বতাং পতেঃ ।
নাতিতৃপ্যতি মে চিত্তং সুচিরং তাপতাপিতম্ ॥ ১৩ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; **সঙ্কথ্যমানেন**—বর্ণিত হয়ে; **মহিম্না**—সমস্ত মহিমার দ্বারা; **সাত্বতাম্ পতেঃ**—ভক্তদের ঈশ্বর ভগবানের; **ন**—না; **অতি-তৃপ্যতি**—যথেষ্টভাবে সন্তুষ্ট; **মে**—আমার; **চিত্তম্**—হৃদয়; **সুচিরম্**—দীর্ঘকাল ধরে; **তাপ**—দুঃখের দ্বারা; **তাপিতম্**—তপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

আপনার দ্বারা বর্ণিত ভক্তের ঈশ্বর ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপ শ্রবণ করে, জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা তপ্ত আমার হৃদয় এখনও তৃপ্ত হয়নি।

শ্লোক ১৪

শ্রীসূত উবাচ

সম্পৃষ্টো ভগবানেবং দ্বৈপায়নসুতো দ্বিজাঃ ।
অভিনন্দ্য হরেবীর্যমভ্যাচষ্টুং প্রচক্রমে ॥ ১৪ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **সম্পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **ভগবান্**—শুকদেব গোস্বামী; **এবম্**—এইভাবে; **দ্বৈপায়ন-সুতঃ**—শ্রীব্যাসদেবের পুত্র; **দ্বিজাঃ**—হে সমবেত ব্রাহ্মণগণ; **অভিনন্দ্য**—মহারাজ পরীক্ষিৎকে অভিনন্দন জানিয়ে; **হরেঃ বীর্যম্**—ভগবানের মহিমা; **অভ্যাচষ্টুম্**—বর্ণনা করার জন্য; **প্রচক্রমে**—প্রচেষ্টা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—হে নৈমিষারণ্যে সমবেত ব্রাহ্মণগণ, দ্বৈপায়নের পুত্র শুকদেব গোস্বামীকে মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫-১৬

শ্রীশুক উবাচ

যদা যুদ্ধেঽসুরৈর্দেবা বধ্যমানাঃ শিতায়ুধৈঃ ।
গতাসবো নিপতিতা নোত্তিষ্ঠেরন্ স্ম ভূরিশঃ ॥ ১৫ ॥
যদা দুর্বাসঃ শাপেন সেন্দ্রা লোকাস্ত্রয়ো নৃপ ।
নিঃশ্রীকাশ্চাভবংস্তত্র নেশুরিজ্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যদা**—যখন; **যুদ্ধে**—যুদ্ধে; **অসুরৈঃ**—অসুরদের দ্বারা; **দেবাঃ**—দেবতারা; **বধ্যমানাঃ**—আক্রান্ত হয়েছিল; **শিত-**

আয়ুধৈঃ—তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা; **গত-আসবঃ**—মৃতপ্রায়; **নিপতিতাঃ**—তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিপতিত হয়েছিল; **ন**—না; **উত্তিষ্ঠেরন্**—পুনরায় উঠেছিল; **স্ম**—তা হওয়ায়; **ভূরিশঃ**—তাদের অধিকাংশ; **যদা**—যখন; **দুর্বাসঃ**—দুর্বাসা মুনির; **শাপেন**—শাপের ফলে; **স-ইন্দ্রাঃ**—ইন্দ্র সহ; **লোকাঃ ত্রয়ঃ**—ত্রিলোক; **নৃপ**—হে রাজন্; **নিঃশ্রীকাঃ**—কোন জড় ঐশ্বর্য বিনা; **চ**—ও; **অভবন্**—হয়েছিল; **তত্র**—তখন; **নেশুঃ**—অনুষ্ঠান করতে পারেনি; **ইজ্য-আদয়ঃ**—যজ্ঞ; **ক্রিয়াঃ**—অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—অসুরেরা যখন যুদ্ধে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা দেবতাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিল, তখন বহু দেবতা পতিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, এবং তাঁরা আর জীবিত হননি। হে রাজন্, তখন দেবতারা দুর্বাসা মুনির দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার ফলে ত্রিলোক শ্রীহীন হয়েছিল, এবং তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান হতে পারেনি। তার ফল অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়েছিল।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, দুর্বাসা মুনি এক সময় পথে ঐরাবতের পিঠে ইন্দ্রকে দর্শন করে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে তাঁর গলার মালা দিয়েছিলেন। ইন্দ্র কিন্তু অত্যন্ত গর্বিত হয়ে দুর্বাসা মুনির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে, সেই মালাটি ঐরাবতের মস্তকে স্থাপন করেন। ঐরাবত হস্তী একটি পশু হওয়ার ফলে সেই মালার মুল্য বুঝতে না পেরে, সেটি সে তার শুঁড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে পদদলিত করে। এই অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ দর্শন করে দুর্বাসা মুনি ইন্দ্রকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও শ্রীবিহীন হওয়ার অভিশাপ প্রদান করেন। তার ফলে দেবতারা একদিকে অসুরদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এবং অন্যদিকে দুর্বাসা মুনির অভিশাপে ত্রিলোকে ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট হন।

জড় জগতে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হওয়া কখনও কখনও অত্যন্ত বিপজ্জনক। জড় ঐশ্বর্য সমন্বিত ব্যক্তিরা কাউকে মর্যাদা প্রদর্শন করে না, এবং তার ফলে তারা ভগবদ্ভক্ত, মহান ঋষি আদি মহাপুরুষদের চরণে অপরাধ করে। এটিই জড় ঐশ্বর্যের বিপদ। সেই সম্বন্ধে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, *ধনদুর্মদান্ধ*—অত্যধিক ঐশ্বর্য মানুষকে অন্ধ করে দেয়। এই জড় জগতের মানুষদের কি কথা, তা স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রেরও হয়েছিল। কেউ যখন জড় ঐশ্বর্য লাভ করে, তখন তার কর্তব্য বৈষ্ণব এবং মহাত্মাদের প্রতি অত্যন্ত বিনম্র এবং সুশীল হওয়া, তা না হলে তার অধঃপতন হবে।

শ্লোক ১৭-১৮

নিশাম্যৈতৎ সুরগণা মহেন্দ্রবরুণাদয়ঃ ।
নাধ্যগচ্ছন্ স্বয়ং মন্ত্রৈর্মন্ত্রয়ন্তো বিনিশ্চিতম্ ॥ ১৭ ॥
ততো ব্রহ্মসভাং জগ্মুর্মেরোর্মূর্ধনি সর্বশঃ ।
সর্বং বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুঃ প্রণতাঃ পরমেষ্ঠিনে ॥ ১৮ ॥

নিশাম্য—শ্রবণ করে; **এতৎ**—এই ঘটনা; **সুর-গণাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **মহা-ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বরুণাদয়ঃ**—বরুণ আদি অন্যান্য দেবতাগণ; **ন**—না; **অধ্যগচ্ছন্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **মন্ত্রৈঃ**—মন্ত্রণার দ্বারা; **মন্ত্রয়ন্তঃ**—আলোচনা করে; **বিনিশ্চিতম্**—প্রকৃত সিদ্ধান্ত; **ততঃ**—তখন; **ব্রহ্ম-সভাম্**—ব্রহ্মার সভায়; **জগ্মুঃ**—তাঁরা গিয়েছিলেন; **মেরোঃ**—সুমেরু পর্বতের; **মূর্ধনি**—শিখরে; **সর্বশঃ**—তাঁরা সকলে; **সর্বম্**—সব কিছু; **বিজ্ঞাপয়াম্ চক্রুঃ**—তাঁরা নিবেদন করেছিলেন; **প্রণতাঃ**—প্রণতি নিবেদন করে; **পরমেষ্ঠিনে**—ব্রহ্মাকে।

অনুবাদ

ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা তাঁদের জীবন এইভাবে বিপন্ন দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কোন সমাধান খুঁজে পাননি। তখন সমস্ত দেবতারা একত্রে সুমেরু পর্বতের শিখরে ব্রহ্মার সভায় গমন করেছিলেন, এবং ব্রহ্মাকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯-২০

স বিলোক্যেন্দ্রবায়্বাদীন্ নিঃসত্ত্বান্ বিগতপ্রভান্ ।
লোকানমঙ্গলপ্রায়ানসুরানযথা বিভুঃ ॥ ১৯ ॥
সমাহিতেন মনসা সংস্মরন্ পুরুষং পরম্ ।
উবাচোৎফুল্লবদনো দেবান্ স ভগবান্ পরঃ ॥ ২০ ॥

সঃ—ব্রহ্মা; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **ইন্দ্র-বায়ু-আদীন্**—ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের; **নিঃসত্ত্বান্**—আধ্যাত্মিক শক্তিবিহীন; **বিগত-প্রভান্**—হতপ্রভ; **লোকান্**—ত্রিলোকের; **অমঙ্গল-প্রায়ান্**—দুর্ভাগ্যগ্রস্ত; **অসুরান্**—সমস্ত অসুরেরা; **অযথাঃ**—সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে; **বিভুঃ**—ব্রহ্মা, যিনি এই জড় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ; **সমাহিতেন**—পূর্ণ সামঞ্জস্যের

দ্বারা; **মনসা**—মনের; **সংস্মরন্**—বার বার স্মরণ করে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **পরম্**—চিন্ময়; **উবাচ**—বলেছিলেন; **উৎফুল্ল-বদনঃ**—আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল; **দেবান্**—দেবতাদের; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **পরঃ**—দেবতাদের।

অনুবাদ

দেবতাদের হতপ্রভ ও বলহীন এবং তার ফলে লোকত্রয়কে মঙ্গল রহিত দর্শন করে, এবং অসুরদের পরিস্থিতি দেবতাদের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ সমৃদ্ধিশালী দর্শন করে, আদি দেব পরম শক্তিমান ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানে তাঁর মনকে একাগ্র করে উৎফুল্ল বদনে দেবতাদের বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দেবতাদের প্রকৃত অবস্থা শ্রবণ করে ব্রহ্মা অত্যন্ত চিন্তিত হলেন, কারণ অসুরেরা অনর্থক অত্যন্ত বলবান হয়ে উঠেছিল। অসুরেরা যখন শক্তিশালী হয়, তখন সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে, কারণ অসুরেরা জগতের মঙ্গলের কথা বিবেচনা না করে, কেবল তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কথাই চিন্তা করে। দেবতা অথবা ভক্তেরা কিন্তু সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। যেমন, শ্রীল রূপ গোস্বামী সারা জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন (*লোকানাং হিতকারিণৌ*)। সেটিই সাধু বা দেবতার প্রবৃত্তি। এমন কি নির্বিশেষবাদীরাও সকলের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে। তাই অসুরদের ক্ষমতা বর্ধিত হতে দেখে ব্রহ্মা অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

অহং ভবো যূয়মথোঽসুরাদয়ো
মনুষ্যতির্যগ্‌দ্রুমঘর্মজাতয়ঃ ।
যস্যাবতারাংশকলাবিসর্জিতা
ব্রজাম সর্বে শরণং তমব্যয়ম্ ॥ ২১ ॥

অহম্—আমি; **ভবঃ**—শিব; **যূয়ম্**—তোমরা সমস্ত দেবতারা; **অথো**—এবং; **অসুরাদয়ঃ**—অসুর প্রভৃতি; **মনুষ্য**—মানুষ; **তির্যক্**—পশু; **দ্রুম**—বৃক্ষ-লতা; **ঘর্ম-জাতয়ঃ**—পোকা ও জীবাণু আদি স্বেদজ প্রাণী; **যস্য**—যাঁর (ভগবানের);

অবতার—পুরুষাবতারে; **অংশ**—তাঁর অংশ গুণাবতার ব্রহ্মার; **কলা**—ব্রহ্মার পুত্রগণ; **বিসর্জিতাঃ**—বংশানুক্রমে উৎপন্ন; **ব্রজাম**—আমরা যাব; **সর্বে**—সকলে; **শরণম্**—আশ্রয়; **তম্**—ভগবানকে; **অব্যয়ম্**—অব্যয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—আমি, শিব ও তোমরা দেবতারা, অসুরেরা, জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ, সমস্ত প্রাণীরা ভগবানের থেকে, রজোগুণে ভগবানের গুণাবতার (ব্রহ্মা) থেকে এবং আমার কলা মহর্ষিগণ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। তাই চল, আমরা সেই ভগবানের কাছে গিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হই ।

তাৎপর্য

কোন প্রাণীর জন্ম হয় জরায়ু থেকে, কোন প্রাণীর জন্ম হয় স্বেদ থেকে, এবং কোন প্রাণীর বীজ থেকে। এইভাবে সমস্ত জীবই ভগবানের গুণাবতার থেকে উদ্ভূত। চরমে ভগবানই সমস্ত জীবের আশ্রয়।

শ্লোক ২২

ন যস্য বধ্যো ন চ রক্ষণীয়ো
নোপেক্ষণীয়াদরণীয়পক্ষঃ ।
তথাপি সর্গস্থিতিসংযমার্থং
ধত্তে রজঃসত্ত্বতমাংসি কালে ॥ ২২ ॥

ন—না; **যস্য**—যাঁর (ভগবানের); **বধ্যঃ**—বধ যোগ্য; **ন**—না; **চ**—ও; **রক্ষণীয়ঃ**—রক্ষণীয়; **ন**—না; **উপেক্ষণীয়ঃ**—উপেক্ষার যোগ্য; **আদরণীয়**—আদরণীয়; **পক্ষঃ**—অংশ; **তথাপি**—তা সত্ত্বেও; **সর্গ**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **সংযম**—এবং সংহারের; **অর্থম্**—জন্য; **ধত্তে**—তিনি ধারণ করেন; **রজঃ**—রজ; **সত্ত্ব**—সত্ত্ব; **তমাংসি**—এবং তমোগুণ; **কালে**—কালক্রমে।

অনুবাদ

ভগবানের বধ্য, রক্ষণীয়, উপেক্ষণীয় বা আদরণীয় কেউ নেই, তবুও তিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের জন্য কালক্রমে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে বিভিন্ন রূপে অবতরণ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করছে যে, পরমেশ্বর ভগবান সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৯) বলেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

"আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁদের হৃদয়ে বাস করি।" ভগবান যদিও পক্ষপাতশূন্য, তবুও তিনি তাঁর ভক্তের প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল। তাই ভগবান *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৮) বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" কারও রক্ষা এবং বিনাশের জন্য ভগবানের কিছু করণীয় নেই, তবুও এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের জন্য তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণে কর্ম করতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি সকলেরই পরম ঈশ্বর। রাজা যেমন আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কাউকে দণ্ড দেন অথবা কাউকে পুরস্কৃত করেন, তেমনই যদিও এই জড় জগতে ভগবানের করণীয় কিছু নেই, তবুও তিনি স্থান, কাল এবং পাত্র অনুসারে বিভিন্নরূপে অবতরণ করেন।

শ্লোক ২৩

অয়ং চ তস্য স্থিতিপালনক্ষণঃ
সত্ত্বং জুষাণস্য ভবায় দেহিনাম্ ।
তস্মাদ্ ব্রজামঃ শরণং জগদ্‌গুরুং
স্বানাং স নো ধাস্যতি শং সুরপ্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অয়ম্—এই সময়ে; **চ**—ও; **তস্য**—ভগবানের; **স্থিতি-পালন-ক্ষণঃ**—তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠার অথবা পালনের সময়; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **জুষাণস্য**—(এখন প্রতীক্ষা না

করে) গ্রহণ করে; **ভবায়**—অধিক উন্নতি অথবা স্থিতি সাধনের জন্য; **দেহিনাম্**—দেহধারী সমস্ত জীবের; **তস্মাৎ**—অতএব; **ব্রজামঃ**—আমরা গ্রহণ করি; **শরণম্**—আশ্রয়; **জগৎ-গুরুম্**—জগদ্‌গুরু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **স্বানাম্**—তাঁর নিজ জন; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **নঃ**—আমাদের; **ধাস্যতি**—প্রদান করবেন; **শম্**—যে সৌভাগ্য আমাদের প্রয়োজন; **সুর-প্রিয়ঃ**—দেবতা বা ভক্তদের প্রিয়।

অনুবাদ

এখন দেহধারী জীবদের সত্ত্বগুণ আহ্বান করার সময়। সৃষ্টির পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণ ভগবানের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তাই এটিই ভগবানের শরণ গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়। যেহেতু তিনি স্বভাবতই দেবতাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় এবং প্রিয়, তাই তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সৌভাগ্য প্রদান করবেন।

তাৎপর্য

জড় জগৎ সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। রজোগুণের দ্বারা সমস্ত জড় বস্তুর সৃষ্টি হয়, সত্ত্বগুণের দ্বারা পালন হয়, এবং সৃষ্টি যখন অশোভনভাবে স্থিত হয়, তখন তা তমোগুণের দ্বারা ধ্বংস হয়।

এই শ্লোক থেকে আমরা, বর্তমানে যে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সেই কলিযুগের পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। কলিযুগ শুরু হওয়ার পূর্বে, দ্বাপর যুগের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেছিলেন এবং *ভগবদ্‌গীতা* রূপে তাঁর উপদেশ প্রদান করে গেছেন, যার মধ্যে তিনি সমস্ত জীবকে তাঁর শরণাগত হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু কলিযুগের শুরু থেকেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হতে পারেনি, এবং তাই প্রায় পাঁচ হাজার বছর পর, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন সারা জগৎকে তাঁর শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার অর্থ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬৬) বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" তাই মানুষ

যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তখন তিনি অবশ্যই সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন।

কলিযুগ কলুষে পূর্ণ। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/৩/৫১) বর্ণিত হয়েছে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

এই কলিযুগ অন্তহীন দোষে পূর্ণ, প্রকৃতপক্ষে তা একটি দোষের সমুদ্রের মতো (*দোষনিধি*)। কিন্তু এই কলিযুগের একটি মহৎ গুণ রয়েছে। *কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ*—কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, যে কেউ কলিযুগের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে, এবং সে তার চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। এটিই কলিযুগের একটি মহান গুণ।

শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর আদেশ দিয়েছিলেন, এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন ভক্তরূপে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি আমাদের কলিযুগের পাপের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পন্থা প্রদর্শন করেছেন। সেটিই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি সংকীর্তন আন্দোলনের যুগ সূচনা করেছিলেন। বলা হয়েছে যে, দশ হাজার বছর ধরে এই যুগ স্থাপিত হবে। অর্থাৎ, কেবল সংকীর্তন আন্দোলন গ্রহণ করার ফলে এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, কলিযুগের অধঃপতিত জীবেরা উদ্ধার লাভ করবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ৪,৩২,০০০ বছর দীর্ঘ কলিযুগের শুরু হয়। তার মধ্যে কেবল ৫,০০০ বছর গত হয়েছে। অতএব এখনও আরও ৪,২৭,০০০ বছর বাকি রয়েছে। এই ৪,২৭,০০০ বছরের মধ্যে ১০,০০০ বছর ধরে যে সংকীর্তন আন্দোলন চলবে, তার উদ্বোধন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৫০০ বছর আগে করেছেন। এই সংকীর্তন আন্দোলন কলিযুগের অধঃ পতিত জীবদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করছে।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন সর্বদাই শক্তি সমন্বিত, কিন্তু এই কলিযুগে তা বিশেষভাবে শক্তি সমন্বিত। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপদেশ দেওয়ার সময়, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

"হে রাজন্, যদিও এই কলিযুগ একটি দোষের সমুদ্র সদৃশ, তবুও তার একটি মহৎ গুণ রয়েছে। কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, মানুষ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/৩/৫১) যাঁরা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য ভববন্ধন থেকে মানুষদের অনায়াসে উদ্ধার করার এই সুযোগ গ্রহণ করা। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসরণ করা এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করা। মানব-সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য এটিই সর্বোত্তম কল্যাণকর কার্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন কৃষ্ণ-সংকীর্তন প্রচার করার আন্দোলন। *পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্*—"শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের পরম বিজয় হোক!" এই কৃষ্ণসংকীর্তন এমন জয়যুক্ত কেন? সেই কথাও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন। *চেতোদর্পণ-মার্জনম্*—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে হৃদয় নির্মল হয়। এই কলিযুগে সত্ত্বগুণ নেই, তার ফলে হৃদয়ের নির্মলতাও নেই, এবং তাই মানুষ তাদের জড় দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে মস্ত বড় ভুল করছে, এটিই কলিযুগের সব চাইতে বড় বিপদ। বড় বড় দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরাও তাদের দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে। কয়েকদিন আগে এক বিখ্যাত দার্শনিক টমাস হাক্সলীর সঙ্গে আমাদের আলোচনা হচ্ছিল, এবং তিনি একজন ইংরেজ হওয়ার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। অর্থাৎ, তিনি তাঁর দেহটিকেই তাঁর স্বরূপ বলে মনে করে দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন। সর্বত্রই আমরা মানুষকে এই ভ্রান্ত ধারণায় আচ্ছন্ন দেখছি। মানুষ যখন এইভাবে দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত হয়, তখন সে একটি কুকুর বা বিড়ালের মতো পশুতে পরিণত হয় (*স এব গোখরঃ*)। তাই আমাদের হৃদয়ের সব চাইতে বিপজ্জনক কলুষ হচ্ছে এই দেহাত্মবুদ্ধি। এই ভ্রান্ত ধারণাবশত মানুষ মনে করে, "আমি এই শরীর, আমি একজন ইংরেজ। আমি একজন ভারতীয়। আমি একজন আমেরিকান। আমি একজন হিন্দু। আমি একজন মুসলমান।" এই ভ্রান্ত ধারণাটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনের সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক, এবং তা দূর করা অবশ্য কর্তব্য। সেটিই *ভগবদ্গীতার* এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ। প্রকৃতপক্ষে *ভগবদ্গীতার* শুরুতেই এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" (*ভগবদ্‌গীতা* ২/১৩) আত্মা যদিও দেহের ভিতরে রয়েছে, তবুও ভ্রান্তিবশত এবং পশুপ্রবৃত্তিবশত মানুষ তার দেহটিকে আত্মা বলে মনে করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—*চেতোদর্পণমার্জনম্*। ভ্রান্ত ধারণায় পূর্ণ হৃদয়কে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের দ্বারা পরিষ্কার করা সম্ভব। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের নেতাদের কর্তব্য, অধঃপতিত জীবদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাদের জড়-জাগতিক জীবনের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করা।

এই জড় জগতে কেউই সুখী হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৮/১৬) বলা হয়েছে—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।

"এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত সব কয়টি স্থানই জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তিরূপ দুঃখ-দুর্দশার স্থান।" অতএব, চন্দ্রলোকে যাওয়ার আর কি কথা, কেউ যদি ব্রহ্মলোকেও যায়, সেখানেও সে সুখী হতে পারবে না। কেউ যদি প্রকৃতই সুখ চায়, তা হলে তাকে চিৎ-জগতে ফিরে যেতে হবে। এই জড় জগতে সকলকেই জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, এবং যে সব চাইতে যোগ্য, সে-ই এখানে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত আত্মারা জানে না বেঁচে থাকা বলতে কি বোঝায় এবং যোগ্য কে। বেঁচে থাকার অর্থ মৃত্যুবরণ করা নয়; বেঁচে থাকার অর্থ অমৃতত্ব লাভ করে নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় জীবন প্রাপ্ত হওয়া। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষকে বেঁচে থাকার উপযুক্ত করে তোলা। বস্তুতপক্ষে, তার অর্থ হচ্ছে জীবন সংগ্রামের সমাপ্তি সাধন করা। কিভাবে এই জীবন সংগ্রামের সমাপ্তি সাধন করতে হয় এবং কিভাবে নিত্য জীবন লাভ করা যায়, তার বিশেষ নির্দেশ *শ্রীমদ্ভাগবতে* এবং *ভগবদ্‌গীতায়* দেওয়া হয়েছে। তাই এই সংকীর্তন আন্দোলন হচ্ছে সব চাইতে সুন্দর সুযোগ। কেবল *ভগবদ্‌গীতা* শ্রবণ করে এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে মানুষ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে পারে। এইভাবে জীবন সংগ্রামের সমাপ্তি সাধন করে মানুষ ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাভাষ্য সুরান্ বেধাঃ সহ দেবৈররিন্দম ।
অজিতস্য পদং সাক্ষাজ্জগাম তমসঃ পরম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আভাষ্য**—বলে; **সুরান্**—দেবতাদের; **বেধাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের নেতা এবং সকলকে বৈদিক জ্ঞান প্রদাতা ব্রহ্মা; **সহ**—সঙ্গে; **দেবৈঃ**—দেবতাগণ; **অরিন্দম**—(ইন্দ্রিয়রূপ) সর্বপ্রকার শত্রুদের দমনকারী হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **অজিতস্য**—ভগবানের; **পদম্**—স্থানে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **তমসঃ**—অন্ধকার জগতের; **পরম্**—অতীত।

অনুবাদ

হে অরিন্দম মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবতাদের এই কথা বলার পর, ব্রহ্মা তাঁদের নিয়ে এই জড় জগতের অতীত ভগবদ্ধামে গিয়েছিলেন। ভগবানের ধাম ক্ষীর সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপে অবস্থিত।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎকে এখানে *অরিন্দম* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি 'সমস্ত শত্রুদের দমনকারী'। আমাদের শত্রু কেবল আমাদের দেহের বাইরেই নয়, আমাদের দেহের ভিতরেও বহু শত্রু রয়েছে, যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি। মহারাজ পরীক্ষিৎকে এখানে বিশেষ করে *অরিন্দম* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তিনি সমস্ত শত্রুদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং যদিও তিনি ছিলেন একজন যুবক রাজা, তবুও তিনি যখন জানতে পেরেছিলেন যে, সাত দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে, তিনি তৎক্ষণাৎ আধ্যাত্মিক জীবনে স্থির হওয়ার জন্য তাঁর রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর দেহের ভিতরের শত্রু—কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদির আদেশ অনুসরণ করেননি। যে মুনিপুত্র তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিল, তার প্রতিও তিনি একটুও ক্রুদ্ধ হননি। পক্ষান্তরে, তিনি সেই অভিশাপটি শিরোধার্য করে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সান্নিধ্যে তাঁর মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; মৃত্যুকে কেউই এড়াতে পারে না। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর জীবদ্দশায় *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁকে এখানে *অরিন্দম* বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

এখানে *সুরপ্রিয়* শব্দটিও মাহাত্ম্যপূর্ণ। যদিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি সমদর্শী, তবুও তিনি ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে অনুকূল (*যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্*)। ভক্তেরা সকলেই দেবতা। এই পৃথিবীতে দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—দেব এবং অসুর। *পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ ॥

কৃষ্ণভক্তদের বলা হয় দেব, এবং অন্যদের বলা হয় অসুর, এমন কি তারা যদি দেবতাদের ভক্তও হয়। যেমন রাবণ ছিল শিবের মহাভক্ত, কিন্তু তাকে অসুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তেমনই, হিরণ্যকশিপুকে ব্রহ্মার মহাভক্ত বলে বর্ণনা করা হলেও সে ছিল একটি অসুর। তাই বিষ্ণুভক্তকেই কেবল সুর বলা হয়। ভক্ত ভগবদ্ভক্তির সর্বোত্তম স্তরে অবস্থিত না হলেও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন থাকেন। ভগবদ্ভক্তির নিম্নতর স্তরেও ভক্ত চিন্ময় স্তরে থাকেন, এবং তিনি যদি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে থাকেন, তা হলে তিনি দেব বা সুররূপে পরিগণিত হন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে থাকলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি সর্বদা প্রসন্ন হবেন এবং তাঁকে সমস্ত উপদেশ দেবেন, যাতে তিনি অনায়াসে ভগবদ্ধামে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন।

অজিতস্য পদম্—ভগবানের ধাম এই জড় জগতে ক্ষীর সমুদ্রে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*পদং ক্ষীরোদধিস্থশ্বেতদ্বীপং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্*। ক্ষীর সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ জড়াতীত চিন্ময়। এই জড় জগতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সরকারের রাজভবন থাকতে পারে, যেখানে রাজ্যপাল এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মচারীরা বাস করেন। এই রাজভবন কোন সাধারণ গৃহ নয়। তেমনই, শ্বেতদ্বীপ যদিও ক্ষীর সমুদ্রে অবস্থিত, তবুও তা এই জড় জগতের কোন স্থান নয়—তা *পরং পদম্*, ভগবানের চিন্ময় ধাম।

শ্লোক ২৫

তত্রাদৃষ্টস্বরূপায় শ্রুতপূর্বায় বৈ প্রভুঃ।
স্তুতিমব্রূত দৈবীভির্গীর্ভিস্ত্ববহিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

তত্র—সেখানে (শ্বেতদ্বীপ নামক ভগবানের ধামে); **অদৃষ্ট-স্বরূপায়**—যাঁকে ব্রহ্মা পর্যন্ত দর্শন করেননি, সেই ভগবানকে; **শ্রুত-পূর্বায়**—কিন্তু বেদে যাঁর সম্বন্ধে শোনা গেছে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **প্রভুঃ**—ব্রহ্মা; **স্তুতিম্**—বৈদিক শাস্ত্রের স্তব; **অব্রূত**—

অনুষ্ঠিত; **দৈবীভিঃ**—বৈদিক শাস্ত্রে উল্লিখিত স্তবের দ্বারা অথবা নিষ্ঠা সহকারে বেদের নির্দেশ পালনকারী ব্যক্তির দ্বারা প্রার্থনা; **গীর্ভিঃ**—এই প্রকার শব্দ বা সঙ্গীতের দ্বারা; **তু**—তখন; **অবহিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—অবিচলিত চিত্তে।

অনুবাদ

সেখানে (শ্বেতদ্বীপে), ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করেছিলেন, যদিও তিনি কখনও তাঁকে দর্শন করেননি। যেহেতু ব্রহ্মা বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের কথা শ্রবণ করেছিলেন, তাই তিনি সমাহিত চিত্তে বৈদিক বাণীর দ্বারা ভগবানের স্তব করেছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা যখন ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্বেতদ্বীপে যান, সেখানে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারেন না, কিন্তু ভগবান তাঁদের প্রার্থনা শোনেন, এবং সেই অনুসারে কার্য করেন। বহু ক্ষেত্রে আমরা তা দেখতে পাই। *শ্রুতপূর্বায়* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করে অথবা শ্রবণ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করি। কাউকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা না গেলেও প্রামাণিক সূত্রে তার সম্বন্ধে আমরা শুনতে পারি। কখনও কখনও মানুষ আমাদের জিজ্ঞাসা করে, আমরা তাদের ভগবানকে দেখাতে পারি কি না। এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত হাস্যকর। ভগবানকে স্বীকার করার পূর্বে তাঁকে দর্শন করার প্রয়োজন হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই অপূর্ণ। তাই আমরা ভগবানকে দর্শন করলেও তাঁকে নাও বুঝতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন বহু মানুষ তাঁকে দর্শন করেছিল কিন্তু তিনি যে পরমেশ্বর ভগবান তা তারা বুঝতে পারেনি। *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।* মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারীরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলেও তিনি যে ভগবান তা বুঝতে পারে না। যারা দুর্ভাগা, তারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা সত্ত্বেও তাঁকে জানতে পারে না। তাই প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র থেকে এবং যারা বৈদিক শাস্ত্র যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন তাঁদের কাছ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের শ্রবণ করতে হবে। ব্রহ্মা যদিও ভগবানকে পূর্বে দর্শন করেননি, তবুও তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, ভগবান শ্বেতদ্বীপে রয়েছেন। তাই তিনি সেখানে গিয়ে ভগবানের স্তব করেছিলেন।

এই সমস্ত স্তব কোন সাধারণ মনগড়া স্তব নয়। স্তব অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্র অনুমোদিত হওয়া উচিত, যা এই শ্লোকে *দৈবীভির্গীর্ভিঃ* পদের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে, যে সমস্ত গান প্রামাণিক ভক্তের

দ্বারা অনুমোদিত হয়নি অথবা গীত হয়নি তা আমরা গাইতে দিই না। আমরা সিনেমার গান মন্দিরে গাইতে দিতে পারি না। আমরা সাধারণত দুটি গান গাই। তার একটি হচ্ছে *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদিগৌরভক্তবৃন্দ*। এটি প্রামাণিক। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং আচার্যেরা তা অনুমোদন করেছেন। অন্য গানটি হচ্ছে মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। আমরা নরোত্তম দাস ঠাকুর, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, লোচনদাস ঠাকুর আদি মহান ভক্তদের গানও গাইতে পারি, কিন্তু এই দুটি গান—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এবং 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র'—ভগবানকে দর্শন করতে না পারলেও, তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য যথেষ্ট। ভগবানকে দর্শন করা প্রামাণিক শাস্ত্রের এবং মহাজনদের প্রামাণিক উক্তির দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শ্লোক ২৬

শ্রীব্রহ্মোবাচ

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং
গুহাশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্ ।
মনোঽগ্রযানং বচসানিরুক্তং
নমামহে দেববরং বরেণ্যম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **অবিক্রিয়ম্**—ভগবানকে, যাঁর কখনও (জড় বস্তুর মতো) বিকার হয় না; **সত্যম্**—পরম সত্য; **অনন্তম্**—অনন্ত; **আদ্যম্**—সর্ব-কারণের আদি কারণ; **গুহাশয়ম্**—সকলের হৃদয়ে বিরাজমান; **নিষ্কলম্**—শক্তির কোন রকম হ্রাস না হয়ে; **অপ্রতর্ক্যম্**—তর্কের অতীত, অচিন্ত্য; **মনঃ-অগ্রয়ানম্**—মনের থেকে দ্রুতগতি, মনের জল্পনা-কল্পনার অতীত; **বচসা**—বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা; **অনিরুক্তম্**—অবর্ণনীয়; **নমামহে**—আমরা দেবতারা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **দেব-বরম্**—অসমোর্ধ্ব ভগবানকে; **বরেণ্যম্**—পরম পূজনীয়, যিনি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা পূজিত হন।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে অবিকারী, অসীম পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সব কিছুর উৎস। আপনি সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং

প্রতিটি পরমাণুতেও বিরাজমান। আপনার কোন জড় গুণ নেই। বস্তুতপক্ষে আপনি অচিন্ত্য। মনঃকল্পনা আপনাকে গ্রহণ করতে পারে না, এবং বাণী আপনাকে বর্ণনা করতে পারে না। আপনি সব কিছুর পরম ঈশ্বর, এবং তাই আপনি সকলের পরম পূজনীয়। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান জড়া প্রকৃতিসম্ভূত নন। জড় জগতের সব কিছুরই পরিবর্তন হয়, যেমন, মাটি থেকে পাত্র তৈরি হয় এবং সেই পাত্র আবার মাটিতে পরিণত হয়। আমাদের সমস্ত সৃষ্টিই অস্থায়ী, অনিত্য। কিন্তু ভগবান নিত্য, এবং তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবও নিত্য (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*)। ভগবান সনাতন, এবং জীবও সনাতন। পার্থক্য কেবল এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম নিত্য, আর জীব তাঁর অণুসদৃশ অংশরূপে নিত্য। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৩/৩) বর্ণনা করা হয়েছে, *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*। ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জীবও ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু ভগবান বিভু, সর্বব্যাপ্ত এবং অনন্ত। ভগবান সব কিছুর কারণ। জীব অসংখ্য, কিন্তু ভগবান এক। কেউই ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ নয় এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। তাই ভগবান হচ্ছেন পরম পূজনীয়, যা বৈদিক মন্ত্রে জানা যায় (*ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে*)। ভগবান পরম, কারণ কেউই মনের জল্পনা-কল্পনা অথবা বাক্যবিন্যাসের দ্বারা তাঁকে জানতে পারে না। ভগবান মনের চেয়েও দ্রুত গতিতে ভ্রমণ করতে পারেন। *উপনিষদের শ্রুতিমন্ত্রে* বলা হয়েছে—

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥

"ভগবান যদিও তাঁর ধামে স্থির রয়েছেন, তবুও তিনি মনের থেকেও দ্রুতগামী এবং সমস্ত বেগবান বস্তুর থেকে অধিক বেগবান। শক্তিশালী দেবতারাও তাঁর সমীপবর্তী হতে পারেন না। একস্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বায়ু এবং বৃষ্টি যাঁরা সরবরাহ করেন তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।" (*ঈশোপনিষদ* ৪) তাই ভগবানকে কখনও অধীনস্থ জীবের সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়।

ভগবান যেহেতু সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং জীবের পক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়, তাই কোন জীবকে কখনও ভগবানের সমতুল্য বলে মনে করা উচিত নয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ*— "আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।" কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সকলেই ভগবানের সমকক্ষ। *শ্রুতিমন্ত্রেও* বলা হয়েছে—*হৃদি হ্যয়মাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ*। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেও বলা হয়েছে—*সত্যং পরং ধীমহি*। *বৈদিক মন্ত্রে* বলা হয়েছে—*সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্* এবং *নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যম্*। ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ। যদিও স্বাভাবিকভাবে তিনি কোন কিছু করেন না, তবুও তিনিই সব কিছু করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৪)

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/১০) তাই ভগবান যদিও তাঁর ধামে নীরব রয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সব কিছু করছেন *(পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে)*।

সমস্ত বৈদিক মন্ত্র ব্রহ্মার এই শ্লোকটিতে নিহিত রয়েছে, কারণ ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মসম্প্রদায়ে তাঁর অনুগামীরা পরম্পরার মাধ্যমে ভগবানকে জানেন। আমাদের পূর্বতন আচার্যদের বাণীর মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে। বারোজন মহাজন রয়েছেন, এবং তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা অন্যতম।

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/৩/২০)

আমরা ব্রহ্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। দেবতারা যেমন ভগবানকে জানার জন্য ব্রহ্মাকে অনুসরণ করেন, আমাদের তেমন ভগবানকে জানার জন্য পরম্পরার ধারা অনুসরণ করতে হবে।

শ্লোক ২৭

বিপশ্চিতং প্রাণমনোধিয়াত্মনা-
মর্থেন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমব্রণম্ ।
ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ
তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে ॥ ২৭ ॥

বিপশ্চিতম্—সর্বজ্ঞকে; **প্রাণঃ**—প্রাণ কিভাবে কার্য করে; **মনঃ**—মন কিভাবে কার্য করে; **ধিয়**—বুদ্ধি কিভাবে কার্য করে; **আত্মনাম্**—সমস্ত জীবের; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **আভাসম্**—জ্ঞান; **অনিদ্রম্**—সর্বদা জাগ্রত এবং অজ্ঞান থেকে মুক্ত; **অব্রণম্**—সুখ এবং দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত জড় শরীর যাঁর নেই; **ছায়া-আতপৌ**—অজ্ঞানের ফলে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত সকলের আশ্রয়; **যত্র**—যেখানে; **ন**—না; **গৃধ্র-পক্ষৌ**—কোন জীবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব; **তম্**—তাঁকে; **অক্ষরম্**—অচ্যুত; **খম্**—আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত; **ত্রিযুগম্**—(সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর) তিন যুগে ষড়ৈশ্বর্য সহ প্রকট হয়ে; **ব্রজামহে**—আমি শরণ গ্রহণ করি।

অনুবাদ

প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা কিভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করছে, তা তিনি প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে জানেন। তিনি সব কিছুর প্রকাশক এবং অজ্ঞান তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। পূর্বকৃত কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর কোন জড় শরীর নেই। তিনি পক্ষপাত এবং অবিদ্যা থেকে মুক্ত। তাই আমি সেই নিত্য, সর্বব্যাপ্ত এবং আকাশের মতো মহান ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি, যিনি ত্রিযুগে (সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরে) ষড়ৈশ্বর্য সহ আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে ভগবানের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ*। ভগবান সব কিছুর আদি উৎস, এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে তাঁর সৃষ্টির সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত। তাই ভগবানকে এখানে *বিপশ্চিতম্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ যিনি পূর্ণ জ্ঞানময় অথবা যিনি সব কিছু জানেন। ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা, এবং তিনি সমস্ত জীবের ও তাদের ইন্দ্রিয়ের সব কিছু সম্বন্ধে অবগত।

অনিদ্রম্ শব্দটির অর্থ 'যিনি সর্বদা জাগ্রত এবং সমস্ত অজ্ঞান থেকে মুক্ত', এই শ্লোকে এই শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) বর্ণনা করা হয়েছে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—ভগবানই সকলকে বুদ্ধি প্রদান করেন এবং বিস্মৃতি প্রদান করেন। কোটি কোটি জীব রয়েছে, এবং ভগবান তাদের নির্দেশ দেন। তাই তাঁর নিদ্রিত হওয়ার সময় নেই, এবং তিনি আমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কখনই অজ্ঞ নন। ভগবান সব কিছুর সাক্ষী; প্রতিক্ষণ আমরা যা কিছু করছি তা তিনি দর্শন করছেন। ভগবান কর্মের ফলপ্রসূত শরীরের দ্বারা আচ্ছাদিত নন। আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে আমাদের দেহ গঠিত হয়েছে (*কর্মণা দৈবনেত্রেণ*), কিন্তু ভগবানের কোন জড় শরীর নেই, এবং তাই তাঁর অবিদ্যা নেই। তিনি কখনও নিদ্রা যান না—তিনি সর্বদাই জাগ্রত এবং সতর্ক।

ভগবানকে *ত্রিযুগ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ যদিও তিনি সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে বিবিধরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু তিনি যখন কলিযুগে আবির্ভূত হন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন না।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।

ভগবান কলিযুগে ভক্তরূপে আবির্ভূত হন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ হলেও, ভক্তের মতো হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন। কিন্তু, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩২) বলা হয়েছে—

যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁর অঙ্গকান্তি শ্রীকৃষ্ণের মতো কৃষ্ণবর্ণ নয়, কিন্তু স্বর্ণবর্ণ (*ত্বিষাকৃষ্ণম্*), তিনি পরমেশ্বর ভগবান। তিনি নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর এবং শ্রীবাস আদি অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং পার্ষদ পরিবৃত। যাঁরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, তাঁরা সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা এই ভগবানের আরাধনা করেন। এই অবতারে ভগবান নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা করেন না, এবং তাই তিনি *ত্রিযুগ* নামে পরিচিত।

শ্লোক ২৮

অজস্য চক্রং ত্বজয়ের্যমাণং
মনোময়ং পঞ্চদশারমাশু ।
ত্রিনাভি বিদ্যুচ্চলমষ্টনেমি
যদক্ষমাহুস্তমৃতং প্রপদ্যে ॥ ২৮ ॥

অজস্য—জীবের; **চক্রম্**—চক্র (এই সংসারে জন্ম-মৃত্যুর চক্র); **তু**—কিন্তু; **অজয়া**—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **ঈর্যমাণম্**—প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান; **মনঃ-ময়ম্**—যা মনের সৃষ্টির অতিরিক্ত আর কিছু নয়; **পঞ্চদশ**—পনের; **অরম্**—শলাকাযুক্ত; **আশু**—অতি শীঘ্র; **ত্রি-নাভি**—তিনটি নাভি সমন্বিত (প্রকৃতির তিনটি গুণ); **বিদ্যুৎ**—বিদ্যুতের মতো; **চলম্**—গতিশীল; **অষ্ট-নেমি**—অষ্ট পরিধি সমন্বিত (*ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ*, ইত্যাদি ভগবানের আটটি বহিরঙ্গা শক্তি); **যৎ**—যে; **অক্ষম্**—অক্ষ; **আহুঃ**—তাঁরা বলেন; **তম্**—তাঁকে; **ঋতম্**—বাস্তব সত্য; **প্রপদ্যে**—আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

জড় কার্যের চক্রে জড় দেহটি মনরূপ রথের চক্র। দশটি ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) এবং দেহাভ্যন্তরস্থ পঞ্চবায়ু সেই চক্রের পনেরটি অর। প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজ ও তম) সেই চক্রের তিনটি নাভি, এবং মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রকৃতির এই আটটি উপাদান সেই চক্রের পরিধি। বিদ্যুৎশক্তির মতো বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা এই চক্র ভগবানরূপী কেন্দ্রের চতুর্দিকে অতি দ্রুতবেগে ঘূর্ণিত হয়। সেই পরমাত্মা এবং পরম সত্যকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এখানে জন্ম-মৃত্যুর চক্র আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

সমগ্র জগৎ ক্রিয়াশীল, কারণ ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব জড় শক্তিকে উপভোগ করছে। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে জীবাত্মা ভগবানের নির্দেশনায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। তার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন পরমাত্মা। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" বদ্ধ জীবের জড় দেহ তার কর্মের পরিণাম, এবং যেহেতু

পরমাত্মা তার আশ্রয়, তাই পরমাত্মাই হচ্ছেন বাস্তব সত্য। অতএব সেই পরম বাস্তব সত্য, যিনি সব কিছুর কেন্দ্র, এবং তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সেই কেন্দ্রবিন্দু পরম সত্যকে ভুলে যাওয়া কখনই উচিত নয়। ব্রহ্মা এখানে সেই উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ২৯

য একবর্ণং তমসঃ পরং ত-
দলোকমব্যক্তমনন্তপারম্ ।
আসাঞ্চকারোপসুপর্ণমেন-
মুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ ॥ ২৯ ॥

যঃ—পরমেশ্বর ভগবান; **এক-বর্ণম্**—পরম, যিনি শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত; **তমসঃ**—জড় জগতের অন্ধকার; **পরম্**—তুরীয়; **তৎ**—তা; **অলোকম্**—অদৃশ্য; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **অনন্ত-পারম্**—অসীম, জড়া প্রকৃতির কাল এবং স্থানের সীমার অতীত; **আসাম্ চকার**—অবস্থিত; **উপসুপর্ণম্**—গরুড়ের পিঠে; **এনম্**—তাঁকে; **উপাসতে**—আরাধনা করে; **যোগ-রথেন**—যোগরূপ উপায়ের দ্বারা; **ধীরাঃ**—ধীর ব্যক্তিগণ, যাঁরা জড়া প্রকৃতির বিক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হন না।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত, এবং তাই তিনি একবর্ণ—ওঁকার (প্রণব)। যেহেতু তিনি তমসাচ্ছন্ন জড়া প্রকৃতির অতীত, তাই তিনি জড় চক্ষুতে অদৃশ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাল বা স্থানের দ্বারা তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নন, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। যাঁরা জড়া প্রকৃতির ক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যোগরূপ উপায়ের দ্বারা সেই গরুড়াসীন ভগবানের আরাধনা করেন। আমরা সকলে তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্ (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/৩/২৩)। এই জড় জগতে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ রয়েছে। তাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ হচ্ছে জ্ঞানের

স্তর, রজোগুণ জ্ঞান এবং অজ্ঞানের মিশ্রণ, কিন্তু তমোগুণ পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই ভগবান তম এবং রজোগুণের অতীত। যেই স্তরে সত্ত্বগুণ বা জ্ঞান রজ এবং তমোগুণের দ্বারা বিচলিত হয় না, তিনি সেই স্তরে অবস্থিত। তাকে বলা হয় *বসুদেব* স্তর। এই *বসুদেব* স্তরে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। তাই শ্রীকৃষ্ণ এই লোকে বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। যেহেতু ভগবান জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের অতীত, তাই যারা এই তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা তাঁকে দর্শন করতে পারে না। তাই মানুষের অবশ্য কর্তব্য *ধীর* হওয়া, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত না হওয়া। যোগের পন্থা তাঁরাই অনুশীলন করতে পারেন, যাঁরা জড়া প্রকৃতির এই গুণের দ্বারা বিচলিত নন। তাই যোগের সংজ্ঞা হচ্ছে—*যোগ ইন্দ্রিয়সংযমঃ*। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিক্ষুব্ধ। অধিকন্তু আমরা জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা বিচলিত, যা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি আমাদের উপর আরোপ করেছে। বদ্ধ জীবনে জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়, কিন্তু কেউ যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বের চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি গরুড়াসীন ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ৩০

ন যস্য কশ্চাতিতিতর্তি মায়াং
যয়া জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্ ।
তং নির্জিতাত্মাত্মগুণং পরেশং
নমাম ভূতেষু সমং চরন্তম্ ॥ ৩০ ॥

ন—না; **যস্য**—যাঁর (ভগবানের); **কশ্চ**—কেউই; **অতিতিতর্তি**—অতিক্রম করতে সক্ষম; **মায়াম্**—মায়া; **যয়া**—যার দ্বারা (মায়ার দ্বারা); **জনঃ**—জনসাধারণ; **মুহ্যতি**—মোহিত হয়; **বেদ**—বুঝতে পারে; **ন**—না; **অর্থম্**—জীবনের লক্ষ্য; **তম্**—তাঁকে (ভগবানকে); **নির্জিত**—সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে; **আত্মা**—জীব; **আত্ম-গুণম্**—এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি; **পর-ঈশম্**—তূরীয় স্তরে অবস্থিত ভগবানকে; **নমাম**—আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবদের; **সমম্**—সমদর্শী; **চরন্তম্**—তাদের নিয়ন্ত্রণ করে বা শাসন করে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়াকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না, এবং তা এত প্রবল যে, সকলকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝতে না দিয়ে মোহিত করে । সেই মায়া কিন্তু ভগবানের বশীভূত, যিনি সকলকে শাসন করেন এবং সকলের প্রতি সমদর্শী। সেই ভগবানকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত জীবকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি এতই প্রবল যে, তাঁর প্রভাবে জীব তাদের জীবনের লক্ষ্য বিস্মৃত হয়। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*— জীব ভুলে গেছে যে, তার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি যেন সমস্ত বদ্ধ জীবদের এই জড় জগতে সুখী হওয়ার সুযোগ প্রদান করছে, কিন্তু সেটি মায়া, অর্থাৎ এটি একটি স্বপ্ন যা কোনদিনও সার্থক হবে না। এইভাবে প্রতিটি বদ্ধ জীব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত। সেই মায়া শক্তি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে সেই চিন্ময় পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন, যাঁকে এই শ্লোকে *পরেশম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান এই জড় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নন, তিনি জড় জগতের অতীত। তাই তিনি কেবল তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বদ্ধ জীবদের নিয়ন্ত্রণই করেন না, তিনি মায়াকেও নিয়ন্ত্রণ করেন। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মায়া অত্যন্ত প্রবল এবং তার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সেই মায়া ভগবানের শক্তি এবং ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। জীব কিন্তু সেই মায়ার দ্বারা বশীভূত হয়ে ভগবানকে ভুলে গেছে।

শ্লোক ৩১

ইমে বয়ং যৎপ্রিয়য়ৈব তন্বা
সত্ত্বেন সৃষ্টা বহিরন্তরাবিঃ ।
গতিং ন সূক্ষ্মামৃষয়শ্চ বিদ্মহে
কুতোঽসুরাদ্যা ইতরপ্রধানাঃ ॥ ৩১ ॥

ইমে—এই সমস্ত; **বয়ম্**—আমরা (দেবতারা); **যৎ**—যাঁকে; **প্রিয়য়া**—অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হয়; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তন্বা**—জড় দেহ; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা;

সৃষ্টাঃ—সৃষ্ট; **বহিঃ-অন্তঃ-আবিঃ**—যদিও বাইরে এবং অন্তরে পূর্ণরূপে অবগত; **গতিম্**—লক্ষ্য; **ন**—না; **সূক্ষ্মাম্**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **চ**—ও; **বিদ্মহে**—জানতে পারে; **কুতঃ**—কিভাবে; **অসুর-আদ্যাঃ**—অসুর এবং নাস্তিকেরা; **ইতর**—নগণ্য ব্যক্তিরা; **প্রধানাঃ**—যদিও তারা তাদের সমাজের নেতা।

অনুবাদ

আমাদের দেহ যেহেতু সত্ত্বগুণ দ্বারা নির্মিত, তাই আমরা দেবতারা অন্তরে এবং বাইরে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন। মহান ঋষিরাও এইভাবে সত্ত্বগুণে অবস্থিত। সুতরাং, আমরা যদি ভগবানকে না জানতে পারি, তা হলে রজ এবং তমোগুণাচ্ছন্ন ইতর শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আর কি কথা? তারা কিভাবে ভগবানকে জানতে পারবে? সেই ভগবানকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান যদিও সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, তবুও নাস্তিক এবং অসুরেরা তাঁকে জানতে পারে না। তাদের কাছে ভগবান চরমে মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হন, যে কথা *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*)। নাস্তিকেরা মনে করে যে তারা স্বতন্ত্র, তাই তারা ভগবানের পরমেশ্বরত্বের পরোয়া করে না, কিন্তু চরমে মৃত্যুরূপে ভগবান তাদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করে তাদের পরাভূত করেন। মৃত্যুর সময় ভগবানের প্রাধান্য অস্বীকার করার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা কার্যকরী হয় না। যেমন হিরণ্যকশিপু ছিল নাস্তিকদের মহান নায়ক। সে সর্বদাই ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করত এবং তার ফলে সে তার শিশুপুত্রের প্রতিও বৈরীভাবাপন্ন হয়েছিল। সকলেই হিরণ্যকশিপুর নাস্তিকতার ভয়ে ভীত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান যখন তাকে বধ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপুর নাস্তিক মতবাদ তাকে রক্ষা করতে পারেনি। ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে সংহার করে তার সমস্ত শক্তি, প্রভাব এবং দম্ভ হরণ করে নিয়েছিলেন। নাস্তিকেরা কিন্তু কখনই বুঝতে পারে না যে, তাদের সৃষ্ট সমস্ত বস্তু কিভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। পরমাত্মা তাদের হৃদয়ে রয়েছে, তবুও রজ এবং তমোগুণের প্রভাবের ফলে তারা ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এমন কি তাঁর ভক্ত দেবতারাও, যাঁরা তৃতীয় স্তরে বা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাঁরাও পূর্ণরূপে ভগবানের গুণ এবং স্থিতি অবগত হতে পারেন না। তা হলে

অসুর এবং নাস্তিকেরা কিভাবে ভগবানকে জানতে পারে? তা কখনই সম্ভব নয়। তাই, সেই উপলব্ধি লাভ করার জন্য ব্রহ্মা আদি দেবতারা ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

পাদৌ মহীয়ং স্বকৃতৈব যস্য
চতুর্বিধো যত্র হি ভূতসর্গঃ ।
স বৈ মহাপূরুষ আত্মতন্ত্রঃ
প্রসীদতাং ব্রহ্ম মহাবিভূতিঃ ॥ ৩২ ॥

পাদৌ—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **মহী**—পৃথিবী; **ইয়ম্**—এই; **স্ব-কৃত**—তাঁর সৃষ্ট; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **যস্য**—যাঁর; **চতুর্বিধঃ**—চার প্রকার জীব; **যত্র**—যেখানে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভূত-সর্গঃ**—জড় সৃষ্টি; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মহা-পূরুষঃ**—পরম পুরুষ; **আত্ম-তন্ত্রঃ**—স্বতন্ত্র; **প্রসীদতাম্**—তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন; **ব্রহ্ম**—মহত্তম; **মহা-বিভূতিঃ**—অসীম শক্তি সমন্বিত।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে চার প্রকার জীব রয়েছে, এবং তারা সকলেই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট। জড় সৃষ্টি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত। তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য এবং শক্তিতে পূর্ণ পরম পুরুষ। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

মহী শব্দটি মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ-মহাভূতকে ইঙ্গিত করে, যা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত। *মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ*। মহত্তত্ত্ব ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত, কারণ জড় সৃষ্টি ভগবানের একটি ঐশ্বর্য মাত্র। এই জড় সৃষ্টিতে চার প্রকার প্রাণী রয়েছে—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। সব কিছুরই উৎপত্তি হয়েছে ভগবান থেকে। সেই কথা প্রতিপন্ন করে বেদান্ত-সূত্রে বলা হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*। কেউই স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু পরম আত্মা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। *জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্*। *স্বরাট্* শব্দটির অর্থ 'স্বাধীন'। আমরা অধীন, কিন্তু ভগবান সর্বতোভাবে স্বাধীন। তাই

ভগবান হচ্ছেন মহত্তম। এমন কি এই জড় জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা পর্যন্ত ভগবানের একটি ঐশ্বর্য মাত্র। জড় সৃষ্টি ভগবানের দ্বারা সক্রিয় হয়, এবং তাই ভগবান এই জড় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নন। ভগবান তাঁর আদি চিন্ময় স্থিতিতে বিরাজ করেন। ভগবানের বিশ্বরূপ বা বৈরাজমূর্তি তাঁর আর একটি প্রকাশ।

শ্লোক ৩৩

অন্তস্তু যদ্রেত উদারবীর্যং
সিধ্যন্তি জীবন্ত্যুত বর্ধমানাঃ ।
লোকা যতোঽথাখিললোকপালাঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্তঃ—এই লোকের অথবা অন্য লোকের জলরাশি; **তু**—কিন্তু; **যৎ-রেতঃ**—তাঁর বীর্য; **উদার-বীর্যম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **সিধ্যন্তি**—উৎপন্ন হয়; **জীবন্তি**—জীবিত থাকে; **উত**—বস্তুতপক্ষে; **বর্ধমানাঃ**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; **লোকাঃ**—ত্রিলোক; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **অথ**—ও; **অখিল-লোক-পালাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দেবতারা; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **সঃ**—তিনি; **মহা-বিভূতিঃ**—অসীম শক্তি সমন্বিত পুরুষ।

অনুবাদ

সমগ্র জড় জগৎ যে জল থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই জলেরই কারণে জীবসমূহ জীবিত থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। সেই জল ভগবানের বীর্যস্বরূপ। সেই মহা বিভূতি-সম্পন্ন ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের সমস্ত মতবাদ সত্ত্বেও এই লোকে এবং অন্যান্য লোকে যে বিশাল জলরাশি রয়েছে, তা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন হয়নি। পক্ষান্তরে, সেই জলকে কখনও কখনও ভগবানের দেহনির্গত স্বেদ অথবা বীর্য বলে বর্ণনা করা হয়। এই জল থেকেই সমস্ত জীবের উদ্ভব হয়েছে, এবং এই জলেরই জন্য তারা জীবিত থাকে এবং বর্ধিত হয়। যদি জল না থাকত, তা হলে জীবনেরও অস্তিত্ব থাকত না। সকলেরই জীবনের উৎস হচ্ছে জল। তাই, ভগবানের কৃপায় সারা পৃথিবীর সর্বত্র এত জল রয়েছে।

শ্লোক ৩৪

সোমং মনো যস্য সমামনন্তি
দিবৌকসাং যো বলমন্ধ আয়ুঃ ।
ঈশো নগানাং প্রজনঃ প্রজানাং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৪ ॥

সোমম্—চন্দ্র; **মনঃ**—মন; **যস্য**—যাঁর (ভগবানের); **সমামনন্তি**—তাঁরা বলে; **দিবৌকসাম্**—দেবতাদের; **যঃ**—যাঁরা; **বলম্**—বল; **অন্ধঃ**—অন্ন; **আয়ুঃ**—আয়ু; **ঈশঃ**—ভগবান; **নগানাম্**—বৃক্ষের; **প্রজনঃ**—প্রজননের উৎস; **প্রজানাম্**—সমস্ত জীবদের; **প্রসীদতাম্**—তিনি প্রসন্ন হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **সঃ**—সেই ভগবান; **মহা-বিভূতিঃ**—সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস।

অনুবাদ

সোম বা চন্দ্র হচ্ছেন দেবতাদের অন্ন, বল এবং আয়ুর উৎস। তিনি সমস্ত বনস্পতির ঈশ্বর এবং সমস্ত জীবের উৎপত্তির উৎস। পণ্ডিতেরা সেই সোমকে ভগবানের মন বলেন। সমগ্র ঐশ্বর্যের উৎস সেই ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতা সোম সমস্ত অন্নের উৎস এবং তাই তিনি দেবতাদেরও বলের উৎস। তিনি সমস্ত বনস্পতির জীবনীশক্তি। দুর্ভাগ্যবশত, যারা চন্দ্র সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত নয়, আধুনিক যুগের তথাকথিত সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, চন্দ্রলোক মরুভূমিতে পূর্ণ। চন্দ্র যদি বনস্পতির উৎস হয়, তা হলে চন্দ্রলোক মরুভূমি হয় কি করে? চন্দ্রকিরণ সমস্ত বনস্পতির জীবনীশক্তি, এবং তাই বৈজ্ঞানিকেরা যখন চন্দ্রলোককে একটি মরুভূমি বলে বর্ণনা করে, তখন তা আমরা স্বীকার করতে পারি না।

শ্লোক ৩৫

অগ্নির্মুখং যস্য তু জাতবেদা
জাতঃ ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্মা ।
অন্তঃসমুদ্রেঽনুপচন্ স্বধাতূন্
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৫ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নি; **মুখম্**—ভগবানের মুখস্বরূপ, যার মাধ্যমে তিনি আহার করেন; **যস্য**—যাঁর; **তু**—কিন্তু; **জাত-বেদাঃ**—সম্পদ অথবা জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলির উৎপাদনকারী; **জাতঃ**—উৎপন্ন করেছেন; **ক্রিয়া-কাণ্ড**—ক্রিয়াকাণ্ড; **নিমিত্ত**—জন্য; **জন্মা**—যে জন্য উৎপন্ন; **অন্তঃ-সমুদ্রে**—সমুদ্রের গভীরে; **অনুপচন্**—সর্বদা হজম করে; **স্ব-ধাতূন্**—সমস্ত উপাদান; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **সঃ**—তিনি; **মহা-বিভূতিঃ**—পরম শক্তিমান।

অনুবাদ

যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করার জন্য যার জন্ম হয়েছে, সেই অগ্নি ভগবানের মুখস্বরূপ। সম্পদ উৎপাদন করার জন্য সেই অগ্নি সমুদ্রের গভীরে বিরাজ করে, এবং উদরে বিরাজ তা অন্ন পাক করে এবং দেহের সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার স্রাব উৎপাদন করে। সেই পরম শক্তিমান ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৩৬

যচ্চক্ষুরাসীৎ তরণির্দেবযানং
ত্রয়ীময়ো ব্রহ্মণ এষ ধিষ্ণ্যম্ ।
দ্বারং চ মুক্তেরমৃতং চ মৃত্যুঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৬ ॥

যৎ—যা; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **আসীৎ**—হয়েছিল; **তরণিঃ**—সূর্যদেব; **দেব-যানম্**—দেবতাদের মুক্তির মার্গের অধিষ্ঠাতা; **ত্রয়ী-ময়ঃ**—কর্মকাণ্ডরূপ বৈদিক জ্ঞানের পথপ্রদর্শনের জন্য; **ব্রহ্মণঃ**—পরম ব্রহ্মের; **এষঃ**—এই; **ধিষ্ণ্যম্**—উপলব্ধির স্থান; **দ্বারম্ চ**—এবং দ্বার; **মুক্তেঃ**—মুক্তির জন্য; **অমৃতম্**—নিত্য জীবনের পন্থা; **চ**—ও; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যুর কারণ; **প্রসীদতাম্**—তিনি প্রসন্ন হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **মহা-বিভূতিঃ**—সর্ব-শক্তিমান।

অনুবাদ

সূর্যদেব অর্চিরাদি-বর্ত্ম নামক মুক্তির মার্গের দেবতা। তিনি বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধির প্রধান উৎস। তিনি ব্রহ্মের উপাসনার স্থান। তিনি মুক্তির দ্বার, অমৃতের উৎস

এবং মৃত্যুর কারণ। সেই সূর্যদেব যাঁর চক্ষু, সেই পরম ঐশ্বর্য সমন্বিত ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

সূর্যদেবকে সমস্ত দেবতাদের মধ্যে প্রধান বলে মনে করা হয়। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরভাগের পর্যবেক্ষণকারী দেবতা। তিনি *বেদ* হৃদয়ঙ্গমে সাহায্য করেন। যে কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"অসীম তেজ সমন্বিত সূর্যদেব সমস্ত গ্রহ এবং দেবতাদের রাজা। সেই সূর্যদেব যাঁর চক্ষু সদৃশ, এবং যাঁর আজ্ঞায় কালচক্রে আরোহণ করে সূর্যদেব পরিভ্রমণ করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" সূর্য প্রকৃতপক্ষে ভগবানের চক্ষু। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, ভগবান যদি দর্শন না করেন, তা হলে কেউ দর্শন করতে পারে না। যদি সূর্যকিরণ না থাকত, তা হলে কোন গ্রহের কোন জীবই দর্শন করতে পারত না। তাই সূর্যকে ভগবানের চক্ষু বলে মনে করা হয়। সেই কথা এখানে *যচ্চক্ষুরাসীৎ* এবং *ব্রহ্মসংহিতায় যচ্চক্ষুরেষ সবিতা* শব্দের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে। *সবিতা* শব্দের অর্থ সূর্যদেব।

শ্লোক ৩৭

প্রাণাদভূদ্ যস্য চরাচরাণাং
প্রাণঃ সহো বলমোজশ্চ বায়ুঃ ।
অন্বাস্ম সম্রাজমিবানুগা বয়ং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রাণাৎ—প্রাণ থেকে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছে; **যস্য**—যাঁর; **চর-অচরাণাম্**—সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীবের; **প্রাণঃ**—প্রাণ; **সহঃ**—জীবনের মূলতত্ত্ব; **বলম্**—শক্তি; **ওজঃ**—জীবনীশক্তি; **চ**—এবং; **বায়ুঃ**—বায়ু; **অন্বাস্ম**—অনুসরণ করে; **সম্রাজম্**—সম্রাট; **ইব**—সদৃশ; **অনুগাঃ**—অনুগামীগণ; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **সঃ**—তিনি; **মহা-বিভূতিঃ**—পরম শক্তিশালী।

অনুবাদ

স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীব বায়ু থেকে তাদের তেজ, বল, ওজ এবং প্রাণ প্রাপ্ত হয়। ভৃত্যেরা যেমন সম্রাটের অনুসরণ করে, আমরাও তেমন আমাদের প্রাণ ধারণের জন্য বায়ুর অনুসরণ করি। সেই বায়ু যে ভগবানের প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৩৮

শ্রোত্রাদ্ দিশো যস্য হৃদশ্চ খানি
প্রজজ্ঞিরে খং পুরুষস্য নাভ্যাঃ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসুশরীরকেতঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রোত্রাৎ—কর্ণ থেকে; **দিশঃ**—বিভিন্ন দিক; **যস্য**—যাঁর; **হৃদঃ**—হৃদয় থেকে; **চ**—ও; **খানি**—দেহের ছিদ্র; **প্রজজ্ঞিরে**—উৎপন্ন হয়েছে; **খম্**—আকাশ; **পুরুষস্য**—পরম পুরুষের; **নাভ্যাঃ**—নাভি থেকে; **প্রাণ**—প্রাণ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আত্মা**—মন; **অসু**—জীবনীশক্তি; **শরীর**—এবং শরীর; **কেতঃ**—আশ্রয়; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **সঃ**—তিনি; **মহা-বিভূতিঃ**—পরম শক্তিমান।

অনুবাদ

পরম শক্তিমান ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, যাঁর কর্ণ থেকে দিকসমূহ, হৃদয় থেকে দেহগত ছিদ্র, এবং নাভিমণ্ডল থেকে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু ও শরীরের আশ্রয় আকাশ উৎপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩৯

বলান্মহেন্দ্রস্ত্রিদশাঃ প্রসাদা-
ন্মন্যোর্গিরীশো ধিষণাদ্ বিরিঞ্চঃ।
খেভ্যস্তু ছন্দাংস্যৃষয়ো মেঢ্রতঃ কঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৯ ॥

বলাৎ—তাঁর তেজ থেকে; **মহা-ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র সম্ভব হয়েছেন; **ত্রি-দশাঃ**—এবং দেবতারা; **প্রসাদাৎ**—প্রসন্নতার ফলে; **মন্যোঃ**—ক্রোধের দ্বারা; **গিরি-ঈশঃ**—শিব; **ধিষণাৎ**—বুদ্ধি থেকে; **বিরিঞ্চঃ**—ব্রহ্মা; **খেভ্যঃ**—দেহের রন্ধ্র থেকে; **তু**—এবং; **ছন্দাংসি**—বৈদিক মন্ত্র; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **মেঢ্রতঃ**—জননেন্দ্রিয় থেকে; **কঃ**—প্রজাপতিগণ; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **সঃ**—তিনি; **মহা-বিভূতিঃ**—অসাধারণ শক্তি সমন্বিত ভগবান।

অনুবাদ

যাঁর তেজ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র, প্রসন্নতা থেকে দেবতাগণ, ক্রোধ থেকে শিব, বুদ্ধি থেকে ব্রহ্মা, দেহের ছিদ্র থেকে বেদসমূহ, মেঢ্র থেকে মহর্ষি এবং প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হয়েছেন, সেই মহাবিভূতি ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৪০

শ্রীর্বক্ষসঃ পিতরশ্ছায়য়াসন্
ধর্মঃ স্তনাদিতরঃ পৃষ্ঠতোঽভূৎ ।
দ্যৌর্যস্য শীর্ষ্ণোঽপ্সরসো বিহারাৎ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; **বক্ষসঃ**—বক্ষ থেকে; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **ছায়য়া**—ছায়া থেকে; **আসন্**—উৎপন্ন হয়েছে; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **স্তনাৎ**—স্তন থেকে; **ইতরঃ**—অধর্ম; **পৃষ্ঠতঃ**—পিঠ থেকে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছে; **দৌঃ**—স্বর্গলোক; **যস্য**—যাঁর; **শীর্ষ্ণঃ**—মস্তক থেকে; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **বিহারাৎ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **মহা-বিভূতিঃ**—পরম শক্তিশালী।

অনুবাদ

যাঁর বক্ষ থেকে লক্ষ্মীদেবী, ছায়া থেকে পিতৃগণ, স্তন থেকে ধর্ম, পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্ম, মস্তক থেকে স্বর্গ এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে অপ্সরাগণ উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরম শক্তিমান ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৪১

বিপ্রো মুখাদ্ ব্রহ্ম চ যস্য গুহ্যং
রাজন্য আসীদ্ ভুজয়োর্বলং চ ।
ঊর্বোর্বিড়োজোঽঙ্ঘ্রিরবেদশূদ্রৌ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪১ ॥

বিপ্রঃ—ব্রাহ্মণগণ; **মুখাৎ**—মুখ থেকে; **ব্রহ্ম**—বৈদিক শাস্ত্র; **চ**—ও; **যস্য**—যাঁর; **গুহ্যম্**—গুহ্য জ্ঞান থেকে; **রাজন্যঃ**—ক্ষত্রিয়গণ; **আসীৎ**—উৎপন্ন হয়েছে; **ভুজয়োঃ**—তাঁর বাহু থেকে; **বলম্ চ**—শরীরের বল; **ঊর্বোঃ**—ঊরু থেকে; **বিট্**—বৈশ্যগণ; **ওজঃ**—এবং তাদের উৎপাদনের দক্ষতা; **অঙ্ঘ্রিঃ**—তাঁর পা থেকে; **অবেদ**—যাঁরা বৈদিক জ্ঞানের অতীত; **শূদ্রৌ**—শূদ্রগণ; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **সঃ**—তিনি; **মহা-বিভূতিঃ**—পরম শক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

যাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ এবং বৈদিক জ্ঞান, বাহু থেকে ক্ষত্রিয় এবং দেহের বল, ঊরু থেকে বৈশ্য এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা ও ধন, এবং চরণ থেকে বৈদিক জ্ঞানের বহির্ভূত শূদ্রগণ উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহা-শক্তিশালী ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৪২

লোভোঽধরাৎ প্রীতিরুপর্যভূদ্ দ্যুতি-
র্নস্তঃ পশব্যঃ স্পর্শেন কামঃ ।
ভ্রুবোর্যমঃ পক্ষ্মভবস্তু কালঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪২ ॥

লোভঃ—লোভ; **অধরাৎ**—অধরোষ্ঠ থেকে; **প্রীতিঃ**—প্রীতি; **উপরি**—উত্তরোষ্ঠ থেকে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছে; **দ্যুতিঃ**—অঙ্গকান্তি; **নস্তঃ**—নাসিকা থেকে; **পশব্যঃ**—পাশবিক; **স্পর্শেন**—স্পর্শের দ্বারা; **কামঃ**—কাম; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূ থেকে; **যমঃ**—যমরাজ উৎপন্ন হয়েছেন; **পক্ষ্ম-ভবঃ**—অক্ষিপক্ষ্ম থেকে; **তু**—কিন্তু; **কালঃ**—নিত্যকাল, যা মৃত্যুরূপে সংহার করে; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **সঃ**—তিনি; **মহা-বিভূতিঃ**—পরম শক্তিশালী ভগবান।

অনুবাদ

তাঁর অধরোষ্ঠ থেকে লোভ, উপরের ওষ্ঠ থেকে প্রীতি, নাসিকা থেকে দেহের কান্তি, স্পর্শেন্দ্রিয় থেকে পাশবিক কাম, ভ্রূ থেকে যমরাজ এবং অক্ষিপক্ষ্ম থেকে কাল উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৪৩

দ্রব্যং বয়ঃ কর্ম গুণান্ বিশেষং
যদ্‌যোগমায়াবিহিতান্‌বদন্তি ।
যদ্ দুর্বিভাব্যং প্রবুধাপবাধং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪৩ ॥

দ্রব্যম্—পঞ্চমহাভূত; **বয়ঃ**—কাল; **কর্ম**—কর্ম; **গুণান্**—প্রকৃতির তিন গুণ; **বিশেষম্**—ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের সমন্বয় থেকে উদ্ভূত বিবিধ বৈচিত্র্য; **যৎ**—যা; **যোগ-মায়া**—ভগবানের সৃজনী শক্তি থেকে; **বিহিতান্**—সম্পন্ন হয়েছে; **বদন্তি**—বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন; **যৎ দুর্বিভাব্যম্**—যা বোঝা অত্যন্ত কঠিন; **প্রবুধ-অপবাধম্**—জ্ঞানীগণ যা বর্জন করেছেন; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **সঃ**—তিনি; **মহা-বিভূতিঃ**—সব কিছুর নিয়ন্তা।

অনুবাদ

মহা বুধগণেরও অগ্রাহ্য; পঞ্চভূত, কাল, কর্ম, প্রকৃতির গুণ এবং অত্যন্ত দুর্বোধ্য এই জড় জগতের বৈচিত্র্য যাঁর যোগমায়া দ্বারা রচিত বলে পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন, সেই পরম নিয়ন্তা ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *দুর্বিভাব্যম্* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভগবানের আয়োজনে তাঁর মায়ার প্রভাবে এই জড় জগতে সব কিছু যে কিভাবে সংঘটিত হচ্ছে তা কেউই বুঝতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/১০) বলা হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—সব কিছুই সম্পাদিত হচ্ছে ভগবানের অধ্যক্ষতায়। এই পর্যন্ত আমরা জানতে পারি, কিন্তু কিভাবে যে সব কিছু ঘটছে তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। এমন কি আমাদের শরীরের ভিতরে সব কিছু যে কিভাবে এক অতি সুন্দর নিয়মে

সংঘটিত হচ্ছে তাও আমরা বুঝতে পারি না। এই শরীর একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, এবং এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে সব কিছু যে কিভাবে ঘটছে তাই যখন আমরা বুঝতে পারি না, তখন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে সব কিছু যে কিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে তা বোঝা আমাদের পক্ষে কি করে সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ডকে বোঝা অত্যন্ত কঠিন, তবুও জ্ঞানবান ঋষিরা উপদেশ দিয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও উপদেশ দিয়েছেন যে, এই জড় জগৎ *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্*; অর্থাৎ, এটি দুঃখভোগের একটি অনিত্য স্থান। এই জড় জগৎ ত্যাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়াই জীবের একমাত্র কর্তব্য। জড়বাদীরা তর্ক করতে পারে, "এই জড় জগৎ এবং তার সমস্ত কার্যকলাপ বোঝা যদি অসম্ভব হয়, তা হলে তা আমরা বর্জন করতে পারি কি করে?" তার উত্তরে বলা হয়েছে *প্রবুধাপবাধম্*। এই জড় জগৎকে বর্জন করা আমাদের কর্তব্য, কারণ বৈদিক জ্ঞানে বিবুধ পণ্ডিতেরা তা বর্জন করেছেন। আমরা যদিও এই জড় জগৎকে বুঝতে পারি না, তবুও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপদেশ অনুসারে, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে আমাদের তা বর্জন করতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

"মহাত্মাগণ বা ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৮/১৫) ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া কর্তব্য, কারণ সেইটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে এই জড় জগৎকে বর্জন করা। যদিও আমরা এই জড় জগতের কার্যকলাপ বুঝতে পারি না, যদিও আমরা বুঝতে পারি না তা আমাদের পক্ষে ভাল না মন্দ, তবুও পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশ অনুসারে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের তা বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪৪

নমোঽস্তু তস্মা উপশান্তশক্তয়ে
স্বারাজ্যলাভপ্রতিপূরিতাত্মনে ।
গুণেষু মায়ারচিতেষু বৃত্তিভি-
র্ন সজ্জমানায় নভস্বদূতয়ে ॥ ৪৪ ॥

নমঃ—আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি; **অস্তু**—হোক; **তস্মৈ**—তাঁকে; **উপশান্ত-শক্তয়ে**—যিনি অন্য কিছু লাভ করার চেষ্টা করেন না, যিনি সমস্ত চঞ্চলতা থেকে মুক্ত; **স্বারাজ্য**—সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র; **লাভ**—সমস্ত লাভের; **প্রতিপূরিত**—পূর্ণরূপে প্রাপ্ত; **আত্মনে**—ভগবানকে; **গুণেষু**—তিন গুণের প্রভাবে গতিশীল জড়া প্রকৃতির; **মায়া-রচিতেষু**—মায়ার দ্বারা সৃষ্ট বস্তুর; **বৃত্তিভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা; **ন সজ্জমানায়**—যিনি আসক্ত হন না, অথবা যিনি জড়া প্রকৃতির সুখ-দুঃখের অতীত; **নভস্বৎ**—বায়ু; **উতয়ে**—যিনি তাঁর লীলাবিলাসের জন্য এই জড় জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, সেই ভগবানকে।

অনুবাদ

আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি পূর্ণরূপে শান্ত, সমস্ত প্রয়াস থেকে মুক্ত এবং সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট। তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জড় জগতের কার্যকলাপের প্রতি আসক্ত নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই জড় জগতে তাঁর লীলাবিলাস করার সময় বায়ুর মতো অনাসক্ত থাকেন।

তাৎপর্য

আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপের পিছনে রয়েছেন ভগবান। তাঁকে আমরা দর্শন করতে না পারলেও, তাঁর নির্দেশ অনুসারে সব কিছু সম্পাদিত হচ্ছে। তাঁকে দেখতে না পেলেও তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা উচিত। আমাদের জানা উচিত যে, তিনি পূর্ণ। সব কিছুই তাঁর শক্তির দ্বারা অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্পাদিত হচ্ছে (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*), এবং তাই তাঁর করণীয় কিছুই নেই (*ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে*)। এখানে *উপশান্তশক্তয়ে* শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর বিভিন্ন শক্তি ক্রিয়া করে, কিন্তু যদিও তিনি এই সমস্ত শক্তিকে কার্যকরী করেছেন, তবুও তাঁর করণীয় কিছু নেই। তিনি কোন কিছুর প্রতি আসক্ত নন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান। তাই আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪৫

স ত্বং নো দর্শয়াত্মানমস্মৎকরণগোচরম্ ।
প্রপন্নানাং দিদৃক্ষূণাং সস্মিতং তে মুখাম্বুজম্ ॥ ৪৫ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); **ত্বম্**—আপনি আমার প্রভু; **নঃ**—আমাদের; **দর্শয়**—প্রদর্শন করান; **আত্মানম্**—আপনার আদি রূপে; **অস্মৎ-করণ-গোচরম্**—আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বিশেষ করে চক্ষুর দ্বারা দর্শনের যোগ্য; **প্রপন্নানাম্**—আমরা সকলে আপনার শরণাগত; **দিদৃক্ষূণাম্**—আপনাকে দর্শন করতে অভিলাষী; **সস্মিতম্**—হাস্যোজ্জ্বল; **তে**—আপনার; **মুখ-অম্বুজম্**—মুখপদ্ম।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমরা আপনার শরণাগত, তবুও আপনাকে দর্শন করতে চাই। দয়া করে আপনি আপনার আদি রূপ এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখপদ্ম আমাদের চক্ষুকে দর্শন করতে দিন এবং আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করতে দিন।

তাৎপর্য

ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানকে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখপদ্ম সমন্বিত আদি রূপে দর্শন করতে চান; তাঁর নির্বিশেষ রূপের অভিজ্ঞতা লাভে তাঁরা আগ্রহী নন। ভগবানের সবিশেষ এবং নির্বিশেষ উভয় রূপই রয়েছে। নির্বিশেষবাদীদের ভগবানের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, কিন্তু ব্রহ্মা এবং তাঁর পরম্পরার সদস্যরা ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শন করতে চান। সবিশেষ রূপ না হলে হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের কোন প্রশ্নই ওঠে না, যা এখানে স্পষ্টভাবে *সস্মিতম্ তে মুখাম্বুজম্* শব্দগুলির দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। ব্রহ্মার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণবেরা সর্বদাই ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শন করতে চান। তারা ভগবানের সবিশেষ রূপ উপলব্ধি করার জন্য আগ্রহী—নির্বিশেষ রূপের নয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *অস্মৎকরণগোচরম্*—ভগবানের সবিশেষ রূপ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

শ্লোক ৪৬

তৈস্তৈঃ স্বেচ্ছাভূতৈ রূপৈঃ কালে কালে স্বয়ং বিভো।
কর্ম দুর্বিষহং যন্নো ভগবাংস্তৎ করোতি হি ॥ ৪৬ ॥

তৈঃ—এই প্রকার আবির্ভাবের দ্বারা; **তৈঃ**—এই প্রকার অবতারের দ্বারা; **স্ব-ইচ্ছা-ভূতৈঃ**—আপনার ইচ্ছা অনুসারে প্রকট; **রূপৈঃ**—বাস্তব রূপের দ্বারা; **কালে**

কালে— বিভিন্ন যুগে; **স্বয়ম্**— স্বয়ং; **বিভো**— হে পরমেশ্বর; **কর্ম**—কর্ম; **দুর্বিষহম্**—অসাধারণ (অন্য কেউ সেই প্রকার কর্ম করতে অক্ষম); **যৎ**—যা; **নঃ**— আমাদের; **ভগবান্**—ভগবান; **তৎ**—তা; **করোতি**—সম্পন্ন করেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতারে প্রকট হন, এবং অসাধারণ কার্য সম্পাদন করেন যা আমাদের পক্ষে করা অসম্ভব।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" অতএব, ভগবান যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ এবং অন্যান্য বহু রূপে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন যুগে অবতরণ করেন, সেটি কল্পনা নয়, তা বাস্তব সত্য। ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের অসংখ্য রূপ দর্শন করতে আগ্রহী। বলা হয়েছে যে, কেউ যেমন গণনা করতে পারে না সমুদ্রে কত তরঙ্গ রয়েছে, তেমনই ভগবানের রূপও কেউ গণনা করে শেষ করতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যে-কেউ নিজেকে ভগবানের স্বরূপ বলে ঘোষণা করতে পারে এবং তাকে অবতার বলে মনে করতে হবে। ভগবানের অবতারকে শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে স্বীকার করতে হয়। ব্রহ্মা ভগবানের অবতার বা সমস্ত অবতারের অবতারীকে দর্শন করতে আগ্রহী; তিনি কোন ভণ্ডকে দর্শন করতে আগ্রহী নন। ভগবানের অবতারকে চেনা যায় তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে। শাস্ত্রে ভগবানের যে সমস্ত অবতারের বর্ণনা রয়েছে, তাঁরা সকলেই আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করেছেন (*কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে*)। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আবির্ভূত হন এবং অপ্রকট হন, এবং ভাগ্যবান ভক্তেরাই কেবল তাঁকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করার প্রত্যাশা করতে পারে।

শ্লোক ৪৭

ক্লেশভূর্যল্পসারাণি কর্মাণি বিফলানি বা ।
দেহিনাং বিষয়ার্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি ॥ ৪৭ ॥

ক্লেশ—ক্লেশ; **ভূরি**—অত্যন্ত; **অল্প**—অতি অল্প; **সারাণি**—সুফল; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **বিফলানি**—নিরর্থক; **বা**—অথবা; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবদের; **বিষয়-অর্তানাম্**—যারা জড় জগৎকে ভোগ করতে অত্যন্ত আগ্রহী; **ন**—না; **তথা**—তেমন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অর্পিতম্**—অর্পিত; **ত্বয়ি**—আপনাকে।

অনুবাদ

কর্মীরা সর্বদাই তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ধন সংগ্রহে আগ্রহী, কিন্তু সেই জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এত কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তার ফল কিন্তু কখনও সন্তোষজনক হয় না। বস্তুতপক্ষে, কখনও কখনও তাদের কর্মের ফল কেবল নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয়। কিন্তু ভগবানের সেবায় নিজেদের সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, যে সমস্ত ভক্তেরা তাঁরা কঠোর পরিশ্রম না করেও যথেষ্ট ফল লাভ করতে পারেন। ভক্ত সর্বদাই তাঁর আশাতীত ফল লাভ করেন।

তাৎপর্য

আমরা দেখতে পাই যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করেছে যে সমস্ত ভক্ত, তারা কঠোর পরিশ্রম না করেই ভগবানের সেবা করার প্রচুর সুযোগ পাচ্ছে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু হয়েছিল মাত্র চল্লিশ টাকা পুঁজি নিয়ে, কিন্তু আজ এই আন্দোলনের সম্পত্তি চল্লিশ কোটি টাকারও অধিক, এবং এই ঐশ্বর্যের বিকাশ হয়েছে কেবল আট-দশ বছরের মধ্যে। কোন কর্মী কখনও এত দ্রুতগতিতে তার ব্যবসা উন্নতি করার প্রত্যাশা করতে পারে না, এবং তা ছাড়া, কর্মী যা কিছু লাভ করে তা সবই অনিত্য এবং অধিকাংশ সময়ই নৈরাশ্যজনক। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে কিন্তু সব কিছুই অনুপ্রেরণাদায়ক এবং উন্নতিশীল। কর্মীদের কাছে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন জনপ্রিয় নয়, কারণ এই আন্দোলন অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যূতক্রীড়া এবং নেশা বর্জন করার নির্দেশ দেয়। এই সমস্ত নিষেধগুলি কর্মীরা অত্যন্ত অপছন্দ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এত শত্রুর উপস্থিতিতেও, এই আন্দোলন নির্বিবাদে এগিয়ে চলেছে। ভক্তরা যদি তাঁদের মনপ্রাণ সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করে এই আন্দোলন

প্রসার করতে থাকে, তা হলে কেউই এই আন্দোলনকে রুখতে পারবে না। অবাধে এই আন্দোলন বর্ধিত হতে থাকবে। আপনারা সকলেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুন!

শ্লোক ৪৮

নাবমঃ কর্মকল্পোঽপি বিফলায়েশ্বরার্পিতঃ ।
কল্পতে পুরুষস্যৈব স হ্যাত্মা দয়িতো হিতঃ ॥ ৪৮ ॥

ন—না; **অবমঃ**—অতি অল্প, নগণ্য; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **কল্পঃ**—যথাযথভাবে সম্পাদিত; **অপি**—ও; **বিফলায়**—ব্যর্থ হয়; **ঈশ্বর-অর্পিতঃ**—ভগবানকে নিবেদন করার ফলে; **কল্পতে**—মনে করা হয়; **পুরুষস্য**—সমস্ত ব্যক্তিদের; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মা**—পরমাত্মা, পরম পিতা; **দয়িতঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **হিতঃ**—লাভজনক।

অনুবাদ

ভগবানে সমর্পিত কর্ম যদি অতি অল্প পরিমাণেও সম্পাদিত হয়, তবুও তা ব্যর্থ হয় না। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু সকলের পরম পিতা, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই প্রিয় এবং সর্বদা জীবের কল্যাণ সাধনে তৎপর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/৪০) ভগবান বলেছেন, *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—এই ধর্ম বা ভগবদ্ভক্তি এতই মহত্ত্বপূর্ণ যে, অল্প মাত্রায়ও কেউ যদি তা সম্পাদন করেন, তা হলে তিনি পরম ফল লাভ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে দেখা গেছে, অতি অল্প মাত্রায় ভগবানের সেবা সম্পাদন করে জীব মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। যেমন অজামিল তার অন্তিম সময়ে, কেবল নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে, নরকে যাওয়ার মহাবিপদ থেকে ভগবান কর্তৃক রক্ষা পেয়েছিল। অজামিল যখন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিল তখন সে জ্ঞাতসারে তা করেনি; প্রকৃতপক্ষে সে তার কনিষ্ঠ পুত্র, যার নাম ছিল নারায়ণ, তাকে ডেকেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীনারায়ণ তার সেই নাম গ্রহণকে ঐকান্তিক বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার ফলে অজামিল অন্তে নারায়ণ-স্মৃতির ফল লাভ করেছিল। কেউ যদি কোন না কোন মতে নারায়ণ, বিষ্ণু অথবা রামনাম জীবনের শেষে স্মরণ করতে পারেন, তা

হলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অপ্রাকৃত ফল লাভ করতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ। আমরা যতক্ষণ এই জড় জগতে থাকি, ততক্ষণ আমাদের চরিতার্থ করার বহু বাসনা থাকে, কিন্তু যখন আমরা ভগবানের সংস্পর্শে আসি, তৎক্ষণাৎ আমরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণরূপে প্রসন্ন হই, ঠিক যেমন একটি শিশু তার মায়ের কোলে পূর্ণরূপে প্রসন্ন থাকে। ধ্রুব মহারাজ কোন জড়-জাগতিক ফল লাভের জন্য তপস্যা করার উদ্দেশ্যে বনে গিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "আমি কোন বর চাই না। আমি সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ হয়েছি।" কেউ যদি ভগবানের সেবা করার জন্য কোন জড়-জাগতিক সুবিধা চানও, তা হলেও তিনি অনায়াসে তা প্রাপ্ত হতে পারেন। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০) কারও যদি জড় বাসনা থেকেও থাকে, ভগবানকে সেবা করার ফলে নিঃসন্দেহে তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ হবে।

শ্লোক ৪৯

যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্মূলাবসেচনম্ ।
এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্বেষামাত্মনশ্চ হি ॥ ৪৯ ॥

যথা—যেমন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **স্কন্ধ**—স্কন্ধের; **শাখানাম্**—এবং শাখার; **তরোঃ**—বৃক্ষের; **মূল**—মূলে; **অবসেচনম্**—জল সিঞ্চন করার ফলে; **এবম্**—এইভাবে; **আরাধনম্**—আরাধনা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **সর্বেষাম্**—সকলের; **আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **চ**—ও; **হি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

বৃক্ষের মূলে জল সেচন করলে যেমন বৃক্ষের স্কন্ধ এবং শাখা আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়, তেমনই, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবা করলে সকলেরই সেবা করা হয়, কারণ ভগবান সকলের পরমাত্মা।

তাৎপর্য

পদ্ম পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

"সমস্ত আরাধনার মধ্যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং তার থেকেও শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের আরাধনা করা।" জড় ভোগের প্রতি আসক্ত বহু ব্যক্তি রয়েছে, যারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে (*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ*)। যেহেতু মানুষের জড় বাসনা ব্যর্থ হয়, তাই মানুষ বিভিন্ন ফলের আশায় শিব, ব্রহ্মা, কালী, দুর্গা, গণেশ, সূর্য আদি দেবতাদের পূজা করে। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার ফলে, এই সমস্ত ফল একই সঙ্গে লাভ করা যায়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/৩১/১৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

"বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করা হলে তার স্কন্ধ, শাখা ইত্যাদি সঞ্জীবিত হয়, এবং উদরে আহার্যদ্রব্য প্রদান করলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়, তেমনই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা হলে, ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ দেবতারাও আপনা থেকেই তৃপ্ত হন।" কৃষ্ণভাবনামৃত কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আন্দোলন নয়। পক্ষান্তরে, তা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদি নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি এই আন্দোলনে যোগদান করতে পারেন। কেউ যদি বিষ্ণুতত্ত্বের মূল শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করার শিক্ষা লাভ করেন, তা হলে তিনি সর্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করে পূর্ণরূপে প্রসন্ন হতে পারেন।

শ্লোক ৫০

নমস্তুভ্যমনন্তায় দুর্বিতর্ক্যাত্মকর্মণে ।
নির্গুণায় গুণেশায় সত্ত্বস্থায় চ সাম্প্রতম্ ॥ ৫০ ॥

নমঃ—নমস্কার; **তুভ্যম্**—হে ভগবান, আপনাকে; **অনন্তায়**—যিনি কালের তিন অবস্থা (অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ)-এর অতীত নিত্য বর্তমান; **দুর্বিতর্ক্য-আত্ম-**

কর্মণে—অচিন্ত্য কার্যকলাপ অনুষ্ঠানকারী আপনাকে; **নির্গুণায়**—যিনি সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; **গুণ-ঈশায়**—আপনাকে, যিনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা; **সত্ত্ব-স্থায়**—সত্ত্বগুণের অনুকূল আপনাকে; **চ**—ও; **সাম্প্রতম্**—সম্প্রতি।

অনুবাদ

হে ভগবান! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সীমার ঊর্ধ্বে নিত্য বর্তমান আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনার কার্যকলাপ অচিন্ত্য, আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা, এবং সমস্ত জড় গুণের অতীত হওয়ার ফলে আপনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা হলেও আপনি সত্ত্বগুণের অনুকূল। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা ব্যক্ত জড় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ*—ভগবান সর্বদাই জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের অতীত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। ভগবান এই তিন গুণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপে সত্ত্বগুণের নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং রজ ও তমোগুণের ভার ব্রহ্মা ও শিবের উপর অর্পণ করেন। চরমে কিন্তু তিনিই তিন গুণের নিয়ন্তা। ব্রহ্মা তাঁর মহিমা ব্যক্ত করে বলেছেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেহেতু সত্ত্বগুণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, তাই দেবতাদের বাসনা সফল হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। দেবতারা তমোগুণাচ্ছন্ন অসুরদের দ্বারা বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু এখন যেহেতু সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়েছে, তাই দেবতাদের বাসনা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ হবে। দেবতারা উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন, তবুও তাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। তাই ভগবানকে এখানে *অনন্তায়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মা যদিও অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত, তবুও তিনি ভগবানের অনন্ত জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ভগবানের কাছে দেবতাদের সুরক্ষা প্রার্থনা' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবতা এবং অসুরদের সন্ধি

দেবতারা প্রার্থনা করলে ভগবান কিভাবে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের উপদেশ অনুসারে দেবতারা সমুদ্র মন্থনের উদ্দেশ্যে অসুরদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন।

দেবতাদের স্তবে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর দিব্য অঙ্গজ্যোতিতে দেবতাদের দৃষ্টি প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রথমে তাঁরা তাঁর শরীরের কোন অংশ দেখতে পাননি। তারপর ব্রহ্মা ভগবানকে নিরীক্ষণ করে মহেশের সঙ্গে ভগবানের স্তব করতে আরম্ভ করেন।

ব্রহ্মা বলেছিলেন—"ভগবান জন্ম এবং মৃত্যুর অতীত হওয়ার ফলে নিত্য। তাঁর কোন জড় গুণ নেই। তা সত্ত্বেও তিনি অসংখ্য দিব্য গুণাবলীর সমুদ্র। তিনি সূক্ষ্মতম থেকে সূক্ষ্মতর, তিনি অদৃশ্য এবং তাঁর রূপ অচিন্ত্য। তিনি সমস্ত দেবতাদের পূজনীয়। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তাঁর রূপে বিরাজ করে, এবং তিনি কখনই এই ব্রহ্মাণ্ডের কাল, স্থান অথবা পরিস্থিতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন নন। তিনিই প্রধান। যদিও তিনি জড় সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্ত, তবুও মায়াবাদীদের সর্বেশ্বরবাদের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা সমগ্র জড় জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অচিন্ত্য দিব্য স্থিতির প্রভাবে তিনি সর্বদাই জড়া প্রকৃতির ঈশ্বর। ভগবান তাঁর বিবিধ রূপে সর্বদাই জড় জগতের মধ্যেও বিরাজমান, কিন্তু জড় গুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* প্রদত্ত তাঁর উপদেশের মাধ্যমেই কেবল তাঁকে জানা যায়।" *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) বলা হয়েছে—*দদামি বুদ্ধিযোগং তম্*। বুদ্ধিযোগ-এর অর্থ ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে জানা যায়।

শিব এবং ব্রহ্মার স্তবে ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন। তখন তিনি সমস্ত দেবতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন। দেবতাদের উপদেশ দিয়ে অজিত ভগবান বলেছিলেন অসুরদের সঙ্গে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে সন্ধি স্থাপন করে, দেবতা এবং অসুরেরা

মিলিতভাবে যেন সমুদ্র মন্থন করে। সেই মন্থনকার্যে নাগরাজ বাসুকি হবেন রজ্জু এবং মন্দর পর্বত হবে মন্থনদণ্ড। সমুদ্র মন্থনের ফলে যে বিষ উত্থিত হবে তা শিব গ্রহণ করবেন, এবং তাই ভয়ের কোন কারণ নেই। সমুদ্র মন্থনের ফলে অন্য বহু আকর্ষণীয় বস্তু উৎপন্ন হবে, কিন্তু ভগবান দেবতাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন সেই সমস্ত বস্তুর দ্বারা মোহিত না হন এবং যদি কোন উপদ্রব হয়, তা হলেও যেন তাঁরা ক্রুদ্ধ না হন। এইভাবে দেবতাদের উপদেশ দিয়ে ভগবান সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করে দেবতারা দৈত্যরাজ বলি মহারাজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। তখন দেবতা এবং দানব উভয়েই মন্দর পর্বত নিয়ে সমুদ্র অভিমুখে গমন করেছিলেন। সেই পর্বতের গুরুভারবশত দেবতা এবং দানবেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এবং তাঁদের কারও কারও মৃত্যু হয়। তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে সেখানে আবির্ভূত হন, এবং কৃপাপূর্বক সেই সমস্ত মৃত দেবতা এবং অসুরদের পুনরুজ্জীবিত করেন। ভগবান তখন এক হাতে সেই পর্বত উত্তোলন করে গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করেন, এবং সেই পর্বতের উপর বসেন। গরুড় তখন তাঁকে সমুদ্র মন্থনের স্থানে নিয়ে যান, এবং সমুদ্রের মাঝখানে সেই পর্বতকে স্থাপন করেন। ভগবান তখন গরুড়কে সেই স্থান ত্যাগ করতে বলেন, কারণ গরুড় সেখানে উপস্থিত থাকলে বাসুকি সেখানে আসবেন না।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং স্তুতঃ সুরগণৈর্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
তেষামাবিরভূদ্ রাজন্ সহস্রার্কোদয়দ্যুতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **স্তুতঃ**—স্তবের দ্বারা পূজিত হয়ে; **সুর-গণৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ**—সমস্ত অমঙ্গল যিনি দূর করেন; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **তেষাম্**—ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের সম্মুখে; **আবিরভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সহস্র**—হাজার হাজার; **অর্ক**—সূর্যের; **উদয়**—উদয়ের মতো; **দ্যুতিঃ**—অঙ্গজ্যোতি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবান শ্রীহরি এইভাবে দেবতা এবং ব্রহ্মার দ্বারা তাঁদের স্তবের মাধ্যমে পূজিত হয়ে, তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অঙ্গজ্যোতি হাজার হাজার সূর্যের উদয়ের মতো উজ্জ্বল।

শ্লোক ২

তেনৈব সহসা সর্বে দেবাঃ প্রতিহতেক্ষণাঃ ।
নাপশ্যন্ খং দিশঃ ক্ষৌণীমাত্মানং চ কুতো বিভুম্ ॥ ২ ॥

তেন এব—সেই কারণে; **সহসা**—সহসা; **সর্বে**—সমস্ত; **দেবাঃ**—দেবতারা; **প্রতিহত-ঈক্ষণাঃ**—তাঁদের দৃষ্টি প্রতিহত হওয়ায়; **ন**—না; **অপশ্যন্**—দর্শন করেছিলেন; **খম্**—আকাশ; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **ক্ষৌণীম্**—পৃথিবী; **আত্মানম্ চ**—তাঁরা সকলে; **কুতঃ**—এবং দর্শন করার প্রশ্ন কোথায়; **বিভুম্**— ভগবানকে।

অনুবাদ

ভগবানের সেই অঙ্গজ্যোতির ছটায় দেবতাদের দৃষ্টি প্রতিহত হয়েছিল। তাই তাঁরা আকাশ, দিকসমূহ, পৃথিবী, এমন কি নিজেদেরও দেখতে সমর্থ হলেন না, অতএব তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত ভগবানকে দর্শন করবেন কি করে?

শ্লোক ৩-৭

বিরিঞ্চো ভগবান্ দৃষ্টা সহ শর্বেণ তাং তনুম্ ।
স্বচ্ছাং মরকতশ্যামাং কঞ্জগর্ভারুণেক্ষণাম্ ॥ ৩ ॥
তপ্তহেমাবদাতেন লসৎকৌশেয়বাসসা ।
প্রসন্নচারুসর্বাঙ্গীং সুমুখীং সুন্দরভ্রুবম্ ॥ ৪ ॥
মহামণিকিরীটেন কেয়ূরাভ্যাং চ ভূষিতাম্ ।
কর্ণাভরণনির্ভাতকপোলশ্রীমুখাম্বুজাম্ ॥ ৫ ॥

কাঞ্চীকলাপবলয়হারনূপুরশোভিতাম্ ।
কৌস্তুভাভরণাং লক্ষ্মীং বিভ্রতীং বনমালিনীম্ ॥ ৬ ॥
সুদর্শনাদিভিঃ স্বাস্ত্রৈর্মূর্তিমদ্ভিরুপাসিতাম্ ।
তুষ্টাব দেবপ্রবরঃ সশর্বঃ পুরুষং পরম্ ।
সর্বামরগণৈঃ সাকং সর্বাঙ্গৈরবনিং গতৈঃ ॥ ৭ ॥

বিরিঞ্চঃ—ব্রহ্মা; **ভগবান্**—তাঁর শক্তিশালী স্থিতির জন্য যাঁকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়; **দৃষ্টা**—দর্শন করে; **সহ**—সঙ্গে; **শর্বেণ**—শিব; **তাম্**—ভগবানকে; **তনুম্**—তাঁর দিব্য রূপ; **স্বচ্ছাম্**—জড় কলুষ রহিত; **মরকত-শ্যামাম্**—মরকত মণির দ্যুতির মতো যাঁর অঙ্গকান্তি; **কঞ্জ-গর্ভ-অরুণ-ঈক্ষণাম্**—পদ্মের গর্ভের মতো রক্তিম যাঁর চক্ষু; **তপ্ত-হেম-অবদাতেন**—তপ্তকাঞ্চনের মতো যাঁর অঙ্গকান্তি; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **কৌশেয়-বাসসা**—পীত রেশমের বস্ত্র পরিহিত; **প্রসন্ন-চারু-সর্ব-অঙ্গীম্**—যাঁর দেহের সমস্ত অঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর; **সুমুখীম্**—হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল যুক্ত; **সুন্দর-ভ্রুবম্**—যাঁর ভ্রূ অত্যন্ত সুন্দর; **মহা-মণি-কিরীটেন**—বহুমূল্য মণিখচিত মুকুট পরিহিত; **কেয়ূরাভ্যাম্ চ ভূষিতাম্**—সর্ব প্রকার অলঙ্কারে ভূষিত; **কর্ণ-আভরণ-নির্ভাত**—তাঁর কর্ণের মণির কিরণে উদ্ভাসিত; **কপোল**—কপোল; **শ্রীমুখ-অম্বুজাম্**—যাঁর সুন্দর মুখকমল; **কাঞ্চী-কলাপ-বলয়**—কোমরে কাঞ্চী এবং হাতে বলয় আদি অলঙ্কার; **হার-নূপুর**—বক্ষে হার এবং চরণে নূপুর; **শোভিতাম্**—সুশোভিত; **কৌস্তুভ-আভরণাম্**—কৌস্তুভ মণির দ্বারা অলঙ্কৃত যাঁর বক্ষ; **লক্ষ্মীম্**—লক্ষ্মীদেবীকে; **বিভ্রতীম্**—দোদুল্যমান; **বন-মালিনীম্**—ফুলমালায় ভূষিত; **সুদর্শন-আদিভিঃ**—সুদর্শন চক্র আদি ধারণ করে; **স্ব-অস্ত্রৈঃ**—তাঁর অস্ত্র সহ; **মূর্তিমদ্ভিঃ**—তাঁর আদি স্বরূপে; **উপাসিতাম্**—পূজিত হয়ে; **তুষ্টাব**—প্রসন্ন; **দেব-প্রবরঃ**—প্রধান দেবতা; **স-শর্বঃ**—শিব সহ; **পুরুষম্ পরম্**—পরম পুরুষ; **সর্ব-অমর-গণৈঃ**—সমস্ত দেবতাগণ সহ; **সাকম্**—সহ; **সর্ব-অঙ্গৈঃ**—দেহের সমস্ত অঙ্গ সহ; **অবনিম্**—ভূমির উপর; **গতৈঃ**—প্রণত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শিব সহ ব্রহ্মা ভগবানের নির্মল সৌন্দর্য দর্শন করেছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি মরকত মণির মতো শ্যামবর্ণ, তাঁর চক্ষু পদ্মগর্ভের মতো অরুণবর্ণ, তাঁর রেশমের বসন তপ্তকাঞ্চনের মতো পীতবর্ণ এবং তাঁর সারা শরীর অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। তাঁরা তাঁর প্রসন্ন ও মনোহর হাসি, সুন্দর পদ্মমুখশ্রী এবং বহু মূল্যবান মণিখচিত

মুকুট দর্শন করেছিলেন। ভগবানের ভ্রূযুগল অত্যন্ত মনোহর, এবং তাঁর কপোলদ্বয় কর্ণকুণ্ডলের দ্বারা বিভূষিত। ব্রহ্মা এবং শিব দেখেছিলেন ভগবানের কোমরে কাঞ্চী, হস্তে বলয়, বক্ষে হার এবং চরণে নূপুর। তিনি ফুলমালায় ভূষিত, তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছে এবং তিনি বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবীকে ধারণ করেছেন। তিনি সুদর্শন চক্র, গদা আদি স্বীয় অস্ত্রে সজ্জিত। শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানকে দর্শনপূর্বক তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তখন ভূমিতে নিপতিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীব্রহ্মোবাচ
অজাতজন্মস্থিতিসংযমায়া-
গুণায় নির্বাণসুখার্ণবায় ।
অণোরণিম্নেঽপরিগণ্যধাম্নে
মহানুভাবায় নমো নমস্তে ॥ ৮ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **অজাত-জন্ম-স্থিতি-সংযমায়**—যাঁর কখনও জন্ম হয় না, কিন্তু বিবিধ রূপে যাঁর অবতরণের কখনও নিবৃত্তিও হয় না, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; **অগুণায়**—জড় প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা যিনি কখনও প্রভাবিত হন না; **নির্বাণ-সুখ-অর্ণবায়**—নিত্য আনন্দের সমুদ্রকে; **অণোঃ অণিম্নে**—সূক্ষ্মতম থেকেও সূক্ষ্মতর; **অপরিগণ্য-ধাম্নে**—যাঁর দৈহিক রূপ কখনই জড় কল্পনার দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না; **মহা-অনুভাবায়**—যাঁর অস্তিত্ব অচিন্ত্য; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **নমঃ**—পুনরায় প্রণতি নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—আপনি যদিও অজ তবুও অবতাররূপে আপনার আবির্ভাব এবং তিরোভাবের কখনও নিবৃত্তি হয় না। আপনি সর্বদাই জড় প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত, এবং আপনি চিন্ময় আনন্দের সমুদ্র সদৃশ। আপনার অপ্রাকৃত শাশ্বত রূপ সূক্ষ্মতম থেকেও সূক্ষ্মতর। সেই অচিন্ত্য আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৬) ভগবান বলেছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

"যদিও আমি অজ এবং আমার চিন্ময় শরীরের কখনও ক্ষয় হয় না, এবং যদিও আমি সমস্ত চেতন জীবের ঈশ্বর, তবুও আমি প্রত্যেক যুগে আমার আদি চিন্ময় রূপে প্রকাশিত হই।" *ভগবদ্গীতার* পরবর্তী শ্লোকে (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" ভগবান অজ হলেও কৃষ্ণ, রাম আদি বিভিন্ন রূপে তিনি অবিরতভাবে অবতরণ করেন। যেহেতু তাঁর অবতার নিত্য, তাই এই সমস্ত অবতারে তিনি যে সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন তাও নিত্য। ভগবানকে সাধারণ মানুষের মতো কর্মের প্রভাবে অবতরণ করতে বাধ্য হতে হয় না। মানুষের বোঝা উচিত যে, ভগবানের শরীর এবং কার্যকলাপ জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে দিব্য। এই সমস্ত লীলা ভগবানের নিকট চিন্ময় আনন্দস্বরূপ। *অপরিগণ্যধাম্নে* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন অবতারে ভগবানের আবির্ভাবের কোনও অন্ত নেই। ভগবানের এই সমস্ত অবতার সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়।

শ্লোক ৯

রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং
শ্রেয়োঽর্থিভির্বৈদিকতান্ত্রিকেণ ।
যোগেন ধাতঃ সহ নস্ত্রিলোকান্
পশ্যাম্যমুষ্মিন্নু হ বিশ্বমূর্তৌ ॥ ৯ ॥

রূপম্—রূপ; **তব**—আপনার; **এতৎ**—এই; **পুরুষ-ঋষভ**—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; **ইজ্যম্**—পূজনীয়; **শ্রেয়ঃ**—চরম মঙ্গল; **অর্থিভিঃ**—বাসনাকারী ব্যক্তিদের দ্বারা; **বৈদিক**—

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে; **তান্ত্রিকেণ**—নারদ-পঞ্চরাত্র আদি তন্ত্রের অনুগামীদের দ্বারা উপলব্ধ; **যোগেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **ধাতঃ**—হে পরম পরিচালক; **সহ**—সঙ্গে; **নঃ**—আমরা (দেবতারা); **ত্রি-লোকান্**—ত্রিলোক নিয়ন্ত্রণ করে; **পশ্যামি**—আমরা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করি; **অমুষ্মিন্**—আপনাতে; **উ**—ও; **হ**—সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত; **বিশ্ব-মূর্তৌ**—বিশ্ব যাঁর মূর্তি সেই আপনাতে।

অনুবাদ

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিধাতা, শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিরা বৈদিক তন্ত্র অনুসারে সর্বদা আপনার এই মূর্তির পূজা করেন। হে প্রভু, আমরা আপনার মধ্যে সমগ্র ত্রিভুবন দর্শন করতে পারি।

তাৎপর্য

বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে—*যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*। ভক্তেরা যখন ধ্যানের দ্বারা অথবা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করেন, তখন তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু সম্বন্ধে অবগত হন। বস্তুতপক্ষে, তাঁদের কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। ভগবানকে দর্শন করেছেন যে ভক্ত, তাঁর কাছে এই জড় জগতের সব কিছু পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

> *তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।*
> *উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥*

"সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" ব্রহ্মা হচ্ছেন এমনই একজন তত্ত্বদ্রষ্টা মহাজন (*স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ*)। তাই ব্রহ্মার থেকে যে পরম্পরা তা স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য, এবং তখন পূর্ণরূপে ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এখানে *বিশ্বমূর্তৌ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের রূপে সব কিছুই বিরাজ করে। যে ব্যক্তি তাঁর পূজা করতে সমর্থ, তিনি তাঁর মধ্যে প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁকে দর্শন করতে পারেন।

শ্লোক ১০

ত্বয্যগ্র আসীৎ ত্বয়ি মধ্য আসীৎ
ত্বয্যন্ত আসীদিদমাত্মতন্ত্রে ।
ত্বমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং
ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ ॥ ১০ ॥

ত্বয়ি—আপনাতে (ভগবান); **অগ্রে**—আদিতে; **আসীৎ**—ছিল; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **মধ্যে**—মধ্যে; **আসীৎ**—ছিল; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **অন্তে**—অন্তে; **আসীৎ**—ছিল; **ইদম্**—এই জগৎ; **আত্ম-তন্ত্রে**—সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীনে; **ত্বম্**—আপনি; **আদিঃ**—আদি; **অন্তঃ**—অন্ত; **জগতঃ**—জগতের; **অস্য**—এই; **মধ্যম্**—মধ্য; **ঘটস্য**—ঘটের; **মৃৎস্না ইব**—মাটির মতো; **পরঃ**—চিন্ময়; **পরস্মাৎ**—প্রধান হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

হে ভগবান্, আপনি পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আপনার থেকে এই জড় জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, আপনাকে আশ্রয় করেই তা বিরাজ করে এবং চরমে তা আপনাতেই লীন হয়ে যায়। আপনিই সব কিছুর আদি, মধ্য এবং অন্ত, ঠিক যেমন মাটি হচ্ছে ঘটের কারণ ও আশ্রয় এবং অবশেষে সেই ঘট ভেঙ্গে গেলে তা আবার মাটিতেই মিশে যায়।

শ্লোক ১১

ত্বং মায়য়াত্মাশ্রয়য়া স্বয়েদং
নির্মায় বিশ্বং তদনুপ্রবিষ্টঃ ।
পশ্যন্তি যুক্তা মনসা মনীষিণো
গুণব্যবায়েঽপ্যগুণং বিপশ্চিতঃ ॥ ১১ ॥

ত্বম্—আপনি; **মায়য়া**—আপনার নিত্য শক্তির দ্বারা; **আত্ম-আশ্রয়য়া**—যার অস্তিত্ব আপনার আশ্রয়ের অধীন; **স্বয়া**—আপনার থেকে উদ্ভূত; **ইদম্**—এই; **নির্মায়**—সৃষ্টির জন্য; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **তৎ**—তাতে; **অনুপ্রবিষ্টঃ**—আপনি প্রবেশ করেন; **পশ্যন্তি**—তাঁরা দর্শন করে; **যুক্তাঃ**—যাঁরা আপনার সংস্পর্শে রয়েছে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **মনীষিণঃ**—উন্নত চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণের;

ব্যবায়ে—রূপান্তরে; **অপি**—যদিও; **অগুণম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের স্পর্শরহিত; **বিপশ্চিতঃ**—যাঁরা শাস্ত্রতত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি আপনাতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং আপনি অন্য কারও সাহায্য গ্রহণ করেন না। আপনার নিজের শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রবেশ করেছেন। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁরা পূর্ণরূপে শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত, এবং যাঁরা ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা সমস্ত জড় কলুষ থেকে নির্মল হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের শুদ্ধ অন্তঃকরণে দর্শন করতে পারেন যে, যদিও আপনি জড় গুণের রূপান্তরের ভিতর অবস্থান করেন, তবুও আপনি জড়া প্রকৃতির স্পর্শরহিত।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/১০) ভগবান বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।" জড়া প্রকৃতি সমগ্র জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারকার্য সম্পাদন করেন ভগবানের নির্দেশ অনুসারে, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণ তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টিকারী তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে *মম মায়া* বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ এই মায়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। যাঁরা পূর্ণরূপে বৈদিক জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় উন্নত, তাঁরাই কেবল সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্লোক ১২

যথাগ্নিমেধস্যমৃতং চ গোষু
ভুব্যন্নমম্বুদ্যমনে চ বৃত্তিম্ ।
যোগৈর্মনুষ্যা অধিযন্তি হি ত্বাং
গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বদন্তি ॥ ১২ ॥

যথা—যেমন; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **এধসি**—কাষ্ঠে; **অমৃতম্**—অমৃততুল্য দুগ্ধ; **চ**—এবং; **গোষু**—গাভী থেকে; **ভুবি**—ভূমিতে; **অন্নম্**—অন্ন; **অম্বু**—জল; **উদ্যমনে**—উদ্যোগে; **চ**—ও; **বৃত্তিম্**—জীবিকা; **যোগৈঃ**—ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা; **মনুষ্যাঃ**—মানুষেরা; **অধিযন্তি**—প্রাপ্ত হয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ত্বাম্**—আপনি; **গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণে; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **কবয়ঃ**—মহাপুরুষেরা; **বদন্তি**—বলেন।

অনুবাদ

যেভাবে কাষ্ঠ থেকে অগ্নি, গাভী থেকে দুগ্ধ, ভূমি থেকে অন্ন ও জল, এবং উদ্যোগ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হয়, তেমনই ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা এই জড় জগতেও আপনার অনুগ্রহ লাভ করা যায় অথবা বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সেই কথা বলে গেছেন।

তাৎপর্য

ভগবান যদিও নির্গুণ, এবং যদিও তিনি এই জগতে অবস্থান করেন না, তবুও সমগ্র জড় জগৎ তাঁর দ্বারা ব্যাপ্ত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *ময়া ততমিদং সর্বম্* । জড় জগৎ ভগবানেরই শক্তির বিস্তার, এবং সমগ্র জগৎ তাঁকে আশ্রয় করেই বিরাজ করে (*মৎস্থানি সর্বভূতানি*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান এখানে অবস্থান করেন না (*ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ*)। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভক্তিযোগের অনুশীলনের মাধ্যমে ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। পূর্বজন্মে অভ্যাস না করলে সাধারণত ভক্তিযোগের অনুশীলন শুরু করা যায় না। অধিকন্তু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলেই কেবল ভক্তিযোগ শুরু করা যায়। *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ*।

ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারাই কেবল ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হওয়া এবং তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায় (*প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি*)। অন্য কোন উপায়ে, অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান অথবা যোগের দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা যায় না। শ্রীগুরুর নির্দেশনায় ভক্তিযোগের অনুশীলন করা অবশ্য কর্তব্য (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্*)। তখন, এই জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও, ভগবান যদিও এখানে প্রত্যক্ষ নন, তবুও ভক্ত তাঁকে দর্শন করতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*), এবং *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে (*ভক্ত্যাহমেকয়া*

গ্রাহ্যঃ)। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদিও অভক্তদের পক্ষে তাঁকে দেখা অথবা বোঝা সম্ভব নয়।

এই শ্লোকে ভক্তিযোগের অনুশীলনের তুলনা করা হয়েছে কয়েকটি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের সঙ্গে। ঘর্ষণের ফলে কাষ্ঠ থেকে অগ্নি উৎপন্ন করা যায়, ভূমি খনন করার ফলে অন্ন এবং জল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং গাভী দোহন করার ফলে অমৃততুল্য দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুধপান করলে অবশ্য অমৃত-পানের মতো অমরত্ব লাভ করা যায় না, তবে তার ফলে নিশ্চিতভাবে আয়ু বৃদ্ধি হয়। আধুনিক সভ্যতায় মানুষ দুধের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, এবং তাই তারা দীর্ঘকাল বাঁচে না। যদিও এই যুগে মানুষের আয়ু একশ বছর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের আয়ু হ্রাস পেয়েছে, কারণ তারা প্রচুর পরিমাণে দুধপান করে না। এটিই কলিযুগের লক্ষণ। কলিযুগে দুধপানের পরিবর্তে মানুষ পশুহত্যা করে সেই পশুর মাংস আহার করাই শ্রেয় বলে মনে করে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান গোরক্ষার উপদেশ দিয়েছেন। গোপালন করা উচিত, গাভী থেকে দুগ্ধ দোহন করা উচিত, এবং সেই দুগ্ধ থেকে বিভিন্নভাবে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা উচিত। যথেষ্ট পরিমাণে দুধ পান করা উচিত, এবং তার ফলে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি হয়, মস্তিষ্ক উর্বর হয়, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন সম্ভব হয় এবং চরমে ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়। মাটি খনন করে যেমন অন্ন এবং জল প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তেমনই গোপালন করে গাভী থেকে অমৃততুল্য দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

এই যুগের মানুষেরা বিলাসবহুল জীবন-যাপনের জন্য যান্ত্রিক উন্নতির ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে যে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়, সেই অনুষ্ঠানে তারা আগ্রহী নয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ*। আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাবে মানুষ জানে না যে, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। দুর্ভাগ্যবশত জীবনের সেই লক্ষ্য বিস্মৃত হওয়ার ফলে, তারা নৈরাশ্যের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করে (*মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ*)। তথাকথিত বৈশ্য বা ব্যবসায়ীরা বড় বড় কলকারখানা তৈরি করে বিশাল উদ্যোগে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু তারা অন্ন এবং দুগ্ধ উৎপাদনে আগ্রহী নয়। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে মরুভূমিতেও মাটি খনন করে জল পাওয়া যায় এবং অন্ন উৎপাদন করা যায়। আমরা যখন অন্ন এবং শাক-সবজি উৎপাদন করি, তখন আমরা অনায়াসে গোরক্ষা করতে পারি। গোরক্ষার ফলে গাভী থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পাওয়া যায়; এবং দুধ, অন্ন ও শাক-সবজির সমন্বয়ে শত শত অমৃততুল্য আহার্য উৎপাদন করা যায়। আমরা

মহা আনন্দে সেই খাদ্য আহার করতে পারি এবং তার ফলে শিল্পোদ্যোগ ও বেকারত্ব পরিহার করতে পারি।

কৃষিকার্য এবং গোরক্ষা পাপমুক্ত হওয়ার পন্থা এবং তার ফলে মানুষ ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। যারা পাপী, তারা ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) বলা হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।" এই কলিযুগের অধিকাংশ মানুষই পাপী, অল্পায়ু, দুর্ভাগা এবং উপদ্রুত (*মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দাভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ*)। তাদের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"এই কলহ এবং কপটতার যুগে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।"

শ্লোক ১৩

তং ত্বাং বয়ং নাথ সমুজ্জিহানং
সরোজনাভাতিচিরেপ্সিতার্থম্ ।
দৃষ্ট্বা গতা নির্বৃতমদ্য সর্বে
গজা দবার্তা ইব গাঙ্গমম্ভঃ ॥ ১৩ ॥

তম্—হে ভগবান; **ত্বাম্**—আপনি; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **নাথ**—হে প্রভু; **সমুজ্জিহানম্**—এখন সমস্ত মহিমা সহকারে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত; **সরোজ-নাভ**—হে পদ্মনাভ ভগবান; **অতি-চির**—দীর্ঘকাল; **ঈপ্সিত**—বাসনা করে; **অর্থম্**—জীবনের চরম উদ্দেশ্যের জন্য; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **গতাঃ**—আমাদের দৃষ্টিতে; **নির্বৃতম্**—চিন্ময় সুখ; **অদ্য**—আজ; **সর্বে**—আমরা সকলে; **গজাঃ**—হস্তী; **দব-অর্তাঃ**—দাবাগ্নি-দগ্ধ; **ইব**—সদৃশ; **গাঙ্গম্ অম্ভঃ**—গঙ্গার জল।

অনুবাদ

দাবাগ্নি পীড়িত হস্তীগণ যেমন গঙ্গার জল প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত সুখী হয়, তেমনই, হে পদ্মনাভ ভগবান, যেহেতু এখন আপনি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই আমরা দিব্য আনন্দ অনুভব করছি। আমরা দীর্ঘকাল ধরে আপনার দর্শনের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম, কিন্তু এখন আপনাকে দর্শন করে আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানকে দর্শন করার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকেন, কিন্তু তাঁরা কখনও দাবি করেন না যে, ভগবান তাঁদের সম্মুখে এসে তাঁদের দর্শন দান করুন। কারণ শুদ্ধ ভক্তরা এই ধরনের দাবিকে ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল বলে মনে করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* সেই শিক্ষা দিয়েছেন। *অদর্শনান্ মর্মহতাং করোতু বা।* ভক্তরা সর্বদাই ভগবানকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল থাকেন, কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরেও যদি তাঁরা তাঁকে দর্শন করতে না পারেন, তবুও তাঁরা কখনও ভগবানকে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আদেশ করেন না। এটিই শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। তাই এই শ্লোকে *অতিচিরেপ্সিতার্থম্* শব্দটির উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ভক্ত দীর্ঘকাল ভগবানের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন। ভগবান যদি নিজের সুখের জন্য ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তা হলে ভক্ত অবশ্যই অত্যন্ত সুখী হন। ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন ভগবানের কাছে কোন বর প্রত্যাশা করার কোন বাসনা তাঁর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে দর্শন করে ধ্রুব মহারাজ এতই প্রসন্ন হয়েছিলেন যে তিনি ভগবানের কাছে কোন বর প্রার্থনা করেননি (*স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*)। শুদ্ধ ভক্ত ভগবানকে দর্শন করতে না পারলেও সর্বদাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন, এবং আশা করেন যে, কোন না কোন সময়ে ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হবেন যাতে তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

স ত্বং বিধৎস্বাখিললোকপালা
বয়ং যদর্থাস্তব পাদমূলম্ ।
সমাগতাস্তে বহিরন্তরাত্মন্
কিং বান্যবিজ্ঞাপ্যমশেষসাক্ষিণঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—তা; **ত্বম্**—আপনি; **বিধৎস্ব**—দয়া করে যা প্রয়োজন করুন; **অখিল-লোক-পালাঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের লোকপালগণ; **বয়ম্**—আমরা; **যৎ**—যা; **অর্থাঃ**—উদ্দেশ্য; **তব**—আপনার; **পাদ-মূলম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **সমাগতাঃ**—আমরা উপস্থিত হয়েছি; **তে**—আপনাকে; **বহিঃ-অন্তঃ-আত্মন্**—সকলের পরমাত্মা, বাহিরে এবং অন্তরে নিরন্তর সাক্ষী; **কিম্**—কি; **বা**—অথবা; **অন্য-বিজ্ঞাপ্যম্**—আমাদের বলার আছে; **অশেষ-সাক্ষিণঃ**—সব কিছুর সাক্ষী এবং জ্ঞাতা।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের লোকপাল সমস্ত দেবতাগণ আপনার শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছি। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এখানে এসেছি, তা আপনি দয়া করে চরিতার্থ করুন। আপনি অন্তরে এবং বাইরে সব কিছুর সাক্ষী। আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই, এবং তাই আপনাকে পুনরায় বলার কোন প্রয়োজন নেই।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৩/৩) উল্লেখ করা হয়েছে—*ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*। জীবাত্মারা তাদের নিজেদের দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শরীরের ক্ষেত্রজ্ঞ। যেহেতু তিনি সকলেরই শরীরের সাক্ষী তাই তাঁর অজ্ঞাত কিছুই নেই। তিনি জানেন আমাদের কি প্রয়োজন। তাই আমাদের কর্তব্য, শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে, নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। শ্রীকৃষ্ণ তা হলে কৃপা করে, আমাদের ভক্তি সম্পাদনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই সরবরাহ করবেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমাদের কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করতে হবে। তা হলে আমরা না চাইলেও, আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা সবই শ্রীকৃষ্ণ সরবরাহ করবেন।

শ্লোক ১৫

অহং গিরিত্রশ্চ সুরাদয়ো যে
দক্ষাদয়োঽগ্নেরিব কেতবস্তে ।
কিং বা বিদামেশ পৃথগ্বিভাতা
বিধৎস্ব শং নো দ্বিজদেবমন্ত্রম্ ॥ ১৫ ॥

অহম্—আমি (ব্রহ্মা); **গিরিত্রঃ**—গিরিশ (শিব); **চ**—ও; **সুর-আদয়ঃ**—সমস্ত দেবতাগণ; **যে**—আমরা যেমন; **দক্ষ-আদয়ঃ**—মহারাজ দক্ষ প্রভৃতি; **অগ্নেঃ**—অগ্নির; **ইব**—সদৃশ; **কেতবঃ**—স্ফুলিঙ্গ; **তে**—আপনার; **কিম্**—কি; **বা**—অথবা; **বিদাম**—আমরা বুঝতে পারি; **ঈশ**—হে ভগবান; **পৃথক্-বিভাতাঃ**—আপনার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে; **বিধৎস্ব**—দয়া করে আপনি আমাদের প্রদান করুন; **শম্**—সৌভাগ্য; **নঃ**—আমরা; **দ্বিজ-দেব-মন্ত্রম্**—ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের মুক্তির উপযুক্ত উপায়।

অনুবাদ

আমি (ব্রহ্মা), শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণ ও দক্ষ আদি প্রজাপতিগণ অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো আপনার থেকে প্রকাশিত। যেহেতু আমরা আপনার অংশ, তাই আমাদের মঙ্গল সম্বন্ধে আমরা কি বুঝতে পারি? হে ভগবান, দয়া করে ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের উপযুক্ত মুক্তির উপায় আপনি আমাদের প্রদান করুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *দ্বিজদেবমন্ত্রম্* শব্দটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। *মন্ত্র* শব্দটির অর্থ 'যা জড় জগৎ থেকে উদ্ধার করে'। দ্বিজ এবং দেবতারাই কেবল ভগবানের উপদেশে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবান যা কিছু বলেন তাই মন্ত্র, এবং তা বদ্ধ জীবকে মনোধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। বদ্ধ জীবেরা জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত (*মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*)। এই সংগ্রাম থেকে মুক্ত হওয়াই জীবনের পরম শ্রেয়, কিন্তু ভগবানের কাছ থেকে মন্ত্র প্রাপ্ত না হলে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। আদি মন্ত্র হচ্ছে গায়ত্রী মন্ত্র। তাই, সংস্কারের পর মানুষ যখন ব্রাহ্মণ (*দ্বিজ*) হওয়ার যোগ্য হয়, তখন তাকে গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়। কেবল গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার ফলে মানুষ উদ্ধার লাভ করতে পারে। এই মন্ত্র কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদেরই উপযুক্ত। কলিযুগে আমরা সকলেই এক বিষম পরিস্থিতিতে পতিত হয়েছি, যে জন্য আমাদের উপযুক্ত মন্ত্রের প্রয়োজন, এবং তা এই কলিযুগের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারে। তাই ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দান করেছেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"এই কলহ এবং কপটতার যুগে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের পবিত্র

নাম কীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।" *শিক্ষাষ্টকে* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্*—"শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের পরম বিজয় হোক!" হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র ভগবান স্বয়ং কীর্তন করেছেন, যিনি আমাদের উদ্ধার লাভের জন্য এই মন্ত্র প্রদান করেছেন।

সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা কোন মনগড়া পন্থা উদ্ভাবন করতে পারি না। এখানে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাগণ, এবং দক্ষ আদি প্রজাপতিগণকে ভগবানের উপস্থিতিতে জ্যোতির্ময় স্ফুলিঙ্গের মতো বলা হয়েছে, ঠিক যেমন স্ফুলিঙ্গ বৃহৎ অগ্নিপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ। স্ফুলিঙ্গগুলি যতক্ষণ আগুনের সংস্পর্শে থাকে, ততক্ষণ তাদের অগ্নিময় অস্তিত্ব বজায় থাকে। তেমনই, আমাদের ভগবানের সংস্পর্শে থেকে ভক্তি সহকারে নিরন্তর ভগবানের সেবা করা উচিত, কারণ তা হলে আমরাও উজ্জ্বল এবং জ্যোতির্ময় থাকব। ভগবানের সেবা থেকে পতিত হওয়া মাত্রই আমাদের ঔজ্জ্বল্য এবং প্রভা তৎক্ষণাৎ হারিয়ে যায়, অথবা অন্তত কিছু সময়ের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। স্ফুলিঙ্গ সদৃশ জীব যখন অগ্নি সদৃশ ভগবান থেকে বিচ্যুত হয়ে জড় জগতে পতিত হয়, তখন তাকে অবশ্যই ভগবানের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দান করে গেছেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে, আমরা এই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারব।

শ্লোক ১৬

শ্রীশুক উবাচ

এবং বিরিঞ্চাদিভিরীড়িতস্তদ্
বিজ্ঞায় তেষাং হৃদয়ং যথৈব ।
জগাদ জীমূতগভীরয়া গিরা
বদ্ধাঞ্জলীন্ সংবৃতসর্বকারকান্ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **বিরিঞ্চ-আদিভিঃ**—ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা; **ঈড়িতঃ**—পূজিত হয়ে; **তৎ বিজ্ঞায়**—অভিপ্রায় জেনে; **তেষাম্**—তাঁদের; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **যথা**—যেমন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **জগাদ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **জীমূত-গভীরয়া**—মেঘগম্ভীর স্বরে; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা;

বদ্ধাঞ্জলীন্—যে সমস্ত দেবতারা করজোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের; **সংবৃত**—সংযত; **সর্ব**—সমস্ত; **কারকান্**—ইন্দ্রিয়ের।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ব্রহ্মা আদি দেবতারা যখন এইভাবে ভগবানের স্তব করলেন, তখন ভগবান তাঁদের অভিপ্রায় জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি মেঘগম্ভীর বাক্যে বদ্ধাঞ্জলি এবং সংযত-ইন্দ্রিয় দেবতাদের বললেন।

শ্লোক ১৭

এক এবেশ্বরস্তস্মিন্ সুরকার্যে সুরেশ্বরঃ ।
বিহর্তুকামস্তানাহ সমুদ্রোন্মথনাদিভিঃ ॥ ১৭ ॥

একঃ—একলা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **তস্মিন্**—তাতে; **সুর-কার্যে**—দেবতাদের কার্যে; **সুর-ঈশ্বরঃ**—দেবতাদের ঈশ্বর ভগবান; **বিহর্তু**—লীলা-বিলাসের জন্য; **কামঃ**—বাসনা করে; **তান্**—দেবতাদের; **আহ**—বলেছিলেন; **সমুদ্র-উন্মথন-আদিভিঃ**—সমুদ্রমন্থন আদির দ্বারা।

অনুবাদ

যদিও দেবতাদের ঈশ্বর ভগবান একাই দেবতাদের কার্যকলাপ সম্পন্ন করতে সমর্থ ছিলেন, তবুও, সমুদ্রমন্থন লীলা উপভোগ করার ইচ্ছা করে তিনি তাঁদের বলেছিলেন।

শ্লোক ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত ব্রহ্মন্নহো শম্ভো হে দেবা মম ভাষিতম্ ।
শৃণুতাবহিতাঃ সর্বে শ্রেয়ো বঃ স্যাদ্ যথা সুরাঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **হন্ত**—তাঁদের সম্বোধন করে; **ব্রহ্মন্ অহো**—হে ব্রহ্মা; **শম্ভো**—হে শম্ভু; **হে**—হে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **মম**—আমার; **ভাষিতম্**—বাণী; **শৃণুত**—শ্রবণ কর; **অবহিতাঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **সর্বে**—তোমরা সকলে; **শ্রেয়ঃ**—সৌভাগ্য; **বঃ**—তোমাদের সকলের; **স্যাৎ**—হবে; **যথা**—যেমন; **সুরাঃ**—দেবতাদের জন্য।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে ব্রহ্মা, হে শিব, হে দেবতাগণ, গভীর মনোযোগ সহকারে আমার বাক্য শ্রবণ কর, কারণ আমি যা বলছি তার ফলে তোমাদের শ্রেয় লাভ হবে।

শ্লোক ১৯

যাত দানবদৈতেয়ৈস্তাবৎ সন্ধির্বিধীয়তাম্ ।
কালেনানুগৃহীতৈস্তৈর্যাবদ্ বো ভব আত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

যাত—সম্পাদন কর; **দানব**—দানব; **দৈতেয়ৈঃ**—এবং দৈত্যগণ সহ; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **সন্ধিঃ**—সন্ধি; **বিধিয়তাম্**—সম্পন্ন কর; **কালেন**—অনুকূল সময়ের দ্বারা (অথবা **কাব্যেন**—শুক্রাচার্যের দ্বারা); **অনুগৃহীতৈঃ**—আশীর্বাদ প্রাপ্ত; **তৈঃ**—তাদের সঙ্গে; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **বঃ**—তোমরা; **ভবঃ**—সৌভাগ্য; **আত্মনঃ**—তোমাদের।

অনুবাদ

যতক্ষণ তোমাদের সমৃদ্ধি না হয়, ততক্ষণ তোমরা কালের দ্বারা অনুগৃহীত দৈত্য এবং দানবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের একটি শব্দের দুটি পাঠ রয়েছে—*কালেন* এবং *কাব্যেন*। *কালেন* শব্দটির অর্থ 'কালের দ্বারা অনুগৃহীত' এবং *কাব্যেন* শব্দটির অর্থ 'শুক্রাচার্যের দ্বারা অনুগৃহীত', কারণ শুক্রাচার্য দৈত্যদের গুরু। দৈত্য এবং দানবেরা উভয় দিক দিয়েই অনুগৃহীত হয়েছিল, এবং তাই ভগবান দেবতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁদের অনুকূল সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত দৈত্য এবং দানবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে।

শ্লোক ২০

অরয়োঽপি হি সন্ধেয়াঃ সতি কার্যার্থগৌরবে ।
অহিমূষিকবদ্ দেবা হ্যর্থস্য পদবীং গতৈঃ ॥ ২০ ॥

অরয়ঃ—শত্রুগণ; **অপি**—যদিও; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সন্ধেয়াঃ**—সন্ধি স্থাপনে যোগ্য; **সতি**—এই প্রকার হয়ে; **কার্য-অর্থ-গৌরবে**—গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য; **অহি**—সর্প; **মূষিক**—ইঁদুর; **বৎ**—সদৃশ; **দেবাঃ**—হে দেবতাগণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অর্থস্য**—স্বার্থের; **পদবীম্**—পদ; **গতৈঃ**—এই প্রকার হয়ে।

অনুবাদ

হে দেবতাগণ, নিজের হিতসাধন করা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেই জন্য শত্রুর সঙ্গেও সন্ধি স্থাপন করতে হয়। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সর্প-মূষিক ন্যায় অনুসারে কার্য করতে হয়।

তাৎপর্য

এক সময় একটি সর্প এবং একটি মূষিক একটি বাক্সে বন্দি হয়। মূষিক যেহেতু সর্পের আহার, তাই সর্পের পক্ষে এটি একটি খুব সুন্দর সুযোগ ছিল। কিন্তু, যেহেতু উভয়েই সেই বাক্সে বন্দি হয়ে পড়েছিল, তাই সর্প সেই মূষিককে আহার করলেও সেই বাক্স থেকে মুক্ত হতে পারত না। তাই সর্প মূষিকের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা সমীচীন বলে মনে করে মূষিককে সেই বাক্সে একটি ছিদ্র তৈরি করতে বলে, যাতে তারা দুজনেই সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সর্পের অভিসন্ধি ছিল মূষিকটি ছিদ্র তৈরি করলে পর তাকে আহার করে সেই ছিদ্র দিয়ে সে বাক্স থেকে বেরিয়ে যাবে। একে বলা হয় সর্প-মূষিক ন্যায়।

শ্লোক ২১

অমৃতোৎপাদনে যত্নঃ ক্রিয়তামবিলম্বিতম্ ।
যস্য পীতস্য বৈ জন্তুর্মৃত্যুগ্রস্তোঽমরো ভবেৎ ॥ ২১ ॥

অমৃত-উৎপাদনে—অমৃত উৎপাদনের জন্য; **যত্নঃ**—প্রচেষ্টা; **ক্রিয়তাম্**—কর; **অবিলম্বিতম্**—অবিলম্বে; **যস্য**—যে অমৃতের; **পীতস্য**—পান করার ফলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **জন্তুঃ**—জীব; **মৃত্যু-গ্রস্তঃ**—আসন্ন মৃত্যুর বিপদগ্রস্ত; **অমরঃ**—অমর; **ভবেৎ**—হতে পারে।

অনুবাদ

এখনই তোমরা অমৃত উৎপাদনের চেষ্টা কর, যা পান করলে মৃত্যুগ্রস্ত জীবও অমর হয়।

শ্লোক ২২-২৩

ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরোদধৌ সর্বা বীরুত্তৃণলতৌষধীঃ ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ॥ ২২ ॥
সহায়েন ময়া দেবা নির্মন্থধ্বমতন্দ্রিতাঃ ।
ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি দৈত্যা যূয়ং ফলগ্রহাঃ ॥ ২৩ ॥

ক্ষিপ্ত্বা—নিক্ষেপ করে; **ক্ষীর-উদধৌ**—ক্ষীরসমুদ্রে; **সর্বাঃ**—সর্বপ্রকার; **বীরুৎ**—গুল্ম; **তৃণ**—তৃণ; **লতা**—লতা; **ঔষধীঃ**—এবং ওষধী; **মন্থানম্**—মন্থনদণ্ড; **মন্দরম্**—মন্দর পর্বতকে; **কৃত্বা**—করে; **নেত্রম্**—মন্থনরজ্জু; **কৃত্বা**—করে; **তু**—কিন্তু; **বাসুকিম্**—বাসুকিকে; **সহায়েন**—সহায়ক সহ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **নির্মন্থধ্বম্**—মন্থন করতে থাক; **অতন্দ্রিতাঃ**—অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে নিরলসভাবে; **ক্লেশ-ভাজঃ**—ক্লেশভাগী; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **দৈত্যাঃ**—দৈত্যগণ; **যূয়ম্**—কিন্তু তোমরা সকলে; **ফল-গ্রহাঃ**—প্রকৃত ফল লাভ করবে।

অনুবাদ

হে দেবতাগণ, ক্ষীরসমুদ্রে সর্বপ্রকার গুল্ম, তৃণ, লতা ও ওষধী নিক্ষেপ করে মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করে, আমার সাহায্যে তোমরা একাগ্রচিত্তে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন কর। তার ফলে দৈত্যরা ক্লেশভাগী হবে, কিন্তু তোমরা দেবতারা ফলভাগী হয়ে সমুদ্রোত্থিত অমৃত লাভ করবে।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, যখন দুধে সব রকম ওষধী, লতা, তৃণ এবং গুল্ম নিক্ষেপ করে সেই দুধ মন্থন করা হয়, তখন দুধের সঙ্গে ওষধী, লতা, গুল্মের মিশ্রণের ফলে অমৃত লাভ করা যায়।

শ্লোক ২৪

যূয়ং তদনুমোদধ্বং যদিচ্ছন্ত্যসুরাঃ সুরাঃ ।
ন সংরম্ভেণ সিধ্যন্তি সর্বার্থাঃ সান্ত্বয়া যথা ॥ ২৪ ॥

যূয়ম্—তোমরা সকলে; **তৎ**—তা; **অনুমোদধ্বম্**—অনুমোদন করো; **যৎ**—যা কিছু; **ইচ্ছন্তি**—তারা বাসনা করে; **অসুরাঃ**—অসুরেরা; **সুরাঃ**—হে দেবতাগণ; **ন**—না;

সংরম্ভেণ—ক্রুদ্ধ হয়ে; **সিধ্যন্তি**—সফল হয়; **সর্ব-অর্থাঃ**—সমস্ত বাসনা; **সান্ত্বয়া**—শান্তিপূর্বক সম্পাদন করার ফলে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

হে দেবগণ, ধৈর্য এবং শান্তির দ্বারা সব কিছুই সিদ্ধ হয়, কিন্তু ক্রোধের দ্বারা হয় না। অতএব, অসুরেরা যা চাইবে, তোমরা তাই অনুমোদন করো।

শ্লোক ২৫

ন ভেতব্যং কালকূটাদ্ বিষাজ্জলধিসম্ভবাৎ ।
লোভঃ কার্যো ন বো জাতু রোষঃ কামস্তু বস্তুষু ॥ ২৫ ॥

ন—না; **ভেতব্যম্**—ভীত হওয়া উচিত; **কাল-কূটাৎ**—কালকূট; **বিষাৎ**—বিষ থেকে; **জলধি**—ক্ষীরসমুদ্র থেকে; **সম্ভবাৎ**—যা উৎপন্ন হবে; **লোভঃ**—লোভ; **কার্যঃ**—কার্য; **ন**—না; **বঃ**—তোমাদের; **জাতু**—কোন সময়; **রোষঃ**—ক্রোধ; **কামঃ**—কাম; **তু**—এবং; **বস্তুষু**—উৎপন্ন বস্তুতে।

অনুবাদ

সমুদ্র থেকে কালকূট নামক বিষ উৎপন্ন হবে, কিন্তু তোমরা সেই বিষকে ভয় করো না, এবং সমুদ্র মন্থনের ফলে যখন বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হবে, তখন সেগুলি লাভ করার জন্য লালায়িত হয়ো না এবং ক্রুদ্ধ হয়ো না।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, সমুদ্র মন্থনের ফলে ক্ষীরসমুদ্র থেকে বিষ, বহু মূল্যবান মণিরত্ন, অমৃত এবং বহু সুন্দরী রমণী উৎপন্ন হবে। কিন্তু ভগবান দেবতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, মণিরত্ন অথবা সুন্দরী রমণীর প্রতি লোভাতুর না হয়ে ধৈর্য সহকারে অমৃতের জন্য প্রতীক্ষা করতে। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অমৃত লাভ করা।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ইতি দেবান্ সমাদিশ্য ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।
তেষামন্তর্দধে রাজন্ স্বচ্ছন্দগতিরীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **দেবান্**—সমস্ত দেবতারা; **সমাদিশ্য**—উপদেশ দিয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরুষ-উত্তমঃ**—পুরুষশ্রেষ্ঠ; **তেষাম্**—তাঁদের থেকে; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **স্বচ্ছন্দ**—মুক্ত; **গতিঃ**—যাঁর গতিবিধি; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবতাদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে, স্বচ্ছন্দগতি পুরুষোত্তম ভগবান তাঁদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হলেন।

শ্লোক ২৭

অথ তস্মৈ ভগবতে নমস্কৃত্য পিতামহঃ ।
ভবশ্চ জগ্মতুঃ স্বং স্বং ধামোপেয়ুর্বলিং সুরাঃ ॥ ২৭ ॥

অথ—তারপর; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—ভগবানকে; **নমস্কৃত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **পিতামহঃ**—ব্রহ্মা; **ভবঃ চ**—শিব; **জগ্মতুঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **স্বম্ স্বম্**—তাঁদের নিজেদের; **ধাম**—ধামে; **উপেয়ুঃ**—সমীপবর্তী হয়েছিলেন; **বলিম্**—মহারাজ বলি; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতাগণ।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা এবং শিব ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তাঁদের ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সমস্ত দেবতারা তখন বলি মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

দৃষ্ট্বারীনপ্যসংযত্তান্ জাতক্ষোভান্ স্বনায়কান্ ।
ন্যষেধদ্ দৈত্যরাট্ শ্লোক্যঃ সন্ধিবিগ্রহকালবিৎ ॥ ২৮ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অরীন্**—শত্রুদের; **অপি**—যদিও; **অসংযত্তান্**—যুদ্ধে অনুদ্যত; **জাত-ক্ষোভান্**—যারা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল; **স-নায়কান্**—তাঁর সেনাপতিদের; **ন্যষেধৎ**—

নিষেধ করেছিলেন; **দৈত্যরাট্**—দৈত্যরাজ বলি; **শ্লোক্যঃ**—অত্যন্ত সম্মানিত এবং বিখ্যাত; **সন্ধি**—সন্ধি স্থাপনের জন্য; **বিগ্রহ**—এবং যুদ্ধের জন্য; **কাল**—সময়; **বিৎ**—সম্পূর্ণরূপে অবগত।

অনুবাদ

দৈত্যদের অত্যন্ত মহান রাজা বলি কখন সন্ধি স্থাপন করতে হয় এবং কখন যুদ্ধ করতে হয়, সেই কথা খুব ভালভাবে জানতেন। তাই যদিও তাঁর সেনা নায়কেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে দেবতাদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু মহারাজ বলি দেবতাদের যুদ্ধে অনুদ্যত দেখে, তাঁর সেনানায়কদের নিষেধ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সদাচারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*গৃহে শত্রুমপি প্রাপ্তং বিশ্বস্তমকুতোভয়ম্*। গৃহে যদি শত্রুও আসে, তা হলে তাদের এমনভাবে অভ্যর্থনা করতে হবে যাতে তাদের মনে কোন ভয় না থাকে। বলি মহারাজ সন্ধি ও যুদ্ধের কলায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাই তিনি দেবতাদের অত্যন্ত আদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেছিলেন, যদিও তাঁর সেনানায়কেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময়ও এই প্রকার আচরণ দেখা গেছে। পাণ্ডব এবং কৌরবেরা দিনের বেলা সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতেন, এবং দিনান্তে তাঁরা বন্ধুর মতো পরস্পরের শিবিরে যেতেন ও মিত্রবৎ অভ্যর্থিত হতেন। এই ধরনের মৈত্রীপূর্ণ মিলনে এক শত্রু অন্য শত্রুকে তিনি যা চাইতেন তাই দিতেন। সেটিই ছিল প্রচলিত প্রথা।

শ্লোক ২৯

তে বৈরোচনিমাসীনং গুপ্তং চাসুরযূথপৈঃ ।
শ্রিয়া পরময়া জুষ্টং জিতাশেষমুপাগমন্ ॥ ২৯ ॥

তে—সেই দেবতারা; **বৈরোচনিম্**—বিরোচনপুত্র বলিরাজকে; **আসীনম্**—উপবেশন করে; **গুপ্তম্**—সুরক্ষিত; **চ**—এবং; **অসুর-যূথপৈঃ**—অসুর সেনাপতিদের দ্বারা; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **পরময়া**—পরম; **যুষ্টম্**—আশীর্বাদপুষ্ট; **জিত-অশেষম্**—যিনি সারা জগতের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **উপাগমন্**—সমীপবর্তী হয়েছিলেন।

অনুবাদ

দেবতারা বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজের সমীপে উপবেশন করেছিলেন। বলি মহারাজ তাঁর অসুর সেনাপতিদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন এবং ত্রিলোক বিজয় করার ফলে পরম ঐশ্বর্যশালী ছিলেন।

শ্লোক ৩০

মহেন্দ্রঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সান্ত্বয়িত্বা মহামতিঃ ।
অভ্যভাষত তৎ সর্বং শিক্ষিতং পুরুষোত্তমাৎ ॥ ৩০ ॥

মহা-ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; **শ্লক্ষ্ণয়া**—অত্যন্ত মৃদু; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **সান্ত্বয়িত্বা**—বলি মহারাজের প্রসন্নতা বিধান করে; **মহামতিঃ**—অত্যন্ত বুদ্ধিমান; **অভ্যভাষত**—সম্ভাষণ করেছিলেন; **তৎ**—তা; **সর্বম্**—সব কিছু; **শিক্ষিতম্**—যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পুরুষোত্তমাৎ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু থেকে।

অনুবাদ

মৃদু বাক্যের দ্বারা বলি মহারাজের প্রসন্নতা বিধান করে, মহামতি দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত সমস্ত প্রস্তাব অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

তত্ত্বরোচত দৈত্যস্য তত্রান্যে যেঽসুরাধিপাঃ ।
শম্বরোঽরিষ্টনেমিশ্চ যে চ ত্রিপুরবাসিনঃ ॥ ৩১ ॥

তৎ—সেই সমস্ত বাক্য; **তু**—কিন্তু; **অরোচত**—অত্যন্ত রুচিকর হয়েছিল; **দৈত্যস্য**—বলি মহারাজের; **তত্র**—এবং; **অন্যে**—অন্যদের; **যে**—যারা; **অসুর-অধিপাঃ**—অসুর নায়কগণ; **শম্বরঃ**—শম্বর; **অরিষ্টনেমিঃ**—অরিষ্টনেমি; **চ**—ও; **যে**—অন্য যারা; **চ**—এবং; **ত্রিপুর-বাসিনঃ**—ত্রিপুরের সমস্ত অধিবাসী।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্রের সেই প্রস্তাব বলি মহারাজ এবং তাঁর পার্ষদ শম্বর, অরিষ্টনেমি আদি ত্রিপুরবাসী সমস্ত অসুরদের রুচিকর হওয়ায়, তারা তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে রাজনীতি, কূটনীতি, প্রতারণা করার প্রবণতা, এবং এই পৃথিবীতে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক যে সমস্ত আধিপত্য বিস্তার করার প্রবণতা দেখা যায়, তা উচ্চতর লোকেও রয়েছে। দেবতারা অমৃত উৎপাদন করার প্রস্তাব নিয়ে বলি মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন। অসুরেরা তৎক্ষণাৎ এই মনে করে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যে, দেবতারা যেহেতু দুর্বল, তাই অমৃত উৎপাদনের পর অসুরেরা তাঁদের কাছ থেকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তা অনায়াসে গ্রহণ করবে। দেবতাদেরও সেই একই উদ্দেশ্য ছিল। একমাত্র পার্থক্য এই যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের পক্ষে ছিলেন, কারণ দেবতারা তাঁর ভক্ত, এবং অসুরেরা তাঁর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে দুটি পক্ষ রয়েছে—বিষ্ণুপক্ষ বা ভগবদ্ভক্তপক্ষ, এবং ভগবদ্-বিরোধী পক্ষ। ভগবদ্-বিরোধী পক্ষ কখনই সুখী বা জয়ী হতে পারে না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তপক্ষ সর্বদাই সুখী এবং বিজয়ী হয়।

শ্লোক ৩২

ততো দেবাসুরাঃ কৃত্বা সংবিদং কৃতসৌহৃদাঃ ।
উদ্যমং পরমং চক্রুরমৃতার্থে পরন্তপ ॥ ৩২ ॥

ততঃ—তারপর; **দেব-অসুরাঃ**—দেবতা এবং দানব উভয়েই; **কৃত্বা**—সম্পাদন করে; **সংবিদম্**—নির্দেশ করে; **কৃত-সৌহৃদাঃ**—তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করে; **উদ্যমম্**—উদ্যোগ; **পরমম্**—পরম; **চক্রুঃ**—তাঁরা করেছিলেন; **অমৃত-অর্থে**—অমৃত লাভের জন্য; **পরন্তপ**—হে শত্রুদমনকারী মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে শত্রুদমনকারী মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর দেবতা এবং অসুরেরা পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করেছিলেন। তারপর মহা উদ্যোগে তাঁরা ইন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে অমৃত উৎপাদনের আয়োজন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সংবিদম্* শব্দটি মহত্ত্বপূর্ণ। দেবতা এবং অসুর উভয় পক্ষই, অন্তত সাময়িকভাবে, যুদ্ধ বন্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন, এবং অমৃত উৎপাদনে ব্রতী

হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—

সংবিদ্ যুদ্ধে প্রতিজ্ঞায়ামাচারে নাম্নি তোষণে ।
সম্ভাষণে ক্রিয়াকারে সঙ্কেতজ্ঞানয়োরপি ॥

সম্বিৎ শব্দটির বিবিধ অর্থে প্রয়োগ হয়—'যুদ্ধে', 'প্রতিজ্ঞায়', 'সন্তুষ্টি বিধানে', 'সম্বোধনে', 'ব্যবহারিক কার্যে', 'সংকেত' এবং 'জ্ঞানে'।

শ্লোক ৩৩

ততস্তে মন্দরগিরিমোজসোৎপাট্য দুর্মদাঃ ।
নদন্ত উদধিং নিন্যুঃ শক্তাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ—তারপর; **তে**—সেই সমস্ত দেবতা এবং অসুরেরা; **মন্দর-গিরিম্**—মন্দর পর্বত; **ওজসা**—মহাশক্তি সহকারে; **উৎপাট্য**—উৎপাটন করে; **দুর্মদাঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দক্ষ; **নদন্ত**—সিংহনাদ করতে করতে; **উদধিম্**—সমুদ্রের দিকে; **নিন্যুঃ**—নিয়ে যাচ্ছিল; **শক্তাঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **পরিঘ-বাহবঃ**—অর্গল সদৃশ বাহু সমন্বিত।

অনুবাদ

তারপর অত্যন্ত শক্তিশালী অর্গলবাহু দেবতা এবং দানবেরা বলপূর্বক মন্দর পর্বত উৎপাটন করে সিংহনাদ করতে করতে ক্ষীরসমুদ্রে নিয়ে চলল।

শ্লোক ৩৪

দূরভারোদ্বহশ্রান্তাঃ শক্রবৈরোচনাদয়ঃ ।
অপারয়ন্তস্তং বোঢুং বিবশা বিজহুঃ পথি ॥ ৩৪ ॥

দূর—দূর থেকে; **ভার-উদ্বহ**—ভারী বোঝা বহন করার ফলে; **শ্রান্তাঃ**—পরিশ্রান্ত হয়ে; **শক্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বৈরোচন-আদয়ঃ**—এবং মহারাজ বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজ এবং অন্যরা; **অপারয়ন্তঃ**—অক্ষম হয়ে; **তম্**—সেই পর্বত; **বোঢুম্**—বহন করতে; **বিবশাঃ**—অবশ হয়ে; **বিজহুঃ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **পথি**—পথে।

অনুবাদ

বহু দূর থেকে সেই বিশাল পর্বত বহন করার ফলে, দেবরাজ ইন্দ্র, মহারাজ বলি প্রভৃতি দেবতা এবং অসুরেরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই পর্বত বহন করতে অক্ষম এবং অবশ হয়ে তাঁরা তা পথিমধ্যে পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

নিপতন্ স গিরিস্তত্র বহূনমরদানবান্ ।
চূর্ণয়ামাস মহতা ভারেণ কনকাচলঃ ॥ ৩৫ ॥

নিপতন্—পতিত হয়ে; **সঃ**—তা; **গিরিঃ**—পর্বত; **তত্র**—সেখানে; **বহূন্**—বহু; **অমর-দানবান্**—দেবতা এবং দানবগণ; **চূর্ণয়াম্ আস**—চূর্ণ করেছিল; **মহতা**—অত্যন্ত; **ভারেণ**—ভারের ফলে; **কনক-অচলঃ**—মন্দর নামক স্বর্ণপর্বত।

অনুবাদ

সেই মন্দর পর্বত স্বর্ণময় হওয়ার ফলে অত্যন্ত ভারী ছিল, এবং তা পতিত হয়ে বহু দেবতা এবং দানবদের চূর্ণ করেছিল।

তাৎপর্য

স্বর্ণ পাথরের থেকে ভারী। যেহেতু মন্দর পর্বত ছিল স্বর্ণময়, তাই তা পাথরের পর্বত থেকে অনেক ভারী ছিল, এবং দেবতা ও দানবেরা তা ক্ষীরসমুদ্রে বহন করে নিয়ে যেতে পারেনি।

শ্লোক ৩৬

তাংস্তথা ভগ্নমনসো ভগ্নবাহূরুকন্ধরান্ ।
বিজ্ঞায় ভগবাংস্তত্র বভূব গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৬ ॥

তান্—সমস্ত দেবতা এবং দানবেরা; **তথা**—তারপর; **ভগ্ন-মনসঃ**—ভগ্নমনোরথ; **ভগ্ন-বাহু**—ভগ্নবাহু; **উরু**—উরু; **কন্ধরান্**—এবং স্কন্ধ; **বিজ্ঞায়**—জেনে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **তত্র**—সেখানে; **বভূব**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **গরুড়-ধ্বজঃ**—গরুড় বাহিত হয়ে।

অনুবাদ

দেবতা এবং দানবেরা তখন ভগ্নমনোরথ হয়েছিলেন, এবং তাদের বাহু, উরু ও স্কন্ধ ভগ্ন হয়েছিল। তাই সর্বজ্ঞ ভগবান তখন গরুড়ে আরোহণ করে সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

গিরিপাতবিনিষ্পিষ্টান্ বিলোক্যামরদানবান্ ।
ঈক্ষয়া জীবয়ামাস নির্জরান্ নির্ব্রণান্ যথা ॥ ৩৭ ॥

গিরি-পাত—মন্দর পর্বতের পতনের ফলে; **বিনিষ্পিষ্টান্**—নিষ্পিষ্ট; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **অমর**—দেবতাগণ; **দানবান্**—এবং দানবগণ; **ঈক্ষয়া**—কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **জীবয়াম্ আস**—পুনর্জীবিত করেছিলেন; **নির্জরান্**—নীরোগ; **নির্ব্রণান্**—অক্ষত; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

পর্বতের পতনের ফলে অধিকাংশ দেবতা এবং দানবকে নিষ্পিষ্ট দর্শন করে ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাদের পুনর্জীবিত করেছিলেন। এইভাবে তারা শোকমুক্ত হয়েছিল, এবং তাদের দেহ অক্ষত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

গিরিং চারোপ্য গরুড়ে হস্তেনৈকেন লীলয়া ।
আরুহ্য প্রযযাবব্ধিং সুরাসুরগণৈর্বৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

গিরিম্—পর্বত; **চ**—ও; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **গরুড়ে**—গরুড়ের পৃষ্ঠে; **হস্তেন**—হস্ত দ্বারা; **একেন**—এক; **লীলয়া**—অবলীলাক্রমে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **প্রযযৌ**—তিনি গিয়েছিলেন; **অব্ধিম্**—ক্ষীরসমুদ্রে; **সুর-অসুর-গণৈঃ**—দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত।

অনুবাদ

ভগবান তখন তাঁর এক হাতের দ্বারা অনায়াসে মন্দর পর্বত উত্তোলন করে গরুড়ের পিঠে স্থাপন করেছিলেন। তারপর তিনি নিজে তার উপর আরোহণ করে, দেবতা এবং দানবগণ পরিবৃত হয়ে ক্ষীরসমুদ্রে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে পরমেশ্বর ভগবানের সর্ব-শক্তিমত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই প্রকার জীব রয়েছে—দেব এবং অসুর, এবং ভগবান তাদের উভয়েরই ঊর্ধ্বে। অসুরেরা মনে করে ঘটনাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু দেবতারা বিশ্বাস করেন যে, ভগবানের হাতের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ভগবানের শক্তিমত্তা এখানে প্রমাণিত হয়েছে, কারণ তিনি এক হাতে মন্দর পর্বত উত্তোলন করে দেবতা এবং দানবগণ সহ তা গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করেছিলেন এবং তাদের ক্ষীর সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছিলেন। যে কোন বস্তু তা যত ভারীই হোক না কেন, ভগবান যে অনায়াসে উত্তোলন করতে পারেন, তা জেনে দেবতা বা ভক্তগণ সেই ঘটনা তৎক্ষণাৎ সত্য বলে স্বীকার করে নেন। কিন্তু অসুরেরা যদিও দেবতাগণ সহ একই সঙ্গে বাহিত হয়েছিল, তবুও সেই ঘটনা শ্রবণ করে অসুরেরা বলে যে, সেটি কেবল একটি পৌরাণিক কাহিনী। কিন্তু ভগবান তো সর্বশক্তিমান, তা হলে তাঁর পক্ষে একটি পর্বত উত্তোলন করা কঠিন হবে কেন? হাজার হাজার মন্দর পর্বত সমন্বিত অগণিত গ্রহ তিনি মহাশূন্যে ভাসিয়ে রেখেছেন, তা হলে তাঁর পক্ষে একটি পর্বত উত্তোলন করা সম্ভব হবে না কেন? এটি কোন রূপকথা নয়। নাস্তিক এবং আস্তিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, আস্তিক বা ভক্তেরা বৈদিক শাস্ত্রোল্লেখিত সমস্ত ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকার করেন, কিন্তু অসুরেরা কেবল কুতর্ক করে এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকে কাল্পনিক কাহিনী বলে প্রচার করতে চায়। অসুরেরা বলতে চায় যে, এই জড় জগতে সব কিছুই ঘটছে ঘটনাক্রমে। কিন্তু দেবতা বা ভক্তরা কোন কিছুই ঘটনাক্রমে ঘটছে বলে মনে করেন না। পক্ষান্তরে, তাঁরা জানেন যে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের আয়োজন। এটিই দেবতা এবং অসুরের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩৯

অবরোপ্য গিরিং স্কন্ধাৎ সুপর্ণঃ পততাং বরঃ ।
যযৌ জলান্ত উৎসৃজ্য হরিণা স বিসর্জিতঃ ॥ ৩৯ ॥

অবরোপ্য—নামিয়ে; **গিরিম্**—পর্বত; **স্কন্ধাৎ**—তাঁর স্কন্ধ থেকে; **সুপর্ণঃ**—গরুড়; **পততাম্**—সমস্ত পক্ষীদের; **বরঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ বা সব চাইতে শক্তিশালী; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন; **জল-অন্তে**—জলে; **উৎসৃজ্য**—স্থাপন করে; **হরিণা**—ভগবানের দ্বারা; **সঃ**—তিনি (গরুড়); **বিসর্জিতঃ**—প্রস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, পক্ষীশ্রেষ্ঠ গরুড় মন্দর পর্বতকে জলের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ভগবানের আদেশ অনুসারে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান গরুড়কে সেখান থেকে চলে যেতে বলেছিলেন কারণ গরুড় সেখানে থাকলে বাসুকি, যাকে মন্থন-রজ্জুরূপে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেখানে আসত না। ভগবানের বাহন গরুড় নিরামিষাশী নন। তিনি বিশাল সর্পদের আহার করেন। বাসুকি সেই রকম এক বিশাল সর্প হওয়ার ফলে, পক্ষীরাজ গরুড়ের স্বাভাবিক খাদ্য ছিল। ভগবান বিষ্ণু তাই গরুড়কে সেই স্থান ত্যাগ করতে বলেছিলেন, যাতে মন্থন-দণ্ডস্বরূপ মন্দর পর্বত দ্বারা সমুদ্র-মন্থনের জন্য বাসুকিকে রজ্জুরূপে ব্যবহার করা যায়। এগুলি ভগবানের অদ্ভুত আয়োজন। কোন কিছুই ঘটনাক্রমে ঘটে না। মন্দর পর্বতকে একটি পাখির পিঠে নিয়ে যথাযথ স্থানে স্থাপন করা দেবতা অথবা অসুর, যে কোন ব্যক্তির পক্ষে তা দুষ্কর হতে পারে, কিন্তু ভগবানের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব, যা এই লীলায় প্রদর্শিত হয়েছে। ভগবানের পক্ষে এক হাতে মন্দর পর্বত উত্তোলন করা মোটেই কঠিন কার্য ছিল না, এবং তাঁর কৃপায় তাঁর বাহন গরুড় মন্দর পর্বত সহ সমস্ত দেবতা এবং অসুরদের বহন করেছিলেন। ভগবানের নাম যোগেশ্বর, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি যদি চান, তা হলে তিনি যে কোন বস্তুকে তুলোর থেকেও হালকা অথবা ব্রহ্মাণ্ডের থেকেও ভারী করতে পারেন। যারা ভগবানের কার্যকলাপে বিশ্বাস করে না, তারা বিশ্লেষণ করতে পারে না কিভাবে সব কিছু ঘটছে। 'আকস্মিক' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে তারা অবিশ্বাস্য সমস্ত ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। কোন কিছুই আকস্মিক নয়। সব কিছুই সম্পাদিত হচ্ছে ভগবানের দ্বারা, যে সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন করেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।* এই জগতে যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে তা সবই ঘটছে ভগবানের অধ্যক্ষতায়, কিন্তু যেহেতু অসুরেরা ভগবানের শক্তি বুঝতে পারে না, তাই যখন কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে, তখন অসুরেরা মনে করে যে, তা আকস্মিকভাবে ঘটেছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'দেবতা এবং অসুরদের সন্ধি' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তম অধ্যায়

বিষপান করে শিবের ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা

সপ্তম অধ্যায়ের সারাংশ হচ্ছে—মন্দর পর্বত ধারণ করার জন্য ভগবান কূর্মরূপে আবির্ভূত হয়ে সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করেন। সমুদ্র-মন্থনের ফলে প্রথমে কালকূট বিষ উৎপন্ন হয়। এই বিষের ভয়ে সকলে অত্যন্ত ভীত হয়, কিন্তু শিব তা পান করে সকলকে আশ্বস্ত করেন।

দেবতা এবং দানবেরা সমুদ্র-মন্থনের ফলে উৎপন্ন অমৃত সমানভাবে ভাগ করে নেবেন, এই চুক্তি করে তাঁরা মন্থন-রজ্জুরূপে বাসুকিকে নিয়ে এসেছিলেন। ভগবানের আয়োজনে অসুরেরা সর্পের অগ্রদেশ এবং দেবতারা তার পুচ্ছদেশ ধারণ করেন। তারপর তাঁরা মহা উদ্যমে মন্থনকার্য আরম্ভ করেন। যেহেতু মন্থন-দণ্ডরূপ মন্দর পর্বতটি ছিল অত্যন্ত ভারী এবং জলে তার কোন আধার ছিল না, তাই সেটি সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল। তখন দেবতা ও দানবদের পৌরুষ নষ্ট হয়েছিল। ভগবান তখন কূর্মরূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে তাঁর পিঠের উপর স্থাপন করেছিলেন। তখন মহাবেগে মন্থনকার্য শুরু হয়। মন্থনের ফলে প্রচুর পরিমাণে বিষ উৎপন্ন হয়। প্রজাপতিরা যখন দেখলেন যে, শিব ছাড়া সেই পরিস্থিতি থেকে অন্য আর কেউ তাঁদের রক্ষা করতে পারবেন না, তখন তাঁরা শিবের কাছে গিয়ে তত্ত্বপূর্ণ বাক্যের দ্বারা স্তব করেন। শিবের আর এক নাম আশুতোষ, কারণ কেউ ভক্ত হলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তাই তিনি সমুদ্র-মন্থনোত্থিত বিষ পান করতে সহজেই সম্মত হন। শিব যখন এই বিষ পান করতে সম্মত হন, তখন শিবের পত্নী দুর্গা বা ভবানী একটুও বিচলিত হননি, কারণ তিনি শিবের শক্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে শিব সম্মত হওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। তখন সেই ভয়ঙ্কর বিষ যা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, শিব তা একত্র করে হাতে নিয়ে পান করেছিলেন। সেই বিষ পানের ফলে তাঁর কণ্ঠ নীল হয়ে যায়। অল্প একটু বিষ তাঁর হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়, তা গ্রহণ করে সর্প, বৃশ্চিক, বিষাক্ত বৃক্ষ ইত্যাদি বিষধর হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তে নাগরাজমামন্ত্র্য ফলভাগেন বাসুকিম্ ।
পরিবীয় গিরৌ তস্মিন্ নেত্রমব্ধিং মুদান্বিতাঃ ।
আরেভিরে সুরাযত্তা অমৃতার্থে কুরূদ্বহ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তে**—তাঁরা সকলে (দেবতা এবং দানবেরা); **নাগ-রাজম্**—নাগরাজ; **আমন্ত্র্য**—নিমন্ত্রণ করে অথবা অনুরোধ করে; **ফল-ভাগেন**—অমৃতের অংশ প্রদান করার প্রতিশ্রুতির দ্বারা; **বাসুকিম্**—বাসুকি নামক সর্পকে; **পরিবীয়**—প্রদক্ষিণ করে; **গিরৌ**—মন্দর পর্বত; **তস্মিন্**—তাকে; **নেত্রম্**—মন্থনরজ্জু; **অব্ধিম্**—ক্ষীরসমুদ্র; **মুদান্বিতাঃ**—আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে; **আরেভিরে**—আরম্ভ করেছিলেন, **সুরাঃ**—দেবতাগণ; **যত্তাঃ**—মহা প্রয়াস সহকারে; **অমৃত-অর্থে**—অমৃত লাভের জন্য; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবতা এবং দানবেরা নাগরাজ বাসুকিকে নিমন্ত্রণ করে অমৃতের অংশ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাকে রজ্জুরূপে মন্দর পর্বতে বেষ্টন করে, মহা আনন্দে যত্ন সহকারে অমৃত উৎপাদনের জন্য ক্ষীরসাগর মন্থন করতে আরম্ভ করলেন।

শ্লোক ২

হরিঃ পুরস্তাজ্জগৃহে পূর্বং দেবাস্ততোঽভবন্ ॥ ২ ॥

হরিঃ—ভগবান অজিত; **পুরস্তাৎ**—সামনে থেকে; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **পূর্বম্**—প্রথমে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **ততঃ**—তারপর; **অভবন্**—বাসুকির অগ্রভাগ গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান অজিত প্রথমে বাসুকির সম্মুখ ভাগ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তারপর দেবতারা তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩

তন্নৈচ্ছন্ দৈত্যপতয়ো মহাপুরুষচেষ্টিতম্ ।
ন গৃহ্ণীমো বয়ং পুচ্ছমহেরঙ্গমমঙ্গলম্ ।
স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্নাঃ প্রখ্যাতা জন্মকর্মভিঃ ॥ ৩ ॥

তৎ—সেই আয়োজন; **ন ঐচ্ছন্**—অনুমোদন না করে; **দৈত্য-পতয়ঃ**—দৈত্য অধিপতিগণ; **মহাপুরুষ**—ভগবানের; **চেষ্টিতম্**—প্রয়াস; **ন**—না; **গৃহ্ণীমঃ**—গ্রহণ করব; **বয়ম্**—আমরা (দৈত্যরা); **পুচ্ছম্**—পুচ্ছ; **অহেঃ**—সর্পের; **অঙ্গম্**—শরীরের অঙ্গ; **অমঙ্গলম্**—অমঙ্গলজনক, নিকৃষ্ট; **স্বাধ্যায়**—বেদ অধ্যয়ন; **শ্রুত**—এবং বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা; **সম্পন্নাঃ**—সমন্বিত; **প্রখ্যাতাঃ**—প্রসিদ্ধ; **জন্ম-কর্মভিঃ**—জন্ম এবং কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

দৈত্য অধিপতিরা বিবেচনা করেছিল, সর্পের পুচ্ছভাগ গ্রহণ করা অমঙ্গলজনক। তাই তারা ভগবান এবং দেবতাদের দ্বারা গৃহীত সর্পের অগ্রভাগ মঙ্গলজনক এবং মহিমান্বিত বলে মনে করে তা গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এইভাবে অসুরেরা, নিজেদের বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত এবং জন্ম ও কর্মের দ্বারা বিখ্যাত বলে মনে করে প্রতিবাদ করেছিল যে, তারা সর্পের অগ্রভাগ ধারণ করবে।

তাৎপর্য

দানবেরা মনে করেছিল যে, সর্পের সম্মুখভাগ মঙ্গলজনক এবং তা ধারণ করা অধিক বীরত্বপূর্ণ। অধিকন্তু, দৈত্যরা সর্বদাই দেবতাদের বিপরীত আচরণ করে। সেটিই তাদের স্বভাব। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তা দেখতে পাই। আমরা গোরক্ষা সমর্থন করছি এবং মানুষকে অধিক দুধ পান করতে এবং দুগ্ধজাত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য আহার করতে অনুপ্রাণিত করছি, কিন্তু দৈত্যরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্য গোহত্যা করছে এবং গোমাংস আহার করছে। তারা দাবি করে যে, তারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত, যা এখানে *স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্নাঃ* শব্দটির দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনুসারে তারা বলে যে, দুধপান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং গোহত্যা করে গোমাংস আহার করা অত্যন্ত পুষ্টিকর। এই মতবিভেদ চিরকাল থাকবে। বস্তুতপক্ষে, পুরাকাল থেকেই তা চলে আসছে। লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে সেই বিরোধ ছিল। অসুরেরা,

তাদের তথাকথিত বেদ অধ্যয়নের ফলে, সর্পের অগ্রভাগ ধারণ করা শ্রেয়স্কর বলে মনে করেছিল। ভগবান সর্পের বিপজ্জনক অগ্রভাগ ধারণ করে, নিরাপদ পুচ্ছভাগ অসুরদের ধারণ করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের ফলে, অসুরেরা সর্পের অগ্রভাগ গ্রহণ করা সম্মানজনক বলে মনে করেছিল। দেবতারা যদি বিষপান করত, তা হলে দৈত্যরা স্থির করত, "আমরাও কেন সেই বিষ পান করব না এবং সেই বিষ পানের দ্বারা মহিমান্বিত মৃত্যু বরণ করব না?"

এই প্রসঙ্গে *স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্নাঃ প্রখ্যাতা জন্মকর্মভিঃ* পদটি সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে। কেউ যদি প্রকৃতপক্ষে বৈদিক জ্ঞানে উন্নত হন, শাস্ত্রসম্মত কার্য অনুষ্ঠান করার ফলে প্রসিদ্ধ হন এবং সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তা হলে তাঁকে কেন অসুর বলা হবে? তার উত্তর হচ্ছে যে, কেউ অতি উচ্চশিক্ষিত হতে পারে এবং সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সে যদি নাস্তিক হয়, সে যদি ভগবানের উপদেশ না শোনে, তা হলে সে একটি অসুর। ইতিহাসে হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস আদি বহু উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত অতি শক্তিশালী এবং বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে, যারা ভগবানকে অবজ্ঞা করার ফলে রাক্ষস বা অসুর নামে কুখ্যাতি লাভ করেছে। কেউ অত্যন্ত বিদ্বান হতে পারে, কিন্তু তার যদি কৃষ্ণভক্তি না থাকে, ভগবানের প্রতি আনুগত্য না থাকে, তা হলে সে একটি অসুর। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) ভগবান স্বয়ং বর্ণনা করেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

'মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।" *আসুরং ভাবম্* শব্দের অর্থ হচ্ছে, ভগবানের অস্তিত্ব বা ভগবানের দিব্য উপদেশ স্বীকার না করা। *ভগবদ্গীতা* স্বয়ং ভগবানের উপদেশ সমন্বিত। কিন্তু অসুরেরা সরাসরিভাবে সেই উপদেশ গ্রহণ না করে তাদের মনগড়া ভাষ্য রচনা করে এবং সকলকে বিপথে পরিচালিত করে, যার ফলে তাদের মঙ্গল হয় না এবং যারা তাদের অনুসরণ করে, তাদেরও মঙ্গল হয় না। তাই নাস্তিক অসুরদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে, নাস্তিক অসুর যদি অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিতও হয়, তবুও তাকে একজন *মূঢ়, নরাধম* এবং *মায়য়াপহৃতজ্ঞান* বলে বিবেচনা করতে হবে।

শ্লোক ৪

ইতি তূষ্ণীং স্থিতান্ দৈত্যান্ বিলোক্য পুরুষোত্তমঃ ।
স্ময়মানো বিসৃজ্যাগ্রং পুচ্ছং জগ্রাহ সামরঃ ॥ ৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **তূষ্ণীম্**—মৌনভাবে; **স্থিতান্**—অবস্থিত; **দৈত্যান্**—দৈত্যদের; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **পুরুষ-উত্তমঃ**—ভগবান; **স্ময়মানঃ**—ঈষৎ হেসে; **বিসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **অগ্রম্**—সর্পের সম্মুখভাগ; **পুচ্ছম্**—পুচ্ছদেশ; **জগ্রাহ**—গ্রহণ করেছিলেন; **স-অমরঃ**—দেবতাগণ সহ।

অনুবাদ

দেবতাদের আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করে দৈত্যেরা তখন মৌনভাব অবলম্বন করেছিল। দৈত্যদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, ভগবান ঈষৎ হেসে সর্পের সম্মুখভাগ পরিত্যাগ করে দেবতাগণ সহ বাসুকির পুচ্ছদেশ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

কৃতস্থানবিভাগাস্ত এবং কশ্যপনন্দনাঃ ।
মমন্থুঃ পরমং যত্তা অমৃতার্থং পয়োনিধিম্ ॥ ৫ ॥

কৃত—সমন্বয় সাধন করে; **স্থান-বিভাগাঃ**—কে কোন্ স্থান ধারণ করবে তা বিভাগ করে; **তে**—তাঁরা; **এবম্**—এইভাবে; **কশ্যপ-নন্দনাঃ**—কশ্যপের পুত্রগণ (দেবতা এবং দানবগণ); **মমন্থুঃ**—মন্থন করেছিলেন; **পরমম্**—মহা; **যত্তাঃ**—যত্ন সহকারে; **অমৃত-অর্থম্**—অমৃত লাভের জন্য; **পয়ঃ-নিধিম্**—ক্ষীরসমুদ্র।

অনুবাদ

কে সর্পের কোন্ অংশ ধারণ করবে তার স্থান বিভাগ করে কশ্যপের পুত্র দেবতা এবং দানবেরা মহা উদ্যম সহকারে অমৃত লাভের জন্য সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬

মথ্যমানেঽর্ণবে সোঽদ্রিরনাধারো হ্যপোঽবিশৎ ।
ধ্রিয়মাণোঽপি বলিভির্গৌরবাৎ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৬ ॥

মথ্যমানে—যখন মন্থন হচ্ছিল; **অর্ণবে**—ক্ষীরসমুদ্রে; **সঃ**—তা; **অদ্রিঃ**—পর্বত; **অনাধারঃ**—আধারবিহীন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপঃ**—জলে; **অবিশৎ**—নিমজ্জিত হয়েছিল; **ধ্রিয়মাণঃ**—ধৃত; **অপি**—সত্ত্বেও; **বলিভিঃ**—বলবান দেবতা এবং দানবদের দ্বারা; **গৌরবাৎ**—অত্যন্ত ভারী হওয়ার ফলে; **পাণ্ডু-নন্দন**—হে পাণ্ডুবংশধর মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে পাণ্ডুনন্দন, মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড করে যখন এইভাবে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করা হচ্ছিল, তখন তার কোন আধার ছিল না, এবং তাই বলিষ্ঠ দেবতা এবং দানবগণ কর্তৃক ধৃত হওয়া সত্ত্বেও, অত্যন্ত ভারী হওয়ার ফলে তা সাগরের জলে নিমজ্জিত হয়েছিল।

শ্লোক ৭

তে সুনির্বিণ্ণমনসঃ পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ ।
আসন্ স্বপৌরুষে নষ্টে দৈবেনাতিবলীয়সা ॥ ৭ ॥

তে—তাঁরা সকলে (দেবতা ও দানবগণ); **সুনির্বিণ্ণ-মনসঃ**—অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্ত; **পরিম্লান**—ম্লান; **মুখ-শ্রিয়ঃ**—মুখের সৌন্দর্য; **আসন্**—হয়েছিল; **স্ব-পৌরুষে**—তাঁদের নিজেদের বল; **নষ্টে**—বিনষ্ট হলে; **দৈবেন**—দৈব কর্তৃক; **অতি-বলীয়সা**—অত্যন্ত বলবান।

অনুবাদ

দৈব বলে পর্বত নিমজ্জিত হওয়ায়, দেবতা এবং দানবেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন, এবং তাঁদের মুখশ্রী ম্লান হয়েছিল।

শ্লোক ৮

বিলোক্য বিঘ্নেশবিধিং তদেশ্বরো
দুরন্তবীর্যোঽবিতথাভিসন্ধিঃ ।
কৃত্বা বপুঃ কচ্ছপমদ্ভুতং মহৎ
প্রবিশ্য তোয়ং গিরিমুজ্জহার ॥ ৮ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; **বিঘ্ন**—বিঘ্ন (পর্বত নিমজ্জমান); **ঈশ-বিধিম্**—দৈবের আয়োজনে; **তদা**—তখন; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **দুরন্ত-বীর্যঃ**—অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন;

অবিতথ—অচ্যুত; **অভিসন্ধিঃ**—যাঁর সঙ্কল্প; **কৃত্বা**—বিস্তার করে; **বপুঃ**—শরীর; **কচ্ছপম্**—কূর্ম; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **মহৎ**—অতি বিশাল; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **তোয়ম্**—জলে; **গিরিম্**—পর্বত (মন্দর); **উজ্জহার**—উত্তোলন করেছিলেন।

অনুবাদ

বিধিসৃষ্ট সেই পরিস্থিতি দর্শন করে, সেই অপার শক্তিশালী, সত্যসঙ্কল্প ভগবান কূর্মরূপ ধারণ করে জলে প্রবেশ করেছিলেন, এবং সেই বিশাল মন্দর পর্বতকে উত্তোলন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যে সব কিছুর পরম নিয়ন্তা এটি তার একটি প্রমাণ। আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—অসুর এবং দেবতা, কিন্তু তাঁরা কেউই পরম শক্তিশালী নন। সকলেই দেখতে পায় যে, তাঁদেরও বিধি কর্তৃক বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। অসুরেরা এই সমস্ত বিঘ্নকে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলে মনে করে, কিন্তু ভক্তরা তাদের পরম নিয়ন্তার কার্য বলে মনে করেন। তাই ভক্তরা যখন বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন, তখন তাঁরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।* ভক্তেরা বাধা-বিঘ্নকে ভগবানের ইচ্ছা এবং আশীর্বাদরূপে জেনে তা সহ্য করেন। কিন্তু অসুরেরা পরম নিয়ন্তাকে না জানার ফলে, বাধাবিঘ্নকে আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করে। এখানে অবশ্য ভগবান স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ইচ্ছাক্রমে এই বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল, এবং তাঁর ইচ্ছার দ্বারাই সেই বিঘ্ন দূর হয়। ভগবান কূর্মরূপে আবির্ভূত হয়ে সেই বিশাল পর্বত ধারণ করেছিলেন। *ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।* ভগবান সেই বিশাল পর্বতকে তাঁর পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। *কেশব ধৃতকূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে।* ভগবান বিপদের সৃষ্টি করতে পারেন এবং সেগুলি দূরও করতে পারেন। ভক্তেরা তা জানেন কিন্তু অসুরেরা তা বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৯

তমুত্থিতং বীক্ষ্য কুলাচলং পুনঃ
সমুদ্যতা নির্মথিতুং সুরাসুরাঃ ।
দধার পৃষ্ঠেন স লক্ষযোজন-
প্রস্তারিণা দ্বীপ ইবাপরো মহান্ ॥ ৯ ॥

তম্—সেই পর্বত; **উত্থিতম্**—উত্থিত; **বীক্ষ্য**—দেখে; **কুলাচলম্**—মন্দর পর্বত; **পুনঃ**—পুনরায়; **সমুদ্যতাঃ**—উৎসাহিত; **নির্মথিতুম্**—ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করতে; **সুর-অসুরাঃ**—দেবতা এবং দানবেরা; **দধার**—বহন করেছিল; **পৃষ্ঠেন**—পৃষ্ঠের দ্বারা; **সঃ**—ভগবান; **লক্ষ-যোজন**—এক লক্ষ যোজন (আট লক্ষ মাইল); **প্রস্তারিণা**—বিস্তৃত; **দ্বীপঃ**—এক বিশাল দ্বীপ; **ইব**—সদৃশ; **অপরঃ**—অন্য; **মহান্**—বিশাল।

অনুবাদ

দেবতা এবং দানবেরা মন্দর পর্বতকে উত্থিত দেখে পুনরায় মন্থন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ভগবান এক লক্ষ যোজন বিস্তৃত একটি বিশাল দ্বীপের মতো তাঁর পৃষ্ঠে সেই পর্বত ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০

সুরাসুরেন্দ্রৈর্ভুজবীর্যবেপিতং
পরিভ্রমন্তং গিরিমঙ্গ পৃষ্ঠতঃ ।
বিভ্রৎ তদাবর্তনমাদিকচ্ছপো
মেনেঽঙ্গকণ্ডূয়নমপ্রমেয়ঃ ॥ ১০ ॥

সুর-অসুর-ইন্দ্রৈঃ—দেবতা এবং অসুর নায়কদের দ্বারা; **ভুজ-বীর্য**—তাঁদের বাহুবলের দ্বারা; **বেপিতম্**—কম্পিত; **পরিভ্রমন্তম্**—আবর্তন; **গিরিম্**—পর্বত; **অঙ্গ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পৃষ্ঠতঃ**—তাঁর পৃষ্ঠে; **বিভ্রৎ**—বহন করেছিলেন; **তৎ**—তার; **আবর্তনম্**—আবর্তন; **আদি-কচ্ছপঃ**—আদি কূর্মের; **মেনে**—বিবেচনা করেছিলেন; **অঙ্গ-কণ্ডূয়নম্**—অঙ্গে সুখকর কণ্ডূয়ন; **অপ্রমেয়ঃ**—অসীম।

অনুবাদ

হে রাজন্, যখন দেবতা এবং দানবেরা তাঁদের বাহুবলের দ্বারা সেই অদ্ভুত কূর্মের পৃষ্ঠে ধৃত মন্দর পর্বতকে ঘূর্ণিত করছিলেন, তখন সেই কূর্ম সেই পর্বতের আবর্তনকে তাঁর অঙ্গ-কণ্ডূয়নের মতো সুখকর বলে মনে করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বদাই অসীম। যদিও তিনি কূর্মরূপে তাঁর পৃষ্ঠে বিশালতম মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন, তবুও তিনি কোন অসুবিধা অনুভব করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি আপাতদৃষ্টিতে একটু চুলকানি অনুভব করেছিলেন, এবং মন্দর পর্বতের আবর্তন তাঁর কাছে সুখকর বলে মনে হয়েছিল।

শ্লোক ১১

তথাসুরানাবিশদাসুরেণ
রূপেণ তেষাং বলবীর্যমীরয়ন্ ।
উদ্দীপয়ন্ দেবগণাংশ্চ বিষ্ণু-
র্দৈবেন নাগেন্দ্রমবোধরূপঃ ॥ ১১ ॥

তথা—তারপর; **অসুরান্**—অসুরদের; **আবিশৎ**—প্রবিষ্ট হয়েছিলেন; **আসুরেন**—রজোগুণের দ্বারা; **রূপেণ**—এই রূপে; **তেষাম্**—তাঁদের; **বল-বীর্যম্**—বল এবং বীর্য; **ঈরয়ন্**—বর্ধিত করে; **উদ্দীপয়ন্**—অনুপ্রাণিত করে; **দেব-গণান্**—দেবতাদের; **চ**—ও; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **দৈবেন**—সত্ত্বরূপের দ্বারা; **নাগেন্দ্রম্**—নাগরাজ বাসুকিকে; **অবোধ-রূপঃ**—তমোগুণের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁদের অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং বলবীর্য বৃদ্ধি করার জন্য অসুরদের মধ্যে রজোগুণরূপে, দেবতাদের মধ্যে সত্ত্বগুণরূপে এবং বাসুকিতে তমোগুণরূপে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে প্রত্যেকেই গুণের অধীন। মন্দর পর্বত মন্থনে তিনটি বিভিন্ন দল ছিল। দেবতারা ছিলেন সত্ত্বগুণে, অসুরেরা ছিল রজোগুণে এবং বাসুকি ছিল তমোগুণে। যেহেতু তাঁরা সকলেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন (বাসুকি তো মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল), তাই তাঁদের সমুদ্র-মন্থনের কার্য করে যাওয়ার জন্য বিষ্ণু তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

উপর্যগেন্দ্রং গিরিরাড়িবান্য
আক্রম্য হস্তেন সহস্রবাহুঃ ।
তস্থৌ দিবি ব্রহ্মভবেন্দ্রমুখৈ-
রভিষ্টুবদ্ভিঃ সুমনোঽভিবৃষ্টঃ ॥ ১২ ॥

উপরি—উপরে; **অগেন্দ্রম্**—বিশাল পর্বত; **গিরি-রাট্**—পর্বতের রাজা; **ইব**—সদৃশ; **অন্যঃ**—অন্য; **আক্রম্য**—ধরে; **হস্তেন**—হস্তের দ্বারা; **সহস্র-বাহুঃ**—হাজার হাজার বাহু প্রদর্শন করে; **তস্থৌ**—অবস্থিত; **দিবি**—আকাশে; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মা; **ভব**—শিব; **ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **মুখ্যৈঃ**—প্রমুখ; **অভিষ্টুবদ্ভিঃ**—ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন; **সুমনঃ**—ফুলের দ্বারা; **অভিবৃষ্টঃ**—বৃষ্টির দ্বারা।

অনুবাদ

হাজার হাজার বাহু সমন্বিত হয়ে, ভগবান তখন মন্দর পর্বতের উপর আর একটি বিশাল পর্বতের মতো প্রকাশিত হলেন এবং এক হস্তের দ্বারা মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন। স্বর্গলোকে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা এবং শিব ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মন্দর পর্বতকে যখন উভয় দিক থেকে আকর্ষণ করা হচ্ছিল, তখন পর্বতের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ভগবান আর একটি বিশাল পর্বতের মতো সেই পর্বতের শিখরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইন্দ্র আদি দেবতারা তখন তাঁদের কায়ব্যূহ বিস্তার করে ব্রহ্মা, শিব সহ ভগবানের উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

উপর্যধশ্চাত্মনি গোত্রনেত্রয়োঃ
পরেণ তে প্রাবিশতা সমেধিতাঃ ।
মমন্থুরব্ধিং তরসা মদোৎকটা
মহাদ্রিণা ক্ষোভিতনক্রচক্রম্ ॥ ১৩ ॥

উপরি—উপরিভাগে; **অধঃ চ**—এবং অধঃদেশে; **আত্মনি**—অসুর এবং দেবতাদের; **গোত্র-নেত্রয়োঃ**—পর্বত ও বন্ধনরজ্জু বাসুকিকে; **পরেণ**—ভগবান; **তে**—তাঁরা; **প্রাবিশতা**—তাঁদের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে; **সমেধিতাঃ**—অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ; **মমন্থু**—মন্থন করেছিলেন; **অব্ধিম্**—ক্ষীরসমুদ্র; **তরসা**—মহাবল সহকারে; **মদ-উৎকটাঃ**—মদোন্মত্ত হয়ে; **মহা-অদ্রিণা**—বিশাল মন্দর পর্বত দ্বারা; **ক্ষোভিত**—ক্ষুব্ধ; **নক্র-চক্রম্**—জলের সমস্ত কুমিরদের।

অনুবাদ

পর্বতের উপরিভাগে ও অধঃদেশে বিরাজমান এবং দেবতা, দৈত্য, বাসুকি ও পর্বতের মধ্যেও প্রবিষ্ট ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, দেবতা ও দানবেরা অমৃতের জন্য উন্মত্তের মতো কার্য করতে লাগলেন। দেবতা এবং অসুরদের বলের দ্বারা ক্ষীরসমুদ্র এতই ক্ষোভিত হয়েছিল যে, জলের সমস্ত কুমিরেরা তখন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্রের মন্থনকার্য এইভাবে চলতে লাগল।

শ্লোক ১৪

অহীন্দ্রসাহস্রকঠোরদৃঙ্‌মুখ-
শ্বাসাগ্নিধূমাহতবর্চসোঽসুরাঃ ।
পৌলোমকালেয়বলীল্বলাদয়ো
দাবাগ্নিদগ্ধাঃ সরলা ইবাভবন্ ॥ ১৪ ॥

অহীন্দ্র—নাগরাজের; **সাহস্র**—হাজার হাজার; **কঠোর**—অত্যন্ত কঠিন; **দৃক্**—সমস্ত দিক; **মুখ**—মুখের দ্বারা; **শ্বাস**—নিঃশ্বাস মিশ্রিত; **অগ্নি**—অগ্নি; **ধূম**—ধূম্র; **আহত**—প্রভাবিত হয়ে; **বর্চসঃ**—কিরণের দ্বারা; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **পৌলোম**—পৌলোম; **কালেয়**—কালেয়; **বলি**—বলি; **ইল্বল**—ইল্বল; **আদয়ঃ**—প্রমুখ; **দব-অগ্নি**—দাবানল; **দগ্ধাঃ**—দগ্ধ; **সরলাঃ**—সরল বৃক্ষ; **ইব**—সদৃশ; **অভবন্**—হয়েছিল।

অনুবাদ

বাসুকির সহস্র নেত্র এবং মুখ ছিল। সেই মুখ থেকে তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধূম এবং অগ্নি নির্গত হচ্ছিল, যা পৌলোম, কালেয়, বলি, ইল্বল আদি অসুরদের প্রভাবিত করেছিল। তারা তখন দাবানল-দগ্ধ সরল বৃক্ষের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল।

শ্লোক ১৫

দেবাংশ্চ তচ্ছ্বাসশিখাহতপ্রভান্
ধূম্রাম্বরস্রগ্বরকঞ্চুকাননান্ ।
সমভ্যবর্ষন্ ভগবদ্বশা ঘনা
ববুঃ সমুদ্রোর্ম্যুপগূঢ়বায়বঃ ॥ ১৫ ॥

দেবান্—দেবতাগণ; **চ**—ও; **তৎ**—বাসুকির; **শ্বাস**—নিঃশ্বাস থেকে; **শিখা**—অগ্নিশিখার দ্বারা; **হত**—প্রভাবিত হয়ে; **প্রভান্**—তাঁদের অঙ্গপ্রভা; **ধূম্র**—ধূম; **অম্বর**—বস্ত্র; **স্রক্-বর**—শ্রেষ্ঠ মালা; **কঞ্চুক**—অলঙ্কার; **আননান্**—এবং মুখ; **সমভ্যবর্ষন্**—যথেষ্ট পরিমাণে বর্ষিত হয়েছিল; **ভগবৎ-বশাঃ**—ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে; **ঘনাঃ**—মেঘ; **ববুঃ**—প্রবাহিত হয়েছিল; **সমুদ্র**—ক্ষীরসমুদ্রের; **ঊর্মি**—তরঙ্গ থেকে; **উপগূঢ়**—জলকণা বহন করে; **বায়বঃ**—বায়ু।

অনুবাদ

দেবতারাও বাসুকির অগ্নিশিখাময় নিঃশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন—তাঁদের দেহের প্রভা মলিন হয়েছিল, এবং তাঁদের বস্ত্র, মালা, অস্ত্র এবং মুখ ধূমের দ্বারা কালিমায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় দেবতাদের স্বস্তি প্রদানের জন্য সমুদ্রের উপরে মেঘ আবির্ভূত হয়ে মুষলধারায় বারি বর্ষণ করতে থাকে, এবং সমুদ্র-তরঙ্গের জলকণা বহন করে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে।

শ্লোক ১৬

মথ্যমানাৎ তথা সিন্ধোর্দেবাসুরবরূথপৈঃ ।
যদা সুধা ন জায়েত নির্মমন্থাজিতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

মথ্যমানাৎ—যথেষ্টভাবে মথিত হয়ে; **তথা**—এইভাবে; **সিন্ধোঃ**—ক্ষীরসমুদ্র থেকে; **দেব**—দেবতাদের; **অসুর**—এবং অসুরদের; **বরূথ-পৈঃ**—শ্রেষ্ঠতমের দ্বারা; **যদা**—যখন; **সুধা**—অমৃত; **ন জায়েত**—উৎপন্ন হল না; **নির্মমন্থ**—মন্থন করেছিলেন; **অজিতঃ**—ভগবান অজিত; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা এত প্রয়াস সত্ত্বেও যখন ক্ষীরসমুদ্র থেকে অমৃত উৎপন্ন হল না, তখন ভগবান অজিত স্বয়ং সমুদ্র মন্থন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১৭

মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ কর্ণবিদ্যোতবিদ্যু-
ন্মূর্ধ্নিভ্রাজদ্বিলুলিতকচঃ স্রগ্ধরো রক্তনেত্রঃ ।
জৈত্রৈর্দোর্ভির্জগদভয়দৈর্দন্দশূকং গৃহীত্বা
মথ্নন্ মথ্না প্রতিগিরিরিবাশোভতাথো ধৃতাদ্রিঃ ॥ ১৭ ॥

মেঘ-শ্যামঃ—মেঘের মতো শ্যামবর্ণ; **কনক-পরিধিঃ**—পীত বসন পরিহিত; **কর্ণ**—কানে; **বিদ্যোত-বিদ্যুৎ**—যাঁর কর্ণকুণ্ডল বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **ভ্রাজৎ**—দীপ্তিশীল; **বিলুলিত**—আলুলায়িত; **কচঃ**—কেশ; **স্রক্-ধরঃ**—ফুলমালা শোভিত; **রক্ত-নেত্রঃ**—আরক্তিম নেত্র; **জৈত্রৈঃ**—বিজয়সূচক; **দোর্ভিঃ**—বাহু সমন্বিত; **জগৎ**—জগৎ; **অভয়-দৈঃ**—অভয়প্রদ; **দন্দশূকম্**—সর্প (বাসুকি); **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **মথ্নন্**—মন্থন করে; **মথ্না**—মন্দর পর্বতরূপ মন্থনদণ্ডের দ্বারা; **প্রতিগিরিঃ**—অন্য আর একটি পর্বত; **ইব**—সদৃশ; **অশোভত**—তিনি শোভা পাচ্ছিলেন; **অথো**—তখন; **ধৃত-অদ্রিঃ**—পর্বত ধারণ করে।

অনুবাদ

মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, পীতবাস, কর্ণে বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল, আলুলায়িত কেশ, বনমালী এবং কমলনয়ন ভগবান জগতের অভয়প্রদ বাহুসমূহের দ্বারা বাসুকিকে গ্রহণপূর্বক মন্দর পর্বত ধারণ করে মন্থন করতে শুরু করেছিলেন। তখন তিনি ইন্দ্রনীল পর্বতের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১৮

নির্মথ্যমানাদুদধেরভূদ্বিষং
মহোল্বণং হালহলাহ্বমগ্রতঃ ।
সংভ্রান্তমীনোন্মকরাহিকচ্ছপাৎ
তিমিদ্বিপগ্রাহতিমিঙ্গিলাকুলাৎ ॥ ১৮ ॥

নির্মথ্যমানাৎ—যখন মন্থনকার্য চলছিল; **উদধেঃ**—সমুদ্র থেকে; **অভূৎ**—হয়েছিল; **বিষম্**—বিষ; **মহা-উল্বণম্**—অতি ভীষণ; **হালহল-আহ্বম্**—হালহল নামক; **অগ্রতঃ**—প্রথমে; **সম্ভ্রান্ত**—বিক্ষুব্ধ হয়ে ইতস্তত গতিশীল; **মীন**—বিভিন্ন প্রকার মৎস্য; **উন্মকর**—মকর; **অহি**—বিভিন্ন প্রকার সর্প; **কচ্ছপাৎ**—এবং বিভিন্ন প্রকার কচ্ছপ; **তিমি**—তিমি; **দ্বিপ**—জলহস্তী; **গ্রাহ**—কুমির; **তিমিঙ্গিল**—তিমিঙ্গিল; **আকুলাৎ**—অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে।

অনুবাদ

মৎস্য, মকর, কচ্ছপ, সর্পগণ অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছিল, এবং তিমি, জলহস্তী, কুমির ও তিমিঙ্গিল (বিশাল তিমি যা ছোট তিমিদের গিলে খায়) অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে

জলের উপরিভাগে ভেসে উঠেছিল। যখন এইভাবে সমুদ্র মথিত হচ্ছিল, তখন প্রথমে অতি ভীষণ হালহল নামক বিষ উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

তদুগ্রবেগং দিশি দিশ্যুপর্যধো
বিসর্পদুৎসর্পদসহ্যমপ্রতি ।
ভীতাঃ প্রজা দুদ্রুবুরঙ্গ সেশ্বরা
অরক্ষ্যমাণাঃ শরণং সদাশিবম্ ॥ ১৯ ॥

তৎ—তা; **উগ্র-বেগম্**—অতি উগ্র এবং ভয়ানক বিষ; **দিশি দিশি**—সর্বদিকে; **উপরি**—উপরিভাগে; **অধঃ**—অধঃভাগে; **বিসর্পৎ**—বক্রভাবে; **উৎসর্পৎ**—উর্ধ্বগামী হয়ে; **অসহ্যম্**—অসহ্য; **অপ্রতি**—অদম্য; **ভীতাঃ**—অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে; **প্রজাঃ**—ত্রিলোকের প্রজাসকল; **দুদ্রুবুঃ**—ইতস্তত গতিশীল হয়েছিল; **অঙ্গ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **স-ঈশ্বরাঃ**—ভগবান সহ; **অরক্ষ্যমাণাঃ**—রক্ষিত না হয়ে; **শরণম্**—আশ্রয়; **সদাশিবম্**—শিবের চরণকমলে।

অনুবাদ

হে রাজন্, সেই দুর্দমনীয় বিষ যখন মহাবেগে উপরে এবং নিচে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন সমস্ত দেবতারা নিরাশ্রয় এবং অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে সদাশিবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ভগবান স্বয়ং যখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং সেই পরিস্থিতির প্রতিকার না করে, কেন তিনি দেবতা এবং জনসাধারণের সঙ্গে সদাশিবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

রুদ্রস্য যশসোঽর্থায় স্বয়ং বিষ্ণুর্বিষং বিভুঃ ।
ন সঞ্জহ্রে সমর্থোঽপি বায়ুং চোচে প্রশান্তয়ে ॥

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সেই পরিস্থিতির প্রতিকার করতে পারতেন, কিন্তু শিবকে কৃতিত্ব দেওয়ার জন্য ভগবান স্বয়ং সেই পরিস্থিতির প্রতিকার করেননি। শিব পরে সেই বিষ পান করে তাঁর কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

**বিলোক্য তং দেববরং ত্রিলোক্যা
ভবায় দেব্যাভিমতং মুনীনাম্ ।
আসীনমদ্রাবপবর্গহেতো-
স্তপো জুষাণং স্তুতিভিঃ প্রণেমুঃ ॥ ২০ ॥**

বিলোক্য—দর্শন করে; **তম্**—তাঁকে; **দেব-বরম্**—দেবশ্রেষ্ঠ; **ত্রি-লোক্যাঃ**—ত্রিভুবনের; **ভবায়**—সমৃদ্ধির জন্য; **দেব্যা**—তাঁর পত্নী ভবানী সহ; **অভিমতম্**—স্বীকৃত; **মুনীনাম্**—মহর্ষিদের দ্বারা; **আসীনম্**—একত্রে উপবিষ্ট; **অদ্রৌ**—কৈলাস পর্বতের উপর থেকে; **অপবর্গ-হেতোঃ**—মুক্তির বাসনায়; **তপঃ**—তপস্যা; **জুষাণম্**—সেবিত; **স্তুতিভিঃ**—স্তবের দ্বারা; **প্রণেমুঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

দেবতারা শিবকে তাঁর পত্নী ভবানী সহ কৈলাস পর্বতের শিখরে ত্রিভুবনের সমৃদ্ধির জন্য তপস্যারত দর্শন করেছিলেন। মহান ঋষিরা মুক্তি লাভের বাসনায় তাঁর আরাধনা করছিলেন। দেবতারা তাঁকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর বন্দনা করেছিলেন।

শ্লোক ২১

**শ্রীপ্রজাপতয় ঊচুঃ
দেবদেব মহাদেব ভূতাত্মন্ ভূতভাবন ।
ত্রাহি নঃ শরণাপন্নাংস্ত্রৈলোক্যদহনাদ্বিষাৎ ॥ ২১ ॥**

শ্রী-প্রজাপতয়ঃ ঊচুঃ—প্রজাপতিগণ বললেন; **দেব-দেব**—হে দেবাদিদেব মহাদেব; **মহা-দেব**—হে মহান দেবতা; **ভূত-আত্মন্**—এই জগতের সমস্ত জীবের আত্মাস্বরূপ; **ভূত-ভাবন**—তাদের সুখ এবং সমৃদ্ধির কারণ; **ত্রাহি**—উদ্ধার করুন; **নঃ**—আমাদের; **শরণ-আপন্নান্**—যাঁরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছে; **ত্রৈলোক্য**—ত্রিভুবনে; **দহনাৎ**—দাহজনক; **বিষাৎ**—এই বিষ থেকে।

অনুবাদ

প্রজাপতিগণ বললেন—হে দেবাদিদেব মহাদেব, আপনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং তাদের সুখ ও সমৃদ্ধির কারণ। আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি। সমগ্র ত্রিভুবন জুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে এই যে ভয়ঙ্কর বিষ, তা থেকে আপনি দয়া করে আমাদের রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

শিব হচ্ছেন সংহারকর্তা, তা হলে রক্ষার জন্য কেন তাঁর কাছে যাওয়া হল, যেটি সাধারণত বিষ্ণুর কাজ। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, শিব সংহার করেন, কিন্তু ব্রহ্মা এবং শিব উভয়েই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার। তাঁরা সর্বব্যাপ্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মতো বিশেষ শক্তি সমন্বিত। তাই রক্ষার জন্য যখন শিবের কাছে প্রার্থনা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে শ্রীবিষ্ণুকেই ইঙ্গিত করা হয়, কারণ শিব হচ্ছেন সংহারের অধ্যক্ষ। শিব শক্ত্যাবেশ অবতার নামক একজন ঈশ্বর। তাই তাঁকে বিষ্ণুর গুণ সমন্বিত বলে সম্বোধন করা যেতে পারে।

শ্লোক ২২

ত্বমেকঃ সর্বজগত ঈশ্বরো বন্ধমোক্ষয়োঃ ।
তং ত্বামর্চন্তি কুশলাঃ প্রপন্নার্তিহরং গুরুম্ ॥ ২২ ॥

ত্বম্ একঃ—বস্তুতপক্ষে আপনিই; **সর্ব-জগতঃ**—ত্রিভুবনের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **বন্ধ-মোক্ষয়োঃ**—বন্ধন এবং মুক্তি উভয়েরই; **তম্**—সেই নিয়ন্তা; **ত্বাম্ অর্চন্তি**—আপনার অর্চনা করে; **কুশলাঃ**—সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষী; **প্রপন্ন-আর্তি-হরম্**—যিনি তাঁর শরণাগত ভক্তের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারেন; **গুরুম্**—যিনি সমস্ত বদ্ধ জীবের সদ্ উপদেষ্টা।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সমগ্র জগতের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ, কেন না আপনি তার ঈশ্বর। যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত, তাঁরা আপনার শরণাগত হয়, এবং তাই আপনি তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন, এবং আপনি তাঁদের মুক্তিরও কারণ। আমরা তাই আপনার অর্চনা করি।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমস্ত সৌভাগ্যের পালন এবং সম্পাদন করেন। শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করাই যদি সকলের কর্তব্য হয়, তা হলে দেবতারা কেন শিবের শরণাগত হলেন? তাঁরা তা করেছিলেন কারণ জড় জগতের সৃষ্টি সম্পাদনে ভগবান শ্রীবিষ্ণু শিবের মাধ্যমে কার্য করেন, এবং শিব শ্রীবিষ্ণুর হয়ে সমস্ত কার্য করেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/৪) ভগবান যখন বলেছেন যে, তিনি সমস্ত জীবের পিতা (*অহং বীজপ্রদঃ পিতা*), সেটি শিবের মাধ্যমে সম্পাদিত বিষ্ণুর কার্য। শ্রীবিষ্ণু সর্বদাই জড়া প্রকৃতির স্পর্শরহিত, এবং জড়া প্রকৃতির সংসর্গে যখন তাঁকে কোন কার্য করতে হয়, তখন তিনি শিবের মাধ্যমে তা সম্পাদন করেন। তাই শিবকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সমকক্ষ রূপে পূজা করা হয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণু যখন বহিরঙ্গা প্রকৃতির সংসর্গ রহিত, তখন তিনি বিষ্ণু, কিন্তু যখন তিনি বহিরঙ্গা শক্তির স্পর্শযুক্ত, তখন তিনি শিবরূপে প্রকাশিত।

শ্লোক ২৩

গুণময্যা স্বশক্ত্যাস্য সর্গস্থিত্যপ্যয়ান্ বিভো ।
ধৎসে যদা স্বদৃগ্ ভূমন্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাভিধাম্ ॥ ২৩ ॥

গুণ-ময্যা—প্রকৃতির তিন গুণে কার্য করে; **স্ব-শক্ত্যা**—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **অস্য**—এই জড় জগতের; **সর্গ-স্থিতি-অপ্যয়ান্**—সৃষ্টি, পালন এবং সংহার; **বিভো**—হে প্রভু; **ধৎসে**—আপনি সম্পাদন করেন, **যদা**—যখন; **স্ব-দৃক্**—আপনি নিজেকে প্রকাশ করেন; **ভূমন্**—হে মহান; **ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-অভিধাম্**—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবরূপে।

অনুবাদ

হে বিভো, আপনি স্বপ্রকাশ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনি আপনার স্বশক্তির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নাম ধারণ করে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্য সম্পাদন করেন।

তাৎপর্য

এই স্তবটি প্রকৃতপক্ষে পুরুষরূপ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করা হয়েছে, যিনি গুণাবতার রূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর নাম গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২৪

ত্বং ব্রহ্ম পরমং গুহ্যং সদসদ্ভাবভাবনম্ ।
নানাশক্তিভিরাভাতস্ত্বমাত্মা জগদীশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

ত্বম্—আপনি; **ব্রহ্ম**—নির্বিশেষ ব্রহ্ম; **পরমম্**—পরম; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **সৎ-অসৎ-ভাব-ভাবনম্**—বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির কার্য এবং কারণ; **নানা-শক্তিভিঃ**—নানা প্রকার শক্তি সমন্বিত; **আভাতঃ**—প্রকাশিত; **ত্বম্**—আপনি হন; **আত্মা**—পরমাত্মা; **জগদীশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

আপনি সর্ব-কারণের কারণ, স্বপ্রকাশ, অচিন্ত্য, নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা মূলত পরব্রহ্ম। এই জড় জগতে আপনি বিবিধ শক্তি প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

এই প্রার্থনাটি পরব্রহ্মের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে। পরব্রহ্ম হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*)। শিব যখন পরব্রহ্ম রূপে পূজিত হন, তখন সেই পূজা শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়।

শ্লোক ২৫

ত্বং শব্দযোনির্জগদাদিরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়দ্রব্যগুণঃ স্বভাবঃ ।
কালঃ ক্রতুঃ সত্যমৃতং চ ধর্ম-
স্ত্বয্যক্ষরং যৎ ত্রিবৃদামনন্তি ॥ ২৫ ॥

ত্বম্—আপনি; **শব্দ-যোনিঃ**—বেদের আদি উৎস; **জগৎ-আদিঃ**—জড় সৃষ্টির আদি কারণ; **আত্মা**—আত্মা; **প্রাণ**—প্রাণ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **দ্রব্য**—জড় উপাদান; **গুণঃ**—তিন গুণ; **স্বভাবঃ**—প্রকৃতি; **কালঃ**—কাল; **ক্রতুঃ**—যজ্ঞ; **সত্যম্**—সত্য; **ঋতম্**—সত্যনিষ্ঠা; **চ**—এবং; **ধর্মঃ**—দুই প্রকার ধর্ম; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **অক্ষরম্**—আদি অক্ষর ওঁকার; **যৎ**—যা; **ত্রি-বৃৎ**—অ, উ এবং ম, এই তিন অক্ষর সমন্বিত; **আমনন্তি**—তাঁরা বলেন।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি বেদের মূল উৎস। আপনি জড় সৃষ্টির মূল কারণ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত, ত্রিগুণ এবং মহত্তত্ত্ব। আপনি কাল, সঙ্কল্প এবং সত্য ও ঋত নামক দুই প্রকার ধর্ম। আপনি 'অ-উ-ম', এই তিন অক্ষর সমন্বিত 'ওঁ' এর আশ্রয়।

শ্লোক ২৬

অগ্নির্মুখং তেঽখিলদেবতাত্মা
ক্ষিতিং বিদুর্লোকভবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ ।
কালং গতিং তেঽখিলদেবতাত্মনো
দিশশ্চ কর্ণৌ রসনং জলেশম্ ॥ ২৬ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নি; **মুখম্**—মুখ; **তে**—আপনার; **অখিল-দেবতা-আত্মা**—সমস্ত দেবতাদের উৎস; **ক্ষিতিম্**—পৃথিবী; **বিদুঃ**—তাঁরা জানেন; **লোক-ভব**—হে সমস্ত গ্রহলোকের উৎস; **অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজম্**—আপনার শ্রীপাদপদ্ম; **কালম্**—নিত্যকাল; **গতিম্**—প্রগতি; **তে**—আপনার; **অখিল-দেবতা-আত্মনঃ**—সর্বদেব-স্বরূপ; **দিশঃ**—সর্বদিক; **চ**—এবং; **কর্ণৌ**—আপনার কর্ণ; **রসনম্**—স্বাদ; **জল-ঈশম্**—জলের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা।

অনুবাদ

হে সর্ব-লোকপিতা, পণ্ডিতেরা জানেন যে অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার পাদপদ্ম, কাল আপনার গতি, দিকসমূহ আপনার কর্ণ এবং জলের অধিষ্ঠাতা বরুণ আপনার জিহ্বা।

তাৎপর্য

শ্রুতিমন্ত্রে বলা হয়েছে *অগ্নিঃ সর্বদেবতাঃ*, 'অগ্নি সর্বদেবময়'। অগ্নি ভগবানের মুখ। অগ্নির মাধ্যমে ভগবান সমস্ত যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২৭

নাভির্নভস্তে শ্বসনং নভস্বান্
সূর্যশ্চ চক্ষূংষি জলং স্ম রেতঃ ।
পরাবরাত্মাশ্রয়ণং তবাত্মা
সোমো মনো দ্যৌর্ভগবন্ শিরস্তে ॥ ২৭ ॥

নাভিঃ—নাভি; **নভঃ**—আকাশ; **তে**—আপনার; **শ্বসনম্**—নিঃশ্বাস; **নভস্বান্**—বায়ু; **সূর্যঃ চ**—এবং সূর্য; **চক্ষূংষি**—আপনার চক্ষু; **জলম্**—জল; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **রেতঃ**—বীর্য; **পর-অবর-আত্ম-আশ্রয়ণম্**—উচ্চ এবং নিম্ন সমস্ত জীবের আশ্রয়; **তব**—আপনার; **আত্মা**—আত্ম; **সোমঃ**—চন্দ্র; **মনঃ**—মন; **দ্যৌঃ**—স্বর্গ; **ভগবন্**—আপনার; **শিরঃ**—মস্তক; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

হে ভগবান, আকাশ আপনার নাভি, বায়ু আপনার নিঃশ্বাস, সূর্য আপনার চক্ষু, জল আপনার রেত, এবং আপনি উচ্চ ও নিচ সমস্ত জীবের আশ্রয়। চন্দ্র আপনার মন এবং স্বর্গ আপনার মস্তক।

শ্লোক ২৮

কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থিসঙ্ঘা
রোমাণি সর্বৌষধিবীরুধস্তে ।
ছন্দাংসি সাক্ষাৎ তব সপ্ত ধাতব-
স্ত্রয়ীময়াত্মন্ হৃদয়ং সর্বধর্মঃ ॥ ২৮ ॥

কুক্ষিঃ—উদর; **সমুদ্রাঃ**—সমুদ্র; **গিরয়ঃ**—পর্বত; **অস্থি**—অস্থি; **সঙ্ঘাঃ**—সমূহ; **রোমাণি**—দেহের রোম; **সর্ব**—সমস্ত; **ঔষধি**—ওষধি; **বীরুধঃ**—লতা; **তে**—আপনার; **ছন্দাংসি**—বৈদিক মন্ত্র; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **তব**—আপনার; **সপ্ত**—সাত; **ধাতবঃ**—ধাতু; **ত্রয়ী-ময়-আত্মন্**—সাক্ষাৎ তিন বেদ; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **সর্ব-ধর্মঃ**—সমস্ত ধর্ম।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সাক্ষাৎ বেদত্রয়। সপ্তসমুদ্র আপনার উদর, পর্বতসমূহ আপনার অস্থি, সর্বপ্রকার ওষধি ও লতা আপনার গায়ের রোম, গায়ত্রী আদি মন্ত্র আপনার সপ্তধাতু, এবং বৈদিক ধর্ম আপনার হৃদয়।

শ্লোক ২৯

মুখানি পঞ্চোপনিষদস্তবেশ
যৈস্ত্রিংশদষ্টোত্তরমন্ত্রবর্গঃ ।
যৎ তচ্ছিবাখ্যং পরমাত্মতত্ত্বং
দেব স্বয়ংজ্যোতিরবস্থিতিস্তে ॥ ২৯ ॥

মুখানি—মুখমণ্ডল; **পঞ্চ**—পাঁচ; **উপনিষদঃ**—উপনিষদ; **তব**—আপনার; **ঈশ**—হে ভগবান; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **ত্রিংশৎ-অষ্ট-উত্তর-মন্ত্র-বর্গঃ**—আটত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক মন্ত্রের বর্গ; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **শিব-আখ্যম্**—শিব নামে বিখ্যাত; **পরমাত্ম-তত্ত্বম্**—পরমাত্মা-তত্ত্ব; **দেব**—হে দেব; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্ব-প্রকাশ; **অবস্থিতিঃ**—অবস্থিতি; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

হে ঈশ, পঞ্চ উপনিষদ আপনার পঞ্চমুখ, যা থেকে আটত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রের বর্গ উৎপন্ন হয়েছে। হে দেব, স্বয়ংজ্যোতি, আপনি শিব নামে বিখ্যাত। আপনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা-তত্ত্বে অবস্থিত।

তাৎপর্য

এখানে যে পাঁচটি উপনিষদের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি—(১) পুরুষ, (২) অঘোর, (৩) সদ্যোজাত, (৪) বামদেব এবং (৫) ঈশান। এই পাঁচটি উপনিষদ থেকে আটত্রিশটি বৈদিক মন্ত্রের বর্গ উৎপন্ন হয়েছে, যা শিব বা মহাদেব উচ্চারণ করেন। শিব নামের আর একটি অর্থ হচ্ছে সর্বমঙ্গলময়। তিনি পরমাত্মা-তত্ত্ব বিষ্ণুর মতোই স্বয়ংপ্রকাশ। যেহেতু শিব সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার, তাই তিনি বিষ্ণুর সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। এই তথ্য বৈদিক মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে—*পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।* পরমাত্মাকে বহু নামে সম্বোধন করা হয়, তার মধ্যে মহেশ্বর, শিব এবং অচ্যুত বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩০

ছায়া ত্বধর্মোর্মিষু যৈর্বিসর্গো
নেত্রত্রয়ং সত্ত্বরজস্তমাংসি ।
সাংখ্যাত্মনঃ শাস্ত্রকৃতস্তবেক্ষা
ছন্দোময়ো দেব ঋষিঃ পুরাণঃ ॥ ৩০ ॥

ছায়া—ছায়া; **তু**—কিন্তু; **অধর্ম-ঊর্মিষু**—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি অধর্মের তরঙ্গে; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **বিসর্গঃ**—বিবিধ প্রকার সৃষ্টি; **নেত্র-ত্রয়ম্**—তিনটি চক্ষু; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমাংসি**—এবং তমোগুণ; **সাংখ্য-আত্মনঃ**—সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের উৎস; **শাস্ত্র**—শাস্ত্র; **কৃতঃ**—তৈরি হয়েছে; **তব**—আপনার দ্বারা; **ঈক্ষা**—কেবলমাত্র দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **ছন্দঃ-ময়ঃ**—বৈদিক মন্ত্রময়; **দেব**—হে দেব; **ঋষিঃ**—সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র; **পুরাণঃ**—এবং পুরাণসমূহ।

অনুবাদ

হে দেব, অধর্মের তরঙ্গে আপনার ছায়া বর্তমান, যার ফলে বিবিধ অধর্মের সৃষ্টি হয়। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ আপনার তিনটি নেত্র। ছন্দোময় বেদ আপনারই প্রকাশ, কারণ সমস্ত শাস্ত্রকারেরা আপনার কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে বিবিধ শাস্ত্র রচনা করেছেন।

শ্লোক ৩১

ন তে গিরিত্রাখিললোকপাল-
বিরিঞ্চবৈকুণ্ঠসুরেন্দ্রগম্যম্ ।
জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ
সত্ত্বং ন যদ্ ব্রহ্ম নিরস্তভেদম্ ॥ ৩১ ॥

ন—না; **তে**—আপনার; **গিরি-ত্র**—হে গিরিরাজ; **অখিল-লোক-পাল**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বিভাগীয় অধ্যক্ষগণ; **বিরিঞ্চ**—ব্রহ্মা; **বৈকুণ্ঠ**—বিষ্ণু; **সুরেন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **গম্যম্**—তাঁরা বুঝতে পারেন; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **পরম্**—চিন্ময়; **যত্র**—যেখানে; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ চ**—এবং তমোগুণ; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **ন**—না; **যৎ ব্রহ্ম**—যা নির্বিশেষ ব্রহ্ম; **নিরস্ত-ভেদম্**—দেবতা এবং মানুষদের মধ্যে ভেদ দর্শন না করে।

অনুবাদ

হে গিরীশ, ব্রহ্মজ্যোতি যেহেতু সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের অতীত, তাই এই জড় জগতের লোকপালেরাও তা জানতে পারেন না বা উপলব্ধি করতে পারেন না। তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবরাজ মহেন্দ্রেরও বোধগম্য নয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মজ্যোতি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪০) বলা হয়েছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি মহাশক্তি সমন্বিত। তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, যা পরম পূর্ণ এবং অসীম। তাতে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র এবং ঐশ্বর্য সমন্বিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে।" যদিও ভগবানের নির্বিশেষ রূপ তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা, কিন্তু যে সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করে ভগবান তাদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*—"আমার নির্বিশেষ রূপের দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত।" অতএব এই *অব্যক্ত-মূর্তি* বা নির্বিশেষ রূপ নিঃসন্দেহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিস্তার। ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার অভিলাষী মায়াবাদীরা সাধারণত শিবের উপাসক। ঊনত্রিশ শ্লোকে যে মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে বলা হয় *মুখানি পঞ্চোপনিষদস্তবেশ* । শিবের পূজা করার সময় মায়াবাদীরা সেই মন্ত্রগুলিকে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করে। সেই মন্ত্রগুলি হচ্ছে— (১) তৎ *পুরুষায় বিদ্মহে শান্ত্যৈ,* (২) *মহাদেবায় ধীমহি বিদ্যায়ৈ,* (৩) *তন্নো রুদ্রঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ,* (৪) *প্রচোদয়াৎ ধৃত্যৈ,* (৫) *অঘোরেভ্যস্তমা...,* (৬) *অথ ঘোরেভ্যো মোহা...,* (৭) *অঘোরেভ্যো রক্ষা...,* (৮) *অঘোরতরেভ্যো নিদ্রা...,* (৯) *সর্বেভ্যঃ সর্বব্যাধ্যৈ,* (১০) *সর্বসর্বেভ্যো মৃত্যবে,* (১১) *নমস্তেঽস্তু ক্ষুধা...,* (১২) *রুদ্ররূপেভ্যস্তৃষ্ণা...,* (১৩) *বামদেবায় রজা..,* (১৪) *জ্যেষ্ঠায় স্বাহা..,* (১৫) *শ্রেষ্ঠায় রত্যৈ,* (১৬) *রুদ্রায় কল্যাণ্যৈ,* (১৭) *কালায় কামা..,* (১৮) *কলবিকরণায় সন্ধিন্যৈ,* (১৯) *বলবিকরণায় ক্রিয়া..,* (২০) *বলায় বৃদ্ধ্যৈ,*

(২১) *বলচ্ছায়া...,* (২২) *প্রমথনায় ধাত্র্যৈ,* (২৩)*সর্বভূতদমনায় ভ্রামণ্যৈ,* (২৪) *মনঃ শোষিণ্যৈ,* (২৫) *উন্মনায় জ্বরা...,* (২৬) *সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সিদ্ধৈ,* (২৭) *সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ঋদ্ধ্যৈ,* (২৮) *ভবে দিত্যৈ,* (২৯) *অভবে লক্ষ্ম্যৈ,* (৩০) *নাতিভবে মেধা...,* (৩১) *ভজস্ব মাং কান্ত্যৈ,* (৩২) *ভব স্বধা...,* (৩৩) *উদ্ভবায় প্রভা...,* (৩৪) *ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং শশিন্যৈ,* (৩৫) *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্* *অভয়দা...,* (৩৬) *ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোধিপতির্ব্রহ্মন্ ব্রহ্মেষ্টদা...,* (৩৭) *শিবো মে অস্তু মরীচ্যৈ,* (৩৮) *সদাশিবঃ জ্বালিন্যৈ।*

নির্বিশেষ ব্রহ্ম ব্রহ্মা, ইন্দ্র এমন কি বিষ্ণু সহ সমস্ত দিকপালদেরও অজ্ঞাত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিষ্ণু সর্বজ্ঞ নয়। বিষ্ণু সর্বজ্ঞ, কিন্তু তাঁর সর্বব্যাপী অংশে কি হচ্ছে তা জানার আবশ্যকতা তিনি বোধ করেন না। তাই *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, যদিও সব কিছু তাঁরই বিকার (*ময়া ততমিদং সর্বম্*), তবুও তাঁকে সব কিছু দেখাশুনা করতে হয় না (*ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ*)। যেহেতু ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র আদি লোকপালগণ রয়েছেন, তাই তাঁকে জড় জগতের সমস্ত কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণ করতে হয় না।

শ্লোক ৩২

কামাধ্বরত্রিপুরকালগরাদ্যনেক-
ভূতদ্রুহঃ ক্ষপয়তঃ স্তুতয়ে ন তৎ তে ।
যস্ত্বন্তকাল ইদমাত্মকৃতং স্বনেত্র-
বহ্নিস্ফুলিঙ্গশিখয়া ভসিতং ন বেদ ॥ ৩২ ॥

কাম-অধ্বর—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যজ্ঞ (যেমন দক্ষের অনুষ্ঠিত দক্ষযজ্ঞ); **ত্রিপুর**—ত্রিপুরাসুর নামক অসুর; **কালগর**—কালগর; **আদি**—ইত্যাদি; **অনেক**—বহু; **ভূত-দ্রুহঃ**—জীবদের কষ্ট প্রদানকারী; **ক্ষপয়তঃ**—তাদের বিনাশ কার্যে রত; **স্তুতয়ে**—আপনার স্তুতি; **ন**—না; **তৎ**—তা; **তে**—আপনাকে বলে; **যঃ তু**—যেহেতু; **অন্তকালে**—প্রলয়ের সময়ে; **ইদম্**—এই জড় জগতে; **আত্ম-কৃতম্**—আপনার দ্বারা কৃত; **স্ব-নেত্র**—আপনার চক্ষুর দ্বারা; **বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ-শিখয়া**—অগ্নির স্ফুলিঙ্গের দ্বারা; **ভসিতম্**—ভস্মীভূত; **ন বেদ**—কিভাবে তা হচ্ছে তা আপনি জানেন না।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময় আপনার নেত্রাগ্নির স্ফুলিঙ্গের দ্বারা সমগ্র জগৎ ভস্মীভূত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিভাবে যে তা হয় আপনি পর্যন্ত জানেন না। অতএব দক্ষযজ্ঞ,

ত্রিপুরাসুর, কালকূট বিষ ইত্যাদি বিনাশের কথা কি আর বলার আছে? আপনার এই সমস্ত কার্যকলাপ আপনার স্তুতির বিষয়বস্তু হতে পারে না।

তাৎপর্য

যেহেতু শিব যে সমস্ত মহান কার্য সম্পাদন করেন তা সবই তিনি নগণ্য বলে মনে করেন, অতএব সমুদ্র-মন্থনের ফলে উৎপন্ন ভয়ঙ্কর বিষ প্রতিকার করা কি এমন কথা? দেবতারা পরোক্ষভাবে শিবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন কালকূট বিষ প্রতিহত করেন, যা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল।

শ্লোক ৩৩

যে ত্বাত্মরামগুরুভির্হৃদি চিন্তিতাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বং চরন্তমুময়া তপসাভিতপ্তম্ ।
কত্থন্ত উগ্রপরুষং নিরতং শ্মশানে
তে নূনমূতিমবিদংস্তব হাতলজ্জাঃ ॥ ৩৩ ॥

যে—যাঁরা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-রাম-গুরুভিঃ**—যাঁরা আত্মারাম এবং যাঁদের সারা জগতের গুরু বলে বিবেচনা করা হয় তাঁদের দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে; **চিন্তিত-অঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বম্**—আপনার দুটি চরণ-কমলের চিন্তা করে; **চরন্তম্**—বিচরণ করে; **উময়া**—আপনার প্রেয়সী উমা সহ; **তপসা অভিতপ্তম্**—তপস্যার প্রভাবে অতি উন্নত; **কত্থন্তে**—আপনার কার্যকলাপের সমালোচনা করে; **উগ্র-পরুষম্**—অভদ্র ব্যক্তি; **নিরতম্**—সর্বদা; **শ্মশানে**—শ্মশানে; **তে**—এই প্রকার ব্যক্তি; **নূনম্**—বস্তুতপক্ষে; **ঊতিম্**—এই প্রকার কার্যকলাপ; **অবিদন্**—না জেনে; **তব**—আপনার কার্যকলাপ; **হাত-লজ্জাঃ**—নির্লজ্জ ।

অনুবাদ

সারা জগতের উপদেশ প্রদানকারী প্রচারক আত্মারাম মহাত্মারা নিরন্তর তাঁদের হৃদয়ে আপনার চরণ-কমলের চিন্তা করেন, কিন্তু যারা আপনার তপস্যার কথা জানে না, তারা আপনাকে উমা সহ বিচরণ করতে দেখে ভ্রান্তিবশত কামী, অথবা শ্মশানে ভ্রমণ করতে দেখে উগ্র ও হিংস্র বলে মনে করে। তারা অবশ্যই নির্লজ্জ। তারা আপনার লীলা বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

শিব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব (*বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*)। তাই বলা হয়েছে, *বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়*। শিবের মতো বৈষ্ণব যে কেন এবং কিভাবে আচরণ করেন, তা সব চাইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বুঝতে পারে না। যারা কাম এবং ক্রোধের বশীভূত, তারা কখনই সর্বদা চিন্ময় স্তরে অবস্থিত শিবের মহিমা অনুধাবন করতে পারে না। কাম সম্পর্কিত সকল প্রকার কার্যকলাপে শিব আত্মারামত্বের প্রতীক। তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে শিবের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি শিবের কার্যকলাপের সমালোচনা করার চেষ্টা করে, সে একটি নির্লজ্জ।

শ্লোক ৩৪

তৎ তস্য তে সদসতোঃ পরতঃ পরস্য
নাঞ্জঃ স্বরূপগমনে প্রভবন্তি ভূম্নঃ ।
ব্রহ্মাদয়ঃ কিমুত সংস্তবনে বয়ং তু
তৎসর্গসর্গবিষয়া অপি শক্তিমাত্রম্ ॥ ৩৪ ॥

তৎ—অতএব; **তস্য**—তার; **তে**—আপনার; **সৎ-অসতোঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের; **পরতঃ**—চিন্ময় স্তরে অবস্থিত; **পরস্য**—বোঝা অত্যন্ত কঠিন; **ন**—না; **অঞ্জঃ**—যেমন; **স্বরূপ-গমনে**—আপনার তত্ত্ব অবগত হতে; **প্রভবন্তি**—সম্ভব; **ভূম্নঃ**—হে মহান; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি ব্যক্তিগণও; **কিম্ উত**—অন্যদের কি কথা; **সংস্তবনে**—স্তুতি নিবেদনে; **বয়ম্ তু**—আমরাও; **তৎ**—আপনার; **সর্গ-সর্গ-বিষয়াঃ**—সৃষ্টির সৃষ্টি; **অপি**—যদিও; **শক্তি-মাত্রম্**—যথাসাধ্য।

অনুবাদ

ব্রহ্মা আদি দেবতারাও আপনাকে জানতে পারেন না, কারণ আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত সৃষ্টির অতীত। যেহেতু কেউই আপনাকে তত্ত্বত জানতে পারে না, অতএব আমরা কিভাবে আপনাকে প্রার্থনা নিবেদন করব? তা অসম্ভব। আমরা ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব, অতএব আমাদের পক্ষে যথাযথভাবে আপনার বন্দনা করা সম্ভব নয়, তবুও আমরা যথাসাধ্য আমাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছি।

শ্লোক ৩৫

এতৎ পরং প্রপশ্যামো ন পরং তে মহেশ্বর ।
মৃড়নায় হি লোকস্য ব্যক্তিস্তেঽব্যক্তকর্মণঃ ॥ ৩৫ ॥

এতৎ—এই সমস্ত বস্তু; **পরম্**—চিন্ময়; **প্রপশ্যামঃ**—আমরা দেখতে পারি; **ন**—না; **পরম্**—বাস্তবিক চিন্ময় স্থিতি; **তে**—আপনার; **মহা-ঈশ্বর**—হে মহেশ্বর; **মৃড়নায়**—সুখের জন্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **লোকস্য**—সমগ্র জগতের; **ব্যক্তিঃ**—প্রকাশিত; **তে**—আপনার; **অব্যক্ত-কর্মণঃ**—যাঁর কার্যকলাপ সকলের অজ্ঞাত।

অনুবাদ

হে মহেশ্বর, আপনার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব। আমরা কেবল দেখতে পাই যে, আপনার উপস্থিতি সকলের সুখ এবং সমৃদ্ধি আনয়ন করে। তার অতীত, আপনার কার্যকলাপ কিছুই বোঝা যায় না। আমরা কেবল এটুকুই দেখতে পাই, তার বেশি নয়।

তাৎপর্য

দেবতারা যখন এইভাবে শিবের স্তব করছিলেন, তখন তাঁদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল তাঁর প্রসন্নতা বিধান করা, যাতে তিনি হালহল বিষের ফলে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিকার করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) উল্লেখ করা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—কেউ যখন দেবতাদের পূজা করে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের অন্তরের গভীরে যে সমস্ত কামবাসনা রয়েছে, দেবতাদের কৃপায় সেগুলি চরিতার্থ করা। কোন উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষ সাধারণত দেবতাদের পূজা করে।

শ্লোক ৩৬

শ্রীশুক উবাচ

তদ্বীক্ষ্য ব্যসনং তাসাং কৃপয়া ভৃশপীড়িতঃ ।
সর্বভূতসুহৃদ্ দেব ইদমাহ সতীং প্রিয়াম্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তৎ**—এই পরিস্থিতি; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ব্যসনম্**—ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক; **তাসাম্**—সমস্ত দেবতাদের; **কৃপয়া**—কৃপাবশত;

ভৃশ-পীড়িতঃ—অত্যন্ত পীড়িত; **সর্ব-ভূত-সুহৃৎ**—সমস্ত জীবের বন্ধু; **দেবঃ**—মহাদেব; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন; **সতীম্**—সতীকে; **প্রিয়াম্**—তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পত্নী।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—সর্বজীবের হিতকারী মহেশ্বর সর্বত্র প্রসারণশীল সেই বিষের কারণে সমস্ত জীবদের অত্যন্ত পীড়িত দর্শন করে, অতীব দয়াপরবশ হয়ে তাঁর নিত্যসঙ্গিনী সতীকে এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

শ্রীশিব উবাচ

অহো বত ভবান্যেতৎ প্রজানাং পশ্য বৈশসম্ ।
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতাৎ কালকূটাদুপস্থিতম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রী-শিবঃ উবাচ—শ্রীশিব বললেন; **অহো বত**—কি শোচনীয়; **ভবানি**—হে ভবানী; **এতৎ**—এই পরিস্থিতি; **প্রজানাম্**—জীবদের; **পশ্য**—দেখ; **বৈশসম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **ক্ষীর-উদ**—ক্ষীরসমুদ্রের; **মথন-উদ্ভূতাৎ**—মন্থনের ফলে উৎপন্ন হয়েছে; **কালকূটাৎ**—কালকূট বিষ থেকে; **উপস্থিতম্**—বর্তমান স্থিতি।

অনুবাদ

শিব বললেন—হে ভবানী, দেখ ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের ফলে উৎপন্ন কালকূট বিষ থেকে সমস্ত জীবদের কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

শ্লোক ৩৮

আসাং প্রাণপরীপ্সূনাং বিধেয়মভয়ং হি মে ।
এতাবান্ হি প্রভোরর্থো যদ্ দীনপরিপালনম্ ॥ ৩৮ ॥

আসাম্—এই সমস্ত জীব; **প্রাণ-পরীপ্সূনাম্**—জীবন রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল; **বিধেয়ম্**—কোন কিছু করা অবশ্য কর্তব্য; **অভয়ম্**—ভয় নিবারণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **মে**—আমার দ্বারা; **এতাবান্**—এতখানি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **প্রভোঃ**—প্রভুর; **অর্থঃ**—কর্তব্য; **যৎ**—যা; **দীন-পরিপালনম্**—দীনজনদের রক্ষা করার জন্য।

অনুবাদ

জীবন-সংগ্রামে রত সমস্ত জীবদের সুরক্ষা প্রদান করাই আমার কর্তব্য। অধীনস্থ আর্তজনদের রক্ষা করাই প্রভুর কর্তব্য।

শ্লোক ৩৯

প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ পান্তি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ ।
বদ্ধবৈরেষু ভূতেষু মোহিতেষ্বাত্মমায়য়া ॥ ৩৯ ॥

প্রাণৈঃ—প্রাণের দ্বারা; **স্বৈঃ**—তাদের নিজেদের; **প্রাণিনঃ**—অন্যান্য জীব; **পান্তি**—রক্ষা করে; **সাধবঃ**—ভক্তগণ; **ক্ষণ-ভঙ্গুরৈঃ**—অনিত্য; **বদ্ধ-বৈরেষু**—অনর্থক শত্রুভাবাপন্ন হয়; **ভূতেষু**—জীবদের; **মোহিতেষু**—মোহাচ্ছন্ন; **আত্ম-মায়য়া**—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীবেরা পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়। কিন্তু ভক্তেরা তাঁদের নশ্বর জীবন বিপন্ন করেও অন্যদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

তাৎপর্য

এটিই বৈষ্ণবের লক্ষণ। *পরদুঃখদুঃখী*। তা না হলে জীবকে সুখী হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হতেন না। জড়-জাগতিক জীবনে মানুষ অবশ্যই শত্রুভাবাপন্ন হয়। তাই জড়-জাগতিক জীবনকে দাবানলের (*সংসারদাবানল*) সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। শিব এবং পরম্পরার ধারায় তাঁর অনুগামীরা জীবদের এই ভয়ঙ্কর জড়-জাগতিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। এটিই রুদ্র-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত শিবের অনুগামী ভক্তদের কর্তব্য। চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে, এবং রুদ্র-সম্প্রদায় তাদের অন্যতম, কারণ শিব (রুদ্র) হচ্ছেন পরম বৈষ্ণব (*বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*)। বস্তুতপক্ষে আমরা দেখতে পাব, জীবের হিত সাধনের জন্য শিব সমস্ত বিষ পান করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে সর্বাত্মা প্রীয়তে হরিঃ ।
প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচরঃ ।
তস্মাদিদং গরং ভুঞ্জে প্রজানাং স্বস্তিরস্তু মে ॥ ৪০ ॥

পুংসঃ—পুরুষের; **কৃপয়তঃ**—পরোপকারের কার্যে লিপ্ত; **ভদ্রে**—হে সাধ্বী ভবানী; **সর্ব-আত্মা**—পরমাত্মা; **প্রীয়তে**—প্রসন্ন হন; **হরিঃ**—ভগবান; **প্রীতে**—প্রসন্ন হওয়ার ফলে; **হরৌ**—ভগবান শ্রীহরি; **ভগবতি**—ভগবান; **প্রীয়ে**—প্রসন্ন হন; **অহম্**—আমি; **সচর-অচরঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম অন্য সমস্ত জীব সহ; **তস্মাৎ**—অতএব; **ইদম্**—এই; **গরম্**—বিষ; **ভুঞ্জে**—আমি পান করব; **প্রজানাম্**—জীবদের; **স্বস্তিঃ**—মঙ্গল; **অস্তু**—হোক; **মে**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

হে সাধ্বী ভবানী, কেউ যখন পরোপকার করেন, তখন ভগবান শ্রীহরি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং ভগবান যখন প্রসন্ন হন, তখন আমিও অন্যান্য সমস্ত প্রাণী সহ প্রসন্ন হই। তাই, আমি এই বিষ পান করব। আমার দ্বারা সকলের মঙ্গল সাধন হোক।

শ্লোক ৪১

শ্রীশুক উবাচ

এবমামন্ত্র্য ভগবান্ ভবানীং বিশ্বভাবনঃ ।
তদ্বিষং জগ্ধুমারেভে প্রভাবজ্ঞান্বমোদত ॥ ৪১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **আমন্ত্র্য**—সম্বোধন করে; **ভগবান্**—শিব; **ভবানীম্**—ভবানীকে; **বিশ্ব-ভাবনঃ**—সমগ্র বিশ্বের শুভাকাঙ্ক্ষী; **তৎ বিষম্**—সেই বিষ; **জগ্ধুম্**—পান করতে; **আরেভে**—প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; **প্রভাবজ্ঞা**—শিবের সামর্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত মা ভবানী; **অন্বমোদত**—অনুমতি দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভবানীকে এই কথা বলে বিশ্বভাবন ভগবান শিব সেই বিষ পান করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এবং মহাদেবের সামর্থ্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ভবানী তা অনুমোদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

ততঃ করতলীকৃত্য ব্যাপি হালাহলং বিষম্ ।
অভক্ষয়ন্মহাদেবঃ কৃপয়া ভূতভাবনঃ ॥ ৪২ ॥

ততঃ—তারপর; **করতলী-কৃত্য**—করতলে গ্রহণ করে; **ব্যাপি**—বিস্তৃত; **হালাহলম্**—হালহল নামক; **বিষম্**—বিষ; **অভক্ষয়ৎ**—পান করেছিলেন; **মহাদেবঃ**—শিব; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **ভূত-ভাবনঃ**—সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য।

অনুবাদ

তারপর, লোকহিতকারী মহাদেব কৃপাপূর্বক সেই হালহল নামক বিষ করতলে গ্রহণ করে পান করেছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও সেই বিষের পরিমাণ এতই বিশাল ছিল যে, তা সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল, তবুও শিবের এমনই মহান শক্তি যে, তিনি সমগ্র বিষকে অল্প পরিমাণে পরিণত করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর হাতের তালুতে তা ধারণ করতে পারেন। কখনও শিবের অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শিব যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, কিন্তু যারা গাঁজা অথবা অন্য বিষাক্ত বস্তু পান করে শিবের অনুকরণ করার চেষ্টা করে, তাদের সেই কার্যের ফলে তাদের অবশ্যই মৃত্যু হবে।

শ্লোক ৪৩

তস্যাপি দর্শয়ামাস স্ববীর্যং জলকল্মষঃ ।
যচ্চকার গলে নীলং তচ্চ সাধোর্বিভূষণম্ ॥ ৪৩ ॥

তস্য—শিবের; **অপি**—ও; **দর্শয়ামাস**—প্রদর্শন করেছিলেন; **স্ব-বীর্যম্**—তাঁর শক্তি; **জল-কল্মষঃ**—জল থেকে উৎপন্ন সেই বিষ; **যৎ**—যা; **চকার**—করেছিল; **গলে**—কণ্ঠে; **নীলম্**—নীল রেখা; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **সাধোঃ**—সাধু ব্যক্তির; **বিভূষণম্**—অলঙ্কার।

অনুবাদ

ক্ষীরসমুদ্র থেকে উৎপন্ন কলঙ্ক-স্বরূপ সেই বিষ মহাদেবের কণ্ঠে একটি নীল রেখা উৎপন্ন করে তার শক্তি প্রকাশ করেছিল। সেই রেখাটিকে কিন্তু মহাদেবের ভূষণ বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ৪৪

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ ।
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥

তপ্যন্তে—স্বেচ্ছায় কষ্ট স্বীকার; **লোক-তাপেন**—জনগণের দুঃখ-দুর্দশার জন্য; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **প্রায়শঃ**—প্রায় সর্বদা; **জনাঃ**—এই প্রকার ব্যক্তিগণ; **পরম-আরাধনম্**—আরাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা; **তৎ**—সেই কার্যকলাপ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **পুরুষস্য**—ভগবানের; **অখিল-আত্মনঃ**—যিনি সকলের পরমাত্মা।

অনুবাদ

বলা হয় যে, জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য মহাপুরুষেরা সর্বদাই স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করেন। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানের আরাধনার এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলে বিবেচনা করা হয়।

তাৎপর্য

পরোপকারী ব্যক্তি কিভাবে অচিরেই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে পারেন তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৮-৬৯) ভগবান বলেছেন,*য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি....ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ*—"যাঁরা *ভগবদ্গীতার* বাণী আমার ভক্তদের কাছে প্রচার করেন, তাঁরা আমার সব চাইতে প্রিয়। আমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তার থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কোন পূজা নেই।" এই জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার কল্যাণকর কার্য রয়েছে, কিন্তু পরম কল্যাণকর কার্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার। অন্যান্য সমস্ত কল্যাণকর কার্য চরমে ফলপ্রসূ হতে পারে না, কারণ প্রকৃতির নিয়মে কর্মের ফল প্রতিহত করা যায় না। দৈববশত বা কর্মের ফলে জীবকে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয়। যেমন, কেউ যদি আদালতের আদেশ প্রাপ্ত হয়, তা হলে তার ফলে তার লাভ হোক অথবা ক্ষতি হোক, তাকে সেই আদেশ মেনে নিতেই হয়। তেমনই, সকলেই কর্ম এবং তার ফলের অধীন। কেউই তার পরিবর্তন করতে পারে না। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্যধঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/১৮)

কর্মের ফলস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের উপরে এবং নিচে ভ্রমণ করে যা কখনও লাভ হয় না, সেই উদ্দেশ্যে মানুষের প্রয়াস করা কর্তব্য। সেটি কি? সেটি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অমৃত। কেউ যদি সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করার চেষ্টা করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকর কার্য অনুষ্ঠান করছেন। ভগবান আপনা হতেই তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। ভগবান যদি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, তা হলে তাঁর অপ্রাপ্য কি থাকতে পারে? ভগবান যদি কাউকে অঙ্গীকার করেন, তা হলে ভগবানের কাছে কিছু না চাইলেও সর্বান্তর্যামী ভগবান তাঁকে তাঁর যা কিছু প্রয়োজন তাই সরবরাহ করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে (*তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*)। পুনরায় সেই কথা এখানে বলা হয়েছে, *তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ*। সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকারের কার্য হচ্ছে মানুষকে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করা, কারণ কৃষ্ণভক্তির অভাবের ফলে বদ্ধ জীব দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। মানুষের সেই দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্য ভগবানও স্বয়ং আসেন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং অসাধুর বিনাশ করার জন্য ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি স্বয়ং যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" (*ভগবদ্গীতা* ৪/৭-৮) তাই সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করাই এই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকর কার্য। তার ফলে জনসাধারণের চরম কল্যাণ সাধিত হয়, এবং ভগবান তাঁর ভক্তের এই সেবার জন্য তাঁকে অচিরেই স্বীকৃতি প্রদান করেন।

শ্লোক ৪৫

নিশম্য কর্ম তচ্ছম্ভোর্দেবদেবস্য মীঢুষঃ ।
প্রজা দাক্ষায়ণী ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠশ্চ শশংসিরে ॥ ৪৫ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **কর্ম**—কার্য; **তৎ**—সেই; **শম্ভোঃ**—শিবের; **দেব-দেবস্য**—যিনি দেবতাদেরও পূজ্য; **মীঢুষঃ**—যিনি জনসাধারণকে মহা বর প্রদান করেন;

প্রজাঃ—সর্বলোক; **দাক্ষায়ণী**—দক্ষকন্যা ভবানী; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **বৈকুণ্ঠঃ চ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুও; **শশংসিরে**—অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন।

অনুবাদ

এই কার্যের কথা শ্রবণ করে, দক্ষকন্যা ভবানী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সমস্ত প্রজাগণ দেবতাদেরও পূজ্য এবং জনগণকে বর প্রদাতা শিবের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

প্রস্কন্নং পিবতঃ পাণের্যৎ কিঞ্চিজ্জগৃহুঃ স্ম তৎ ।
বৃশ্চিকাহিবিষৌষধ্যো দন্দশূকাশ্চ যেঽপরে ॥ ৪৬ ॥

প্রস্কন্নম্—ইতস্তত স্খলিত; **পিবতঃ**—শিবের পান করার সময়; **পাণেঃ**—তাঁর হাত থেকে; **যৎ**—যা; **কিঞ্চিৎ**—অতি অল্প; **জগৃহুঃ**—পান করেছিল; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—তা; **বৃশ্চিক**—বৃশ্চিক; **অহি**—সর্প; **বিষ-ঔষধ্যঃ**—বিষময় লতা; **দন্দশূকাঃ চ**—যাদের দংশন বিষময়; **যে**—যারা; **অপরে**—অন্য জীবেরা।

অনুবাদ

বিষ পান করার সময় শিবের হাত থেকে যে একটু বিষ পড়ে গিয়েছিল তা বৃশ্চিক, সর্প, বিষময় ওষধি এবং অন্য যে সমস্ত প্রাণীদের দংশন বিষময়, তারা পান করেছিল।

তাৎপর্য

মশা, শৃগাল, কুকুর এবং অন্যান্য যে সমস্ত দন্দশূক, অর্থাৎ যে সমস্ত প্রাণীর দংশন বিষময়, তারা সমুদ্র-মন্থনোত্থিত বিষ পান করেছিল, যেহেতু মহাদেবের হাত থেকে তা পতিত হয়েছিল বলে তারা তা লাভ করতে পেরেছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'বিষপান করে শিবের ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টম অধ্যায়

ক্ষীরসমুদ্র মন্থন

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, ক্ষীর সমুদ্র মন্থনের সময় কিভাবে লক্ষ্মীদেবী আবির্ভূতা হয়েছিলেন এবং বিষ্ণুকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন। এই অধ্যায়ের পরবর্তী ভাগে বর্ণিত হয়েছে, ধন্বন্তরি অমৃত কলস নিয়ে উত্থিত হলে অসুরেরা বলপূর্বক তা হরণ করে নেয়, কিন্তু বিষ্ণু এই জগতের সব চাইতে সুন্দরী রমণী মোহিনী মূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে অসুরদের বিমোহিত করে দেবতাদের জন্য অমৃত উদ্ধার করেছিলেন।

শিব কালকূট পান করার পর দেবতা এবং দানবেরা উৎসাহ সহকারে পুনরায় তাঁদের মন্থনকার্য শুরু করেন। এই মন্থনের ফলে প্রথমে সুরভী গাভী উত্থিত হয়। মহর্ষিগণ তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন, যাতে তার দুধ থেকে উৎপন্ন ঘি তাঁদের মহান যজ্ঞে আহুতিরূপে নিবেদন করতে পারেন। তারপর উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব উত্থিত হয়। বলি মহারাজ সেই অশ্ব গ্রহণ করেন। তারপর ঐরাবত আদি দিগ্‌গজগণ উত্থিত হয়, যারা যে কোন দিকে এবং যে কোন স্থানে গমন করতে পারে, এবং তাদের সঙ্গে দিগ্‌হস্তিনীগণও উত্থিত হয়। কৌস্তুভ মণি উত্থিত হলে ভগবান বিষ্ণু তাঁর বক্ষে তা ধারণ করেন। তারপর পারিজাত পুষ্প এবং অপ্সরাগণ উদ্ভূতা হন। তারপর লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হয়। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব সকলেই দেবীর পূজাবিধান করেন। লক্ষ্মীদেবী তাঁর পতিরূপে বরণ করার মতো কোথাও কাউকে খুঁজে পেলেন না। অবশেষে তিনি বিষ্ণুকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে তাঁর বক্ষে চিরকাল বাস করার স্থান প্রদান করেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের এই মিলনের ফলে, সেখানে উপস্থিত সমস্ত দেবতা এবং প্রজাবর্গ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। অসুরেরা কিন্তু লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ার ফলে অত্যন্ত হতাশ হয়েছিল। তারপর বারুণী নাম্নী সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী উত্থিতা হলে, বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে অসুরেরা তাকে গ্রহণ করেছিল। তারপর দেবতা এবং অসুরেরা নববলে বলীয়ান হয়ে পুনরায় মন্থন করতে শুরু করেন। তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশসম্ভূত অত্যন্ত সুন্দর দর্শন ধন্বন্তরি অমৃত কলস নিয়ে উত্থিত হন। অসুরেরা

ধন্বন্তরির হাত থেকে তৎক্ষণাৎ সেই কলসটি বলপূর্বক হরণ করে পলায়ন করে। তখন দেবতারা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। সেই অমৃত কলস নিয়ে তখন অসুরদের মধ্যে কলহ শুরু হয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের আশ্বাস দেওয়ায় তাঁরা যুদ্ধ না করে নীরব ছিলেন। অসুরদের মধ্যে যখন কলহ হচ্ছিল, তখন ভগবান অসুর বিমোহনের জন্য অনির্বচনীয় মোহিনীরূপ ধারণ করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

পীতে গরে বৃষাঙ্কেণ প্রীতাস্তেঽমরদানবাঃ ।
মমন্থুস্তরসা সিন্ধুং হবির্ধানী ততোঽভবৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **পীতে**—পান করলে; **গরে**—সেই বিষ; **বৃষ-অঙ্কেণ**—বৃষবাহন মহাদেব; **প্রীতাঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **তে**—তাঁরা সকলে; **অমর**—দেবতাগণ; **দানবাঃ**—এবং দৈত্যগণ; **মমন্থুঃ**—পুনরায় মন্থন করতে শুরু করেছিলেন; **তরসা**—মহাবলে; **সিন্ধুম্**—ক্ষীরসমুদ্র; **হবির্ধানী**—ঘৃতের উৎস সুরভী গাভী; **ততঃ**—সেই মন্থনের ফলে; **অভবৎ**—উত্থিতা হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—মহাদেব সেই বিষ পান করলে, দেবতা এবং দানবেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলপূর্বক সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করলেন। তার ফলে সুরভি গাভী উত্থিতা হলেন।

তাৎপর্য

সুরভীকে *হবির্ধানী*, অর্থাৎ যজ্ঞের হবির উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ঘি-এর আবশ্যকতা অপরিহার্য। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫) উল্লেখ করা হয়েছে, *যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ*—মানব-সমাজের পূর্ণ শান্তি এবং সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা অপরিহার্য। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ঘি-এর আবশ্যকতা অনিবার্য, এবং ঘি উৎপাদনের জন্য দুধ আবশ্যক। যথেষ্ট গাভী থাকলে দুধ উৎপাদন হয়। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৪৪) গোরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (*কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্*)।

শ্লোক ২

তামগ্নিহোত্রীমৃষয়ো জগৃহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ।
যজ্ঞস্য দেবযানস্য মেধ্যায় হবিষে নৃপ ॥ ২ ॥

তাম্—সেই গাভী; **অগ্নি-হোত্রীম্**—অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার জন্য দধি, দুধ এবং ঘি উৎপাদনের জন্য অনিবার্যরূপে আবশ্যক; **ঋষয়ঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ঋষিগণ; **জগৃহুঃ**—দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ঋষিগণ; **যজ্ঞস্য**—যজ্ঞের; **দেব-যানস্য**—স্বর্গলোক এবং ব্রহ্মলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা পূর্ণকারী; **মেধ্যায়**—আহুতি প্রদানের উপযুক্ত; **হবিষে**—শুদ্ধ ঘি প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে; **নৃপ**—হে রাজন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞে আহুতি নিবেদন করার উদ্দেশ্যে দধি, দুগ্ধ এবং ঘৃত লাভের জন্য সুরভীকে গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার আয়োজনে শুদ্ধ ঘি লাভের জন্য তাঁরা সুরভীকে গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সুরভী গাভী সাধারণত বৈকুণ্ঠলোকে পাওয়া যায়। *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ধাম গোলোক বৃন্দাবনে সুরভী গাভীদের পালন করেন (*সুরভীরভিপালয়ন্তম্*)। এই সমস্ত গাভীরা ভগবানের প্রিয় পশু। সুরভী গাভী থেকে যত পরিমাণ দুধ প্রয়োজন তা পাওয়া যায়, এবং এই গাভীকে যতবার ইচ্ছা দোহন করা যায়। অর্থাৎ, সুরভী গাভী পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ উৎপাদন করতে পারে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য দুধ আবশ্যক। ঋষিরা জানেন মানব-সমাজকে পূর্ণতম জীবনশৈলীর স্তরে উন্নীত করার জন্য কিভাবে দুধের ব্যবহার করতে হয়। যেহেতু শাস্ত্রে সর্বত্র গোরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই ব্রহ্মবাদীরা সুরভী গাভীকে গ্রহণ করেছিলেন, যাঁর প্রতি অসুরেরা খুব একটা আগ্রহী ছিল না।

শ্লোক ৩

তত উচ্চৈঃশ্রবা নাম হয়োঽভূচ্চন্দ্রপাণ্ডুরঃ ।
তস্মিন্ বলিঃ স্পৃহাং চক্রে নেন্দ্র ঈশ্বরশিক্ষয়া ॥ ৩ ॥

ততঃ—তারপর; **উচ্চৈঃশ্রবাঃ নাম**—উচ্চৈঃশ্রবা নামক; **হয়ঃ**—অশ্ব; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **চন্দ্র-পাণ্ডুরঃ**—চন্দ্রের মতো শ্বেতবর্ণ; **তস্মিন্**—তাকে; **বলিঃ**—মহারাজ বলি; **স্পৃহাম্ চক্রে**—গ্রহণ করতে অভিলাষ করেছিলেন; **ন**—না; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **ঈশ্বর-শিক্ষয়া**—ভগবানের উপদেশ অনুসারে।

অনুবাদ

তারপর, উচ্চৈঃশ্রবা নামক চন্দ্রের মতো শ্বেতবর্ণ অশ্ব উত্থিত হয়েছিল। বলি মহারাজ সেই অশ্ব গ্রহণ করতে অভিলাষ করেছিলেন, এবং ভগবানের উপদেশ অনুসারে দেবরাজ ইন্দ্র তার প্রতিবাদ করেননি।

শ্লোক ৪

তত ঐরাবতো নাম বারণেন্দ্রো বিনির্গতঃ।
দন্তৈশ্চতুর্ভিঃ শ্বেতাদ্রের্হরন্ ভগবতো মহিম্ ॥ ৪ ॥

ততঃ—তারপর; **ঐরাবতঃ নাম**—ঐরাবত নামক; **বারণ-ইন্দ্রঃ**—হস্তীরাজ; **বিনির্গতঃ**—নির্গত হয়েছিল; **দন্তৈঃ**—দন্ত সমন্বিত; **চতুর্ভিঃ**—চারটি; **শ্বেত**—শুভ্র; **অদ্রেঃ**—পর্বতের; **হরন্**—তিরস্কার করে; **ভগবতঃ**—শিবের; **মহিম্**—মহিমা।

অনুবাদ

মন্থনের ফলে তারপর ঐরাবত নামক হস্তীরাজ উত্থিত হয়েছিল। সেই হস্তী শ্বেতবর্ণ এবং শিবের মহিমান্বিত ধাম কৈলাসের মহিমা তিরস্কারকারী চারটি দন্ত সমন্বিত।

শ্লেকা ৫

ঐরাবণাদয়স্ত্বষ্টৌ দিগ্‌গজা অভবংস্ততঃ।
অভ্রমুপ্রভৃতয়োঽষ্টৌ চ করিণ্যস্ত্বভবন্নৃপ ॥ ৫ ॥

ঐরাবণ-আদয়ঃ—ঐরাবণ আদি; **তু**—কিন্তু; **অষ্টৌ**—আট; **দিক্-গজাঃ**—যে কোন দিকে গমন করতে সক্ষম হস্তীগণ; **অভবন্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **ততঃ**—তারপর; **অভ্রমু-প্রভৃতয়ঃ**—অভ্রমু আদি হস্তিনীগণ; **অষ্টৌ**—আটটি; **চ**—ও; **করিণ্যঃ**—হস্তিনী; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অভবন্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, তারপর, ঐরাবণ আদি আটটি দিগ্‌গজ এবং অভ্রমু প্রমুখা আটটি হস্তিনী উৎপন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

সেই আটটি দিগ্‌গজের নাম ঐরাবণ, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম এবং সুপ্রতীক।

শ্লোক ৬

কৌস্তুভাখ্যমভূদ্ রত্নং পদ্মরাগো মহোদধেঃ ।
তস্মিন্ মণৌ স্পৃহাং চক্রে বক্ষোঽলঙ্করণে হরিঃ ।
ততোঽভবৎ পারিজাতঃ সুরলোকবিভূষণম্ ।
পূরয়ত্যর্থিনো যোঽর্থৈঃ শশ্বদ্ ভুবি যথা ভবান্ ॥ ৬ ॥

কৌস্তুভ-আখ্যম্—কৌস্তুভ নামক; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **রত্নম্**—বহুমূল্য মণি; **পদ্মরাগঃ**—পদ্মরাগ নামক আর একটি রত্ন; **মহা-উদধেঃ**—মহা ক্ষীরসাগর থেকে; **তস্মিন্**—তা; **মণৌ**—মণি; **স্পৃহাম্ চক্রে**—গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেছিলেন; **বক্ষঃ -অলঙ্করণে**—তাঁর বক্ষ অলঙ্কৃত করার জন্য; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **ততঃ**—তারপর; **অভবৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **পারিজাতঃ**—পারিজাত নামক স্বর্গীয় ফুল; **সুর-লোক-বিভূষণম্**—যা স্বর্গলোককে অলঙ্কৃত করে; **পূরয়তি**—পূর্ণ করে; **অর্থিনঃ**—জড় ঐশ্বর্য লাভের অভিলাষী ব্যক্তিকে প্রদান করে; **যঃ**—যা; **অর্থৈঃ**—যা বাসনা করা হয়েছে; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **যথা**—যেমন; **ভবান্**—আপনি (মহারাজ পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

তারপর মহাসমুদ্র থেকে বিখ্যাত কৌস্তুভ মণি এবং পদ্মরাগ মণি উত্থিত হয়েছিল। ভগবান বিষ্ণু তাঁর বক্ষ অলঙ্কৃত করার জন্য তাদের গ্রহণ করতে অভিলাষ করেছিলেন। তারপর স্বর্গলোককে অলঙ্কৃত করে যে পারিজাত পুষ্প তা উত্থিত হয়েছিল। হে রাজন্, আপনি যেমন এই পৃথিবীতে সকলের অভিলাষ পূর্ণ করেন, এই পারিজাতও তেমন সকলের বাসনা পূর্ণ করে।

শ্লোক ৭

ততশ্চাপ্সরসো জাতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ ।
রমণ্যঃ স্বর্গিণাং বল্গুগতিলীলাবলোকনৈঃ ॥ ৭ ॥

ততঃ—তারপর; **চ**—ও; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **জাতাঃ**—উত্থিত হয়েছিল; **নিষ্ক-কণ্ঠ্যঃ**—স্বর্ণ আভরণ কণ্ঠী; **সু-বাসসঃ**—সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা; **রমণ্যঃ**—অপূর্ব সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া; **স্বর্গিণাম্**—স্বর্গবাসীদের; **বল্গু-গতি-লীলা-অবলোকনৈঃ**—মন্থর গতির দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণকারী।

অনুবাদ

তারপর অপ্সরাগণ (স্বর্গের বেশ্যাগণ) আবির্ভূত হয়েছিল। তারা স্বর্ণ আভরণ ও কণ্ঠহারে বিভূষিতা, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা এবং তাদের মন্থর আকর্ষণীয় গতি স্বর্গবাসীদের চিত্ত হরণ করে।

শ্লোক ৮

ততশ্চাবিরভূৎ সাক্ষাচ্ছ্রী রমা ভগবৎপরা ।
রঞ্জয়ন্তী দিশঃ কান্ত্যা বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥ ৮ ॥

ততঃ—তারপর; **চ**—এবং; **আবিরভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবী; **রমা**—রমা নামক; **ভগবৎ-পরা**—ভগবানের প্রতি পূর্ণরূপে অনুরক্ত; **রঞ্জয়ন্তী**—রঞ্জিত করে; **দিশঃ**—সর্বদিক; **কান্ত্যা**—তাঁর কান্তির দ্বারা; **বিদ্যুৎ**—বিদ্যুৎ; **সৌদামনী**—সৌদামনী; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

তারপর রমাদেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি সর্বতোভাবে ভগবৎ-পরায়ণা এবং কেবল ভগবানেরই ভোগ্যা। তিনি সুদাম পর্বত থেকে জাতা বিদ্যুতের মতো তাঁর কান্তির দ্বারা সর্বদিক রঞ্জিত করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রী শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

সারা বিশ্বের এই শান্তির সূত্র *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) প্রদান করা হয়েছে। মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ভোক্তা, পরম ঈশ্বর এবং সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ, তখন সারা বিশ্ব জুড়ে শান্তি এবং সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। দুর্ভাগ্যবশত, বদ্ধ জীবেরা ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়, এবং তার ফলে শান্তি ব্যাহত হয়। তাই শান্তি স্থাপনের প্রথম আবশ্যকতা হচ্ছে লক্ষ্মীদেবী প্রদত্ত সমস্ত সম্পদ ভগবানকে নিবেদন করা। সকলেরই কর্তব্য জাগতিক সম্পদের উপর মিথ্যা মালিকানা ত্যাগ করে সব কিছু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের শিক্ষা।

শ্লোক ৯

তস্যাং চক্রুঃ স্পৃহাং সর্বে সসুরাসুরমানবাঃ ।
রূপৌদার্যবয়োবর্ণমহিমাক্ষিপ্তচেতসঃ ॥ ৯ ॥

তস্যাম্—তাঁকে; **চক্রুঃ**—করেছিলেন; **স্পৃহাম্**—বাসনা; **সর্বে**—সকলে; **স-সুর-অসুর-মানবাঃ**—দেবতা, দানব এবং মানুষেরা; **রূপ-ঔদার্য**—তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং অঙ্গের লাবণ্য; **বয়ঃ**—যৌবন; **বর্ণ**—অঙ্গকান্তি; **মহিমা**—মহিমা; **আক্ষিপ্ত**—ক্ষোভিত; **চেতসঃ**—তাঁদের চিত্ত।

অনুবাদ

তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য, দেহের লাবণ্য, যৌবন, অঙ্গকান্তি এবং মহিমার ফলে দেব, দানব এবং মানব সকলেই তাঁকে বাসনা করেছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস।

তাৎপর্য

এই জগতে এমন কে আছে যে ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য এবং সামাজিক সম্মান কামনা করে না? মানুষ সাধারণত জড় সুখ, জড় ঐশ্বর্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ কামনা করে (*ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্*)। জড় সুখভোগের অর্থ ধন, সৌন্দর্য এবং তার ফলে যে যশ লাভ হয়, তা সবই লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় লাভ করা যায়। লক্ষ্মীদেবী কিন্তু কখনও একলা থাকেন না, যা পূর্ববর্তী শ্লোকে *ভগবৎপরা* শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়েছে। তিনি ভগবানের সম্পত্তি এবং ভগবানই কেবল তাঁকে ভোগ করতে পারেন। লক্ষ্মীদেবীর কৃপা পেতে হলে, যেহেতু তিনি স্বভাবতই *ভগবৎপরা,* তাই

তাঁকে নারায়ণের সঙ্গে রাখা অবশ্য কর্তব্য। যে ভক্তেরা সর্বদা নারায়ণের সেবায় যুক্ত (*নারায়ণপরায়ণ*), তাঁরা অনায়াসে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা প্রাপ্ত হতে পারেন। কিন্তু যে সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তি কেবল তাদের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করতে চায়, তারা সর্বদাই নিরাশ হয়। কারণ তাদের সেই মনোভাব ঠিক নয়। যেমন, রামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাকে অপহরণ করে রাবণ বিজয়ী হতে চেয়েছিল, কিন্তু তার ফল হয়েছিল ঠিক তার বিপরীত। রামচন্দ্র বলপূর্বক সীতাকে উদ্ধার করেন এবং রাবণ সবংশে ধ্বংস হয়। লক্ষ্মীদেবী সকলেরই বাঞ্ছিত, এমন কি মানুষদের পর্যন্ত, কিন্তু সকলেরই বোঝা উচিত যে, লক্ষ্মীদেবী কেবল ভগবানেরই ভোগ্যা। পরম ভোক্তা ভগবানের সঙ্গে একত্রে লক্ষ্মীদেবীর বন্দনা না করলে, কখনও লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করা যায় না।

শ্লোক ১০

তস্যা আসনমানিন্যে মহেন্দ্রো মহদদ্ভুতম্ ।
মূর্তিমত্যঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা হেমকুম্ভৈর্জলং শুচি ॥ ১০ ॥

তস্যাঃ—তাঁর; **আসনম্**—আসন; **আনিন্যে**—আনা হয়েছিল; **মহা-ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **মহৎ**—মহিমান্বিত; **অদ্ভুতম্**—বিচিত্র; **মূর্তি-মত্যঃ**—মূর্তিমতী; **সরিৎ-শ্রেষ্ঠাঃ**—শ্রেষ্ঠ নদীসমূহের জল; **হেম**—স্বর্ণনির্মিত; **কুম্ভৈঃ**—কলসে; **জলম্**—জল; **শুচি**—পবিত্র।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবীর উপবেশনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র উপযুক্ত সিংহাসন নিয়ে এলেন। গঙ্গা, যমুনা আদি শ্রেষ্ঠ নদীসমূহ মূর্তিমতী হয়ে লক্ষ্মীদেবীর জন্য স্বর্ণ কলসে পবিত্র জল নিয়ে এলেন।

শ্লোক ১১

আভিষেচনিকা ভূমিরাহরৎ সকলৌষধীঃ ।
গাবঃ পঞ্চ পবিত্রাণি বসন্তো মধুমাধবৌ ॥ ১১ ॥

আভিষেচনিকাঃ—অভিষেকের উপকরণ; **ভূমিঃ**—ভূমি; **আহরৎ**—আহরণ করেছিলেন; **সকল**—সর্বপ্রকার; **ঔষধীঃ**—লতা এবং ওষধি; **গাবঃ**—গাভী; **পঞ্চ**—

দুধ, দই, ঘি, গোময়, গোমূত্র—এই পঞ্চ গব্য; **পবিত্রাণি**—পবিত্র; **বসন্তঃ**—মূর্তিমান বসন্ত ঋতু; **মধু-মাধবৌ**—বসন্ত ঋতু বা চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে উৎপন্ন হয় যে সমস্ত ফুল এবং ফল।

অনুবাদ

ভূমি মূর্তিমতী হয়ে অভিষেকের অনুকূল সমস্ত ঔষধি নিয়ে এলেন। গাভীরা পঞ্চগব্য—দুগ্ধ, দধি, ঘি, গোমূত্র, এবং গোময় প্রদান করল, এবং বসন্ত ঋতু চৈত্র ও বৈশাখ মাসে যে সমস্ত ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় তা নিয়ে এল।

তাৎপর্য

সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানে পঞ্চগব্য, অর্থাৎ গাভী থেকে প্রাপ্ত পাঁচটি পদার্থ—দুধ, দধি, ঘি, গোময় এবং গোমূত্রের আবশ্যকতা হয়। গোমূত্র এবং গোময় পবিত্র। গাভীর মল এবং মূত্র যদি এত মহত্ত্বপূর্ণ হয়, তা হলে সহজেই অনুমান করা যায়, মানব-সভ্যতার জন্য এই পশুটির উপযোগিতা কতখানি। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোরক্ষার সমর্থন করেছেন। যে সমস্ত সভ্য মানুষ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুসরণ করেন, বিশেষ করে যারা বৈশ্য, গোরক্ষা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগের মানুষেরা যেহেতু *মন্দাঃ*, সকলেই খারাপ এবং *সুমন্দ-মতয়ঃ*, অর্থাৎ জীবনের ভ্রান্ত ধারণার প্রভাবে পথভ্রষ্ট, তাই তারা প্রতিদিন হাজার হাজার গাভী হত্যা করছে। অতএব তারা তাদের আধ্যাত্মিক চেতনায় দুর্ভাগা, এবং প্রকৃতি তাদের নানাভাবে নির্যাতন করছে, বিশেষ করে ক্যান্সার আদি দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের দ্বারা। মানব-সমাজ যতক্ষণ কসাইখানায় গোহত্যা অনুমোদন করবে, ততক্ষণ শান্তি এবং সমৃদ্ধির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

শ্লোক ১২

ঋষয়ঃ কল্পয়াংচক্রুরাভিষেকং যথাবিধি ।
জগুর্ভদ্রাণি গন্ধর্বা নট্যশ্চ ননৃতুর্জগুঃ ॥ ১২ ॥

ঋষয়ঃ—মহর্ষিগণ; **কল্পয়াম্ চক্রুঃ**—সম্পাদন করেছিলেন; **আভিষেকম্**—অভিষেক, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় অনুষ্ঠেয়; **যথা-বিধি**—শাস্ত্রবিধি অনুসারে; **জগুঃ**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; **ভদ্রাণি**—সমস্ত সৌভাগ্য; **গন্ধর্বাঃ**—গন্ধর্বগণ; **নট্যঃ**—নর্তকীগণ; **চ**—ও; **ননৃতুঃ**—সেই উপলক্ষ্যে সুন্দরভাবে নৃত্য করেছিলেন; **জগুঃ**—এবং বেদবিহিত সঙ্গীত গান করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষিগণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে লক্ষ্মীদেবীর অভিষেক করেছিলেন, গন্ধর্বগণ মঙ্গলময় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, এবং নর্তকীগণ বেদবিহিত সঙ্গীত ও নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

মেঘা মৃদঙ্গপণবমুরজানকগোমুখান্ ।
ব্যনাদয়ন্ শঙ্খবেণুবীণাস্তুমুলনিঃস্বনান্ ॥ ১৩ ॥

মেঘাঃ—মূর্তিমন্ত মেঘসমূহ; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ; **পণব**—পণব; **মুরজ**—মুরজ নামক এক প্রকার ঢাক; **আনক**—আনক নামক এক প্রকার ঢাক; **গোমুখান্**—গোমুখ নামক এক প্রকার শিঙ্গা; **ব্যনাদয়ন্**—বাজিয়েছিলেন; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **বেণু**—বেণু; **বীণাঃ**—বীণা; **তুমুল**—তুমুল; **নিঃস্বনান্**—নিনাদিত।

অনুবাদ

মেঘসমূহ মূর্তিমন্ত হয়ে মৃদঙ্গ, পণব, মুরজ, আনক, শঙ্খ, বেণু, বীণা প্রভৃতি বাজিয়েছিল এবং সেই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি তুমুলভাবে নিনাদিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

ততোঽভিষিষিচুর্দেবীং শ্রিয়ং পদ্মকরাং সতীম্ ।
দিগিভাঃ পূর্ণকলশৈঃ সূক্তবাক্যৈর্দ্বিজেরিতৈঃ ॥ ১৪ ॥

ততঃ—তারপর; **অভিষিষিচুঃ**—পবিত্র জল গাত্রে সিঞ্চন করেছিল; **দেবীম্**—লক্ষ্মীদেবীর; **শ্রিয়ম্**—অতি সুন্দর; **পদ্ম-করাম্**—পদ্মহস্ত; **সতীম্**—পরম সতী, যিনি ভগবান ব্যতীত অন্য কাউকে জানেন না; **দিগিভাঃ**—দিগ্‌হস্তীগণ; **পূর্ণ-কলশৈঃ**—জলপূর্ণ কলসের দ্বারা; **সূক্ত-বাক্যৈঃ**—বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা; **দ্বি-জ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **ঈরিতৈঃ**—উচ্চারিত।

অনুবাদ

তারপর, দিগ্‌হস্তীসমূহ গঙ্গাজলে পূর্ণ কলসের দ্বারা লক্ষ্মীদেবীকে স্নান করিয়েছিল, এবং ব্রাহ্মণেরা তখন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। তখন তাঁর হাতে পদ্মফুল

ছিল এবং তিনি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিতা ছিলেন। সতী লক্ষ্মী তাঁর পতি ভগবান ব্যতীত অন্য কাউকে জানেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে লক্ষ্মীদেবীকে *শ্রিয়ম্*, অর্থাৎ ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্য সমন্বিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত ঐশ্বর্য লক্ষ্মীদেবীর কাছ থেকে লাভ করা যায়। লক্ষ্মীকে এখানে *দেবী* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ বৈকুণ্ঠলোকে তিনি ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদান করেন, যার ফলে তাঁরা এইভাবে বৈকুণ্ঠলোকে স্বাভাবিক আনন্দ উপভোগ করেন। ভগবান তাঁর প্রিয়া, পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর প্রতি সর্বদাই প্রসন্ন থাকেন। লক্ষ্মীদেবীকে এই শ্লোকে *সতী* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি ভগবান ব্যতীত কখনও অন্য কারও চিন্তা করেন না।

শ্লোক ১৫

সমুদ্রঃ পীতকৌশেয়বাসসী সমুপাহরৎ।
বরুণঃ স্রজং বৈজয়ন্তীং মধুনা মত্তষট্‌পদাম্ ॥ ১৫ ॥

সমুদ্রঃ—সমুদ্র; **পীত-কৌশেয়**—পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্র; **বাসসী**—উত্তরীয় এবং নিচের বস্ত্র; **সমুপাহরৎ**—উপহার দিয়েছিলেন; **বরুণঃ**—জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **স্রজম্**—মালা; **বৈজয়ন্তীম্**—বৈজয়ন্তী; **মধুনা**—মধুর দ্বারা; **মত্ত**—উন্মত্ত; **ষট্‌-পদাম্**—মৌমাছি, যাদের ছয়টি পা আছে।

অনুবাদ

রত্নাকর উত্তরীয় ও পরিধেয় পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্র প্রদান করেছিলেন। জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণ মধুপানে উন্মত্ত মধুকরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বৈজয়ন্তী মালা উপহার প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

দুধ, মধু, দধি, ঘৃত, গোময় এবং গোমূত্র আদি বিবিধ উপচার সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অভিষেক করার সময় পীত বসন প্রদান করার প্রথা রয়েছে। এইভাবে বৈদিক রীতি অনুসারে লক্ষ্মীদেবীর অভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল।

শ্লোক ১৬

ভূষণানি বিচিত্রাণি বিশ্বকর্মা প্রজাপতিঃ ।
হারং সরস্বতী পদ্মমজো নাগাশ্চ কুণ্ডলে ॥ ১৬ ॥

ভূষণানি—বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার; **বিচিত্রাণি**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত; **বিশ্বকর্মা প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতিদের অন্যতম বিশ্বকর্মা; **হারম্**—মালা বা কণ্ঠহার; **সরস্বতী**—সরস্বতী; **পদ্মম্**—পদ্মফুল; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **নাগাঃ চ**—এবং নাগগণ; **কুণ্ডলে**—দুটি কর্ণকুণ্ডল।

অনুবাদ

প্রজাপতিদের অন্যতম বিশ্বকর্মা বিচিত্র অলঙ্কারসমূহ দান করেছিলেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী কণ্ঠহার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কর্ণকুণ্ডল উপহার দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭

ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নোৎপলস্রজং
নদদ্দ্বিরেফাং পরিগৃহ্য পাণিনা ।
চচাল বক্ত্রং সুকপোলকুণ্ডলং
সব্রীড়হাসং দধতী সুশোভনম্ ॥ ১৭ ॥

ততঃ—তারপর; **কৃত-স্বস্ত্যয়না**—মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের দ্বারা যথাযথভাবে পূজিত হয়ে; **উৎপল-স্রজম্**—পদ্মফুলের মালা; **নদৎ**—গুঞ্জন; **দ্বিরেফাম্**—ভৃঙ্গ পরিবেষ্টিত; **পরিগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **পাণিনা**—হস্তের দ্বারা; **চচাল**—গমন করেছিলেন; **বক্ত্রম্**—মুখ; **সু-কপোল-কুণ্ডলম্**—তাঁর কপোল কুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত; **সব্রীড়-হাসম্**—সলজ্জ হাস্য; **দধতী**—বিস্তার করে; **সু-শোভনম্**—তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য।

অনুবাদ

তারপর লক্ষ্মীদেবী শুভ অনুষ্ঠানের দ্বারা যথাযথভাবে পূজিত হয়ে, গুঞ্জনরত ভ্রমর বেষ্টিত পদ্মমালা হস্তের দ্বারা গ্রহণ করে গতিশীল হয়েছিলেন। তাঁর সলজ্জ হাস্য এবং কুণ্ডলের দ্বারা শোভিত কপোলের সৌন্দর্য প্রভাবে তিনি অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী ক্ষীরসমুদ্রকে তাঁর পিতারূপে বরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিরন্তর নারায়ণের বক্ষে বিরাজ করেন। তিনি এই জড় জগতের সমস্ত জীবদের এমন কি ব্রহ্মাকে পর্যন্ত বর প্রদান করেন, তবুও তিনি সমস্ত জড় গুণের অতীত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তিনি ক্ষীরসমুদ্র থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর নিত্য স্থান নারায়ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

স্তনদ্বয়ং চাতিকৃশোদরী সমং
নিরন্তরং চন্দনকুঙ্কুমোক্ষিতম্ ।
ততস্ততো নূপুরবল্গুশিঞ্জিতৈ-
র্বিসর্পতী হেমলতেব সা বভৌ ॥ ১৮ ॥

স্তন-দ্বয়ম্—তাঁর দুটি স্তন; **চ**—ও; **অতি-কৃশ-উদরী**—তাঁর শরীরের মধ্যভাগ অত্যন্ত ক্ষীণ; **সমম্**—সমান; **নিরন্তরম্**—অন্তরাল রহিত; **চন্দন-কুঙ্কুম**—চন্দন এবং কুমকুম; **উক্ষিতম্**—লিপ্ত; **ততঃ ততঃ**—ইতস্তত; **নূপুর**—নূপুরের; **বল্গু**—অতি সুন্দর; **শিঞ্জিতৈঃ**—মৃদু কিঙ্কিণী ধ্বনি; **বিসর্পতী**—চলার সময়; **হেমলতা**—স্বর্ণলতা; **ইব**—সদৃশ; **সা**—লক্ষ্মীদেবী; **বভৌ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর সুসম ও সুবিন্যস্ত স্তনযুগল চন্দন এবং কুঙ্কুমে লিপ্ত, এবং তাঁর কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ। তিনি মনোহর নূপুর ধ্বনি সহকারে যখন ইতস্তত পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন একটি স্বর্ণলতিকার মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১৯

বিলোকয়ন্তী নিরবদ্যমাত্মনঃ
পদং ধ্রুবং চাব্যভিচারিসদ্গুণম্ ।
গন্ধর্বসিদ্ধাসুরযক্ষচারণ-
ত্রৈপিষ্টপেয়াদিষু নান্ববিন্দত ॥ ১৯ ॥

বিলোকয়ন্তি—নিরীক্ষণ করে; **নিরবদ্যম্**—কোন দোষ রহিত; **আত্মনঃ**—নিজের জন্য; **পদম্**—আশ্রয়; **ধ্রুবম্**—নিত্য; **চ**—ও; **অব্যভিচারি-সৎ-গুণম্**—গুণের পরিবর্তন না করে; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব; **সিদ্ধ**—সিদ্ধ; **অসুর**—অসুর; **যক্ষ**—যক্ষ; **চারণ**—চারণ; **ত্রৈপিষ্টপেয়-আদিষু**—এবং দেবতাদের মধ্যে; **ন**—না; **অন্ববিন্দত**—কাউকে গ্রহণ করতে।

অনুবাদ

গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, চারণ এবং দেবতাদের মধ্যে অনুসন্ধান করে, লক্ষ্মীদেবী স্বভাবতই সর্বগুণ সমন্বিত কাউকে খুঁজে পেলেন না। তাঁরা কেউই দোষ রহিত ছিল না, এবং তাই তিনি তাঁদের কারোরই আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

লক্ষ্মীদেবী সাগর থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে সাগরের কন্যা ছিলেন। তাই স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে তাঁর পতি মনোনয়ন করার অধিকার ছিল। তিনি তাঁর পতি হওয়ার অভিলাষী প্রত্যেককে পরীক্ষা করে, তাঁর আশ্রয় হওয়ার উপযুক্ত কাউকে খুঁজে পেলেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, লক্ষ্মীদেবীর স্বাভাবিক পতি নারায়ণের সমতুল্য এই জড় জগতে কেউ নেই।

শ্লোক ২০

নূনং তপো যস্য ন মন্যুনির্জয়ো
জ্ঞানং ক্বচিৎ তচ্চ ন সঙ্গবর্জিতম্ ।
কশ্চিন্মহাংস্তস্য ন কামনির্জয়ঃ
স ঈশ্বরঃ কিং পরতো ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ২০ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **তপঃ**—তপস্যা; **যস্য**—যাঁর; **ন**—না; **মন্যু**—ক্রোধ; **নির্জয়ঃ**—বিজিত; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **ক্বচিৎ**—কোন সাধু ব্যক্তিতে; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **ন**—না; **সঙ্গ-বর্জিতম্**—সঙ্গদোষ বর্জিত; **কশ্চিৎ**—কেউ; **মহান্**—অতি মহান ব্যক্তি; **তস্য**—তাঁর; **ন**—না; **কাম**—জড় বাসনা; **নির্জয়ঃ**—বিজিত; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **কিম্**—কি করে হতে পারে; **পরতঃ**—অন্যের; **ব্যপাশ্রয়ঃ**—অধীন।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবী সেই সভাস্থ সকলকে পরীক্ষা করে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন—এদের মধ্যে কেউ কঠোর তপস্যা করেছেন, কিন্তু ক্রোধ জয় করতে পারেননি। কারও জ্ঞান আছে, কিন্তু ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা জয় করতে পারেননি। কেউ অত্যন্ত মহান, কিন্তু কাম জয় করতে পারেননি। এমন কি মহান ব্যক্তিও অন্য কারও উপর নির্ভর করেন। তা হলে তিনি পরম ঈশ্বর হবেন কি করে?

তাৎপর্য

পরম ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টা এখানে করা হয়েছে। সকলকেই ঈশ্বর বা নিয়ন্তা বলে স্বীকার করা যায়, কিন্তু এই প্রকার ঈশ্বরেরা অন্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন, কেউ কঠোর তপস্যা করে থাকতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ক্রোধের নিয়ন্ত্রণাধীন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, সকলেই কারও না কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কেউই প্রকৃত ঈশ্বর হতে পারেন না। সেই কথা শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*—পরম ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ কারও দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হন না, কারণ তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর নিয়ন্তা (*সর্বকারণকারণম্*)।

শ্লোক ২১

ধর্মঃ ক্বচিৎ তত্র ন ভূতসৌহৃদং
ত্যাগঃ ক্বচিৎ তত্র ন মুক্তিকারণম্ ।
বীর্যং ন পুংসোহস্ত্যজবেগনিষ্কৃতং
ন হি দ্বিতীয়ো গুণসঙ্গবর্জিতঃ ॥ ২১ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **ক্বচিৎ**—পূর্ণজ্ঞান থাকলেও; **তত্র**—সেখানে; **ন**—না; **ভূত-সৌহৃদম্**—অন্য জীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব; **ত্যাগঃ**—ত্যাগ; **ক্বচিৎ**—কারও থাকতে পারে; **তত্র**—সেখানে; **ন**—না; **মুক্তি-কারণম্**—মুক্তির কারণ; **বীর্যম্**—শক্তি; **ন**—না; **পুংসঃ**—কোন ব্যক্তির; **অস্তি**—থাকতে পারে; **অজ-বেগ-নিষ্কৃতম্**—কালের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **গুণ-সঙ্গ-বর্জিতঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

অনুবাদ

কারও পূর্ণরূপে ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু তবুও তিনি সমস্ত জীবের প্রতি দয়ালু নন। কারও মধ্যে, তা তিনি মানুষই হোন অথবা দেবতাই হোন, ত্যাগ থাকতে পারে, কিন্তু তা মুক্তির কারণ নয়। কেউ মহা শক্তিশালী হতে পারেন, কিন্তু তিনি কালের প্রভাব অতিক্রম করতে সমর্থ নন। কেউ জড় জগতের আসক্তি ত্যাগ করেছেন, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। তাই কেউই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেননি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ধর্মঃ কৃচিৎ তত্র ন ভূতসৌহৃদম্* পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে পাই যে, বহু হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী রয়েছে, যারা তাদের ধর্মমত অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পালন করে, কিন্তু তারা সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী নয়। বস্তুতপক্ষে, তারা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ বলে নিজেদের জাহির করলেও অসহায় পশুদের হত্যা করে। এই ধরনের ধর্মের কোন অর্থ হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৮) বলা হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

কেউ তার নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মমত অনুশীলনে অত্যন্ত দক্ষ হতে পারে, কিন্তু তার যদি ভগবানকে ভালবাসার প্রবণতা না থাকে, তা হলে তার সেই ধর্ম আচরণ কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। বাসুদেবকে ভালবাসার বৃত্তি বিকশিত করা কর্তব্য (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। ভক্তের লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি সকলেরই বন্ধু (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*)। ভক্ত কখনও ধর্মের নামে অসহায় পশুহত্যা অনুমোদন করবেন না। এটিই লোক-দেখানো ধার্মিক ব্যক্তি আর ভগবদ্ভক্তের মধ্যে পার্থক্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা বহু বীরপুরুষ দেখতে পাই, কিন্তু তারা কেউই মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। শ্রীকৃষ্ণ যখন মৃত্যুরূপে আসেন, তখন সর্বশ্রেষ্ঠ বীরও ভগবানের সেই শাসনক্ষমতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান সেই সমস্ত বীরের তথাকথিত সমস্ত শক্তি হরণ করে নেন। নৃসিংহদেব যখন মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপুও রক্ষা পায়নি। ভগবানের শক্তির কাছে জীবের জড় শক্তি নিতান্তই তুচ্ছ।

শ্লোক ২২

ক্বচিচ্চিরায়ুর্ন হি শীলমঙ্গলং
ক্বচিৎ তদপ্যস্তি ন বেদ্যমায়ুষঃ ।
যত্রোভয়ং কুত্র চ সোঽপ্যমঙ্গলঃ
সুমঙ্গলঃ কশ্চ ন কাঙ্ক্ষতে হি মাম্ ॥ ২২ ॥

ক্বচিৎ—কেউ; **চির-আয়ুঃ**—দীর্ঘ আয়ু; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **শীল-মঙ্গলম্**—সৎ আচরণ বা মঙ্গল; **ক্বচিৎ**—কেউ; **তৎ অপি**—সৎ আচরণ সম্পন্ন হলেও; **অস্তি**—হয়; **ন**—না; **বেদ্যম্ আয়ুষঃ**—আয়ু সম্বন্ধে সচেতন; **যত্র উভয়ম্**—যদি দুটিই থাকে (সৎ আচরণ এবং মঙ্গল); **কুত্র**—কোথায়; **চ**—ও; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **অপি**—যদিও; **অমঙ্গলঃ**—অমঙ্গল; **সু-মঙ্গলঃ**—সর্বতোভাবে মঙ্গল; **কশ্চ**—কেউ; **ন**—না; **কাঙ্ক্ষতে**—বাসনা করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

কারও দীর্ঘ আয়ু থাকতে পারে, কিন্তু মঙ্গল বা সৎ আচরণ নেই। কারও মঙ্গল এবং সৎ আচরণ উভয়ই থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর আয়ু স্থির নয়। যদিও শিব আদি দেবতাদের নিত্য জীবন রয়েছে, কিন্তু শ্মশানে বাস করা আদি অশুভ অভ্যাস রয়েছে। আর কেউ যদি সর্বতোভাবে সদ্‌গুণ সম্পন্ন হনও, তবুও তাঁরা ভগবানের ভক্ত নন।

শ্লোক ২৩

এবং বিমৃশ্যাব্যভিচারিসদ্‌গুণৈ-
র্বরং নিজৈকাশ্রয়তয়াঽগুণাশ্রয়ম্ ।
বব্রে বরং সর্বগুণৈরপেক্ষিতং
রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষমীপ্সিতম্ ॥ ২৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিমৃশ্য**—গভীরভাবে বিবেচনা করার পর; **অব্যভিচারি-সৎ-গুণৈঃ**—অসাধারণ গুণ সমন্বিত; **বরম্**—শ্রেষ্ঠ; **নিজ-এক-আশ্রয়তয়া**—নিরপেক্ষভাবে সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত হওয়ার ফলে; **অগুণ-আশ্রয়ম্**—সমস্ত দিব্য গুণের আশ্রয়; **বব্রে**—অঙ্গীকার করেছিলেন; **বরম্**—পতিরূপে; **সর্ব-গুণৈঃ**—সমস্ত দিব্য গুণ

সমন্বিত; **অপেক্ষিতম্**—যোগ্য; **রমা**—লক্ষ্মীদেবী; **মুকুন্দম্**—মুকুন্দকে; **নিরপেক্ষম্**—যদিও তিনি তাঁর অপেক্ষা করেননি; **ঈপ্সিতম্**—পরম বাঞ্ছনীয়।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে পূর্ণরূপে বিবেচনা করার পর, লক্ষ্মীদেবী মুকুন্দকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন, যদিও তিনি (মুকুন্দ) সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং তাঁকে (লক্ষ্মীদেবীকে) লাভ করার অভিলাষী ছিলেন না। তিনি সমস্ত দিব্য গুণ ও যোগশক্তি সমন্বিত এবং তাই তিনি পরম বাঞ্ছনীয়।

তাৎপর্য

ভগবান মুকুন্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ। যেহেতু তিনি সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র, তাই তাঁর লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় বা সঙ্গের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী তাঁকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

তস্যাংসদেশ উশতীং নবকঞ্জমালাং
মাদ্যন্মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাম্ ।
তস্থৌ নিধায় নিকটে তদুরঃ স্বধাম
সব্রীড়হাসবিকসন্নয়নেন যাতা ॥ ২৪ ॥

তস্য—তাঁর (ভগবানের); **অংস-দেশে**—স্কন্ধে; **উশতীম্**—অতি সুন্দর; **নব**—নতুন; **কঞ্জ-মালাম্**—পদ্মফুলের মালা; **মাদ্যৎ**—উন্মত্ত; **মধুব্রত-বরূথ**—মধুকরদের; **গিরা**—ধ্বনি; **উপঘুষ্টাম্**—গুঞ্জনের দ্বারা পরিবেষ্টিত; **তস্থৌ**—স্থিত; **নিধায়**—মালা স্থাপন করে; **নিকটে**—নিকটে; **তৎ-উরঃ**—ভগবানের বক্ষ; **স্ব-ধাম**—তাঁর প্রকৃত নিবাসস্থল; **স-ব্রীড়-হাস**—সলজ্জ হাস্য; **বিকসৎ**—বিকশিত; **নয়নেন**—চোখের দ্বারা; **যাতা**—এইভাবে অবস্থিত।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবী ভগবানের সমীপবর্তী হয়ে তাঁর গলদেশে মধুমত্ত ভ্রমর নিনাদিত নব বিকশিত পদ্মফুলের মালা স্থাপন করেছিলেন। তারপর তাঁর বক্ষে স্থান লাভ করার আশায় সলজ্জ হাস্য-বিকশিত নয়নে তাঁর পাশে অবস্থান করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৫

তস্যাঃ শ্রিয়স্ত্রিজগতো জনকো জনন্যা
বক্ষোনিবাসমকরোৎ পরমং বিভূতেঃ ।
শ্রীঃ স্বাঃ প্রজাঃ সকরুণেন নিরীক্ষণেন
যত্র স্থিতৈধয়ত সাধিপতীংস্ত্রিলোকান্ ॥ ২৫ ॥

তস্যাঃ—তাঁর; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **ত্রি-জগতঃ**—ত্রিজগতের; **জনকঃ**—পিতা; **জনন্যাঃ**—মাতার; **বক্ষঃ**—বক্ষঃস্থল; **নিবাসম্**—বাসস্থান; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **পরমম্**—পরম; **বিভূতেঃ**—ঐশ্বর্যের; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **স্বাঃ**—নিজের; **প্রজাঃ**—প্রজা; **স-করুণেন**—করুণা সমন্বিত; **নিরীক্ষণেন**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **যত্র**—যেখানে; **স্থিতা**—অবস্থান করে; **ঐধয়ত**—বৃদ্ধি করেছিলেন; **স-অধিপতীন্**—মহান পরিচালক এবং নেতাগণ সহ; **ত্রিলোকান্**—ত্রিজগৎ।

অনুবাদ

ভগবান ত্রিজগতের পিতা, এবং তাঁর বক্ষঃস্থল সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী ত্রি-জগতের জননী লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান। লক্ষ্মীদেবী তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের প্রভাবে, প্রজা ও লোকপাল দেবতাগণ সহ ত্রিজগতের ঐশ্বর্য বর্ধিত করতে পারেন।

তাৎপর্য

লক্ষ্মীদেবীর বাসনা অনুসারে ভগবান তাঁর বক্ষঃস্থলকে লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান করেছিলেন, যার ফলে তিনি তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা দেবতা এবং মানুষ সকলকেই কৃপা করতে পারেন। অর্থাৎ, লক্ষ্মীদেবী যেহেতু নারায়ণের বক্ষে বিরাজ করেন, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই যে ভক্ত নারায়ণের পূজা করেন তাঁকে দেখতে পান। লক্ষ্মীদেবী যখন বুঝতে পারেন যে, কোনও ভক্ত নারায়ণের সেবা করার অভিলাষী, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে সমস্ত ঐশ্বর্য লাভের আশীর্বাদ প্রদান করেন। কর্মীরা লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করার চেষ্টা করে, কিন্তু যেহেতু তারা নারায়ণের ভক্ত নয়, তাই তাদের কাছে লক্ষ্মী চঞ্চলা। সর্বদা নারায়ণের সেবার প্রতি আসক্ত ভক্তদের ঐশ্বর্য কর্মীদের ঐশ্বর্যের মতো নয়। ভক্তদের ঐশ্বর্য নারায়ণের ঐশ্বর্যের মতোই চিরস্থায়ী।

শ্লোক ২৬

শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গানাং বাদিত্রাণাং পৃথুঃ স্বনঃ ।
দেবানুগানাং সস্ত্রীণাং নৃত্যতাং গায়তামভূৎ ॥ ২৬ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; **তূর্য**—তূর্য; **মৃদঙ্গানাম্**—এবং বিভিন্ন প্রকার মৃদঙ্গ; **বাদিত্রাণাম্**—বাদ্যযন্ত্রের; **পৃথুঃ**—মহান; **স্বনঃ**—ধ্বনি; **দেব-অনুগানাম্**—দেবতাদের অনুগামী গন্ধর্ব এবং চারণেরা; **সস্ত্রীণাম্**—তাঁদের পত্নীগণ সহ; **নৃত্যতাম্**—নৃত্য; **গায়তাম্**—গীত; **অভূৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

গন্ধর্ব এবং চারণেরা তখন শঙ্খ, তূর্য ও মৃদঙ্গ আদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করেছিলেন, এবং তাঁদের পত্নীগণ সহ তাঁরা নৃত্য-গীত করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

ব্রহ্মরুদ্রাঙ্গিরোমুখ্যাঃ সর্বে বিশ্বসৃজো বিভুম্ ।
ঈড়িরেঽবিতথৈর্মন্ত্রৈস্তল্লিঙ্গৈঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্ম—ব্রহ্মা; **রুদ্র**—শিব; **অঙ্গিরঃ**—মহর্ষি অঙ্গিরা; **মুখ্যাঃ**—প্রমুখ; **সর্বে**—সকলে; **বিশ্ব-সৃজঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার নির্দেশকগণ; **বিভুম্**—অত্যন্ত মহান ব্যক্তি; **ঈড়িরে**—পূজা করেছিলেন; **অবিতথৈঃ**—প্রকৃত; **মন্ত্রৈঃ**—মন্ত্রের দ্বারা; **তৎ-লিঙ্গৈঃ**—ভগবানের পূজা করে; **পুষ্প-বর্ষিণঃ**—পুষ্প বর্ষণ করে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা, শিব, অঙ্গিরা প্রমুখ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার নির্দেশকেরা পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন এবং ভগবানের মহিমাজ্ঞাপক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

শ্রিয়াবলোকিতা দেবাঃ সপ্রজাপতয়ঃ প্রজাঃ ।
শীলাদিগুণসম্পন্না লেভিরে নির্বৃতিং পরাম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রিয়া—লক্ষ্মীদেবীর; **অবলোকিতাঃ**—কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে; **দেবাঃ**—দেবতারা; **স-প্রজাপতয়ঃ**—প্রজাপতিগণ সহ; **প্রজাঃ**—এবং তাঁদের প্রজাগণ; **শীল-আদি-**

গুণসম্পন্নাঃ—সকলেই সৎ আচরণ এবং সচ্চরিত্র-সম্পন্ন; **লেভিরে**—লাভ করেছিলেন; **নির্বৃতিম্**—সন্তোষ; **পরাম্**—চরম।

অনুবাদ

প্রজাপতি এবং প্রজাগণ সহ সমস্ত দেবতারা লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে অচিরেই সৎ আচরণ এবং দিব্য গুণাবলী সম্পন্ন হয়ে পরমানন্দ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

নিঃসত্ত্বা লোলুপা রাজন্ নিরুদ্যোগা গতত্রপাঃ ।
যদা চোপেক্ষিতা লক্ষ্ম্যা বভূবুর্দৈত্যদানবাঃ ॥ ২৯ ॥

নিঃসত্ত্বাঃ—দুর্বল; **লোলুপাঃ**—অত্যন্ত লোভী; **রাজন্**—হে রাজন্; **নিরুদ্যোগাঃ**—নিরাশ; **গত-ত্রপাঃ**—নির্লজ্জ; **যদা**—যখন; **চ**—ও; **উপেক্ষিতাঃ**—উপেক্ষিত; **লক্ষ্ম্যা**—লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা; **বভূবুঃ**—হয়েছিলেন; **দৈত্য-দানবাঃ**—দৈত্য এবং দানবেরা।

অনুবাদ

হে রাজন্, লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ার ফলে দৈত্য ও দানবেরা দুর্বল, মোহাচ্ছন্ন ও নিরুদ্যম হয়েছিল, এবং তার ফলে তারা নির্লজ্জ হয়েছিল।

শ্লোক ৩০

অথাসীদ্ বারুণী দেবী কন্যা কমললোচনা ।
অসুরা জগৃহুস্তাং বৈ হরেরনুমতেন তে ॥ ৩০ ॥

অথ—তারপর (লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাবের পর); **আসীৎ**—হয়েছিল; **বারুণী**—বারুণী; **দেবী**—সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; **কন্যা**—যুবতী; **কমল-লোচনা**—পদ্মনয়না; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **জগৃহুঃ**—গ্রহণ করেছিলেন; **তাম্**—তাকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **হরেঃ**—ভগবানের; **অনুমতেন**—অনুমতিক্রমে; **তে**—তারা (অসুরেরা)।

অনুবাদ

তারপর সুরার অধিষ্ঠাত্রী কমলনয়না বারুণীদেবী উত্থিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে বলি মহারাজ প্রমুখ দানবেরা সেই কন্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

অথোদধের্মথ্যমানাৎ কাশ্যপৈরমৃতার্থিভিঃ ।
উদতিষ্ঠন্মহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৩১ ॥

অথ—তারপর; **উদধেঃ**—ক্ষীরসমুদ্র থেকে; **মথ্যমানাৎ**—মন্থনের ফলে; **কাশ্যপৈঃ**—কশ্যপের পুত্র দেবতা এবং দানবেরা; **অমৃত-অর্থিভিঃ**—অমৃত লাভে উৎসুক; **উদতিষ্ঠৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **মহারাজ**—হে রাজন; **পুরুষঃ**—একজন পুরুষ; **পরম**—অত্যন্ত; **অদ্ভুতঃ**—অদ্ভুত।

অনুবাদ

হে রাজন, তারপর, কশ্যপের পুত্র দেবতা এবং দানবেরা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করতে থাকলে, এক পরম অদ্ভুত পুরুষ উত্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

দীর্ঘপীবরদোর্দণ্ডঃ কম্বুগ্রীবোঽরুণেক্ষণঃ ।
শ্যামলস্তরুণঃ স্রগ্বী সর্বাভরণভূষিতঃ ॥ ৩২ ॥

দীর্ঘ—দীর্ঘ; **পীবর**—বলিষ্ঠ; **দোঃ-দণ্ডঃ**—বাহু; **কম্বু**—শঙ্খের মতো; **গ্রীবঃ**—কণ্ঠ; **অরুণ-ঈক্ষণঃ**—আরক্তিম নয়ন; **শ্যামলঃ**—শ্যামবর্ণ; **তরুণঃ**—নবীন বয়স; **স্রগ্বী**—ফুলমালায় ভূষিত; **সর্ব**—সমস্ত; **আভরণ**—অলঙ্কারের দ্বারা; **ভূষিতঃ**—বিভূষিত।

অনুবাদ

তাঁর শরীর সুদৃঢ়, তাঁর বাহুযুগল দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ, তাঁর কণ্ঠ শঙ্খের মতো ত্রিরেখাঙ্কিত, তাঁর নয়ন অরুণবর্ণ, এবং তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ ছিল। তিনি তরুণ বয়স্ক, বনমালী এবং তাঁর দেহ সর্বপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত।

শ্লোক ৩৩

পীতবাসা মহোরস্কঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ ।
স্নিগ্ধকুঞ্চিতকেশান্তসুভগঃ সিংহবিক্রমঃ ।
অমৃতাপূর্ণকলসং বিভ্রদ্ বলয়ভূষিতঃ ॥ ৩৩ ॥

পীত-বাসাঃ—পীত বসন পরিহিত; **মহা-উরস্কঃ**—তাঁর বক্ষ অতি বিস্তৃত; **সু-মৃষ্টমণি-কুণ্ডলঃ**—সুমার্জিত মণিময় কুণ্ডলধারী; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **কুঞ্চিত-কেশ**—কুঞ্চিত কেশ; **অন্ত**—প্রান্তভাগে; **সুভগঃ**—পৃথক এবং সুন্দর; **সিংহ-বিক্রমঃ**—সিংহের মতো বলবান; **অমৃত**—অমৃতের দ্বারা; **আপূর্ণ**—পূর্ণ; **কলসাম্**—কলস; **বিভ্রৎ**—ভ্রাম্যমান; **বলয়**—বলয়ের দ্বারা; **ভূষিতঃ**—অলঙ্কৃত।

অনুবাদ

তিনি পীত বসন এবং সুমার্জিত মণিময় কুণ্ডলধারী। তাঁর কেশাগ্র ভাগ স্নিগ্ধ ও সুকুঞ্চিত, এবং তাঁর বক্ষস্থল সুপ্রশস্ত। তাঁর দেহ সর্ব সুলক্ষণ সমন্বিত এবং সিংহের মতো বিক্রমশালী। সেই পুরুষ বলয় শোভিত হস্তে অমৃতপূর্ণ কলস ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ ।
ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্বেদদৃগিজ্যভাক্ ॥ ৩৪ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **অংশ-অংশ-সম্ভবঃ**—অংশের অংশাবতার; **ধন্বন্তরিঃ**—ধনন্তরি; **ইতি**—এই প্রকার; **খ্যাতঃ**—প্রসিদ্ধ; **আয়ুঃ-বেদ-দৃক্**—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ; **ইজ্য-ভাক্**—যজ্ঞভাগ লাভের অধিকারি দেবতাদের অন্যতম।

অনুবাদ

তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অংশের অংশসম্ভূত ধন্বন্তরি। তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, এবং যজ্ঞভাগ লাভের অধিকারি দেবতাদের অন্যতম।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

তেষাং সত্যাচ্চালনার্থং হরির্ধন্বন্তরির্বিভুঃ ।
সমর্থোঽপ্যসুরাণাং তু স্বহস্তাদমুচৎ সুধাম্ ॥

অমৃতকলস বহনকারী ধন্বন্তরি হচ্ছেন ভগবানের অংশাবতার, কিন্তু যদিও তিনি অত্যন্ত বলবান, তবুও অসুরেরা তাঁর হাত থেকে অমৃতকলস ছিনিয়ে নিয়েছিল।

শ্লোক ৩৫

**তমালোক্যাসুরাঃ সর্বে কলসং চামৃতাভৃতম্ ।
লিপ্সন্তঃ সর্ববস্তূনি কলসং তরসাহরন্ ॥ ৩৫ ॥**

তম্—তাঁকে; **আলোক্য**—দর্শন করে; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **সর্বে**—তারা সকলে; **কলসম্**—অমৃতকলস; **চ**—ও; **অমৃত-আভৃতম্**—অমৃতপূর্ণ; **লিপ্সন্তঃ**—তীব্র বাসনায়; **সর্ব-বস্তূনি**—সমস্ত বস্তু; **কলসম্**—কলস; **তরসা**—তৎক্ষণাৎ; **অহরন্**—ছিনিয়ে নিয়েছিল।

অনুবাদ

ধন্বন্তরিকে অমৃতকলস বহন করতে দেখে, অসুরেরা সেই কলস এবং তার ভিতর যা কিছু ছিল তা সব লাভ করার ইচ্ছায় বলপূর্বক সেই অমৃতভাণ্ড হরণ করেছিল।

শ্লোক ৩৬

**নীয়মানেঽসুরৈস্তস্মিন্ কলসেঽমৃতভাজনে ।
বিষণ্ণমনসো দেবা হরিং শরণমাযযুঃ ॥ ৩৬ ॥**

নীয়মানে—অপহৃত হলে; **অসুরৈঃ**—অসুরদের দ্বারা; **তস্মিন্**—সেই; **কলসে**—কলস; **অমৃত-ভাজনে**—অমৃতপূর্ণ; **বিষণ্ণ-মনসঃ**—বিষণ্ণ চিত্ত; **দেবাঃ**—দেবতারা; **হরিম্**—ভগবানের; **শরণম্**—শরণ গ্রহণ করার জন্য; **আযযুঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

অসুরেরা এইভাবে অমৃতকলস হরণ করে নিলে, দেবতারা বিষণ্ণ চিত্তে ভগবান শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

**ইতি তদ্দৈন্যমালোক্য ভগবান্ ভৃত্যকামকৃৎ ।
মা খিদ্যত মিথোঽর্থং বঃ সাধয়িষ্যে স্বমায়য়া ॥ ৩৭ ॥**

ইতি—এইভাবে; **তৎ**—দেবতাদের; **দৈন্যম্**—বিষাদ; **আলোক্য**—দর্শন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **ভৃত্য-কাম-কৃৎ**—যিনি সর্বদা তাঁর সেবকদের বাসনা পূর্ণ করতে

তৎপর; **মা খিদ্যত**—দুঃখিত হয়ো না; **মিথঃ**—কলহের দ্বারা; **অর্থম্**—অমৃত লাভের জন্য; **বঃ**—তোমরা সকলে; **সাধয়িস্যে**—আমি সম্পাদন করব; **স্ব-মায়য়া**—আমার মায়ার দ্বারা।

অনুবাদ

ভক্তের বাসনা পূর্ণকারী ভগবান দেবতাদের এইভাবে বিষণ্ণ দেখে তাঁদের বলেছিলেন, "তোমরা দুঃখিত হয়ো না। আমি আমার মায়ার দ্বারা অসুরদের বিমোহিত করে তাদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করব। এইভাবে আমি তোমাদের অমৃত লাভ করার বাসনা পূর্ণ করব।"

শ্লোক ৩৮

মিথঃ কলিরভূৎ তেষাং তদর্থে তর্ষচেতসাম্ ।
অহং পূর্বমহং পূর্বং ন ত্বং ন ত্বমিতি প্রভো ॥ ৩৮ ॥

মিথঃ—পরস্পর; **কলিঃ**—কলহ; **অভূৎ**—হয়েছিল; **তেষাম্**—তারা সকলে; **তৎ-অর্থে**—অমৃতের জন্য; **তর্ষ-চেতসাম্**—বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হয়ে; **অহম্**—আমি; **পূর্বম্**—প্রথমে; **অহম্**—আমি; **পূর্বম্**—প্রথমে; **ন**—না; **ত্বম্**—তুমি; **ন**—না; **ত্বম্**—তুমি; **ইতি**—এইভাবে; **প্রভো**—হে রাজন।

অনুবাদ

হে রাজন, তখন অসুরদের মধ্যে কে প্রথম অমৃত পান করবে তা নিয়ে কলহের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা সকলেই বলেছিল, "আমি প্রথমে পান করব। আমি প্রথমে পান করব। তুমি প্রথমে পান করতে পারবে না। তুমি পান করতে পারবে না।"

তাৎপর্য

এটিই অসুরের লক্ষণ। অভক্তদের প্রথম চিন্তা হচ্ছে কিভাবে সে তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবে, আর ভক্তদের প্রথম চিন্তা হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। এটিই অভক্ত এবং ভক্তের মধ্যে পার্থক্য। এই জড় জগতে যেহেতু অধিকাংশ মানুষই অভক্ত, তাই তারা নিরন্তর প্রতিযোগিতা করছে, লড়াই করছে। তার ফলে তাদের মধ্যে সর্বদাই মতানৈক্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই রয়েছে। কারণ সকলেই তার

নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়। তাই, এই সমস্ত অসুরেরা যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের শিক্ষা লাভ না করে, তা হলে মানব-সমাজে বা অন্য যে কোন সমাজে, এমন কি দেবতাদের সমাজেও শান্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। দেবতা এবং ভক্তেরা কিন্তু সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত, এবং তার ফলে ভগবান তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করতে সর্বদাই উৎসুক থাকেন। অসুরেরা যখন তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যুদ্ধ করে, ভক্তেরা তখন ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে যুক্ত থাকেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের সর্বদাই এই বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত, তা হলে তাদের কৃষ্ণভক্তির প্রচার সফল হবে।

শ্লোক ৩৯-৪০

দেবাঃ স্বং ভাগমর্হন্তি যে তুল্যায়াসহেতবঃ ।
সত্রযাগ ইবৈতস্মিন্নেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥
ইতি স্বান্ প্রত্যষেধন্ বৈ দৈতেয়া জাতমৎসরাঃ ।
দুর্বলাঃ প্রবলান্ রাজন্ গৃহীতকলসান্ মুহুঃ ॥ ৪০ ॥

দেবাঃ—দেবতারা; **স্বম্ ভাগম্**—তাদের নিজেদের ভাগ; **অর্হন্তি**—গ্রহণ করার যোগ্য; **যে**—তারা সকলে; **তুল্য-আয়াস-হেতবঃ**—সমান পরিশ্রম করেছিল; **সত্র-যাগে**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে; **ইব**—তেমনই; **এতস্মিন্**—এই বিষয়ে; **এষঃ**—এই; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **সনাতনঃ**—নিত্য; **ইতি**—এইভাবে; **স্বান্**—নিজেদের মধ্যে; **প্রত্যষেধন্**—পরস্পরকে নিষেধ করেছিল; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দৈতেয়াঃ**—দিতির পুত্রগণ; **জাত-মৎসরাঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ; **দুর্বলাঃ**—দুর্বল; **প্রবলান্**—বলপূর্বক; **রাজন্**—হে রাজন; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **কলসান্**—অমৃতকলস; **মুহুঃ**—নিরন্তর।

অনুবাদ

কোন কোন অসুর বলেছিল, "দেবতারাও ক্ষীরসমুদ্র মন্থনে অংশগ্রহণ করেছিল। এখন সনাতন ধর্ম অনুসারে, যেহেতু সার্বজনীন যজ্ঞে সকলেরই সমানভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, তাই দেবতাদেরও অমৃতের ভাগ পাওয়া উচিত।" হে রাজন, এইভাবে দুর্বল অসুরেরা বলবান অসুরদের অমৃত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিল।

তাৎপর্য

অমৃত লাভের বাসনায় দুর্বল অসুরেরা দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে এইভাবে বলেছিল। দুর্বল দৈত্যেরা বলবান দৈত্যদের ভাগ না করে অমৃতপানে বাধা দেওয়ার জন্য দেবতাদের সমর্থন করেছিল। এইভাবে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হতে থাকে, এবং কলহের ফলে তারা পরস্পরকে অমৃতপানে বাধা দিতে থাকে।

শ্লোক ৪১-৪৬

এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুঃ সর্বোপায়বিদীশ্বরঃ ।
যোষিদ্রূপমনির্দেশ্যং দধার পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৪১ ॥
প্রেক্ষণীয়োৎপলশ্যামং সর্বাবয়বসুন্দরম্ ।
সমানকর্ণাভরণং সুকপোলোন্নসাননম্ ॥ ৪২ ॥
নবযৌবননির্বৃত্তস্তনভারকৃশোদরম্ ।
মুখামোদানুরক্তালিঝঙ্কারোদ্বিগ্নলোচনম্ ॥ ৪৩ ॥
বিভ্রৎ সুকেশভারেণ মালামুৎফুল্লমল্লিকাম্ ।
সুগ্রীবকণ্ঠাভরণং সুভুজাঙ্গদভূষিতম্ ॥ ৪৪ ॥
বিরজাম্বরসংবীতনিতম্বদ্বীপশোভয়া ।
কাঞ্চ্যা প্রবিলসদ্বল্গুচলচ্চরণনূপুরম্ ॥ ৪৫ ॥
সব্রীড়স্মিতবিক্ষিপ্তভ্রূবিলাসাবলোকনৈঃ ।
দৈত্যযূথপচেতঃসু কামমুদ্দীপয়ন্ মুহুঃ ॥ ৪৬ ॥

এতস্মিন্ অন্তরে—এই ঘটনার পর; **বিষ্ণুঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **সর্ব-উপায়-বিৎ**—সর্ব উপায়বেত্তা; **ঈশ্বরঃ**—পরম ঈশ্বর; **যোষিৎ-রূপম্**—সুন্দরী রমণীরূপে; **অনির্দেশ্যম্**—কেউই বুঝতে পারেনি সেই রমণীটি কে; **দধার**—গ্রহণ করেছিলেন; **পরম**—পরম; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **প্রেক্ষণীয়**—মনোরম; **উৎপল-শ্যামম্**—নব বিকশিত পদ্মের মতো শ্যামবর্ণা; **সর্ব**—সমস্ত; **অবয়ব**—তাঁর দেহের অঙ্গ; **সুন্দরম্**—অত্যন্ত সুন্দর; **সমান**—সমান; **কর্ণ-আভরণম্**—কর্ণভূষণ; **সু-কপোল**—অতি সুন্দর গাল; **উন্নস-আননম্**—তার মুখমণ্ডল উন্নত নাসিকাযুক্ত; **নব-যৌবন**—নব যৌবন; **নির্বৃত্ত-স্তন**—স্থির স্তনযুগল; **ভার**—ভার; **কৃশ**—অত্যন্ত ক্ষীণ; **উদরম্**—কটিদেশ; **মুখ**—মুখমণ্ডল; **আমোদ**—আনন্দদায়ক; **অনুরক্ত**—আকৃষ্ট; **অলি**—ভ্রমর; **ঝঙ্কার**—গুঞ্জন; **উদ্বিগ্ন**—উৎকণ্ঠার ফলে; **লোচনম্**—তাঁর নয়ন; **বিভ্রৎ**—চঞ্চল; **সু-কেশ-ভারেণ**—তাঁর সুন্দর

কেশের ভারে; **মালাম্**—ফুলের মালার দ্বারা; **উৎফুল্ল-মল্লিকাম্**—পূর্ণ বিকশিত মল্লিকা ফুলের তৈরি; **সু-গ্রীব**—অত্যন্ত সুন্দর গ্রীবা; **কণ্ঠ-আভরণম্**—কণ্ঠাভরণের দ্বারা; **সু-ভুজ**—অতি সুন্দর বাহু; **অঙ্গদ-ভূষিতম্**—বলয়ের দ্বারা বিভূষিত; **বিরজ-অম্বর**—অতি স্বচ্ছ বস্ত্র; **সম্বিত**—বিস্তৃত; **নিতম্ব**—নিতম্ব; **দ্বীপ**—দ্বীপের মতো; **শোভয়া**—এই প্রকার সৌন্দর্যের দ্বারা; **কাঞ্চ্যা**—কোমরবন্ধ; **প্রবিলসৎ**—বিস্তৃত; **বল্গু**—অতি সুন্দর; **চলৎ-চরণ-নূপুরম্**—চঞ্চল নূপুর; **স-ব্রীড়-স্মিত**—সলজ্জ হাস্য; **বিক্ষিপ্ত**—দৃষ্টিপাত করে; **ভ্রূ-বিলাস**—ভ্রূর বিলাস; **অবলোকনৈঃ**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **দৈত্য-যূথপ**—অসুর নায়কদের; **চেতঃসু**—হৃদয়ে; **কামম্**—কামবাসনা; **উদ্দীপয়ৎ**—উদ্দীপ্ত করে; **মুহুঃ**—নিরন্তর।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু, যিনি যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রতিকার করতে পারেন, তিনি এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি ধারণ করেছিলেন। নারীরূপে ভগবানের এই মোহিনীমূর্তি অবতার পরম মনোরম। তাঁর অঙ্গকান্তি নব-বিকশিত নীল কমলের মতো, এবং তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ পরম সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাঁর কর্ণযুগল সমান আভরণে বিভূষিত, তাঁর গণ্ডদেশ অত্যন্ত মনোহর, তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডল উন্নত নাসিকাযুক্ত, এবং যৌবনের ছটায় পূর্ণ। তাঁর উন্নত স্তনযুগলের প্রভাবে তাঁর কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ বলে প্রতীত হচ্ছিল। তাঁর অঙ্গসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা তাঁর চতুর্দিকে গুঞ্জন করছিল, এবং তার ফলে তাঁর নয়নযুগল চঞ্চল হয়েছিল। তাঁর সুন্দর কেশদাম মল্লিকা মালায় ভূষিত। তাঁর কমনীয় গ্রীবা কণ্ঠ আভরণে ভূষিত, তাঁর বাহুযুগল অঙ্গদের দ্বারা বিভূষিত, তাঁর দেহ নির্মল বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং তাঁর নিতম্ব এক সৌন্দর্যের সমুদ্রে দুটি দ্বীপের মতো প্রতিভাত হচ্ছিল। তাঁর চরণ নূপুরের দ্বারা বিভূষিত। মধুর হাস্য সহকারে ভ্রূযুগল বিচলিত করে তিনি যখন অসুরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তখন সমস্ত অসুরদের হৃদয় কামবাণে বিদ্ধ হয়েছিল এবং তারা সকলেই তাঁকে কামনা করেছিল।

তাৎপর্য

ভগবান যেহেতু অসুরদের কামবাসনা উদ্দীপ্ত করার জন্য এক সুন্দরী স্ত্রী-মূর্তি ধারণ করেছিলেন, তাই এখানে তাঁর সৌন্দর্যের পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ক্ষীরসমুদ্র মন্থন' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

নবম অধ্যায়

মোহিনীমূর্তিরূপে ভগবানের অবতার

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে সমস্ত অসুরেরা মোহিনীমূর্তির সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাঁকে অমৃতভাণ্ড প্রদান করতে সম্মত হয়েছিল, এবং তিনি তখন দৈত্যদের বঞ্চনা করে দেবতাদের তা প্রদান করেছিলেন।

অসুরেরা যখন অমৃতভাণ্ড নিয়ে কলহ করছিল, তখন এক পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীমূর্তি তাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। সমস্ত অসুরেরা সেই যুবতীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। অসুরেরা যেহেতু অমৃত নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ করছিল, তাই তারা সেই সুন্দরী রমণীকে মধ্যস্থতা করে, তাদের বিবাদের মীমাংসা করার জন্য মনোনীত করে। তাদের সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভগবানের অবতার মোহিনী অসুরদের অঙ্গীকার করালেন যে, তিনি যা বিচার করবেন, তারা যেন তাই মেনে নেয়। অসুরেরা যখন সেই প্রতিজ্ঞা করে, তখন মোহিনীমূর্তি অমৃত বিতরণ করার জন্য দেবতা এবং দানবদের পৃথক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করান। তিনি জানতেন, অসুরেরা অমৃত পানের অযোগ্য। তাই তাদের বঞ্চনা করে দেবতাদের মধ্যেই সমস্ত অমৃত বিতরণ করে দেন। দানবেরা যখন দেখল, মোহিনীমূর্তি তাদের প্রতারণা করছে, তখন ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তারা মৌন হয়েছিল। কিন্তু রাহু নামক একটি দৈত্য দেবতাদের বেশ ধারণ করে দেবতাদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করে। সে সূর্য এবং চন্দ্রের মাঝখানে বসেছিল। ভগবান যখন বুঝতে পারলেন কিভাবে রাহু প্রতারণা করছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দৈত্যের মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু রাহু ইতিমধ্যে অমৃত পান করার ফলে, মস্তক ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তার মৃত্যু হল না। দেবতাদের অমৃতপান শেষ হলে, ভগবান তাঁর নিজের রূপ গ্রহণ করেছিলেন। ভগবানের পবিত্র নাম, লীলা এবং পরিকরের মহিমা কীর্তন যে কত শক্তিশালী, সেই কথা শুকদেব গোস্বামী এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তেঽন্যোন্যতোঽসুরাঃ পাত্রং হরন্তস্ত্যক্তসৌহৃদাঃ ।
ক্ষিপন্তো দস্যুধর্মাণ আয়ান্তীং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তে**—অসুরেরা; **অন্যোন্যতঃ**—পরস্পর; **অসুরাঃ**—অসুরেরা; **পাত্রম্**—অমৃতভাণ্ড; **হরন্তঃ**—একে অপরের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে; **ত্যক্ত-সৌহৃদাঃ**—পরস্পরের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে; **ক্ষিপন্তঃ**—কখন নিক্ষেপ করে; **দস্যু-ধর্মাণঃ**—দস্যুর মতো কখনও ছিনিয়ে নিয়ে; **আয়ান্তীম্**—অভিমুখে আগত; **দদৃশুঃ**—দর্শন করেছিল; **স্ত্রিয়ম্**—এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর অসুরেরা পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছিল। তারা পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য পরিত্যাগ করে অমৃতভাণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং নিক্ষেপ করেছিল। তখন তারা দেখল যে, এক পরমা সুন্দরী যুবতী তাদের দিকে আসছে।

শ্লোক ২

অহো রূপমহো ধাম অহো অস্যা নবং বয়ঃ ।
ইতি তে তামভিদ্রুত্য পপ্রচ্ছুর্জাতহৃচ্ছয়াঃ ॥ ২ ॥

অহো—কি আশ্চর্যজনক; **রূপম্**—তাঁর সৌন্দর্য; **অহো**—কি অপূর্ব; **ধাম**—তাঁর অঙ্গকান্তি; **অহো**—কি অপূর্ব; **অস্যাঃ**—তাঁর; **নবম্**—নবীন; **বয়ঃ**—বয়স; **ইতি**—এইভাবে; **তে**—সেই অসুরেরা; **তাম্**—সেই সুন্দরী রমণীকে; **অভিদ্রুত্য**—দ্রুতগতিতে তাঁর কাছে এসে; **পপ্রচ্ছুঃ**—জিজ্ঞাসা করেছিল; **জাত-হৃৎ-শয়াঃ**—তাঁকে উপভোগ করার জন্য কামপূর্ণ হৃদয়ে।

অনুবাদ

সেই পরমা সুন্দরী যুবতীকে দর্শন করে অসুরেরা বলেছিল, "আহা এর সৌন্দর্য কি অপূর্ব, এর অঙ্গকান্তি কি অদ্ভুত, এর যৌবন কি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত!"

এই কথা বলতে বলতে তারা তাঁকে উপভোগ করার বাসনায় কামার্ত হয়ে, তাঁর প্রতি দ্রুতবেগে ধাবিত হয়েছিল এবং তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৩

কা ত্বং কঞ্জপলাশাক্ষি কুতো বা কিং চিকীর্ষসি ।
কস্যাসি বদ বামোরু মথ্নতীব মনাংসি নঃ ॥ ৩ ॥

কা—কে; **ত্বম্**—তুমি; **কঞ্জ-পলাশ-অক্ষি**—পদ্মপলাশ-লোচনা; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **বা**—অথবা; **কিম্ চিকীর্ষসি**—কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ; **কস্য**—কার; **অসি**—পত্নী; **বদ**—বল; **বাম-উরু**—মনোরম উরু-যুগলশালিনী; **মথ্নতী**—বিক্ষুব্ধ করে; **ইব**—সদৃশ; **মনাংসি**—আমাদের চিত্ত; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে সুন্দরী! হে পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এসেছ? কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ? তুমি কার? হে অপূর্বসুন্দর উরুশালিনী, তোমাকে দর্শন করা মাত্র আমাদের মন বিক্ষুব্ধ হচ্ছে।

তাৎপর্য

অসুরেরা সেই অপূর্ব সুন্দরী কন্যাটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি কার?" নারীকে বিবাহের পূর্বে তার পিতার, বিবাহের পর তার পতির, এবং বৃদ্ধাবস্থায় তার উপযুক্ত পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকা কর্তব্য। এই প্রশ্ন সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, "তুমি কার?" বলতে "তুমি কার কন্যা?" বোঝানো হয়েছে। যেহেতু অসুরেরা বুঝতে পেরেছিল যে, সেই সুন্দরী যুবতীটি অবিবাহিতা ছিলেন, তাই তারা প্রত্যেকেই তাঁকে বিবাহ করতে বাসনা করেছিল। তাই তারা প্রশ্ন করেছিল, "তুমি কার কন্যা?"

শ্লোক ৪

ন বয়ং ত্বামরৈর্দৈত্যৈঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণৈঃ ।
নাস্পৃষ্টপূর্বাং জানীমো লোকেশৈশ্চ কুতো নৃভিঃ ॥ ৪ ॥

ন—নয়; **বয়ম্**—আমরা; **ত্বা**—তোমাকে; **অমরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **দৈত্যৈঃ**—দৈত্যদের দ্বারা; **সিদ্ধ**—সিদ্ধদের দ্বারা; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বদের দ্বারা; **চারণৈঃ**—এবং চারণদের দ্বারা; **ন**—না; **অস্পৃষ্ট-পূর্বাম্**—কেউ উপভোগ করেনি অথবা স্পর্শ করেনি; **জানীমঃ**—আমরা স্পষ্টভাবে জানি; **লোক-ঈশৈঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকপালদের দ্বারা; **চ**—ও; **কুতঃ**—কি কথা; **নৃভিঃ**—মানুষদের দ্বারা।

অনুবাদ

মানুষদের কি কথা, দেবতা, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, চারণ, এবং লোকপাল প্রজাপতিরাও তোমাকে স্পর্শ করেনি। এমন নয় যে আমরা তোমার পরিচয় জানি না।

তাৎপর্য

কোন বিবাহিতা স্ত্রীকে যে কামবাসনা যুক্ত হয়ে সম্বোধন করা উচিত নয়, সেই শিষ্টাচার অসুরেরা পর্যন্ত পালন করে। মহান নীতিজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, *মাতৃবৎ পরদারেষু*—অন্যের স্ত্রীকে মায়ের মতো বলে মনে করা উচিত। অসুরেরা নিশ্চিত ছিল যে, তাদের সম্মুখে আগতা সেই সুন্দরী যুবতী মোহিনীমূর্তি অবিবাহিতা ছিলেন। তাই তারা অনুমান করেছিল যে, দেবতা, গন্ধর্ব, চারণ, সিদ্ধ আদি কেউই তাঁকে পূর্বে স্পর্শ করেনি। অসুরেরা জানত যে, সেই যুবতীটি ছিলেন অবিবাহিতা, এবং তাই তারা তাঁকে এইভাবে সম্বোধন করার সাহস করেছিল। তারা মনে করেছিল যে, সেই যুবতী কন্যা মোহিনীমূর্তি তাদের মধ্যে থেকে পতি মনোনয়ন করার জন্য সেখানে এসেছিলেন।

শ্লোক ৫

নূনং ত্বং বিধিনা সুভ্রূঃ প্রেষিতাসি শরীরিণাম্ ।
সর্বেন্দ্রিয়মনঃপ্রীতিং বিধাতুং সঘৃণেন কিম্ ॥ ৫ ॥

নূনম্—বস্তুতপক্ষে; **ত্বম্**—তুমি; **বিধিনা**—বিধাতার দ্বারা; **সু-ভ্রূঃ**—সুন্দর ভ্রূ সমন্বিতা; **প্রেষিতা**—প্রেরিতা; **অসি**—তুমি হও; **শরীরিণাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবের; **সর্ব**—সমস্ত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **মনঃ**—এবং মনের; **প্রীতিম্**—প্রীতিজনক; **বিধাতুম্**—প্রদান করার জন্য; **স-ঘৃণেন**—তোমার অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; **কিম্**—কি।

অনুবাদ

হে সুন্দর ভ্রূশালিনী, বিধাতা নিশ্চয়ই কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের প্রীতি উৎপাদনের জন্য তোমাকে প্রেরণ করেছেন। তাই নয় কি?

শ্লোক ৬

সা ত্বং নঃ স্পর্ধমানানামেকবস্তুনি মানিনি ।
জ্ঞাতীনাং বদ্ধবৈরাণাং শং বিধৎস্ব সুমধ্যমে ॥ ৬ ॥

সা—তুমি যেমন; **ত্বম্**—তুমি; **নঃ**—আমাদের; **স্পর্ধমানানাম্**—যারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত বৈরী ভাবাপন্ন হয়েছি; **এক-বস্তুনি**—একটি বস্তু সম্পর্কে (অমৃতভাণ্ড); **মানিনি**—হে প্রশংসনীয়া সুন্দরী; **জ্ঞাতীনাম্**—আত্মীয়দের মধ্যে; **বদ্ধ-বৈরাণাম্**—শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে; **শম্**—কল্যাণ; **বিধৎস্ব**—সম্পাদন কর; **সু-মধ্যমে**—হে সুমধ্যমে।

অনুবাদ

হে সুমধ্যমে, হে সুন্দরী, আমরা একটি বস্তু অর্থাৎ অমৃতভাণ্ড নিয়ে পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছি। আমরা এক কুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও পরস্পর বিবাদ করে শত্রু হয়ে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাদের এই বিবাদের সমাধান কর।

তাৎপর্য

অসুরেরা বুঝতে পেরেছিল যে, সেই সুন্দরী রমণী তাদের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তাই তাদের সেই বিবাদের মীমাংসা করার জন্য তারা সমবেতভাবে তাঁকে অনুরোধ করেছিল।

শ্লোক ৭

বয়ং কশ্যপদায়াদা ভ্রাতরঃ কৃতপৌরুষাঃ ।
বিভজস্ব যথান্যায়ং নৈব ভেদো যথা ভবেৎ ॥ ৭ ॥

বয়ম্—আমরা সকলে; **কশ্যপ-দায়াদাঃ**—কশ্যপ মুনির বংশধর; **ভ্রাতরঃ**—আমরা সকলে ভ্রাতা; **কৃত-পৌরুষাঃ**—আমরা সকলেই সমর্থ এবং দক্ষ; **বিভজস্ব**—ভাগ করে দাও; **যথা-ন্যায়ম্**—ন্যায় অনুসারে; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভেদঃ**—পক্ষপাত; **যথা**—যেমন; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত।

অনুবাদ

দেবতা এবং দানব, আমরা সকলেই প্রজাপতি কশ্যপের সন্তান এবং তার ফলে আমরা ভ্রাতারূপে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু এখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে নিজেদের পৌরুষ প্রদর্শন করছি। তাই আমরা তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাদের মধ্যে এই অমৃত সমানভাবে বিতরণ করে তুমি আমাদের এই বিবাদের মীমাংসা করে দাও।

শ্লোক ৮

ইত্যুপামন্ত্রিতো দৈত্যৈর্মায়াযোষিদ্বপুর্হরিঃ ।
প্রহস্য রুচিরাপাঙ্গৈর্নিরীক্ষন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **উপামন্ত্রিতঃ**—অভ্যর্থিত হয়ে; **দৈত্যৈঃ**—দৈত্যদের দ্বারা; **মায়া-যোষিৎ**—মায়া রচিত মোহিনীমূর্তি; **বপুঃ হরিঃ**—ভগবানের অবতার; **প্রহস্য**—হেসে; **রুচির**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে; **অপাঙ্গৈঃ**—মনোহর কটাক্ষের দ্বারা; **নিরীক্ষণ**—তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে; **ইদম্**—এই কথা; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে দৈত্যদের দ্বারা অভ্যর্থিত হয়ে মায়া রচিত মোহিনীমূর্তি ধারণকারী ভগবান হাস্য সহকারে মনোহর কটাক্ষে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীভগবানুবাচ

কথং কশ্যপদায়াদাঃ পুংশ্চল্যাং ময়ি সঙ্গতাঃ ।
বিশ্বাসং পণ্ডিতো জাতু কামিনীষু ন যাতি হি ॥ ৯ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান বললেন; **কথম্**—কিভাবে; **কশ্যপ-দায়াদাঃ**—কশ্যপ মুনির বংশধরগণ; **পুংশ্চল্যাম্**—পুরুষের মন বিচলনকারী বেশ্যাকে; **ময়ি**—আমাকে; **সঙ্গতাঃ**—আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছ; **বিশ্বাসম্**—বিশ্বাস; **পণ্ডিতঃ**—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ; **জাতু**—কখনও; **কামিনীষু**—রমণীকে; **ন**—কখনই না; **যাতি**—হয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান অসুরদের বললেন—হে কশ্যপ-তনয়গণ, আমি একটি বেশ্যা। আপনারা আমাকে এইভাবে বিশ্বাস করছেন কেন? বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও রমণীকে বিশ্বাস করেন না।

তাৎপর্য

মহান রাজনীতিজ্ঞ এবং নৈতিক উপদেষ্টা চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, *বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ*—"কখনও স্ত্রী এবং রাজনীতিবিদকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।" এইভাবে মোহিনীমূর্তিধারী ভগবান অসুরদের সাবধান করে দিয়েছিলেন তাকে বিশ্বাস না করতে, কারণ তিনি তাদের বঞ্চনা করার জন্য সেই পরমা সুন্দরী রমণীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরোক্ষভাবে সেখানে তাঁর আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তিনি কশ্যপ-তনয়দের বলেছিলেন, "আপনারা সকলেই এক-একজন মহান ঋষির পুত্র, তা হলে আপনারা কেন বেশ্যার মতো ইতস্তত বিচরণকারী একজন অরক্ষণীয়া রমণীকে এইভাবে বিশ্বাস করছেন? স্ত্রীলোকদের সাধারণত বিশ্বাস করা উচিত নয়, অতএব একজন বেশ্যার মতো ইতস্তত বিচরণকারী রমণীর কি কথা?" এই সম্পর্কে *কামিনী* শব্দটি মাহাত্ম্যপূর্ণ। স্ত্রী, বিশেষ করে সুন্দরী যুবতী মানুষের সুপ্ত কামবাসনা জাগ্রত করে। তাই *মনুসংহিতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নারী হয় তার পিতার দ্বারা, পতির দ্বারা অথবা তার উপযুক্ত পুত্রের দ্বারা সুরক্ষিতা হওয়া উচিত। এইভাবে সুরক্ষিত না হলে তারা প্রতারিত হবে। বস্তুতপক্ষে স্ত্রীলোকেরা চায় যে পুরুষেরা তাদের ভোগ করুক। কোন স্ত্রী যখন পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হয়, তখন সে বেশ্যায় পরিণত হয়। মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ১০

সালাবৃকাণাং স্ত্রীণাং চ স্বৈরিণীনাং সুরদ্বিষঃ ।
সখ্যান্যাহুরনিত্যানি নূত্নং নূত্নং বিচিন্বতাম্ ॥ ১০ ॥

সালাবৃকাণাম্—বানর, শৃগাল এবং কুকুরের; **স্ত্রীণাম্ চ**—এবং রমণীদের; **স্বৈরিণীনাম্**—বিশেষ করে যে সমস্ত রমণী স্বেচ্ছাচারিণী; **সুর-দ্বিষঃ**—হে অসুরগণ; **সখ্যানি**—বন্ধুত্ব; **আহুঃ**—বলা হয়; **অনিত্যানি**—ক্ষণস্থায়ী; **নূত্নম্**—নতুন বন্ধু; **নূত্নম্**—নতুন বন্ধু; **বিচিন্বতাম্**—তাঁরা সকলে চিন্তা করেন।

অনুবাদ

হে অসুরগণ, বানর, শৃগাল এবং কুকুরদের যৌন সম্পর্কের যেমন কোন স্থিরতা নেই এবং তারা প্রতিদিন নতুন নতুন সঙ্গিনীর অন্বেষণ করে, স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীলোকেরাও তেমন। এই প্রকার স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব কখনও স্থায়ী হয় না। সেটিই পণ্ডিতদের মত।

শ্লোক ১১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি তে ক্ষ্বেলিতৈস্তস্যা আশ্বস্তমনসোঽসুরাঃ।
জহসুর্ভাবগম্ভীরং দদুশ্চামৃতভাজনম্ ॥ ১১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **তে**—সেই অসুরেরা; **ক্ষ্বেলিতৈঃ**—পরিহাস বাক্য; **তস্যাঃ**—মোহিনীমূর্তির; **আশ্বস্ত**—কৃতজ্ঞতা এবং বিশ্বাস সহকারে; **মনসঃ**—তাদের চিত্ত; **অসুরাঃ**—সমস্ত অসুরেরা; **জহসুঃ**—হেসেছিল; **ভাব-গম্ভীরম্**—যদিও পূর্ণরূপে গম্ভীরভাব অবলম্বন করেছিল; **দদুঃ**—প্রদান করেছিল; **চ**—ও; **অমৃত-ভাজনম্**—অমৃতভাণ্ড।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মোহিনীমূর্তির এই প্রকার পরিহাস বাক্য শ্রবণ করে সমস্ত অসুরেরা আশ্বস্ত হয়েছিল, এবং গম্ভীরভাবে হেসে তারা সেই অমৃতভাণ্ড তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিল।

তাৎপর্য

মোহিনীরূপধারী ভগবান অবশ্যই পরিহাস করছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি গম্ভীরভাবে সেই কথাগুলি বলেছিলেন। কিন্তু অসুরেরা মোহিনীমূর্তির অঙ্গসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে, তাঁর বাক্যকে পরিহাস বলে মনে করে তাঁর হস্তে অমৃতভাণ্ড সমর্পণ করেছিল। মোহিনীমূর্তি সেই দিক দিয়ে অনেকটা বুদ্ধদেবের মতো, যিনি *সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্*—অসুরদের সম্মোহন করার জন্য এসেছিলেন। *সুরদ্বিষাম্* শব্দটির অর্থ দেবতা বা ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। ভগবান কখনও কখনও অসুরদের প্রতারণা করার জন্য অবতরণ করেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, মোহিনীমূর্তি

যদিও অসুরদের সত্য কথা বলছিলেন, তবুও অসুরেরা তা পরিহাস বলে মনে করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা মোহিনীমূর্তির সততা সম্বন্ধে এতই আশ্বস্ত ছিল যে, তারা তৎক্ষণাৎ সেই অমৃতভাণ্ড তাঁর হস্তে অর্পণ করেছিল, যেন তিনি সেই অমৃত নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে তা বিতরণ করতে পারতেন, ফেলে দিতে পারতেন অথবা তাদের তা না দিয়ে নিজে পান করতে পারতেন।

শ্লোক ১২

ততো গৃহীত্বামৃতভাজনং হরি-
র্বভাষ ঈষৎস্মিতশোভয়া গিরা ।
যদ্যভ্যুপেতং ক্ব চ সাধ্বসাধু বা
কৃতং ময়া বো বিভজে সুধামিমাম্ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তারপর; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **অমৃত-ভাজনম্**—অমৃতভাণ্ড; **হরিঃ**—মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান শ্রীহরি; **বভাষ**—বলেছিলেন; **ঈষৎ**—মৃদু; **স্মিত-শোভয়া গিরা**—স্মিত হাস্য বিভূষিত বচনে; **যদি**—যদি; **অভ্যুপেতম্**—অঙ্গীকার করে; **ক্ব চ**—যাই হোক; **সাধু অসাধু বা**—ভাল বা মন্দ; **কৃতম্ ময়া**—আমি যা করি; **বঃ**—তোমাদের; **বিভজে**—আমি তোমাদের উচিত ভাগ প্রদান করব; **সুধাম্**—অমৃত; **ইমাম্**—এই।

অনুবাদ

তারপর ভগবান সেই অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করে, ঈষৎ হেসে মধুর বচনে বললেন—"হে অসুরগণ, আমি অমৃত বিভাগের ব্যাপারে ভাল-মন্দ যা করি না কেন, যদি তোমরা তা অঙ্গীকার কর, তা হলে আমি এই অমৃত তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারি।"

তাৎপর্য

ভগবানকে কারও আদেশ পালন করতে হয় না। তিনি যা করেন তা-ই পরম। অসুরেরা অবশ্য ভগবানের মায়ায় বিমোহিত হয়েছিল, এবং তাই মোহিনীমূর্তি তাদের দিয়ে অঙ্গীকার করিয়েছিলেন যে, তিনি যা করবেন তাদের তাই মেনে নিতে হবে।

শ্লোক ১৩

ইত্যভিব্যাহৃতং তস্যা আকর্ণ্যাসুরপুঙ্গবাঃ ।
অপ্রমাণবিদস্তস্যাস্তৎ তথেত্যন্বমংসত ॥ ১৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **অভিব্যাহৃতম্**—উক্ত বাক্য; **তস্যাঃ**—তাঁর; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **অসুর-পুঙ্গবাঃ**—অসুর নায়কগণ; **অপ্রমাণ-বিদঃ**—যেহেতু তারা সকলেই ছিল মূর্খ; **তস্যাঃ**—তাঁর; **তৎ**—সেই বাক্য; **তথা**—তাই হোক; **ইতি**—এইভাবে; **অন্বমংসত**—অনুমোদন করেছিল।

অনুবাদ

অসুর-নায়কেরা বিচক্ষণ ছিল না। তাই মোহিনীমূর্তির সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করে, "হ্যাঁ, তুমি যা বলেছ তাই ঠিক", এই বলে তারা তাঁর বাক্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪-১৫

অথোপোষ্য কৃতস্নানা হুত্বা চ হবিষানলম্ ।
দত্ত্বা গোবিপ্রভূতেভ্যঃ কৃতস্বস্ত্যয়না দ্বিজৈঃ ॥ ১৪ ॥
যথোপজোষং বাসাংসি পরিধায়াহতানি তে ।
কুশেষু প্রাবিশন্ সর্বে প্রাগগ্রেষ্বভিভূষিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অথ—তারপর; **উপোষ্য**—উপবাস করে; **কৃত-স্নানাঃ**—স্নান করে; **হুত্বা**—আহুতি নিবেদন করে; **চ**—ও; **হবিষা**—ঘৃতের দ্বারা; **অনলম্**—অগ্নিতে; **দত্ত্বা**—দান করে; **গো-বিপ্র-ভূতেভ্যঃ**—গাভী, ব্রাহ্মণ এবং জীবদের; **কৃত-স্বস্ত্যয়নাঃ**—শুভ কর্ম অনুষ্ঠান করে; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে; **যথা-উপজোষম্**—স্ব-স্ব রুচি অনুসারে; **বাসাংসি**—বসন; **পরিধায়**—পরিধান করে; **আহতানি**—উত্তম এবং নতুন; **তে**—তাঁরা সকলে; **কুশেষু**—কুশাসনে; **প্রাবিশন্**—উপবেশন করে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **প্রাক্-অগ্রেষু**—পূর্বমুখী হয়ে; **অভিভূষিতাঃ**—যথাযথভাবে অলঙ্কৃত হয়ে।

অনুবাদ

দেবতা এবং অসুরেরা উপবাস করে স্নান করেছিল, এবং তারপর ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে গাভী, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের সদস্যদের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য এবং শূদ্রদের যথাযোগ্য উপহার প্রদান করেছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে দেবতা এবং অসুরেরা শুভ কর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন। তারপর তাঁদের নিজের নিজের রুচি অনুসারে তাঁরা নতুন বস্ত্র পরিধানপূর্বক অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত হয়ে পূর্বাভিমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন শুভ অনুষ্ঠানের পূর্বে গঙ্গা, যমুনা অথবা সমুদ্রে স্নান করে শুদ্ধ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তারপর অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দিয়ে সেই শুভ কর্ম অনুষ্ঠান করতে হয়। এই শ্লোকে *পরিধায়াহতানি* পদটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সন্ন্যাসী বা অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির সেলাই করা কাপড় পরা উচিত নয়।

শ্লোক ১৬-১৭

প্রাঙ্মুখেষূপবিষ্টেষু সুরেষু দিতিজেষু চ ।
ধূপামোদিতশালায়াং জুষ্টায়াং মাল্যদীপকৈঃ ॥ ১৬ ॥
তস্যাং নরেন্দ্র করভোরুরুশদ্দুকূল-
শ্রোণীতটালসগতির্মদবিহ্বলাক্ষী ।
সা কূজতী কনকনূপুরসিঞ্জিতেন
কুম্ভস্তনী কলসপাণিরথাবিবেশ ॥ ১৭ ॥

প্রাক্-মুখেষু—পূর্ব অভিমুখী; **উপবিষ্টেষু**—স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট হয়ে; **সুরেষু**—সমস্ত দেবতারা; **দিতি-জেষু**—দৈত্যেরা; **চ**—ও; **ধূপ-আমোদিত-শালায়াম্**—ধূপের ধোঁয়ায় আমোদিত সভাস্থলে; **জুষ্টায়াম্**—সুশোভিত; **মাল্য-দীপকৈঃ**—ফুলের মালা, দীপ আদির দ্বারা; **তস্যাম্**—সেই স্থানে; **নর-ইন্দ্র**—হে রাজন্; **করভ-উরুঃ**—হাতির শুঁড়ের মতো সুডৌল উরু সমন্বিত; **উশৎ-দুকূল**—অত্যন্ত সুন্দর বসনে সজ্জিতা; **শ্রোণী-তট**—গুরু নিতম্বের ফলে; **অলস-গতিঃ**—মন্থর গতি; **মদ-বিহ্বল-অক্ষী**—যৌবনের গর্বে বিহ্বল যাঁর চক্ষু; **সা**—তিনি; **কূজতী**—কিঙ্কিণী ধ্বনি; **কনক-নূপুর**—স্বর্ণনূপুরের; **সিঞ্জিতেন**—শব্দের দ্বারা; **কুম্ভস্তনী**—কলসের মতো স্তন সমন্বিতা রমণী; **কলস-পাণিঃ**—অমৃতকলস হস্তে; **অথ**—এইভাবে; **আবিবেশ**—সেই সভাস্থলীতে প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, ফুলের মালা, দীপ আদির দ্বারা সুশোভিত এবং ধূপের সৌরভে আমোদিত সভাগৃহে দেবতা এবং দানবেরা পূর্বমুখী হয়ে উপবেশন করেছিলেন। তখন অত্যন্ত সুন্দর বসনে আবৃত, গুরু নিতম্বের ভারে মন্থর গতি, মদবিহ্বল নয়না, কুম্ভসদৃশ স্তন এবং হাতির শুঁড়ের মতো সুডৌল উরু সমন্বিতা মোহিনী অমৃতকলস হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

তাং শ্রীসখীং কনককুণ্ডলচারুকর্ণ-
নাসাকপোলবদনাং পরদেবতাখ্যাম্ ।
সংবীক্ষ্য সংমুমুহুরুৎস্মিতবীক্ষণেন
দেবাসুরা বিগলিতস্তনপট্টিকান্তাম্ ॥ ১৮ ॥

তাম্—তাঁকে; **শ্রী-সখীম্**—লক্ষ্মীদেবীর সহচরীর মতো; **কনক-কুণ্ডল**—স্বর্ণকুণ্ডল; **চারু**—অত্যন্ত সুন্দর; **কর্ণ**—কর্ণ; **নাসা**—নাসিকা; **কপোল**—কপোল; **বদনাম্**—মুখ; **পরদেবতা-আখ্যাম্**—সেইরূপে আবির্ভূত ভগবানকে; **সংবীক্ষ্য**—তাঁকে দর্শন করে; **সংমুমুহুঃ**—তাঁরা সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন; **উৎস্মিত**—স্মিতহাস্য; **বীক্ষণেন**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **দেব-অসুরাঃ**—দেবতা এবং অসুরেরা; **বিগলিত-স্তন-পট্টিক-অন্তাম্**—তাঁর স্তন থেকে তাঁর শাড়ির প্রান্তভাগ ঈষৎ খসে পড়েছিল।

অনুবাদ

তাঁর অত্যন্ত সুন্দর নাক, কপোল এবং স্বর্ণকুণ্ডলে শোভিত কর্ণ তাঁর মুখমণ্ডলকে এক অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করেছিল। তাঁর চলার সময় তাঁর স্তন থেকে শাড়ির প্রান্তভাগ ঈষৎ খসে পড়েছিল। দেবতা এবং দানবেরা তাঁকে দর্শন করে তাঁর ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এখানে মন্তব্য করেছেন যে, মোহিনীমূর্তি ভগবানের স্ত্রীরূপ এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁর সহচরী। ভগবানের এই রূপ লক্ষ্মীদেবীর রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। লক্ষ্মীদেবী অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু ভগবান যখন স্ত্রীরূপ ধারণ করেন, তখন তাঁর সৌন্দর্য লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে। এমন নয়

যে, লক্ষ্মীদেবী নারী হওয়ার ফলে সব চাইতে সুন্দরী। ভগবান এতই সুন্দর যে, তিনি যখন স্ত্রীরূপ ধারণ করেন, তখন তাঁর সৌন্দর্য যে কোন লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে।

শ্লোক ১৯

অসুরাণাং সুধাদানং সর্পাণামিব দুর্নয়ম্ ।
মত্বা জাতিনৃশংসানাং ন তাং ব্যভজদচ্যুতঃ ॥ ১৯ ॥

অসুরাণাম্—অসুরদের; **সুধা-দানম্**—অমৃত দান; **সর্পাণাম্**—সর্পদের; **ইব**—সদৃশ; **দুর্নয়ম্**—অন্যায়; **মত্বা**—সেই কথা মনে করে; **জাতি-নৃশংসানাম্**—যারা স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রুর; **ন**—না; **তাম্**—অমৃত; **ব্যভজৎ**—ভাগ প্রদান করেছিলেন; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত ভগবান।

অনুবাদ

অসুরেরা স্বভাবতই সর্পের মতো ক্রুর। তাদের অমৃত দান করা সর্পকে দুগ্ধদান করার মতোই অন্যায্য বলে বিবেচনা করে অচ্যুত ভগবান অসুরদের অমৃতের ভাগ প্রদান করলেন না।

তাৎপর্য

বলা হয়, *সর্পঃ ক্রুরঃ খলঃ ক্রুরঃ সর্পাৎ ক্রুরতরঃ খলঃ*—"সর্প নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ক্রুর, কিন্তু খলস্বভাব ব্যক্তি সর্পের থেকেও ক্রুরতর।" *মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্যতে*—"মন্ত্র এবং ওষধির দ্বারা সর্পকে বশীভূত করা যায়, কিন্তু খল ব্যক্তিকে কোন উপায়েই বশীভূত করা যায় না।" এই ন্যায় অনুসারে, ভগবান অসুরদের অমৃত দান করা অনুচিত বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ২০

কল্পয়িত্বা পৃথক্ পঙ্‌ক্তীরুভয়েষাং জগৎপতিঃ ।
তাংশ্চোপবেশয়ামাস স্বেষু স্বেষু চ পঙ্‌ক্তিষু ॥ ২০ ॥

কল্পয়িত্বা—আয়োজন করে; **পৃথক্ পঙ্‌ক্তীঃ**—ভিন্ন পঙ্‌ক্তি; **উভয়েষাম্**—দেবতা এবং দানব উভয়ের; **জগৎপতিঃ**—ব্রহ্মাণ্ডপতি; **তান্**—তাঁরা সকলে; **চ**—এবং;

উপবেশয়াম্ আস—উপবেশন করেছিলেন; **স্বেষু স্বেষু**—তাঁদের নিজ নিজ স্থানে; **চ**—ও; **পঙ্‌ক্তিষু**—পঙ্‌ক্তিতে।

অনুবাদ

মোহিনীমূর্তিরূপী জগৎপতি ভগবান দেবতা এবং দানবদের স্থিতি অনুসারে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

দৈত্যান্ গৃহীতকলসো বঞ্চয়ন্নুপসঞ্চরৈঃ ।
দূরস্থান্ পায়য়ামাস জরামৃত্যুহরাং সুধাম্ ॥ ২১ ॥

দৈত্যান্—অসুরদের; **গৃহীত-কলসঃ**—অমৃতকলস হস্তে ভগবান; **বঞ্চয়ন্**—বঞ্চনা করে; **উপসঞ্চরৈঃ**—মধুর বাক্যের দ্বারা; **দূর-স্থান্**—দূরে উপবিষ্ট দেবতাদের; **পায়য়াম্ আস**—পান করিয়েছিলেন; **জরা-মৃত্যু-হরাম্**—জরা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু হরণকারী; **সুধাম্**—অমৃত।

অনুবাদ

ভগবান অমৃতকলস হাতে নিয়ে প্রথম অসুরদের কাছে গিয়েছিলেন এবং মধুর বাক্যের দ্বারা তাদের প্রসন্নতা বিধান করে অমৃত থেকে বঞ্চনা করেছিলেন। তারপর তিনি দূরে উপবিষ্ট দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে জরা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান দেবতাদের দূরে উপবেশন করিয়েছিলেন। তারপর তিনি অসুরদের কাছে গিয়ে অত্যন্ত মধুর বাক্যে তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, এবং তার ফলে তারা নিজেদের অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করেছিল। যেহেতু মোহিনীমূর্তি দেবতাদের দূরে বসিয়েছিলেন, তাই অসুরেরা মনে করেছিল যে, মোহিনীমূর্তি তাদের প্রতি এত প্রসন্ন হয়েছেন যে, তিনি তাদেরই সমস্ত অমৃত দান করবেন, এবং দেবতাদের ভাগ্যে হয়ত একটুও অমৃত জুটবে না। *বঞ্চয়ন্নুপসঞ্চরৈঃ* পদটি ইঙ্গিত করে যে, মধুর বাক্যের দ্বারা অসুরদের বঞ্চনা করাই ভগবানের পরিকল্পনা ছিল। ভগবান কেবল দেবতাদেরই সেই অমৃত দান করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

তে পালয়ন্তঃ সময়মসুরাঃ স্বকৃতং নৃপ ।
তূষ্ণীমাসন্ কৃতস্নেহাঃ স্ত্রীবিবাদজুগুপ্সয়া ॥ ২২ ॥

তে—অসুরেরা; **পালয়ন্তঃ**—পালন করে; **সময়ম্**—সমতা; **অসুরাঃ**—অসুরেরা; **স্ব-কৃতম্**—তারা করেছিল; **নৃপ**—হে রাজন্; **তূষ্ণীমাসন্**—নীরব ছিল; **কৃত-স্নেহাঃ**—মোহিনীমূর্তির প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে; **স্ত্রী-বিবাদ**—একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করা; **জুগুপ্সয়া**—গর্হিত বলে মনে করার ফলে।

অনুবাদ

হে রাজন্, অসুরেরা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সেই রমণী ন্যায় অন্যায় যা-ই করুক না কেন, তাই তারা অনুমোদন করবে। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য, তাদের সাম্যভাব প্রদর্শন করার জন্য এবং একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করা গর্হিত বলে, তারা নীরব ছিল।

শ্লোক ২৩

তস্যাং কৃতাতিপ্রণয়াঃ প্রণয়াপায়কাতরাঃ ।
বহুমানেন চাবদ্ধা নোচুঃ কিঞ্চন বিপ্রিয়ম্ ॥ ২৩ ॥

তস্যাম্—মোহিনীমূর্তির; **কৃত-অতি-প্রণয়াঃ**—গভীর অনুরাগের ফলে; **প্রণয়-অপায়-কাতরাঃ**—তাদের প্রণয় ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে; **বহু-মানেন**—গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মান সহকারে; **চ**—ও; **আবদ্ধাঃ**—তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; **ন**—না; **ঊচুঃ**—তারা বলেছিল; **কিঞ্চন**—অতি স্বল্পমাত্রায়ও; **বিপ্রিয়ম্**—যার ফলে মোহিনীমূর্তি তাদের প্রতি অপ্রসন্ন হতে পারে।

অনুবাদ

অসুরেরা মোহিনীমূর্তির প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছিল এবং তাঁর প্রতি তাদের এক প্রকার বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছিল। তাই তাদের ভয় ছিল যাতে সেই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে না যায়। সেইজন্য তারা তাঁর বাক্যে শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে কিছু বলেনি।

তাৎপর্য

অসুরেরা মোহিনীমূর্তির ছলনা এবং প্রীতিপূর্ণ বাক্যে এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে, প্রথমে দেবতাদের অমৃত পরিবেশন করা হলেও তারা কোন প্রতিবাদ করেনি। ভগবান অসুরদের বলেছিলেন, "দেবতারা অত্যন্ত কৃপণ এবং অমৃত পানের জন্য অত্যন্ত উৎসুক, তাই আমি প্রথমে তাদেরই অমৃত দেব। যেহেতু তোমরা তাদের মতো নও, তাই তোমরা একটু অপেক্ষা কর। তোমরা সকলেই মহাবীর এবং আমার প্রতি প্রীতিপরায়ণ। তাই দেবতাদের পান না করা পর্যন্ত তোমাদের পক্ষে অপেক্ষা করাই শ্রেয়স্কর।"

শ্লোক ২৪

দেবলিঙ্গপ্রতিচ্ছন্নঃ স্বর্ভানুর্দেবসংসদি ।
প্রবিষ্টঃ সোমমপিবচ্চন্দ্রার্কাভ্যাং চ সূচিতঃ ॥ ২৪ ॥

দেব-লিঙ্গ-প্রতিচ্ছন্নঃ—দেবতাদের বেশ ধারণ করে নিজের পরিচয় গোপন করে; **স্বর্ভানুঃ**—রাহু (যে সূর্য ও চন্দ্রকে আক্রমণ ও গ্রাস করে থাকে); **দেব-সংসদি**—দেবতাদের পঙ্‌ক্তিতে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **সোমম্**—অমৃত; **অপিবৎ**—পান করেছিল; **চন্দ্র-অর্কাভ্যাম্**—চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ের দ্বারা; **চ**—এবং; **সূচিতঃ**—প্রকাশ করেছিলেন।

অনুবাদ

চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে যে রাহু, সে দেবতাদের বেশ ধারণ করে নিজের পরিচয় গোপন রেখে দেবতাদের পঙ্‌ক্তিতে প্রবেশ করেছিল এবং সকলের অলক্ষ্যে এমন কি ভগবানেরও অলক্ষ্যে অমৃত পান করেছিল। কিন্তু চন্দ্র এবং সূর্য রাহুর প্রতি তাঁদের স্থায়ী শত্রুতাবশত তা বুঝতে পেরেছিলেন। তার ফলে রাহুর এই প্রতারণা ধরা পড়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবান মোহিনীমূর্তি সমস্ত অসুরদের মোহিত করেছিলেন, কিন্তু রাহু এতই চতুর যে, ভগবান তাকে মোহিত করতে পারেননি। রাহু বুঝতে পেরেছিল যে, মোহিনীমূর্তি অসুরদের প্রতারণা করছেন এবং তাই সে তার বেশ পরিবর্তন করে, দেবতাদের ছদ্মবেশে দেবতাদের পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করেছিল। এখানে প্রশ্ন হতে পারে ভগবান কেন রাহুকে চিনতে পারলেন না। তার কারণ হচ্ছে যে, ভগবান অমৃত পানের প্রভাব প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। তা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে

প্রকাশিত হবে। চন্দ্র এবং সূর্য কিন্তু সর্বদাই রাহু সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই রাহু যখন দেবতাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, তখন চন্দ্র এবং সূর্য তাকে তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে ভগবানও তার সম্পর্কে সতর্ক হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

চক্রেণ ক্ষুরধারেণ জহার পিবতঃ শিরঃ ।
হরিস্তস্য কবন্ধস্তু সুধয়াপ্লাবিতোঽপতৎ ॥ ২৫ ॥

চক্রেণ—চক্রের দ্বারা; **ক্ষুর-ধারেণ**—ক্ষুরের মতো ধারালো; **জহার**—কেটে ফেলেছিলেন; **পিবতঃ**—অমৃত পান করার সময়; **শিরঃ**—মস্তক; **হরিঃ**—ভগবান; **তস্য**—সেই রাহুর; **কবন্ধঃ তু**—কিন্তু সেই মস্তকহীন দেহ; **সুধয়া**—অমৃতের দ্বারা; **অপ্লাবিতঃ**—স্পৃষ্ট না হয়ে; **অপতৎ**—তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছিল।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরি তাঁর ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাহুর মস্তক ছেদন করেছিলেন। রাহুর মস্তক যখন তার দেহ থেকে ছিন্ন হয়েছিল, তখন সে অমৃত গলাধঃকরণ করতে না পারার ফলে, তার দেহ অমৃতের স্পর্শ লাভ করতে পারেনি, এবং তার ফলে তা অমৃতত্ব লাভ করেনি।

তাৎপর্য

ভগবান মোহিনীমূর্তি যখন রাহুর মস্তক তার দেহ থেকে ছিন্ন করেছিলেন, তখন তার মস্তকটি জীবিত ছিল কিন্তু দেহটির মৃত্যু হয়েছিল। রাহু যখন অমৃত পান করছিল, তখন সেই অমৃত গলাধঃকরণ করার পূর্বেই ভগবান তার মস্তক ছিন্ন করেছিলেন। তার ফলে রাহুর মস্তক জীবিত ছিল, কিন্তু দেহটির মৃত্যু হয়েছিল। অমৃতের অলৌকিক প্রভাব প্রদর্শন করার জন্য ভগবান এই অদ্ভুত কার্যটি করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

শিরস্ত্বমরতাং নীতমজো গ্রহমচীক্লৃপৎ ।
যস্তু পর্বণি চন্দ্রার্কাবভিধাবতি বৈরধীঃ ॥ ২৬ ॥

শিরঃ—মস্তক; **তু**—অবশ্যই; **অমরতাম্**—অমরত্ব; **নীতম্**—লাভ করে; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **গ্রহম্**—একটি গ্রহরূপে; **অচীক্লৃপৎ**—স্বীকার করেছিলেন; **যঃ**—সেই রাহু;

তু—বস্তুতপক্ষে; **পর্বণি**—পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায়; **চন্দ্র-অর্কৌ**—চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ের প্রতি; **অভিধাবতি**—ধাবিত হয়; **বৈর-ধীঃ**—শত্রুতাবশত।

অনুবাদ

রাহুর মস্তক অমৃতের স্পর্শ লাভ করার ফলে অমর হয়েছিল। তাই ব্রহ্মা রাহুর মস্তককে একটি গ্রহরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। রাহু যেহেতু চন্দ্র এবং সূর্যের চিরশত্রু, তাই সে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র এবং সূর্যের প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

রাহু যেহেতু অমরত্ব লাভ করে, তাই ব্রহ্মা তাকে চন্দ্র এবং সূর্যের মতো একটি গ্রহরূপে স্বীকৃতি দান করেছিলেন। রাহু কিন্তু চন্দ্র এবং সূর্যের চিরশত্রু হওয়ার ফলে, পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা তিথিতে সূর্য এবং চন্দ্রকে আক্রমণ করে।

শ্লোক ২৭

পীতপ্রায়েঽমৃতে দেবৈর্ভগবান্ লোকভাবনঃ ।
পশ্যতামসুরেন্দ্রাণাং স্বং রূপং জগৃহে হরিঃ ॥ ২৭ ॥

পীত-প্রায়ে—পান করা প্রায় সমাপ্ত হলে; **অমৃতে**—অমৃত; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **ভগবান্**—মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান; **লোক-ভাবনঃ**—ত্রিভুবনের পালনকর্তা এবং শুভাকাঙ্ক্ষী; **পশ্যতাম্**—উপস্থিতিতে; **অসুর-ইন্দ্রাণাম্**—অসুরশ্রেষ্ঠদের; **স্বম্**—স্বীয়; **রূপম্**—রূপ; **জগৃহে**—প্রকাশ করেছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

দেবতাদের অমৃত পান সমাপ্ত হলে, ত্রিভুবনের পরম সুহৃদ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভগবান অসুরশ্রেষ্ঠদের সমক্ষেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

এবং সুরাসুরগণাঃ সমদেশকাল-
হেত্বর্থকর্মমতয়োঽপি ফলে বিকল্পাঃ ।
তত্রামৃতং সুরগণাঃ ফলমঞ্জসাপু-
র্যৎপাদপঙ্কজরজঃশ্রয়ণান্ন দৈত্যাঃ ॥ ২৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **সুর**—দেবতাগণ; **অসুর-গণাঃ**—এবং অসুরগণ; **সম**—সমান; **দেশ**—স্থান; **কাল**—কাল; **হেতু**—কারণ; **অর্থ**—উদ্দেশ্য; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **মতয়ঃ**—অভিলাষ; **অপি**—যদিও এক; **ফলে**—ফলে; **বিকল্পাঃ**—সমান নয়; **তত্র**—তার ফলে; **অমৃতম্**—অমৃত; **সুর-গণাঃ**—দেবতাগণ; **ফলম্**—ফল; **অঞ্জসা**—অনায়াসে, পূর্ণরূপে বা প্রত্যক্ষভাবে; **আপুঃ**—লাভ করেছিলেন; **যৎ**—যেহেতু; **পাদ-পঙ্কজ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **রজঃ**—রেণু; **শ্রয়ণাৎ**—আশীর্বাদ লাভ করার ফলে বা আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে; **ন**—না; **দৈত্যাঃ**—অসুরগণ।

অনুবাদ

যদিও দেবতা এবং অসুরদের উভয়ের ক্ষেত্রেই স্থান, কাল, কারণ, উদ্দেশ্য, কার্যকলাপ এবং মতাদর্শ একই ছিল, তবুও দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে ফলপ্রাপ্তি ভিন্ন হয়েছিল। দেবতারা সর্বদা ভগবানের পাদপদ্মরেণুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বলে, তাঁরা অনায়াসে অমৃতরূপ ফল লাভ করেছিলেন; কিন্তু অসুরেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করায়, তাদের ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারেনি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/১১) বলা হয়েছে, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—ভগবান হচ্ছেন পরম বিচাবক, যিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মানুষের শরণাগতির মাত্রা অনুসারে তাদের পুরস্কৃত করেন অথবা দণ্ডদান করেন। তাই দেখা যায় যে, কর্মী এবং ভক্তেরা একই স্থানে, একই সময়ে, একই শক্তি এবং মতাদর্শ নিয়ে কাজ করলেও তারা ভিন্ন ফল প্রাপ্ত হয়। কর্মীরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বিভিন্ন দেহে দেহান্তরিত হয়, কখনও তারা উচ্চলোকে যায় এবং কখনও নিম্নলোকে, এইভাবে তারা কর্মচক্রে তাদের কর্মের ফল ভোগ করে। ভক্তেরা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়ার ফলে, কখনও তাঁদের প্রচেষ্টায় অসফল হন না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভক্তেরা কর্মীদের মতো কার্য করলেও তাঁরা তাঁদের প্রতিটি প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করে চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যান। অসুর অথবা নাস্তিকদের নিজেদের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, কিন্তু তারা দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করলেও তাদের ভাগ্যের অধিক কিছুই প্রাপ্ত হয় না। ভক্তেরা কিন্তু কোন রকম প্রয়াস ব্যতীতই, কর্মফলের অতীত আশ্চর্যজনক ফল লাভ করে। কথায় বলে *ফলেন পরিচীয়তে*—কর্মের সাফল্য বা ব্যর্থতা ফলের দ্বারাই বোঝা যায়। ভক্তের বেশে বহু কর্মী রয়েছে, কিন্তু ভগবান তাদের উদ্দেশ্য জানেন। কর্মীরা তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য ভগবানের সম্পত্তি ব্যবহার করে, কিন্তু

ভক্তেরা ভগবানের সম্পত্তি ভগবানের সেবাতেই কেবল ব্যবহার করার প্রচেষ্টা করেন। তাই, ভক্ত সর্বদাই কর্মীদের থেকে পৃথক, যদিও কর্মীরা কখনও কখনও ভক্তের বেশ ধারণ করতে পারে। *ভগবদ্‌গীতায়* (৩/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*। যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর জন্য কর্ম করেন, তিনি এই জড় জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত, এবং তিনি তার দেহত্যাগ করার পর ভগবদ্ধামে ফিরে যান। কর্মীরা কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ভক্তের মতো কর্ম করলেও তাদের অভক্তিময় কার্যকলাপের বন্ধনে জড়িয়ে থাকে, এবং তার ফলে সংসার-দুঃখ ভোগ করে। এইভাবে কর্মী এবং ভক্তেরা যেভাবে ফল ভোগ করে, তা থেকে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়, যিনি কর্মী এবং জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে ভক্তদের থেকে ভিন্নভাবে আচরণ করেন। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের* গ্রন্থকার তাই বলেছেন—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলি 'অশান্ত'॥

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভোগের আকাঙ্ক্ষী কর্মী, ব্রহ্মে লীন হয়ে মুক্তি লাভের অভিলাষী জ্ঞানী এবং যোগসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষী যোগী এরা সকলেই অশান্ত এবং তাই তারা মোহাচ্ছন্ন, কিন্তু ভক্ত, যাঁর কোন ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্ক্ষা নেই এবং যাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে ভগবানের মহিমা প্রচার করা, তিনি কঠোর পরিশ্রম ব্যতীতই ভক্তিযোগের সমস্ত শুভ ফল লাভ করেন।

শ্লোক ২৯

যদ্ যুজ্যতেঽসুবসুকর্মমনোবচোভি-
র্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্ত্বাৎ।
তৈরেব সদ্ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথক্ত্বাৎ
সর্বস্য তদ্ভবতি মূলনিষেচনং যৎ ॥ ২৯ ॥

যৎ—যা কিছু; **যুজ্যতে**—অনুষ্ঠিত হয়; **অসু**—জীবন রক্ষার জন্য; **বসু**—ধন রক্ষার জন্য; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **মনঃ**—মনের কার্যকলাপের দ্বারা; **বচোভিঃ**—বাণীর কার্যের দ্বারা; **দেহ-আত্মজ-আদিষু**—নিজের দেহ অথবা দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের জন্য; **নৃভিঃ**—মানুষদের দ্বারা; **তৎ**—তা; **অসৎ**—অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী; **পৃথক্ত্বাৎ**—ভগবানের থেকে ভিন্ন হওয়ার ফলে; **তৈঃ**—সেই কার্যকলাপের দ্বারা;

এব—বস্তুতপক্ষে; **সদ্ভবতি**—সৎ বা চিরস্থায়ী হয়; **যৎ**—যা; **ক্রিয়তে**—অনুষ্ঠিত হয়; **অপৃথক্ত্বাৎ**—বিচ্ছিন্ন না হওয়ার ফলে; **সর্বস্য**—সকলের জন্য; **তৎ ভবতি**—লাভজনক হয়; **মূল-নিষেচনম্**—ঠিক গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার মতো; **যৎ**—যা।

অনুবাদ

মানব-সমাজে বাক্য, মন এবং কর্মের দ্বারা ধন এবং প্রাণ রক্ষা করার জন্য নানা রকম কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই সবই অনুষ্ঠিত হয় নিজের অথবা দেহ সম্পর্কিত বিস্তৃত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য। এই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবদ্ভক্তি থেকে ভিন্ন হওয়ার ফলে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সেই কার্যকলাপই যখন ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন তার লাভজনক ফল সকলেই ভোগ করে, ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে সমস্ত গাছটিতেই জল দেওয়া হয়।

তাৎপর্য

এটিই জড় কার্যকলাপ এবং কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপের পার্থক্য। সারা জগৎ জুড়ে কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত সকলেই সক্রিয়। কিন্তু ভক্ত ব্যতীত অন্য সকলের কার্যকলাপ চরমে ব্যর্থ হয় এবং সময় ও শক্তির অপচয়ে পর্যবসিত হয়। *মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ*—কেউ যদি ভক্ত না হয়, তা হলে তার আশা, তার কার্যকলাপ এবং তার জ্ঞান সবই ব্যর্থ হয়। অভক্ত তার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কার্য করে অথবা তার পরিবার, সমাজ, জাতি অথবা রাষ্ট্রের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কার্য করে, কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবান থেকে ভিন্ন, তাই সেগুলিকে *অসৎ* বলে বিবেচনা করা হয়। *অসৎ* শব্দটির অর্থ খারাপ অথবা অনিত্য, এবং *সৎ* শব্দটির অর্থ ভাল এবং নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে সমস্ত কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় তা নিত্য এবং সৎ, কিন্তু অসৎ কার্যকলাপ কখনও কখনও পরোপকার, পরার্থবাদ, জাতীয়তাবাদ, এই 'মতবাদ' অথবা ঐ 'মতবাদ' রূপে খ্যাতি লাভ করলেও তার দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না এবং তাই সেই সবই *অসৎ*। কিন্তু কৃষ্ণভক্তির স্বল্প প্রয়াসও নিত্য শুভ এবং সর্বমঙ্গলময়, কারণ তা সর্বমঙ্গলময়, ও সকলের সুহৃদ (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*) ভগবানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত। ভগবান সব কিছুর একমাত্র ভোক্তা এবং অধীশ্বর (*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*)। তাই ভগবানের উদ্দেশ্যে যে কর্মই সম্পাদিত হয়, তা নিত্য। এই প্রকার কার্যকলাপ যিনি সম্পাদন করেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ ভগবানের স্বীকৃতি লাভ করেন। *ন চ তস্মান্ মনুষ্যেষু কশ্চিন্*

মে প্রিয়কৃত্তমঃ। ভগবান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার ফলে, এই প্রকার ভক্ত তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্থিতি লাভ করেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত বলে মনে হতে পারে। জড় কার্যকলাপ এবং চিন্ময় কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জড় কার্যকলাপ কেবল নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু চিন্ময় কার্যকলাপ ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। চিন্ময় কার্যকলাপের ফলে সকলেরই বাস্তবিক লাভ হয়, কিন্তু জড় কার্যকলাপের ফলে কারোরই কোন লাভ হয় না, পক্ষান্তরে তারা কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'মোহিনীমূর্তিরূপে ভগবানের অবতার' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দশম অধ্যায়

দেবতা ও দানবদের যুদ্ধ

দশম অধ্যায়ের সারাংশ এই প্রকার—অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে মৎসরতার ফলে যুদ্ধ শুরু হয়। দেবতারা যখন অসুরদের দ্বারা প্রায় পরাভূত হয়ে বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁদের মধ্যে আবির্ভূত হন।

দেবতা এবং অসুর উভয়েই অত্যন্ত কর্মনিপুণ, কিন্তু দেবতারা ভগবানের ভক্ত, এবং অসুরেরা তার ঠিক বিপরীত। দেবতা এবং অসুরেরা অমৃত লাভের জন্য ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করেছিলেন, কিন্তু অসুরেরা ভগবানের ভক্ত না হওয়ার ফলে কিছুই লাভ করতে পারেনি। ভগবান দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে, গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন অসুরেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজ অসুরদের সেনাপতি হয়েছিলেন। যুদ্ধের শুরুতে দেবতারা অসুরদের পরাস্ত করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বলির সঙ্গে যুদ্ধ করেন, এবং বায়ু, অগ্নি, বরুণ আদি অন্যান্য দেবতারা অসুর নায়কদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই যুদ্ধে অসুরেরা পরাস্ত হয়, এবং মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তারা বহু প্রকার মায়া বিস্তার করে বহু দেবসৈন্য সংহার করতে শুরু করে। দেবতারা নিরুপায় হয়ে পুনরায় ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হন। ভগবান তখন সেখানে আবির্ভূত হয়ে অসুরদের সমস্ত মায়াজাল ছিন্নভিন্ন করে দেন। কালনেমি, মালী, সুমালী, মাল্যবান আদি অসুর নায়কেরা ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হয়। এইভাবে দেবতারা সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি দানবদৈতেয়া নাবিন্দন্নমৃতং নৃপ ।
যুক্তাঃ কর্মণি যত্তাশ্চ বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **দানব-দৈতেয়াঃ**—দানব এবং দৈত্যেরা; **ন**—না; **অবিন্দন্**—(ঈপ্সিত ফল) লাভ করে; **অমৃতম্**—অমৃত; **নৃপ**—হে রাজন্; **যুক্তাঃ**—সব কিছু সমন্বিত; **কর্মণি**—মন্থন-কার্যে; **যত্তাঃ**—পূর্ণ মনোযোগ এবং প্রয়াস সহকারে যুক্ত হয়ে; **চ**—এবং; **বাসুদেব**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **পরাঙ্মুখাঃ**—অভক্ত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, দৈত্য এবং দানবেরা সকলেই পূর্ণ উদ্যমে সমুদ্রমন্থন কার্যে যত্নবান হয়েছিল, কিন্তু তারা ভগবান শ্রীবাসুদেবের ভক্ত না হওয়ার ফলে অমৃত পান করতে পারেনি।

শ্লোক ২

সাধয়িত্বামৃতং রাজন্ পায়য়িত্বা স্বকান্ সুরান্ ।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং যযৌ গরুড়বাহনঃ ॥ ২ ॥

সাধয়িত্বা—সম্পাদন করে; **অমৃতম্**—অমৃত উৎপাদন; **রাজন্**—হে রাজন্; **পায়য়িত্বা**—এবং পান করিয়ে; **স্বকান্**—তাঁর ভক্তদের; **সুরান্**—দেবতাদের; **পশ্যতাম্**—সমক্ষে; **সর্বভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **যযৌ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **গরুড়-বাহনঃ**—গরুড়বাহন ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন্, ভগবান সমুদ্র মন্থনের দ্বারা অমৃত উৎপাদন করে, তাঁর প্রিয় ভক্ত দেবতাদের তা পান করিয়ে, সকলের সমক্ষে তাঁর বাহন গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

সপত্নানাং পরামৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা তে দিতিনন্দনাঃ ।
অমৃষ্যমাণা উৎপেতুর্দেবান্ প্রত্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥ ৩ ॥

সপত্নানাম্—তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের; **পরাম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **ঋদ্ধিম্**—ঐশ্বর্য; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তে**—তারা সকলে; **দিতি-নন্দনাঃ**—দিতির পুত্র দৈত্যগণ;

অমৃষ্যমাণাঃ—অসহিষ্ণু হয়ে; **উৎপেতুঃ**—(উপদ্রব শুরু করার জন্য) তাঁদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল; **দেবান্**—দেবতারা; **প্রত্যুদ্যত-আয়ুধাঃ**—তাদের অস্ত্র উদ্যত করে।

অনুবাদ

দেবতাদের এই প্রকার পরম ঐশ্বর্য লাভ করতে দেখে, অসুরেরা অসহিষ্ণু হয়ে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে দেবতাদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪

ততঃ সুরগণাঃ সর্বে সুধয়া পীতয়ৈধিতাঃ ।
প্রতিসংযুযুধুঃ শস্ত্রৈর্নারায়ণপদাশ্রয়াঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ—তারপর; **সুর-গণাঃ**—দেবতাগণ; **সর্বে**—সকলে; **সুধয়া**—অমৃতের দ্বারা; **পীতয়া**—পান করে; **এধিতাঃ**—তা পান করার ফলে অত্যন্ত বলবান হয়ে; **প্রতি-সংযুযুধুঃ**—অসুরদের প্রতি-আক্রমণ করেছিলেন; **শস্ত্রৈঃ**—তাদের অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা; **নারায়ণ-পদ-আশ্রয়াঃ**—তাদের প্রকৃত অস্ত্র ছিল নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়।

অনুবাদ

তারপর, অমৃত পানে অনুপ্রাণিত এবং নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে সর্বদা শরণাগত দেবতারা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অসুরদের প্রতি-আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

তত্র দৈবাসুরো নাম রণঃ পরমদারুণঃ ।
রোধস্যুদন্বতো রাজংস্তুমুলো রোমহর্ষণঃ ॥ ৫ ॥

তত্র—সেখানে (ক্ষীরসমুদ্রের তীরে); **দৈব**—দেবতাগণ; **অসুরঃ**—অসুরগণ; **নাম**—প্রসিদ্ধ; **রণঃ**—যুদ্ধ; **পরম**—অত্যন্ত; **দারুণঃ**—ভয়ঙ্কর; **রোধসি**—সমুদ্রতটে; **উদন্বতঃ**—ক্ষীরসমুদ্রের; **রাজন্**—হে রাজন্; **তুমুলঃ**—তুমুল; **রোম-হর্ষণঃ**—রোমাঞ্চকর।

অনুবাদ

হে রাজন্, তখন ক্ষীরসমুদ্রের তীরে দেবতা এবং দানবদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধ এতই ভয়ানক যে, তা শ্রবণ করলেও রোমাঞ্চ হয়।

শ্লোক ৬

তত্রান্যোন্যং সপত্নাস্তে সংরব্ধমনসো রণে ।
সমাসাদ্যাসিভির্বাণৈর্নিজঘ্নুর্বিবিধায়ুধৈঃ ॥ ৬ ॥

তত্র—তারপর; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **সপত্নাঃ**—যুদ্ধপরায়ণ হয়ে; **তে**—তাঁরা; **সংরব্ধ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **মনসঃ**—মনে; **রণে**—সেই যুদ্ধে; **সমাসাদ্য**—পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়ে; **অসিভিঃ**—তরবারির দ্বারা; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা; **নিজঘ্নুঃ**—পরস্পরকে আঘাত করতে শুরু করেছিলেন; **বিবিধ-আয়ুধৈঃ**—বিবিধ অস্ত্রের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল, এবং পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে তারা তরবারি, বাণ এবং বিভিন্ন অস্ত্রের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

কেবল এই গ্রহেই নয়, এই ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতর লোকেও সর্বদাই দুই প্রকার মানুষ রয়েছে। চন্দ্র সূর্য আদি গ্রহের রাজাদেরও রাহুর মতো শত্রু রয়েছে। সূর্য এবং চন্দ্র যখন রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন গ্রহণ হয়। অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতাবশত সর্বদাই যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের বুদ্ধিমান মানুষেরা যতক্ষণ কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন না করে, ততক্ষণ সেই যুদ্ধ বন্ধ হয় না।

শ্লোক ৭

শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গানাং ভেরীডমরিণাং মহান্ ।
হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং নদতাং নিস্বনোঽভবৎ ॥ ৭ ॥

শঙ্খ—শঙ্খের; **তূর্য**—তূর্যের; **মৃদঙ্গানাম্**—এবং মৃদঙ্গের; **ভেরী**—ভেরীর; **ডমরিণাম্**—ডমরুর; **মহান্**—তুমুল; **হস্তি**—হস্তীর; **অশ্ব**—অশ্বের; **রথ-পত্তীনাম্**—রথী বা পদাতিকদের; **নদতাম্**—একত্রে শব্দায়মান; **নিস্বনঃ**—তুমুল শব্দ; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ, ভেরী, ডমরু এবং হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিকদের তুমুল ধ্বনিতে সেই রণক্ষেত্র পূর্ণ হয়েছিল।

শ্লোক ৮

রথিনো রথিভিস্তত্র পত্তিভিঃ সহ পত্তয়ঃ ।
হয়া হয়ৈরিভশ্চেভৈঃ সমসজ্জন্ত সংযুগে ॥ ৮ ॥

রথিনঃ—রথীদের; **রথিভিঃ**—শত্রুপক্ষের রথীদের সঙ্গে; **তত্র**—সেই যুদ্ধক্ষেত্রে; **পত্তিভিঃ**—পদাতিকদের; **সহ**—সঙ্গে; **পত্তয়ঃ**—শত্রুপক্ষের পদাতিকদের; **হয়াঃ**—অশ্বসমূহ; **হয়ৈঃ**—শত্রুপক্ষের সৈন্যের সঙ্গে; **ইভাঃ**—গজারূঢ় সৈনিক; **চ**—এবং; **ইভৈঃ**—শত্রুপক্ষের গজারূঢ় সৈনিকদের সঙ্গে; **সমসজ্জন্ত**—সমস্তরে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন; **সংযুগে**—যুদ্ধক্ষেত্রে।

অনুবাদ

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে রথীরা বিপক্ষের রথীদের সঙ্গে, পদাতিকেরা বিপক্ষের পদাতিকদের সঙ্গে, অশ্বারোহী সৈনিকেরা বিপক্ষের অশ্বারোহী সৈনিকদের সঙ্গে এবং গজারূঢ় সৈনিকেরা শত্রুপক্ষের গজারূঢ় সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল।

শ্লোক ৯

উষ্ট্রৈঃ কেচিদিভৈঃ কেচিদপরে যুযুধুঃ খরৈঃ ।
কেচিদ্ গৌরমুখৈর্ঋক্ষৈর্দ্বীপিভির্হরিভির্ভটাঃ ॥ ৯ ॥

উষ্ট্রৈঃ—উটের পিঠে; **কেচিৎ**—কেউ; **ইভৈঃ**—হাতির পিঠে; **কেচিৎ**—কেউ; **অপরে**—অন্যেরা; **যুযুধুঃ**—যুদ্ধরত; **খরৈঃ**—গর্দভের পিঠে; **কেচিৎ**—কেউ; **গৌর-মুখৈঃ**—শ্বেতমুখ বানরের পিঠে; **ঋক্ষৈঃ**—রক্তমুখ বানরের পিঠে; **দ্বীপিভিঃ**—বাঘের পিঠে; **হরিভিঃ**—সিংহের পিঠে; **ভটাঃ**—সৈনিকেরা।

অনুবাদ

সৈন্যরা কেউ উটের উপর, কেউ হাতির উপর, কেউ গর্দভের উপর, কেউ শ্বেতমুখ এবং রক্তমুখ বানরের উপর, কেউ বাঘের উপর এবং কেউ সিংহের উপর আরোহণ করে যুদ্ধ করছিলেন।

শ্লোক ১০-১২

গৃধ্রৈঃ কঙ্কৈর্বকৈরন্যে শ্যেনভাসৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ ।
শরভৈর্মহিষৈঃ খড়্গৈর্গোবৃষৈর্গবয়ারুণৈঃ ॥ ১০ ॥
শিবাভিরাখুভিঃ কেচিৎ কৃকলাসৈঃ শশৈর্নরৈঃ ।
বস্তৈরেকে কৃষ্ণসারৈর্হংসৈরন্যে চ সূকরৈঃ ॥ ১১ ॥
অন্যে জলস্থলখগৈঃ সত্ত্বৈর্বিকৃতবিগ্রহৈঃ ।
সেনয়োরুভয়ো রাজন্ বিবিশুস্তেঽগ্রতোঽগ্রতঃ ॥ ১২ ॥

গৃধ্রৈঃ—শকুনির পিঠে; **কঙ্কৈঃ**—ঈগলের পিঠে; **বকৈঃ**—বকের পিঠে; **অন্যে**—অন্যেরা; **শ্যেন**—বাজের পিঠে; **ভাসৈঃ**—ভাস পক্ষীর পিঠে; **তিমিঙ্গিলৈঃ**—তিমিঙ্গিলের পিঠে; **শরভৈঃ**—শরভের পিঠে; **মহিষৈঃ**—মহিষের পিঠে; **খড়্গৈঃ**—গণ্ডারের পিঠে; **গোঃ**—গরুর পিঠে; **বৃষৈঃ**—ষাঁড়ের পিঠে; **গবয়-অরুণৈঃ**—গবয় এবং অরুণের পিঠে; **শিবাভিঃ**—শৃগালের পিঠে; **আখুভিঃ**—বিশাল ইঁদুরের পিঠে; **কেচিৎ**—কেউ; **কৃকলাসৈঃ**—বিশাল গিরগিটির পিঠে; **শশৈঃ**—বিশাল শশকের পিঠে; **নরৈঃ**—মানুষের পিঠে; **বস্তৈঃ**—ছাগলের পিঠে; **একে**—কেউ; **কৃষ্ণ-সারৈঃ**—কৃষ্ণসার মৃগের পিঠে; **হংসৈঃ**—হংসের পিঠে; **অন্যে**—অন্যেরা; **চ**—ও; **সূকরৈঃ**—শূকরের পিঠে; **অন্যে**—অন্যেরা; **জল-স্থল-খগৈঃ**—জলচর, স্থলচর এবং খেচর পশুর; **সত্ত্বৈঃ**—বাহনরূপে ব্যবহৃত প্রাণীর দ্বারা; **বিকৃত**—বিকৃত; **বিগ্রহৈঃ**—যে সমস্ত পশুর শরীর; **সেনয়োঃ**—দুই পক্ষের সৈনিকেরা; **উভয়োঃ**—উভয়ের; **রাজন্**—হে রাজন্; **বিবিশুঃ**—প্রবেশ করেছিলেন; **তে**—তারা সকলে; **অগ্রতঃ অগ্রতঃ**—সম্মুখীন হয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন্, অন্য সমস্ত সৈনিকেরা কেউ শকুনি, কেউ ঈগল, কেউ বক, কেউ শ্যেন, কেউ ভাস, কেউ তিমিঙ্গিল, কেউ শরভ, কেউ মহিষ, কেউ গণ্ডার, কেউ গাভী, কেউ বৃষ, কেউ গবয় এবং কেউ অরুণের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন। অন্যেরা শৃগাল, মূষিক, গিরগিটি, শশক, মানুষ, ছাগ, কৃষ্ণসার মৃগ, হংস এবং শূকরের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এইভাবে জলচর, স্থলচর ও খেচর এবং বিকট আকার প্রাণীর উপর আরোহণ করে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩-১৫

চিত্রধ্বজপটৈ রাজন্নাতপত্রৈঃ সিতামলৈঃ ।
মহাধনৈর্বজ্রদণ্ডৈর্ব্যজনৈর্বার্হচামরৈঃ ॥ ১৩ ॥
বাতোদ্ধূতোত্তরোষ্ণীষৈরর্চির্ভির্বর্মভূষণৈঃ ।
স্ফুরদ্ভির্বিশদৈঃ শস্ত্রৈঃ সুতরাং সূর্যরশ্মিভিঃ ॥ ১৪ ॥
দেবদানববীরাণাং ধ্বজিন্যৌ পাণ্ডুনন্দন ।
রেজতুর্বীরমালাভির্যাদসামিব সাগরৌ ॥ ১৫ ॥

চিত্র-ধ্বজ-পটৈঃ—অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত পতাকা এবং চন্দ্রাতপের দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **আতপত্রৈঃ**—ছত্রের দ্বারা; **সিত-অমলৈঃ**—অত্যন্ত নির্মল এবং শ্বেতশুভ্র; **মহা-ধনৈঃ**—অত্যন্ত মূল্যবান; **বজ্র-দণ্ডৈঃ**—বহু মূল্যবান মণিরত্ন খচিত দণ্ডের দ্বারা; **ব্যজনৈঃ**—পাখার দ্বারা; **বার্হ-চামরৈঃ**—ময়ূরপুচ্ছ রচিত পাখা; **বাত-উদ্ধূত**—বায়ুবেগে উড্ডীয়মান; **উত্তর-উষ্ণীষৈঃ**—উত্তরীয় এবং উষ্ণীষ; **অর্চিভিঃ**—দীপ্তির দ্বারা; **বর্ম-ভূষণৈঃ**—অলঙ্কার এবং বর্মের দ্বারা; **স্ফুরদ্ভিঃ**—উজ্জ্বল; **বিশদৈঃ**—তীক্ষ্ণ এবং স্বচ্ছ; **শস্ত্রৈঃ**—অস্ত্রের দ্বারা; **সুতরাম্**—অত্যধিক; **সূর্য-রশ্মিভিঃ**—সূর্যকিরণে উজ্জ্বল; **দেব-দানব-বীরাণাম্**—দেব এবং দানব উভয় পক্ষের সমস্ত বীরদের; **ধ্বজিন্যৌ**—স্ব-স্ব পতাকা বহনকারী উভয় পক্ষের সৈন্যগণ; **পাণ্ডু-নন্দন**—হে মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র; **রেজতুঃ**—স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়েছিল; **বীর-মালাভিঃ**—বীরদের ব্যবহৃত মালার দ্বারা; **যাদসাম্**—জলচর প্রাণী; **ইব**—সদৃশ; **সাগরৌ**—দুটি সাগরে।

অনুবাদ

হে রাজন্, হে পাণ্ডুনন্দন, দেবতা এবং দানব উভয় পক্ষের যোদ্ধারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত চন্দ্রাতপ, বিচিত্র ধ্বজা, এবং অত্যন্ত মূল্যবান মণিরত্ন খচিত দণ্ডযুক্ত ছত্রে বিভূষিত ছিলেন। তাঁরা ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত পাখা এবং অন্যান্য প্রকার চামরের দ্বারাও সজ্জিত হয়েছিলেন। সেই সমস্ত যোদ্ধাদের উত্তরীয় এবং উষ্ণীষ বায়ুভরে আন্দোলিত হওয়ায় স্বভাবতই তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল, এবং তাঁদের বর্ম, অলঙ্কার ও তীক্ষ্ণধার অস্ত্র উজ্জ্বল সূর্যকিরণে ঝলমল করছিল। এইভাবে দুই পক্ষের সৈনিকদের যেন জলজন্তুসমূহে সমাকীর্ণ দুটি সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ১৬-১৮

বৈরোচনো বলিঃ সংখ্যে সোঽসুরাণাং চমূপতিঃ ।
যানং বৈহায়সং নাম কামগং ময়নির্মিতম্ ॥ ১৬ ॥
সর্বসাংগ্রামিকোপেতং সর্বাশ্চর্যময়ং প্রভো ।
অপ্রতর্ক্যমনির্দেশ্যং দৃশ্যমানমদর্শনম্ ॥ ১৭ ॥
আস্থিতস্তদ্বিমানাগ্র্যং সর্বানীকাধিপৈর্বৃতঃ ।
বালব্যজনছত্রাগ্র্যৈ রেজে চন্দ্র ইবোদয়ে ॥ ১৮ ॥

বৈরোচনঃ—বিরোচনের পুত্র; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **সংখ্যে**—যুদ্ধে; **সঃ**—তিনি, অত্যন্ত বিখ্যাত; **অসুরাণাম্**—অসুরদের; **চমূ-পতিঃ**—প্রধান সেনাপতি; **যানম্**—বায়ুযান; **বৈহায়সম্**—বৈহায়স; **নাম**—নামক; **কাম-গম্**—তার ইচ্ছা অনুসারে বিচরণে সক্ষম; **ময়-নির্মিতম্**—ময়দানব কর্তৃক নির্মিত; **সর্ব**—সমস্ত; **সাংগ্রামিক-উপেতম্**—সর্বপ্রকার শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; **সর্ব-আশ্চর্য-ময়ম্**—সর্বতোভাবে আশ্চর্যজনক; **প্রভো**—হে রাজন্; **অপ্রতর্ক্যম্**—অবিচার্য; **অনির্দেশ্যম্**—অবর্ণনীয়; **দৃশ্যমানম্**—কখনও কখনও দৃশ্যমান; **অদর্শনম্**—কখনও অদৃশ্য; **আস্থিতঃ**—এইভাবে উপবিষ্ট হয়ে; **তৎ**—তা; **বিমান-অগ্র্যম্**—শ্রেষ্ঠ বিমান; **সর্ব**—সমস্ত; **অনীক-অধিপৈঃ**—সেনাপতিদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **বাল-ব্যজন-ছত্র-অগ্র্যৈঃ**—সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছত্র এবং শ্রেষ্ঠ চামরের দ্বারা সুরক্ষিত; **রেজে**—উজ্জ্বলভাবে অবস্থিত; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র; **ইব**—সদৃশ; **উদয়ে**—সন্ধ্যাবেলা উদয় হওয়ার সময়।

অনুবাদ

সেই যুদ্ধে প্রসিদ্ধ সেনাপতি বিরোচনের পুত্র বলি বৈহায়স নামক এক অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিমানে উপবেশন করেছিলেন। হে রাজন্, সেই অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত বিমানটি ময়দানব নির্মাণ করেছিল এবং তা সর্বপ্রকার যুদ্ধের উপযুক্ত অস্ত্র সমন্বিত ছিল। সেই বিমানটি ছিল অচিন্ত্য এবং অবর্ণনীয়। তা কখনও দৃশ্য এবং অদৃশ্য ছিল। সেই বিমানে এক সুন্দর ছত্রের নিচে অসুর সেনাপতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বলি মহারাজকে শ্রেষ্ঠ চামরের দ্বারা ব্যজন করা হচ্ছিল, এবং তখন তাঁকে ঠিক সর্বদিক আলোকিত করে সন্ধ্যাবেলায় উদীয়মান চন্দ্রের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ১৯-২৪

তস্যাসন্ সর্বতো যানৈর্যূথানাং পতয়োঽসুরাঃ ।
নমুচিঃ শম্বরো বাণো বিপ্রচিত্তিরয়োমুখঃ ॥ ১৯ ॥
দ্বিমূর্ধা কালনাভোঽথ প্রহেতির্হেতিরিল্বলঃ ।
শকুনির্ভূতসন্তাপো বজ্রদংষ্ট্রো বিরোচনঃ ॥ ২০ ॥
হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলো মেঘদুন্দুভিঃ ।
তারকশ্চক্রদৃক্ শুম্ভো নিশুম্ভো জম্ভ উৎকলঃ ॥ ২১ ॥
অরিষ্টোঽরিষ্টনেমিশ্চ ময়শ্চ ত্রিপুরাধিপঃ ।
অন্যে পৌলোমকালেয়া নিবাতকবচাদয়ঃ ॥ ২২ ॥
অলব্ধভাগাঃ সোমস্য কেবলং ক্লেশভাগিনঃ ।
সর্ব এতে রণমুখে বহুশো নির্জিতামরাঃ ॥ ২৩ ॥
সিংহনাদান্ বিমুঞ্চন্তঃ শঙ্খান্ দধ্মুর্মহারবান্ ।
দৃষ্ট্বা সপত্নানুৎসিক্তান্ বলভিৎ কুপিতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥

তস্য—তাঁর (মহারাজ বলির); **আসন্**—অবস্থিত; **সর্বতঃ**—সর্বদিকে; **যানৈঃ**—বিভিন্ন বাহনের দ্বারা; **যূথানাম্**—যোদ্ধাদের; **পতয়ঃ**—সেনাপতিরা; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **নমুচিঃ**—নমুচি; **শম্বরঃ**—শম্বর; **বাণঃ**—বাণ; **বিপ্রচিত্তিঃ**—বিপ্রচিত্তি; **অয়োমুখঃ**—অয়োমুখ; **দ্বিমূর্ধা**—দ্বিমূর্ধা; **কালনাভঃ**—কালনাভ; **অথ**—ও; **প্রহেতিঃ**—প্রহেতি; **হেতিঃ**—হেতি; **ইল্বলঃ**—ইল্বল; **শকুনিঃ**—শকুনি; **ভূতসন্তাপঃ**—ভূতসন্তাপ; **বজ্র-দংষ্ট্রঃ**—বজ্রদংষ্ট্র; **বিরোচনঃ**—বিরোচন; **হয়গ্রীবঃ**—হয়গ্রীব; **শঙ্কুশিরাঃ**—শঙ্কুশিরা; **কপিলঃ**—কপিল; **মেঘ-দুন্দুভিঃ**—মেঘদুন্দুভি; **তারকঃ**—তারক; **চক্রদৃক্**—চক্রদৃক্; **শুম্ভঃ**—শুম্ভ; **নিশুম্ভঃ**—নিশুম্ভ; **জম্ভঃ**—জম্ভ; **উৎকলঃ**—উৎকল; **অরিষ্টঃ**—অরিষ্ট; **অরিষ্টনেমিঃ**—অরিষ্টনেমি; **চ**—ও; **ময়ঃ চ**—এবং ময়; **ত্রিপুরাধিপঃ**—ত্রিপুরাধিপ; **অন্যে**—অন্যেরা; **পৌলোম-কালেয়াঃ**—পুলোম এবং কালেয়র পুত্রগণ; **নিবাতকবচ-আদয়ঃ**—নিবাতকবচ এবং অন্যান্য অসুরেরা; **অলব্ধ-ভাগাঃ**—ভাগ গ্রহণে অসমর্থ; **সোমস্য**—অমৃতের; **কেবলম্**—কেবল; **ক্লেশ-ভাগিনঃ**—অসুরদের কেবল পরিশ্রমেরই ভাগ লাভ হয়েছিল; **সর্বে**—তারা সকলে; **এতে**—এই সমস্ত অসুরেরা; **রণ-মুখে**—রণক্ষেত্রের সম্মুখে; **বহুশঃ**—অত্যন্ত বলের দ্বারা; **নির্জিত-অমরাঃ**—দেবতাদের ক্লেশ প্রদান করে; **সিংহ-নাদান্**—সিংহের মতো গর্জন; **বিমুঞ্চন্তঃ**—গর্জন করে;

শঙ্খান্—শঙ্খ; **দধ্মুঃ**—ফুৎকার করেছিল; **মহা-রবান্**—তুমুল শব্দ করে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সপত্নান্**—তাদের শত্রুদের; **উৎসিক্তান্**—উদ্ধত; **বলভিৎ**—শক্তিতে ভীত (ইন্দ্র); **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

বলি মহারাজের চতুর্দিকে সমস্ত অসুর সেনাপতিরা তাদের নিজ নিজ বাহনে উপবিষ্ট হয়ে অবস্থান করছিল। তাদের মধ্যে ছিল নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, দ্বিমূর্ধা, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইল্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপ, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, কপিল, মেঘদুন্দুভি, তারক, চক্রদৃক্, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, উৎকল, অরিষ্ট, অরিষ্টনেমি, ত্রিপুরাধিপ, ময়, পুলোমার পুত্রগণ এবং কালেয় ও নিবাতকবচ আদি অসুরেরা। এই সমস্ত অসুরেরা অমৃতের অংশলাভে বঞ্চিত হয়ে কেবল সমুদ্রমন্থনের ক্লেশভাগী হয়েছিল। এখন, তারা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তাদের সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তারা সিংহনাদ করতে করতে তুমুল রবে শঙ্খ বাজাতে লাগল। বলভিৎ বা ইন্দ্র তাঁর হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীদের দর্শন করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

ঐরাবতং দিক্করিণমারূঢ়ঃ শুশুভে স্বরাট্ ।
যথা স্রবৎপ্রস্রবণমুদয়াদ্রিমহর্পতিঃ ॥ ২৫ ॥

ঐরাবতম্—ঐরাবত; **দিক্-করিণম্**—সর্বত্র গমনে সক্ষম বিশাল হস্তী; **আরূঢ়ঃ**—আরোহণ করে; **শুশুভে**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পেতে লাগলেন; **স্বরাট্**—ইন্দ্র; **যথা**—ঠিক যেমন; **স্রবৎ**—প্রবাহিত; **প্রস্রবণম্**—সুরার ধারা; **উদয়-অদ্রিম্**—উদয়গিরিতে; **অহঃ-পতিঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

প্রস্রবণসমূহ যেখানে সর্বদা ক্ষরিত হয়, সেই উদয়গিরিতে আরূঢ় সূর্যদেবের মতো ইন্দ্র তখন মদধারাস্রাবী দিগ্হস্তীতে আরোহণ করে শোভা পাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

উদয়গিরির শিখরে বিশাল সরোবরসমূহ রয়েছে, যেখান থেকে নিরন্তর ঝর্নার ধারায় জল ঝরে পড়ে। তেমনই ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত জল ও মদ সঞ্চিত রাখে এবং

ইন্দ্রের নির্দেশে তা সিঞ্চন করে। তাই ঐরাবতের পৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র উদয়গিরিতে সূর্যের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ২৬

তস্যাসন্ সর্বতো দেবা নানাবাহধ্বজায়ুধাঃ ।
লোকপালাঃ সহগণৈর্বায়্বগ্নিবরুণাদয়ঃ ॥ ২৬ ॥

তস্য—ইন্দ্রের; **আসন্**—অবস্থিত; **সর্বতঃ**—সর্বদিকে; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **নানা-বাহ**—বিভিন্ন বাহনে; **ধ্বজ-আয়ুধাঃ**—ধ্বজা এবং অস্ত্রসহ; **লোক-পালাঃ**—উচ্চতর লোকের পালকগণ; **সহ**—সহ; **গণৈঃ**—তাঁদের পার্ষদগণ সহ; **বায়ু**—বায়ুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **অগ্নি**—অগ্নির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **বরুণ**—জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি দেবতারা, যাঁরা ইন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

স্বর্গের বিভিন্ন দেবতারা ধ্বজা ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং বিভিন্ন বাহনে উপবিষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বায়ু, অগ্নি, বরুণ আদি সমস্ত দেবতা এবং পার্ষদ সহ সমস্ত লোকপালগণ।

শ্লোক ২৭

তেঽন্যোন্যমভিসংসৃত্য ক্ষিপন্তো মর্মভির্মিথঃ ।
আহ্বয়ন্তো বিশন্তোঽগ্রে যুযুধুর্দ্বন্দ্বযোধিনঃ ॥ ২৭ ॥

তে—তাঁরা সকলে (দেবতা এবং দানবেরা); **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **অভিসংসৃত্য**—সম্মুখীন হয়ে; **ক্ষিপন্তঃ**—পরস্পরকে তিরস্কার করে; **মর্মভিঃ মিথঃ**—পরস্পরের হৃদয়ে গভীর বেদনা প্রদান করে; **আহ্বয়ন্তঃ**—পরস্পরকে সম্বোধন করে; **বিশন্তঃ**—রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে; **অগ্রে**—সম্মুখে; **যুযুধুঃ**—যুদ্ধ করেছিলেন; **দ্বন্দ্ব-যোধিনঃ**—দ্বন্দ্বযোদ্ধা।

অনুবাদ

দেবতা এবং দানবেরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে মর্মভেদী বাক্যের দ্বারা পরস্পরকে তিরস্কার করেছিলেন, এবং তারপর পরস্পরের সমীপবর্তী হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

যুযোধ বলিরিন্দ্রেণ তারকেণ গুহোঽস্যত ।
বরুণো হেতিনাযুধ্যন্মিত্রো রাজন্ প্রহেতিনা ॥ ২৮ ॥

যুযোধ—যুদ্ধ করেছিল; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **ইন্দ্রেণ**—দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে; **তারকেণ**—তারকের সঙ্গে; **গুহঃ**—কার্ত্তিকেয়; **অস্যত**—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; **বরুণঃ**—বরুণদেব; **হেতিনা**—হেতির সঙ্গে; **অযুধ্যৎ**—যুদ্ধ করেছিলেন; **মিত্রঃ**—মিত্র দেবতা; **রাজন্**—হে রাজন্; **প্রহেতিনা**—প্রহেতির সঙ্গে।

অনুবাদ

হে রাজন্, মহারাজ বলি ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কার্ত্তিকেয় তারকাসুরের সঙ্গে, বরুণ হেতির সঙ্গে এবং মিত্র প্রহেতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৯

যমস্তু কালনাভেন বিশ্বকর্মা ময়েন বৈ ।
শম্বরো যুযুধে ত্বষ্ট্রা সবিত্রা তু বিরোচনঃ ॥ ২৯ ॥

যমঃ—যমরাজ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **কালনাভেন**—কালনাভের সঙ্গে; **বিশ্বকর্মা**—বিশ্বকর্মা; **ময়েন**—ময়ের সঙ্গে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শম্বরঃ**—শম্বর; **যুযুধে**—যুদ্ধ করেছিলেন; **ত্বষ্ট্রা**—ত্বষ্ট্রার সঙ্গে; **সবিত্রা**—সূর্যদেবের সঙ্গে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বিরোচনঃ**—বিরোচন নামক অসুর।

অনুবাদ

যমরাজ কালনাভের সঙ্গে, বিশ্বকর্মা ময়দানবের সঙ্গে, ত্বষ্ট্রা শম্বরের সঙ্গে এবং সূর্যদেব বিরোচনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩০-৩১

অপরাজিতেন নমুচিরশ্বিনৌ বৃষপর্বণা ।
সূর্যো বলিসুতৈর্দেবো বাণজ্যেষ্ঠৈঃ শতেন চ ॥ ৩০ ॥
রাহুণা চ তথা সোমঃ পুলোম্না যুযুধেঽনিলঃ ।
নিশুম্ভশুম্ভয়োর্দেবী ভদ্রকালী তরস্বিনী ॥ ৩১ ॥

অপরাজিতেন—অপরাজিতদেবের সঙ্গে; **নমুচিঃ**—অসুর নমুচি; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **বৃষপর্বণা**—বৃষপর্বা অসুরের সঙ্গে; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব; **বলি-সুতৈঃ**—বলির পুত্রগণের সঙ্গে; **দেবঃ**—দেবতা; **বাণ-জ্যেষ্ঠৈঃ**—যাদের মধ্যে বাণ ছিল জ্যেষ্ঠ; **শতেন**—এক শত; **চ**—এবং; **রাহুণা**—রাহুর দ্বারা; **চ**—ও; **তথা**—ও; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **পুলোম্না**—পুলোমা; **যুযুধে**—যুদ্ধ করেছিল; **অনিলঃ**—বায়ুর নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা; **নিশুম্ভ**—নিশুম্ভ দৈত্য; **শুম্ভয়োঃ**—শুম্ভের সঙ্গে; **দেবী**—দুর্গাদেবী; **ভদ্রকালী**—ভদ্রকালী; **তরস্বিনী**—অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

অপরাজিতদেব নমুচির সঙ্গে, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৃষপর্বার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সূর্যদেব বাণ আদি বলি মহারাজের একশ পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং চন্দ্রদেব রাহুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। পবনদেব পুলোমার সঙ্গে, এবং মহাবলবতী ভদ্রকালীদেবী শুম্ভ ও নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩২-৩৪

বৃষাকপিস্তু জম্ভেন মহিষেণ বিভাবসুঃ ।
ইল্বলঃ সহ বাতাপির্ব্রহ্মপুত্রৈররিন্দম ॥ ৩২ ॥
কামদেবেন দুর্মর্ষ উৎকলো মাতৃভিঃ সহ ।
বৃহস্পতিশ্চোশনসা নরকেণ শনৈশ্চরঃ ॥ ৩৩ ॥
মরুতো নিবাতকবচৈঃ কালেয়ৈর্বসবোঽমরাঃ ।
বিশ্বেদেবাস্তু পৌলোমৈ রুদ্রাঃ ক্রোধবশৈঃ সহ ॥ ৩৪ ॥

বৃষাকপিঃ—মহাদেব; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **জম্ভেন**—জম্ভের সঙ্গে; **মহিষেণ**—মহিষাসুরের সঙ্গে; **বিভাবসুঃ**—অগ্নিদেব; **ইল্বলঃ**—ইল্বল অসুরের সঙ্গে; **সহ**

বাতাপিঃ—তার ভ্রাতা বাতাপি সহ; **ব্রহ্ম-পুত্রৈঃ**—বসিষ্ঠ আদি ব্রহ্মার পুত্রদের সঙ্গে; **অরিন্দম**—হে শত্রুদমনকারী মহারাজ পরীক্ষিৎ; **কামদেবেন**—কামদেবের সঙ্গে; **দুর্মর্ষঃ**—দুর্মর্ষ; **উৎকলঃ**—উৎকল অসুর; **মাতৃভিঃ সহ**—মাতৃকা নামক দেবীদের সঙ্গে; **বৃহস্পতিঃ**—দেবগুরু বৃহস্পতি; **চ**—এবং; **উশনসা**—শুক্রাচার্যের সঙ্গে; **নরকেণ**—নরকাসুরের সঙ্গে; **শনৈশ্চরঃ**—শনিদেব; **মরুতঃ**—মরুতগণ; **নিবাতকবচৈঃ**—নিবাতকবচের সঙ্গে; **কালেয়ৈঃ**—কালকেয়দের সঙ্গে; **বসবঃ অমরাঃ**—বসুগণ যুদ্ধ করেছিলেন; **বিশ্বেদেবাঃ**—বিশ্বদেব দেবতাগণ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **পৌলোমৈঃ**—পৌলোমের সঙ্গে; **রুদ্রাঃ**—একাদশ রুদ্রগণ; **ক্রোধবশৈঃ সহ**—ক্রোধবশ অসুরদের সঙ্গে।

অনুবাদ

হে অরিন্দম মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহাদেব জম্ভের সঙ্গে এবং বিভাবসু মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ভ্রাতা বাতাপি সহ ইল্বল ব্রহ্মার পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। দুর্মর্ষ কামদেবের সঙ্গে, উৎকল অসুর মাতৃকা দেবীদের সঙ্গে, বৃহস্পতি শুক্রাচার্যের সঙ্গে, এবং শনি নরকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। মরুতেরা নিবাতকবচের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, বসুগণ কালকেয় নামক অসুরদের সঙ্গে, বিশ্বদেব দেবতাগণ পৌলোম অসুরদের সঙ্গে, এবং রুদ্রগণ ক্রোধবশ অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ত এবমাজাবসুরাঃ সুরেন্দ্রা
দ্বন্দ্বেন সংহত্য চ যুধ্যমানাঃ ।
অন্যোন্যমাসাদ্য নিজঘ্নুরোজসা
জিগীষবস্তীক্ষ্ণশরাসিতোমরৈঃ ॥ ৩৫ ॥

তে—তাঁরা সকলে; **এবম্**—এইভাবে; **আজৌ**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **সুরেন্দ্রাঃ**—এবং দেবতাগণ; **দ্বন্দ্বেন**—দুজন দুজন করে; **সংহত্য**—পরস্পর মিলিত হয়ে; **চ**—এবং; **যুধ্যমানাঃ**—যুদ্ধ করার জন্য; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরের; **আসাদ্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **নিজঘ্নুঃ**—অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করেছিলেন; **ওজসা**—অত্যন্ত বলপূর্বক; **জিগীষবঃ**—জয় করার বাসনায়; **তীক্ষ্ণ**—ধারাল; **শর**—বাণের দ্বারা; **অসি**—তরবারির দ্বারা; **তোমরৈঃ**—বল্লমের দ্বারা।

অনুবাদ

এই সমস্ত দেবতা এবং অসুরেরা যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়ে, অত্যন্ত বলপূর্বক পরস্পরকে আক্রমণ করেছিলেন। জয় লাভের আশায় তাঁরা সকলে পরস্পরকে তীক্ষ্ণ বাণ, খড়্গ এবং তোমরের দ্বারা প্রহার করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৬

ভুশুণ্ডিভিশ্চক্রগদর্ষ্টিপট্টিশৈঃ
শক্ত্যুল্মুকৈঃ প্রাসপরশ্বধৈরপি ।
নিস্ত্রিংশভল্লৈঃ পরিঘৈঃ সমুদগরৈঃ
সভিন্দিপালৈশ্চ শিরাংসি চিচ্ছিদুঃ ॥ ৩৬ ॥

ভুশুণ্ডিভিঃ—ভুশুণ্ডি নামক অস্ত্রের দ্বারা; **চক্র**—চক্রের দ্বারা; **গদা**—গদার দ্বারা; **ঋষ্টি**—ঋষ্টি নামক অস্ত্রের দ্বারা; **পট্টিশৈঃ**—পট্টিশ নামক অস্ত্রের দ্বারা; **শক্তি**—শক্তি নামক অস্ত্রের দ্বারা; **উল্মুকৈঃ**—উল্মুক নামক অস্ত্রের দ্বারা; **প্রাস**—প্রাস অস্ত্রের দ্বারা; **পরশ্বধৈঃ**—পরশ্বধ নামক অস্ত্রের দ্বারা; **অপি**—ও; **নিস্ত্রিংশ**—নিস্ত্রিংশের দ্বারা; **ভল্লৈঃ**—বল্লমের দ্বারা; **পরিঘৈঃ**—পরিঘের দ্বারা; **স-মুদ্গরৈঃ**—মুদ্গরের দ্বারা; **স-ভিন্দিপালৈঃ**—ভিন্দিপাল অস্ত্রের দ্বারা; **চ**—ও; **শিরাংসি**—মস্তক; **চিচ্ছিদুঃ**—ছিন্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

তারা ভুশুণ্ডি, চক্র, গদা, ঋষ্টি, পট্টিশ, শক্তি, উল্মুক, প্রাস, পরশ্বধ, নিস্ত্রিংশ, ভল্ল, পরিঘ, মুদ্গর এবং ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের মস্তক ছিন্ন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৭

গজাস্তুরঙ্গাঃ সরথাঃ পদাতয়ঃ
সারোহবাহা বিবিধা বিখণ্ডিতাঃ ।
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধরাঙ্ঘ্রয়-
শ্ছিন্নধ্বজেষ্বাসতনুত্রভূষণাঃ ॥ ৩৭ ॥

গজাঃ—হস্তী; **তুরঙ্গাঃ**—অশ্ব; **সরথাঃ**—রথ সহ; **পদাতয়ঃ**—পদাতিক সৈন্য; **সারোহ-বাহাঃ**—আরোহী সহ বাহন; **বিবিধাঃ**—বিবিধ প্রকার; **বিখণ্ডিতাঃ**—খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয়েছিল; **নিকৃত্ত-বাহু**—ছিন্ন হস্ত; **উরু**—উরু; **শিরোধর**—গলা; **অঙ্ঘ্রয়ঃ**—পা; **ছিন্ন**—কাটা গিয়েছিল; **ধ্বজ**—পতাকা; **ইষ্বাস**—ধনুক; **তনুত্র**—বর্ম; **ভূষণাঃ**—অলঙ্কার।

অনুবাদ

হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী, পদাতিক এবং অন্যান্য বাহন সহ তাঁদের আরোহীদের বাহু, উরু, গলা, পা ছিন্ন হয়েছিল, এবং তাঁদের পতাকা, ধনুক, বর্ম এবং অলঙ্কার খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

তেষাং পদাঘাতরথাঙ্গচূর্ণিতা-
দাযোধনাদুল্বণ উত্থিতস্তদা ।
রেণুর্দিশঃ খং দ্যুমণিং চ ছাদয়ন্
ন্যবর্ততাসৃক্স্রুতিভিঃ পরিপ্লুতাৎ ॥ ৩৮ ॥

তেষাম্—সেই সমস্ত যোদ্ধাদের; **পদাঘাত**—অসুর এবং দেবতাদের পদপ্রহারে; **রথ-অঙ্গ**—এবং রথের চাকার দ্বারা; **চূর্ণিতাৎ**—চূর্ণিত হয়েছিল; **আযোধনাৎ**—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে; **উল্বণঃ**—অতি প্রচণ্ড; **উত্থিতঃ**—উত্থিত; **তদা**—তখন; **রেণুঃ**—ধূলিকণা; **দিশঃ**—সর্বদিক; **খম্**—আকাশ; **দ্যুমণিম্**—সূর্য পর্যন্ত; **চ**—ও; **ছাদয়ন্**—আচ্ছাদিত করে; **ন্যবর্তত**—হাওয়ায় ওড়া নিবৃত্ত হয়েছিল; **অসৃক্**—রক্তের; **স্রুতিভিঃ**—কণিকার দ্বারা; **পরিপ্লুতাৎ**—আপ্লুত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

দেবতা এবং অসুরদের পদাঘাতে এবং রথের চাকার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রচণ্ড ধূলি আকাশে উত্থিত হয়ে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সর্বদিক আচ্ছাদিত করেছিল। কিন্তু তার পরেই রক্তের ধারায় সিক্ত হয়ে সেই ধূলিজাল নিবৃত্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

সেই ধূলিজাল সমগ্র দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত করেছিল, কিন্তু রক্তকণিকা যখন ফোয়ারার মতো সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সিঞ্চিত হয়েছিল, তখন ধূলিকণা সিক্ত হওয়ার ফলে, আর

বায়ুমণ্ডলে উঠতে না পেরে মাটিতে পতিত হয়েছিল। এখানে দ্রষ্টব্য যে, যদিও বলা হয়েছে রক্তধারা সূর্যলোক পর্যন্ত পৌঁছেছিল, কিন্তু চন্দ্রলোক পর্যন্ত পৌঁছেছিল বলা হয়নি। অতএব, *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যত্র যে বর্ণনা করা হয়েছে, সূর্যই হচ্ছে পৃথিবীর নিকটবর্তী গ্রহ, চন্দ্র নয়। আমরা সেই বিষয়ে ইতিপূর্বে বহু ক্ষেত্রেই আলোচনা করেছি। প্রথমে সূর্য, তারপর চন্দ্র, তারপর মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি। ভূপৃষ্ঠ থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯,৩০,০০,০০০ মাইল, *এবং শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রের দূরত্ব সূর্য থেকেও ১৬,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে। অতএব পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৯,৫০,০০,০০০ মাইল। অতএব কোন অন্তরীক্ষযান যদি ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে গমন করে, তা হলে তা চার দিনে চন্দ্রে পৌঁছায় কি করে? সেই গতিবেগে ভ্রমণ করলে, চন্দ্রে পৌঁছতে অন্তত পক্ষে সাত মাস লাগবে। অতএব এই প্রকার অন্তরীক্ষযানের পক্ষে চার দিনে চন্দ্রে পৌঁছান অসম্ভব।

শ্লোক ৩৯

শিরোভিরুদ্ধূতকিরীটকুণ্ডলৈঃ
সংরম্ভদৃগ্‌ভিঃ পরিদষ্টদচ্ছদৈঃ ।
মহাভুজৈঃ সাভরণৈঃ সহায়ুধৈঃ
সা প্রাস্তৃতা ভূঃ করভোরুভির্বভৌ ॥ ৩৯ ॥

শিরোভিঃ—মস্তকের দ্বারা; **উদ্ধূত**—বিচ্ছিন্ন; **কিরীট**—মুকুট; **কুণ্ডলৈঃ**—এবং কর্ণকুণ্ডল; **সংরম্ভ-দৃগ্‌ভিঃ**—(মস্তক দেহ থেকে ছিন্ন হওয়ার ফলেও) ক্রোধান্বিত দৃষ্টি; **পরিদষ্ট**—দন্তের দ্বারা দংশিত; **দচ্ছদৈঃ**—অধর; **মহা-ভুজৈঃ**—বিশাল বাহু সমন্বিত; **স-আভরণৈঃ**—অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত; **সহ-আয়ুধৈঃ**—হস্ত বিচ্ছিন্ন হলেও তা অস্ত্র ধারণ করে রয়েছে; **সা**—সেই যুদ্ধক্ষেত্র; **প্রাস্তৃতা**—পরিব্যাপ্ত; **ভূঃ**—যুদ্ধক্ষেত্র; **করভ-ঊরুভিঃ**—হাতির শুঁড়ের মতো পা এবং ঊরু সমন্বিত; **বভৌ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই যুদ্ধক্ষেত্র তখন যোদ্ধাদের ছিন্ন মস্তকের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁদের মস্তক দেহ থেকে ছিন্ন হলেও তাঁদের নয়ন ক্রোধযুক্ত ছিল এবং ক্রোধে তাঁরা

তাঁদের অধর দংশন করেছিলেন। তাঁদের বিচ্ছিন্ন মস্তক থেকে কিরীট এবং কুণ্ডল সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। তেমনই, অলঙ্কারে ভূষিত এবং অস্ত্রধৃত বহু হস্ত, এবং হাতির শুঁড়ের মতো পা এবং উরু সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল।

শ্লোক ৪০

**কবন্ধাস্তত্র চোৎপেতুঃ পতিতস্বশিরোঽক্ষিভিঃ ।
উদ্যতায়ুধদোর্দণ্ডৈরাধাবন্তো ভটান্ মৃধে ॥ ৪০ ॥**

কবন্ধাঃ—মস্তকবিহীন দেহ; **তত্র**—সেখানে (যুদ্ধক্ষেত্রে); **চ**—ও; **উৎপেতুঃ**—উৎপত্তি হয়েছিল; **পতিত**—নিপতিত; **স্ব-শিরঃ-অক্ষিভিঃ**—মস্তকস্থ চক্ষুর দ্বারা; **উদ্যত**—উত্তোলন করে; **আয়ুধ**—অস্ত্র; **দোর্দণ্ডৈঃ**—যাঁদের বাহু; **আধাবন্তঃ**—প্রতি ধাবিত হয়েছিল; **ভটান্**—সৈন্যগণ; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে।

অনুবাদ

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বহু কবন্ধের (মস্তকরহিত দেহের) উৎপত্তি হয়েছিল, যারা তাদের নিপতিত মস্তকের চক্ষুর দ্বারা দেখতে পাচ্ছিল এবং হাতে অস্ত্র নিয়ে তারা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের আক্রমণ করেছিল।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত যোদ্ধাদের মৃত্যু হয়েছিল, তারা তৎক্ষণাৎ প্রেতাত্মায় পরিণত হয়েছিল, এবং তাদের দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন হলেও, সেই মস্তকবিহীন দেহ ছিন্ন মস্তকের চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে শত্রু-সৈন্যদের আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ, বহু প্রেতাত্মার উৎপত্তি হয়ে সেই যুদ্ধে তারা যোগদান করেছিল, এবং তারা কবন্ধরূপে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিল।

শ্লোক ৪১

**বলির্মহেন্দ্রং দশভিস্ত্রিভিরৈরাবতং শরৈঃ ।
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানেকেনারোহমার্চ্ছয়ৎ ॥ ৪১ ॥**

বলিঃ—বলি মহারাজ; **মহা-ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **দশভিঃ**—দশটি; **ত্রিভিঃ**—তিনটি; **ঐরাবতম্**—ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত; **শরৈঃ**—বাণের দ্বারা; **চতুর্ভিঃ**—চারটি

বাণের দ্বারা; **চতুরঃ**—চারটি; **বাহান্**—অশ্বারোহী সৈনিক; **একেন**—একটির দ্বারা; **আরোহম্**—হস্তীচালক; **আর্চ্ছয়ৎ**—আক্রমণ করেছিলেন।

অনুবাদ

বলি মহারাজ তখন দশটি বাণের দ্বারা ইন্দ্রকে, তিনটি বাণের দ্বারা ঐরাবতকে, চারটি বাণের দ্বারা ঐরাবতের পাদরক্ষক চারজন অশ্বারোহীকে, এবং একটি বাণের দ্বারা হস্তীচালককে আক্রমণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বাহান্ শব্দটি হস্তীর পাদরক্ষক অশ্বারোহী সৈনিকদের সূচিত করে। রণনীতি অনুসারে সেনাপতির বাহন হস্তীর পাগুলিও রক্ষা করা হয়।

শ্লোক ৪২

স তানাপততঃ শক্রস্তাবদ্ভিঃ শীঘ্রবিক্রমঃ ।
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈরসম্প্রাপ্তান্ হসন্নিব ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি (ইন্দ্র); **তান্**—সেই বাণগুলি; **আপততঃ**—যখন তাঁর দিকে আসছিল; **শক্রঃ**—ইন্দ্র; **তাবদ্ভিঃ**—তৎক্ষণাৎ; **শীঘ্র-বিক্রমঃ**—অতি শীঘ্র নিবৃত্ত করতে অভ্যস্ত; **চিচ্ছেদ**—ছিন্ন করেছিলেন; **নিশিতৈঃ**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার; **ভল্লৈঃ**—আর এক প্রকার বাণের দ্বারা; **অসম্প্রাপ্তান্**—লক্ষ্যভ্রষ্ট; **হসন্ ইব**—হাসতে হাসতে।

অনুবাদ

ধনুর্বিদ্যায় সুনিপুণ দেবরাজ ইন্দ্র হাসতে হাসতে ভল্ল নামক অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা সেই বাণগুলি প্রতিহত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

তস্য কর্মোত্তমং বীক্ষ্য দুর্মর্ষঃ শক্তিমাদদে ।
তাং জ্বলন্তীং মহোল্কাভাং হস্তস্থামচ্ছিনদ্ধরিঃ ॥ ৪৩ ॥

তস্য—দেবরাজ ইন্দ্রের; **কর্ম-উত্তমম্**—অত্যন্ত সুনিপুণ সামরিক কৌশল; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **দুর্মর্ষঃ**—অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে; **শক্তিম্**—শক্তি নামক অস্ত্র;

আদদে—গ্রহণ করেছিলেন; **তাম্**—সেই অস্ত্র; **জ্বলন্তীম্**—জ্বলন্ত অগ্নি; **মহা-উল্কা-আভাম্**—মহা উল্কার মতো; **হস্ত-স্থাম্**—বলির হাতে থাকার সময়েই; **অচ্ছিনৎ**—খণ্ড খণ্ড করেছিলেন; **হরিঃ**—ইন্দ্র।

অনুবাদ

ইন্দ্রের অতি সুনিপুণ সামরিক কার্য দর্শন করে, বলি মহারাজ তাঁর ক্রোধ সংবরণ করতে পারেননি। তাই তিনি তখন শক্তি নামক উল্কার মতো এক জ্বলন্ত অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বলির হাতে থাকতে থাকতেই ইন্দ্র সেই অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

ততঃ শূলং ততঃ প্রাসং ততস্তোমরমৃষ্টয়ঃ ।
যদ্ যচ্ছস্ত্রং সমাদদ্যাৎ সর্বং তদচ্ছিনদ্বিভুঃ ॥ ৪৪ ॥

ততঃ—তারপর; **শূলম্**—শূল; **ততঃ**—তারপর; **প্রাসম্**—প্রাস; **ততঃ**—তারপর; **তোমরম্**—তোমর অস্ত্র; **ঋষ্টয়ঃ**—ঋষ্টি অস্ত্র; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **শস্ত্রম্**—অস্ত্র; **সমাদদ্যাৎ**—বলি মহারাজ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন; **সর্বম্**—সেই সবই; **তৎ**—সেই সমস্ত অস্ত্র; **অচ্ছিনৎ**—খণ্ড খণ্ড করেছিলেন; **বিভুঃ**—মহান ইন্দ্র।

অনুবাদ

তারপর, বলি মহারাজ একের পর এক শূল, প্রাস, তোমর, ঋষ্টি প্রভৃতি যে যে অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেগুলি খণ্ড খণ্ড করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

সসর্জাথাসুরীং মায়ামন্তর্ধানগতোঽসুরঃ ।
ততঃ প্রাদুরভূচ্ছৈলঃ সুরানীকোপরি প্রভো ॥ ৪৫ ॥

সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; **অথ**—এখন; **আসুরীম্**—আসুরিক; **মায়াম্**—মায়া; **অন্তর্ধান**—দৃষ্টির অগোচর; **গতঃ**—গিয়ে; **অসুরঃ**—বলি মহারাজ; **ততঃ**—তারপর; **প্রাদুরভূৎ**—সেখানে আবির্ভূত হয়েছিল; **শৈলঃ**—বিশাল পর্বত; **সুর-অনীক-উপরি**—দেবসৈন্যদের মাথার উপর; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে রাজন্, বলি মহারাজ তখন অন্তর্হিত হয়ে আসুরী মায়া সৃষ্টি করেছিলেন। সেই মায়ার প্রভাবে তখন দেবসৈনিকদের মাথার উপর এক বিশাল পর্বত আবির্ভূত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৬

ততো নিপেতুস্তরবো দহ্যমানা দবাগ্নিনা ।
শিলাঃ সটঙ্কশিখরাশ্চূর্ণয়ন্ত্যো দ্বিষদ্বলম্ ॥ ৪৬ ॥

ততঃ—সেই বিশাল পর্বত থেকে; **নিপেতুঃ**—পতিত হতে লাগল; **তরবঃ**—বিশাল বৃক্ষ; **দহ্যমানাঃ**—আগুনে জ্বলতে জ্বলতে; **দব-অগ্নিনা**—দাবাগ্নির দ্বারা; **শিলাঃ**—এবং পাথর; **সটঙ্ক-শিখরাঃ**—পাষাণ বিদারক অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ণাগ্র; **চূর্ণয়ন্ত্যঃ**—চূর্ণ করতে করতে; **দ্বিষৎ-বলম্**—শত্রুর বল।

অনুবাদ

সেই পর্বত থেকে দাবানলে দগ্ধ বিশাল বৃক্ষসমূহ, পাষাণ বিদারক অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ণাগ্র পাথরের খণ্ডসমূহ দেবসৈনিকদের উপর পতিত হয়ে তাঁদের মস্তক চূর্ণ করতে লাগল।

শ্লোক ৪৭

মহোরগাঃ সমুৎপেতুর্দন্দশূকাঃ সবৃশ্চিকাঃ ।
সিংহব্যাঘ্রবরাহাশ্চ মর্দয়ন্তো মহাগজাঃ ॥ ৪৭ ॥

মহা-উরগাঃ—বিশাল সর্প; **সমুৎপেতুঃ**—তাঁদের উপর পতিত হয়েছিল; **দন্দশূকাঃ**—অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণী এবং কীটপতঙ্গ; **স-বৃশ্চিকাঃ**—বৃশ্চিক সহ; **সিংহ**—সিংহ; **ব্যাঘ্র**—বাঘ; **বরাহাঃ চ**—এবং বন্য শূকর; **মর্দয়ন্তঃ**—মর্দন করে; **মহা-গজাঃ**—বিশাল হস্তীসমূহ।

অনুবাদ

বৃশ্চিক, বিশাল সর্প এবং অন্যান্য বহু বিষাক্ত জন্তু, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ এবং বিশাল হস্তীসমূহ দেবসৈন্যদের উপর পতিত হয়ে সব কিছু চূর্ণবিচূর্ণ করতে লাগল।

শ্লোক ৪৮

যাতুধান্যশ্চ শতশঃ শূলহস্তা বিবাসসঃ ।
ছিন্ধি ভিন্ধীতি বাদিন্যস্তথা রক্ষোগণাঃ প্রভো ॥ ৪৮ ॥

যাতুধান্যঃ—রাক্ষসী; **চ**—এবং; **শতশঃ**—শত শত; **শূল-হস্তাঃ**—শূলধারিণী; **বিবাসসঃ**—সম্পূর্ণরূপে নগ্ন; **ছিন্ধি**—ছেদন কর; **ভিন্ধি**—বিদ্ধ কর; **ইতি**—এইভাবে; **বাদিন্যঃ**—বলতে বলতে; **তথা**—সেইভাবে; **রক্ষঃ-গণাঃ**—রাক্ষসগণ; **প্রভোঃ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

শত শত বিবসনা রাক্ষসী এবং রাক্ষসেরা শূলহস্তে সেখানে আবির্ভূত হয়ে চিৎকার করতে লাগল, "ছেদন কর! বিদ্ধ কর!"

শ্লোক ৪৯

ততো মহাঘনা ব্যোম্নি গম্ভীরপরুষস্বনাঃ ।
অঙ্গারান্ মুমুচুর্বাতৈরাহতাঃ স্তনয়িত্নবঃ ॥ ৪৯ ॥

ততঃ—তারপর; **মহা-ঘনাঃ**—বিশাল মেঘ; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **গম্ভীর-পরুষ-স্বনাঃ**—অত্যন্ত গম্ভীর গর্জন করতে করতে; **অঙ্গারান্**—অঙ্গার; **মুমুচুঃ**—বর্ষণ করতে লাগল; **বাতৈঃ**—প্রবল বায়ুর দ্বারা; **আহতাঃ**—তাড়িত হয়ে; **স্তনয়িত্নবঃ**—বজ্রের মতো শব্দ সহকারে।

অনুবাদ

তখন আকাশে প্রবল বায়ু তাড়িত হয়ে ভয়ঙ্কর মেঘ আবির্ভূত হয়েছিল। বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে সেই মেঘ থেকে অঙ্গার বর্ষিত হতে লাগল।

শ্লোক ৫০

সৃষ্টো দৈত্যেন সুমহান্ বহ্নিঃ শ্বসনসারথিঃ ।
সাংবর্তক ইবাত্যুগ্রো বিবুধধ্বজিনীমধাক্ ॥ ৫০ ॥

সৃষ্টঃ—সৃষ্ট; **দৈত্যেন**—দৈত্য (বলি মহারাজ) দ্বারা; **সু-মহান্**—অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক; **বহ্নিঃ**—অগ্নি; **শ্বসন-সারথিঃ**—প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে; **সাংবর্তকঃ**—সাংবর্তক

নামক প্রলয়কালীন অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **অতি**—অত্যন্ত; **উগ্রঃ**—প্রচণ্ড; **বিবুধ**—দেবতাদের; **ধ্বজিনীম্**—সৈনিক; **অধাক্**—ভস্মীভূত করেছিল।

অনুবাদ

বলি মহারাজের সৃষ্ট এক মহা সংহারক অগ্নি দেবতাদের সৈন্যদের দগ্ধ করতে লাগল। অতি প্রচণ্ড বায়ু সহ সেই অগ্নি সাংবর্তক নামক প্রলয়কালীন অগ্নির মতো ভয়ঙ্কর ছিল।

শ্লোক ৫১

ততঃ সমুদ্র উদ্বেলঃ সর্বতঃ প্রত্যদৃশ্যত ।
প্রচণ্ডবাতৈরুদ্ধূততরঙ্গাবর্তভীষণঃ ॥ ৫১ ॥

ততঃ—তারপর; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **উদ্বেলঃ**—উদ্বেল হয়ে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **প্রত্যদৃশ্যত**—সকলের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়েছিল; **প্রচণ্ড**—ভয়ঙ্কর; **বাতৈঃ**—বায়ুর দ্বারা; **উদ্ধূত**—বিক্ষুব্ধ; **তরঙ্গ**—তরঙ্গের; **আবর্ত**—আবর্ত; **ভীষণঃ**—ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

তারপর সর্বদিকে প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা উত্থিত সমুদ্রের তরঙ্গ এবং আবর্ত দৃষ্ট হয়েছিল।

শ্লোক ৫২

এবং দৈত্যৈর্মহামায়ৈরলক্ষ্যগতিভীরণে ।
সৃজ্যমানাসু মায়াসু বিষেদুঃ সুরসৈনিকাঃ ॥ ৫২ ॥

এবম্—এইভাবে; **দৈত্যৈঃ**—দৈত্যদের দ্বারা; **মহা-মায়ৈঃ**—মহামায়াবী; **অলক্ষ্য-গতিভিঃ**—কিন্তু অদৃশ্য; **রণে**—যুদ্ধে; **সৃজ্যমানাসু মায়াসু**—এই প্রকার মায়া সৃষ্টি করার ফলে; **বিষেদুঃ**—বিষণ্ণ হয়েছিলেন; **সুর-সৈনিকাঃ**—দেবসৈনিকেরা।

অনুবাদ

যুদ্ধে যখন মহা মায়াবী দানবেরা এইভাবে অদৃশ্য থেকে বিবিধ মায়া সৃষ্টি করতে লাগল, তখন দেবসৈনিকেরা বিষণ্ণ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৩

ন তৎপ্রতিবিধিং যত্র বিদুরিন্দ্রাদয়ো নৃপ ।
ধ্যাতঃ প্রাদুরভূৎ তত্র ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ॥ ৫৩ ॥

ন—না; **তৎ-প্রতিবিধিম্**—এই প্রকার মায়ার প্রতিকার; **যত্র**—যেখানে; **বিদুঃ**—বুঝতে পেরেছিলেন; **ইন্দ্র-আদয়ঃ**—ইন্দ্র আদি দেবতাগণ; **নৃপ**—হে রাজন্; **ধ্যাতঃ**—ধ্যানে স্মরণ করা হলে; **প্রাদুরভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **তত্র**—সেখানে; **ভগবান্**—ভগবান; **বিশ্ব-ভাবনঃ**—জগতের স্রষ্টা।

অনুবাদ

হে রাজন্, দেবতারা যখন অসুরদের সেই মায়ার প্রতিকারের কোন উপায় দেখতে পেলেন না, তখন তাঁরা সর্বান্তঃকরণে ভগবানের ধ্যান করেছিলেন, এবং বিশ্বভাবন ভগবান সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৪

ততঃ সুপর্ণাংসকৃতাঙ্ঘ্রিপল্লবঃ
পিশঙ্গবাসা নবকঞ্জলোচনঃ ।
অদৃশ্যতাষ্টায়ুধবাহুরুল্লস-
চ্ছ্রীকৌস্তুভানর্ঘ্যকিরীটকুণ্ডলঃ ॥ ৫৪ ॥

ততঃ—তারপর; **সুপর্ণ-অংস-কৃত-অঙ্ঘ্রি-পল্লবঃ**—গরুড়ের স্কন্ধদ্বয়ে যাঁর পাদপদ্ম বিন্যস্ত, সেই ভগবান; **পিশঙ্গ-বাসাঃ**—পীতবসন; **নব-কঞ্জ-লোচনঃ**—যাঁর নয়ন নব প্রস্ফুটিত কমলদলের মতো; **অদৃশ্যত**—(দেবতাদের সমক্ষে) দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন; **অষ্ট-আয়ুধ**—অষ্ট প্রকার অস্ত্র সমন্বিত; **বাহুঃ**—বাহু; **উল্লসৎ**—শোভিত; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবী; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণি; **অনর্ঘ্য**—অমূল্য; **কিরীট**—মুকুট; **কুণ্ডলঃ**—কুণ্ডল।

অনুবাদ

গরুড়ের স্কন্ধদ্বয়ে পাদপদ্মযুগল বিন্যস্ত করে পীতবসন, নব বিকশিত পদ্মপলাশ লোচন ভগবান তাঁর আট হাতে আটটি অস্ত্র ধারণ করে শ্রী, কৌস্তুভ, মহামূল্যবান কিরীট ও মনোহর কুণ্ডলে শোভিত হয়ে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৫

**তস্মিন্ প্রবিষ্টেঽসুরকূটকর্মজা
মায়া বিনেশুর্মহিনা মহীয়সঃ ।
স্বপ্নো যথা হি প্রতিবোধ আগতে
হরিস্মৃতিঃ সর্ববিপদ্বিমোক্ষণম্ ॥ ৫৫ ॥**

তস্মিন্ প্রবিষ্টে—ভগবান প্রবেশ করলে; **অসুর**—অসুরদের; **কূট-কর্ম-জা**—কূটকর্মজনিত; **মায়া**—মায়া; **বিনেশুঃ**—তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়েছিল; **মহিনা**—শ্রেষ্ঠ শক্তির দ্বারা; **মহীয়সঃ**—শ্রেষ্ঠতম থেকে শ্রেষ্ঠতর ভগবানের; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন; **যথা**—যেমন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **প্রতিবোধে**—জাগ্রত অবস্থা; **আগতে**—আগত; **হরি-স্মৃতিঃ**—ভগবৎ স্মৃতি; **সর্ব-বিপৎ**—সমস্ত বিপদ থেকে; **বিমোক্ষণম্**—তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়।

অনুবাদ

জাগ্রত হলে যেমন দুঃস্বপ্ন দূর হয়ে যায়, তেমনই যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান প্রবেশ করা মাত্রই তাঁর অপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে অসুরদের কূটকর্মজনিত মায়া বিলীন হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, ভগবানকে স্মরণ করার ফলেই সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৫৬

**দৃষ্ট্বা মৃধে গরুড়বাহমিভারিবাহ
আবিধ্য শূলমহিনোদথ কালনেমিঃ ।
তল্লীলয়া গরুড়মূর্ধ্নি পতদ্ গৃহীত্বা
তেনাহনন্নৃপ সবাহমরিং ত্র্যধীশঃ ॥ ৫৬ ॥**

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **গরুড়-বাহম্**—গরুড়বাহন ভগবান; **ইভারি-বাহঃ**—সিংহবাহন অসুর; **আবিধ্য**—ঘূর্ণন করে; **শূলম্**—শূল; **অহিনোৎ**—তার প্রতি নিক্ষেপ করেছিল; **অথ**—এইভাবে; **কালনেমিঃ**—কালনেমি অসুর; **তৎ**—ভগবানের প্রতি অসুরের সেই আক্রমণ; **লীলয়া**—অবলীলাক্রমে; **গরুড়-মূর্ধ্নি**—তাঁর বাহন গরুড়ের মস্তকে; **পতৎ**—পতনোন্মুখ; **গৃহীত্বা**—অনায়াসে তা গ্রহণ করে;

তেন—এবং সেই অস্ত্রের দ্বারা; **অহনৎ**—হত্যা করেছিলেন; **নৃপ**—হে রাজন্; **স-বাহম্**—তাঁর বাহন সহ; **অরিম্**—শত্রুকে; **ত্রি-অধীশঃ**—ত্রিলোকের অধীশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন্, সিংহবাহন কালনেমি গরুড়বাহন ভগবানকে যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শনপূর্বক তার শূল ঘূর্ণন করে গরুড়ের মস্তকের প্রতি তা নিক্ষেপ করেছিল। ত্রিলোকেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সেই শূল অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে, সেই অস্ত্রের দ্বারাই কালনেমিকে তার বাহন সিংহ সহ সংহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

কালনেম্যাদয়ঃ সর্বে হরিণা নিহতাপি।
শুক্রেণোজ্জীবিতাঃ সন্তঃ পুনস্তেনৈব পাতিতাঃ ॥

"কালনেমি এবং অন্য অসুরেরা ভগবান শ্রীহরি কর্তৃক নিহত হয়েছিল, এবং তাদের গুরু শুক্রাচার্য যখন তাদের পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তখন ভগবান আবার তাদের সংহার করেছিলেন।"

শ্লোক ৫৭

মালী সুমাল্যতিবলৌ যুধি পেততুর্য-
চ্চক্রেণ কৃত্তশিরসাবথ মাল্যবাংস্তম্।
আহত্য তিগ্মগদয়াহনদণ্ডজেন্দ্রং
তাবচ্ছিরোঽচ্ছিনদরের্নদতোঽরিণাদ্যঃ ॥ ৫৭ ॥

মালী সুমালী—মালী এবং সুমালী নামক দুই অসুর; **অতি-বলৌ**—অত্যন্ত বলবান; **যুধি**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **পেততুঃ**—পতিত হয়েছিল; **যৎ-চক্রেণ**—যাঁর চক্রের দ্বারা; **কৃত্ত-শিরসৌ**—তাদের মস্তক ছিন্ন হয়েছিল; **অথ**—তারপর; **মাল্যবান্**—মাল্যবান; **তম্**—ভগবানকে; **আহত্য**—আক্রমণ করে; **তিগ্ম-গদয়া**—অতি তীক্ষ্ণ গদার দ্বারা; **অহনৎ**—আক্রমণ করার বা হত্যা করার চেষ্টা করেছিল; **অণ্ড-জ-ইন্দ্রম্**—অণ্ডজ

পক্ষীদের রাজা গরুড়; **তাবৎ**—তখন; **শিরঃ**—মস্তক; **অচ্ছিনৎ**—ছেদন করেছিলেন; **অরেঃ**—শত্রুর; **নদতঃ**—সিংহের মতো গর্জন করে; **অরিণা**—চক্রের দ্বারা; **আদ্যঃ**—আদি পুরুষ ভগবান।

অনুবাদ

তারপর ভগবান তাঁর চক্রের দ্বারা মালী এবং সুমালী নামক দুই অতি বলবান অসুরদের মস্তক ছিন্ন করে সংহার করেছিলেন। তারপর মাল্যবান নামক আর একটি অসুর ভগবানকে আক্রমণ করেছিল। তার অতি তীক্ষ্ণ গদা নিয়ে সিংহের মতো গর্জন করতে করতে সেই অসুরটি পক্ষীরাজ গরুড়কে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু আদি পুরুষ ভগবান তাঁর চক্রের দ্বারা সেই শত্রুটিরও মস্তক ছিন্ন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'দেবতা ও দানবদের যুদ্ধ' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একাদশ অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যকুল সংহার

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, দেবতাদের দ্বারা দৈত্যকুলের সংহার দর্শন করে দেবর্ষি নারদ দেবতাদের হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে নিষেধ করেন। তারপর শুক্রাচার্য তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে মৃত দৈত্যদের পুনরুজ্জীবিত করেন।

দেবতারা ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় নতুন উদ্যমে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। দেবরাজ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বলিকে আঘাত করেন, এবং বলি তখন পতিত হলে তাঁর সখা জম্ভাসুর ইন্দ্রকে আক্রমণ করে। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তার মস্তক ছেদন করেন। জম্ভাসুরের মৃত্যু সংবাদ নারদ মুনি জম্ভাসুরের জ্ঞাতি নমুচি, বল এবং পাককে প্রদান করলে, তারা রণক্ষেত্রে গিয়ে দেবতাদের আক্রমণ করে। দেবরাজ ইন্দ্র বল ও পাকের মস্তক ছেদন করেন এবং কুলিশ নামক বজ্রের দ্বারা নমুচির কাঁধে আঘাত করেন। কিন্তু বজ্র ব্যর্থ হয়ে ইন্দ্রের কাছে ফিরে আসে এবং ইন্দ্র তখন অত্যন্ত বিষণ্ণ হন। তখন দৈববাণী হয়, "শুষ্ক অথবা আর্দ্র অস্ত্রের দ্বারা নমুচিকে হত্যা করা যাবে না।" সেই দৈববাণী শুনে ইন্দ্র নমুচিকে হত্যা করার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। তখন তার ফেনার কথা মনে হল, যা শুষ্কও নয়, আর্দ্রও নয়। ফেনার অস্ত্রের দ্বারা তিনি তখন নমুচিকে সংহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইভাবে ইন্দ্র এবং অন্য দেবতারা বহু অসুর সংহার করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মার অনুরোধে নারদ দেবতাদের কাছে গিয়ে তাঁদের অসুর সংহারকার্য থেকে নিরস্ত হতে বলেন। তখন দেবতারা স্বর্গে ফিরে যান। যে সমস্ত অসুরেরা জীবিত ছিল, তারা নারদের আদেশে বলি মহারাজকে নিয়ে অস্ত পর্বতে গমন করে। সেইখানে শুক্রাচার্যের হস্তস্পর্শে বলি মহারাজ তাঁর চেতনা ফিরে পান, এবং যে সমস্ত অসুরদের মস্তক ও দেহ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়নি, শুক্রাচার্য যোগশক্তির প্রভাবে তাদের পুনরুজ্জীবিত করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথো সুরাঃ প্রত্যুপলব্ধচেতসঃ
পরস্য পুংসঃ পরয়ানুকম্পয়া ।
জঘ্নুর্ভৃশং শক্রসমীরণাদয়-
স্তাংস্তান্ রণে যৈরভিসংহতাঃ পুরা ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথো**—তারপর; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **প্রত্যুপলব্ধ-চেতসঃ**—পুনরায় চেতনা লাভে অনুপ্রাণিত হয়ে; **পরস্য**—ভগবানের; **পুংসঃ**—পরম পুরুষের; **পরয়া**—পরম; **অনুকম্পয়া**—কৃপার দ্বারা; **জঘ্নুঃ**—আঘাত করতে শুরু করেছিলেন; **ভৃশম্**—বার বার; **শক্র**—ইন্দ্র; **সমীরণ**—বায়ু; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **তান্ তান্**—সেই অসুরদের; **রণে**—যুদ্ধে; **যৈঃ**—যাদের দ্বারা; **অভি-সংহতাঃ**—তাঁরা পরাস্ত হয়েছিলেন; **পুরা**—পূর্বে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পরম কৃপায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেবতারা যে সমস্ত অসুরেরা পূর্বে তাঁদের পরাস্ত করেছিল, তাদের প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২

বৈরোচনায় সংরব্ধো ভগবান্ পাকশাসনঃ ।
উদয়চ্ছদ্ যদা বজ্রং প্রজা হা হেতি চুক্রুশুঃ ॥ ২ ॥

বৈরোচনায়—বলি মহারাজকে (হত্যা করার জন্য); **সংরব্ধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **পাক-শাসনঃ**—ইন্দ্র; **উদয়চ্ছৎ**—হস্তে গ্রহণ করেছিলেন; **যদা**—যখন; **বজ্রম্**—বজ্র; **প্রজাঃ**—সমস্ত অসুরেরা; **হা হা**—হায় হায়; **ইতি**—এইভাবে; **চুক্রুশুঃ**—বিলাপ করতে শুরু করেছিল।

অনুবাদ

পরম শক্তিমান ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলি মহারাজকে হত্যা করার জন্য তাঁর হস্তে বজ্র গ্রহণ করেছিলেন, তখন অসুরেরা "হায়, হায়!" বলে বিলাপ করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৩

বজ্রপাণিস্তমাহেদং তিরস্কৃত্য পুরঃস্থিতম্ ।
মনস্বিনং সুসম্পন্নং বিচরন্তং মহামৃধে ॥ ৩ ॥

বজ্র-পাণিঃ—বজ্রপাণি ইন্দ্র; **তম্**—বলি মহারাজকে; **আহ**—বলেছিলেন; **ইদম্**—এইভাবে; **তিরস্কৃত্য**—তিরস্কার করে; **পুরঃ-স্থিতম্**—তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে; **মনস্বিনম্**—অত্যন্ত ধীর এবং সহিষ্ণু; **সু-সম্পন্নম্**—রণসজ্জায় সুন্দরভাবে সজ্জিত; **বিচরন্তম্**—বিচরণশীল; **মহা-মৃধে**—মহাযুদ্ধে।

অনুবাদ

মনস্বী এবং রণসজ্জায় সুসজ্জিত বলি মহারাজ যখন মহান যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন বজ্রপাণি ইন্দ্র বলি মহারাজকে তিরস্কার করে বলেছিলেন।

শ্লোক ৪

নটবন্মূঢ় মায়াভির্মায়েশান্ নো জিগীষসি ।
জিত্বা বালান্ নিবদ্ধাক্ষান্ নটো হরতি তদ্ধনম্ ॥ ৪ ॥

নটবৎ—কপট বা দুর্বৃত্তের মতো; **মূঢ়**—মূঢ়; **মায়াভিঃ**—মায়া প্রদর্শনের দ্বারা; **মায়া-ঈশান্**—এই প্রকার মায়া নিয়ন্ত্রণে সক্ষম দেবতাদের; **নঃ**—আমাদের; **জিগীষসি**—তুই জয় করতে চেষ্টা করছিস; **জিত্বা**—জয় করে; **বালান্**—ছোট বালকদের; **নিবদ্ধ-অক্ষান্**—চোখ বেঁধে; **নটঃ**—প্রবঞ্চক; **হরতি**—নিয়ে নেয়; **তৎ-ধনম্**—শিশুর ধন।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—ওরে মূঢ়, কপট ব্যক্তি যেমন শিশুর চোখ বেঁধে তার ধন অপহরণ করে নেয়, তেমনই তুই মায়ার দ্বারা আমাদের পরাস্ত করার চেষ্টা করছিস, যদিও তুই জানিস যে আমরা ঐ সমস্ত মায়ার অধীশ্বর।

শ্লোক ৫

আরুরুক্ষন্তি মায়াভিরুৎসিসৃপ্সন্তি যে দিবম্ ।
তান্ দস্যূন্ বিধুনোম্যজ্ঞান্ পূর্বস্মাচ্চ পদাদধঃ ॥ ৫ ॥

আরুরুক্ষন্তি—যারা স্বর্গে আরোহণ করতে চায়; **মায়াভিঃ**—তথাকথিত যোগশক্তি বা জড় বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা; **উৎসিসৃক্ষন্তি**—অথবা এই প্রকার ভ্রান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা মুক্ত হতে চায়; **যে**—যে সমস্ত ব্যক্তি; **দিবম্**—স্বর্গলোক; **তান্**—এই প্রকার কপট এবং দুর্বৃত্তদের; **দস্যূন্**—এই প্রকার দস্যুদের; **বিধুনোমি**—আমি অধঃলোকে নিক্ষেপ করি; **অজ্ঞান্**—মূঢ়; **পূর্বস্মাৎ**—পূর্বে; **চ**—ও; **পদাৎ**—পদ থেকে; **অধঃ**—নিচে।

অনুবাদ

যে সমস্ত মূর্খেরা যোগশক্তি অথবা জড় উপায়ের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, অথবা স্বর্গলোক অতিক্রম করে চিজ্জগৎ প্রাপ্ত হতে চায় অথবা মুক্তিলাভ করতে চায়, আমি তাদের পাতাল থেকেও অধঃলোকে নিক্ষেপ করি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন প্রকার লোক রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/১৮) বলা হয়েছে *ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ*—সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা উচ্চতর লোকে গমন করেন। কিন্তু যারা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা উচ্চতর লোকে প্রবেশ করতে পারে না। *দিবম্* শব্দটি স্বর্গ নামক উচ্চতর লোককে ইঙ্গিত করে। কোন বদ্ধ জীব যদি উপযুক্ত যোগ্যতা ব্যতীতই নিম্নতর লোক থেকে উচ্চতর লোকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তা হলে দেবরাজ ইন্দ্রের তাকে নিচে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আধুনিক যুগের মানুষদের চন্দ্রে যাওয়ার প্রচেষ্টাও নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের কৃত্রিম, যান্ত্রিক উপায়ে স্বর্গলোকে যাওয়ার প্রচেষ্টারই মতো। এই প্রচেষ্টা কখনই সফল হতে পারে না। ইন্দ্রের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, যান্ত্রিক উপায়ে উচ্চতর লোকে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা, যাকে এখানে মায়া বলা হয়েছে, কেউ যখন তা করে, তখন তাকে পাতাল এবং তার থেকেও নিম্নতর লোকে নিক্ষেপ করা হয়। উচ্চতর লোকে যেতে হলে যথেষ্ট সদ্গুণের প্রয়োজন হয়। তমোগুণে আচ্ছন্ন পাপী ব্যক্তি এবং মদ্য, মাংস ও বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি কখনও যান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা উচ্চতর লোকে প্রবেশ করতে পারে না।

শ্লোক ৬

সোঽহং দুর্মায়িনস্তেঽদ্য বজ্রেণ শতপর্বণা ।
শিরো হরিষ্যে মন্দাত্মন্ ঘটস্ব জ্ঞাতিভিঃ সহ ॥ ৬ ॥

সঃ—আমিই সেই শক্তিমান পুরুষ; **অহম্**—আমি; **দুর্মায়িনঃ**—মায়াবী তোর; **তে**—তোর; **অদ্য**—আজ; **বজ্রেণ**—বজ্রের দ্বারা; **শত-পর্বণা**—শত শত তীক্ষ্ণধার সমন্বিত; **শিরঃ**—মস্তক; **হরিষ্যে**—আমি ছিন্ন করব; **মন্দ-আত্মন্**—ওরে মন্দবুদ্ধি; **ঘটস্ব**—এই যুদ্ধস্থলে থাকার চেষ্টা কর; **জ্ঞাতিভিঃ সহ**—তোর আত্মীয়স্বজন এবং সহচরগণ সহ।

অনুবাদ

আজ, সেই শক্তিমান পুরুষ আমি শতপর্ব সমন্বিত বজ্রের দ্বারা তোর দেহ থেকে তোর মস্তক ছিন্ন করব। যদিও তুই বহু মায়া সৃষ্টি করতে পারিস, তবুও তুই মন্দবুদ্ধি। এখন তোর জ্ঞাতিবর্গ এবং বন্ধুবান্ধব সহ এই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার চেষ্টা কর।

শ্লোক ৭

শ্রীবলিরুবাচ

সঙ্গ্রামে বর্তমানানাং কালচোদিতকর্মণাম্ ।
কীর্তির্জয়োঽজয়ো মৃত্যুঃ সর্বেষাং স্যুরনুক্রমাৎ ॥ ৭ ॥

শ্রী-বলিঃ উবাচ—শ্রীবলি মহারাজ বললেন; **সঙ্গ্রামে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **বর্তমানানাম্**—এখানে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিদের; **কাল-চোদিত**—কালের দ্বারা প্রভাবিত; **কর্মণাম্**—যুদ্ধ অথবা অন্য কার্যকলাপে যুক্ত ব্যক্তিদের; **কীর্তিঃ**—যশ; **জয়ঃ**—বিজয়; **অজয়ঃ**—পরাজয়; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **সর্বেষাম্**—তাদের সকলের; **স্যুঃ**—অবশ্যই হওয়া উচিত; **অনুক্রমাৎ**—ক্রমে ক্রমে।

অনুবাদ

বলি মহারাজ উত্তর দিলেন—এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেই কালের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তাদের কর্ম অনুসারে তারা কীর্তি, জয়, পরাজয় এবং মৃত্যু ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

কেউ যখন যুদ্ধে জয়লাভ করে তখন সে বিখ্যাত হয়; এবং জয় লাভের পরিবর্তে কেউ যদি পরাজিত হয়, তা হলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে। জয় এবং পরাজয় উভয়ই সম্ভব, তা সে এই প্রকার যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক অথবা জীবন-যুদ্ধেই

হোক। সব কিছুই ঘটে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*)। যেহেতু সব কিছুই জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন, তাই বিজয়ী অথবা বিজিত কেউই স্বতন্ত্র নয়। সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। বলি মহারাজের এই উক্তি তাঁর বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তিনি জানতেন যে, কালের প্রভাবে সেই যুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল এবং কালের বশীভূত হয়ে মানুষকে তার কর্মের ফল স্বীকার করতে হয়। তাই ইন্দ্র যদিও বলি মহারাজকে তিরস্কার করে বলেছিলেন যে, তিনি বজ্রের দ্বারা তাঁকে হত্যা করবেন, তবুও বলি মহারাজ একটুও ভীত হননি। এটিই ক্ষত্রিয়ের মনোভাব—*যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্* (*গীতা* ১৮/৪৩)। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সমস্ত পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সহনশীল হওয়া, বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে। তাই বলি মহারাজ দেবরাজ ইন্দ্রের মতো একজন মহান ব্যক্তির দ্বারা তিরস্কৃত হলেও তিনি মৃত্যুভয়ে একটুও ভীত হননি।

শ্লোক ৮

তদিদং কালরশনং জগৎ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।
ন হৃষ্যন্তি ন শোচন্তি তত্র যূয়মপণ্ডিতাঃ ॥ ৮ ॥

তৎ—অতএব; **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **কাল-রশনম্**—কালের প্রভাবে গতিশীল; **জগৎ**—চলমান (ব্রহ্মাণ্ড); **পশ্যন্তি**—দর্শন করে; **সূরয়ঃ**—তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে বিবেকবান; **ন**—না; **হৃষ্যন্তি**—হরষিত হন; **ন**—না; **শোচন্তি**—শোক করেন; **তত্র**—এই প্রকার; **যূয়ম্**—তোমরা সমস্ত দেবতারা; **অপণ্ডিতাঃ**—অনভিজ্ঞ (কারণ তোমরা ভুলে গেছ যে, তোমরা কালের অধীনে কর্ম করছ)।

অনুবাদ

কালের গতি দর্শন করে বিবেকী ব্যক্তিরা বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য হরষিত হন না অথবা শোক করেন না। তাই, তুমি যেহেতু তোমার জয়ের কারণে হরষিত হচ্ছ, তাই তোমাকে খুব একটা বিচক্ষণ বলে মনে হয় না।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ জানতেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, এমন কি তাঁর থেকেও অধিক শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বলি মহারাজ ইন্দ্রকে অনভিজ্ঞ বলে তিরস্কার করে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (২/১১)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিরস্কার করে বলেছিলেন—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয় সেই বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত, তাঁরা কখনও জীবিত অথবা মৃত কারও জন্যই শোক করেন না।" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে তিরস্কার করে বলেছিলেন যে, তিনি পণ্ডিত নন, তেমনই বলি মহারাজও ইন্দ্র এবং তাঁর পার্ষদদের তিরস্কার করেছিলেন। এই জড় জগতে সব কিছুই সম্পাদিত হয় কালের প্রভাবে। তার ফলে, সব কিছু কিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে তা দর্শন করেন যে বিজ্ঞ ব্যক্তি, তার জড়া প্রকৃতির তরঙ্গে দুঃখিত হওয়ার অথবা সুখী হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। যেহেতু আমরা এই তরঙ্গের দ্বারা প্রবাহিত হচ্ছি, তাই হরষিত হওয়ার অথবা বিষণ্ণ হওয়ার কি অর্থ হতে পারে? যিনি প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে অবগত, তিনি কখনও প্রকৃতির কার্যকলাপে হরষিত হন না বা বিষণ্ণ হন না। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) শ্রীকৃষ্ণ সহিষ্ণু হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন—*তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত*। শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ অনুসারে মানুষের কর্তব্য অবস্থার পরিবর্তনে সুখী অথবা দুঃখিত না হওয়া। এটিই হচ্ছে ভক্তের লক্ষণ। ভক্ত কৃষ্ণভাবনায় তাঁর কর্তব্য পালন করেন এবং বিষম পরিস্থিতিতেও কখনও অসুখী হন না। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, সর্ব অবস্থাতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। তাই ভক্ত কখনও তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হন না। হরষিত এবং বিষণ্ণ হওয়ার জড় গুণ উচ্চতর স্বর্গলোকে অবস্থিত দেবতাদের মধ্যেও রয়েছে। তাই, কেউ যখন জড় জগতের তথাকথিত অনুকূল অথবা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিচলিত হন না, তখন তিনি ব্রহ্মভূত স্তর লাভ করেছেন বা আত্ম-উপলব্ধি লাভ করেছেন বলে বুঝতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) উল্লেখ করা হয়েছে, *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*—"যে ব্যক্তি ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন, তিনি পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করে সর্বতোভাবে প্রসন্ন হন।" কেউ যখন জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা বিচলিত হন না, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি জড়া প্রকৃতির তিনগুণের অতীত চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন।

শ্লোক ৯

ন বয়ং মন্যমানানামাত্মানং তত্র সাধনম্ ।
গিরো বঃ সাধুশোচ্যানাং গৃহ্নীমো মর্মতাড়নাঃ ॥ ৯ ॥

ন—না; **বয়ম্**—আমরা; **মন্যমানানাম্**—মনে করি; **আত্মানম্**—আত্মা; **তত্র**—জয় অথবা পরাজয়ে; **সাধনম্**—কারণ; **গিরঃ**—বাক্য; **বঃ**—তোমার; **সাধু-শোচ্যানাম্**—যাদের জন্য সাধুরা শোক করেন; **গৃহ্নীমঃ**—গ্রাহ্য করি; **মর্ম-তাড়নাঃ**—মর্মবেদনাদায়ক।

অনুবাদ

তোমরা দেবতারা মনে কর যে তোমরাই হচ্ছ জয় এবং পরাজয়ের কারণ। তোমাদের এই মূর্খতায় সাধুরা তোমাদের জন্য শোক করেন। তাই তোমার বাক্য মর্মপীড়াদায়ক হলেও আমি তা গ্রাহ্য করি না।

শ্লোক ১০

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাক্ষিপ্য বিভুং বীরো নারাচৈর্বীরমর্দনঃ ।
আকর্ণপূর্ণৈরহনদাক্ষেপৈরাহতং পুনঃ ॥ ১০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আক্ষিপ্য**—তিরস্কার করে; **বিভুম্**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **বীরঃ**—মহাবীর বলি মহারাজ; **নারাচৈঃ**—নারাচ নামক বাণের দ্বারা; **বীর-মর্দনঃ**—মহাবীরদেরও দমন করতে সক্ষম বলি মহারাজ; **আকর্ণ-পূর্ণৈঃ**—তাঁর কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করে; **অহনৎ**—আক্রমণ করেছিলেন; **আক্ষেপৈঃ**—কঠোর বাক্যের দ্বারা; **আহ**—বলেছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্রকে তিরস্কার করে বীরমর্দন বলি মহারাজ নারাচ নামক বাণ তাঁর কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করে ইন্দ্রকে আঘাত করেছিলেন। তারপর তিনি পুনরায় কঠোর বাক্যে ইন্দ্রকে তিরস্কার করেছিলেন।

শ্লোক ১১

এবং নিরাকৃতো দেবো বৈরিণা তথ্যবাদিনা ।
নামৃষ্যৎ তদধিক্ষেপং তোত্রাহত ইব দ্বিপঃ ॥ ১১ ॥

এবম্—এইভাবে; **নিরাকৃতঃ**—পরাস্ত হয়ে; **দেবঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বৈরিণা**—তাঁর শত্রুর দ্বারা; **তথ্য-বাদিনা**—সত্যভাষী; **ন**—না; **অমৃষ্যৎ**—শোক করেছিলেন; **তৎ**—তাঁর (বলির); **অধিক্ষেপম্**—তিরস্কার; **তোত্র**—অঙ্কুশ বা দণ্ডের দ্বারা; **আহতঃ**—আঘাতপ্রাপ্ত; **ইব**—সদৃশ; **দ্বিপঃ**—হস্তী।

অনুবাদ

যেহেতু বলি মহারাজের সেই তিরস্কার বাক্য ছিল সত্য, তাই দেবরাজ ইন্দ্র দুঃখিত না হয়ে, অঙ্কুশ-আহত হস্তীর মতো তাঁর সেই তিরস্কার সহ্য করেছিলেন।

শ্লোক ১২

প্রাহরৎ কুলিশং তস্মা অমোঘং পরমর্দনঃ ।
সযানো ন্যপতদ্ ভূমৌ ছিন্নপক্ষ ইবাচলঃ ॥ ১২ ॥

প্রাহরৎ—নিক্ষেপ করেছিলেন; **কুলিশম্**—বজ্রদণ্ড; **তস্মৈ**—তাঁর প্রতি (বলি মহারাজের প্রতি); **অমোঘম্**—অব্যর্থ; **পরমর্দনঃ**—শত্রুদমনে পারদর্শী ইন্দ্র; **স-যানঃ**—বিমান সহ; **ন্যপতৎ**—পতিত হয়েছিলেন; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **ছিন্ন-পক্ষঃ**—যার পাখা কেটে নেওয়া হয়েছে; **ইব**—সদৃশ; **অচলঃ**—পর্বত।

অনুবাদ

শত্রুদমনকারী ইন্দ্র যখন বলি মহারাজকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অব্যর্থ বজ্রদণ্ড নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন বলি মহারাজ ছিন্নপক্ষ পর্বতের মতো তাঁর বিমান সহ ভূতলে পতিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে পর্বতেরও পাখার সাহায্যে আকাশে ওড়ার বহু বর্ণনা রয়েছে। এই প্রকার পর্বতের যখন মৃত্যু হয়, তখন তারা ভূতলে পতিত হয় এবং অতি বিশাল মৃত শরীরের মতো পড়ে থাকে।

শ্লোক ১৩

সখায়ং পতিতং দৃষ্ট্বা জম্ভো বলিসখঃ সুহৃৎ ।
অভ্যয়াৎ সৌহৃদং সখ্যুর্হতস্যাপি সমাচরন্ ॥ ১৩ ॥

সখায়ম্—তার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে; **পতিতম্**—পতিত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **জম্ভঃ**—জম্ভাসুর; **বলি-সখঃ**—বলি মহারাজের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **অভ্যয়াৎ**—সেখানে উপস্থিত হয়েছিল; **সৌহৃদম্**—সৌহার্দ্য; **সখ্যুঃ**—তার সখার; **হতস্য**—আহত হয়ে ভূপতিত; **অপি**—যদিও; **সমাচরন্**—বন্ধুর কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য।

অনুবাদ

জম্ভাসুর যখন দেখল, তার সখা বলি ভূপতিত হয়েছে, তখন সে তার বন্ধুর প্রতি সৌহার্দ্য আচরণ করার জন্য তার শত্রু ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

স সিংহবাহ আসাদ্য গদামুদ্যম্য রংহসা।
জত্রাবতাড়য়চ্ছক্রং গজং চ সুমহাবলঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—জম্ভাসুর; **সিংহ-বাহঃ**—সিংহবাহন; **আসাদ্য**—ইন্দ্রের সম্মুখে এসে; **গদাম্**—তার গদা; **উদ্যম্য**—উত্তোলন করে; **রংহসা**—প্রবল বেগে; **জত্রৌ**—কণ্ঠমূলে; **অতাড়য়ৎ**—আঘাত করেছিল; **শক্রম্**—ইন্দ্রকে; **গজম্ চ**—এবং তাঁর হস্তীকে; **সু-মহাবলঃ**—মহাবলবান জম্ভাসুর।

অনুবাদ

মহাবলবান, সিংহবাহন জম্ভাসুর ইন্দ্রের সম্মুখে আগমন করে তার গদার দ্বারা ইন্দ্রের কণ্ঠমূলে প্রবল আঘাত করেছিল। সে ইন্দ্রের হস্তীকেও প্রহার করেছিল।

শ্লোক ১৫

গদাপ্রহারব্যথিতো ভৃশং বিহ্বলিতো গজঃ।
জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্ট্বা কশ্মলং পরমং যযৌ ॥ ১৫ ॥

গদা-প্রহার-ব্যথিতঃ—জম্ভাসুরের গদার আঘাতে ব্যথিত হয়ে; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **বিহ্বলিতঃ**—বিচলিত; **গজঃ**—হস্তী; **জানুভ্যাম্**—তার দুই জানুর দ্বারা; **ধরণীম্**—পৃথিবী; **স্পৃষ্ট্বা**—স্পর্শ করে; **কশ্মলম্**—অচেতন; **পরমম্**—চরম; **যযৌ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

জম্ভাসুরের গদার আঘাতে ইন্দ্রের হস্তী অত্যন্ত ব্যথিত এবং ব্যাকুলিত হয়ে জানুর দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করে মূর্ছা প্রাপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ১৬

ততো রথো মাতলিনা হরিভির্দশশতৈর্বৃতঃ ।
আনীতো দ্বিপমুৎসৃজ্য রথমারুরুহে বিভুঃ ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তারপর; **রথঃ**—রথ; **মাতলিনা**—মাতলি নামক তাঁর সারথির দ্বারা; **হরিভিঃ**—অশ্বের দ্বারা; **দশ-শতৈঃ**—দশ শত (এক হাজার); **বৃতঃ**—যোজিত; **আনীতঃ**—নিয়ে এসে; **দ্বিপম্**—হস্তী; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **রথম্**—রথে; **আরুরুহে**—আরোহণ করেছিলেন; **বিভুঃ**—মহান ইন্দ্র।

অনুবাদ

তারপর ইন্দ্রের সারথি মাতলি সহস্র অশ্ব যোজিত ইন্দ্রের রথ নিয়ে এসেছিল। ইন্দ্র তখন তাঁর হস্তী পরিত্যাগ করে রথে আরোহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

তস্য তৎ পূজয়ন্ কর্ম যন্তুর্দানবসত্তমঃ ।
শূলেন জ্বলতা তং তু স্ময়মানোঽহনন্মৃধে ॥ ১৭ ॥

তস্য—মাতলির; **তৎ**—সেই সেবা (ইন্দ্র সমীপে রথ আনয়ন); **পূজয়ন্**—প্রশংসা করে; **কর্ম**—প্রভুর প্রতি এই প্রকার সেবা; **যন্তুঃ**—সারথির; **দানব-সৎ-তমঃ**—অসুরশ্রেষ্ঠ জম্ভাসুর; **শূলেন**—তার শূলের দ্বারা; **জ্বলতা**—জ্বলন্ত; **তম্**—মাতলিকে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **স্ময়মানঃ**—হেসে; **অহনৎ**—আঘাত করেছিল; **মৃধে**—যুদ্ধে।

অনুবাদ

মাতলির সেবার প্রশংসা করে অসুরশ্রেষ্ঠ জম্ভাসুর হেসেছিল। তবুও সে তার জ্বলন্ত শূলের দ্বারা মাতলিকে আঘাত করেছিল।

শ্লোক ১৮

সেহে রুজং সুদুর্মর্ষাং সত্ত্বমালম্ব্য মাতলিঃ ।
ইন্দ্রো জম্ভস্য সংক্রুদ্ধো বজ্রেণাপাহরচ্ছিরঃ ॥ ১৮ ॥

সেহে—সহ্য করেছিল; **রুজম্**—বেদনা; **সুদুর্মর্ষাম্**—অসহ্য; **সত্ত্বম্**—ধৈর্য; **আলম্ব্য**—অবলম্বন করে; **মাতলিঃ**—সারথি মাতলি; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **জম্ভস্য**—জম্ভাসুরের; **সংক্রুদ্ধঃ**—তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **বজ্রেণ**—তাঁর বজ্রের দ্বারা; **অপাহরৎ**—ছিন্ন করেছিলেন; **শিরঃ**—মস্তক।

অনুবাদ

সেই বেদনা দুঃসহ হলেও মাতলি ধৈর্য অবলম্বন করে সেই আঘাত সহ্য করেছিল, কিন্তু ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্রাঘাতে জম্ভাসুরের মস্তক ছিন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

জম্ভং শ্রুত্বা হতং তস্য জ্ঞাতয়ো নারদাদৃষেঃ ।
নমুচিশ্চ বলঃ পাকস্তত্রাপেতুস্ত্বরান্বিতাঃ ॥ ১৯ ॥

জম্ভম্—জম্ভাসুর; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **হতম্**—নিহত হয়েছে; **তস্য**—তার; **জ্ঞাতয়ঃ**—বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন; **নারদাৎ**—নারদ মুনির কাছ থেকে; **ঋষেঃ**—মহান ঋষির থেকে; **নমুচিঃ**—অসুর নমুচি; **চ**—ও; **বলঃ**—বলাসুর; **পাকঃ**—এবং পাক অসুর; **তত্র**—সেখানে; **আপেতুঃ**—তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়েছিল; **ত্বরা-অন্বিতাঃ**—সত্বর।

অনুবাদ

নারদ মুনি যখন জম্ভাসুরের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের জম্ভাসুরের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করেছিলেন, তখন নমুচি, বল এবং পাক নামক তিনজন অসুর শীঘ্রই সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ২০

বচোভিঃ পরুষৈরিন্দ্রমর্দয়ন্তোঽস্য মর্মসু ।
শরৈরবাকিরন্ মেঘা ধারাভিরিব পর্বতম্ ॥ ২০ ॥

বচোভিঃ—বাক্যের দ্বারা; **পরুষৈঃ**—অতি কর্কশ এবং নিষ্ঠুর; **ইন্দ্রম্**—ইন্দ্রকে; **অর্দয়ন্তঃ**—তিরস্কার করে, ভেদ করে; **অস্য**—ইন্দ্রের; **মর্মসু**—হৃদয়; **শরৈঃ**—বাণের দ্বারা; **অবাকিরন্**—সর্বত্র আচ্ছাদিত; **মেঘাঃ**—মেঘ; **ধারাভিঃ**—বৃষ্টির দ্বারা; **ইব**—যেমন; **পর্বতম্**—পর্বত।

অনুবাদ

কর্কশ নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা ইন্দ্রের মর্মস্থল বিদ্ধ করে এই অসুরেরা বর্ষার ধারা যেভাবে পর্বতকে আচ্ছাদিত করে, ঠিক সেইভাবে বাণ বর্ষণ করে ইন্দ্রকে আচ্ছন্ন করেছিল।

শ্লোক ২১

হরীন্ দশশতান্যাজৌ হর্যশ্বস্য বলঃ শরৈঃ ।
তাবদ্ভিরর্দয়ামাস যুগপল্লঘুহস্তবান্ ॥ ২১ ॥

হরীন্—অশ্বগণ; **দশ-শতানি**—দশ শত (এক হাজার); **আজৌ**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **হর্যশ্বস্য**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **বলঃ**—বল নামক অসুর; **শরৈঃ**—বাণের দ্বারা; **তাবদ্ভিঃ**—ততগুলি; **অর্দয়াম্ আস**—পীড়া প্রদান করেছিল; **যুগপৎ**—একই সময়ে; **লঘু-হস্তবান্**—ক্ষিপ্র হস্ত সমন্বিত।

অনুবাদ

বল অসুর ক্ষিপ্র হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সামলে নিয়ে, ইন্দ্রের এক হাজার অশ্বকে একই সময়ে ততগুলি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করে আহত করেছিল।

শ্লোক ২২

শতাভ্যাং মাতলিং পাকো রথং সাবয়বং পৃথক্ ।
সকৃৎ সন্ধানমোক্ষেণ তদদ্ভুতমভূদ্ রণে ॥ ২২ ॥

শতাভ্যাম্—দুই শত বাণের দ্বারা; **মাতলিম্**—সারথি মাতলিকে; **পাকঃ**—পাক নামক অসুর; **রথম্**—রথ; **স-অবয়বম্**—সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ; **পৃথক্**—ভিন্নভাবে; **সকৃৎ**—একই সময়ে; **সন্ধান**—ধনুকে শর যোজন করে; **মোক্ষেণ**—এবং ত্যাগ করে; **তৎ**—সেই কার্য; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **অভূৎ**—হয়েছিল; **রণে**—যুদ্ধক্ষেত্রে।

অনুবাদ

পাক নামক আর এক অসুর দুইশত বাণ যুগপৎ ধনুকে যোজন এবং মোচন করে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ রথ এবং মাতলি উভয়কে পৃথকভাবে আবৃত করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সেই ঘটনাটি বস্তুতই অত্যন্ত অদ্ভুত হয়েছিল।

শ্লোক ২৩

নমুচিঃ পঞ্চদশভিঃ স্বর্ণপুঙ্খৈর্মহেষুভিঃ ।
আহত্য ব্যনদৎ সংখ্যে সতোয় ইব তোয়দঃ ॥ ২৩ ॥

নমুচিঃ—নমুচি নামক অসুর; **পঞ্চ-দশভিঃ**—পনেরটি; **স্বর্ণ-পুঙ্খৈঃ**—স্বর্ণনির্মিত পালক সমন্বিত; **মহা-ইষুভিঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী বাণের দ্বারা; **আহত্য**—বিদ্ধ করে; **ব্যনদৎ**—গর্জন করেছিল; **সংখ্যে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **সতোয়ঃ**—জলপূর্ণ; **ইব**—সদৃশ; **তোয়দঃ**—বারিবর্ষণকারী মেঘ।

অনুবাদ

তারপর নমুচি নামক আর একটি অসুর জলপূর্ণ মেঘের মতো গর্জনকারী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী পনেরটি স্বর্ণপক্ষযুক্ত বাণের দ্বারা ইন্দ্রকে আঘাত করেছিল।

শ্লোক ২৪

সর্বতঃ শরকূটেন শক্রং সরথসারথিম্ ।
ছাদয়ামাসুরসুরাঃ প্রাবৃট্সূর্যমিবাম্বুদাঃ ॥ ২৪ ॥

সর্বতঃ—সর্বত্র; **শর-কূটেন**—প্রবল বাণ বর্ষণের দ্বারা; **শক্রম্**—ইন্দ্রকে; **স-রথ**—তাঁর রথসহ; **সারথিম্**—এবং সারথি সহ; **ছাদয়াম্ আসুঃ**—আচ্ছাদিত করেছিল; **অসুরাঃ**—সমস্ত অসুরেরা; **প্রাবৃট্**—বর্ষাকালে; **সূর্যম্**—সূর্য; **ইব**—সদৃশ; **অম্বু-দাঃ**—মেঘ।

অনুবাদ

অন্য অসুরেরা নিরন্তর বাণ বর্ষণের দ্বারা ইন্দ্রকে তাঁর রথ এবং সারথি সহ বর্ষাকালের সূর্যের মতো আচ্ছন্ন করেছিল।

শ্লোক ২৫

অলক্ষয়ন্তস্তমতীব বিহ্বলা
বিচুক্রুশুর্দেবগণাঃ সহানুগাঃ ।
অনায়কাঃ শত্রুবলেন নির্জিতা
বণিক্‌পথা ভিন্ননবো যথার্ণবে ॥ ২৫ ॥

অলক্ষয়ন্তঃ—দেখতে না পেয়ে; **তম্**—ইন্দ্রকে; **অতীব**—অত্যন্ত; **বিহ্বলাঃ**—ব্যাকুল; **বিচুক্রুশুঃ**—শোক করতে শুরু করেছিল; **দেব-গণাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **সহ-অনুগাঃ**—তাঁদের অনুগামীগণ সহ; **অনায়কাঃ**—নেতাবিহীন; **শত্রু-বলেন**—তাঁদের শত্রুদের উন্নত শক্তির দ্বারা; **নির্জিতাঃ**—প্রবলভাবে প্রতিহত হয়ে; **বণিক্‌পথাঃ**—বণিকগণ; **ভিন্ন-নবঃ**—যার জাহাজ ভগ্ন হয়েছে; **যথা-অর্ণবে**—সমুদ্রের মাঝখানে।

অনুবাদ

দেবতারা তাঁদের শত্রুর দ্বারা প্রবলভাবে প্রতিহত হয়ে এবং ইন্দ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাঁরা মাঝসমুদ্রে নায়কবিহীন ভগ্নপোত বণিকদের মতো বিলাপ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি থেকে মনে হয় যে, উচ্চতর লোকেও জাহাজে গমনাগমনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং বণিকেরা জলপথে ভ্রমণ করে বাণিজ্য করে। কখনও কখনও এই গ্রহের মতো অন্য গ্রহেও মাঝসমুদ্রে বণিকদের জাহাজ ভগ্ন হয়। মনে হয় উচ্চতর লোকেও এখানকার মতো এই ধরনের বিপদ ঘটে। ভগবানের সৃষ্টিতে উচ্চতর লোকগুলি অবশ্যই শূন্য নয় বা জীববিহীন নয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই পৃথিবীর মতো প্রতিটি গ্রহলোকই জীবে পূর্ণ। অন্যান্য লোকে কোন জীব নেই, সেই কথা স্বীকার করার কোন যুক্তি নেই।

শ্লোক ২৬

ততস্তুরাষাড়িষুবদ্ধপঞ্জরাদ্
বিনির্গতঃ সাশ্বরথধ্বজাগ্রণীঃ ।
বভৌ দিশঃ খং পৃথিবীং চ রোচয়ন্
স্বতেজসা সূর্য ইব ক্ষপাত্যয়ে ॥ ২৬ ॥

ততঃ—তারপর; **তুরাষাট্**—ইন্দ্রের আর এক নাম; **ইষু-বদ্ধ-পঞ্জরাৎ**—শরজালের পঞ্জর থেকে; **বিনির্গতঃ**—নির্গত হয়ে; **স**—সহ; **অশ্ব**—অশ্ব; **রথ**—রথ; **ধ্বজ**—পতাকা; **অগ্রণীঃ**—এবং সারথি; **বভৌ**—হয়েছিলেন; **দিশঃ**—সর্বদিক; **খম্**—আকাশ; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **চ**—এবং; **রোচয়ন্**—সর্বদিক আমোদিত করে; **স্ব-তেজসা**—তাঁর তেজের দ্বারা; **সূর্যঃ**—সূর্য; **ইব**—সদৃশ; **ক্ষপা-অত্যয়ে**—রাত্রিশেষে।

অনুবাদ

তারপর ইন্দ্র নিজেকে শরজালের পঞ্জর থেকে মুক্ত করে তাঁর রথ, অশ্ব, ধ্বজা এবং সারথি সহ নির্গত হয়ে, রাত্রিশেষে সূর্যের মতো স্বীয় তেজে আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্ত দিক বিকশিত করে শোভা পেতে লাগলেন।

শ্লোক ২৭

নিরীক্ষ্য পৃতনাং দেবঃ পরৈরভ্যর্দিতাং রণে ।
উদযচ্ছদ্ রিপুং হন্তুং বজ্রং বজ্রধরো রুষা ॥ ২৭ ॥

নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; **পৃতনাম্**—তাঁর সৈন্যদের; **দেবঃ**—ইন্দ্রদেব; **পরৈঃ**—শত্রুদের দ্বারা; **অভ্যর্দিতাম্**—অত্যন্ত পীড়িত; **রণে**—যুদ্ধে; **উদযচ্ছৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **রিপুম্**—শত্রুদের; **হন্তুম্**—হত্যা করার জন্য; **বজ্রম্**—বজ্র; **বজ্র-ধরঃ**—বজ্রধর; **রুষা**—মহাক্রোধে।

অনুবাদ

বজ্রধর ইন্দ্র তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের দ্বারা অত্যন্ত নিপীড়িত দর্শন করে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুদের হত্যা করার জন্য বজ্র উত্তোলন করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

স তেনৈবাষ্টধারেণ শিরসী বলপাকয়োঃ ।
জ্ঞাতীনাং পশ্যতাং রাজন্ জহার জনয়ন্ ভয়ম্ ॥ ২৮ ॥

সঃ—তিনি (ইন্দ্র); **তেন**—তাঁর দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অষ্ট-ধারেণ**—বজ্রের দ্বারা; **শিরসী**—দুই মস্তক; **বল-পাকয়োঃ**—বল এবং পাক নামক দুই অসুরের; **জ্ঞাতীনাম্**

পশ্যতাম্—তাদের আত্মীয়স্বজন এবং সৈনিকদের সমক্ষে; **রাজন্**—হে রাজন্; **জহার**—(ইন্দ্র) ছেদন করেছিলেন; **জনয়ন্**—উৎপাদন করে; **ভয়ম্**—ভয়।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বজ্রের দ্বারা বল এবং পাকের মস্তক তাদের আত্মীয়স্বজন ও অনুগামীদের সমক্ষে ছেদন করেছিলেন। তার ফলে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্লোক ২৯

নমুচিস্তদ্বধং দৃষ্ট্বা শোকামর্ষরুষান্বিতঃ ।
জিঘাংসুরিন্দ্রং নৃপতে চকার পরমোদ্যমম্ ॥ ২৯ ॥

নমুচিঃ—নমুচি নামক অসুর; **তৎ**—সেই দুই অসুরের; **বধম্**—হত্যা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **শোক-অমর্ষ**—শোক এবং দুঃখ; **রুষা-অন্বিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **জিঘাংসুঃ**—হত্যা করতে চেয়েছিল; **ইন্দ্রম্**—ইন্দ্রকে; **নৃপতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **চকার**—করেছিলেন; **পরম**—মহান; **উদ্যমম্**—প্রয়াস।

অনুবাদ

হে রাজন্, বল এবং পাকের মৃত্যু দর্শন করে আর এক অসুর নমুচি অত্যন্ত শোকান্বিত ও বিদ্বেষযুক্ত হয়েছিল। তার ফলে সে ক্রোধান্বিত হয়ে ইন্দ্রকে বধ করার বহু চেষ্টা করতে লাগল।

শ্লোক ৩০

অশ্মসারময়ং শূলং ঘণ্টাবদ্ধেমভূষণম্ ।
প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো হতোঽসীতি বিতর্জয়ন্ ।
প্রাহিণোদ্ দেবরাজায় নিনদন্ মৃগরাড়িব ॥ ৩০ ॥

অশ্মসার-ময়ম্—ইস্পাতের তৈরি; **শূলম্**—শূল; **ঘণ্টাবৎ**—ঘণ্টাযুক্ত; **হেম-ভূষণম্**—স্বর্ণভূষণে অলঙ্কৃত; **প্রগৃহ্য**—হস্তে ধারণ করে; **অভ্যদ্রবৎ**—বলপূর্বক গমন করে; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধভাবে; **হতঃ হসি ইতি**—তুমি এখন নিহত হয়েছ; **বিতর্জয়ন্**—এইভাবে গর্জন করতে করতে; **প্রাহিণোৎ**—আঘাত করেছিল; **দেব-রাজায়**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **নিনদন্**—গর্জন করে; **মৃগ-রাট**—সিংহ; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহের মতো গর্জন করতে করতে নমুচি অসুর ঘণ্টাযুক্ত লৌহময় শূল গ্রহণপূর্বক চিৎকার করে বলেছিল, "তুই এখন নিহত হলি!" এইভাবে ইন্দ্রকে বধ করার জন্য তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি তার অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল।

শ্লোক ৩১

তদাপতদ্ গগনতলে মহাজবং
বিচিচ্ছিদে হরিরিষুভিঃ সহস্রধা ।
তমাহনন্নৃপ কুলিশেন কন্ধরে
রুষান্বিতস্ত্রিদশপতিঃ শিরো হরন্ ॥ ৩১ ॥

তদা—তখন; **অপতৎ**—উল্কার মতো পতিত হয়েছিল; **গগন-তলে**—আকাশের নিচে অথবা মাটির উপরে; **মহা-জবম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **বিচিচ্ছিদে**—খণ্ড খণ্ড করেছিলেন; **হরিঃ**—ইন্দ্র; **ইষুভিঃ**—তাঁর বাণের দ্বারা; **সহস্রধা**—সহস্র ভাগে বিভক্ত করেছিলেন; **তম্**—সেই নমুচি; **আহনৎ**—আঘাত করেছিলেন; **নৃপ**—হে রাজন্; **কুলিশেন**—তাঁর বজ্রের দ্বারা; **কন্ধরে**—কাঁধে; **রুষা-অন্বিতঃ**—অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে; **ত্রিদশ-পতিঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **শিরঃ**—মস্তক; **হরন্**—ছিন্ন করার জন্য।

অনুবাদ

হে রাজন্, দেবরাজ ইন্দ্র যখন সেই অত্যন্ত শক্তিশালী শূলটিকে জ্বলন্ত উল্কার মতো পতিত হতে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর বাণের দ্বারা সেটি খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর বজ্রের দ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করার জন্য তার গ্রীবাদেশে আঘাত করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

ন তস্য হি ত্বচমপি বজ্র উর্জিতো
বিভেদ যঃ সুরপতিনৌজসেরিতঃ ।
তদদ্ভুতং পরমতিবীর্যবৃত্রভিৎ
তিরস্কৃতো নমুচিশিরোধরত্বচা ॥ ৩২ ॥

ন—না; **তস্য**—তার (নমুচির); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ত্বচম্ অপি**—ত্বক পর্যন্ত; **বজ্রঃ**—বজ্র; **ঊর্জিতঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **বিভেদ**—ভেদ করতে; **যঃ**—যে অস্ত্র; **সুর-পতিনা**—দেবরাজের দ্বারা; **ওজসা**—প্রবল বেগে; **ঈরিতঃ**—নিক্ষিপ্ত; **তৎ**—অতএব; **অদ্ভুতম্ পরম্**—পরম আশ্চর্যজনক; **অতি-বীর্য-বৃত্র-ভিৎ**—তা এতই শক্তিশালী ছিল যে, মহা বলবান বৃত্রাসুরের শরীরও ভেদ করেছিল; **তিরস্কৃতঃ**—কিন্তু এখন তা ব্যর্থ হল; **নমুচি-শিরোধর-ত্বচা**—নমুচির গলদেশের ত্বকের দ্বারা।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র যদিও মহাবেগে সেই বজ্র নমুচির প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন, তবুও তার ত্বক পর্যন্ত তা ভেদ করতে পারেনি। যে বজ্র বৃত্রাসুরের দেহও ভেদ করেছিল, তা যে নমুচির গলার ত্বক পর্যন্ত ভেদ করতে পারল না,. তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।

শ্লোক ৩৩

তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেচ্ছত্রোর্বজ্রঃ প্রতিহতো যতঃ ।
কিমিদং দৈবযোগেন ভূতং লোকবিমোহনম্ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **অবিভেৎ**—অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন; **শত্রোঃ**—শত্রু (নমুচি) থেকে; **বজ্রঃ**—বজ্র; **প্রতিহতঃ**—প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছিল; **যতঃ**—যেহেতু; **কিম্ ইদম্**—এটি কি; **দৈব-যোগেন**—দৈব শক্তির দ্বারা; **ভূতম্**—এটি ঘটেছে; **লোক-বিমোহনম্**—সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

ইন্দ্র তাঁর বজ্রকে শত্রুর দ্বারা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবতে লাগলেন তা কোনও দৈব শক্তির প্রভাবে ঘটেছিল কি না।

তাৎপর্য

ইন্দ্রের বজ্র অব্যর্থ, এবং তাই ইন্দ্র যখন দেখলেন তা নমুচিকে আঘাত না করে ফিরে এসেছে, তখন তিনি অবশ্যই অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪

**যেন মে পূর্বমদ্রীণাং পক্ষচ্ছেদঃ প্রজাত্যয়ে ।
কৃতো নিবিশতাং ভারৈঃ পতত্রৈঃ পততাং ভুবি ॥ ৩৪ ॥**

যেন—এই বজ্রের দ্বারা; **মে**—আমার দ্বারা; **পূর্বম্**—পূর্বে; **অদ্রীণাম্**—পর্বতের; **পক্ষচ্ছেদঃ**—পক্ষচ্ছেদন; **প্রজা-অত্যয়ে**—প্রজাদের বিনাশ সাধনে; **কৃতঃ**—হয়েছিল; **নিবিশতাম্**—সেই সমস্ত পর্বতের যেগুলি প্রবেশ করেছিল; **ভারৈঃ**—মহা ভারের দ্বারা; **পতত্রৈঃ**—পক্ষের দ্বারা; **পততাম্**—পতিত হয়ে; **ভুবি**—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

ইন্দ্র ভাবলেন—পূর্বে, অনেক পর্বত যখন তাদের পাখার সাহায্যে আকাশে উড়ত এবং ভূতলে প্রবিষ্ট হয়ে প্রজাদের বিনাশ সাধন করত, তখন আমি এই বজ্রের দ্বারা তাদের পক্ষচ্ছেদন করেছিলাম।

শ্লোক ৩৫

**তপঃসারময়ং ত্বাষ্ট্রং বৃত্রো যেন বিপাটিতঃ ।
অন্যে চাপি বলোপেতাঃ সর্বাস্ত্রৈরক্ষতত্বচঃ ॥ ৩৫ ॥**

তপঃ—তপস্যা; **সারময়ম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টার দ্বারা অনুষ্ঠিত; **বৃত্রঃ**—বৃত্রাসুর; **যেন**—যার দ্বারা; **বিপাটিতঃ**—নিহত হয়েছিল; **অন্যে**—অন্যেরা; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **বল-উপেতাঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি; **সর্ব**—সর্বপ্রকার; **অস্ত্রৈঃ**—অস্ত্রের দ্বারা; **অক্ষত**—অক্ষত; **ত্বচঃ**—ত্বক।

অনুবাদ

বৃত্রাসুর ছিলেন ত্বষ্টার তপস্যার সারস্বরূপ, তবুও এই বজ্র তাঁকে সংহার করেছিল। বস্তুতপক্ষে, কেবল তিনিই নন, অন্য বহু বীর যাঁদের ত্বক পর্যন্ত অন্য কোন অস্ত্রের দ্বারা আহত হত না, তাঁরা সকলেই এই বজ্রের দ্বারা নিহত হয়েছেন।

শ্লোক ৩৬

**সোঽয়ং প্রতিহতো বজ্রো ময়া মুক্তোঽসুরেঽল্পকে ।
নাহং তদাদদে দণ্ডং ব্রহ্মতেজোঽপ্যকারণম্ ॥ ৩৬ ॥**

সঃ অয়ম্—অতএব, এই বজ্র; **প্রতিহতঃ**—ব্যাহত; **বজ্রঃ**—বজ্র; **ময়া**—আমার দ্বারা; **মুক্তঃ**—নিক্ষিপ্ত; **অসুরে**—সেই অসুরের প্রতি; **অল্পকে**—তুচ্ছ; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **তৎ**—তা; **আদদে**—গ্রহণ করব; **দণ্ডম্**—এখন এটি একটি দণ্ডের মতো; **ব্রহ্ম-তেজঃ**—ব্রহ্মাস্ত্রের মতো শক্তিশালী; **অপি**—যদিও; **অকারণম্**—অকিঞ্চিৎকর।

অনুবাদ

কিন্তু এখন, সেই বজ্র এক তুচ্ছ অসুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিহত হল। সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্রের মতো হলেও তা এখন একটি সাধারণ দণ্ডের মতো অকিঞ্চিৎকর হয়েছে। তাই আমি আর এই বজ্র গ্রহণ করব না।

শ্লোক ৩৭

ইতি শক্রং বিষীদন্তমাহ বাগশরীরিণী ।
নায়ং শুষ্কৈরথো নার্দ্রৈর্বধমর্হতি দানবঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **শক্রম্**—ইন্দ্রকে; **বিষীদন্তম্**—বিষাদগ্রস্ত; **আহ**—বলেছিল; **বাক্**—বাণী; **অশরীরিণী**—দেহরহিত অথবা আকাশ থেকে; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **শুষ্কৈঃ**—শুষ্ক কোন কিছুর দ্বারা; **অথো**—ও; **ন**—না; **আর্দ্রৈঃ**—আর্দ্র কোন কিছুর দ্বারা; **বধম্**—বধ; **অর্হতি**—উপযুক্ত; **দানবঃ**—এই দানব (নমুচি)।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ইন্দ্র যখন এইভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়ে শোক করছিলেন, তখন একটি দৈববাণী হয়েছিল, "এই অসুর নমুচি কোন শুষ্ক অথবা আর্দ্র বস্তুর দ্বারা নিহত হবে না।"

শ্লোক ৩৮

ময়াস্মৈ যদ্বরো দত্তো মৃত্যুর্নৈবার্দ্রশুষ্কয়োঃ ।
অতোঽন্যশ্চিন্তনীয়স্তে উপায়ো মঘবন্ রিপোঃ ॥ ৩৮ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **অস্মৈ**—তাকে; **যৎ**—যেহেতু; **বরঃ**—বর; **দত্তঃ**—দেওয়া হয়েছে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আর্দ্র**—আর্দ্র; **শুষ্কয়োঃ**—অথবা শুষ্ক বস্তুর দ্বারা; **অতঃ**—অতএব; **অন্যঃ**—অন্য কিছু; **চিন্তনীয়ঃ**—চিন্তা করতে হবে; **তে**—তোমার দ্বারা; **উপায়ঃ**—উপায়; **মঘবন্**—হে ইন্দ্র; **রিপোঃ**—তোমার শত্রুর।

অনুবাদ

সেই কণ্ঠস্বর বলল, "হে ইন্দ্র, যেহেতু আমি এই অসুরকে বর দিয়েছি যে শুষ্ক অথবা আর্দ্র কোন অস্ত্রের দ্বারা তার মৃত্যু হবে না, তাই তাকে হত্যা করার জন্য তোমাকে অন্য কোন উপায় চিন্তা করতে হবে।"

শ্লোক ৩৯

তাং দৈবীং গিরমাকর্ণ্য মঘবান্ সুসমাহিতঃ ।
ধ্যায়ন্ ফেনমথাপশ্যদুপায়মুভয়াত্মকম্ ॥ ৩৯ ॥

তাম্—সেই; **দৈবীম্**—দৈব; **গিরম্**—বাণী; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **মঘবান্**—ইন্দ্র; **সু-সমাহিতঃ**—সমাহিত চিত্তে; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **ফেনম্**—ফেনার আবির্ভাব; **অথ**—তারপর; **অপশ্যৎ**—দর্শন করেছিলেন; **উপায়ম্**—উপায়; **উভয়-আত্মকম্**—যুগপৎ শুষ্ক এবং আর্দ্র।

অনুবাদ

সেই দৈববাণী শুনে, কিভাবে সেই অসুরকে বধ করা যায় সেই কথা ইন্দ্র সমাহিত চিত্তে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন তিনি দেখলেন যে ফেনা হচ্ছে তার উপায়, কারণ তা শুষ্কও নয় এবং আর্দ্রও নয়।

শ্লোক ৪০

ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ জহার নমুচেঃ শিরঃ ।
তং তুষ্টুবুর্মুনিগণা মাল্যৈশ্চাবাকিরন্ বিভুম্ ॥ ৪০ ॥

ন—না; **শুষ্কেণ**—শুষ্ক; **ন**—না; **চ**—ও; **আর্দ্রেণ**—আর্দ্র অস্ত্রের দ্বারা; **জহার**—ছেদন করেছিলেন; **নমুচেঃ**—নমুচির; **শিরঃ**—মস্তক; **তম্**—তাঁকে (ইন্দ্রকে); **তুষ্টুবুঃ**—প্রসন্ন হয়েছিলেন; **মুনি-গণাঃ**—ঋষিগণ; **মাল্যৈঃ**—মালার দ্বারা; **চ**—ও; **অবাকিরন্**—আচ্ছাদিত করেছিলেন; **বিভুম্**—সেই মহান ব্যক্তি।

অনুবাদ

এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্র শুষ্কও নয় এবং আর্দ্রও নয় এই প্রকার ফেনার অস্ত্রের দ্বারা নমুচির মস্তক ছেদন করেছিলেন। তখন সমস্ত ঋষিরা সেই মহাপুরুষ ইন্দ্রের

প্রতি প্রসন্ন হয়ে পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন এবং মালার দ্বারা তাঁকে আচ্ছাদিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে *শ্রুতিমন্ত্রে* বলা হয়েছে, *অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্রোঽদারয়ৎ*—শুষ্কও নয় এবং আর্দ্রও নয় এই প্রকার ফেনার দ্বারা ইন্দ্র নমুচিকে বধ করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

গন্ধর্বমুখ্যৌ জগতুর্বিশ্বাবসুপরাবসূ ।
দেববুন্দুভয়ো নেদুর্নর্তক্যো ননৃতুর্মুদা ॥ ৪১ ॥

গন্ধর্ব-মুখ্যৌ—গন্ধর্বদের দুই প্রধান; **জগতুঃ**—সুন্দর গান করতে শুরু করেছিলেন; **বিশ্বাবসু**—বিশ্বাবসু নামক; **পরাবসূ**—পরাবসু নামক; **দেব-দুন্দুভয়ঃ**—দেবতাদের দুন্দুভি; **নেদুঃ**—বেজেছিল; **নর্তক্যঃ**—অপ্সরাগণ; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করেছিলেন; **মুদা**—পরম আনন্দে।

অনুবাদ

বিশ্বাবসু এবং পরাবসু নামক দুই গন্ধর্ব-প্রধান পরম আনন্দে গান করতে লাগলেন, দেবদুন্দুভি বাজতে লাগল এবং অপ্সরাগণ মহা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪২

অন্যেঽপ্যেবং প্রতিদ্বন্দ্বান্ বায়্বগ্নিবরুণাদয়ঃ ।
সূদয়ামাসুরসুরান্ মৃগান্ কেসরিণো যথা ॥ ৪২ ॥

অন্যে—অন্যেরা; **অপি**—ও; **এবম্**—এইভাবে; **প্রতিদ্বন্দ্বান্**—প্রতিদ্বন্দ্বী, **বায়ু**—বায়ুদেবতা; **অগ্নি**—অগ্নিদেব; **বরুণাদয়ঃ**—বরুণ এবং অন্যান্য দেবতাগণ; **সূদয়াম্ আসুঃ**—প্রবলভাবে সংহার করতে লাগলেন; **অসুরান্**—সমস্ত অসুরদের; **মৃগান্**—হরিণ; **কেশরিণঃ**—সিংহ; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

সিংহ যেভাবে মৃগসমূহকে বিনাশ করে, সেইভাবে বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা প্রতিপক্ষ অসুরদের বধ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৩

ব্রহ্মণা প্রেষিতো দেবান্ দেবর্ষির্নারদো নৃপ ।
বারয়ামাস বিবুধান্ দৃষ্ট্বা দানবসংক্ষয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মণা—ব্রহ্মার দ্বারা; **প্রেষিতঃ**—প্রেরিত; **দেবান্**—দেবতাদের; **দেব-ঋষিঃ**—স্বর্গলোকের মহান ঋষি; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **নৃপ**—হে রাজন্; **বারয়াম্ আস**—নিষেধ করেছিলেন; **বিবুধান্**—সমস্ত দেবতাদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **দানব-সংক্ষয়ম্**—দানবদের সম্পূর্ণ বিনাশ।

অনুবাদ

হে রাজন্, ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে দানবকুল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হতে চলেছে, তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে পাঠিয়েছিলেন। নারদ দেবতাদের দানব বিনাশ থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

শ্রীনারদ উবাচ

ভবদ্ভিরমৃতং প্রাপ্তং নারায়ণভুজাশ্রয়ৈঃ ।
শ্রিয়া সমেধিতাঃ সর্ব উপারমত বিগ্রহাৎ ॥ ৪৪ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি দেবতাদের বলেছিলেন; **ভবদ্ভিঃ**—তোমরা সকলে; **অমৃতম্**—অমৃত; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হয়েছ; **নারায়ণ**—ভগবানের; **ভুজাশ্রয়ৈঃ**—বাহুর দ্বারা রক্ষিত হয়ে; **শ্রিয়া**—সমস্ত সৌভাগ্যের দ্বারা; **সমেধিতাঃ**—সমৃদ্ধিশালী হয়েছ; **সর্বে**—তোমরা সকলে; **উপারমত**—এখন নিবৃত্ত হও; **বিগ্রহাৎ**—এই যুদ্ধ থেকে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—তোমরা দেবতারা নারায়ণের বাহুর দ্বারা সুরক্ষিত, এবং তাঁর কৃপায় তোমরা অমৃত লাভ করেছ। লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় তোমরা সর্বতোভাবে যশস্বী হয়েছ। অতএব এই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হও।

শ্লোক ৪৫

শ্রীশুক উবাচ

সংযম্য মন্যুসংরম্ভং মানয়ন্তো মুনের্বচঃ ।
উপগীয়মানানুচরৈর্যযুঃ সর্বে ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সংযম্য**—সংবরণ করে; **মন্যু**—ক্রোধ; **সংরম্ভম্**—আবেশ; **মানয়ন্তঃ**—স্বীকার করে; **মুনেঃ বচঃ**—নারদ মুনির বাক্য; **উপগীয়মান**—প্রশংসিত হয়ে; **অনুচরৈঃ**—তাঁদের অনুগামীদের দ্বারা; **যযুঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **সর্বে**—সমস্ত দেবতারা; **ত্রিবিষ্টপম্**—স্বর্গলোকে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীনারদ মুনির বাণী মেনে নিয়ে দেবতারা তাঁদের ক্রোধ সংবরণ করে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। তারপর তাঁদের অনুগামীদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে তাঁরা স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৬

যেঽবশিষ্টা রণে তস্মিন্ নারদানুমতেন তে ।
বলিং বিপন্নমাদায় অস্তং গিরিমুপাগমন্ ॥ ৪৬ ॥

যে—যে কয়েকজন অসুর; **অবশিষ্টাঃ**—অবশিষ্ট ছিল; **রণে**—যুদ্ধে; **তস্মিন্**—সেই; **নারদ-অনুমতেন**—নারদ মুনির আদেশে; **তে**—তারা সকলে; **বলিম্**—বলি মহারাজকে; **বিপন্নম্**—বিপন্ন; **আদায়**—গ্রহণ করে; **অস্তম্**—অস্ত নামক; **গিরিম্**—পর্বতে; **উপাগমন্**—গিয়েছিল।

অনুবাদ

যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুরেরা অবশিষ্ট ছিল, তারা নারদ মুনির আদেশে মরণাপন্ন বলি মহারাজকে অস্তগিরি নামক পর্বতে নিয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ৪৭

তত্রাবিনষ্টাবয়বান্ বিদ্যমানশিরোধরান্ ।
উশনা জীবয়ামাস সঞ্জীবন্যা স্ববিদ্যয়া ॥ ৪৭ ॥

তত্র—সেই পর্বতে; **অবিনষ্ট-অবয়বান্**—যে সমস্ত অসুরেরা নিহত হয়েছিল কিন্তু যাদের শরীর একেবারে বিনষ্ট হয়নি; **বিদ্যমান-শিরোধরান্**—যাদের মস্তক তাদের শরীরে ছিল; **উশনাঃ**—শুক্রাচার্য; **জীবয়াম্ আস**—পুনর্জীবিত করেছিলেন; **সঞ্জীবন্যা**—সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা; **স্ব-বিদ্যয়া**—তাঁর বিদ্যার দ্বারা।

অনুবাদ

যে সমস্ত দানব সৈন্যের মস্তক, দেহ এবং অঙ্গ একেবারে বিনষ্ট হয়নি, সেই পর্বতে শুক্রাচার্য তাদের সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা পুনর্জীবিত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

বলিশ্চোশনসা স্পৃষ্টঃ প্রত্যাপন্নেন্দ্রিয়স্মৃতিঃ ।
পরাজিতোঽপি নাখিদ্যল্লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ ॥ ৪৮ ॥

বলিঃ—বলি মহারাজ; **চ**—ও; **উশনসা**—শুক্রাচার্যের দ্বারা; **স্পৃষ্টঃ**—স্পৃষ্ট হয়ে; **প্রত্যাপন্ন**—ফিরে পেয়েছিলেন; **ইন্দ্রিয়-স্মৃতিঃ**—ইন্দ্রিয় এবং স্মৃতির কার্যকলাপের উপলব্ধি; **পরাজিতঃ**—পরাজিত; **অপি**—সত্ত্বেও; **ন অখিদ্যৎ**—তিনি শোক করেননি; **লোক-তত্ত্ব-বিচক্ষণঃ**—কারণ তিনি জগতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচক্ষণ ছিলেন।

অনুবাদ

বলি মহারাজ জগতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি যখন শুক্রাচার্যের কৃপায় তাঁর ইন্দ্রিয় এবং স্মৃতি ফিরে পেয়েছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কি হয়েছিল। তাই যুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিষাদগ্রস্ত হননি।

তাৎপর্য

বলি মহারাজকে যে এখানে অত্যন্ত বিচক্ষণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিষণ্ণ হননি, কারণ তিনি জানতেন যে, ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কোন কিছুই হতে পারে না। যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তাই তিনি বিষাদগ্রস্ত না হয়ে তাঁর এই পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন। *ভগবদ্‌গীতায়* (২/৪৭) ভগবান বলেছেন—*কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*। সকলেরই উচিত জয় পরাজয়ের কথা না ভেবে, তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করা। শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করাই মানুষের ধর্ম। *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা*। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করাই হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের ভক্তি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'দেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যকুল সংহার' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

মোহিনীমূর্তির শিব বিমোহন

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে অপূর্ব সুন্দর মোহিনীমূর্তি রূপী ভগবানের অবতারকে দর্শন করে শিব কিভাবে বিমোহিত হয়েছিলেন এবং তারপর কিভাবে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। শিব যখন মোহিনীরূপী ভগবান শ্রীহরির লীলা-বিলাসের কথা শুনেছিলেন, তখন তিনি তাঁর বৃষবাহনে আরোহণ করে ভগবানকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। তাঁর পত্নী উমা এবং তাঁর সেবক ভূতগণ সহ তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হয়েছিলেন। ভগবানকে প্রণাম করে তিনি তাঁকে 'দেবদেব', 'জগদ্ব্যাপী', 'জগন্ময়', 'জগদীশ', 'সর্বাত্মা', 'সর্বাশ্রয়', 'সর্ব-কারণের কারণ' এবং 'স্বরাট্' বলে বন্দনা করে তত্ত্বপূর্ণ বাক্যে ভগবানের মহিমা বর্ণনা করেছিলেন। তারপর তিনি ভগবানের কাছে তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান তাই তাঁর ভক্ত শিবের বাসনা পূর্ণ করার জন্য তাঁর মায়া বিস্তার করে এক ভুবনমনোমোহিনী স্ত্রীমূর্তি ধারণ করেছিলেন। সেই মূর্তি দর্শন করে মহাদেবও মোহিত হয়েছিলেন। পরে, ভগবানের কৃপায় তিনি নিজেকে সংযত করেছিলেন। এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে, ভগবানের মায়ার প্রভাবে এই জড় জগতে সকলেই স্ত্রীরূপের দ্বারা মোহিত। কিন্তু ভগবানের কৃপায় জীব মায়ার এই প্রভাব পরাভূত করতে পারে। ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত শিব তা প্রতিপন্ন করেছিলেন। প্রথমে তিনি মোহিত হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর ভগবানের কৃপায় তিনি নিজেকে সংযত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তই কেবল মায়ার আকর্ষণীয় রূপে বিমোহিত না হয়ে প্রকৃতিস্থ থাকতে পারেন। অন্যথায়, জীব যদি একবার মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তা হলে সেই বন্ধন থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। ভগবানের কৃপা লাভ করে শিব তাঁর পত্নী ভবানী এবং অনুচর ভূতগণ সহ ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। উত্তমশ্লোক ভগবানের দিব্যগুণের বর্ণনা করে এবং শ্রবণ, কীর্তন আদি নবধা ভক্তির দ্বারা ভগবানের মহিমা বর্ণনা করা যায়—সেই কথা ঘোষণা করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

বৃষধ্বজো নিশম্যেদং যোষিদ্রূপেণ দানবান্ ।
মোহয়িত্বা সুরগণান্ হরিঃ সোমমপায়য়ৎ ॥ ১ ॥
বৃষমারুহ্য গিরিশঃ সর্বভূতগণৈর্বৃতঃ ।
সহ দেব্যা যযৌ দ্রষ্টুং যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৃষ-ধ্বজঃ**—বৃষবাহন শিব; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **ইদম্**—এই (সংবাদ); **যোষিৎ-রূপেণ**—স্ত্রীরূপ ধারণ করে; **দানবান্**—দানবদের; **মোহয়িত্বা**—মোহিত করে; **সুর-গণান্**—দেবতাদের; **হরিঃ**—ভগবান; **সোমম্**—অমৃত; **অপায়য়ৎ**—পান করিয়েছিলেন; **বৃষম্**—বৃষে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **গিরিশঃ**—শিব; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূত-গণৈঃ**—ভূত-প্রেতদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **সহ দেব্যা**—উমা সহ; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **যত্র**—যেখানে; **আস্তে**—অবস্থান করেন; **মধুসূদনঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান শ্রীহরি স্ত্রীরূপ ধারণ করে অসুরদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছেন, সেই কথা শুনে বৃষধ্বজ মহাদেব উমা সহ ভূতগণ পরিবৃত হয়ে ভগবান শ্রীমধুসূদন যেখানে অবস্থান করেন, সেখানে তাঁর মোহিনীরূপ দর্শন করার জন্য গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

সভাজিতো ভগবতা সাদরং সোময়া ভবঃ ।
সূপবিষ্ট উবাচেদং প্রতিপূজ্য স্ময়ন্ হরিম্ ॥ ৩ ॥

সভাজিতঃ—সাদরে অভ্যর্থিত; **ভগবতা**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা; **স-আদরম্**—(শিবের উপযুক্ত) সম্মান সহকারে; **স উময়া**—উমা সহ; **ভবঃ**—শম্ভু (শিব); **সু-উপবিষ্টঃ**—সুখে উপবিষ্ট; **উবাচ**—বলেছিলেন; **ইদম্**—এই; **প্রতিপূজ্য**—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; **স্ময়ন্**—হাসতে হাসতে; **হরিম্**—ভগবানকে।

অনুবাদ

উমা সহ মহাদেবকে ভগবান সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। মহাদেব সুখে উপবেশনপূর্বক ভগবানের পূজা করে হাসতে হাসতে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীমহাদেব উবাচ

দেবদেব জগদ্ব্যাপিন্ জগদীশ জগন্ময় ।
সর্বেষামপি ভাবানাং ত্বমাত্মা হেতুরীশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

শ্রী-মহাদেবঃ উবাচ—মহাদেব বললেন; **দেব-দেব**—হে দেবতাদের দেবতা; **জগৎ-ব্যাপিন্**—হে সর্বব্যাপ্ত ভগবান; **জগদীশ**—হে জগদীশ্বর; **জগৎ-ময়**—হে ভগবান, আপনার শক্তির দ্বারা আপনি এই জগতে রূপান্তরিত হন; **সর্বেষাম্ অপি**—সর্বপ্রকার; **ভাবানাম্**—পরিস্থিতি; **ত্বম্**—আপনি; **আত্মা**—চেতন শক্তি; **হেতুঃ**—সেই হেতু; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

মহাদেব বললেন—হে দেবদেব, হে জগদ্ব্যাপী, হে জগদীশ, হে জগন্ময়, আপনি সমস্ত বস্তুর মূল নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। আপনি জড় নন। বস্তুতপক্ষে, আপনি সমস্ত চেতনের আত্মা বা পরমাত্মা। অতএব, আপনি পরমেশ্বর অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সত্ত্বগুণের অবতাররূপে এই জড় জগতে বিরাজ করেন। শিব হচ্ছেন তমোগুণাবতার এবং ব্রহ্মা রজোগুণাবতার। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু যদিও তাঁদের মধ্যে একজন, তবুও তিনি তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত নন। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন *দেবদেব* বা সমস্ত দেবতাদের দেবতা। শিব যেহেতু এই জড় জগতে রয়েছেন, তাই তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তির অন্তর্ভুক্ত। তাই বিষ্ণুকে বলা হয় *জগদ্ব্যাপী* অর্থাৎ 'সর্বব্যাপ্ত ভগবান'। শিবকে কখনও কখনও মহেশ্বর বলা হয়, এবং তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, শিবই হচ্ছেন সব কিছু। কিন্তু এখানে শিব ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে *জগদীশ* বা 'সমস্ত জগতের ঈশ্বর' বলে সম্বোধন করেছেন। শিবকে কখনও বিশ্বেশ্বর বলা হয়, কিন্তু এখানে তিনিই শ্রীবিষ্ণুকে *জগন্ময়* বলে সম্বোধন করে প্রতিপন্ন করেছেন যে, বিশ্বেশ্বরও শ্রীবিষ্ণুর নিয়ন্ত্রণাধীন। শ্রীবিষ্ণু যদিও চিৎ-জগতের অধীশ্বর, তবুও তিনি এই জড় জগৎকেও নিয়ন্ত্রণ করেন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। ব্রহ্মা এবং শিবকেও কখনও কখনও ঈশ্বর বলে সম্বোধন করা হয়, কিন্তু পরম ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ। *ব্রহ্মসংহিতায়* সেই কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ—পরম ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই জগতে সব কিছুই যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশ অনুসারে। *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*। পরমাণুগুলিও কার্যশীল, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাদের অভ্যন্তরে রয়েছেন।

শ্লোক ৫

আদ্যন্তাবস্য যন্মধ্যমিদমন্যদহং বহিঃ ।
যতোঽব্যয়স্য নৈতানি তৎ সত্যং ব্রহ্ম চিদ্ভবান্ ॥ ৫ ॥

আদি—শুরু; **অন্তৌ**—এবং শেষ; **অস্য**—এই জড় জগতের, বা যা কিছু জড় বা দৃশ্য; **যৎ**—যা কিছু; **মধ্যম্**—আদি এবং অন্তের মধ্যবর্তী, স্থিতি; **ইদম্**—এই জগতের; **অন্যৎ**—আপনি ব্যতীত অন্য কিছু; **অহম্**—অহঙ্কার, স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা; **বহিঃ**—আপনার বাহিরে; **যতঃ**—যেহেতু; **অব্যয়স্য**—অব্যয়ের; **ন**—না; **এতানি**—এই সমস্ত পার্থক্য; **তৎ**—তা; **সত্যম্**—পরম সত্য; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **চিৎ**—চিন্ময়; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

হে ভগবান, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অহঙ্কার এবং এই জগতের আদি, মধ্য এবং অন্ত সবই আপনার থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আপনি পরম সত্য, পরমাত্মা এবং পরমব্রহ্ম, তাই জন্ম, মৃত্যু এবং স্থিতি প্রভৃতির পরিবর্তন আপনার মধ্যে নেই।

তাৎপর্য

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—এই বৈদিক মন্ত্র অনুসারে সব কিছুই ভগবান থেকে উদ্ভূত। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৪) ভগবান নিজেও বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"ভূমি, জল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।" অর্থাৎ, এই জগতের সমস্ত উপাদানগুলি ভগবানের শক্তি থেকে উদ্ভূত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই উপাদানগুলি যেহেতু ভগবান থেকে আসছে, তাই তিনি আর পূর্ণ নন। *পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়*

পূর্ণমেবাবশিষ্যতে—"যেহেতু তিনি পূর্ণ, তাই বহু পূর্ণ তাঁর থেকে উদ্ভূত হলেও তিনি পূর্ণই থাকেন।" তাই ভগবানকে বলা হয় *অব্যয়*। যতক্ষণ আমরা পরম সত্যকে *অচিন্ত্যভেদাভেদ* বলে মেনে না নিই, ততক্ষণ পরম সত্য সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হবে না। ভগবানই সব কিছুর মূল। *অহমাদির্হি দেবানাম্*—তিনি সমস্ত দেবতাদেরও আদি কারণ। *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভূত। সর্ব অবস্থাতেই—কর্তা, কর্ম, ধনাত্মক, ঋণাত্মক ইত্যাদি—এই জড় জগতের যা কিছুই আমাদের গোচরীভূত হয়, তা সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবান। তাঁর কাছে এটি আমার এবং ওটি অন্যের, এই ধরনের কোন ভেদ নেই, কারণ তিনিই সব কিছু। তাই তাঁকে বলা হয় *অব্যয়*। ভগবান যেহেতু *অব্যয়*, তাই তিনি পরম সত্য অর্থাৎ পরমব্রহ্ম।

শ্লোক ৬

তবৈব চরণাম্ভোজং শ্রেয়স্কামা নিরাশিষঃ ।
বিসৃজ্যোভয়তঃ সঙ্গং মুনয়ঃ সমুপাসতে ॥ ৬ ॥

তব—আপনার; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চরণ-অম্ভোজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **শ্রেয়ঃ-কামাঃ**—পরম কল্যাণ বা জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের অভিলাষী; **নিরাশিষঃ**—জড় বাসনা রহিত; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **উভয়তঃ**—এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **সমুপাসতে**—আরাধনা করেন।

অনুবাদ

জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের অভিলাষী এবং সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জড় বাসনা রহিত শুদ্ধ ভক্ত বা মহাত্মাগণ নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন।

তাৎপর্য

মানুষ যখন মনে করে, "এই শরীরটি আমার স্বরূপ এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই আমার", তখন সে এই জড় জগতে থাকে। *অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈর্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি*। এটিই জড়-জাগতিক জীবনের লক্ষণ। এই জড়-জাগতিক জীবনে মানুষ মনে করে, "এটি আমার গৃহ, এটি আমার জমি, এটি আমার পরিবার, এটি আমার রাজ্য" ইত্যাদি। কিন্তু যারা *মুনয়ঃ* অর্থাৎ নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণকারী মহাত্মা, তাঁরা ইন্দ্রিয়-সুখের সমস্ত বাসনা বিহীন

হয়ে কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*। এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে এই প্রকার সাধু ভক্তদের একমাত্র ভাবনা হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। তার ফলে তাঁরা ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত, কারণ তাঁদের অন্য কোন বাসনা নেই। জড় জগতের দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন বলে তাঁদের বলা হয় *শ্রেয়স্কামাঃ*। অর্থাৎ, তাঁদের ধর্ম, অর্থ অথবা কাম সম্বন্ধে কোন আসক্তি নেই। এই প্রকার ভক্তের একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে *মোক্ষ* বা মুক্তি। এই *মোক্ষ* কিন্তু মায়াবাদীদের মতো ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তি নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রকৃত মোক্ষ হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা। সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে উপদেশ দেওয়ার সময় ভগবান স্পষ্টভাবে সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* শ্লোকের *মুক্তিপদে* শব্দটি সংশোধন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বলেছিলেন যে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* কোন শব্দের সংশোধন করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ *মুক্তিপদে* শব্দটি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়কে বোঝায়। ভগবান মুক্তি দান করেন, তাই তাঁর নাম মুকুন্দ। শুদ্ধ ভক্তের কোন জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রয়োজন নেই। তিনি ধর্ম, অর্থ অথবা কামের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবাতেই আগ্রহী।

শ্লোক ৭

ত্বং ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং বিগুণং বিশোক-
মানন্দমাত্রমবিকারমনন্যদন্যৎ ।
বিশ্বস্য হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মাত্মেশ্বরশ্চ তদপেক্ষতয়ানপেক্ষঃ ॥ ৭ ॥

ত্বম্—আপনি; **ব্রহ্ম**—সর্বব্যাপ্ত পরম সত্য; **পূর্ণম্**—পরম পূর্ণ; **অমৃতম্**—অবিনাশী; **বিগুণম্**—মায়িক গুণ থেকে মুক্ত চিন্ময় স্তরে অবস্থিত; **বিশোকম্**—শোক রহিত; **আনন্দ-মাত্রম্**—সর্বদা দিব্য আনন্দময়; **অবিকারম্**—পরিবর্তন রহিত; **অনন্যৎ**—সব কিছু থেকে ভিন্ন; **অন্যৎ**—তবুও আপনিই সব কিছু; **বিশ্বস্য**—জগতের; **হেতুঃ**—কারণ; **উদয়**—উদয়ের; **স্থিতি**—পালন; **সংযমানাম্**—জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত পরিচালকেরা; **আত্ম-ঈশ্বরঃ**—সকলকে নির্দেশ প্রদানকারী পরমাত্মা; **চ**—ও; **তৎ-অপেক্ষতয়া**—সকলেই আপনার উপর নির্ভর করে; **অনপেক্ষঃ**—সর্বদাই পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি পরমব্রহ্ম, সর্বতোভাবে পূর্ণ। সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় হওয়ার ফলে আপনি নিত্য, জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত এবং পূর্ণ আনন্দময়। প্রকৃতপক্ষে আপনার শোকের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ, তাই আপনাকে ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবুও আমরা কার্য-কারণ সম্পর্কে আপনার থেকে ভিন্ন, কারণ এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে কার্য এবং কারণ ভিন্ন। আপনিই সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের আদি কারণ, এবং আপনি সমস্ত জীবদের বর প্রদান করেন। সকলেই তার কর্মের ফলের জন্য আপনার উপর নির্ভর করে, কিন্তু আপনি সর্বদাই স্বতন্ত্র।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/৪) ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।" এই শ্লোকটি *অচিন্ত্যভেদাভেদ* দর্শন বিশ্লেষণ করে। সব কিছুই পরমব্রহ্ম ভগবান, তবুও সেই পরম পুরুষ সব কিছু থেকে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করেন। বস্তুতপক্ষে, যেহেতু ভগবান জড় জগতের সব কিছু থেকে ভিন্নভাবে অবস্থিত, তাই তিনিই হচ্ছেন পরমব্রহ্ম, পরম কারণ, পরম নিয়ন্তা। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। ভগবান হচ্ছেন পরম কারণ এবং এই জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তাই ভক্ত প্রার্থনা করেন— "আপনার ভক্ত যেমন সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত, আপনিও সর্বতোভাবে সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত। আপনি সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। যদিও সমস্ত জীব আপনার সেবায় যুক্ত, তবুও আপনি কারও সেবার উপর নির্ভর করেন না। যদিও এই জড় জগৎ সম্পূর্ণরূপে আপনারই সৃষ্টি, তবুও সব কিছুই আপনার অনুমোদনের উপর নির্ভর করে। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*— স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আপনার থেকেই আসে। কোন কিছুই স্বতন্ত্রভাবে করা যায় না, তবুও আপনি আপনার সেবকদের সেবার উপর নির্ভর না করে স্বতন্ত্রভাবে কার্য করেন। মুক্তির জন্য জীব আপনার কৃপার উপর নির্ভর করে, কিন্তু আপনি যখন তাদের মুক্তি দিতে চান, তখন আপনি অন্য কারও উপর নির্ভর করেন না। বস্তুতপক্ষে আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে আপনি যে কোন ব্যক্তিকে মুক্তিদান

করতে পারেন। যাঁরা আপনার কৃপা লাভ করেন, তাঁদের বলা হয় কৃপাসিদ্ধ। সিদ্ধির স্তর প্রাপ্ত হতে বহু বহু জন্ম লাগে (*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও কঠোর তপস্যা না করেও আপনার কৃপায় জীব সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। ভক্তি অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা হওয়া উচিত (*অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি*)। এটিই *নিরাশিষঃ* স্থিতি, বা ফলের আশা থেকে মুক্তি। শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর আপনার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন, কিন্তু আপনি তাঁর সেবার উপর নির্ভর না করে যে কোন ব্যক্তিকে কৃপা করতে পারেন।"

শ্লোক ৮

একস্ত্বমেব সদসদ্ দ্বয়মদ্বয়ং চ
স্বর্ণং কৃতাকৃতমিবেহ ন বস্তুভেদঃ ।
অজ্ঞানতস্ত্বয়ি জনৈর্বিহিতো বিকল্পো
যস্মাদ্ গুণব্যতিকরো নিরুপাধিকস্য ॥ ৮ ॥

একঃ—একমাত্র; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সৎ**—কার্যরূপে যার অস্তিত্ব রয়েছে; **অসৎ**—কারণরূপে যার অস্তিত্ব নেই; **দ্বয়ম্**—তারা উভয়েই; **অদ্বয়ম্**—অদ্বয়; **চ**—এবং; **স্বর্ণম্**—স্বর্ণ; **কৃত**—বিভিন্নরূপে নির্মিত; **আকৃতম্**—স্বর্ণের মূল উৎস (স্বর্ণখনি); **ইব**—সদৃশ; **ইহ**—এই জগৎ; **ন**—না; **বস্তুভেদঃ**—বস্তুর পার্থক্য; **অজ্ঞানতঃ**—অজ্ঞানের ফলেই কেবল; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **জনৈঃ**—জনসাধারণ; **বিহিতঃ**—করা উচিত; **বিকল্পঃ**—বিভেদ; **যস্মাৎ**—যার ফলে; **গুণ-ব্যতিকরঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণজাত পার্থক্য থেকে মুক্ত; **নিরুপাধিকস্য**—সব রকম জড় উপাধি থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি কার্য এবং কারণস্বরূপ। তাই, আপনি দুইরূপে প্রতীত হলেও আপনি এক। স্বর্ণ, স্বর্ণালঙ্কার এবং স্বর্ণখনির মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য নেই, তেমনই কার্য এবং কারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; তারা উভয়েই এক। অজ্ঞানতাবশতই মানুষ ভেদ কল্পনা করে থাকে। আপনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত, এবং যেহেতু সমগ্র জগৎ আপনারই সৃষ্ট এবং আপনাকে ছাড়া তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তাই তা আপনার চিন্ময় গুণের পরিণাম। অতএব ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যার ধারণা ভ্রান্ত।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি, এবং জীবের দেহ জড় শক্তিসম্ভূত। অতএব দেহটি জড় এবং আত্মা চিন্ময়। কিন্তু উভয়েরই উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৪-৫) বিশ্লেষণ করেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত। হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জগৎকে ধারণ করে আছে।" এইভাবে, জড় পদার্থ এবং জীব উভয়েই ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ। যেহেতু শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ, এবং যেহেতু বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি উভয়েই পরম শক্তিমান ভগবানের শক্তি, তাই চরমে ভগবানই সব কিছু। এই প্রসঙ্গে যে-সোনা অলঙ্কারে পরিণত হয়নি এবং যে-সোনা বিভিন্ন অলঙ্কারে পরিণত হয়েছে, তার দৃষ্টান্তটি দেওয়া যেতে পারে। কর্ণকুণ্ডলের সোনা এবং স্বর্ণখনির সোনার মধ্যে পার্থক্য কেবল কার্য এবং কারণরূপে; তা না হলে তারা একই। *বেদান্ত-সূত্রে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মই সব কিছুর কারণ। *জন্মাদ্যস্য যতঃ*। সব কিছুরই জন্ম হয়েছে পরমব্রহ্ম থেকে, যাঁর শক্তিরূপে সব কিছু প্রকাশিত। তাই, এই সমস্ত শক্তির কোনটিকেই মিথ্যা বলে মনে করা উচিত নয়। অজ্ঞানতাবশত মায়াবাদীরা ব্রহ্ম এবং মায়ার মধ্যে পার্থক্য দর্শন করে।

শ্রীমদ্ বীররাঘব আচার্য তাঁর *ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকায়* বৈষ্ণব দর্শনের বর্ণনা করে বলেছেন—জগৎ সৎ এবং অসৎ, চিৎ এবং অচিৎ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জড় পদার্থ অচিৎ এবং জীব চিৎ, কিন্তু তাদের উৎস হচ্ছেন ভগবান, যাঁর কাছে জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার কোন পার্থক্য নেই। এই ধারণা অনুসারে, জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মা সমন্বিত জড় জগৎ ভগবান থেকে অভিন্ন। *ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতরঃ*—"এই জড় জগৎও ভগবান, যদিও তাঁর থেকে তা ভিন্ন বলে প্রতীত হয়।" *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৪) ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।" যদিও কেউ বলতে পারে যে, ভগবান জড় জগৎ থেকে ভিন্ন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ভিন্ন নন। ভগবান বলেছেন *ময়া ততমিদং সর্বম্*—"আমার নির্বিশেষ রূপে আমি সমগ্র জগৎ জুড়ে ব্যাপ্ত।" তাই, এই জগৎ তাঁর থেকে ভিন্ন নয়। পার্থক্য কেবল নামের। যেমন, আমরা স্বর্ণকুণ্ডল, স্বর্ণবলয়, স্বর্ণহার ইত্যাদি বললেও চরমে তা সবই সোনা। তেমনই, জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার বিভিন্ন প্রকাশ চরমে সেই এক পরমেশ্বর ভগবান। *একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম*। এটিই বৈদিক উক্তি (*ছান্দোগ্য উপনিষদ্* ৬/২/১)। এই একত্বের কারণ হচ্ছে, সব কিছুই পরমব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যে দৃষ্টান্তটি ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে যে স্বর্ণকুণ্ডল এবং স্বর্ণখনির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নেই। বৈশেষিক দার্শনিকেরা কিন্তু তাদের মায়াবাদী বিচারধারার ফলে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তারা বলে, *ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা*—"ব্রহ্মই বাস্তব সত্য আর এই জগৎ মিথ্যা।" কিন্তু জগৎ মিথ্যা হবে কেন? এই জগৎও ব্রহ্মের প্রকাশ। অতএব এই জগৎও সত্য।

বৈষ্ণবেরা তাই জগৎকে মিথ্যা বলে মনে করেন না; পক্ষান্তরে তাঁরা সব কিছুকেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে বাস্তব বলে মনে করেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"সব কিছুই ভগবানের সেবার জন্য গ্রহণ করা উচিত এবং কোন কিছুই নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য গ্রহণ করা উচিত নয়। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অনাসক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য তা গ্রহণ করেন, তা হলে তাকে বলা হয় *যুক্তং বৈরাগ্যম্*। ভগবানের সেবার জন্য যা অনুকূল তা-ই গ্রহণ করা উচিত। জড় বলে মনে করে তা ত্যাগ করা উচিত নয়।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৫৫-২৫৬) এই জগৎকে মিথ্যা বলে বর্জন করা উচিত নয়। এই জগৎও সত্য, এবং তা সত্য বলে উপলব্ধ হয় যখন সব কিছুই ভগবানের সেবায় নিয়োগ করা হয়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যদি একটি ফুল গ্রহণ করা হয়, তা হলে

সেই ফুলটি তখন জড়, কিন্তু সেই ফুলটি যখন ভক্তি সহকারে ভগবানকে নিবেদন করা হয়, তখন তা চিন্ময়। নিজের জন্য যখন খাদ্য রন্ধন করা হয়, তখন সেটি জড়, কিন্তু ভগবানের জন্য যখন তা রন্ধন করা হয়, তখন তা চিন্ময় প্রসাদ। সেটিই হচ্ছে উপলব্ধির বিষয়। প্রকৃতপক্ষে, সব কিছুই ভগবান দান করেছেন, এবং তাই সব কিছুই চিন্ময়, কিন্তু যারা উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন নয় তারা তিনগুণের মিথস্ক্রিয়ার ফলে ভেদ দর্শন করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, সূর্য যদিও কেবলমাত্র আলোক বা কিরণ, যা সাতটি রঙে প্রকাশিত হয় এবং অন্ধকার, যা হচ্ছে সূর্যকিরণের অভাব, সেগুলি সূর্য থেকে ভিন্ন নয়, কারণ সূর্যের অস্তিত্ব ব্যতীত এই ভেদগুলি থাকতে পারে না। বিভিন্ন অবস্থার ফলে বিভিন্ন নামকরণ হতে পারে, কিন্তু সেই সবই সূর্য। *পুরাণে* তাই বলা হয়েছে—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদম্ অখিলং জগৎ ॥

"এক স্থানে স্থিত অগ্নির আলোক যেমন সর্বত্র বিস্তৃত হয়, ভগবানের শক্তিও তেমন সমগ্র জগৎ জুড়ে ব্যাপ্ত।" (*বিষ্ণুপুরাণ* ১/২২/৫৩) জড় সৃষ্টিতে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই যে, সূর্যকিরণ বিভিন্ন নাম এবং কার্য অনুসারে ব্যাপ্ত, কিন্তু সূর্য এক। *তেমনই, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—সব কিছুই পরমব্রহ্মের বিস্তার। তাই, ভগবানই সব কিছু, এবং তিনি এক ও অভিন্ন। ভগবানের থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই।

শ্লোক ৯

ত্বাং ব্রহ্ম কেচিদবযন্ত্যুত ধর্মমেকে
একে পরং সদসতোঃ পুরুষং পরেশম্ ।
অন্যেঽবযন্তি নবশক্তিযুতং পরং ত্বাং
কেচিন্মহাপুরুষমব্যয়মাত্মতন্ত্রম্ ॥ ৯ ॥

ত্বাম্—আপনি; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য, ব্রহ্ম; **কেচিৎ**—কেউ কেউ, যথা—বৈদান্তিক নামক মায়াবাদীরা; **অবযন্তি**—মনে করে; **উত**—নিশ্চিতভাবে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **একে**—অন্য কেউ; **একে**—অন্য কেউ; **পরম্**—চিন্ময়; **সৎ-অসতোঃ**—কার্য এবং কারণ উভয়েই; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **পরেশম্**—পরম ঈশ্বর; **অন্যে**—অন্যেরা; **অবযন্তি**—বর্ণনা করে; **নব-শক্তি-যুতম্**—নটি শক্তি সমন্বিত; **পরম্**—চিন্ময়; **ত্বাম্**—

আপনাকে; **কেচিৎ**—কেউ; **মহা-পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অব্যয়ম্**—শক্তির ক্ষয় ব্যতীত; **আত্ম-তন্ত্রম্**—পরম স্বতন্ত্র।

অনুবাদ

বৈদান্তিক নামে পরিচিত নির্বিশেষবাদীরা আপনাকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলে মনে করে। মীমাংসক নামক অন্য দার্শনিকেরা আপনাকে ধর্ম বলে মনে করে। সাংখ্য দার্শনিকেরা আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত এবং সমস্ত দেবতাদেরও নিয়ন্তা পরম পুরুষ বলে মনে করেন। ভগবদ্ভক্তির মার্গ অনুসরণকারী পাঞ্চরাত্রিকেরা আপনাকে নবশক্তি সমন্বিত বলে মনে করেন, এবং পতঞ্জলি মুনির অনুগামী পাতঞ্জল দার্শনিকেরা আপনাকে পরম স্বতন্ত্র, অসমোর্ধ্ব ভগবান বলে মনে করেন।

শ্লোক ১০

নাহং পরায়ুর্ঋষয়ো ন মরীচিমুখ্যা
জানন্তি যদ্বিরচিতং খলু সত্ত্বসর্গাঃ ।
যন্মায়য়া মুষিতচেতস ঈশ দৈত্য-
মর্ত্যাদয়ঃ কিমুত শশ্বদভদ্রবৃত্তাঃ ॥ ১০ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **পর-আয়ুঃ**—যে ব্যক্তির আয়ু কোটি কোটি বছর (ব্রহ্মা); **ঋষয়ঃ**—সপ্তর্ষিগণ; **ন**—না; **মরীচি-মুখ্যাঃ**—মরীচি ঋষি আদি; **জানন্তি**—জানেন; **যৎ**—যাঁর দ্বারা (ভগবান); **বিরচিতম্**—এই সৃষ্ট জগৎ; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **সত্ত্ব-সর্গাঃ**—সত্ত্বগুণে জন্ম হলেও; **যৎ-মায়য়া**—যাঁর মায়ার প্রভাবে; **মুষিত-চেতসঃ**—যাদের হৃদয় বিমোহিত; **ঈশ**—হে ভগবান; **দৈত্য**—দৈত্যগণ; **মর্ত্য-আদয়ঃ**—মানুষ আদি অন্যান্য জীবদের; **কিম্ উত**—কি বলার আছে; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **অভদ্র-বৃত্তাঃ**—জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণের দ্বারা প্রভাবিত।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমি মহাদেব, ব্রহ্মা, মরীচি আদি ঋষিগণ সত্ত্বগুণে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আপনার মায়ার দ্বারা বিমোহিত এবং এই জগৎ যে কি তা বুঝতে পারি না। সুতরাং অসুর, মানুষ আদি অন্য সমস্ত জীবেরা, যারা জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণে (রজ ও তমোগুণে) রয়েছে, তাদের কথা আর কি বলার আছে? তারা কিভাবে আপনাকে জানতে পারবে?

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে সাত্ত্বিক ব্যক্তিরাও ভগবানকে জানতে পারেন না। অতএব যারা জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণ—রজ এবং তমোগুণে অধিষ্ঠিত তাদের আর কি কথা? তা হলে কিভাবে আমরা ভগবানকে কল্পনাও করতে পারি? বহু দার্শনিক পরম সত্যকে জানার চেষ্টা করছেন, কিন্তু যেহেতু তারা জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণে অবস্থিত, তাই তারা মদ্যপান, মাংসাহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যুতক্রীড়া আদি বদভ্যাসের প্রতি আসক্ত, সুতরাং তাদের পক্ষে ভগবানকে জানা কি করে সম্ভব? আসলে তাদের পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। বর্তমান সময়ে নারদ মুনি প্রবর্তিত *পাঞ্চরাত্রিকী-বিধি* হচ্ছে একমাত্র ভরসা। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই *ব্রহ্মযামল* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"যে ভগবদ্ভক্তি উপনিষদ, পুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্র আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র উপেক্ষা করে, তা সমাজে কেবল উৎপাতই সৃষ্টি করে।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/১০১) যাঁরা অত্যন্ত উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন এবং সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরা শ্রুতি, স্মৃতি এবং অন্যান্য বৈদিক ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করেন এবং পাঞ্চরাত্রিকী বিধির অনুশীলন করেন। এইভাবে ভগবানকে না জেনে তথাকথিতভাবে ভক্তির অনুশীলন করলে তা কেবল উৎপাতেরই সৃষ্টি করে। এই কলিযুগে বহু ভুঁইফোড় গুরু দেখা দিয়েছে, এবং যেহেতু তারা *শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রিকী-বিধি* অনুসরণ করে না, তাই তারা পরম সত্য হৃদয়ঙ্গমের ব্যাপারে সারা পৃথিবী জুড়ে কেবল উৎপাতেরই সৃষ্টি করছে। কিন্তু যাঁরা সদ্‌গুরুর নির্দেশে পঞ্চরাত্রিকী-বিধি অনুসরণ করছেন, তাঁরা পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কথিত হয়, *পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্*—ভগবান যেমন *ভগবদ্‌গীতা* বলেছেন, তেমনই তিনিই পঞ্চরাত্র প্রথা বলেছেন। *বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব*—যাঁরা বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই কেবল সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব-কারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৭/১৯)

বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে যাঁরা শরণাগত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের ফলে তৎক্ষণাৎ অহৈতুকী জ্ঞান লাভ হয় এবং জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭) তাই, বাসুদেব বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* শিক্ষা দিয়েছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

"সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬)

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

"ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে তত্ত্বত হৃদয়ঙ্গম করা যায়।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৫) শিব অথবা ব্রহ্মা ও যথাযথভাবে ভগবানকে জানতে পারেন না, অতএব অন্যদের আর কি কথা, কিন্তু ভক্তিযোগের পন্থায় তাঁকে জানা যায়।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

(*ভগবদ্গীতা* ৭/১)

কেউ যদি বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে, কেবল বাসুদেব যেভাবে নিজের কথা বলেছেন তা শ্রবণ করার মাধ্যমে ভক্তিযোগের অনুশীলন করেন, তা হলে তিনি তাঁর সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব (*সমগ্রম্*)।

শ্লোক ১১

স ত্বং সমীহিতমদঃ স্থিতিজন্মনাশং
ভূতেহিতং চ জগতো ভববন্ধমোক্ষৌ ।
বায়ুর্যথা বিশতি খং চ চরাচরাখ্যং
সর্বং তদাত্মকতয়াবগমোঽবরুন্ৎসে ॥ ১১ ॥

সঃ—আপনি; **ত্বম্**—ভগবান; **সমীহিতম্**—যা (আপনার দ্বারা) সৃষ্ট হয়েছে; **অদঃ**—এই জড় জগতের; **স্থিতি-জন্ম-নাশম্**—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়; **ভূত**—

জীবের; **ঈহিতম্ চ**—বিবিধ কার্যকলাপ অথবা প্রচেষ্টা; **জগতঃ**—সমগ্র জগতের; **ভব-বন্ধ-মোক্ষৌ**—জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং মুক্ত হওয়া; **বায়ুঃ**—বায়ু; **যথা**—যেমন; **বিশতি**—প্রবেশ করে; **খম্**—বিশাল আকাশে; **চ**—এবং; **চর-অচর-আখ্যম্**—স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছু; **সর্বম্**—সব কিছু; **তৎ**—তা; **আত্মকতয়া**—আপনার উপস্থিতির ফলে; **অবগমঃ**—আপনি সব কিছু জানেন; **অবরুন্ৎসে**—আপনি সর্বব্যাপ্ত এবং তাই আপনি সব কিছু জানেন।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সাক্ষাৎ পরম জ্ঞান। আপনি এই জগৎ সম্বন্ধে এবং তার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে সব কিছু জানেন। জীবের যে সমস্ত প্রচেষ্টা এই জড় জগতে তার বন্ধন অথবা মুক্তির কারণ, তা সবই আপনি জানেন। বায়ু যেমন বিশাল আকাশে প্রবেশ করে আবার সেই সঙ্গে স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত শরীরেও প্রবেশ করে, আপনিও তেমন সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তাই আপনি সব কিছু জানেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর এক অংশের দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি পরমাণুতেও প্রবেশ করেছেন। এইভাবে সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে তিনি তাঁর অনন্ত শক্তি প্রদর্শন করেছেন।"

(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৫)

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর স্বীয় ধাম গোলোকে তাঁর স্বীয় চিন্ময় রূপ এবং হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ শ্রীমতী রাধারাণী সহ নিত্য

বিরাজমান। তাঁদের অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা শ্রীমতী রাধারাণীর নিত্য সঙ্গিনী, এবং তাঁরা আনন্দ চিন্ময় রস সম্বলিত তাঁরই প্রকাশ।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৭)

যদিও গোবিন্দ সর্বদাই তাঁর ধামে বিরাজমান (*গোলোক এব নিবসতি*), তবুও তিনি যুগপৎ সর্বত্রই বিরাজমান। তাঁর অজ্ঞাত কিছু নেই, এবং তাঁর কাছে কিছুই লুকানো যায় না। বায়ু যেমন বিশাল আকাশে প্রবেশ করলেও আকাশ থেকে স্বতন্ত্র থাকে, ভগবানও তেমনই প্রতিটি শরীরে প্রবেশ করলেও সব কিছু থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ১২

অবতারা ময়া দৃষ্টা রমমাণস্য তে গুণৈঃ ।
সোহহং তদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি যৎ তে যোষিদ্বপুর্ধৃতম্ ॥ ১২ ॥

অবতারাঃ—অবতারগণ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দৃষ্টা**—দৃষ্ট হয়েছে; **রমমাণস্য**—আপনি যখন আপনার বিবিধ লীলাবিলাস করেন; **তে**—আপনার; **গুণৈঃ**—দিব্য গুণাবলীর প্রকাশের দ্বারা; **সঃ**—শিব; **অহম্**—আমি; **তৎ**—সেই অবতার; **দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি**—দেখতে ইচ্ছা করি; **যৎ**—যা; **তে**—আপনার; **যোষিৎ-বপুঃ**—স্ত্রীশরীর; **ধৃতম্**—ধারণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার চিন্ময় গুণের প্রভাবে আপনি যে সমস্ত অবতারে প্রকাশিত হয়েছেন তা সবই আমি দর্শন করেছি, কিন্তু সম্প্রতি আপনি যে এক অপরূপ সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ করেছিলেন, তা আমি দর্শন করতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

শিব যখন বিষ্ণুর সমীপে গমন করেছিলেন, তখন বিষ্ণু তাঁর আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। শিব এখন তাঁর সেই বাসনা ব্যক্ত করছেন। ক্ষীর সমুদ্রের মন্থনের ফলে উত্থিত অমৃত বিতরণ করার জন্য ভগবান যে মোহিনীমূর্তি ধারণ করেছিলেন, তিনি তা দর্শন করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

যেন সম্মোহিতা দৈত্যাঃ পায়িতাশ্চামৃতং সুরাঃ ।
তদ্ দিদৃক্ষব আয়াতাঃ পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ১৩ ॥

যেন—এই প্রকার অবতারের দ্বারা; **সম্মোহিতাঃ**—মোহিত হয়েছিল; **দৈত্যাঃ**—দৈত্যেরা; **পায়িতাঃ**—পান করিয়েছিলেন; **চ**—ও; **অমৃতম্**—অমৃত; **সুরাঃ**—দেবতাদের; **তৎ**—সেই রূপ; **দিদৃক্ষবঃ**—দর্শন করার বাসনায়; **আয়াতাঃ**—আমরা এখানে এসেছি; **পরম্**—অত্যন্ত; **কৌতূহলম্**—কৌতূহল; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে ভগবান! যে রূপের দ্বারা আপনি দৈত্যদের সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছিলেন, আমরা সেই রূপ দর্শন করার বাসনায় এখানে এসেছি। সেই রূপ দর্শন করার জন্য আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

এবমভ্যর্থিতো বিষ্ণুর্ভগবান্ শূলপাণিনা ।
প্রহস্য ভাবগম্ভীরং গিরিশং প্রত্যভাষত ॥ ১৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **অভ্যর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **বিষ্ণুঃ ভগবান্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **শূল-পাণিনা**—ত্রিশূলধারী শিবের দ্বারা; **প্রহস্য**—হেসে; **ভাব-গম্ভীরম্**—অত্যন্ত গম্ভীরভাবে; **গিরিশম্**—মহাদেবকে; **প্রত্যভাষত**—উত্তর দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—শূলপাণি মহাদেব এইভাবে প্রার্থনা করলে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু হেসে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মহাদেবকে বললেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরেক নাম যোগেশ্বর। *যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ*। যোগীরা যোগ অভ্যাসের দ্বারা কিছু শক্তি লাভ করতে চায়, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত যোগের ঈশ্বর। শিব ভগবানের মোহিনীমূর্তি দর্শন করতে চেয়েছিলেন, যে রূপ সারা জগৎকে বিমোহিত করেছিল। শ্রীবিষ্ণু তখন গম্ভীরভাবে চিন্তা করছিলেন কিভাবে শিবকেও মোহিত করা যায়। তাই এখানে *ভাবগম্ভীরম্* শব্দটি ব্যবহার

করা হয়েছে। গিরিশ বা মহাদেবের পত্নী দুর্গাদেবী ভগবানের মায়াশক্তির প্রতীক। দুর্গাদেবী শিবকে মোহিত করতে পারেন না, কিন্তু এখন শিব ভগবানের মোহিনীমূর্তি দর্শন করতে চেয়েছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে এমন রূপ ধারণ করতে পারেন যা শিবকে পর্যন্ত মোহিত করে। তাই শ্রীবিষ্ণু গম্ভীর ছিলেন, আবার সেই সঙ্গে হাসছিলেনও।

শ্লোক ১৫

শ্রীভগবানুবাচ

কৌতূহলায় দৈত্যানাং যোষিদ্বেষো ময়া ধৃতঃ ।
পশ্যতা সুরকার্যাণি গতে পীযূষভাজনে ॥ ১৫ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **কৌতূহলায়**—বিমোহিত করার জন্য; **দৈত্যানাম্**—দৈত্যদের; **যোষিৎ-বেষঃ**—সুন্দরী রমণীর রূপ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ধৃতঃ**—ধারণ করা হয়েছিল; **পশ্যতা**—আবশ্যকতা দর্শন করে; **সুর-কার্যাণি**—দেবতাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য; **গতে**—অপহরণ করে নিলে; **পীযূষ-ভাজনে**—অমৃতভাণ্ড।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—অসুরেরা যখন অমৃতভাণ্ড অপহরণ করেছিল, তখন আমি এক সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণপূর্বক তাদের মোহিত করে দেবতাদের কার্যোদ্ধার করেছিলাম।

তাৎপর্য

ভগবান যখন মোহিনীমূর্তি ধারণ করেছিলেন, তখন অসুরেরা বিমোহিত হয়েছিল, কিন্তু সেখানে উপস্থিত দেবতারা মোহিত হননি। অর্থাৎ, যাঁরা আসুরিক মনোভাবাপন্ন তাঁরা রমণীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত, এমন কি যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরাও মোহিত হন না। ভগবান জানতেন যে, শিব যেহেতু কোন সাধারণ ব্যক্তি নন, তাই তিনি সব চাইতে সুন্দরী রমণীর রূপেও মুগ্ধ হবেন না। কামদেব পার্বতীর উপস্থিতিতে শিবকে কামে মোহিত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শিব বিচলিত হননি। পক্ষান্তরে, শিবের ক্রোধাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হয়েছিলেন। তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করতে হয়েছিল কোন্ সুন্দর রূপ

শিবকেও বিমোহিত করবে। তার ফলে তিনি গম্ভীরভাবে হেসেছিলেন, যে কথা পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে (*প্রহস্য ভাবগম্ভীরম্*)। সুন্দরী রমণী সাধারণত শিবের কামভাব উদ্দীপ্ত করতে পারে না, কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু চিন্তা করছিলেন এমন কোন রূপ কি রয়েছে যা তাঁকে মোহিত করতে পারে।

শ্লোক ১৬

তত্তেঽহং দর্শয়িষ্যামি দিদৃক্ষোঃ সুরসত্তম ।
কামিনাং বহু মন্তব্যং সঙ্কল্পপ্রভবোদয়ম্ ॥ ১৬ ॥

তৎ—তা; **তে**—আপনাকে; **অহম্**—আমি; **দর্শয়িষ্যামি**—দর্শন করাব; **দিদৃক্ষোঃ**—দর্শনেচ্ছুক; **সুর-সত্তম**—হে সুরশ্রেষ্ঠ; **কামিনাম্**—অত্যন্ত কামার্ত ব্যক্তিদের; **বহু**—অত্যন্ত; **মন্তব্যম্**—আদরণীয়; **সঙ্কল্প**—কামবাসনা; **প্রভব-উদয়ম্**—প্রবলভাবে উৎপাদনকারী।

অনুবাদ

হে সুরসত্তম, যেহেতু আপনি ইচ্ছা করেছেন, তাই আমি আপনাকে কামার্ত ব্যক্তিদের অত্যন্ত আদরণীয় আমার সেই রূপ দেখাব।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম আকর্ষণীয় এবং পরম সুন্দর স্ত্রীরূপ যে মহাদেব দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তা অবশ্যই হাস্যকর ব্যাপার ছিল। শিব জানতেন যে, তিনি তথাকথিত কোন সুন্দরী রমণীর দ্বারা বিচলিত হতে পারেন না। তিনি ভেবেছিলেন, "দৈত্যেরা মোহিত হতে পারে কিন্তু দেবতারা যেহেতু বিচলিত হননি, তা হলে সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমার বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই।" কিন্তু, মহাদেব যেহেতু ভগবানের স্ত্রীরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান এমন এক রমণীর মূর্তি ধারণ করতে মনস্থ করেছিলেন, যা মহাদেবকে এক কামের সমুদ্রে নিমজ্জিত করবে। তাই শ্রীবিষ্ণু শিবকে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে আমার স্ত্রীমূর্তি প্রদর্শন করাব এবং তার ফলে তুমি যদি কামার্ত হও তা হলে আমাকে দোষ দিও না।" যারা কাম-বাসনার দ্বারা প্রভাবিত, তারাই রমণীর রূপে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যাঁরা এই প্রকার বাসনার অতীত, যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁদের মোহিত করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবানের ইচ্ছায় সব কিছুই সম্ভব। শিব বিচলিত না হয়ে থাকতে পারেন কি না এটি তারই পরীক্ষা ছিল।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ব্রুবাণো ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
সর্বতশ্চারয়ংশ্চক্ষুর্ভব আস্তে সহোময়া ॥ ১৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণঃ**—বলতে বলতে; **ভগবান্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **তত্র**—সেখান থেকে; **এব**—তৎক্ষণাৎ; **অন্তরধীয়ত**—শিব এবং তাঁর পার্ষদদের দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **চারয়ন্**—সঞ্চারণ করে; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **ভবঃ**—মহাদেব; **আস্তে**—ছিলেন; **সহ-উময়া**—তাঁর পত্নী উমা সহ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই কথা বলতে বলতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন, এবং মহাদেব উমা সহ চতুর্দিকে তাঁর চক্ষু সঞ্চালন করে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন।

শ্লোক ১৮

ততো দদর্শোপবনে বরস্ত্রিয়ং
বিচিত্রপুষ্পারুণপল্লবদ্রুমে ।
বিক্রীড়তীং কন্দুকলীলয়া লসদ্-
দুকূলপর্যস্তনিতম্বমেখলাম্ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—তারপর; **দদর্শ**—মহাদেব দেখেছিলেন; **উপবনে**—সুন্দর বনে; **বর-স্ত্রিয়ম্**—এক অতি সুন্দরী রমণী; **বিচিত্র**—নানা প্রকার; **পুষ্প**—ফুল; **অরুণ**—অরুণবর্ণ; **পল্লব**—পত্র; **দ্রুমে**—বৃক্ষসমূহের মাঝখানে; **বিক্রীড়তীম্**—ক্রীড়ারত; **কন্দুক**—একটি বল নিয়ে; **লীলয়া**—খেলা করতে করতে; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **দুকূল**—বস্ত্রের দ্বারা; **পর্যস্ত**—আচ্ছাদিত; **নিতম্ব**—তাঁর নিতম্বে; **মেখলাম্**—মেখলার দ্বারা সজ্জিত।

অনুবাদ

তারপর, নানাবিধ ফুল এবং অরুণবর্ণ পল্লবযুক্ত বৃক্ষশোভিত নিকটবর্তী একটি উপবনে মহাদেব এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখলেন। তাঁর নিতম্বদেশ উজ্জ্বল বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং মেখলা শোভিত।

শ্লোক ১৯

আবর্তনোদ্বর্তনকম্পিতস্তন-
প্রকৃষ্টহারোরুভরৈঃ পদে পদে ।
প্রভজ্যমানামিব মধ্যতশ্চলৎ-
পদপ্রবালং নয়তীং ততস্ততঃ ॥ ১৯ ॥

আবর্তন—অবক্ষেপণ; **উদ্বর্তন**—এবং উৎক্ষেপণ; **কম্পিত**—কম্পিত; **স্তন**—স্তনদ্বয়ের; **প্রকৃষ্ট**—সুন্দর; **হার**—হারের; **উরু-ভরৈঃ**—গুরুভারের ফলে; **পদে পদে**—প্রতিপদে; **প্রভজ্যমানাম্ ইব**—যেন ভেঙ্গে গিয়েছিল; **মধ্যতঃ**—তাঁর দেহের মধ্যভাগ; **চলৎ**—সেইভাবে সঞ্চালন করে; **পদ-প্রবালম্**—প্রবালের মতো রক্তিম চরণ; **নয়তীম্**—গতিশীল; **ততঃ ততঃ**—ইতস্তত।

অনুবাদ

সেই কন্দুকের অবক্ষেপণ এবং উৎক্ষেপণ করে সেই রমণীটি যখন খেলছিলেন, তখন তাঁর স্তনদ্বয় কম্পিত হচ্ছিল এবং তাঁর সেই স্তনের ভারে এবং ভারী ফুলমালার ভারে মনে হচ্ছিল তাঁর দেহের মধ্যভাগ যেন প্রতি পদক্ষেপে ভগ্ন হয়ে যাবে, এইভাবে তিনি তাঁর প্রবালতুল্য কোমল চরণ ইতস্তত সঞ্চালন করছিলেন।

শ্লোক ২০

দিক্ষু ভ্রমৎ কন্দুকচাপলৈর্ভৃশং
প্রোদ্বিগ্নতারায়তলোললোচনাম্ ।
স্বকর্ণবিভ্রাজিতকুণ্ডলোল্লসৎ-
কপোলনীলালকমণ্ডিতাননাম্ ॥ ২০ ॥

দিক্ষু—সর্বদিকে; **ভ্রমৎ**—ভ্রাম্যমান; **কন্দুক**—কন্দুকের; **চাপলৈঃ**—চাপল্য; **ভৃশম্**—মাঝে মধ্যে; **প্রোদ্বিগ্ন**—উৎকণ্ঠায় পূর্ণ; **তার**—চক্ষু; **আয়ত**—আয়ত; **লোল**—চঞ্চল; **লোচনাম্**—লোচনদ্বয়; **স্ব-কর্ণ**—তাঁর দুই কর্ণে; **বিভ্রাজিত**—আলোকিত করে; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল; **উল্লসৎ**—উজ্জ্বল; **কপোল**—গণ্ডদেশ; **নীল**—নীলবর্ণ; **অলক**—কেশের দ্বারা; **মণ্ডিত**—সুশোভিত; **আননাম্**—মুখ।

অনুবাদ

সেই রমণীর মুখমণ্ডল আয়ত, সুন্দর, চঞ্চল চক্ষুর দ্বারা সুশোভিত ছিল, এবং তাঁর সেই নয়নযুগল কন্দুকের উৎক্ষেপণ এবং অবক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল। দুটি অতি উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল তাঁর উজ্জ্বল গণ্ডদেশকে নীলাভ প্রতিবিম্বের দ্বারা সুশোভিত করেছিল, এবং তাঁর এলোমেলো কেশরাশি তাঁর মুখমণ্ডলকে আরও দর্শনীয় করে তুলেছিল।

শ্লোক ২১

শ্লথদ্ দুকূলং কবরীং চ বিচ্যুতাং
সন্নহ্যতীং বামকরেণ বল্গুনা ।
বিনিঘ্নতীমন্যকরেণ কন্দুকং
বিমোহয়ন্তীং জগদাত্মমায়য়া ॥ ২১ ॥

শ্লথৎ—খসে পড়ায় অথবা ঢিলে হওয়ায়; **দুকূলম্**—শাড়ি; **কবরীম্ চ**—এবং তাঁর মাথার চুল; **বিচ্যুতাম্**—স্খলিত হওয়ায়; **সন্নহ্যতীম্**—তা বাঁধবার চেষ্টা করে; **বাম-করেণ**—বাম হস্তের দ্বারা; **বল্গুনা**—অত্যন্ত সুন্দর; **বিনিঘ্নতীম্**—আঘাত করে; **অন্য-করেণ**—ডান হাতের দ্বারা; **কন্দুকম্**—কন্দুকটিকে; **বিমোহয়ন্তীম্**—সকলকে এইভাবে বিমোহিত করে; **জগৎ**—সারা জগৎ; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা চিন্ময় শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

সেই কন্দুক নিয়ে খেলতে খেলতে তাঁর গায়ের শাড়ি শ্লথ হয়েছিল এবং তাঁর কেশ স্খলিত হয়েছিল। তিনি তাঁর সুন্দর বাম হস্তের দ্বারা তাঁর কেশ বন্ধনের চেষ্টা করছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে কন্দুকে আঘাত করে সেই কন্দুকটি নিয়ে খেলা করছিলেন। এইভাবে ভগবান তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা সারা জগৎ বিমোহিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) বলা হয়েছে, *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি অত্যন্ত বলবান। বস্তুতপক্ষে, তাঁর কার্যকলাপে সকলেই বিমোহিত। শম্ভু (শিব) কখনও ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত হতে

পারেন না, কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেহেতু তাঁকেও বিমোহিত করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে সেইভাবে কার্য করতে দিয়েছিলেন, যেভাবে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি সাধারণ ব্যক্তিদের মোহিত করে। ভগবান যে কোন ব্যক্তিকে, এমন কি শম্ভুর মতো শক্তিশালী ব্যক্তিকেও বিমোহিত করতে পারেন।

শ্লোক ২২

তাং বীক্ষ্য দেব ইতি কন্দুকলীলয়েষদ্-
ব্রীড়াস্ফুটস্মিতবিসৃষ্টকটাক্ষমুষ্টঃ ।
স্ত্রীপ্রেক্ষণপ্রতিসমীক্ষণবিহ্বলাত্মা
নাত্মানমন্তিক উমাং স্বগণাংশ্চ বেদ ॥ ২২ ॥

তাম্—তাঁকে; **বীক্ষ্য**—দেখে; **দেবঃ**—মহাদেব; **ইতি**—এইভাবে; **কন্দুক-লীলয়া**—কন্দুক ক্রীড়ার দ্বারা; **ঈষৎ**—ঈষৎ; **ব্রীড়া**—লজ্জাজনিত; **অস্ফুট**—অস্ফুট; **স্মিত**—হাস্যের দ্বারা; **বিসৃষ্ট**—প্রেরণ করেছিলেন; **কটাক্ষ-মুষ্টঃ**—তির্যক চাহনির দ্বারা পরাজিত; **স্ত্রী-প্রেক্ষণ**—সেই সুন্দরী রমণীকে দর্শন করে; **প্রতিসমীক্ষণ**—এবং সেই রমণীও তাঁকে দর্শন করছে দেখে; **বিহ্বল-আত্মা**—যাঁর মন বিচলিত হয়েছিল; **ন**—না; **আত্মানম্**—নিজেকে; **অন্তিকে**—নিকটে (অবস্থিত); **উমাম্**—তাঁর পত্নী উমাকে; **স্ব-গণান্ চ**—এবং তাঁর পার্ষদদের; **বেদ**—স্মরণ।

অনুবাদ

মহাদেব যখন সুন্দরী রমণীটিকে কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখেছিলেন, তখন সেই রমণীও তাঁর প্রতি কখনও কখনও দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং লজ্জায় ঈষৎ হেসেছিলেন। সেই সুন্দরী রমণীকে নিরীক্ষণ করে এবং সেই রমণীকে প্রতিনিরীক্ষণ করতে দেখে মহাদেব তাঁর পরমা সুন্দরী পত্নী উমা এবং নিকটস্থ তাঁর পার্ষদদের বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের বন্ধন হচ্ছে—সুন্দরী রমণী সুন্দর পুরুষকে এবং সুন্দর পুরুষ সুন্দরী রমণীকে মোহিত করতে পারে। শিব যখন সেই সুন্দরী বালিকাটিকে কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখেছিলেন, তখন তাঁরও সেই অবস্থা হয়েছিল। এই প্রকার কার্যে কামদেবের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। উভয় পক্ষই যখন তাদের ভ্রূসঞ্চালন

করে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন তাদের কামবাসনা বর্ধিত হতে থাকে। এই প্রকার কাম-বাসনার বিনিময় মহাদেব এবং সেই সুন্দরী রমণীর মধ্যেও হয়েছিল। উমাদেবী এবং শিবের পার্ষদেরা যদিও শিবের পাশে ছিলেন, তবুও সেই কামোন্মাদনায় তিনি তাঁদের বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই জড় জগতে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে আকর্ষণ এতই প্রবল। মহাদেবের এই প্রকার আকর্ষণের ঊর্ধ্বে থাকার কথা, কিন্তু তিনি ভগবানের মোহিনী শক্তির দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। কাম-বাসনার আকর্ষণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ঋষভদেব বলেছেন—

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ॥

"স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই ভ্রান্ত আসক্তিই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদ আদিতে 'আমি এবং আমার' বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/৮*) যখন স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে কামানুভূতির বিনিময় হয়, তখন তারা উভয়েই কামের দ্বারা পীড়িত হয়, এবং তাঁর ফলে তারা নানাভাবে এই জড় জগতে বদ্ধ হয়ে পড়ে।

শ্লোক ২৩

তস্যাঃ করাগ্রাৎ স তু কন্দুকো যদা
গতো বিদূরং তমনুব্রজৎস্ত্রিয়াঃ ।
বাসঃ সসূত্রং লঘু মারুতোঽহরদ্
ভবস্য দেবস্য কিলানুপশ্যতঃ ॥ ২৩ ॥

তস্যাঃ—সেই সুন্দরী রমণীর; **কর-অগ্রাৎ**—হাত থেকে; **সঃ**—সেই; **তু**—কিন্তু; **কন্দুকঃ**—কন্দুক; **যদা**—যখন; **গতঃ**—পতিত হয়েছিল; **বিদূরম্**—দূরে; **তম্**—সেই কন্দুক; **অনুব্রজৎ**—পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন; **স্ত্রিয়াঃ**—সেই রমণীর; **বাসঃ**—বসন; **স-সূত্রম্**—কাঞ্চি সহ; **লঘু**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে; **মারুতঃ**—বায়ু; **অহরৎ**—উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল; **ভবস্য**—মহাদেবের; **দেবস্য**—দেবাদিদেব; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **অনুপশ্যতঃ**—অনুক্ষণ দর্শন করছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর হাত থেকে কন্দুকটি যখন দূরে পতিত হল, তখন সেই রমণী তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। তখন মহাদেবের সমক্ষেই বায়ু হঠাৎ কাঞ্চি সহ তাঁর কটিদেশের সূক্ষ্ম বস্ত্র উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ২৪

এবং তাং রুচিরাপাঙ্গীং দর্শনীয়াং মনোরমাম্ ।
দৃষ্ট্বা তস্যাং মনশ্চক্রে বিষজ্জন্ত্যাং ভবঃ কিল ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **তাম্**—তাঁর; **রুচির-অপাঙ্গীম্**—সুন্দর অঙ্গ সমন্বিতা; **দর্শনীয়াম্**—সুন্দর দর্শন; **মনোরমাম্**—মনোরম; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তস্যাম্**—তাঁকে; **মনঃ চক্রে**—ভেবেছিলেন; **বিষজ্জন্ত্যাম্**—তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার জন্য; **ভবঃ**—মহাদেব; **কিল**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

মহাদেব দেখলেন, সেই রমণীর দেহের প্রতিটি অঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর, এবং সেই সুন্দরী রমণীও তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তাই সেই রমণী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বলে মনে করে, মহাদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহাদেব সেই রমণীর দেহের প্রতিটি অঙ্গ নিরীক্ষণ করছিলেন, এবং সেই রমণীও চঞ্চল নয়নে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলেন। তাই শিব মনে করেছিলেন যে, সেই রমণীও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, এবং তাই তিনি তাঁকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

তয়াপহৃতবিজ্ঞানস্তৎকৃতস্মরবিহ্বলঃ ।
ভবান্যা অপি পশ্যন্ত্যা গতহ্রীস্তৎপদং যযৌ ॥ ২৫ ॥

তয়া—তাঁর দ্বারা; **অপহৃত**—অপহৃত; **বিজ্ঞানঃ**—বিবেক; **তৎ-কৃত**—তাঁর দ্বারা কৃত; **স্মর**—তাঁর হাস্যের দ্বারা; **বিহ্বলঃ**—তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে;

ভবান্যাঃ—শিবের পত্নী ভবানী যখন; **অপি**—যদিও; **পশ্যন্ত্যাঃ**—সেই সমস্ত ঘটনা দর্শন করছিলেন; **গত-হ্রীঃ**—সমস্ত লজ্জা হারিয়ে; **তৎ-পদম্**—যেখানে রমণীটি ছিলেন সেখানে; **যযৌ**—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই রমণীর সঙ্গে রমণ করার বাসনায় শিব তাঁর জ্ঞান হারিয়ে তাঁকে পাবার জন্য এমনই উন্মত্ত হয়েছিলেন যে, ভবানীর সমক্ষেই তিনি নির্লজ্জভাবে সেই সুন্দরীর কাছে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

সা তমায়ান্তমালোক্য বিবস্ত্রা ব্রীড়িতা ভৃশম্ ।
নিলীয়মানা বৃক্ষেষু হসন্তী নান্বতিষ্ঠত ॥ ২৬ ॥

সা—সেই রমণী; **তম্**—মহাদেবকে; **আয়ান্তম্**—কাছে আসতে; **আলোক্য**—দেখে; **বিবস্ত্রা**—তিনি বিবসনা ছিলেন; **ব্রীড়িতা**—অত্যন্ত লজ্জিতা; **ভৃশম্**—এতই; **নিলীয়মানা**—লুকিয়েছিলেন; **বৃক্ষেষু**—বৃক্ষের মধ্যে; **হসন্তী**—হাসতে হাসতে; **ন**—না; **অন্বতিষ্ঠত**—এক স্থানে দাঁড়ালেন।

অনুবাদ

সেই সুন্দরী রমণী ইতিমধ্যেই বিবসনা হয়ে পড়েছিলেন, এবং তিনি যখন দেখলেন শিব তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে হাসতে হাসতে বৃক্ষের অন্তরালে লুকিয়েছিলেন; তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেননি।

শ্লোক ২৭

তামন্বগচ্ছদ্ ভগবান্ ভবঃ প্রমুষিতেন্দ্রিয়ঃ ।
কামস্য চ বশং নীতঃ করেণুমিব যূথপঃ ॥ ২৭ ॥

তাম্—তাঁর; **অন্বগচ্ছৎ**—অনুসরণ করেছিলেন; **ভগবান্**—মহাদেব; **ভবঃ**—ভব নামক; **প্রমুষিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—যাঁর ইন্দ্রিয় বিচলিত হয়েছিল; **কামস্য**—কাম-বাসনার; **চ**—এবং; **বশম্**—বশীভূত; **নীতঃ**—হয়ে; **করেণুম্**—হস্তিনী; **ইব**—সদৃশ; **যূথপঃ**—হস্তী।

অনুবাদ

মহাদেবের ইন্দ্রিয় তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল। কামান্ধ হস্তী যেভাবে হস্তিনীর প্রতি ধাবিত হয়, মহাদেবও ঠিক সেইভাবে সেই সুন্দরীর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

সোঽনুব্রজ্যাতিবেগেন গৃহীত্বানিচ্ছতীং স্ত্রিয়ম্ ।
কেশবন্ধ উপানীয় বাহুভ্যাং পরিষস্বজে ॥ ২৮ ॥

সঃ—মহাদেব; **অনুব্রজ্য**—তাঁকে অনুসরণ করে; **অতি-বেগেন**—অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে; **গৃহীত্বা**—ধরে; **অনিচ্ছতীম্**—যদিও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন; **স্ত্রিয়ম্**—রমণী; **কেশ-বন্ধে**—চুলের বেণী; **উপানীয়**—তাঁকে কাছে টেনে এনে; **বাহুভ্যাম্**—তাঁর বাহুর দ্বারা; **পরিষস্বজে**—তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

অনুবাদ

অত্যন্ত দ্রুতবেগে তাঁর পশ্চাতে ধাবিত হয়ে, মহাদেব সেই সুন্দরীর চুলের বেণী ধরে তাঁকে কাছে টেনে এনেছিলেন, এবং অনিচ্ছুক হলেও তাঁকে তাঁর বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করেছিলেন।

শ্লোক ২৯-৩০

সোপগূঢ়া ভগবতা করিণা করিণী যথা ।
ইতস্ততঃ প্রসর্পন্তী বিপ্রকীর্ণশিরোরুহা ॥ ২৯ ॥
আত্মানং মোচয়িত্বাঙ্গ সুরর্ষভভুজান্তরাৎ ।
প্রাদ্রবৎ সা পৃথুশ্রোণী মায়া দেববিনির্মিতা ॥ ৩০ ॥

সা—সেই রমণী; **উপগূঢ়া**—ধৃত এবং আলিঙ্গিত হয়ে; **ভগবতা**—মহাদেবের দ্বারা; **করিণা**—হস্তীর দ্বারা; **করিণী**—হস্তিনী; **যথা**—যেমন; **ইতস্তত**—ইতস্তত; **প্রসর্পন্তী**—সাপের মতো পিচ্ছল; **বিপ্রকীর্ণ**—বিক্ষিপ্ত; **শিরোরুহা**—তাঁর মাথার চুল; **আত্মানম্**—নিজেকে; **মোচয়িত্বা**—মুক্ত করে; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **সুর-ঋষভ**—সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব; **ভুজ-অন্তরাৎ**—তাঁর বাহুপাশ থেকে; **প্রাদ্রবৎ**—দ্রুতবেগে পলায়ন করেছিলেন; **সা**—তিনি; **পৃথু-শ্রোণী**—স্থূল নিতম্বা; **মায়া**—যোগমায়া; **দেব-বিনির্মিতা**—ভগবানের দ্বারা প্রদর্শিত।

অনুবাদ

হে রাজন্, হস্তীর দ্বারা আলিঙ্গিতা হস্তিনীর মতো সেই ভগবানের যোগমায়া নির্মিতা স্থূল নিতম্বিনী সুন্দরী মহাদেবের দ্বারা আলিঙ্গিতা হয়ে, আলুলায়িত কেশে মহাদেবের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দ্রুতবেগে পলায়ন করলেন।

শ্লোক ৩১

তস্যাসৌ পদবীং রুদ্রো বিষ্ণোরদ্ভুতকর্মণঃ ।
প্রত্যপদ্যত কামেন বৈরিণেব বিনির্জিতঃ ॥ ৩১ ॥

তস্য—ভগবানের; **অসৌ**—মহাদেব; **পদবীম্**—স্থান; **রুদ্রঃ**—শিব; **বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণুর; **অদ্ভুত-কর্মণঃ**—অদ্ভুতকর্মা; **প্রত্যপদ্যত**—অনুসরণ করতে লাগলেন; **কামেন**—কাম-বাসনার দ্বারা; **বৈরিণা ইব**—শত্রুর মতো; **বিনির্জিতঃ**—বিচলিত হয়ে।

অনুবাদ

কামরূপ শত্রুর দ্বারা বিচলিত হয়ে শিব যেন অদ্ভুতকর্মা মোহিনীরূপী বিষ্ণুর পথ অনুসরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শিব কখনও মায়ার বশীভূত হতে পারেন না। তাই বুঝতে হবে যে, শিব বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিচলিত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর বিবিধ শক্তির দ্বারা বহু অদ্ভুত কর্ম সম্পাদন করতে পারেন।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।

(*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/৮)

ভগবানের বিবিধ শক্তি রয়েছে, যার দ্বারা তিনি অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে কার্য করতে পারেন। এই ধরনের কার্য সম্পাদন করতে তাঁকে চিন্তা পর্যন্ত করতে হয় না। যেহেতু শিব এক রমণীর দ্বারা বিচলিত হয়েছিলেন, তাই বুঝতে হবে যে তা কোন রমণীর দ্বারা সম্পাদিত হয়নি, তা হয়েছিল স্বয়ং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা।

শ্লোক ৩২

তস্যানুধাবতো রেতশ্চস্কন্দামোঘরেতসঃ ।
শুষ্মিণো যূথপস্যেব বাসিতামনুধাবতঃ ॥ ৩২ ॥

তস্য—তাঁর (মহাদেবের); **অনুধাবতঃ**—যিনি অনুসরণ করছিলেন; **রেতঃ**—বীর্য; **চস্কন্দ**—স্খলিত; **অমোঘ-রেতসঃ**—যাঁর বীর্যপাত কখনও ব্যর্থ হয় না; **শুষ্মিণঃ**—উন্মত্ত; **যূথপস্য**—হস্তীর; **ইব**—সদৃশ; **বাসিতাম্**—গর্ভধারণে সক্ষম হস্তিনীর; **অনুধাবতঃ**—অনুগামী।

অনুবাদ

মত্ত হস্তী যেমন ঋতুমতী হস্তিনীর অনুগমন করে, অমোঘবীর্য মহাদেবও তেমন সেই সুন্দরীর অনুসরণ করতে লাগলেন, এবং তখন তাঁর বীর্য স্খলিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

যত্র যত্রাপতন্মহ্যাং রেতস্তস্য মহাত্মনঃ ।
তানি রূপ্যস্য হেম্নশ্চ ক্ষেত্রাণ্যাসন্ মহীপতে ॥ ৩৩ ॥

যত্র—যেখানে; **যত্র**—যেখানে; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **মহ্যাম্**—পৃথিবীর উপর; **রেতঃ**—বীর্য; **তস্য**—তাঁর; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা শিবের; **তানি**—সেই সমস্ত স্থান; **রূপ্যস্য**—রূপার; **হেম্নঃ**—স্বর্ণের; **চ**—এবং; **ক্ষেত্রাণি**—খনি; **আসন্**—হয়েছিল; **মহীপতে**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, পৃথিবীর যে যে স্থানে মহাত্মা শিবের বীর্য পতিত হয়েছিল, সেই সেই স্থান স্বর্ণ এবং রৌপ্য খনিতে পরিণত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, যারা সোনা এবং রূপা চায়, তারা জড় ঐশ্বর্য লাভের জন্য শিবের পূজা করতে পারে। শিব বেল গাছের নিচে বাস করেন এবং তিনি তাঁর বসবাসের জন্য একটি গৃহ পর্যন্ত নির্মাণ করেন না, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে দরিদ্র বলে মনে হলেও অনেক সময় দেখা যায়, তাঁর ভক্তেরা অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী এবং তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপা রয়েছে। পরে পরীক্ষিৎ মহারাজ এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং শুকদেব গোস্বামী তার উত্তর দিয়েছেন।

শ্লোক ৩৪

সরিৎসরঃসু শৈলেষু বনেষূপবনেষু চ ।
যত্র ক্ব চাসন্নৃষয়স্তত্র সন্নিহিতো হরঃ ॥ ৩৪ ॥

সরিৎ—নদীর তটে; **সরঃসু**—এবং সরোবরের নিকটে; **শৈলেষু**—পর্বতের নিকটে; **বনেষু**—বনে; **উপবনেষু**—উপবনে; **চ**—ও; **যত্র**—যেখানে; **ক্ব**—কোথায়; **চ**—ও; **আসন্**—অবস্থান করছিলেন; **ঋষয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **তত্র**—সেখানে; **সন্নিহিতঃ**—উপস্থিত ছিলেন; **হরঃ**—শিব।

অনুবাদ

মোহিনীকে অনুসরণ করতে করতে শিব নদী, সরোবর, পর্বত, বন ও উপবনে, এবং যেখানে ঋষিগণ অবস্থান করতেন, সেই সমস্ত স্থানে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, শিব যে এক সুন্দরীর আকর্ষণে উন্মত্ত হয়েছেন তা তাঁদের দেখাবার জন্য মোহিনীমূর্তি শিবকে বহু স্থানে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, বিশেষ করে যেখানে মহান ঋষিগণ বাস করেন। এইভাবে, যদিও তাঁরা ছিলেন মহান ঋষি এবং মহাত্মা, তবুও তাঁদের মনে করা উচিত নয় যে, তাঁরা মুক্ত। পক্ষান্তরে সুন্দরী স্ত্রী সম্বন্ধে তাঁদের অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। কারও মনে করা উচিত নয় যে, সুন্দরী রমণীর উপস্থিতিতে তিনি অবিচলিত থাকবেন, এবং তাঁর অধঃপতনের কোন সম্ভাবনা নেই। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

"কোন মহিলার সঙ্গে নির্জন স্থানে থাকা উচিত নয়। এমন কি নিজের মা, ভগ্নী অথবা কন্যার সঙ্গেও থাকা উচিত নয়, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এমনই দুর্দমনীয় যে, স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটতে পারে এবং অত্যন্ত বিদ্বান ও উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানুষেরও অধঃপতন হতে পারে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৯/১৯/১৭)

শ্লোক ৩৫

স্কন্নে রেতসি সোঽপশ্যদাত্মানং দেবমায়য়া ।
জড়ীকৃতং নৃপশ্রেষ্ঠ সংন্যবর্তত কশ্মলাৎ ॥ ৩৫ ॥

স্কন্নে—সম্পূর্ণরূপে স্খলিত; **রেতসি**—বীর্য; **সঃ**—শিব; **অপশ্যৎ**—দেখেছিলেন; **আত্মানম্**—নিজেকে; **দেব-মায়য়া**—ভগবানের মায়ার দ্বারা; **জড়ীকৃতম্**—মূর্খের মতো বশীভূত হয়েছেন; **নৃপ-শ্রেষ্ঠ**—হে নৃপশ্রেষ্ঠ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **সংন্যবর্তত**—নিবৃত্ত হয়েছিলেন; **কশ্মলাৎ**—মোহ থেকে।

অনুবাদ

হে নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাদেবের বীর্য সম্পূর্ণরূপে স্খলিত হলে, তিনি দেখেছিলেন কিভাবে তিনি ভগবানের মায়ার বশীভূত হয়েছেন। তখন তিনি সেই মোহ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন সুন্দরী রমণী দর্শন করে কাম-বাসনার দ্বারা বিচলিত হয়, তখন সেই বাসনা ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকে, কিন্তু যখন মৈথুনের ফলে বীর্য স্খলিত হয়, তখন কাম-বাসনার নিবৃত্তি হয়। মহাদেবেরও তাই হয়েছিল। তিনি মোহিনীমূর্তির সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বীর্যস্খলনের পর তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সেই উপবনে স্ত্রীমূর্তি দর্শন করা মাত্র কিভাবে তিনি তাঁর রূপের শিকার হয়েছিলেন। মানুষ যখন ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা বীর্য ধারণের শিক্ষালাভ করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই রমণীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন না। কেউ যদি ব্রহ্মচারী থাকতে পারেন, তা হলে তিনি এই সংসারের বহু দুঃখ-দুর্দশা থেকে ত্রাণ লাভ করেন। সংসার মানেই মৈথুনসুখ উপভোগ (*যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখম্*)। কেউ যদি বৈষয়িক জীবন থেকে নিবৃত্ত হয়ে বীর্য ধারণের শিক্ষা করেন, তা হলে তিনি ভয়ঙ্কর সংসারের সঙ্কট থেকে রক্ষা পান।

শ্লোক ৩৬

অথাবগতমাহাত্ম্য আত্মনো জগদাত্মনঃ ।
অপরিজ্ঞেয়বীর্যস্য ন মেনে তদুহাদ্ভুতম্ ॥ ৩৬ ॥

অথ—এইভাবে; **অবগত**—সম্পূর্ণরূপে জেনে; **মাহাত্ম্যঃ**—মহিমা; **আত্মনঃ**—নিজের; **জগৎ-আত্মনঃ**—এবং ভগবানের; **অপরিজ্ঞেয়-বীর্যস্য**—অনন্ত শক্তিসম্পন্ন; **ন**—না; **মেনে**—বিবেচনা করেছিলেন; **তৎ**—ভগবানের অদ্ভুত মোহিনীশক্তি, যা তাঁকে বিমোহিত করেছিল; **উ হ**—নিশ্চিতভাবে; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

এইভাবে শিব নিজের এবং অনন্ত শক্তিমান ভগবানের স্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মোহিনীশক্তি যে তাঁকে এইভাবে মোহিত করেছিল, সেই জন্য তিনি একটুও আশ্চর্য হননি।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বশক্তিমান, কারণ কোন কার্যেই তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) ভগবান বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"হে ধনঞ্জয়, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সত্য নেই।" কেউই ভগবানের সমকক্ষ বা ভগবানের থেকে মহান হতে পারে না, কারণ তিনিই হচ্ছেন সকলের ঈশ্বর। সেই সম্বন্ধে *চৈতন্য-চরিতামৃতে* (*আদি* ৫/১৪২) উল্লেখ করা হয়েছে—*একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য*। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তিনি শিবেরও ঈশ্বর, অতএব অন্যদের আর কি কথা। বিষ্ণুর পরম শক্তি সম্বন্ধে শিব ইতিমধ্যেই অবগত ছিলেন, কিন্তু মোহিত হওয়ার পর, এমন একজন প্রভুর ভৃত্য হওয়ার ফলে তিনি গর্ববোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

তমবিক্লবমব্রীড়মালক্ষ্য মধুসূদনঃ ।
উবাচ পরমপ্রীতো বিভ্রৎ স্বাং পৌরুষীং তনুম্ ॥ ৩৭ ॥

তম্—তাঁকে (শিবকে); **অবিক্লবম্**—সেই ঘটনায় অবিচলিত; **অব্রীড়ম্**—লজ্জিত না হয়ে; **আলক্ষ্য**—দেখে; **মধুসূদনঃ**—ভগবান মধুসূদন; **উবাচ**—বলেছিলেন; **পরম-প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **স্বাম্**—তাঁর নিজের; **পৌরুষীম্**—মূল; **তনুম্**—রূপ।

অনুবাদ

শিবকে বিচলিত এবং লজ্জিত না হতে দেখে ভগবান মধুসূদন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর স্বরূপ ধারণ করে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহাদেব যদিও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি দর্শনে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন, তবুও তিনি লজ্জাবোধ করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি বিষ্ণুর দ্বারা পরাস্ত হয়ে গর্ববোধ

করেছিলেন। ভগবানের কাছে কিছুই লুকানো যায় না। কারণ তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। বস্তুতপক্ষে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন—*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" যা কিছু ঘটেছিল তা সবই ভগবানের নির্দেশ অনুসারেই হয়েছিল, এবং তাই দুঃখিত বা লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। মহাদেব যদিও কারও দ্বারা পরাস্ত হন না, তবুও তিনি যখন বিষ্ণুর দ্বারা পরাজিত হন, তখন তিনি এমন একজন শক্তিমান প্রভুর ভৃত্য হওয়ার ফলে গর্ববোধ করেন।

শ্লোক ৩৮

শ্রীভগবানুবাচ

দিষ্ট্যা ত্বং বিবুধশ্রেষ্ঠ স্বাং নিষ্ঠামাত্মনা স্থিতঃ ।
যন্মে স্ত্রীরূপয়া স্বৈরং মোহিতোঽপ্যঙ্গ মায়য়া ॥ ৩৮ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **দিষ্ট্যা**—সর্ব-মঙ্গলময়; **ত্বম্**—আপনি; **বিবুধ-শ্রেষ্ঠ**—হে দেবশ্রেষ্ঠ; **স্বাম্**—নিজের; **নিষ্ঠাম্**—স্থির অবস্থায়; **আত্মনা**—নিজের; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **যৎ**—যার ফলে; **মে**—আমার; **স্ত্রী-রূপয়া**—স্ত্রীরূপ; **স্বৈরম্**—পর্যাপ্ত; **মোহিতঃ**—বিমোহিত; **অপি**—সত্ত্বেও; **অঙ্গ**—হে শিব; **মায়য়া**—আমার শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে দেবশ্রেষ্ঠ, আপনি যদিও আমার স্ত্রীরূপা মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছেন, তবুও আপনি আপনার স্থিতিতেই অধিষ্ঠিত রয়েছেন। অতএব, সর্বতোভাবে আপনার কল্যাণ হোক।

তাৎপর্য

মহাদেব যেহেতু সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই তিনি সমস্ত ভক্তদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ (*বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*)। তাই ভগবান তাঁর আদর্শ চরিত্রের প্রশংসা করে তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন, "সর্বতোভাবে আপনার কল্যাণ হোক।" ভক্তের যখন একটু গর্ব হয়, তখন ভগবান তাঁর পরম শক্তি প্রদর্শন করে সেই ভক্তের ভ্রম দূর করেন। বিষ্ণুমায়ার দ্বারা হয়রান হয়ে শিব তাঁর অবিচলিত, স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত

হয়েছিলেন। এটিই ভক্তের স্থিতি। ভক্তের কোন অবস্থাতেই, এমন কি চরম দুঃখ-দুর্দশাতেও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৬/২২) প্রতিপন্ন হয়েছে, *যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে*—ভগবানের প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস থাকার ফলে ভক্ত কখনও বিচলিত হন না, এমন কি চরম বিপদেও নয়। এই প্রকার নিরভিমান কেবল উত্তম ভক্তের পক্ষেই সম্ভব, যাঁদের মধ্যে শম্ভু হচ্ছেন অন্যতম।

শ্লোক ৩৯

কো নু মেঽতিতরেন্মায়াং বিষক্তস্ত্বদৃতে পুমান্ ।
তাংস্তান্ বিসৃজতীং ভাবান্ দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ ॥ ৩৯ ॥

কঃ—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **মে**—আমার; **অতিতরেৎ**—অতিক্রম করতে পারে; **মায়াম্**—মায়া; **বিষক্তঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত; **ত্বৎ-ঋতে**—আপনি ছাড়া; **পুমান্**—ব্যক্তি; **তান্**—এই প্রকার অবস্থা; **তান্**—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে; **বিসৃজতীম্**—অতিক্রম করতে; **ভাবান্**—জড় কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া; **দুস্তরাম্**—অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন; **অকৃত-আত্মভিঃ**—যারা ইন্দ্রিয় সংযত করতে অক্ষম তাদের দ্বারা।

অনুবাদ

হে শম্ভু, এই জড় জগতে তুমি ছাড়া আমার মায়াকে কে অতিক্রম করতে পারে? জীবেরা সাধারণত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত এবং তার প্রভাবের দ্বারা পরাভূত। বস্তুতপক্ষে, তাদের পক্ষে মায়ার প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

তিনজন প্রধান দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের মধ্যে বিষ্ণু ছাড়া অন্য সকলেই মায়ার বশীভূত। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* তাঁদের *মায়ী* বলে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ তাঁরা 'মায়ার অধীন।' কিন্তু শিব যদিও মায়ার সঙ্গ করেন, তবুও তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত নন। জীবেরা মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু মহাদেব আপাতদৃষ্টিতে মায়ার সঙ্গ করলেও, তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মহাদেব ছাড়া এই জড় জগতের সমস্ত জীবেরাই মায়ার দ্বারা বিমোহিত। শিব তাই বিষ্ণু তত্ত্বও নন, আবার জীব তত্ত্বও নন। তিনি এই দুইয়ের মাঝখানে রয়েছেন।

শ্লোক ৪০

সেয়ং গুণময়ী মায়া ন ত্বামভিভবিষ্যতি ।
ময়া সমেতা কালেন কালরূপেণ ভাগশঃ ॥ ৪০ ॥

সা—সেই দুর্লঙ্ঘ্য; **ইয়ম্**—এই; **গুণ-ময়ী**—ত্রিগুণময়ী; **মায়া**—মায়া; **ন**—না; **ত্বাম্**—আপনি; **অভিভবিষ্যতি**—ভবিষ্যতে মোহিত করতে সক্ষম হবে; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **সমেতা**—যুক্ত; **কালেন**—কালের দ্বারা; **কাল-রূপেণ**—কালরূপে; **ভাগশঃ**—তাঁর বিভিন্ন অংশ সহ।

অনুবাদ

এই বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়া, যে সৃষ্টিকার্যে আমার সহায়তা করে এবং যে প্রকৃতির তিনগুণে প্রকাশিতা, সে আর আপনাকে মোহিত করতে পারবে না।

তাৎপর্য

শিবের সঙ্গে তাঁর পত্নী দুর্গাও উপস্থিত ছিলেন। দুর্গা এই জড় জগতের সৃষ্টিকার্যে ভগবানের সহায়তা করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) ভগবান বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"হে কৌন্তেয়, জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণীদের উৎপন্ন করে।" প্রকৃতি হচ্ছেন দুর্গা।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।

কালরূপে শ্রীবিষ্ণুর সহযোগিতায় দুর্গা সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন। *স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা। স ইমাল্লোঁকান্ অসৃজত।* এটি *বেদের* বাণী (*ঐতরেয় উপনিষদ্* ১/১/১-২)। মায়া হচ্ছেন শিবের পত্নী, এবং তার ফলে শিব মায়ার সান্নিধ্যে রয়েছেন, কিন্তু এখানে বিষ্ণু শিবকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, মায়া আর তাঁকে মোহিত করতে সক্ষম হবেন না।

শ্লোক ৪১

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা রাজন্ শ্রীবৎসাঙ্কেন সৎকৃতঃ ।
আমন্ত্র্য তং পরিক্রম্য সগণঃ স্বালয়ং যযৌ ॥ ৪১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **শ্রীবৎস-অঙ্কেন**—যিনি তাঁর বক্ষে সর্বদা শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করেন; **সৎকৃতঃ**—অত্যন্ত প্রশংসিত হয়ে; **আমন্ত্র্য**—অনুমতি নিয়ে; **তম্**—তাঁকে; **পরিক্রম্য**—পরিক্রমা করে; **সগণঃ**—তাঁর পার্ষদগণ সহ; **স্ব-আলয়ম্**—তাঁর ধামে; **যযৌ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, শ্রীবৎসাঙ্ক ভগবান কর্তৃক এইভাবে প্রশংসিত হয়ে মহাদেব তাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন, এবং তারপর তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে মহাদেব তাঁর পার্ষদ সহ কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, শিব যখন শ্রীবিষ্ণুকে প্রণতি নিবেদন করছিলেন, বিষ্ণু তখন উঠে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তাই এখানে *শ্রীবৎসাঙ্কেন* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। শ্রীবৎস চিহ্ন শ্রীবিষ্ণুর বক্ষ বিভূষিত করে বিরাজ করে, এবং তাই মহাদেব যখন শ্রীবিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণু শিবকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তখন শ্রীবৎস চিহ্ন শিবের বক্ষ স্পর্শ করেছিল।

শ্লোক ৪২

আত্মাংশভূতাং তাং মায়াং ভবানীং ভগবান্ ভবঃ ।
সম্মতামৃষিমুখ্যানাং প্রীত্যাচষ্টাথ ভারত ॥ ৪২ ॥

আত্ম-অংশ-ভূতাম্—পরমাত্মার শক্তি; **তাম্**—তাঁকে; **মায়াম্**—মায়া; **ভবানীম্**—শিবের পত্নী; **ভগবান্**—শক্তিমান; **ভবঃ**—শিব; **সম্মতাম্**—স্বীকার করেছিলেন; **ঋষি-মুখ্যানাম্**—মহান ঋষিদের দ্বারা; **প্রীত্যা**—প্রীতি সহকারে; **আচষ্ট**—সম্বোধন করেছিলেন; **অথ**—তারপর; **ভারত**—হে ভরত-বংশীয় মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে ভারত, তারপর শিব সমস্ত মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত বিষ্ণুর শক্তিরূপা তাঁর পত্নী ভবানীকে সম্বোধন করে আনন্দ সহকারে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৩

অয়ি ব্যপশ্যস্ত্বমজস্য মায়াং
পরস্য পুংসঃ পরদেবতায়াঃ ।
অহং কলানামৃষভোঽপি মুহ্যে
যয়াবশোঽন্যে কিমুতাস্বতন্ত্রাঃ ॥ ৪৩ ॥

অয়ি—হে; **ব্যপশ্যঃ**—দর্শন করেছ; **ত্বম্**—তুমি; **অজস্য**—অজ ভগবানের; **মায়াম্**—মায়া; **পরস্য পুংসঃ**—পরম পুরুষের; **পর-দেবতায়াঃ**—পরম সত্য; **অহম্**—আমি; **কলানাম্**—অংশের; **ঋষভঃ**—মুখ্য; **অপি**—যদিও; **মুহ্যে**—মোহিত হয়েছি; **যয়া**—তাঁর দ্বারা; **অবশঃ**—অবশ হয়ে; **অন্যে**—অন্যদের; **কিম্ উত**—কি বলার আছে; **অস্বতন্ত্রাঃ**—সম্পূর্ণরূপে মায়ার উপর নির্ভরশীল।

অনুবাদ

মহাদেব বললেন—হে দেবী, তুমি জন্মরহিত পরদেবতা ও পরম পুরুষ ভগবানের মায়া দর্শন করলে। যদিও আমি তাঁর অংশাবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তবুও আমি তাঁর মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছি। অতএব যারা সম্পূর্ণরূপে মায়ার আশ্রিত, তাদের আর কি কথা?

শ্লোক ৪৪

যং মামপৃচ্ছস্ত্বমুপেত্য যোগাৎ
সমাসহস্রান্ত উপারতং বৈ ।
স এষ সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণো
ন যত্র কালো বিশতে ন বেদঃ ॥ ৪৪ ॥

যম্—যাঁর সম্বন্ধে; **মাম্**—আমার থেকে; **অপৃচ্ছঃ**—জিজ্ঞাসা করেছিলে; **ত্বম্**—তুমি; **উপেত্য**—আমার কাছে এসে; **যোগাৎ**—যোগ অনুষ্ঠান থেকে; **সমা**—বৎসর; **সহস্র-অন্তে**—এক হাজারের পর; **উপারতম্**—নিবৃত্ত হয়ে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—তিনি; **এষঃ**—এই; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পুরাণঃ**—আদি; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **কালঃ**—কাল; **বিশতে**—প্রবেশ করতে পারে; **ন**—না; **বেদঃ**—বেদ।

অনুবাদ

এক হাজার বছর যোগ অনুষ্ঠান করার পর আমি যখন নিবৃত্ত হয়েছিলাম, তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি কার ধ্যান করছিলাম। ইনিই সেই পুরাণ পুরুষ, যাঁর মধ্যে কাল প্রবেশ করতে পারে না এবং যাঁকে বেদ জানতে পারে না।

তাৎপর্য

কাল সর্বত্র প্রবেশ করে, কিন্তু ভগবদ্ধামে তা প্রবেশ করতে পারে না, এবং বেদও সেই ভগবানকে জানতে পারে না। এটিই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপকতা এবং সর্বজ্ঞতার লক্ষণ।

শ্লোক ৪৫

শ্রীশুক উবাচ

ইতি তেঽভিহিতস্তাত বিক্রমঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ ।
সিন্ধোর্নির্মথনে যেন ধৃতঃ পৃষ্ঠে মহাচলঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **তে**—আপনাকে; **অভিহিতঃ**—কথিত; **তাত**—হে রাজন্; **বিক্রমঃ**—পরাক্রম; **শার্ঙ্গ-ধন্বনঃ**—শার্ঙ্গ ধনুর্ধারী ভগবানের; **সিন্ধোঃ**—ক্ষীর সমুদ্রের; **নির্মথনে**—মন্থনে; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **ধৃতঃ**—ধারণ করেছিলেন; **পৃষ্ঠে**—পৃষ্ঠে; **মহা-অচলঃ**—বিশাল মন্দর পর্বত।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের সময় যিনি তাঁর পৃষ্ঠে বিশাল মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন, শার্ঙ্গধন্বা সেই ভগবানের পরাক্রমের কথা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৪৬

এতন্মুহুঃ কীর্তয়তোঽনুশৃণ্বতো
ন রিষ্যতে জাতু সমুদ্যমঃ ক্বচিৎ ।
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনং
সমস্তসংসারপরিশ্রমাপহম্ ॥ ৪৬ ॥

এতৎ—এই বর্ণনা; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **কীর্তয়তঃ**—যিনি কীর্তন করেন; **অনুশৃণ্বতঃ**—এবং শ্রবণ করেন; **ন**—না; **রিষ্যতে**—নিষ্ফল; **জাতু**—কোন সময়; **সমুদ্যমঃ**—প্রয়াস; **ক্বচিৎ**—কখনও; **যৎ**—যেহেতু; **উত্তমশ্লোক**—ভগবানের; **গুণ-অনুবর্ণনম্**—দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা; **সমস্ত**—সমগ্র; **সংসার**—জড় অস্তিত্বের; **পরিশ্রম**—ক্লেশ; **অপহম্**—নিবৃত্তি সাধন করে।

অনুবাদ

ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের এই বর্ণনা যিনি নিরন্তর শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন, তাঁর প্রচেষ্টা কখনও নিষ্ফল হয় না। বস্তুতপক্ষে, ভগবানের মহিমা কীর্তনই এই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করে।

শ্লোক ৪৭

অসদবিষয়মঙ্ঘ্রিং ভাবগম্যং প্রপন্না-
নমৃতমমরবর্যানাশয়ৎ সিন্ধুমথ্যম্ ।
কপটযুবতিবেষো মোহয়ন্ যঃ সুরারীং-
স্তমহমুপসৃতানাং কামপূরং নতোঽস্মি ॥ ৪৭ ॥

অসৎ-অবিষয়ম্—নাস্তিকেরা বুঝতে পারে না; **অঙ্ঘ্রিম্**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **ভাব-গম্যম্**— ভক্তেরা বুঝতে পারেন; **প্রপন্নান্**—পূর্ণরূপে শরণাগত; **অমৃতম্**—অমৃত; **অমর-বর্যান্**—কেবল দেবতাদের; **আশয়ৎ**—পান করতে দিয়েছিলেন; **সিন্ধু-মথ্যম্**—ক্ষীরসমুদ্রের মন্থনের ফলে উৎপন্ন; **কপট-যুবতি-বেষঃ**—ছলপূর্বক যুবতী বেশ ধারণকারী; **মোহয়ন্**—মোহিত করে; **যঃ**—যিনি; **সুর-অরীন্**—দেবতাদের শত্রুদের; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **উপসৃতানাম্**—ভক্তদের; **কাম-পূরম্**—যিনি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন; **নতঃ অস্মি**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

যিনি যুবতীর রূপ ধারণপূর্বক অসুরদের মোহিত করে, ক্ষীরসমুদ্রের মন্থনের ফলে উৎপন্ন অমৃত দেবতাদের পান করিয়েছিলেন, ভক্ত বাসনাপূর্ণকারী সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ক্ষীরসমুদ্র মন্থন সম্বন্ধীয় এই বর্ণনার উপদেশ ভগবানের দ্বারা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যদিও তিনি সকলের প্রতিই সমদর্শী, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্নেহের ফলে

তিনি ভক্তদের অনুগ্রহ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) ভগবান বলেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

"আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁদের হৃদয়ে বাস করি।" ভগবানের এই পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক। মানুষ তার সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করে পক্ষপাতিত্বের ফলে নয়, পরস্পরের প্রতি অনুরাগের ফলে। শিশু পিতার স্নেহের উপর নির্ভর করে, এবং পিতা স্নেহভরে তাঁর সন্তানকে পালন করেন। তেমনই, ভক্ত যেহেতু ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না, তাই ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে এবং তাঁর বাসনা পূর্ণ করতে প্রস্তুত থাকেন। তাই তিনি বলেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে কৌন্তেয়, উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'মোহিনীমূর্তির শিব বিমোহন' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভাবী মনুদের বর্ণনা

চোদ্দ জন মনুর মধ্যে ছয়জন মনুর বর্ণনা ইতিমধ্যে করা হয়েছে। এখন এই অধ্যায়ে সপ্তম থেকে চতুর্দশ মনুর পৃথক পৃথক বিবরণ কীর্তিত হয়েছে।

সপ্তম মনু হচ্ছেন শ্রাদ্ধদেব নামক বিবস্বানের পুত্র। ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, তরূষ, পৃষধ্র এবং বসুমান এই দশটি তাঁর পুত্র। এই মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুৎগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঋভুগণ হচ্ছেন দেবতা। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের নাম হচ্ছে পুরন্দর। কশ্যপ, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ হচ্ছেন সপ্তর্ষি। এই মন্বন্তরে অদিতির গর্ভে কশ্যপের পুত্ররূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অবতরণ করেন।

অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি হচ্ছেন মনু। নির্মোক আদি তাঁর পুত্র, এবং সুতপা আদি দেবতা। বিরোচনের পুত্র বলি হচ্ছেন ইন্দ্র, এবং গালব ও পরশুরাম হচ্ছেন সপ্তর্ষিদের অন্যতম। এই মন্বন্তরে সরস্বতীর গর্ভে দেবগুহ্যের পুত্র সার্বভৌমরূপে ভগবানের মন্বন্তরাবতার আবির্ভূত হন।

নবম মন্বন্তরে মনু হচ্ছেন দক্ষসাবর্ণি। ভূতকেতু আদি তাঁর পুত্র, এবং মরীচিগর্ভ আদি হচ্ছেন দেবতা। অদ্ভুত হচ্ছেন ইন্দ্র, এবং দ্যুতিমান আদি সপ্তর্ষি। এই মন্বন্তরে আয়ুষ্মান এবং অম্বুধারার ঋষভ নামক পুত্ররূপে ভগবানের মন্বন্তরাবতার আবির্ভূত হন।

দশম মন্বন্তরে ব্রহ্মসাবর্ণি হচ্ছেন মনু। ভূরিষেণ আদি হচ্ছেন তাঁর পুত্র, এবং হবিষ্মান আদি সপ্তর্ষি। সুবাসন আদি দেবতা এবং শম্ভু হচ্ছেন ইন্দ্র। এই মন্বন্তরে বিশ্বস্রষ্টা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে বিষূচীর গর্ভে শম্ভু-সখা ভগবান বিষ্বকসেন হচ্ছেন মন্বন্তরাবতার।

একাদশ মন্বন্তরে মনু হচ্ছেন ধর্মসাবর্ণি, এবং সত্যধর্ম আদি দশটি তাঁর পুত্র। বিহঙ্গম আদি দেবতা, বৈধৃত হচ্ছেন ইন্দ্র, এবং অরুণ আদি সপ্তর্ষি। এই মন্বন্তরে বৈধৃতা এবং আর্যকের পুত্র ধর্মসেতু হচ্ছেন মন্বন্তরাবতার।

দ্বাদশ মন্বন্তরে মনু হচ্ছেন রুদ্রসাবর্ণি। দেববান আদি তাঁর পুত্র। হরিত আদি দেবতা, ঋতধামা হচ্ছেন ইন্দ্র এবং তপোমূর্তি আদি সপ্তর্ষি। এই মন্বন্তরে সুনৃতার গর্ভে সত্যসহার পুত্র সুধামা বা স্বধামা মন্বন্তর অবতার।

ত্রয়োদশ মন্বন্তরে মনু হচ্ছেন দেবসাবর্ণি। চিত্রসেন আদি তাঁর পুত্র, সুকর্মা আদি দেবতা, দিবস্পতি হচ্ছেন ইন্দ্র এবং নির্মোক আদি সপ্তর্ষি। দেবহোত্র এবং বৃহতীর পুত্র যোগেশ্বর হচ্ছেন মন্বন্তরাবতার।

চতুর্দশ মন্বন্তরে মনু হচ্ছেন ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু, গম্ভীর প্রভৃতি তাঁর পুত্র, পবিত্র আদি দেবতা, শুচি হচ্ছেন ইন্দ্র এবং অগ্নি, বাহু প্রভৃতি সপ্তর্ষি। বিতানার গর্ভজাত সত্রায়ণের পুত্র বৃহদ্ভানু এই মন্বন্তরের অবতার।

এই চোদ্দ জন মনুর মোট শাসনকাল এক সহস্র চতুর্যুগ বা ৪৩,০০,০০০× ১,০০০ বছর।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

মনুর্বিবস্বতঃ পুত্রঃ শ্রাদ্ধদেব ইতি শ্রুতঃ ।
সপ্তমো বর্তমানো যস্তদপত্যানি মে শৃণু ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **মনুঃ**—মনু; **বিবস্বতঃ**—সূর্যদেব বিবস্বানের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **শ্রাদ্ধদেবঃ**—শ্রাদ্ধদেব; **ইতি**—এই প্রকার; **শ্রুতঃ**—বিখ্যাত; **সপ্তমঃ**—সপ্তম; **বর্তমানঃ**—বর্তমান সময়ে; **যঃ**—যিনি; **তৎ**—তাঁর; **অপত্যানি**—পুত্রগণ; **মে**—আমার কাছ থেকে; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বর্তমান মনু হচ্ছেন সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব। এই শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু। আমি এখন তাঁর পুত্রদের কথা বর্ণনা করছি, শ্রবণ কর।

শ্লোক ২-৩

ইক্ষ্বাকুর্নভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্যাতিরেব চ ।
নরিষ্যন্তোঽথ নাভাগঃ সপ্তমো দিষ্ট উচ্যতে ॥ ২ ॥
তরূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ দশমো বসুমান্ স্মৃতঃ।
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে দশপুত্রাঃ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

ইক্ষ্বাকুঃ—ইক্ষ্বাকু; **নভগঃ**—নভগ; **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ধৃষ্টঃ**—ধৃষ্ট; **শর্যাতিঃ**—শর্যাতি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—ও; **নরিষ্যন্তঃ**—নরিষ্যন্ত; **অথ**—ও; **নাভাগঃ**—নাভাগ; **সপ্তমঃ**—সপ্তম; **দিষ্টঃ**—দিষ্ট; **উচ্যতে**—বিখ্যাত; **তরূষঃ চ**—এবং তরূষ; **পৃষধ্রঃ চ**—এবং পৃষধ্র; **দশমঃ**—দশম; **বসুমান্**—বসুমান; **স্মৃতঃ**—নামক; **মনোঃ**—মনুর; **বৈবস্বতস্য**—বৈবস্বতের; **এতে**—এই সমস্ত; **দশ-পুত্রাঃ**—দশ পুত্র; **পরন্তপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মনুর দশ পুত্র যথাক্রমে ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ এবং সপ্তম পুত্র দিষ্ট নামে প্রসিদ্ধ। তারপর তরূষ ও পৃষধ্র এবং দশম পুত্র বসুমান।

শ্লোক ৪

আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ ।
অশ্বিনাবৃভবো রাজন্নিন্দ্রস্তেষাং পুরন্দরঃ ॥ ৪ ॥

আদিত্যাঃ—আদিত্যগণ; **বসবঃ**—বসুগণ; **রুদ্রাঃ**—রুদ্রগণ; **বিশ্বেদেবাঃ**—বিশ্বদেবগণ; **মরুৎ-গণাঃ**—এবং মরুদ্গণ; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **তেষাম্**—তাঁদের; **পুরন্দরঃ**—পুরন্দর।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুৎ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঋভুগণ দেবতা। পুরন্দর তাঁদের ইন্দ্র।

শ্লোক ৫

কশ্যপোঽত্রির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫ ॥

কশ্যপঃ—কশ্যপ; **অত্রিঃ**—অত্রি; **বসিষ্ঠঃ**—বসিষ্ঠ; **চ**—এবং; **বিশ্বামিত্রঃ**—বিশ্বামিত্র; **অথ**—ও; **গৌতমঃ**—গৌতম; **জমদগ্নিঃ**—জমদগ্নি; **ভরদ্বাজঃ**—ভরদ্বাজ; **ইতি**—এঁরা; **সপ্ত-ঋষয়ঃ**—সপ্তর্ষি; **স্মৃতাঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

কশ্যপ, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ—এঁরা সপ্তর্ষি বলে কথিত।

শ্লোক ৬

অত্রাপি ভগবজ্জন্ম কশ্যপাদদিতেরভূৎ ।
আদিত্যানামবরজো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্ ॥ ৬ ॥

অত্র—এই মন্বন্তরে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবৎ-জন্ম**—ভগবানের আবির্ভাব; **কশ্যপাৎ**—কশ্যপ মুনি থেকে; **অদিতেঃ**—মা অদিতির; **অভূৎ**—সম্ভব হয়েছে; **আদিত্যানাম্**—আদিত্যদের; **অবরজঃ**—কনিষ্ঠতম; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং; **বামন-রূপ-ধৃক্**—বামনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

অনুবাদ

ভগবান এই মন্বন্তরে কশ্যপ এবং অদিতির পুত্ররূপে আদিত্যদের মধ্যে কনিষ্ঠতম বামনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৭

সংক্ষেপতো ময়োক্তানি সপ্তমন্বন্তরাণি তে ।
ভবিষ্যাণ্যথ বক্ষ্যামি বিষ্ণোঃ শক্ত্যান্বিতানি চ ॥ ৭ ॥

সংক্ষেপতঃ—সংক্ষেপে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উক্তানি**—উক্ত; **সপ্ত**—সপ্ত; **মনু-অন্তরাণি**—মন্বন্তর; **তে**—আপনা ; **ভবিষ্যাণি**—ভবিষ্যৎ মনুগণ; **অথ**—ও; **বক্ষ্যামি**—আমি বলব; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **শক্ত্যা অন্বিতানি**—শক্তির দ্বারা আবিষ্ট; **চ**—ও।

অনুবাদ

আমি সংক্ষেপে আপনার কাছে সপ্ত মন্বন্তরের বিবরণ বললাম। এখন আমি বিষ্ণুর অবতার সহ ভবিষ্যৎ মনুদের কথা বলব।

শ্লোক ৮

বিবস্বতশ্চ দ্বে জায়ে বিশ্বকর্মসুতে উভে ।
সংজ্ঞা ছায়া চ রাজেন্দ্র যে প্রাগভিহিতে তব ॥ ৮ ॥

বিবস্বতঃ—বিবস্বানের; **চ**—ও; **দ্বে**—দুই; জায়ে—পত্নী; **বিশ্বকর্ম-সুতে**—বিশ্বকর্মার দুই কন্যা; **উভে**—তাঁরা উভয়ে; **সংজ্ঞা**—সংজ্ঞা; **ছায়া**—ছায়া; **চ**—এবং; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজন্; **যে**—তাঁরা উভয়ে; **প্রাক্**—পূর্বে; **অভিহিতে**—বর্ণিত; **তব**—আপনার কাছে।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমি পূর্বে (ষষ্ঠ স্কন্ধে) সংজ্ঞা এবং ছায়া নামক বিশ্বকর্মার দুই কন্যার কথা বলেছি। তাঁরা ছিলেন বিবস্বানের প্রথম দুই পত্নী।

শ্লোক ৯

তৃতীয়াং বড়বামেকে তাসাং সংজ্ঞাসুতাস্ত্রয়ঃ ।
যমো যমী শ্রাদ্ধদেবশ্ছায়ায়াশ্চ সুতাঞ্শৃণু ॥ ৯ ॥

তৃতীয়াম্—তৃতীয় পত্নী; **বড়বাম্**—বড়বা; **একে**—কোন কোন ব্যক্তি; **তাসাম্**—তিন পত্নীর; **সংজ্ঞা-সুতাঃ ত্রয়ঃ**—সংজ্ঞার তিন পুত্র; **যমঃ**—এক পুত্রের নাম যম; **যমী**—যমী নামক কন্যা; **শ্রাদ্ধদেবঃ**—আর এক পুত্র শ্রাদ্ধদেব; **ছায়ায়াঃ**—ছায়ার; **চ**—এবং; **সুতান্**—পুত্রদের; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

কেউ কেউ বলেন, সূর্যের তৃতীয় পত্নীর নাম বড়বা। এই তিন পত্নীর মধ্যে সংজ্ঞার তিনটি সন্তান—যম, যমী এবং শ্রাদ্ধদেব। এখন আমি ছায়ার সন্তানদের কথা বর্ণনা করব।

শ্লোক ১০

সাবর্ণিস্তপতী কন্যা ভার্যা সংবরণস্য যা ।
শনৈশ্চরস্তৃতীয়োঽভূদশ্বিনৌ বড়বাত্মজৌ ॥ ১০ ॥

সাবর্ণিঃ—সাবর্ণি; **তপতী**—তপতী; **কন্যা**—কন্যা; **ভার্যা**—পত্নী; **সংবরণস্য**—সংবরণ নামক রাজার; **যা**—যিনি; **শনৈশ্চরঃ**—শনৈশ্চর; **তৃতীয়ঃ**—তৃতীয় সন্তান; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **বড়বা-আত্মজৌ**—বড়বা নামক পত্নীর সন্তান।

অনুবাদ

ছায়ার সাবর্ণি নামে এক পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা হয়। তপতী পরে সংবরণ নামক রাজার পত্নী হন। ছায়ার তৃতীয় সন্তান শনৈশ্চর (শনি) । বড়বার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়।

শ্লোক ১১

অষ্টমেঽন্তর আয়াতে সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ।
নির্মোকবিরজস্কাদ্যাঃ সাবর্ণিতনয়া নৃপ ॥ ১১ ॥

অষ্টমে—অষ্টম; **অন্তরে**—মন্বন্তরে; **আয়াতে**—আগত হলে; **সাবর্ণিঃ**—সাবর্ণি; **ভবিতা**—হবেন; **মনুঃ**—অষ্টম মনু; **নির্মোক**—নির্মোক; **বিরজস্ক-আদ্যাঃ**—বিরজস্ক প্রভৃতি; **সাবর্ণি**—সাবর্ণি; **তনয়াঃ**—পুত্রগণ; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, অষ্টম মন্বন্তর আগত হলে মনু হবেন সাবর্ণি । নির্মোক, বিরজস্ক প্রভৃতি সেই সাবর্ণি মনুর পুত্র হবেন।

তাৎপর্য

এখন বৈবস্বত মন্বন্তর চলছে। জ্যোতিষ গণনা অনুসারে আমরা এখন বৈবস্বত মনুর অষ্টবিংশতি যুগে রয়েছি। প্রতিটি মনুর আয়ু একাত্তর যুগ, এবং ব্রহ্মার একদিনে এই প্রকার চৌদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়। আমরা এখন সপ্তম মনু—বৈবস্বত মনুর মন্বন্তরে রয়েছি। অষ্টম মনু আসবেন আরও লক্ষ লক্ষ বছর পর। কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহাজনদের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, অষ্টম মনু হবেন সাবর্ণি এবং নির্মোক ও বিরজস্ক হবেন তাঁর পুত্র। লক্ষ লক্ষ বছর পরে কি হবে তা শাস্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।

শ্লোক ১২

তত্র দেবাঃ সুতপসো বিরজা অমৃতপ্রভাঃ ।
তেষাং বিরোচনসুতো বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

তত্র—সেই মন্বন্তরে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **সুতপসঃ**—সুতপাগণ; **বিরজাঃ**—বিরজাগণ; **অমৃতপ্রভাঃ**—অমৃতপ্রভাগণ; **তেষাম্**—তাঁদের; **বিরোচন-সুতঃ**—বিরোচনের পুত্র; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ; **ভবিষ্যতি**—হবেন।

অনুবাদ

অষ্টম মন্বন্তরে সুতপা, বিরজা, অমৃতপ্রভা প্রভৃতি দেবতা হবেন। বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজ দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হবেন।

শ্লোক ১৩

দত্ত্বেমাং যাচমানায় বিষ্ণবে যঃ পদত্রয়ম্ ।
রাদ্ধমিন্দ্রপদং হিত্বা ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যতি ॥ ১৩ ॥

দত্ত্বা—দান করে; **ইমাম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **যাচমানায়**—যিনি তাঁর কাছ থেকে ভিক্ষা করেছিলেন; **বিষ্ণবে**—শ্রীবিষ্ণুকে; **যঃ**—বলি মহারাজ; **পদ-ত্রয়ম্**—ত্রিপাদ ভূমি; **রাদ্ধম্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ইন্দ্র-পদম্**—ইন্দ্রের পদ; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **ততঃ**—তারপর; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **অবাপ্স্যতি**—প্রাপ্ত হবেন।

অনুবাদ

বলি মহারাজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমি দান করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ত্রিভুবন হারিয়েছিলেন। কিন্তু বলি মহারাজ তাঁকে সব কিছু দান করায় ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন বলে, পরে বলি মহারাজ জীবনের পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৭/৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*—লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধি লাভের প্রয়াস করে। এই সিদ্ধির বিশ্লেষণ এখানে করা হয়েছে। *রাদ্ধমিন্দ্রপদং হিত্বা* ততঃ

সিদ্ধিমবাপ্স্যতি—তিনি ইন্দ্রের পদ পরিত্যাগ করে সিদ্ধিলাভ করবেন। সিদ্ধি বলতে বোঝায় ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহ, যোগসিদ্ধি নয়। অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামাবসায়িতা—এই সমস্ত যোগসিদ্ধি অনিত্য। পরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করা।

শ্লোক ১৪

যোঽসৌ ভগবতা বদ্ধঃ প্রীতেন সুতলে পুনঃ ।
নিবেশিতোঽধিকে স্বর্গাদধুনাস্তে স্বরাড়িব ॥ ১৪ ॥

যঃ—বলি মহারাজ; **অসৌ**—তিনি; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **বদ্ধঃ**—বদ্ধ হয়ে; **প্রীতেন**—অনুগ্রহের ফলে; **সুতলে**—সুতললোকে; **পুনঃ**—পুনরায়; **নিবেশিতঃ**—অবস্থিত হয়েছিলেন; **অধিকে**—অধিক ঐশ্বর্য; **স্বর্গাৎ**—স্বর্গলোক অপেক্ষা; **অধুনা**—এখন; **আস্তে**—অবস্থিত; **স্বরাট্ ইব**—স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের মতো।

অনুবাদ

ভগবান গভীর প্রীতি সহকারে বলিকে বন্ধন করে, স্বর্গলোকের থেকেও অধিক ঐশ্বর্য সমন্বিত সুতললোকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। বলি মহারাজ এখন সেখানে ইন্দ্রের থেকেও অধিক সুখে অবস্থান করছেন।

শ্লোক ১৫-১৬

গালবো দীপ্তিমান্ রামো দ্রোণপুত্রঃ কৃপস্তথা ।
ঋষ্যশৃঙ্গঃ পিতাস্মাকং ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥ ১৫ ॥
ইমে সপ্তর্ষয়স্তত্র ভবিষ্যন্তি স্বযোগতঃ ।
ইদানীমাসতে রাজন্ স্বে স্ব আশ্রমমণ্ডলে ॥ ১৬ ॥

গালবঃ—গালব; **দীপ্তিমান্**—দীপ্তিমান; **রামঃ**—পরশুরাম; **দ্রোণ-পুত্রঃ**—দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা; **কৃপঃ**—কৃপাচার্য; **তথা**—এবং; **ঋষ্যশৃঙ্গঃ**—ঋষ্যশৃঙ্গ; **পিতা অস্মাকম্**—আমাদের পিতা; **ভগবান্**—ভগবানের অবতার; **বাদরায়ণঃ**—ব্যাসদেব; **ইমে**—তাঁরা সকলে; **সপ্ত-ঋষয়ঃ**—সপ্তর্ষি; **তত্র**—অষ্টম মন্বন্তরে; **ভবিষ্যন্তি**—হবেন; **স্ব-যোগতঃ**—ভগবানের প্রতি তাঁদের সেবার ফলে; **ইদানীম্**—এখন; **আসতে**—তাঁরা সকলে অবস্থান করছেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **স্বে স্বে**—তাঁদের নিজেদের; **আশ্রম-মণ্ডলে**—বিভিন্ন আশ্রমে।

অনুবাদ

হে রাজন্, অষ্টম মন্বন্তরে গালব, দীপ্তিমান, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমাদের পিতা নারায়ণের অবতার ব্যাসদেব, এই সাতজন মহাত্মা সপ্তর্ষি হবেন। এখন তাঁরা সকলেই তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে অবস্থান করছেন।

শ্লোক ১৭

দেবগুহ্যাৎ সরস্বত্যাং সার্বভৌম ইতি প্রভুঃ ।
স্থানং পুরন্দরাদ্ধৃত্বা বলয়ে দাস্যতীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

দেবগুহ্যাৎ—তাঁর পিতা দেবগুহ্য থেকে; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতীর গর্ভে; **সার্বভৌমঃ**—সার্বভৌম; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রভুঃ**—প্রভু; **স্থানম্**—স্থান; **পুরন্দরাৎ**—ইন্দ্র থেকে; **হৃত্বা**—বলপূর্বক হরণ করে; **বলয়ে**—বলি মহারাজকে; **দাস্যতি**—দান করবেন; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

অষ্টম মন্বন্তরে পরম শক্তিমান ভগবান সার্বভৌম দেবগুহ্যের পুত্ররূপে সরস্বতীর গর্ভে আবির্ভূত হবেন। তিনি পুরন্দরের (দেবরাজ ইন্দ্রের) কাছ থেকে স্বর্গ হরণ করে বলিকে প্রদান করবেন।

শ্লোক ১৮

নবমো দক্ষসাবর্ণির্মনুর্বরুণসম্ভবঃ ।
ভূতকেতুর্দীপ্তকেতুরিত্যাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ ॥ ১৮ ॥

নবমঃ—নবম; **দক্ষ-সাবর্ণিঃ**—দক্ষসাবর্ণি; **মনুঃ**—মনু; **বরুণ-সম্ভবঃ**—বরুণের পুত্ররূপে; **ভূতকেতুঃ**—ভূতকেতু; **দীপ্তকেতুঃ**—দীপ্তকেতু; **ইতি**—এইভাবে; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি; **তৎ**—তাঁর; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, নবম মন্বন্তরে বরুণের পুত্র দক্ষসাবর্ণি মনু হবেন। ভূতকেতু, দীপ্তকেতু প্রভৃতি তাঁর পুত্র হবে।

শ্লোক ১৯

পারামরীচিগর্ভাদ্যা দেবা ইন্দ্রোঽদ্ভুতঃ স্মৃতঃ ।
দ্যুতিমৎপ্রমুখাস্তত্র ভবিষ্যন্ত্যৃষয়স্ততঃ ॥ ১৯ ॥

পারা—পারা; **মরীচিগর্ভ**—মরীচিগর্ভ; **আদ্যাঃ**—প্রভৃতি; **দেবাঃ**—দেবতা; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **অদ্ভুতঃ**—অদ্ভুত; **স্মৃতঃ**—নামক; **দ্যুতিমৎ**—দ্যুতিমান; **প্রমুখাঃ**—প্রমুখ; **তত্র**—সেই নবম মন্বন্তরে; **ভবিষ্যন্তি**—হবেন; **ঋষয়ঃ**—সপ্ত ঋষি; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

এই নবম মন্বন্তরে পারা, মরীচিগর্ভ প্রভৃতি দেবতা হবেন। অদ্ভুত হবেন দেবরাজ ইন্দ্র এবং দ্যুতিমান প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন।

শ্লোক ২০

আয়ুষ্মতোঽম্বুধারায়ামৃষভো ভগবৎকলা ।
ভবিতা যেন সংরাদ্ধাং ত্রিলোকীং ভোক্ষ্যতেঽদ্ভুতঃ ॥ ২০ ॥

আয়ুষ্মতঃ—আয়ুষ্মানের; **অম্বুধারায়াম্**—অম্বুধারার গর্ভে; **ঋষভঃ**—ঋষভ; **ভগবৎ-কলা**—ভগবানের অংশাবতার; **ভবিতা**—হবেন; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **সংরাদ্ধাম্**—সমস্ত ঐশ্বর্য; **ত্রিলোকীম্**—ত্রিভুবন; **ভোক্ষ্যতে**—ভোগ করবে; **অদ্ভুতঃ**—অদ্ভুত নামক ইন্দ্র।

অনুবাদ

ভগবানের অংশাবতার ঋষভদেব আয়ুষ্মানের পুত্ররূপে অম্বুধারার গর্ভে আবির্ভূত হবেন। তিনি অদ্ভুত নামক ইন্দ্রকে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করাবেন।

শ্লোক ২১

দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিরুপশ্লোকসুতো মনুঃ ।
তৎসুতা ভূরিষেণাদ্যা হবিষ্মৎপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥

দশমঃ—দশম মনু; **ব্রহ্ম-সাবর্ণিঃ**—ব্রহ্মসাবর্ণি; **উপশ্লোক-সুতঃ**—উপশ্লোকের পুত্র; **মনুঃ**—মনু হবেন; **তৎ-সুতাঃ**—তাঁর পুত্রগণ; **ভূরিষেণ-আদ্যাঃ**—ভূরিষেণ প্রভৃতি; **হবিষ্মৎ**—হবিষ্মান; **প্রমুখাঃ**—প্রমুখ; **দ্বিজাঃ**—সপ্তর্ষি।

অনুবাদ

উপশ্লোকের পুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু হবেন। ভূরিষেণ প্রভৃতি তাঁর পুত্র এবং হবিষ্মান প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ সপ্তর্ষি হবেন।

শ্লোক ২২

হবিষ্মান্ সুকৃতঃ সত্যো জয়ো মূর্তিস্তদা দ্বিজাঃ ।
সুবাসনবিরুদ্ধাদ্যা দেবাঃ শম্ভুঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥

হবিষ্মান্—হবিষ্মান; **সুকৃতঃ**—সুকৃত; **সত্যঃ**—সত্য; **জয়ঃ**—জয়; **মূর্তিঃ**—মূর্তি; **তদা**—তখন; **দ্বিজাঃ**—সপ্তর্ষি; **সুবাসন**—সুবাসন; **বিরুদ্ধ**—বিরুদ্ধ; **আদ্যাঃ**—প্রভৃতি; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **শম্ভুঃ**—শম্ভু; **সুর-ঈশ্বরঃ**—দেবতাদের রাজা ইন্দ্র।

অনুবাদ

হবিষ্মান, সুকৃত, সত্য, জয়, মূর্তি প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। সুবাসন, বিরুদ্ধ প্রভৃতি দেবতা এবং শম্ভু তাঁদের রাজা ইন্দ্র হবেন।

শ্লোক ২৩

বিষ্বক্সেনো বিষূচ্যাং তু শম্ভোঃ সখ্যং করিষ্যতি ।
জাতঃ স্বাংশেন ভগবান্ গৃহে বিশ্বসৃজো বিভুঃ ॥ ২৩ ॥

বিষ্বক্সেনঃ—বিষ্বক্সেন; **বিষূচ্যাম্**—বিষূচীর গর্ভে; **তু**—তারপর; **শম্ভোঃ**—শম্ভুর; **সখ্যম্**—সখ্য; **করিষ্যতি**—সৃষ্টি করবে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **স্ব-অংশেন**—তার অংশের দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **গৃহে**—গৃহে; **বিশ্বসৃজঃ**—বিশ্বস্রষ্টার; **বিভুঃ**—পরম শক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

বিশ্বস্রষ্টার গৃহে বিষূচীর গর্ভে ভগবানের অংশাবতার বিষ্বক্সেন নামে অবতীর্ণ হবেন। তিনি শম্ভুর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করবেন।

শ্লোক ২৪

মনুর্বৈ ধর্মসাবর্ণিরেকাদশম আত্মবান্ ।
অনাগতাস্তৎসুতাশ্চ সত্যধর্মাদয়ো দশ ॥ ২৪ ॥

মনুঃ—মনু; **বৈঃ**—বস্তুতপক্ষে; **ধর্ম-সাবর্ণিঃ**—ধর্মসাবর্ণি; **একাদশমঃ**—একাদশ; **আত্মবান্**—ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা; **অনাগতাঃ**—ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন; **তৎ**—তাঁর; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **চ**—এবং; **সত্যধর্ম-আদয়ঃ**—সত্যধর্ম আদি; **দশ**—দশ।

অনুবাদ

একাদশ মন্বন্তরে মনু হবেন আত্মতত্ত্বজ্ঞ ধর্মসাবর্ণি। সত্যধর্ম আদি তাঁর দশটি সন্তান হবে।

শ্লোক ২৫

বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্বাণরুচয়ঃ সুরাঃ।
ইন্দ্রশ্চ বৈধৃতস্তেষামৃষয়শ্চারুণাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥

বিহঙ্গমাঃ—বিহঙ্গমগণ; **কামগমাঃ**—কামগমগণ; **নির্বাণরুচয়ঃ**—নির্বাণরুচি; **সুরাঃ**—দেবতা; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **চ**—ও; **বৈধৃতঃ**—বৈধৃত; **তেষাম্**—তাঁদের; **ঋষয়ঃ**—সপ্তর্ষি; **চ**—ও; **অরুণাদয়ঃ**—অরুণ প্রমুখ।

অনুবাদ

এই মন্বন্তরে বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ, নির্বাণরুচি প্রভৃতি দেবতা হবেন। দেবরাজ ইন্দ্র হবেন বৈধৃত, এবং অরুণ আদি সপ্তর্ষি হবেন।

শ্লোক ২৬

আর্যকস্য সুতস্তত্র ধর্মসেতুরিতি স্মৃতঃ।
বৈধৃতায়াং হরেরংশস্ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি ॥ ২৬ ॥

আর্যকস্য—আর্যকের; **সুতঃ**—পুত্র; **তত্র**—সেই সময়ে (একাদশ মন্বন্তরে); **ধর্মসেতুঃ**—ধর্মসেতু; **ইতি**—এই প্রকার; **স্মৃতঃ**—বিখ্যাত; **বৈধৃতায়াম্**—বৈধৃতার গর্ভে; **হরেঃ**—ভগবানের; **অংশঃ**—অংশ অবতার; **ত্রিলোকীম্**—ত্রিলোক; **ধারয়িষ্যতি**—পালন করবেন।

অনুবাদ

আর্যকের পুত্র ধর্মসেতু নামে ভগবানের অংশাবতার আর্যকের পত্নী বৈধৃতার গর্ভে আবির্ভূত হয়ে এই মন্বন্তরে ত্রিভুবন পালন করবেন।

শ্লোক ২৭

ভবিতা রুদ্রসাবর্ণী রাজন্ দ্বাদশমো মনুঃ ।
দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়ঃ সুতাঃ ॥ ২৭ ॥

ভবিতা—আবির্ভূত হবেন; **রুদ্র-সাবর্ণিঃ**—রুদ্রসাবর্ণি; **রাজন্**—হে রাজন্; **দ্বাদশমঃ**—দ্বাদশ; **মনুঃ**—মনু; **দেববান্**—দেববান; **উপদেবঃ**—উপদেব; **চ**—এবং; **দেবশ্রেষ্ঠ**—দেবশ্রেষ্ঠ; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি; **সুতাঃ**—মনুর পুত্রগণ।

অনুবাদ

হে রাজন্, দ্বাদশ মনু হবেন রুদ্রসাবর্ণি। দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি তাঁর পুত্র হবেন।

শ্লোক ২৮

ঋতধামা চ তত্রেন্দ্রো দেবাশ্চ হরিতাদয়ঃ ।
ঋষয়শ্চ তপোমূর্তিস্তপস্ব্যাগ্নীধ্রকাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ঋতধামা—ঋতধামা; **চ**—ও; **তত্র**—সেই সময়ে; **ইন্দ্রঃ**—স্বর্গের রাজা; **দেবাঃ**—দেবতা; **চ**—এবং; **হরিত-আদয়ঃ**—হরিত আদি; **ঋষয়ঃ চ**—এবং সপ্তর্ষি; **তপোমূর্তিঃ**—তপোমূর্তি; **তপস্বী**—তপস্বী; **আগ্নীধ্রক**—আগ্নীধ্রক; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

এই মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম হবে ঋতধামা, এবং হরিত আদি দেবতা হবেন। তপোমূর্তি, তপস্বী, আগ্নীধ্রক প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন।

শ্লোক ২৯

স্বধামাখ্যো হরেরংশঃ সাধয়িষ্যতি তন্মনোঃ ।
অন্তরং সত্যসহসঃ সূনৃতায়াঃ সুতো বিভুঃ ॥ ২৯ ॥

স্বধামা-আখ্যঃ—স্বধামা; **হরেঃ অংশঃ**—ভগবানের অংশাবতার; **সাধয়িষ্যতি**—শাসন করবেন; **তৎ-মনোঃ**—সেই মনুর; **অন্তরম্**—মন্বন্তর; **সত্যসহসঃ**—সত্যসহার; **সুনৃতায়াঃ**—সুনৃতার; **সুতঃ**—পুত্র; **বিভুঃ**—পরম শক্তিমান।

অনুবাদ

ভগবানের অংশাবতার স্বধামা সুনৃতা নামক মাতা এবং সত্যসহা নামক পিতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। তিনি সেই মন্বন্তর পালন করবেন।

শ্লোক ৩০

মনুস্ত্রয়োদশো ভাব্যো দেবসাবর্ণিরাত্মবান্ ।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা দেবসাবর্ণিদেহজাঃ ॥ ৩০ ॥

মনুঃ—মনু; **ত্রয়োদশঃ**—ত্রয়োদশ; **ভাব্যঃ**—হবেন; **দেব-সাবর্ণিঃ**—দেবসাবর্ণি; **আত্মবান্**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ; **চিত্রসেন**—চিত্রসেন; **বিচিত্র-আদ্যাঃ**—বিচিত্র প্রভৃতি; **দেব-সাবর্ণিঃ**—দেবসাবর্ণির; **দেহজাঃ**—সন্তান।

অনুবাদ

আত্মতত্ত্বজ্ঞ দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মনু হবেন। চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি তাঁর পুত্র হবেন।

শ্লোক ৩১

দেবাঃ সুকর্মসুত্রামসংজ্ঞা ইন্দ্রো দিবস্পতিঃ ।
নির্মোকতত্ত্বদর্শাদ্যা ভবিষ্যন্ত্যৃষয়স্তদা ॥ ৩১ ॥

দেবাঃ—দেবতা; **সুকর্ম**—সুকর্মা; **সুত্রাম-সংজ্ঞাঃ**—এবং সুত্রামা; **ইন্দ্রঃ**—স্বর্গের রাজা; **দিবস্পতিঃ**—দিবস্পতি; **নির্মোক**—নির্মোক; **তত্ত্বদর্শ-আদ্যাঃ**—তত্ত্বদর্শ আদি; **ভবিষ্যন্তি**—হবেন; **ঋষয়ঃ**—সপ্তর্ষি; **তদা**—তখন।

অনুবাদ

ত্রয়োদশ মন্বন্তরে সুকর্মা, সুত্রামা প্রভৃতি দেবতা হবেন। দিবস্পতি হবেন স্বর্গের রাজা, এবং নির্মোক, তত্ত্বদর্শ আদি সপ্তর্ষি হবেন।

শ্লোক ৩২

দেবহোত্রস্য তনয় উপহর্তা দিবস্পতেঃ ।
যোগেশ্বরো হরেরংশো বৃহত্যাং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

দেবহোত্রস্য—দেবহোত্রের; **তনয়ঃ**—পুত্র; **উপহর্তা**—উপকারক; **দিবস্পতেঃ**—তৎকালীন ইন্দ্র দিবস্পতির; **যোগ-ঈশ্বরঃ**—যোগেশ্বর; **হরেঃ অংশঃ**—ভগবানের অংশাবতার; **বৃহত্যাম্**—বৃহতীর গর্ভে; **সম্ভবিষ্যতি**—আবির্ভূত হবেন।

অনুবাদ

দেবহোত্রের পুত্ররূপে যোগেশ্বর নামে ভগবানের অংশাবতার বৃহতীর গর্ভে আবির্ভূত হবেন। তিনি দিবস্পতির কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করবেন।

শ্লোক ৩৩

মনুর্বা ইন্দ্রসাবর্ণিশ্চতুর্দশম এষ্যতি ।
উরুগম্ভীরবুধ্যাদ্যা ইন্দ্রসাবর্ণিবীর্যজাঃ ॥ ৩৩ ॥

মনুঃ—মনু; **বা**—অথবা; **ইন্দ্র-সাবর্ণিঃ**—ইন্দ্রসাবর্ণি; **চতুর্দশমঃ**—চতুর্দশ; **এষ্যতি**—হবেন; **উরু**—উরু; **গম্ভীর**—গম্ভীর; **বুধ-আদ্যাঃ**—বুধ প্রভৃতি; **ইন্দ্র-সাবর্ণিঃ**—ইন্দ্রসাবর্ণির; **বীর্যজাঃ**—সন্তান।

অনুবাদ

চতুর্দশ মনুর নাম হবে ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু, গম্ভীর, বুধ প্রভৃতি তাঁর সন্তান হবেন।

শ্লোক ৩৪

পবিত্রাশ্চাক্ষুষা দেবাঃ শুচিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি ।
অগ্নির্বাহুঃ শুচিঃ শুদ্ধো মাগধাদ্যাস্তপস্বিনঃ ॥ ৩৪ ॥

পবিত্রাঃ—পবিত্রা; **চাক্ষুষাঃ**—চাক্ষুষ; **দেবাঃ**—দেবতা; **শুচিঃ**—শুচি; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **ভবিষ্যতি**—হবেন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **বাহুঃ**—বাহু; **শুচিঃ**—শুচি; **শুদ্ধঃ**—শুদ্ধ; **মাগধ**—মাগধ; **আদ্যাঃ**—প্রভৃতি; **তপস্বিনঃ**—ঋষি।

অনুবাদ

পবিত্র, চাক্ষুষ প্রভৃতি দেবতা হবেন। শুচি হবেন দেবরাজ ইন্দ্র। অগ্নি, বাহু, শুচি, শুদ্ধ, মাগধ আদি মহাতপস্বীগণ সপ্তর্ষি হবেন।

শ্লোক ৩৫

সত্রায়ণস্য তনয়ো বৃহদ্ভানুস্তদা হরিঃ ।
বিতানায়াং মহারাজ ক্রিয়াতন্তূন্ বিতায়িতা ॥ ৩৫ ॥

সত্রায়ণস্য—সত্রায়ণের; **তনয়ঃ**—পুত্র; **বৃহদ্ভানুঃ**—বৃহদ্ভানু; **তদা**—তখন; **হরিঃ**—ভগবান; **বিতানায়াম্**—বিতানার গর্ভে; **মহারাজ**—হে রাজন্; **ক্রিয়াতন্তূন্**—সমস্ত আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ; **বিতায়িতা**—অনুষ্ঠান করবেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, চতুর্দশ মন্বন্তরে ভগবান সত্রায়ণের পুত্ররূপে বিতানার গর্ভে আবির্ভূত হবেন। বৃহদ্ভানু নামে বিখ্যাত হয়ে এই অবতার আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করবেন।

শ্লোক ৩৬

রাজংশ্চতুর্দশৈতানি ত্রিকালানুগতানি তে ।
প্রোক্তান্যেভির্মিতঃ কল্পো যুগসাহস্রপর্যয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **চতুর্দশ**—চতুর্দশ; **এতানি**—এই সমস্ত; **ত্রি-কাল**—ত্রিকাল (অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ); **অনুগতানি**—অনুগত; **তে**—আপনাকে; **প্রোক্তানি**—বর্ণনা করা হল; **এভিঃ**—এই সমস্ত;. **মিতঃ**—পরিমিত; **কল্পঃ**—ব্রহ্মার একদিন; **যুগ-সাহস্র**—এক হাজার চতুর্যুগ; **পর্যয়ঃ**—সমন্বিত।

অনুবাদ

হে রাজন্, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কালচক্রে আবির্ভূত চতুর্দশ মনুর বর্ণনা আমি আপনার কাছে করলাম। এই চতুর্দশ মনুর শাসনকাল এক সহস্র চতুর্যুগ। তাকে বলা হয় কল্প বা ব্রহ্মার একদিন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ভাবী মনুদের বর্ণনা' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি

এই অধ্যায়ে ভগবান কর্তৃক মনুকে প্রদত্ত কর্তব্যের বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত মনু, তাঁদের পুত্রগণ, ঋষিগণ, দেবতাগণ এবং ইন্দ্রগণ ভগবানের বিভিন্ন অবতারদের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেন। সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা এবং কলিযুগ সমন্বিত প্রতিটি যুগের শেষে ঋষিগণ ভগবানের আদেশ অনুসারে বৈদিক জ্ঞান বিতরণ করে, সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। মনুর কর্তব্য হচ্ছে ধর্ম সংস্থাপন করা। মনুর পুত্রেরা মনুর আদেশ পালন করেন, এবং এইভাবে মনু ও তাঁর বংশধরদের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পালিত হয়। ইন্দ্রগণ স্বর্গলোকের বিভিন্ন শাসক। দেবতাদের সহায়তায় তাঁরা ত্রিভুবন শাসন করেন। বিভিন্ন যুগে ভগবানও অবতরণ করেন। তিনি সনক, সনাতন, যাজ্ঞবল্ক্য, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি রূপে আবির্ভূত হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, কর্তব্য কর্ম, যোগ ইত্যাদির উপদেশ দেন। মরীচি আদি রূপে তিনি প্রজাসৃষ্টি করেন। রাজারূপে তিনি দুর্বৃত্তদের দণ্ডদান করেন; এবং কালরূপে তিনি সৃষ্টি বিনাশ করেন। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, "যদি পরম শক্তিমান ভগবান তাঁর ইচ্ছার দ্বারাই সব কিছু করতে পারেন, তা হলে কেন তিনি এই ব্যবস্থাপনার জন্য এত সমস্ত ব্যক্তিদের আয়োজন করেছেন?" কিভাবে এবং কেন তিনি তা করেন, তা মায়ামুগ্ধ জীবদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

মন্বন্তরেষু ভগবন্ যথা মন্বাদয়স্ত্বিমে ।
যস্মিন্ কর্মণি যে যেন নিযুক্তাস্তদ্বদস্ব মে ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **মন্বন্তরেষু**—প্রতি মন্বন্তরে; **ভগবন্**—হে মহর্ষি; **যথা**—যেমন; **মনু-আদয়ঃ**—মনু আদি; **তু**—কিন্তু; **ইমে**—এই সমস্ত; **যস্মিন্**—যাতে; **কর্মণি**—কার্যকলাপ; **যে**—যে ব্যক্তি; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **নিযুক্তাঃ**—নিযুক্ত; **তৎ**—তা; **বদস্ব**—দয়া করে বলুন; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে ভগবন্, হে শুকদেব গোস্বামী, প্রতি মন্বন্তরে মনু আদি যাঁর দ্বারা যে যে কর্মে যেভাবে নিযুক্ত হন, তা আমাকে বলুন।

শ্লোক ২

শ্রীঋষিরুবাচ

মনবো মনুপুত্রাশ্চ মুনয়শ্চ মহীপতে ।
ইন্দ্রাঃ সুরগণাশ্চৈব সর্বে পুরুষশাসনাঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **মনবঃ**—সমস্ত মনুগণ; **মনু-পুত্রাঃ**—মনুর পুত্রগণ; **চ**—এবং; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **চ**—এবং; **মহী-পতে**—হে রাজন্; **ইন্দ্রাঃ**—সমস্ত ইন্দ্রগণ; **সুর-গণাঃ**—দেবতাগণ; **চ**—এবং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **পুরুষ-শাসনাঃ**—পরম পুরুষের শাসনাধীন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, সমস্ত মনুগণ, মনুপুত্রগণ, মুনিগণ, ইন্দ্রগণ এবং সমস্ত দেবতারাই পরম পুরুষ ভগবানের যজ্ঞ প্রভৃতি অবতারদের দ্বারা নিয়োজিত হন।

শ্লোক ৩

যজ্ঞাদয়ো যাঃ কথিতাঃ পৌরুষ্যস্তনবো নৃপ ।
মন্বাদয়ো জগদ্‌যাত্রাং নয়ন্ত্যাভিঃ প্রচোদিতাঃ ॥ ৩ ॥

যজ্ঞ-আদয়ঃ—যজ্ঞ আদি ভগবানের অবতারগণ; **যাঃ**—যাঁরা; **কথিতাঃ**—ইতিপূর্বে বলা হয়েছে; **পৌরুষ্যঃ**—পরম পুরুষের; **তনবঃ**—অবতার; **নৃপ**—হে রাজন্; **মনু-আদয়ঃ**—মনু ইত্যাদি; **জগৎ-যাত্রাম্**—জগতের কার্য; **নয়ন্তি**—নির্বাহ করেন; **আভিঃ**—অবতারদের দ্বারা; **প্রচোদিতাঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমি পূর্বেই যজ্ঞ আদি ভগবানের বিভিন্ন অবতারদের বর্ণনা করেছি। মনু এবং অন্যেরা এই অবতারদের দ্বারা মনোনীত হয়ে, তাঁদের নির্দেশনায় ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনা করেন।

তাৎপর্য

মনুগণ ভগবান এবং তাঁর বিবিধ অবতারদের নির্দেশ পালন করেন।

শ্লোক ৪

চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তাঞ্ছ্রুতিগণান্ যথা ।
তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৪ ॥

চতুঃ-যুগ-অন্তে—প্রতি চতুর্যুগের (সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা এবং কলি) অন্তে; **কালেন**—কালক্রমে; **গ্রস্তান্**—লুপ্ত; **শ্রুতিগণান্**—বৈদিক উপদেশ; **যথা**—যেমন; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **অপশ্যন্**—অপব্যবহার দর্শন করে; **যতঃ**—যেখান থেকে; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **সনাতনঃ**—সনাতন।

অনুবাদ

প্রতি চতুর্যুগের অন্তে মহান ঋষিগণ কালক্রমে সনাতন ধর্ম লুপ্তপ্রায় হতে দেখে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ধর্মঃ* এবং *সনাতনঃ* শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সনাতন ধর্মের অর্থ হচ্ছে জীবের নিত্যধর্ম। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত ক্রমশ ধর্মের অবক্ষয় হয়। সত্যযুগে ধর্ম পূর্ণরূপে পালন করা হত। ত্রেতাযুগে কিন্তু ধর্ম কিয়দংশে উপেক্ষিত হয়, এবং ধর্মের তিন-চতুর্থাংশ বর্তমান থাকে। দ্বাপর যুগে ধর্মের কেবল অর্ধাংশ বর্তমান থাকে, এবং কলিযুগে ধর্মের এক-চতুর্থাংশ বর্তমান থাকে, এবং তা-ও ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে। কলিযুগের শেষে ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে কলিযুগের মাত্র পাঁচ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তা হলেও প্রবলভাবে সনাতন ধর্মের অবক্ষয় হয়ে গেছে। তাই সাধু ব্যক্তিদের কর্তব্য, নিষ্ঠা সহকারে সনাতন ধর্ম অবলম্বন করে, সমগ্র মানব-সমাজের জন্য তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সেই আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/৩/৫১) বলা হয়েছে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

এই কলিযুগ দোষে পূর্ণ। এটি একটি অন্তহীন দোষের সমুদ্রের মতো। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত প্রামাণিক। তাই পাঁচশ বছর আগে শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু যে সংকীর্তন বা কৃষ্ণকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করে গেছেন, আমরা সেই আন্দোলন তাঁরই আদেশে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করার চেষ্টা করছি। এখন, এই আন্দোলনে যাঁরা যোগদান করেছেন, তাঁরা যদি নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য এই আন্দোলন প্রচার করেন, তা হলে এই যুগে পুনরায় মানব-সমাজের প্রকৃত ধর্ম অর্থাৎ সনাতন ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে। মানুষের নিত্য ধর্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। সেটিই *সনাতন* ধর্মের তাৎপর্য। *সনাতন* শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিত্য, তাই *সনাতন* ধর্ম বলতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিত্য দাসত্ব বরণ করা বোঝায়। জীবের নিত্য ধর্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। সেটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সারমর্ম।

শ্লোক ৫

ততো ধর্মং চতুষ্পাদং মনবো হরিণোদিতাঃ ।
যুক্তাঃ সঞ্চারয়ন্ত্যদ্ধা স্বে স্বে কালে মহীং নৃপ ॥ ৫ ॥

ততঃ—তারপর (কলিযুগের শেষে); **ধর্মম্**—ধর্ম; **চতুঃ-পাদম্**—চতুষ্পাদ; **মনবঃ**—সমস্ত মনুগণ; **হরিণা**—ভগবানের দ্বারা; **উদিতাঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **যুক্তাঃ**—যুক্ত হয়ে; **সঞ্চারয়ন্তি**—পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **স্বে স্বে**—তাদের নিজের নিজের; **কালে**—কালে; **মহীম্**—এই জগতে; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, তারপর মনুগণ ভগবানের নির্দেশ অনুসারে পূর্ণরূপে নিযুক্ত হয়ে চতুষ্পাদ ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

তাৎপর্য

কিভাবে ধর্মের চারটি অংশ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় তা *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১) ভগবান বলেছেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেন

এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন।" এটিই হচ্ছে গুরুপরম্পরার পন্থা। এই পন্থা অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে *ভগবদ্গীতার* তত্ত্ব যথাযথভাবে শিক্ষা দান করছে। এই যুগের ভাগ্যবান ব্যক্তিরা যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন আন্দোলনে অবশ্যই সুখী হতে পারবেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে সকলেই, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মানুষেরা যেন এই বাণীর প্রচারক হন। অর্থাৎ, গুরু হয়ে ভগবানের উপদেশ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করে, তাঁরা যেন মানব-সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্লোক ৬

পালয়ন্তি প্রজাপালা যাবদন্তং বিভাগশঃ ।
যজ্ঞভাগভুজো দেবা যে চ তত্রান্বিতাশ্চ তৈঃ ॥ ৬ ॥

পালয়ন্তি—আদেশ পালন করে; **প্রজা-পালাঃ**—প্রজাপালক মনুর পুত্র এবং পৌত্রগণ; **যাবৎ অন্তম্**—মন্বন্তরের শেষ পর্যন্ত; **বিভাগশঃ**—বিভাগে; **যজ্ঞভাগ-ভুজঃ**—যজ্ঞফল ভোক্তা; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **যে**—অন্যেরা; **চ**—ও; **তত্র অন্বিতাঃ**—সেই কর্মে যুক্ত; **চ**—ও; **তৈঃ**—তাঁদের সঙ্গে।

অনুবাদ

যজ্ঞের ফল ভোগ করার জন্য প্রজাপালকগণ অর্থাৎ মনুর পুত্র এবং পৌত্রেরা মন্বন্তরের অবসান পর্যন্ত ভগবানের নির্দেশ পালন করেন। দেবতারাও সেই সমস্ত যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/২) উল্লেখ করা হয়েছে—

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

"রাজর্ষিগণ এইভাবে পরম্পরার ধারায় এই পরম বিজ্ঞান লাভ করেছিলেন।" এই পরম্পরা মনু থেকে ইক্ষ্বাকু এবং ইক্ষ্বাকু থেকে তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছিল। এই জগতের শাসকগণ পরম্পরার ধারায় ভগবানের আদেশ পালন করেন। যে ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ জীবন লাভে আগ্রহী, তাঁকে অবশ্যই এই

পরম্পরার ধারা অবলম্বন করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবরূপে আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছি (*যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিযুগে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান, এবং এই সংকীর্তন আন্দোলন যদি প্রবলবেগে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে তিনি অনায়াসে সন্তুষ্ট হবেন। তার ফলে সকলে যে সুখী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৭

ইন্দ্রো ভগবতা দত্তাং ত্রৈলোক্যশ্রিয়মূর্জিতাম্ ।
ভুঞ্জানঃ পাতি লোকাংস্ত্রীন্ কামং লোকে প্রবর্ষতি ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রঃ—স্বর্গের রাজা; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **দত্তাম্**—প্রদত্ত; **ত্রৈলোক্য**—ত্রিলোকের; **শ্রিয়ম্ ঊর্জিতাম্**—মহা ঐশ্বর্য; **ভুঞ্জানঃ**—ভোগ করে; **পাতি**—পালন করেন; **লোকান্**—সমস্ত গ্রহলোক; **ত্রীন্**—ত্রিভুবনে; **কামম্**—যতটুকু প্রয়োজন; **লোকে**—এই জগতে; **প্রবর্ষতি**—বারি বর্ষণ করেন।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে এবং তার ফলে অসীম ঐশ্বর্য ভোগ করে সমস্ত লোকে যথেষ্ট বারি বর্ষণ করেন, এবং ত্রিভুবনের সমস্ত জীবদের পালন করেন।

শ্লোক ৮

জ্ঞানং চানুযুগং ব্রূতে হরিঃ সিদ্ধস্বরূপধৃক্ ।
ঋষিরূপধরঃ কর্ম যোগং যোগেশরূপধৃক ॥ ৮ ॥

জ্ঞানম্—দিব্যজ্ঞান; **চ**—এবং; **অনুযুগম্**—যুগ অনুসারে; **ব্রূতে**—বিশ্লেষণ করেন; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **সিদ্ধ-স্বরূপ-ধৃক্**—সনক-সনাতন আদি মুক্ত পুরুষের রূপ ধারণ করে; **ঋষি-রূপ-ধরঃ**—যাজ্ঞবল্ক্য আদি ঋষিদের রূপ ধারণ করে; **কর্ম**—কর্ম; **যোগম্**—যোগ; **যোগ-ঈশ-রূপ-ধৃক্**—দত্তাত্রেয় আদি মহাযোগীর রূপ ধারণ করে।

অনুবাদ

প্রতিটি যুগে ভগবান শ্রীহরি সনকাদি সিদ্ধদের রূপ ধারণ করে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, যাজ্ঞবল্ক্য আদি ঋষিরূপ ধারণ করে কর্মের শিক্ষা দেন এবং দত্তাত্রেয় আদি মহাযোগীর রূপ ধারণ করে যোগ শিক্ষা দেন।

তাৎপর্য

মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য ভগবান কেবল মনুরূপেই অবতরণ করে যথাযথভাবে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেন না, তিনি শিক্ষক, যোগী, জ্ঞানী প্রভৃতি রূপও ধারণ করেন। তাই মানব-সমাজের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রদর্শিত পথই অবলম্বন করা। বর্তমান যুগে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারাতিসার *ভগবদ্‌গীতায়* পাওয়া যায়, যা ভগবান স্বয়ং শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সেই ভগবানই আবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং আচরণ করার মাধ্যমে *ভগবদ্‌গীতার* সেই শিক্ষা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করেছেন। অর্থাৎ, ভগবান শ্রীহরি মানব-সমাজের প্রতি এতই কৃপাপরায়ণ যে, তিনি পতিত জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন।

শ্লোক ৯

সর্গং প্রজেশরূপেণ দস্যূন্ হন্যাৎ স্বরাড়্‌বপুঃ।
কালরূপেণ সর্বেষামভাবায় পৃথগ্‌গুণঃ ॥ ৯ ॥

সর্গম্—প্রজাসৃষ্টি; **প্রজা-ঈশ-রূপেণ**—মরীচি আদি প্রজাপতিরূপে; **দস্যূন্**—দস্যু-তস্করদের; **হন্যাৎ**—সংহার করার জন্য; **স্বরাট্‌বপুঃ**—রাজারূপে; **কাল-রূপেণ**—কালরূপে; **সর্বেষাম্**—সব কিছুর; **অভাবায়**—সংহারের জন্য; **পৃথক্**—ভিন্ন; **গুণঃ**—গুণ সমন্বিত।

অনুবাদ

প্রজাপতি মরীচিরূপে ভগবান প্রজাসৃষ্টি করেন; রাজারূপে তিনি দস্যু-তস্করদের বধ করেন, এবং কালরূপে তিনি সব কিছু সংহার করেন। জড় জগতের সমস্ত গুণ ভগবানেরই গুণ বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ১০

স্তূয়মানো জনৈরেভির্মায়য়া নামরূপয়া ।
বিমোহিতাত্মভির্নানাদর্শনৈর্ন চ দৃশ্যতে ॥ ১০ ॥

স্তূয়মানঃ—অন্বেষণ করে; **জনৈঃ**—জনসাধারণ; **এভিঃ**—তাদের সকলের দ্বারা; **মায়য়া**—মায়ার বশীভূত; **নাম-রূপয়া**—বিভিন্ন নাম এবং রূপ সমন্বিত; **বিমোহিত**—মোহাচ্ছন্ন; **আত্মভিঃ**—ভ্রমের দ্বারা; **নানা**—বিবিধ; **দর্শনৈঃ**—দার্শনিক বিচারের দ্বারা; **ন**—না; **চ**—এবং; **দৃশ্যতে**—ভগবানকে দেখতে পায়।

অনুবাদ

মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে জনসাধারণ বিভিন্ন প্রকার গবেষণা এবং দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা ভগবৎ-তত্ত্ব নিরূপণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ভগবানকে দেখতে পায় না।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের জন্য যে সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়, তা সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের দ্বারা সংঘটিত হয়। বিভিন্ন দার্শনিকেরা বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্নরূপে সেই পরম কারণকে অন্বেষণ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে পায় না, যিনি *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণ (*অহং সর্বস্য প্রভবঃ*)। তাদের এই অক্ষমতার কারণ হচ্ছে ভগবানের মায়া। ভক্তেরা তাই ভগবানকে, তিনি ঠিক যেমন, তেমনভাবেই গ্রহণ করেন, এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করে পরম আনন্দে মগ্ন থাকেন।

শ্লোক ১১

এতৎ কল্পবিকল্পস্য প্রমাণং পরিকীর্তিতম্ ।
যত্র মন্বন্তরাণ্যাহুশ্চতুর্দশ পুরাবিদঃ ॥ ১১ ॥

এতৎ—এই সমস্ত; **কল্প**—ব্রহ্মার একদিন; **বিকল্পস্য**—কল্পের মধ্যে পরিবর্তন, যেমন মনুদের পরিবর্তন; **প্রমাণম্**—প্রমাণ; **পরিকীর্তিতম্**—(আমার দ্বারা) বর্ণিত হয়েছে; **যত্র**—যেখানে; **মন্বন্তরাণি**—মন্বন্তর; **আহুঃ**—বলা হয়েছে; **চতুর্দশ**—চোদ্দ; **পুরাবিদঃ**—তত্ত্বজ্ঞানী।

অনুবাদ

এক কল্পে বা ব্রহ্মার একদিনে বহু পরিবর্তন হয়, যেগুলিকে বলা হয় বিকল্প। হে রাজন্, সেগুলি আমি আপনার কাছে পূর্বেই বর্ণনা করেছি। ত্রিকালদর্শী তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে ব্রহ্মার একদিনে চোদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বলি মহারাজের স্বর্গলোক জয়

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর বলি রথ এবং বিবিধ প্রকার যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গলোক আক্রমণ করেছিলেন। দেবতারা তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে, তাঁদের গুরুর নির্দেশ অনুসারে স্বর্গলোক ত্যাগ করে পলায়ন করেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে চেয়েছিলেন, ভগবান বামনদেব কিভাবে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করার অছিলায় বলি মহারাজের কাছ থেকে সব কিছু নিয়ে নেন এবং তাঁকে বন্দি করেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—অষ্টম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধে, বলি মহারাজ পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কিন্তু শুক্রাচার্যের কৃপায় তিনি পুনর্জীবন লাভ করেন। তখন তিনি তাঁর গুরুদেব শুক্রাচার্যের সেবায় যুক্ত হন। ভার্গব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর দ্বারা বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হলে যজ্ঞাগ্নি থেকে রথ, অশ্ব, ধ্বজা, ধনুক, বর্ম এবং দুটি বাণপূর্ণ তূণীর উত্থিত হয়। বলি মহারাজের পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিকে এক অম্লান পুষ্পমাল্য প্রদান করেন, এবং শুক্রাচার্য তাঁকে একটি শঙ্খ দান করেন। প্রহ্লাদ, ব্রাহ্মণ এবং গুরুদেব শুক্রাচার্যকে প্রণতি নিবেদন করে, বলি মহারাজ রণসাজে সজ্জিত হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সহ ইন্দ্রপুরীতে গমন করেন। তিনি তাঁর শঙ্খ বাজিয়ে ইন্দ্রলোকের বহির্ভাগ আক্রমণ করেন। বলি মহারাজের শক্তি দর্শন করে ইন্দ্র তাঁর গুরু বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বলির পরাক্রম বর্ণনা করে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানতে চান। বৃহস্পতি তখন দেবতাদের বলেন যে, বলি ব্রাহ্মণবলে বলীয়ান হওয়ায় দেবতারা যুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করতে পারবেন না। তাঁদের একমাত্র ভরসা হচ্ছে ভগবানের কৃপা লাভ করা। প্রকৃতপক্ষে, তা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। বৃহস্পতি তখন তাঁদের স্বর্গলোক ত্যাগ করে অন্য কোথাও গিয়ে নিজেদের অদৃশ্য রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। দেবতারা তাঁর সেই নির্দেশ পালন করেছিলেন,

এবং বলি মহারাজ তাঁর পার্ষদগণ সহ ইন্দ্রলোক লাভ করেছিলেন। ভৃগু মুনির বংশধরগণ তাঁদের শিষ্য বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে, তাঁকে দিয়ে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। এইভাবে বলি স্বর্গলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীরাজোবাচ

বলেঃ পদত্রয়ং ভূমেঃ কস্মাদ্ধরিরযাচত।
ভূত্বেশ্বরঃ কৃপণবল্লব্ধার্থোঽপি ববন্ধ তম্ ॥ ১ ॥
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামো মহৎ কৌতূহলং হি নঃ।
যাচ্ঞেশ্বরস্য পূর্ণস্য বন্ধনং চাপ্যনাগসঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা বললেন; **বলেঃ**—বলি মহারাজের; **পদ-ত্রয়ম্**—ত্রিপাদ; **ভূমেঃ**—ভূমি; **কস্মাৎ**—কেন; **হরিঃ**—ভগবান (বামনরূপে); **অযাচত**—ভিক্ষা করেছিলেন; **ভূত্ব-ঈশ্বরঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; **কৃপণ-বৎ**—দরিদ্র ব্যক্তির মতো; **লব্ধ-অর্থঃ**—তিনি উপহার প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অপি**—যদিও; **ববন্ধ**—বন্ধন করেছিলেন; **তম্**—তাঁকে (বলি মহারাজকে); **এতৎ**—এই সমস্ত; **বেদিতুম্**—জানবার জন্য; **ইচ্ছামঃ**—আমরা বাসনা করি; **মহৎ**—অত্যন্ত; **কৌতূহলম্**—ঔৎসুক্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের; **যাচ্ঞা**—ভিক্ষা করে; **ঈশ্বরস্য**—ভগবানের; **পূর্ণস্য**—যিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ; **বন্ধনম্**—বন্ধন করে; **চ**—ও; **অপি**—যদিও; **অনাগসঃ**—নিরপরাধ।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান সব কিছুর অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও কেন এক দরিদ্র ব্যক্তির মতো বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন, এবং সেই প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি বলি মহারাজকে বন্ধন করেছিলেন? সেই আপাতবিরোধী আচরণের রহস্য জানতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে।

শ্লোক ৩

শ্রীশুক উবাচ

পরাজিতশ্রীরসুভিশ্চ হাপিতো
হীন্দ্রেণ রাজন্ ভৃগুভিঃ স জীবিতঃ ।
সর্বাত্মনা তানভজদ্ ভৃগূন্ বলিঃ
শিষ্যো মহাত্মার্থনিবেদনেন ॥ ৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **পরাজিত**—পরাজিত হয়ে; **শ্রীঃ**—ঐশ্বর্য; **অসুভিঃ চ**—প্রাণেরও; **হাপিতঃ**—বঞ্চিত হয়ে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ইন্দ্রেণ**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **ভৃগুভিঃ**—ভৃগু মুনির বংশধরদের দ্বারা; **সঃ**—তিনি (বলি মহারাজ); **জীবিতঃ**—পুনর্জীবিত হয়ে; **সর্ব-আত্মনা**—সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে; **তান্**—তাঁদের; **অভজৎ**—ভজনা করেছিলেন; **ভৃগূন্**—ভৃগু মুনির বংশধরদের; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **মহাত্মা**—মহাত্মা; **অর্থ-নিবেদনেন**—সব কিছু তাঁদের সমর্পণ করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, বলি মহারাজ যখন যুদ্ধে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য এবং প্রাণ হারিয়েছিলেন, তখন ভৃগুমুনির বংশধর শুক্রাচার্য তাঁকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। সেই জন্য মহাত্মা বলি মহারাজ শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব বরণ করে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে, তাঁর সব কিছু তাঁকে নিবেদন করে তাঁকে সেবা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৪

তং ব্রাহ্মণা ভৃগবঃ প্রীয়মাণা
অযাজয়ন্ বিশ্বজিতা ত্রিণাকম্ ।
জিগীষমাণং বিধিনাভিষিচ্য
মহাভিষেকেণ মহানুভাবাঃ ॥ ৪ ॥

তম্—তাঁকে (বলি মহারাজকে); **ব্রাহ্মণাঃ**—সমস্ত ব্রাহ্মণগণ; **ভৃগবঃ**—ভৃগু মুনির বংশধরগণ; **প্রিয়মাণাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **অযাজয়ন্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন; **বিশ্বজিতা**—বিশ্বজিৎ নামক; **ত্রি-নাকম্**—স্বর্গলোক; **জিগীষমাণম্**—জয়

করার বাসনায়; **বিধিনা**—বিধিপূর্বক; **অভিষিচ্য**—অভিষিক্ত করে; **মহা-অভিষেকেণ**—মহা অভিষেকের দ্বারা; **মহা-অনুভাবাঃ**—সেই মহান ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

ভৃগু মুনির বংশধর ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রলোক জয়ের অভিলাষী বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই, তাঁরা বলি মহারাজকে মহা অভিষেকের দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত করে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৫

তেতো রথঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধো
হয়াশ্চ হর্যশ্বতুরঙ্গবর্ণাঃ ।
ধ্বজশ্চ সিংহেন বিরাজমানো
হুতাশনাদাস হবির্ভিরিষ্টাৎ ॥ ৫ ॥

ততঃ—তারপর; **রথঃ**—রথ; **কাঞ্চন**—স্বর্ণনির্মিত; **পট্ট**—রেশমের বস্ত্র; **নদ্ধঃ**—আচ্ছাদিত; **হয়াঃ চ**—অশ্বও; **হর্যশ্ব-তুরঙ্গ-বর্ণাঃ**—ইন্দ্রের অশ্বের মতো পীতবর্ণ; **ধ্বজঃ চ**—একটি পতাকাও; **সিংহেন**—সিংহ চিহ্নিত; **বিরাজমানঃ**—বর্তমান; **হুত-অশনাৎ**—প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে; **আস**—ছিল; **হবির্ভিঃ**—ঘৃত আহুতির দ্বারা; **ইষ্টাৎ**—পূজিত।

অনুবাদ

যজ্ঞাগ্নিতে যখন ঘৃত আহুতি দেওয়া হয়েছিল, তখন সেই অগ্নি থেকে স্বর্ণময় ও রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি রথ, ইন্দ্রের অশ্বের মতো পীতবর্ণ কতকগুলি অশ্ব, এবং সিংহ চিহ্নিত একটি ধ্বজা উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৬

ধনুশ্চ দিব্যং পুরটোপনদ্ধং
তূণাবরিক্তৌ কবচং চ দিব্যম্ ।
পিতামহস্তস্য দদৌ চ মালা-
মম্লানপুষ্পাং জলজং চ শুক্রঃ ॥ ৬ ॥

ধনুঃ—ধনুক; **চ**—ও; **দিব্যম্**—অসাধারণ; **পুরট-উপনদ্ধম্**—স্বর্ণমণ্ডিত; **তূণৌ**—দুটি তূণীর; **অরিক্তৌ**—অচ্যুত; **কবচম্ চ**—এবং বর্ম; **দিব্যম্**—দিব্য; **পিতামহঃ তস্য**—

তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ; **দদৌ**—দিয়েছিলেন; **চ**—এবং; **মালাম্**—একটি মালা; **অম্লান-পুষ্পাম্**—যে ফুল কখনও ম্লান হয় না তার দ্বারা; **জলজম্**—শঙ্খ (জলে যার জন্ম); **চ**—ও; **শুক্রঃ**—শুক্রাচার্য।

অনুবাদ

স্বর্ণখচিত একটি ধনুক, দুটি অক্ষয় তূণীর, এবং দিব্য কবচও আবির্ভূত হয়েছিল। বলি মহারাজের পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিকে এমন একটি পুষ্পের মালা দিয়েছিলেন, যা কখনও ম্লান হয় না। শুক্রাচার্য তাঁকে একটি শঙ্খ দান করেছিলেন।

শ্লোক ৭

এবং স বিপ্রার্জিতযোধনার্থ-
স্তৈঃ কল্পিতস্বস্ত্যয়নোঽথ বিপ্রান্ ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতপ্রণামঃ
প্রহ্রাদমামন্ত্র্য নমশ্চকার ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঃ**—তিনি (বলি মহারাজ); **বিপ্র-অর্জিত**—ব্রাহ্মণদের কৃপায় লব্ধ; **যোধন-অর্থঃ**—যুদ্ধের সাজসামগ্রী লাভ করে; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা (ব্রাহ্মণদের দ্বারা); **কল্পিত**—উপদেশ; **স্বস্ত্যয়নঃ**—বৈদিক অনুষ্ঠান; **অথ**—যেমন; **বিপ্রান্**—সমস্ত ব্রাহ্মণগণ (শুক্রাচার্য এবং অন্যেরা); **প্রদক্ষিণী-কৃত্য**—প্রদক্ষিণ করে; **কৃত-প্রণামঃ**—প্রণতি নিবেদন করে; **প্রহ্রাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **আমন্ত্র্য**—সম্বোধন করে; **নমঃ-চকার**—তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

বলি মহারাজ এইভাবে ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে সেই বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন, এবং তাঁদের কৃপায় যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁদের প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজকে সম্ভাষণপূর্বক প্রণাম করেছিলেন।

শ্লোক ৮-৯

অথারুহ্য রথং দিব্যং ভৃগুদত্তং মহারথঃ ।
সুস্রগ্ধরোঽথ সন্নহ্য ধন্বী খড়্গী ধৃতেষুধিঃ ॥ ৮ ॥

হেমাঙ্গদলসদ্বাহুঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ ।
ররাজ রথমারূঢ়ো ধিষ্ণ্যস্থ ইব হব্যবাট্ ॥ ৯ ॥

অথ—তারপর; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **রথম্**—রথে; **দিব্যম্**—দিব্য; **ভৃগু-দত্তম্**—শুক্রাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত; **মহারথঃ**—মহারথী বলি মহারাজ; **সুস্রক্-ধরঃ**—সুন্দর মালায় ভূষিত; **অথ**—এইভাবে; **সন্নহ্য**—বর্মের দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদিত করে; **ধন্বী**—ধনুক ধারণ করে; **খড়্গী**—খড়গ ধারণ করে; **ধৃত-ইষুধিঃ**—তূণীর ধারণ করে; **হেম-অঙ্গদ-লসৎ-বাহুঃ**—স্বর্ণবলয় সুশোভিত বাহু; **স্ফুরৎ-মকর-কুণ্ডলঃ**—মরকত মণির উজ্জ্বল কুণ্ডলে শোভিত; **ররাজ**—উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল; **রথম্ আরূঢ়ঃ**—রথে আরোহণ করে; **ধিষ্ণ্য-স্থঃ**—যজ্ঞবেদিতে স্থিত হয়ে; **ইব**—সদৃশ; **হব্য-বাট্**—পূজ্য অগ্নি।

অনুবাদ

তারপর বলি মহারাজ শুক্রাচার্য প্রদত্ত দিব্য রথে আরোহণপূর্বক, সুন্দর মালায় ভূষিত হয়ে, কবচের দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদিত করে ধনুক, খড়্গ, তূণ ধারণ করেছিলেন। স্বর্ণবলয় এবং মরকত মণির কুণ্ডলে শোভিত হয়ে তিনি যখন রথে উপবেশন করেছিলেন, তখন তিনি আহুনীয় অগ্নির মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১০-১১

তুল্যৈশ্বর্যবলশ্রীভিঃ স্বযূথৈর্দৈত্যযূথপৈঃ ।
পিবদ্ভিরিব খং দৃগ্‌ভির্দহদ্ভিঃ পরিধীনিব ॥ ১০ ॥
বৃতো বিকর্ষন্ মহতীমাসুরীং ধ্বজিনীং বিভুঃ ॥
যযাবিন্দ্রপুরীং স্বৃদ্ধাং কম্পয়ন্নিব রোদসী ॥ ১১ ॥

তুল্য-ঐশ্বর্য—সমান ঐশ্বর্য; **বল**—বল; **শ্রীভিঃ**—এবং সৌন্দর্য; **স্ব-যূথৈঃ**—তাঁর আপনজনদের দ্বারা; **দৈত্য-যূথপৈঃ**—এবং দৈত্য যূথপতিদের দ্বারা; **পিবদ্ভিঃ**—পান করে; **ইব**—যেন; **খম্**—আকাশ; **দৃগ্‌ভিঃ**—দৃষ্টির দ্বারা; **দহদ্ভিঃ**—দগ্ধ করছিল; **পরিধীন্**—সর্বদিক; **ইব**—যেন; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **বিকর্ষন্**—আকর্ষণীয়; **মহতীম্**—অত্যন্ত মহান; **আসুরীম্**—আসুরিক; **ধ্বজিনীম্**—সৈন্য; **বিভুঃ**—পরম শক্তিমান; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **ইন্দ্র-পুরীম্**—দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানীতে; **সু-ঋদ্ধাম্**—অত্যন্ত ঐশ্বর্যমণ্ডিত; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করে; **ইব**—যেন; **রোদসী**—সারা পৃথিবী।

অনুবাদ

তিনি যখন বল, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে তাঁরই সমান তাঁর সৈন্য এবং দৈত্য যূথপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তখন মনে হয়েছিল যেন তারা আকাশকে গ্রাস করছিল এবং দৃষ্টির দ্বারা দিকসমূহ দগ্ধ করছিল। এইভাবে অসুর সৈন্যদের সমবেত করে বলি মহারাজ পৃথিবী কম্পিত করতে করতে সমৃদ্ধিশালী ইন্দ্রপুরীতে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ১২

রম্যামুপবনোদ্যানৈঃ শ্রীমদ্ভির্নন্দনাদিভিঃ ।
কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ ।
প্রবালফলপুষ্পোরুভারশাখামরদ্রুমৈঃ ॥ ১২ ॥

রম্যাম্—অত্যন্ত মনোরম; **উপবন**—উপবন; **উদ্যানৈঃ**—উদ্যান; **শ্রীমদ্ভিঃ**—অত্যন্ত সুন্দর দর্শন; **নন্দন-আদিভিঃ**—নন্দনকানন আদি; **কূজৎ**—কূজিত; **বিহঙ্গ**—পক্ষী; **মিথুনৈঃ**—যুগল; **গায়ৎ**—গান করে; **মত্ত**—উন্মত্ত; **মধু-ব্রতৈঃ**—মধুকর; **প্রবাল**—পল্লবের; **ফল-পুষ্প**—ফল এবং ফুল; **উরু**—অত্যন্ত; **ভার**—ভার; **শাখা**—শাখা; **অমর-দ্রুমৈঃ**—স্বর্গীয় বৃক্ষের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই ইন্দ্রপুরী পত্র, পুষ্প ও ফলের গুরুভারে অবনত দেববৃক্ষসমূহে পূর্ণ নন্দনকাননের মতো অতীব মনোরম উপবন এবং উদ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রমণীয়। সেই সমস্ত উদ্যানগুলি কূজন-পরায়ণ বিহঙ্গ-মিথুন এবং গুঞ্জনরত ভ্রমরে পূর্ণ। সেই পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয়।

শ্লোক ১৩

হংসসারসচক্রাহ্বকারণ্ডবকুলাকুলাঃ ।
নলিন্যো যত্র ক্রীড়ন্তি প্রমদাঃ সুরসেবিতাঃ ॥ ১৩ ॥

হংস—হংস; **সারস**—সারস; **চক্রাহ্ব**—চক্রবাক; **কারণ্ডব**—এবং জলকুক্কুট; **কুল**—সমূহের দ্বারা; **আকুলাঃ**—সমাকীর্ণ; **নলিন্যঃ**—পদ্মফুল; **যত্র**—যেখানে; **ক্রীড়ন্তি**—খেলা করেন; **প্রমদাঃ**—সুন্দরী রমণীগণ; **সুর-সেবিতাঃ**—দেবতাদের দ্বারা রক্ষিতা।

অনুবাদ

হংস, সারস, চক্রবাক, কারণ্ডবসমূহে সমাকীর্ণ পদ্মসরোবর সমন্বিত সেই সমস্ত উদ্যানে দেবতাদের দ্বারা রক্ষিতা সুন্দরী রমণীরা খেলা করেন।

শ্লোক ১৪

আকাশগঙ্গয়া দেব্যা বৃতাং পরিখভূতয়া।
প্রাকারেণাগ্নিবর্ণেন সাট্টালেনোন্নতেন চ ॥ ১৪ ॥

আকাশ-গঙ্গয়া—আকাশগঙ্গার দ্বারা; **দেব্যা**—সদা পূজনীয়া দেবী; **বৃতাম্**—পরিবৃত; **পরিখ-ভূতয়া**—পরিখার মতো; **প্রাকারেণ**—প্রাচীরের দ্বারা; **অগ্নি-বর্ণেন**—অগ্নির মতো; **স-অট্টালেন**—যুদ্ধস্থান সহ; **উন্নতেন**—অতি উচ্চ; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সেই পুরী পরিখাস্বরূপ আকাশগঙ্গার দ্বারা এবং অগ্নিবর্ণ উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই প্রাচীরের উপর যুদ্ধস্থানসমূহ বিরচিত ছিল।

শ্লোক ১৫

রুক্মপট্টকপাটৈশ্চ দ্বারৈঃ স্ফটিকগোপুরৈঃ।
জুষ্টাং বিভক্তপ্রপথাং বিশ্বকর্মবিনির্মিতাম্ ॥ ১৫ ॥

রুক্ম-পট্ট—স্বর্ণপট্ট সমন্বিত; **কপাটৈঃ**—যার কপাট; **চ**—এবং; **দ্বারৈঃ**—দ্বার সমন্বিত; **স্ফটিক-গোপুরৈঃ**—অপূর্বসুন্দর স্ফটিকের দ্বারা রচিত পুরদ্বার; **জুষ্টাম্**—যুক্ত; **বিভক্ত-প্রপথাম্**—বহু রাজপথ সমন্বিত; **বিশ্বকর্ম-বিনির্মিতাম্**—স্বর্গের শিল্পী বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত।

অনুবাদ

সেখানকার দরজাগুলি স্বর্ণপট্টের দ্বারা নির্মিত এবং পুরদ্বারগুলি অপূর্ব সুন্দর স্ফটিকের দ্বারা নির্মিত। সেগুলি বিভিন্ন রাজপথের দ্বারা যুক্ত। সেই সমগ্র পুরীটি নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকর্মা।

শ্লোক ১৬

**সভাচত্বররথ্যাঢ্যাং বিমানৈর্ন্যর্বুদৈর্যুতাম্ ।
শৃঙ্গাটকৈর্মণিময়ৈর্বজ্রবিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৬ ॥**

সভা—সভাগৃহ; **চত্বর**—অঙ্গন; **রথ্য**—এবং জনপথ; **আঢ্যাম্**—ঐশ্বর্যমণ্ডিত; **বিমানৈঃ**—বিমানের দ্বারা; **ন্যর্বুদৈঃ**—দশ কোটির কম নয়; **যুতাম্**—সমন্বিত; **শৃঙ্গ-আটকৈঃ**—চতুষ্পথ সমন্বিত; **মণিময়ৈঃ**—মণিময়; **বজ্র**—হীরক নির্মিত; **বিদ্রুম**—এবং প্রবাল; **বেদিভিঃ**—বেদি সমন্বিত।

অনুবাদ

সেই নগর অঙ্গন, বিস্তৃত পথ, সভাগৃহ এবং কোটি কোটি বিমানে পূর্ণ ছিল। সেখানকার চতুষ্পথগুলি ছিল মণিময়, এবং সেখানে হীরক ও প্রবাল নির্মিত উপবেশনের স্থান ছিল।

শ্লোক ১৭

**যত্র নিত্যবয়োরূপাঃ শ্যামা বিরজবাসসঃ ।
ভ্রাজন্তে রূপবন্নার্যো হ্যর্চির্ভিরিব বহ্নয়ঃ ॥ ১৭ ॥**

যত্র—সেই নগরীতে; **নিত্য-বয়ঃ-রূপাঃ**—নিত্য রূপ এবং যৌবন সমন্বিতা; **শ্যামাঃ**—শ্যামাগুণ সমন্বিতা; **বিরজ-বাসসঃ**—নির্মল বসন পরিহিতা; **ভ্রাজন্তে**—দীপ্তি; **রূপবৎ**—সুশোভিতা; **নার্যঃ**—রমণীগণ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অর্চিভিঃ**—অগ্নি শিখার দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **বহ্নয়ঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

নিত্য রূপ এবং যৌবন-সম্পন্না, নির্মল বসনা, রূপবতী রমণীগণ অগ্নিশিখার মতো দীপ্তিশালিনী হয়ে সেই নগরীতে বিরাজ করতেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্যামাগুণ সমন্বিতা।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্যামা রমণীর গুণের ইঙ্গিত দিয়েছেন—

*শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্মকালে সুশীতলাঃ ।
স্তনৌ সুকঠিনৌ যাসাং তাঃ শ্যামাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥*

যে রমণীর দেহ শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল, এবং যাঁর স্তনদ্বয় সুকঠিন, তাঁকে বলা হয় শ্যামা।

শ্লোক ১৮

সুরস্ত্রীকেশবিভ্রষ্টনবসৌগন্ধিকস্রজাম্ ।
যত্রামোদমুপাদায় মার্গ আবাতি মারুতঃ ॥ ১৮ ॥

সুর-স্ত্রী—দেবললনাদের; **কেশ**—কেশ থেকে; **বিভ্রষ্ট**—নিপতিত; **নব-সৌগন্ধিক**—নবীন সুগন্ধী ফুল দিয়ে তৈরি; **স্রজাম্**—মালার; **যত্র**—যেখানে; **আমোদম্**—সৌরভ; **উপাদায়**—বহন করে; **মার্গে**—পথে; **আবাতি**—প্রবাহিত হয়; **মারুতঃ**—বায়ু।

অনুবাদ

সেখানে বায়ু দেবাঙ্গনাদের কেশ থেকে নিপতিত ফুলের সৌরভ বহন করে পথে প্রবাহিত হয়।

শ্লোক ১৯

হেমজালাক্ষনির্গচ্ছদ্‌ধূমেনাগুরুগন্ধিনা ।
পাণ্ডুরেণ প্রতিচ্ছন্নমার্গে যান্তি সুরপ্রিয়াঃ ॥ ১৯ ॥

হেম-জাল-অক্ষ—সোনার জাল নির্মিত গবাক্ষ থেকে; **নির্গচ্ছৎ**—নির্গত; **ধূমেন**—ধূমের দ্বারা; **অগুরু-গন্ধিনা**—অগুরুর সৌরভ; **পাণ্ডুরেণ**—অত্যন্ত সাদা; **প্রতিচ্ছন্ন**—আচ্ছাদিত; **মার্গে**—পথে; **যান্তি**—গমন করে; **সুর-প্রিয়াঃ**—অপ্সরাগণ।

অনুবাদ

সেখানে অপ্সরাগণ স্বর্ণময় গবাক্ষ থেকে নির্গত অগুরুর গন্ধযুক্ত সিক্ত শুভ্র ধূমে আচ্ছাদিত পথে পরিভ্রমণ করেন।

শ্লোক ২০

মুক্তাবিতানৈর্মণিহেমকেতুভি-
র্নানাপতাকাবলভীভিরাবৃতাম্ ।
শিখণ্ডিপারাবতভৃঙ্গনাদিতাং
বৈমানিকস্ত্রীকলগীতমঙ্গলাম্ ॥ ২০ ॥

মুক্তা-বিতানৈঃ—মুক্তা শোভিত চন্দ্রাতপের দ্বারা; **মণি-হেম-কেতুভিঃ**—মণি ও সুবর্ণময় ধ্বজা সমন্বিত; **নানা-পতাকা**—নানাবিধ পতাকা সমন্বিত; **বলভীভিঃ**—প্রাসাদের গম্বুজ সমন্বিত; **আবৃতাম্**—আবৃত; **শিখণ্ডি**—ময়ূর; **পারাবত**—কপোত; **ভৃঙ্গ**—মধুকর; **নাদিতাম্**—নিনাদিত; **বৈমানিক**—বিমানচারিণী; **স্ত্রী**—রমণীদের; **কলগীত**—ঐকতান সংগীত; **মঙ্গলাম্**—মঙ্গলময়।

অনুবাদ

সেই পুরী মুক্তা শোভিত চন্দ্রাতপের দ্বারা সজ্জিত ছিল, এবং সেখানকার প্রাসাদের গম্বুজগুলি মণি ও সুবর্ণময় পতাকা শোভিত ছিল। সেই পুরী সর্বদা ময়ূর, কপোত এবং মধুকরদের গুঞ্জনে নিনাদিত, এবং সেখানে বিমানচারিণী সুন্দরী রমণীরা নিরন্তর যে মঙ্গলময় সংগীত গাইতেন তা ছিল অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।

শ্লোক ২১

মৃদঙ্গশঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈঃ
সতালবীণামুরজেষ্টবেণুভিঃ ।
নৃত্যৈঃ সবাদ্যৈরুপদেবগীতকৈ-
র্মনোরমাং স্বপ্রভয়া জিতপ্রভাম্ ॥ ২১ ॥

মৃদঙ্গ—মৃদঙ্গের; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **আনক-দুন্দুভি**—এবং আনকদুন্দুভির; **স্বনৈঃ**—শব্দের দ্বারা; **স-তাল**—সুন্দর তাল সমন্বিত; **বীণা**—বীণা; **মুরজ**—মুরজ; **ইষ্ট-বেণুভিঃ**—বাঁশির সুমধুর নিনাদ সমন্বিত; **নৃত্যৈঃ**—নৃত্য সহ; **স-বাদ্যৈঃ**—বাদ্য সহ; **উপদেব-গীতকৈঃ**—গন্ধর্ব আদি উপদেবতাদের সংগীতে; **মনোরমাম্**—অতি সুন্দর এবং মনোরম; **স্ব-প্রভয়া**—তার নিজের দীপ্তির দ্বারা; **জিত-প্রভাম্**—প্রভাদেবী বা মূর্তিমতী সৌন্দর্যকে পরাভূত করেছিল।

অনুবাদ

সেই পুরী মৃদঙ্গ, শঙ্খ, আনকদুন্দুভি, বেণু, বীণা আদি সমস্ত বাদ্যযন্ত্র একত্রে বাদিত হওয়ার শব্দে পূর্ণ ছিল। গন্ধর্বদের সংগীতে সেখানে নিরন্তর নৃত্য হত। ইন্দ্রপুরীর সৌন্দর্য সাক্ষাৎ প্রভাদেবীকে পরাভূত করেছিল।

শ্লোক ২২

যাং ন ব্রজন্ত্যধর্মিষ্ঠাঃ খলা ভূতদ্রুহঃ শঠাঃ ।
মানিনঃ কামিনো লুব্ধা এভির্হীনা ব্রজন্তি যৎ ॥ ২২ ॥

যাম্—সেই নগরীর পথে; **ন**—না; **ব্রজন্তি**—প্রবেশ করে; **অধর্মিষ্ঠাঃ**—অধার্মিক ব্যক্তি; **খলাঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি; **ভূতদ্রুহঃ**—জীবহিংসক ব্যক্তি; **শঠাঃ**—প্রতারক; **মানিনঃ**—দাম্ভিক; **কামিনঃ**—কামুক; **লুব্ধাঃ**—লোভী; **এভিঃ**—এই সমস্ত; **হীনাঃ**—সম্পূর্ণরূপে রহিত; **ব্রজন্তি**—বিচরণ করে; **যৎ**—সেই পথে।

অনুবাদ

যারা পাপী, খল, জীবহিংসক, শঠ, দাম্ভিক, কামুক এবং লোভী তারা সেই পুরীতে প্রবেশ করতে পারে না। এই সমস্ত দোষরহিত ব্যক্তিরাই সেখানে বাস করে।

শ্লোক ২৩

তাং দেবধানীং স বরূথিনীপতি-
র্বহিঃ সমন্তাদ্ রুরুধে পৃতন্যয়া ।
আচার্যদত্তং জলজং মহাস্বনং
দধ্মৌ প্রযুঞ্জন্ ভয়মিন্দ্রযোষিতাম্ ॥ ২৩ ॥

তাম্—সেই; **দেবধানীম্**—যে স্থানে ইন্দ্র বাস করেন; **সঃ**—তিনি (বলি মহারাজ); **বরূথিনী-পতিঃ**—সেনাপতি; **বহিঃ**—বাইরে; **সমন্তাৎ**—সর্বদিকে; **রুরুধে**—আক্রমণ করেছিলেন; **পৃতন্যয়া**—সৈনিকদের দ্বারা; **আচার্য-দত্তম্**—শুক্রাচার্য প্রদত্ত; **জল-জম্**—শঙ্খ; **মহা-স্বনম্**—মহাশব্দ; **দধ্মৌ**—বাজিয়েছিলেন; **প্রযুঞ্জন্**—উৎপাদন করে; **ভয়ম্**—ভয়; **ইন্দ্র-যোষিতাম্**—ইন্দ্রপত্নীদের।

অনুবাদ

অসংখ্য সৈনিকদের সেনাপতি বলি মহারাজ তাঁর সৈনিকদের দ্বারা সেই ইন্দ্রপুরীর বাইরে চতুর্দিকে অবরোধ করে আক্রমণ করেছিলেন, এবং ইন্দ্রপত্নীদের ভয় উৎপাদন করে শুক্রাচার্য প্রদত্ত শঙ্খ বাজিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

মঘবাংস্তমভিপ্রেত্য বলেঃ পরমমুদ্যমম্ ।
সর্বদেবগণোপেতো গুরুমেতদুবাচ হ ॥ ২৪ ॥

মঘবান্—ইন্দ্র; **তম্**—সেই পরিস্থিতি; **অভিপ্রেত্য**—বুঝতে পেরে; **বলেঃ**—বলি মহারাজের; **পরমম্ উদ্যমম্**—মহা উদ্যম; **সর্ব-দেব-গণঃ**—সমস্ত দেবতাদের দ্বারা; **উপেতঃ**—যুক্ত; **গুরুম্**—শ্রীগুরুদেবকে; **এতৎ**—এই কথাগুলি; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

বলি মহারাজের বিপুল উদ্যম দর্শন করে, দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ সহ তাঁর গুরু বৃহস্পতির কাছে গিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২৫

ভগবন্নুদ্যমো ভূয়ান্ বলের্নঃ পূর্ববৈরিণঃ ।
অবিষহ্যমিমং মন্যে কেনাসীৎ তেজসোর্জিতঃ ॥ ২৫ ॥

ভগবন্—হে প্রভু; **উদ্যমঃ**—উদ্যম; **ভূয়ান্**—মহা; **বলেঃ**—বলি মহারাজের; **নঃ**—আমাদের; **পূর্ব-বৈরিণঃ**—পূর্বশত্রু; **অবিষহ্যম্**—অসহ্য; **ইমম্**—এই; **মন্যে**—আমি মনে করি; **কেন**—কার দ্বারা; **আসীৎ**—পেয়েছিল; **তেজসা**—শক্তি; **ঊর্জিতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে।

অনুবাদ

হে প্রভু, আমাদের পূর্বশত্রু বলি মহারাজ এখন নতুন উদ্যম এবং এমন আশ্চর্যজনক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে যে, আমাদের মনে হয় তার সেই তেজ হয়ত আমরা প্রতিহত করতে পারব না।

শ্লোক ২৬

নৈনং কশ্চিৎ কুতো বাপি প্রতিব্যোঢুমধীশ্বরঃ ।
পিবন্নিব মুখেনেদং লিহন্নিব দিশো দশ ।
দহন্নিব দিশো দৃগ্‌ভিঃ সংবর্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ২৬ ॥

ন—না; **এনম্**—এই আয়োজন; **কশ্চিৎ**—কেউই; **কুতঃ**—কোথা থেকেও; **বা অপি**—অথবা; **প্রতিব্যোঢুম্**—প্রতিকার করতে; **অধীশ্বরঃ**—সক্ষম; **পিবন্ ইব**—যেন পান করছে; **মুখেন**—মুখের দ্বারা; **ইদম্**—এই (জগৎ); **লিহন্ ইব**—যেন

লেহন করছে; **দিশঃ দশ**—দশ দিক; **দহন্ ইব**—যেন দহন করছে; **দিশঃ**—সর্বদিক; **দৃগ্‌ভিঃ**—চক্ষুর দ্বারা; **সংবর্ত-অগ্নিঃ**—সংবর্ত নামক অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **উত্থিতঃ**—এখন উত্থিত হয়েছে।

অনুবাদ

বলির এই সামরিক আয়োজন কেউই কোথাও প্রতিহত করতে পারবে না। মনে হচ্ছে যেন সে তাঁর মুখের দ্বারা সমগ্র জগৎ পান করছে, জিহ্বার দ্বারা দশ দিক লেহন করছে এবং চক্ষুর দ্বারা সর্বদিক দহন করছে। সে যেন সংবর্তক নামক প্রলয়াগ্নির মতো উত্থিত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

ব্রূহি কারণমেতস্য দুর্ধর্ষত্বস্য মদ্রিপোঃ ।
ওজঃ সহো বলং তেজো যত এতৎসমুদ্যমঃ ॥ ২৭ ॥

ব্রূহি—দয়া করে আমাদের বলুন; **কারণম্**—কারণ; **এতস্য**—এর; **দুর্ধর্ষত্বস্য**—দুর্ধর্ষতার; **মৎরিপোঃ**—আমার শত্রুর; **ওজঃ**—তেজ; **সহঃ**—শক্তি; **বলম্**—বল; **তেজঃ**—প্রভাব; **যতঃ**—কোথা থেকে; **এতৎ**—এই সমস্ত; **সমুদ্যমঃ**—প্রয়াস।

অনুবাদ

দয়া করে আমাকে বলুন, বলি মহারাজের শক্তি, প্রয়াস, প্রভাব এবং বিজয়ের কারণ কি? তাঁর এই উদ্যম এল কোথা থেকে?

শ্লোক ২৮

শ্রীগুরুরুবাচ

জানামি মঘবঞ্ছত্রোরুন্নতেরস্য কারণম্ ।
শিষ্যায়োপভৃতং তেজো ভৃগুভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-গুরুঃ উবাচ—বৃহস্পতি বললেন; **জানামি**—আমি জানি; **মঘবন্**—হে ইন্দ্র; **শত্রোঃ**—শত্রুর; **উন্নতেঃ**—উন্নতির; **অস্য**—তার; **কারণম্**—কারণ; **শিষ্যায়ঃ**—শিষ্যকে; **উপভৃতম্**—প্রদান করেছেন; **তেজঃ**—শক্তি; **ভৃগুভিঃ**—ভৃগুর বংশধরগণ; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রাহ্মণেরা।

অনুবাদ

দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন—হে ইন্দ্র, তোমার শত্রু কিভাবে এত শক্তিশালী হয়েছে তা আমি জানি। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁদের শিষ্য বলি মহারাজের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে এই অসাধারণ শক্তি প্রদান করেছেন।

তাৎপর্য

দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলেছিলেন, "সাধারণত বলি এবং তাঁর সৈন্যদের পক্ষে এই প্রকার শক্তি লাভ করার কথা নয়, কিন্তু মনে হচ্ছে ভৃগু মুনির বংশধর ব্রাহ্মণেরা বলি মহারাজের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করেছেন।" অর্থাৎ, বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলেছিলেন যে, বলি মহারাজের সেই শক্তি তাঁর শক্তি ছিল না, তা ছিল তাঁর মহান গুরু শুক্রাচার্যের। আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনায় আমরা গাই, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি*। শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতার ফলে অসাধারণ শক্তি লাভ করা যায়, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে। শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার থেকে অধিক শক্তিশালী। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন—

গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা ।

বিশেষ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করা উচিত। এই পরম্পরার ধারায় ভগবান থেকে উদ্ভূত মূল আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় (*এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*)।

শ্লোক ২৯

ওজস্বিনং বলিং জেতুং ন সমর্থোঽস্তি কশ্চন ।
ভবদ্বিধো ভবান্ বাপি বর্জয়িত্বেশ্বরং হরিম্ ।
বিজেষ্যতি ন কোঽপ্যেনং ব্রহ্মতেজঃসমেধিতম্ ।
নাস্য শক্তঃ পুরঃ স্থাতুং কৃতান্তস্য যথা জনাঃ ॥ ২৯ ॥

ওজস্বিনম্—এতই শক্তিশালী; **বলিম্**—বলি মহারাজকে; **জেতুম্**—জয় করতে; **ন**—না; **সমর্থঃ**—সক্ষম; **অস্তি**—হয়; **কশ্চন**—কেউ; **ভবদ্বিধঃ**—তোমার মতো; **ভবান্**—তুমি স্বয়ং; **বা অপি**—অথবা; **বর্জয়িত্বা**—ব্যতীত; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা;

হরিম্—ভগবান; **বিজেষ্যতি**—জয় করবে; **ন**—না; **কঃ অপি**—কেউ; **এনম্**—তাঁকে (বলি মহারাজকে); **ব্রহ্ম-তেজঃ-সমেধিতম্**—ব্রহ্মতেজ সমন্বিত; **ন**—না; **অস্য**—তাঁর; **শক্তঃ**—সক্ষম; **পুরঃ**—সম্মুখে; **স্থাতুম্**—থাকতে; **কৃত-অন্তস্য**—যম-রাজের; **যথা**—যেমন; **জনাঃ**—ব্যক্তি।

অনুবাদ

তুমি অথবা তোমার নিজ জনেরা কেউই পরম শক্তিমান বলিকে জয় করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান ছাড়া কেউই তাকে জয় করতে পারবে না, কারণ সে এখন ব্রহ্মতেজ সমন্বিত হয়েছে। কেউই যেমন যমরাজের সম্মুখে অবস্থান করতে পারে না, তেমনই কেউই এখন বলি মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে না।

শ্লোক ৩০

তস্মান্নিলয়মুৎসৃজ্য যূয়ং সর্বে ত্রিবিষ্টপম্ ।
যাত কালং প্রতীক্ষন্তো যতঃ শত্রোর্বিপর্যয়ঃ ॥ ৩০ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **নিলয়ম্**—অদৃশ্য; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **যূয়ম্**—তোমরা; **সর্বে**—সকলে; **ত্রি-বিষ্টপম্**—স্বর্গলোক; **যাত**—অন্য কোথাও যাও; **কালম্**—সময়; **প্রতীক্ষন্তঃ**—প্রতীক্ষা করে; **যতঃ**—যার দ্বারা; **শত্রোঃ**—তোমাদের শত্রুর; **বিপর্যয়ঃ**—বিপরীত অবস্থা আগত হয়।

অনুবাদ

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের এই শত্রুর বিপর্যয় না হয়, ততক্ষণ তোমরা সকলে স্বর্গলোক ত্যাগ করে অন্য কোথাও গিয়ে থাক, যেখানে তোমাদের কেউ দেখতে পাবে না।

শ্লোক ৩১

এষ বিপ্রবলোদর্কঃ সম্প্রত্যূর্জিতবিক্রমঃ ।
তেষামেবাপমানেন সানুবন্ধো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৩১ ॥

এষঃ—এই (বলি মহারাজ); **বিপ্র-বল-উদর্কঃ**—ব্রাহ্মণের বলে বর্ধিত হয়ে; **সম্প্রতি**—এখন; **উর্জিত-বিক্রমঃ**—অত্যন্ত পরাক্রমশালী; **তেষাম্**—সেই ব্রাহ্মণদের;

এব—বস্তুতপক্ষে; **অপমানেন**—অপমান করার ফলে; **স-অনুবন্ধঃ**—বন্ধুবান্ধব এবং সহকারীগণ সহ; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—বিনষ্ট হবে।

অনুবাদ

সম্প্রতি বলি মহারাজ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদের ফলে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছে, কিন্তু পরে সে যখন সেই ব্রাহ্মণদের অপমান করবে, তখন সে সগণে বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ এবং ইন্দ্র পরস্পরের শত্রু ছিলেন। তাই, দেবগুরু বৃহস্পতি যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বলি মহারাজ যে ব্রাহ্মণদের কৃপায় এত পরাক্রমশালী হয়েছেন তাঁদেরই অপমান করার ফলে তিনি বিনষ্ট হবেন, তখন বলি মহারাজের শত্রুরা কখন সেই শুভক্ষণ আসবে তা জানবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। ইন্দ্রকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বৃহস্পতি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সেই সময় অবশ্যই আসবে। কারণ বৃহস্পতি দেখতে পেয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে বলি মহারাজ ভগবান শ্রীবামনদেবের প্রসন্নতা বিধানের জন্য শুক্রাচার্যের আদেশ অমান্য করবেন। কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধনের জন্য অবশ্য সব রকমের ঝুঁকিই নেওয়া যায়। বামনদেবের প্রসন্নতা বিধানের জন্য বলি মহারাজ তাঁর গুরু শুক্রাচার্যের আদেশ অমান্য করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তার ফলে তাঁকে তাঁর সমস্ত সম্পদ হারাতে হয়েছিল, কিন্তু ভগবানের সেবা করার ফলে তাঁর আশাতীত সম্পদ লাভ হয়েছিল, এবং সেই জন্য ভবিষ্যতে অষ্টম মন্বন্তরে তিনি পুনরায় ইন্দ্রের সিংহাসন প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ৩২

এবং সুমন্ত্রিতার্থাস্তে গুরুণার্থানুদর্শিনা ।
হিত্বা ত্রিবিষ্টপং জগ্মুর্গীর্বাণাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৩২ ॥

এবম্—এইভাবে; **সুমন্ত্রিত**—সব উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে; **অর্থাঃ**—কর্তব্য সম্বন্ধে; **তে**—তাঁরা (দেবতারা); **গুরুণা**—তাঁদের গুরুদেবের দ্বারা; **অর্থ-অনুদর্শিনা**—উপযুক্ত উপদেশ; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **ত্রি-বিষ্টপম্**—স্বর্গলোক; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **গীর্বাণাঃ**—দেবতারা; **কাম-রূপিণঃ**—যাঁরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—দেবতারা তৎক্ষণাৎ বৃহস্পতির সেই কল্যাণকর উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে রূপ ধারণ করে, দৈত্যদের অলক্ষ্যে স্বর্গলোক ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কামরূপিণঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, দেবতারা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন। তাই তাঁদের পক্ষে অসুরদের চোখের সামনে অজ্ঞাতরূপে থাকা একটুও কঠিন ছিল না।

শ্লোক ৩৩

দেবেষ্বথ নিলীনেষু বলির্বৈরোচনঃ পুরীম্ ।
দেবধানীমধিষ্ঠায় বশং নিন্যে জগত্ত্রয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

দেবেষু—সমস্ত দেবতারা; **অথ**—এইভাবে; **নিলীনেষু**—তাঁরা যখন অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **বৈরোচনঃ**—বিরোচনের পুত্র; **পুরীম্**—স্বর্গলোক; **দেব-ধানীম্**—দেবতাদের বাসস্থান; **অধিষ্ঠায়**—অধিকার করে; **বশম্**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **নিন্যে**—আনয়ন করেছিলেন; **জগৎ-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন।

অনুবাদ

দেবতারা অন্তর্হিত হলে, বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজ ইন্দ্রপুরীতে অধিষ্ঠিত হয়ে ত্রিভুবন বশীভূত করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

তং বিশ্বজয়িনং শিষ্যং ভৃগবঃ শিষ্যবৎসলাঃ ।
শতেন হয়মেধানামনুব্রতমযাজয়ন্ ॥ ৩৪ ॥

তম্—তাঁকে (বলি মহারাজকে); **বিশ্ব-জয়িনম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিজেতা; **শিষ্যম্**—যেহেতু তিনি তাঁর শিষ্য ছিলেন; **ভৃগবঃ**—শুক্রাচার্য আদি ভৃগুবংশধর ব্রাহ্মণগণ; **শিষ্য-বৎসলাঃ**—তাঁর শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **শতেন**—এক শত; **হয়-মেধানাম্**—অশ্বমেধ যজ্ঞ; **অনুব্রতম্**—ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে; **অযাজয়ন্**—অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন।

অনুবাদ

ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁদের বিশ্ববিজয়ী শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁর দ্বারা শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের সঙ্গে ইন্দ্রের কলহে আমরা দেখেছি যে, পৃথু মহারাজ যখন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ এই প্রকার মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে পুরন্দর স্বর্গের রাজা হয়েছিলেন। এইখানে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা স্থির করেছিলেন যে, মহারাজ বলি যদিও ইন্দ্রের সিংহাসন লাভ করেছেন, তবুও এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করলে তিনি সেই পদে আসীন থাকতে পারবেন না। তাই তাঁরা বলি মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ইন্দ্র যতগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তিনি যেন অন্তত ততগুলি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। *অযাজয়ন্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বলি মহারাজকে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ততস্তদনুভাবেন ভুবনত্রয়বিশ্রুতাম্ ।
কীর্তিং দিক্ষু বিতন্বানঃ স রেজ উড়ুরাড়িব ॥ ৩৫ ॥

ততঃ—তারপর; **তৎ-অনুভাবেন**—এই প্রকার মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে; **ভুবন-ত্রয়**—ত্রিভুবন জুড়ে; **বিশ্রুতাম্**—বিখ্যাত; **কীর্তিম্**—কীর্তি; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **বিতন্বানঃ**—বিস্তার করে; **সঃ**—তিনি (বলি মহারাজ); **রেজে**—দীপ্তিশালী হয়েছিলেন; **উড়ুরাট্**—চন্দ্র; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সেই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বলি মহারাজের কীর্তি ত্রিভুবনের সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছিল। তার ফলে তিনি তাঁর পদে চন্দ্রের মতো উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৩৬

বুভুজে চ শ্রিয়ং স্বৃদ্ধাং দ্বিজদেবোপলম্ভিতাম্ ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানো মহামনাঃ ॥ ৩৬ ॥

বুভুজে—ভোগ করেছিলেন; **চ**—ও; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **সু-ঋদ্ধাম্**—সমৃদ্ধি; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের; **দেব**—দেবতাদের মতো; **উপলম্ভিতাম্**—অনুগ্রহের ফলে লব্ধ; **কৃত-কৃত্যম্**—তাঁর কার্যকলাপের দ্বারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট; **ইব**—সদৃশ; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **মন্যমানঃ**—মনে করেছিলেন; **মহা-মনাঃ**—মহান মন যাঁর।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহে মহাত্মা বলি মহারাজ নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলেন, এবং অত্যন্ত ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি লাভ করে রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণদের বলা হয় *দ্বিজদেব*, এবং ক্ষত্রিয়দের সাধারণত বলা হয় *নরদেব*। *দেব* শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে ইঙ্গিত করে। ব্রাহ্মণেরা মানুষদের ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে সুখী হওয়ার পন্থা প্রদর্শন করেন, এবং ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে ক্ষত্রিয়েরা, যাঁদের বলা হয় *নরদেব*, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, যাতে বৈশ্য, শূদ্র আদি অন্যান্য বর্ণের মানুষেরা শাস্ত্রবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারে। এইভাবে মানুষ ক্রমশ কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি লাভ করে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'বলি মহারাজের স্বর্গলোক জয়' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষোড়শ অধ্যায়

পয়োব্রত

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, দেবমাতা অদিতি অত্যন্ত শোকার্তা হওয়ায়, তাঁর পতি কশ্যপ মুনি তাঁকে তাঁর পুত্রদের কল্যাণের জন্য পয়োব্রত অনুষ্ঠান করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

দেবতারা স্বর্গলোক ছেড়ে চলে যাওয়ায়, তাঁদের মাতা অদিতি পুত্রবিরহে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। বহু বছর পর একদিন মহর্ষি কশ্যপ সমাধি থেকে বিরত হয়ে তাঁর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি দেখলেন তাঁর আশ্রম শ্রীহীন এবং তাঁর পত্নী অত্যন্ত বিষণ্ণ। আশ্রমের সর্বত্র তিনি শোকের চিহ্ন দর্শন করলেন। তাই মহর্ষি পত্নীকে আশ্রমের কুশল বার্তাদি জিজ্ঞাসার দ্বারা তাঁর পরিতাপের কারণ জানতে চাইলেন। অদিতি তখন কশ্যপ মুনিকে আশ্রমের কুশলবার্তা জানিয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন, তাঁর পুত্রবিরহই তাঁর শোকের কারণ। তিনি তখন তাঁর পতিকে অনুরোধ করেছিলেন, কিভাবে তাঁর পুত্রেরা ফিরে এসে তাঁদের পদ পুনঃপ্রাপ্ত হতে পারেন সেই কথা জানাতে। তিনি তাঁর পুত্রদের সর্ববিধ সৌভাগ্য প্রার্থনা করেছিলেন। অদিতির অনুরোধে দ্রবীভূত হয়ে কশ্যপ মুনি তাঁকে আত্ম-তত্ত্বদর্শন উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার পার্থক্য, এবং কিভাবে জড়-জাগতিক ক্ষতিতে অবিচলিত থাকতে হয়, তার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন সেই উপদেশ সত্ত্বেও অদিতি সন্তুষ্ট হননি, তখন তিনি তাঁকে বাসুদেব জনার্দনের আরাধনা করার উপদেশ দেন। তিনি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ভগবান বাসুদেবই কেবল তাঁর সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করতে পারেন। অদিতি যখন বাসুদেবের আরাধনা করার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, তখন প্রজাপতি কশ্যপ তাঁকে দ্বাদশ দিবস ব্যাপী পয়োব্রত অনুষ্ঠান করার উপদেশ দেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের এই পন্থা ব্রহ্মা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং এখন তিনি তাঁর পত্নীকে সেই ব্রত পালন করার উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং পুত্রেষু নষ্টেষু দেবমাতাদিতিস্তদা ।
হৃতে ত্রিবিষ্টপে দৈত্যৈঃ পর্যতপ্যদনাথবৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **পুত্রেষু**—তার পুত্রেরা যখন; **নষ্টেষু**—তাঁদের পদ হারিয়েছিলেন; **দেব-মাতা**—দেবতাদের মাতা; **অদিতিঃ**—অদিতি; **তদা**—তখন; **হৃতে**—হারানোর ফলে; **ত্রি-বিষ্টপে**—স্বর্গলোক; **দৈত্যৈঃ**—দৈত্যদের দ্বারা; **পর্যতপ্যৎ**—শোক করতে লাগলেন; **অনাথবৎ**—অনাথিনীর মতো।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, অদিতির পুত্র দেবতারা স্বর্গলোক থেকে অদৃশ্য হলে দৈত্যেরা যখন তাঁদের পদ অধিকার করেছিল, তখন অদিতি অনাথিনীর মতো শোক করতে লাগলেন।

শ্লোক ২

একদা কশ্যপস্তস্যা আশ্রমং ভগবানগাৎ ।
নিরুৎসবং নিরানন্দং সমাধের্বিরতশ্চিরাৎ ॥ ২ ॥

একদা—একদিন; **কশ্যপঃ**—মহর্ষি কশ্যপ; **তস্যাঃ**—অদিতির; **আশ্রমম্**—আশ্রমে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **নিরুৎসবম্**—নিরুৎসাহ; **নিরানন্দম্**—নিরানন্দ; **সমাধেঃ**—তাঁর সমাধি থেকে; **বিরতঃ**—বিরত হয়ে; **চিরাৎ**—দীর্ঘকাল পর।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল পর সমাধি থেকে নিবৃত্ত হয়ে মহা শক্তিমান মহর্ষি কশ্যপ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন যে, অদিতির আশ্রম নিরানন্দময় এবং উৎসব রহিত।

শ্লোক ৩

স পত্নীং দীনবদনাং কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
সভাজিতো যথান্যায়মিদমাহ কুরূদ্বহ ॥ ৩ ॥

সঃ—কশ্যপ মুনি; **পত্নীম্**—তাঁর পত্নীকে; **দীন-বদনাম্**—শুষ্কবদনা; **কৃত-আসন-পরিগ্রহঃ**—আসন গ্রহণ করার পর; **সভাজিতঃ**—অদিতির দ্বারা সমাদৃত হয়ে; **যথা-ন্যায়ম্**—স্থান এবং কাল অনুসারে; **ইদম্ আহ**—এই কথা বলেছিলেন; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কশ্যপ মুনি যথাযথভাবে সমাদৃত হয়ে আসন গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর শোককাতরা পত্নী অদিতিকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৪

অপ্যভদ্রং ন বিপ্রাণাং ভদ্রে লোকেঽধুনাগতম্ ।
ন ধর্মস্য ন লোকস্য মৃত্যোশ্ছন্দানুবর্তিনঃ ॥ ৪ ॥

অপি—কি; **অভদ্রম্**—দুর্ভাগ্য; **ন**—না; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণদের; **ভদ্রে**—হে ভদ্রে অদিতি; **লোকে**—এই জগতে; **অধুনা**—এখন; **আগতম্**—এসেছে; **ন**—না; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **ন**—না; **লোকস্য**—জনসাধারণের; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু; **ছন্দ-অনুবর্তিনঃ**—যারা মৃত্যুর বশবর্তী।

অনুবাদ

হে ভদ্রে, এখন কি জগতে ধর্মের, ব্রাহ্মণদের অথবা মৃত্যুর বশবর্তী মানুষদের কোন অমঙ্গল হয়েছে?

তাৎপর্য

এই জগতে সকলেরই, কেবল ব্রাহ্মণদেরই নয়, মৃত্যুর বশবর্তী সমস্ত মানুষদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম রয়েছে। কশ্যপ মুনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সকলের মঙ্গলের জন্য যে ধর্মের বিধি তা লঙ্ঘন হয়েছিল কি না। তাই তিনি সাতটি শ্লোকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৫

অপি বাকুশলং কিঞ্চিদ্ গৃহেষু গৃহমেধিনি ।
ধর্মস্যার্থস্য কামস্য যত্র যোগো হ্যযোগিনাম্ ॥ ৫ ॥

অপি—আমি ভাবছি; **বা**—অথবা; **অকুশলম্**—অমঙ্গল; **কিঞ্চিৎ**—কোন; **গৃহেষু**—গৃহে; **গৃহ-মেধিনি**—গৃহস্থ-জীবনে আসক্ত পত্নী; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **অর্থস্য**—অর্থনৈতিক অবস্থার; **কামস্য**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের; **যত্র**—গৃহে; **যোগঃ**—ধ্যানের ফল; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অযোগিনাম্**—যারা যোগী নয় তাদেরও।

অনুবাদ

হে গৃহমেধিনী, গৃহস্থ-আশ্রমে যদি ধর্ম, অর্থ এবং কামের বিধি যথাযথভাবে পালন করা হয়, তা হলে গৃহস্থ-আশ্রমেও তাঁর কার্যকলাপ একজন যোগীর মতো। এই ত্রিবর্গের অনুশীলনে কোন ত্রুটি হয়নি তো?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অদিতিকে তাঁর পতি কশ্যপ মুনি *গৃহমেধিনি,* অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ গৃহস্থ-জীবনে যিনি সন্তুষ্ট', বলে সম্বোধন করছেন। গৃহস্থেরা সাধারণত জড়-জাগতিক লাভের জন্য কর্মক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অনুগমন করে। এই প্রকার গৃহমেধীদের জীবনে কেবল একটিই উদ্দেশ্য রয়েছে—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ। তাই বলা হয়েছে, *যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*—গৃহস্থ-জীবন ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং তাই তা থেকে যে সুখ লাভ হয় তা অত্যন্ত তুচ্ছ। কিন্তু বৈদিক প্রথা এতই উদার যে, গৃহস্থ-জীবনেও ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের বিধি অনুসারে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। মোক্ষই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রবৃত্তি যেহেতু তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা যায় না, তাই শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ এবং কামের মার্গ কিভাবে অনুসরণ করতে হয় তার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৯) তার বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, *ধর্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে*—"সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি। কোন জড়-জাগতিক লাভের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত নয়।" গৃহস্থদের কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ধর্ম অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে গৃহস্থ-জীবনের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উন্নতি সাধন করা। গৃহস্থ আশ্রমেরও উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা, যার ফলে মানুষ চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। জীবনের চরম উদ্দেশ্য (*তত্ত্বজিজ্ঞাসা*) সম্বন্ধে অবগত হওয়াই গৃহস্থ-জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তখন গৃহস্থ-আশ্রমেও মানুষ যোগী। কশ্যপ মুনি তাই তাঁর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করেছেন ধর্ম, অর্থ এবং কামের বিধি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কি না। মানুষ যখন শাস্ত্র-নির্দেশ লঙ্ঘন করে, তখনই তার গৃহস্থ-জীবন বিপর্যস্ত হয়।

শ্লোক ৬

অপি বাতিথয়োঽভ্যেত্য কুটুম্বাসক্তয়া ত্বয়া ।
গৃহাদপূজিতা যাতাঃ প্রত্যুত্থানেন বা ক্বচিৎ ॥ ৬ ॥

অপি—কি; **বা**—বা; **অতিথয়ঃ**—অতিথি; **অভ্যেত্য**—গৃহে এসে; **কুটুম্ব-আসক্তয়া**—আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে; **অপূজিতাঃ**—যথাযথভাবে সমাদৃত না হয়ে; **যাতাঃ**—চলে গেছে; **প্রত্যুত্থানেন**—উঠে দাঁড়িয়ে; **বা**—অথবা; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

অথবা তুমি অত্যন্ত কুটুম্বাসক্ত হওয়ার ফলে অতিথিকে যথাযথভাবে সমাদর না করায় তাঁরা গৃহ থেকে চলে যায়নি তো?

তাৎপর্য

গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে, শত্রুও যদি অতিথি হয়ে গৃহে আসে, তা হলে তার সৎকার করা। অতিথি গৃহে এলে, উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আসন দান করে স্বাগত জানানো উচিত। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *গৃহে শত্রুমপি প্রাপ্তং বিশ্বস্তম্ অকুতোভয়ম্*—শত্রুও যদি গৃহে আসে, তা হলে তাকে এমনভাবে সম্বর্ধনা করা উচিত যাতে গৃহস্বামী যে তার শত্রু, অতিথি সেই কথা ভুলে যাবে। নিজের পরিস্থিতি অনুসারে মানুষের কর্তব্য গৃহাগত অতিথির সৎকার করা। অন্ততপক্ষে একটি আসন এবং এক গ্লাস জল তাকে দেওয়া উচিত, যাতে অতিথি অপ্রসন্ন না হন। কশ্যপ মুনি অদিতিকে জিজ্ঞাসা করেছেন কোন অতিথির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে কি না। *অতিথি* শব্দটির অর্থ যিনি বিনা নিমন্ত্রণে গৃহে আসেন।

শ্লোক ৭

গৃহেষু যেষ্বতিথয়ো নার্চিতাঃ সলিলৈরপি ।
যদি নির্যান্তি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ ॥ ৭ ॥

গৃহেষু—গৃহে; **যেষু**—যে; **অতিথয়ঃ**—অতিথি; **ন**—না; **অর্চিতাঃ**—স্বাগত; **সলিলৈঃ অপি**—এক গ্লাস জল দিয়েও; **যদি**—যদি; **নির্যান্তি**—তারা চলে যায়; **তে**—সেই প্রকার গৃহস্থ-জীবন; **নূনম্**—বস্তুতপক্ষে; **ফেরু-রাজ**—শৃগালের; **গৃহ**—গৃহ; **উপমাঃ**—সদৃশ।

অনুবাদ

যে গৃহ থেকে অতিথি কেবল একটু জলের দ্বারাও সৎকৃত না হয়ে চলে যায়, সেই গৃহ শৃগালের বিবর সদৃশ।

তাৎপর্য

ক্ষেতে সাপ এবং ইঁদুরের গর্ত থাকে, কিন্তু বড় গর্তে শৃগাল থাকে। সেই প্রকার গৃহে অবশ্যই কেউ আশ্রয় নিতে যায় না। যে গৃহে যথাযথভাবে অতিথির সৎকার হয় না, সেই গৃহ শৃগালের গৃহের মতো।

শ্লোক ৮

অপ্যগ্নয়স্তু বেলায়াং ন হুতা হবিষা সতি ।
ত্বয়োদ্বিগ্নধিয়া ভদ্রে প্রোষিতে ময়ি কর্হিচিৎ ॥ ৮ ॥

অপি—কি; **অগ্নয়ঃ**—অগ্নি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বেলায়াম্**—যজ্ঞে; **ন**—না; **হুতাঃ**—নিবেদিত; **হবিষা**—ঘিয়ের দ্বারা; **সতি**—হে সতী; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **উদ্বিগ্ন-ধিয়া**—উদ্বেগের ফলে; **ভদ্রে**—হে কল্যাণী; **প্রোষিতে**—গৃহ থেকে চলে গেলে; **ময়ি**—আমি যখন; **কর্হিচিৎ**—কোন সময়।

অনুবাদ

হে সতী ভদ্রে, আমি যখন গৃহ থেকে অন্য স্থানে চলে গিয়েছিলাম, তখন কি তুমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হওয়ার ফলে অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দিয়ে হোম করনি?

শ্লোক ৯

যৎপূজয়া কামদুঘান্ যাতি লোকান্ গৃহান্বিতঃ ।
ব্রাহ্মণোঽগ্নিশ্চ বৈ বিষ্ণোঃ সর্বদেবাত্মনো মুখম্ ॥ ৯ ॥

যৎ-পূজয়া—অগ্নি এবং ব্রাহ্মণদের পূজার দ্বারা; **কাম-দুঘান্**—বাসনা পূর্ণকারী; **যাতি**—যায়; **লোকান্**—উচ্চলোকে; **গৃহ-অন্বিতঃ**—গৃহের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **অগ্নিঃ চ**—এবং অগ্নি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **সর্ব-দেব-আত্মনঃ**—সমস্ত দেবতাদের আত্মা; **মুখম্**—মুখ।

অনুবাদ

অগ্নি এবং ব্রাহ্মণদের পূজা করার দ্বারা গৃহস্থ তাঁর ঈপ্সিত উচ্চলোক লাভ করতে পারেন, কারণ যজ্ঞাগ্নি এবং ব্রাহ্মণ সমস্ত দেবতাদের আত্মা শ্রীবিষ্ণুর মুখস্বরূপ।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে ঘি, শস্য, ফল, ফুল ইত্যাদি যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয় যাতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু তা গ্রহণ করে প্রসন্ন হন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) ভগবান বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" তাই, এই সব কিছু যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদন করা যেতে পারে, এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু তার ফলে প্রসন্ন হবেন। তেমনই, ব্রাহ্মণ-ভোজনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ যজ্ঞের পর ব্রাহ্মণদের ভগবৎ-প্রসাদ ভোজন করানোও শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের আর একটি উপায়। তাই বৈদিক প্রথা অনুসারে প্রতিটি উৎসবের পর অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার এবং ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণে ভোজন করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা গৃহস্থ স্বর্গ আদি উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ১০

অপি সর্বে কুশলিনস্তব পুত্রা মনস্বিনি ।
লক্ষয়েঽস্বস্থমাত্মানং ভবত্যা লক্ষণৈরহম্ ॥ ১০ ॥

অপি—অথবা; **সর্বে**—সমস্ত; **কুশলিনঃ**—কুশলে; **তব**—তোমার; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **মনস্বিনি**—হে মনস্বিনী; **লক্ষয়ে**—আমি দেখছি; **অস্বস্থম্**—অশান্ত; **আত্মানম্**—মন; **ভবত্যাঃ**—তোমার; **লক্ষণৈঃ**—লক্ষণের দ্বারা; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

হে মনস্বিনী, তোমার পুত্রেরা কুশলে আছে তো? তোমার শুষ্ক মুখমণ্ডল দর্শন করে আমি বুঝতে পারছি যে, তোমার চিত্ত অশান্ত হয়েছে। তার কারণ কি?

শ্লোক ১১

শ্রীঅদিতিরুবাচ

ভদ্রং দ্বিজগবাং ব্রহ্মন্ ধর্মস্যাস্য জনস্য চ ।
ত্রিবর্গস্য পরং ক্ষেত্রং গৃহমেধিন্ গৃহা ইমে ॥ ১১ ॥

শ্রী-অদিতিঃ উবাচ—শ্রীমতী অদিতি বললেন; **ভদ্রম্**—সর্বতোভাবে মঙ্গল; **দ্বিজ-গবাম্**—ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ধর্মস্য অস্য**—শাস্ত্রোল্লিখিত ধর্মের; **জনস্য**—জনসাধারণের; **চ**—এবং; **ত্রি-বর্গস্য**—(ধর্ম, অর্থ এবং কাম) এই ত্রিবর্গের; **পরম্**—পরম; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **গৃহমেধিন্**—হে গৃহাসক্ত পতি; **গৃহাঃ**—আপনার গৃহ; **ইমে**—এই সমস্ত বস্তু।

অনুবাদ

অদিতি বললেন—হে পরম পূজ্য ব্রহ্মজ্ঞানী পতিদেবতা! ব্রাহ্মণ, গাভী, ধর্ম এবং অন্য মানুষেরা সকলেই কুশলে আছে। হে গৃহস্বামী, সৌভাগ্যে পূর্ণ হওয়ার ফলে গৃহ স্বাভাবিকভাবেই ধর্ম, অর্থ এবং কামের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হয়েছে।

তাৎপর্য

শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে গৃহস্থ-জীবনে ধর্ম, অর্থ এবং কামের বিকাশ সাধন করা যায়, কিন্তু মুক্তি লাভ করতে হলে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে হয়। কশ্যপ মুনি সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাই তাঁকে এখানে একবার *ব্রহ্মন্* এবং তারপর *গৃহমেধিন্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁর পত্নী অদিতি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, গৃহস্থালির সব কিছুই ভালভাবে চলছে, এবং ব্রাহ্মণ ও গাভীদের সম্মানও রক্ষা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, গৃহস্থ-জীবনে কোন বিশৃঙ্খলা ছিল না; গৃহের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছিল।

শ্লোক ১২

অগ্নয়োঽতিথয়ো ভৃত্যা ভিক্ষবো যে চ লিপ্সবঃ ।
সর্বং ভগবতো ব্রহ্মন্নুধ্যানান্ন রিষ্যতি ॥ ১২ ॥

অগ্নয়ঃ—অগ্নির পূজা; **অতিথয়ঃ**—অতিথি সৎকার; **ভৃত্যাঃ**—ভৃত্যদের প্রসন্নতা বিধান; **ভিক্ষবঃ**—ভিক্ষুকদের সন্তুষ্টি; **যে**—যা কিছু; **চ**—এবং; **লিপ্সবঃ**—তাদের বাসনা অনুসারে (তাদের সন্তুষ্টিবিধান করা হয়েছে); **সর্বম্**—তারা সকলে;

ভগবতঃ—আপনার; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **অনুধ্যানাৎ**—সর্বক্ষণ চিন্তার ফলে; **ন রিষ্যতি**—কোন কিছুরই অবহেলা হয়নি (সব কিছুই যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে)।

অনুবাদ

হে প্রভু, অগ্নি, অতিথি, ভৃত্য, ভিক্ষুক সকলেই আমার দ্বারা যথাযথভাবে সৎকৃত হয়েছে। যেহেতু আমি সর্বদা আপনার ধ্যান করি, তাই ধর্মের অবহেলার কোন সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ১৩

কো নু মে ভগবন্ কামো ন সম্পদ্যেত মানসঃ ।
যস্যা ভবান্ প্রজাধ্যক্ষ এবং ধর্মান্ প্রভাষতে ॥ ১৩ ॥

কঃ—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **মে**—আমার; **ভগবন্**—হে ভগবান; **কামঃ**—বাসনা; **ন**—না; **সম্পদ্যেত**—পূর্ণ হতে পারে; **মানসঃ**—আমার মনের ভিতর; **যস্যাঃ**—আমার; **ভবান্**—আপনি; **প্রজা-অধ্যক্ষঃ**—প্রজাপতি; **এবম্**—এইভাবে; **ধর্মান্**—ধর্ম; **প্রভাষতে**—বলেন।

অনুবাদ

হে প্রভু, যেহেতু আপনি প্রজাপতি এবং আমার ধর্ম উপদেষ্টা, তাই আমার কোন্ বাসনা অপূর্ণ থাকতে পারে?

শ্লোক ১৪

তবৈব মারীচ মনঃশরীরজাঃ
প্রজা ইমাঃ সত্ত্বরজস্তমোজুষঃ ।
সমো ভবাংস্তাস্বসুরাদিষু প্রভো
তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥

তব—আপনার; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **মারীচ**—হে মরীচি পুত্র; **মনঃ-শরীরজাঃ**—আপনার মন অথবা শরীর থেকে উৎপন্ন (সমস্ত দেবতা এবং দৈত্যেরা); **প্রজাঃ**—আপনার সন্তান; **ইমাঃ**—তারা সকলে; **সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-জুষঃ**—সত্ত্ব, রজ

এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত; **সমঃ**—সমান; **ভবান্**—আপনি; **তাসু**—তাদের প্রত্যেককে; **অসুর-আদিষু**—অসুর আদি; **প্রভো**—হে প্রভু; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **ভক্তম্**—ভক্তদের; **ভজতে**—রক্ষণাবেক্ষণ করেন; **মহা-ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে মরীচি পুত্র, যেহেতু আপনি একজন মহাপুরুষ, তাই আপনার দেহ এবং মন থেকে উদ্ভূত এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত দৈত্য এবং দেবতাদের প্রতি আপনি সমদর্শী। কিন্তু ভগবান যদিও পরম ঈশ্বর এবং সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী, তবুও তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

ভগবান যদিও সকলের প্রতি সমদর্শী, তবুও তিনি তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তদের প্রতি বিশেষ বাৎসল্য প্রদর্শন করেন। ভগবান বলেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে কৌন্তেয়, তুমি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

(*ভগবদ্গীতা* ৪/১১)

প্রকৃতপক্ষে, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের আনুগত্যের মাত্রা অনুসারে ভগবান তাদের কৃপা প্রদর্শন করেন। তাই অদিতি তাঁর পতির কাছে এই বলে আবেদন করেছেন যে, ভগবান যেমন তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন, কশ্যপও যেন তাঁর ভক্তিমান পুত্র ইন্দ্রের এই বিপদে তাকে সাহায্য করেন।

শ্লোক ১৫

তস্মাদীশ ভজন্ত্যা মে শ্রেয়শ্চিন্তয় সুব্রত ।
হৃতশ্রিয়ো হৃতস্থানান্ সপত্নৈঃ পাহি নঃ প্রভো ॥ ১৫ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ঈশ**—হে ঈশ্বর; **ভজন্ত্যাঃ**—আপনার সেবকের; **মে**—আমাকে; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **চিন্তয়**—বিবেচনা করুন; **সু-ব্রত**—হে সুব্রত; **হৃত-শ্রিয়ঃ**—সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যবিহীন; **হৃত-স্থানান্**—বাসস্থান-বিহীন; **সপত্নৈঃ**—প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা; **পাহি**—রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

অতএব, হে সুব্রত, দয়া করে আপনি আপনার সেবিকাকে অনুগ্রহ করুন। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্যেরা আমাদের ধন, সম্পদ এবং রাজ্য অপহরণ করেছে। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

দেবতাদের মাতা অদিতি কশ্যপ মুনির কাছে দেবতাদের সুরক্ষার জন্য আবেদন করেছেন। যখন আমরা দেবতাদের কথা বলি, তখন তাঁদের মাও তার অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

শ্লোক ১৬

পরৈর্বিবাসিতা সাহং মগ্না ব্যসনসাগরে ।
ঐশ্বর্যং শ্রীর্যশঃ স্থানং হৃতানি প্রবলৈর্মম ॥ ১৬ ॥

পরৈঃ—আমাদের শত্রুদের দ্বারা; **বিবাসিতা**—আমাদের বাসস্থান অপহৃত হয়েছে; **সা**—সেই; **অহম্**—আমি; **মগ্না**—নিমগ্ন; **ব্যসন-সাগরে**—দুঃখের সাগরে; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **শ্রীঃ**—সৌন্দর্য; **যশঃ**—যশ; **স্থানম্**—বাসস্থান; **হৃতানি**—অপহরণ করেছে; **প্রবলৈঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **মম**—আমার।

অনুবাদ

আমাদের প্রবল পরাক্রমশালী শত্রু দৈত্যেরা আমাদের ঐশ্বর্য, শ্রী, যশ এবং বাসস্থান সব কিছুই অপহরণ করেছে। তাদের দ্বারা নির্বাসিত হয়ে আমি দুঃখ-সাগরে মগ্ন হয়েছি।

শ্লোক ১৭

যথা তানি পুনঃ সাধো প্রপদ্যেরন্ মমাত্মজাঃ ।
তথা বিধেহি কল্যাণং ধিয়া কল্যাণকৃত্তম ॥ ১৭ ॥

যথা—যেমন; **তানি**—আমাদের হারানো সম্পদ; **পুনঃ**—পুনরায়; **সাধো**—হে মহাত্মা; **প্রপদ্যেরন্**—পুনরায় প্রাপ্ত হতে পারি; **মম**—আমার; **আত্মজাঃ**—সন্তানেরা; **তথা**—সেই প্রকার; **বিধেহি**—দয়া করে করুন; **কল্যাণম্**—কল্যাণ; **ধিয়া**—বিবেচনা করার দ্বারা; **কল্যাণ-কৃৎ-তম**—কল্যাণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে সাধুশ্রেষ্ঠ, আপনি কল্যাণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, দয়া করে আমাদের অবস্থা বিবেচনা করে আমার পুত্রদের প্রতি আপনি কৃপা করুন, যাতে তারা তাদের হারানো সম্পদ ফিরে পেতে পারে।

শ্লোক ১৮

শ্রীশুক উবাচ

এবমভ্যর্থিতোঽদিত্যা কস্তামাহ স্ময়ন্নিব ।
অহো মায়াবলং বিষ্ণোঃ স্নেহবদ্ধমিদং জগৎ ॥ ১৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **অভ্যর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **অদিত্যা**—অদিতির দ্বারা; **কঃ**—কশ্যপ মুনি; **তাম্**—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **স্ময়ন্**—মৃদু হেসে; **ইব**—সদৃশ; **অহো**—আহা; **মায়া-বলম্**—মায়ার প্রভাব; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **স্নেহ-বদ্ধম্**—এই স্নেহের দ্বারা প্রভাবিত; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—জগৎ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—অদিতি যখন এইভাবে কশ্যপ মুনির কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, "আহা, বিষ্ণু মায়ার কী শক্তি, যার দ্বারা এই জগৎ স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ!"

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি অবশ্যই তাঁর পত্নীর দুঃখে সহানুভূতিশীল ছিলেন, তবুও সারা জগৎ যে কিভাবে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ, তা দর্শন করে তিনি বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

ক্ব দেহো ভৌতিকোঽনাত্মা ক্ব চাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ ।
কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্ ॥ ১৯ ॥

ক্ব—কোথায়; **দেহঃ**—এই জড় দেহ; **ভৌতিকঃ**—পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত; **অনাত্মা**—যা আত্মা নয়; **কঃ**—কোথায়; **চ**—ও; **আত্মা**—আত্মা; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পরঃ**—অতীত; **কস্য**—কার; **কে**—কে; **পতি**—পতি; **পুত্র-আদ্যাঃ**—পুত্র ইত্যাদি; **মোহঃ**—মোহ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত এই জড় দেহটি কি? এটি আত্মা থেকে ভিন্ন। বস্তুতপক্ষে যে জড় উপাদানগুলি দিয়ে দেহটি গঠিত হয়েছে, তা থেকে আত্মা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। কিন্তু দেহের প্রতি আসক্তির ফলে মানুষ কাউকে তার পতি, কাউকে তার পুত্র, ইত্যাদি বলে মনে করে। এই সমস্ত মায়িক সম্পর্কের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা।

তাৎপর্য

আত্মা বা জীব অবশ্যই পঞ্চভূতাত্মক দেহ থেকে ভিন্ন। এটি একটি সরল সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ না করলে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কশ্যপ মুনির সঙ্গে তাঁর পত্নী অদিতির এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল স্বর্গলোকে, কিন্তু সেখানেও সেই একই ভ্রান্ত ধারণা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই ভ্রান্ত ধারণাটি এই পৃথিবীর মতো ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই রয়েছে। বিভিন্ন স্তরের জীব রয়েছে, কিন্তু তারা সকলেই ন্যূনাধিক দেহাত্মবুদ্ধির বশবর্তী। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এই জড় জগতে সমস্ত জীবেরাই ন্যূনাধিক মাত্রায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানহীন। বৈদিক সভ্যতা কিন্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভিত্তিতেই অর্জুনকে ভগবান্ *ভগবদ্গীতা* বলেছিলেন। *ভগবদ্গীতার* শুরুতেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, দেহ যে আত্মা থেকে ভিন্ন সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" (*ভগবদ্গীতা*

২/১৩) দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক মানব-সমাজে এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। কেউই জানে না তার স্বার্থ কি। তার প্রকৃত স্বরূপ যে তার আত্মা, তার দেহটি নয়, সেই কথা কেউই জানে না। শিক্ষার অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা। আধ্যাত্মিক শিক্ষাবিহীন দেহাত্মবুদ্ধির স্তরে কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করা পশুর জীবনেরই মতো। *নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে কষ্টান্ কামানর্হতে বিড্ভুজাং যে* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/১)। মানুষ কেবল তার দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। আত্মা সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞানই নেই। তাই তারা এক অত্যন্ত বিপজ্জনক সভ্যতায় বাস করছে, তাকে একদিন এখান থেকে চলে যেতে হবে, এবং এই দেহটি থেকে তাকে একদিন অন্য আর একটি দেহে দেহান্তরিত হতে হবে (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। আধ্যাত্মিক শিক্ষাবিহীন মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এবং সে জানে না যে, তার বর্তমান শরীরটির বিনাশের পর তার কি হবে। তারা অন্ধের মতো কাজ করে চলেছে, এবং অন্ধ নেতারা তাদের পরিচালনা করছে। *অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩১)। মূর্খ মানুষ জানে না যে, সে সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির বন্ধনে নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং মৃত্যুর পর জড়া প্রকৃতি তাকে এক বিশেষ প্রকার শরীর দান করবে, যা গ্রহণ করতে সে বাধ্য হবে। সে জানে না যে, যদিও তার বর্তমান শরীরে সে হয়তো এক অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি, কিন্তু পরবর্তী জীবনে সে তার অজ্ঞান কার্যকলাপের জন্য একটি পশু অথবা একটি বৃক্ষের শরীর প্রাপ্ত হতে পারে। তাই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত জীবদের চিন্ময় অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত আলোক প্রদান করছে। এই আন্দোলনটিকে বোঝা খুব একটা কঠিন নয়, এবং মানুষের কর্তব্য এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করা, কারণ তা তাকে দায়িত্বহীন বিপজ্জনক জীবন থেকে রক্ষা করবে।

শ্লোক ২০

উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দনম্ ।
সর্বভূতগুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্গুরুম্ ॥ ২০ ॥

উপতিষ্ঠস্ব—আরাধনা করার চেষ্টা কর; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **ভগবন্তম্**—ভগবান; **জনার্দনম্**—সমস্ত শত্রুদের যিনি বিনাশ করতে পারেন, সেই জনার্দনকে; **সর্ব-ভূত-গুহা-বাসম্**—যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বাস করেন; **বাসুদেবম্**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সর্বব্যাপ্ত এবং বসুদেবের পুত্র; **জগৎ-গুরুম্**—সারা জগতের গুরু।

অনুবাদ

হে অদিতি, তুমি ভগবানকে ভজনা কর। তিনি সকলের প্রভু, তিনি সকলের শত্রুদমনকারী এবং তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবই সকলকে সর্বমঙ্গলময় আশীর্বাদ প্রদান করতে পারেন, কারণ তিনিই হচ্ছেন সমগ্র জগতের গুরু।

তাৎপর্য

এই কথাগুলি বলে কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নী অদিতিকে শান্ত করার চেষ্টা করেছেন। অদিতি তাঁর পতির কাছে আবেদন করেছিলেন। সেটি অবশ্য খুবই ভাল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের আত্মীয় কখনও কারও মঙ্গল সাধন করতে পারে না। যদি কোন মঙ্গল হয়ে থাকে, তা হলে সেটি ভগবানেরই জন্য। তাই কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নী অদিতিকে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান বাসুদেবের ভজনা করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি সর্বভূতের সুহৃদ এবং জনার্দন, কারণ তিনি সমস্ত শত্রুদের বিনাশ করতে পারেন। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তম, এবং জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে আর একটি অস্তিত্ব রয়েছে, যাকে বলা হয় শুদ্ধসত্ত্ব। জড় জগতে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জড় কলুষের ফলে সত্ত্বগুণও কখনও কখনও রজ এবং তমোগুণের দ্বারা পরাভূত হয়। কিন্তু কেউ যখন এই সমস্ত গুণের প্রতিযোগিতার স্তর অতিক্রম করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণের অতীত হন। সেই চিন্ময় স্তরে জীব শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হন। *সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/৩/২৩)। জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত যে স্থিতি তাকে বলা হয় *বসুদেব* বা জড় কলুষ থেকে মুক্তি। সেই স্থিতিতেই কেবল ভগবান বাসুদেবকে দর্শন করা যায়। তাই এই *বসুদেব* স্থিতিই সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রয়োজনগুলি চরিতার্থ করে। *বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি মহাত্মা হন।

পরমাত্মা (*বাসুদেব*) সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১০/১০)

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।

"হে অর্জুন, ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১)

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে জেনে, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উপকারী সুহৃদরূপে জেনে, যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৫/২৯)

মানুষ যখন কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তাঁর কর্তব্য বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া। তিনি তাঁর ভক্তকে সমস্ত সঙ্কট থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বুদ্ধি প্রদান করেন। কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নীকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি অনায়াসে তাঁর সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, কশ্যপ মুনি ছিলেন একজন আদর্শ সদ্গুরু। তিনি মূর্খের মতো নিজেকে ভগবানের সমকক্ষ বলে জাহির করেননি। তিনি ছিলেন সদ্গুরু কারণ তিনি তাঁর স্ত্রীকে বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। যিনি তাঁর অনুগামী অথবা শিষ্যদের বাসুদেবের আরাধনা করার শিক্ষা দেন, তিনিই হচ্ছেন আদর্শ সদ্গুরু। এই সূত্রে *জগদ্গুরুম্* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কশ্যপ মুনি যদিও বাসুদেবের শরণাগত হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার ফলে প্রকৃত *জগদ্গুরু* ছিলেন, তবুও তিনি নিজেকে *জগদ্গুরু* বলে ঘোষণা করেননি। প্রকৃতপক্ষে, বাসুদেব হচ্ছেন *জগদ্গুরু*, যে সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (*বাসুদেবং জগদ্গুরুম্*)। যিনি বাসুদেবের শিক্ষা সমন্বিত *ভগবদ্গীতার* উপদেশ দেন, তিনিও বাসুদেবেরই মতো *জগদ্গুরু*। কিন্তু কেউ যখন *ভগবদ্গীতার* উপদেশ যথাযথভাবে প্রদান না করে নিজেকে *জগদ্গুরু* বলে ঘোষণা করে, সে কেবল জনসাধারণকে প্রতারণা করে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *জগদ্গুরু*, এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করে যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শিক্ষা দেন, তাঁকেও *জগদ্গুরু* বলে স্বীকার করা যায়। যে ব্যক্তি তার মনগড়া মতবাদ সৃষ্টি করে, তাকে কখনও জগদ্গুরু বলে স্বীকার করা যায় না; সে একটি লোক-ঠকানো জগদ্গুরু।

শ্লোক ২১

স বিধাস্যতি তে কামান্ হরির্দীনানুকম্পনঃ ।
অমোঘা ভগবদ্ভক্তির্নেতরেতি মতির্মম ॥ ২১ ॥

সঃ—তিনি (বাসুদেব); **বিধাস্যতি**—নিঃসন্দেহে পূর্ণ করবেন; **তে**—তোমার; **কামান্**—বাসনা; **হরিঃ**—ভগবান; **দীন**—দুঃখীদের প্রতি; **অনুকম্পনঃ**—অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ; **অমোঘা**—অব্যর্থ; **ভগবদ্ভক্তিঃ**—ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা; **ন**—না; **ইতরা**—ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছু; **ইতি**—এইভাবে; **মতিঃ**—অভিমত; **মম**—আমার।

অনুবাদ

সেই দীনবৎসল ভগবান তোমার অভিলাষ পূর্ণ করবেন। কারণ ভগবদ্ভক্তি অব্যর্থ। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত পন্থাই নিষ্ফল। সেটিই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

তিনি প্রকার মানুষ রয়েছে। *অকাম, মোক্ষকাম* এবং *সর্বকাম*। যারা এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে, তাদের বলা হয় *মোক্ষকাম;* যারা পূর্ণমাত্রায় এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তাদের বলা হয় *সর্বকাম,* এবং যারা তাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেছে এবং আর কোন জড় বাসনা যার নেই, তাদের বলা হয় *অকাম*। ভগবদ্ভক্তের কোন বাসনা নেই। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*। তিনি সর্বতোভাবে পবিত্র হয়ে সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। মোক্ষকামী ব্রহ্মে লীন হয়ে মুক্তি লাভ করতে চায়, এবং যেহেতু তার এই বাসনা রয়েছে, তাই সে এখনও শুদ্ধ নয়। যেহেতু মুক্তি লাভের অভিলাষী ব্যক্তিরাও অশুদ্ধ, সুতরাং বহু বাসনা পূর্ণ করার অভিলাষী কর্মীদের আর কি কথা? কিন্তু তা সত্ত্বেও শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, কিংবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০)

কশ্যপ মুনি দেখেছিলেন যে, তাঁর পত্নী অদিতির পুত্রদের মঙ্গল কামনারূপী কিছু জড় বাসনা ছিল, কিন্তু তবুও তিনি তাঁকে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী অথবা ভক্ত নির্বিশেষে সকলেরই কর্তব্য বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী

সেবা সম্পাদন করা, যাতে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *দীন-অনুকম্পন*—তিনি সকলের প্রতিই অত্যন্ত কৃপাময়। তাই কেউ যদি তার জড় বাসনা পূর্ণ করতে চায়, শ্রীকৃষ্ণ তাকে সাহায্য করেন। কখনও কখনও অবশ্য ভক্ত যদি ঐকান্তিক হন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, তাঁর জড় বাসনা পূর্ণ না করেই সরাসরিভাবে তাঁকে শুদ্ধ ভক্তির আশীর্বাদ প্রদান করেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্যলীলা* ২২/৩৮-৩৯) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে' মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥

ভক্তের যদি কোন জড় বাসনা থেকে থাকে এবং সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবার ঐকান্তিক অভিলাষী হন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত জড় বাসনা এবং সমস্ত সম্পদ নিয়ে, তাঁকে সরাসরিভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করতে পারেন। এটি ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা। অন্যথায়, কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন এবং সেই সঙ্গে যদি তাঁর জড় বাসনা থেকে থাকে, তা হলে তিনি ধ্রুব মহারাজের মতো সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারেন, তবে সেই জন্য কিছু সময় লাগে। কিন্তু অত্যন্ত ঐকান্তিক ভক্ত যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সরাসরিভাবে শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করেন।

শ্লোক ২২

শ্রীঅদিতিরুবাচ

কেনাহং বিধিনা ব্রহ্মন্নুপস্থাস্যে জগৎপতিম্ ।
যথা মে সত্যসঙ্কল্পো বিদধ্যাৎ স মনোরথম্ ॥ ২২ ॥

শ্রী-অদিতিঃ উবাচ—শ্রীমতী অদিতি প্রার্থনা করতে লাগলেন; **কেন**—কিসের দ্বারা; **অহম্**—আমি; **বিধিনা**—বিধি অনুসারে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **উপস্থাস্যে**—প্রসন্ন করতে পারি; **জগৎ-পতিম্**—জগতের পতি, জগন্নাথকে; **যথা**—যার দ্বারা; **মে**—আমার; **সত্য-সঙ্কল্পঃ**—বাসনা পূর্ণ হতে পারে; **বিদধ্যাৎ**—পূর্ণ করবেন; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **মনোরথম্**—অভিলাষ বা বাসনা।

অনুবাদ

শ্রীমতী অদিতি বললেন—হে ব্রাহ্মণ, কোন্ বিধি অনুসারে আমি সেই জগৎপতির আরাধনা করতে পারি, যার ফলে ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।

তাৎপর্য

বলা হয়, 'মানুষ প্রস্তাব করে আর ভগবান তার ব্যবস্থা করেন।' মানুষ অনেক কিছু বাসনা করতে পারে, কিন্তু ভগবান যদি তা অনুমোদন না করেন, তা হলে সেই সমস্ত বাসনা পূর্ণ হতে পারে না। বাসনা পূর্ণ করাকে বলা হয় *সত্যসঙ্কল্প*। এখানে *সত্যসঙ্কল্প* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদিতি তাঁর পতির কৃপার উপর নির্ভর করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁকে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করার জন্য ভগবানের আরাধনা করার পন্থা প্রদর্শন করেন। শিষ্যকে প্রথমে স্থির করতে হয় যে, তিনি ভগবানের আরাধনা করবেন, এবং তারপর শ্রীগুরুদেব তাঁকে যথাযথ নির্দেশ দেবেন। রোগী যেমন ডাক্তারের কাছে কোন বিশেষ ধরনের ওষুধ দাবি করতে পারে না, তেমনই গুরুদেবকে হুকুম করা যায় না। এখান থেকেই ভগবানের আরাধনা শুরু হয়। যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী, এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তিরা আমার ভজনা করেন।" অদিতি *আর্ত* ছিলেন। তাঁর পুত্র দেবতারা সব কিছু হারিয়েছিলেন বলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর পতি কশ্যপ মুনির নির্দেশ অনুসারে ভগবানের শরণাগত হতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

আদিশ ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিধিং তদুপধাবনম্ ।
আশু তুষ্যতি মে দেবঃ সীদন্ত্যাঃ সহ পুত্রকৈঃ ॥ ২৩ ॥

আদিশ—আমাকে উপদেশ দিন; **ত্বম্**—হে প্রিয় পতি; **দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **বিধিম্**—বিধি; **তৎ**—ভগবান; **উপধাবনম্**—পূজা করার বিধি; **আশু**—অতি শীঘ্র; **তুষ্যতি**—প্রসন্ন হন; **মে**—আমার প্রতি; **দেবঃ**—ভগবান; **সীদন্ত্যাঃ**—শোক করে; **সহ**—সহ; **পুত্রকৈঃ**—আমার পুত্র দেবতাগণ।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দয়া করে আমাকে ভগবানের আরাধনা করার বিধি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন, যাতে ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, শীঘ্রই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে আমার পুত্রগণ সহ আমাকে রক্ষা করেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা জিজ্ঞাসা করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য গুরুর কাছে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা লাভ করতে হয় কি না। তার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। কেবল এখানেই নয়, *ভগবদ্‌গীতাতেও* অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন (*শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্*)। *বেদেও* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—যদি কেউ সত্যি সত্যিই আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করার অভিলাষী হন, তা হলে যথাযথ নির্দেশ লাভ করার জন্য তাঁর গুরু গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবান বলেছেন যে, ভগবানের প্রতিনিধি আচার্যের উপাসনা করা অবশ্য কর্তব্য। (*আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ*)। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্তব্য। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে, শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ। তাই, শাস্ত্র প্রমাণ এবং ভক্তের আচরণ অনুসারে, গুরু গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। অদিতি তাঁর পতিকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন, যাতে ভগবানের আরাধনা করার দ্বারা আধ্যাত্মিক চেতনা বা ভগবদ্ভক্তিতে কিভাবে উন্নতি সাধন করা যায়, সেই সম্বন্ধে তিনি তাঁকে উপদেশ দেন।

শ্লোক ২৪

শ্রীকশ্যপ উবাচ

এতন্মে ভগবান্ পৃষ্টঃ প্রজাকামস্য পদ্মজঃ।
যদাহ তে প্রবক্ষ্যামি ব্রতং কেশবতোষণম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রী-কশ্যপঃ উবাচ—কশ্যপ মুনি বললেন; **এতৎ**—এই; **মে**—আমার দ্বারা; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **পৃষ্টঃ**—যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; **প্রজা-কামস্য**—প্রজা কামনা করে; **পদ্মজঃ**—পদ্ম থেকে জাত ব্রহ্মা; **যৎ**—যা কিছু; **আহ**—আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম; **তে**—তোমাকে; **প্রবক্ষ্যামি**—আমি বলব; **ব্রতম্**—ভগবানের আরাধনার এক প্রকার পন্থা; **কেশব-তোষণম্**—যার ফলে কেশব প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

শ্রীকশ্যপ মুনি বললেন—আমি পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষী হয়ে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি কেশবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে ব্রত আমাকে বলেছিলেন, তা আমি তোমাকে বলব।

তাৎপর্য

এখানে ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কশ্যপ মুনিকে ব্রহ্মা যে ব্রত পালনের উপদেশ দিয়েছিলেন, কশ্যপ মুনি সেই ব্রত পালনের বিধি অদিতিকে বলতে চেয়েছিলেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীগুরুদেব তাঁর নিজের মনগড়া কোন নতুন পন্থা তৈরি করে তাঁর শিষ্যকে উপদেশ দেন না। শ্রীগুরুদেব তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে যে প্রামাণিক পন্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁর শিষ্যকে তিনি তাই প্রদান করেন। একে বলা হয় পরম্পরা (এবং *পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*)। এটিই ভগবদ্ভক্তি লাভ করার প্রামাণিক বিধি, যার দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা যায়। তাই শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর গুরুদেবের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন; তাঁর গুরুদেবও তাঁর গুরুদেবের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন। একে বলা হয় পরম্পরা। এই পরম্পরার প্রথা অনুসরণ না করলে মন্ত্রজপ নিষ্ফল হয়। আজকাল বহু ভণ্ড গুরু আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের পরিবর্তে জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য তাদের মনগড়া মন্ত্র তৈরি করছে। এই ধরনের মনগড়া মন্ত্র জপের ফলে কখনই কোন লাভ হয় না। মন্ত্র এবং ভগবদ্ভক্তির বিশেষ শক্তি রয়েছে, যদি তা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে লাভ করা যায়।

শ্লোক ২৫

ফাল্গুনস্যামলে পক্ষে দ্বাদশাহং পয়োব্রতম্ ।
অর্চয়েদরবিন্দাক্ষং ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ ॥ ২৫ ॥

ফাল্গুনস্য—ফাল্গুন মাসের; **অমলে পক্ষে**—শুক্লপক্ষে; **দ্বাদশ-অহম্**—দ্বাদশী পর্যন্ত; **পয়ঃ-ব্রতম্**—কেবল দুধ গ্রহণ করার ব্রত; **অর্চয়েৎ**—অর্চনা করা উচিত; **অরবিন্দাক্ষম্**—পদ্মপলাশলোচন ভগবানের; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **পরময়া**—অনন্য; **অন্বিতঃ**—সমন্বিত।

অনুবাদ

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশী পর্যন্ত কেবল বারো দিন দুগ্ধ পানপূর্বক পয়োব্রত আচরণ করে, পরম ভক্তি সহকারে কমলনয়ন ভগবানের অর্চনা করবে।

তাৎপর্য

ভক্তি সহকারে ভগবানের পূজা করার অর্থ হচ্ছে *অর্চনমার্গ* অনুসরণ করা।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করে তাঁকে সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়ে, ফুলমালায় সজ্জিত করে নানা রকম ফল, ফুল এবং ঘি, চিনি ও শস্য থেকে তৈরি নানা রকম উপাদেয় খাদ্য নিবেদন করা উচিত। বিধি অনুসারে ধূপ, দীপ জ্বালিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁর আরতি করা উচিত। একে বলা হয় ভগবানের অর্চনা। এখানে কেবল দুগ্ধ পান করে পয়োব্রত অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা যখন অন্ন আহার না করে একাদশী ব্রত পালন করি, তখন সাধারণত দ্বাদশীর দিন দুধ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। পয়োব্রত এবং অর্চন শুদ্ধ ভক্তির (*ভক্ত্যা*) মনোভাব নিয়ে পালন করা উচিত। ভক্তি ছাড়া ভগবানের আরাধনা করা যায় না। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*। কেউ যদি ভগবানকে জানতে চান এবং তাঁর সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে চান, তা হলে তিনি কি খেতে চান এবং কিভাবে তিনি প্রসন্ন হন, তা জানা কর্তব্য, এবং সেই জন্য ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। সেই সম্বন্ধে এখানেও বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ*—মানুষের কর্তব্য শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ হওয়া।

শ্লোক ২৬

সিনীবাল্যাং মৃদালিপ্য স্নায়াৎ ক্রোড়বিদীর্ণয়া ।
যদি লভ্যেত বৈ স্রোতস্যেতং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২৬ ॥

সিনীবাল্যাম্—অমাবস্যার দিন; **মৃদা**—মৃত্তিকার দ্বারা; **আলিপ্য**—অঙ্গে লেপন করে; **স্নায়াৎ**—স্নান করা উচিত; **ক্রোড়-বিদীর্ণয়া**—বরাহের দশনের দ্বারা বিদারিত; **যদি**—যদি; **লভ্যেত**—পাওয়া যায়; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **স্রোতসি**—নদীর স্রোতে; **এতম্ মন্ত্রম্**—এই মন্ত্র; **উদীরয়েৎ**—জপ করা উচিত।

অনুবাদ

যদি বরাহ বিদারিত মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তা হলে তার দ্বারা অমাবস্যার দিন অঙ্গলেপন করে নদীর জলে স্নান করবে, এবং স্নান করার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে।

শ্লোক ২৭

ত্বং দেব্যাদিবরাহেণ রসায়াঃ স্থানমিচ্ছতা ।
উদ্ধৃতাসি নমস্তুভ্যং পাপ্মানং মে প্রণাশয় ॥ ২৭ ॥

ত্বম্—আপনি; **দেবি**—হে ধরিত্রী দেবী; **আদি-বরাহেণ**—আদি বরাহরূপী ভগবান; **রসায়াঃ**—রসাতল থেকে; **স্থানম্**—স্থান; **ইচ্ছতা**—অভিলাষী; **উদ্ধৃতাসি**—আপনি উত্তোলিত হয়েছিলেন; **নমঃ তুভ্যম্**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পাপ্মানম্**—সমস্ত পাপকার্য এবং তার ফল; **মে**—আমার; **প্রণাশয়**—বিনষ্ট করুন।

অনুবাদ

হে মাতা বসুন্ধরা, আপনি থাকবার স্থান অভিলাষ করেছিলেন বলে বরাহরূপী ভগবান আপনাকে রসাতল থেকে উত্তোলন করেছিলেন। দয়া করে আপনি আমার সমস্ত পাপ বিনাশ করুন। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২৮

নির্বর্তিতাত্মনিয়মো দেবমর্চেৎ সমাহিতঃ ।
অর্চায়াং স্থণ্ডিলে সূর্যে জলে বহ্নৌ গুরাবপি ॥ ২৮ ॥

নির্বর্তিত—সমাপ্ত; **আত্ম-নিয়মঃ**—স্নান, মন্ত্রজপ আদি নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়ম; **দেবম্**—ভগবান; **অর্চেৎ**—অর্চনা করা উচিত; **সমাহিতঃ**—একাগ্র চিত্তে; **অর্চায়াম্**—শ্রীবিগ্রহকে; **স্থণ্ডিলে**—পূজার বেদিকে; **সূর্যে**—সূর্যকে; **জলে**—জলকে; **বহ্নৌ**—অগ্নিকে; **গুরৌ**—গুরুদেবকে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

তারপর, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্তব্য সম্পাদন করে, একাগ্র চিত্তে ভগবানের অর্চাবিগ্রহ, বেদি, সূর্য, জল, অগ্নি এবং গুরুদেবকে পূজা করবে।

শ্লোক ২৯

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহীয়সে ।
সর্বভূতনিবাসায় বাসুদেবায় সাক্ষিণে ॥ ২৯ ॥

নমস্তুভ্যম্—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—ভগবানকে; **পুরুষায়**—পরম পুরুষ; **মহীয়সে**—মহত্তম; **সর্ব-ভূত-নিবাসায়**—যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন; **বাসুদেবায়**—যিনি সর্বত্র বাস করেন; **সাক্ষিণে**—যিনি সব কিছুর সাক্ষী।

অনুবাদ

হে ভগবান, মহত্তম, সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান, সকলের আশ্রয়, হে সব কিছুর সাক্ষী, হে বাসুদেব, সর্বব্যাপ্ত পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৩০

নমোঽব্যক্তায় সূক্ষ্মায় প্রধানপুরুষায় চ ।
চতুর্বিংশদ্‌গুণজ্ঞায় গুণসংখ্যানহেতবে ॥ ৩০ ॥

নমঃ—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **অব্যক্তায়**—যাঁকে জড় চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় না; **সূক্ষ্মায়**—চিন্ময়; **প্রধান-পুরুষায়**—পরম পুরুষ; **চ**—ও; **চতুর্বিংশৎ**—চতুর্বিংশতি; **গুণ-জ্ঞায়**—তত্ত্বজ্ঞ; **গুণ-সংখ্যান্**—সাংখ্যযোগের; **হেতবে**—আদি কারণ।

অনুবাদ

হে পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে জড় চক্ষুর অগোচর। আপনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের জ্ঞাতা, এবং আপনি সাংখ্যযোগ পদ্ধতির প্রবর্তক।

তাৎপর্য

চতুর্বিংশদ্‌গুণ অর্থাৎচতুর্বিংশতি তত্ত্ব হচ্ছে—পঞ্চ মহাভূত (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ), তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার), দশ ইন্দ্রিয়

(পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়), এবং পঞ্চতন্মাত্র ও কলুষিত চেতনা। এইগুলি হচ্ছে সাংখ্যযোগের বিষয়বস্তু, যার প্রবর্তন করেছেন ভগবান কপিলদেব। এই সাংখ্যযোগ পরবর্তীকালে পুনরায় আরেকজন কপিলের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, যিনি ছিলেন নাস্তিক এবং তাঁর সেই দর্শন প্রামাণিক বলে স্বীকার করা হয় না।

শ্লোক ৩১

নমো দ্বিশীর্ষ্ণে ত্রিপদে চতুঃশৃঙ্গায় তন্তবে ।
সপ্তহস্তায় যজ্ঞায় ত্রয়ীবিদ্যাত্মনে নমঃ ॥ ৩১ ॥

নমঃ—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **দ্বি-শীর্ষ্ণে**—যাঁর দুটি মস্তক; **ত্রি-পদে**—যাঁর তিনটি পা; **চতুঃ-শৃঙ্গায়**—যাঁর চারটি শৃঙ্গ; **তন্তবে**—যিনি বিস্তার করেন; **সপ্ত-হস্তায়**—যাঁর সাতটি হাত; **যজ্ঞায়**—সেই পরম ভোক্তা যজ্ঞ পুরুষকে; **ত্রয়ী**—তিন প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান; **বিদ্যা-আত্মনে**—সমস্ত জ্ঞানের মূর্তবিগ্রহ ভগবান; **নমঃ**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

আমি সেই ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর দুইটি মস্তক (প্রায়ণীয় এবং উদায়নীয়), তিনটি পা (সবনত্রয়), চারটি শৃঙ্গ (চতুর্বেদ) এবং সপ্তহস্ত (গায়ত্রী আদি সপ্তছন্দ)। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর আত্মা ত্রয়ীবিদ্যা (কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ড) এবং যজ্ঞরূপে যিনি এই সমস্ত অনুষ্ঠান বিস্তার করেন।

শ্লোক ৩২

নমঃ শিবায় রুদ্রায় নমঃ শক্তিধরায় চ ।
সর্ববিদ্যাধিপতয়ে ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩২ ॥

নমঃ—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **শিবায়**—শিব নামক অবতার; **রুদ্রায়**—রুদ্র নামক অংশকে; **নমঃ**—প্রণাম; **শক্তি-ধরায়**—যিনি সমস্ত শক্তির আধার; **চ**—এবং; **সর্ব-বিদ্যা-অধিপতয়ে**—সমস্ত জ্ঞানের উৎস; **ভূতানাম্**—জীবদের; **পতয়ে**—পরম প্রভুকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

শিব অথবা রুদ্ররূপে যিনি সমস্ত শক্তি ও সমস্ত জ্ঞানের আধার, এবং সর্বভূতের অধিপতি, সেই আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবানের অংশ বা অবতারকে প্রণতি নিবেদন করা কর্তব্য। শিব হচ্ছেন তমোগুণের অবতার।

শ্লোক ৩৩

নমো হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাত্মনে ।
যোগৈশ্বর্যশরীরায় নমস্তে যোগহেতবে ॥ ৩৩ ॥

নমঃ—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **হিরণ্যগর্ভায়**—চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মারূপে অবস্থিত; **প্রাণায়**—সকলের জীবনের উৎস; **জগৎ-আত্মনে**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা; **যোগ-ঐশ্বর্য-শরীরায়**—যাঁর শরীর যোগৈশ্বর্যে পূর্ণ; **নমঃ তে**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **যোগ-হেতবে**—সমস্ত যোগশক্তির আদি প্রভু।

অনুবাদ

হিরণ্যগর্ভ, প্রাণের উৎস, সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে অবস্থিত আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। সমস্ত যোগৈশ্বর্যের উৎস যাঁর শরীর, সেই আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৩৪

নমস্ত আদিদেবায় সাক্ষিভূতায় তে নমঃ ।
নারায়ণায় ঋষয়ে নরায় হরয়ে নমঃ ॥ ৩৪ ॥

নমঃ তে—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **আদি-দেবায়**—আদি পুরুষ ভগবান; **সাক্ষি-ভূতায়**—সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে যিনি সব কিছুর সাক্ষী; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **নারায়ণায়**—যিনি নারায়ণরূপে অবতরণ করেন; **ঋষয়ে**—ঋষি; **নরায়**—নররূপী অবতার; **হরয়ে**—ভগবানকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

আদিদেব, সকলের হৃদয়ে সাক্ষীস্বরূপ আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি নর-নারায়ণ ঋষিরূপে অবতরণ করেছেন। হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৩৫

নমো মরকতশ্যামবপুষেঽধিগতশ্রিয়ে ।
কেশবায় নমস্তুভ্যং নমস্তে পীতবাসসে ॥ ৩৫ ॥

নমঃ—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **মরকত-শ্যাম-বপুষে**—মরকত মণির মতো শ্যামল যাঁর অঙ্গকান্তি; **অধিগত-শ্রিয়ে**—লক্ষ্মীদেবী যাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন; **কেশবায়**—কেশী দৈত্য সংহারকারী কেশব; **নমঃ তুভ্যম্**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **নমঃ তে**—পুনরায় আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পীত-বাসসে**—যাঁর বসন পীতবর্ণ।

অনুবাদ

পীতবাস, মরকত মণির মতো শ্যামবর্ণ দেহধারী, লক্ষ্মীদেবীর নিয়ন্তা এবং কেশীহন্তা আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৩৬

ত্বং সর্ববরদঃ পুংসাং বরেণ্য বরদর্ষভ ।
অতস্তে শ্রেয়সে ধীরাঃ পাদরেণুমুপাসতে ॥ ৩৬ ॥

ত্বম্—আপনি; **সর্ব-বরদঃ**—যিনি সর্বপ্রকার বর প্রদান করতে পারেন; **পুংসাম্**—সমস্ত জীবদের; **বরেণ্য**—হে পরম পূজনীয়; **বরদ-ঋষভ**—সমস্ত বরদাতাদের মধ্যে সব চাইতে শক্তিমান; **অতঃ**—সেই হেতু; **তে**—আপনার; **শ্রেয়সে**—সমস্ত কল্যাণের উৎস; **ধীরাঃ**—পরম সংযত; **পাদ-রেণুম্ উপাসতে**—শ্রীপাদপদ্মের রেণু পূজা করেন।

অনুবাদ

হে বরেণ্য! হে বরদশ্রেষ্ঠ! আপনি জীবের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন, এবং তাই যাঁরা ধীর, তাঁরা তাঁদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার সেবা করেন।

শ্লোক ৩৭

অন্ববর্তন্ত যং দেবাঃ শ্রীশ্চ তৎপাদপদ্মযোঃ ।
স্পৃহয়ন্ত ইবামোদং ভগবান্ মে প্রসীদতাম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্ববর্তন্ত—ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রত; **যম্**—যাঁকে; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **শ্রীঃ চ**—এবং লক্ষ্মীদেবী; **তৎ-পাদপদ্মযোঃ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের; **স্পৃহয়ন্তঃ**—বাসনা করে; **ইব**—ঠিক সেই; **আমোদম্**—দিব্য আনন্দ; **ভগবান্**—ভগবান; **মে**—আমার প্রতি; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন।

অনুবাদ

সমস্ত দেবতা এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় রত। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সৌরভের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৩৮

এতৈর্মন্ত্রৈর্হৃষীকেশমাবাহনপুরস্কৃতম্ ।
অর্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পাদ্যোপস্পর্শনাদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥

এতৈঃ মন্ত্রৈঃ—এই মন্ত্র জপের দ্বারা; **হৃষীকেশম্**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীহৃষীকেশকে; **আবাহন**—আহ্বান করে; **পুরস্কৃতম্**—পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে; **অর্চয়েৎ**—পূজা করা উচিত; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **পাদ্য-উপস্পর্শন-আদিভিঃ**—(পাদ্য, অর্ঘ্য আদি) পূজার উপকরণ দ্বারা।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—এই মন্ত্রগুলি জপের দ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানকে আবাহন করে, (পাদ্য, অর্ঘ্য, আদি) পূজার উপকরণের দ্বারা সেই ভগবান কেশব, হৃষীকেশ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করবে।

শ্লোক ৩৯

অর্চিত্বা গন্ধমাল্যাদ্যৈঃ পয়সা স্নপয়েদ্ বিভুম্ ।
বস্ত্রোপবীতাভরণপাদ্যোপস্পর্শনৈস্ততঃ ।
গন্ধধূপাদিভিশ্চার্চেদ্ দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ৩৯ ॥

অর্চিত্বা—এইভাবে পূজা করে; **গন্ধ-মাল্য-আদ্যৈঃ**—ধূপ, ফুলের মালা ইত্যাদির দ্বারা; **পয়সা**—দুধের দ্বারা; **স্নপয়েৎ**—স্নান করাবে; **বিভুম্**—ভগবানকে; **বস্ত্র**—বস্ত্র; **উপবীত**—যজ্ঞোপবীত; **আভরণ**—অলঙ্কার; **পাদ্য**—শ্রীপাদপদ্ম ধোয়ার জল; **উপস্পর্শনৈঃ**—স্পর্শ করে; **ততঃ**—তারপর; **গন্ধ**—সুগন্ধ; **ধূপ**—ধূপ; **আদিভিঃ**—ইত্যাদির দ্বারা; **চ**—এবং; **অর্চেৎ**—পূজা করা উচিত; **দ্বাদশ-অক্ষর-বিদ্যয়া**—দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের দ্বারা।

অনুবাদ

প্রথমে দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপ করে ফুলের মালা, ধূপ ইত্যাদির দ্বারা অর্চনপূর্বক ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে দুধ দিয়ে স্নান করাবে। তারপর বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পাদ্য এবং ধূপগন্ধ আদির দ্বারা পুনরায় তাঁর পূজা করবে।

তাৎপর্য

দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র হচ্ছে *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*। শ্রীবিগ্রহের পূজা করার সময় বাঁ হাত দিয়ে ঘণ্টা বাজাতে হয় এবং ডান হাত দিয়ে পাদ্য, অর্ঘ্য, বস্ত্র, গন্ধ, মালা, আভরণ, ভূষণ ইত্যাদি নিবেদন করতে হয়। এইভাবে দুধ দিয়ে ভগবানকে স্নান করিয়ে, তাঁকে বস্ত্র আদির দ্বারা সাজিয়ে পুনরায় সমস্ত উপকরণের দ্বারা তাঁর পূজা করতে হয়।

শ্লোক ৪০

শৃতং পয়সি নৈবেদ্যং শাল্যন্নং বিভবে সতি ।
সসর্পিঃ সগুড়ং দত্ত্বা জুহুয়ান্মূলবিদ্যয়া ॥ ৪০ ॥

শৃতম্—পক্ব; **পয়সি**—দুধে; **নৈবেদ্যম্**—শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করে; **শালি-অন্নম্**—মিহি চাল; **বিভবে**—যদি সম্ভব হয়; **সতি**—এইভাবে; **সসর্পিঃ**—ঘৃত সহ; **স-গুড়ম্**—গুড় সহ; **দত্ত্বা**—তাঁকে নিবেদন করে; **জুহুয়াৎ**—অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবে; **মূল-বিদ্যয়া**—সেই *দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র* জপের দ্বারা।

অনুবাদ

সম্ভব হলে পায়স, ঘৃত ও গুড়ের সঙ্গে শালি অন্ন নিবেদন করে, মূল মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবে।

শ্লোক ৪১

নিবেদিতং তদ্ভক্তায় দদ্যাদ্ ভুঞ্জীত বা স্বয়ম্ ।
দত্ত্বাচমনমর্চিত্বা তাম্বূলং চ নিবেদয়েৎ ॥ ৪১ ॥

নিবেদিতম্—নৈবেদ্য; **তৎ-ভক্তায়**—তাঁর ভক্তকে; **দদ্যাৎ**—প্রদান করবে; **ভুঞ্জীত**—গ্রহণ করবে; **বা**—অথবা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **দত্ত্বা আচমনম্**—হাত এবং মুখ ধোয়ার জল প্রদান করে; **অর্চিত্বা**—এইভাবে শ্রীবিগ্রহের পূজা করে; **তাম্বূলম্**—তাম্বূল; **চ**—ও; **নিবেদয়েৎ**—নিবেদন করবে।

অনুবাদ

সেই প্রসাদ ভক্ত বৈষ্ণবকে প্রদান করবে অথবা সেই প্রসাদের কিছু অংশ বৈষ্ণবকে প্রদান করে তারপর স্বয়ং গ্রহণ করবে। তারপর শ্রীবিগ্রহকে আচমন করিয়ে তাম্বূল প্রদান করবে এবং তারপর পুনরায় পূজা করবে।

শ্লোক ৪২

জপেদষ্টোত্তরশতং স্তুবীত স্তুতিভিঃ প্রভুম্ ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভূমৌ প্রণমেদ্ দণ্ডবন্মুদা ॥ ৪২ ॥

জপেৎ—জপ করবে; **অষ্টোত্তর-শতম্**—একশ আট বার; **স্তুবীত**—স্তব করবে; **স্তুতিভিঃ**—বিবিধ মহিমা কীর্তনের দ্বারা; **প্রভুম্**—ভগবানকে; **কৃত্বা**—করে; **প্রদক্ষিণম্**—প্রদক্ষিণ; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **প্রণমেৎ**—প্রণতি নিবেদন করবে; **দণ্ডবৎ**—দণ্ডবৎ; **মুদা**—আনন্দ সহকারে।

অনুবাদ

তারপর, একশ আট বার মন্ত্র জপ করে প্রভুর মহিমা স্তব করবে, এবং তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে আনন্দের সঙ্গে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করবে।

শ্লোক ৪৩

কৃত্বা শিরসি তচ্ছেষাং দেবমুদ্বাসয়েৎ ততঃ ।
দ্ব্যবরান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পায়সেন যথোচিতম্ ॥ ৪৩ ॥

কৃত্বা—গ্রহণ করে; **শিরসি**—মস্তকে; **তৎ-শেষাম্**—সমস্ত অবশিষ্ট (শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত জল এবং ফুল); **দেবম্**—শ্রীবিগ্রহকে; **উদ্বাসয়েৎ**—পবিত্র স্থানে ফেলবে; **ততঃ**—তারপর; **দ্বি-অবরান্**—অন্তত দুজন; **ভোজয়েৎ**—ভোজন করাবে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণদের; **পায়সেন**—পায়সের দ্বারা; **যথা-উচিতম্**—যতখানি প্রয়োজন।

অনুবাদ

শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত ফুল এবং জল মস্তকে ধারণ করে, তারপর তা পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করবে। তারপর অন্তত দুজন ব্রাহ্মণকে পায়স ভোজন করাবে।

শ্লোক ৪৪-৪৫

ভুঞ্জীত তৈরনুজ্ঞাতঃ সেষ্টঃ শেষং সভাজিতৈঃ ।
ব্রহ্মচার্যথ তদ্রাত্র্যাং শ্বোভূতে প্রথমেঽহনি ॥ ৪৪ ॥
স্নাতঃ শুচির্যথোক্তেন বিধিনা সুসমাহিতঃ ।
পয়সা স্নাপয়িত্বার্চেদ্ যাবদ্ ব্রতসমাপনম্ ॥ ৪৫ ॥

ভুঞ্জীত—প্রসাদ গ্রহণ করবে; **তৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **অনুজ্ঞাতঃ**—অনুমতিক্রমে; **স-ইষ্টঃ**—বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন সহ; **শেষম্**—অবশিষ্ট; **সভাজিতৈঃ**—যথাযথভাবে পূজিত; **ব্রহ্মচারী**—ব্রহ্মচর্য পালন; **অথ**—অবশ্যই; **তৎ-রাত্র্যাম্**—রাত্রে; **শ্বঃ-ভূতে**—রাত্রি শেষে প্রভাতে; **প্রথমে অহনি**—প্রথম দিন; **স্নাতঃ**—স্নান করে; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়ে; **যথা-উক্তেন**—পূর্বে যেভাবে বলা হয়েছে; **বিধিনা**—বিধি অনুসারে; **সু-সমাহিতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **পয়সা**—দুধের দ্বারা; **স্নাপয়িত্বা**—শ্রীবিগ্রহকে স্নান করিয়ে; **অর্চেৎ**—পূজা করবে; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ব্রত-সমাপনম্**—ব্রত সমাপন না হওয়া পর্যন্ত।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর পর যথাযথভাবে তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করবে, তারপর তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনগণ সহ প্রসাদ গ্রহণ করবে। সেই রাত্রে ব্রহ্মচর্য পালন করবে, এবং তার পরের দিন পুনরায় স্নান করে পবিত্র হয়ে শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহকে একাগ্রতা সহকারে দুধ দিয়ে স্নান করাবে এবং পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করবে।

শ্লোক ৪৬

**পয়োভক্ষো ব্রতমিদং চরেদ্ বিষ্ণ্বর্চনাদৃতঃ ।
পূর্ববজ্জুহুয়াদগ্নিং ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥**

পয়ঃ-ভক্ষঃ—যে ব্যক্তি কেবল দুধ পান করে; **ব্রতম্ ইদম্**—এই ব্রত; **চরেৎ**—পালন করবে; **বিষ্ণু-অর্চন-আদৃতঃ**—গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করে; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো; **জুহুয়াৎ**—আহুতি প্রদান করবে; **অগ্নিম্**—অগ্নিতে; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণদের; **চ অপি**—ও; **ভোজয়েৎ**—ভোজন করাবে।

অনুবাদ

গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করে এবং কেবলমাত্র দুধ পান করে এই ব্রত পালন করবে, এবং পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবে এবং ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবে।

শ্লোক ৪৭

**এবং ত্বহরহঃ কুর্যাদ্ দ্বাদশাহং পয়োব্রতম্ ।
হরেরারাধনং হোমমর্হণং দ্বিজতর্পণম্ ॥ ৪৭ ॥**

এবম্—এইভাবে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অহঃ অহঃ**—প্রতিদিন; **কুর্যাৎ**—অনুষ্ঠান করে; **দ্বাদশ-অহম্**—বারো দিন পর্যন্ত; **পয়ঃ-ব্রতম্**—পয়োব্রত; **হরেঃ আরাধনম্**—ভগবানের আরাধনা করে; **হোমম্**—হোম করার দ্বারা; **অর্হণম্**—শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করে; **দ্বিজ-তর্পণম্**—এবং ভোজন করানোর দ্বারা ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টিবিধান করে।

অনুবাদ

প্রতিদিন ভগবানের পূজা, নৈমিত্তিক কর্ম, হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে, এইভাবে বারো দিন পর্যন্ত এই পয়োব্রত পালন করবে।

শ্লোক ৪৮

**প্রতিপদ্দিনমারভ্য যাবচ্ছুক্লত্রয়োদশীম্ ।
ব্রহ্মচর্যমধঃস্বপ্নং স্নানং ত্রিষবণং চরেৎ ॥ ৪৮ ॥**

প্রতিপৎ-দিনম্—প্রতিপদের দিন; **আরভ্য**—শুরু করে; **যাবৎ**—পর্যন্ত; **শুক্র**—শুক্লপক্ষের; **ত্রয়োদশীম্**—ত্রয়োদশী; **ব্রহ্মচর্যম্**—পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করে; **অধঃ-স্বপ্নম্**—ভূমিতে শয়ন করে; **স্নানম্**—স্নান করে; **ত্রি-ষবণম্**—তিনবার (সকালে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায়); **চরেৎ**—সম্পাদন করবে।

অনুবাদ

প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে শুক্লা ত্রয়োদশী পর্যন্ত পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য পালন করে, ভূমিতে শয়নপূর্বক ত্রিসন্ধ্যা স্নান করে এই ব্রত পালন করবে।

শ্লোক ৪৯

বর্জয়েদসদালাপং ভোগানুচ্চাবচাংস্তথা ।
অহিংস্রঃ সর্বভূতানাং বাসুদেবপরায়ণঃ ॥ ৪৯ ॥

বর্জয়েৎ—বর্জন করবে; **অসৎ-আলাপম্**—জড় বিষয়ের অনর্থক আলোচনা; **ভোগান্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **উচ্চ-অবচান্**—উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট; **তথা**—ও; **অহিংস্রঃ**—হিংসা রহিত হয়ে; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **বাসুদেব-পরায়ণঃ**—ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হয়ে।

অনুবাদ

এই সময় জড় বিষয় এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অনর্থক আলোচনা করবে না, এবং সমস্ত জীবের প্রতি হিংসা রহিত হয়ে ভগবান বাসুদেবের শুদ্ধ ভক্ত হবে।

শ্লোক ৫০

ত্রয়োদশ্যামথো বিষ্ণোঃ স্নপনং পঞ্চকৈর্বিভোঃ ।
কারয়েচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা বিধিকোবিদৈঃ ॥ ৫০ ॥

ত্রয়োদশ্যাম্—ত্রয়োদশীর দিন; **অথো**—তারপর; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **স্নপনম্**—স্নান করিয়ে; **পঞ্চকৈঃ**—পঞ্চামৃতের দ্বারা; **বিভোঃ**—ভগবান; **কারয়েৎ**—অনুষ্ঠান করবে; **শাস্ত্র-দৃষ্টেন**—শাস্ত্রের নির্দেশ; **বিধিনা**—বিধি অনুসারে; **বিধি-কোবিদৈঃ**—বিধিবিধান সম্বন্ধে অবগত পুরোহিতদের সহায়তাক্রমে।

অনুবাদ

তারপর, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সহায়তায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে ত্রয়োদশীর দিন পঞ্চামৃতের দ্বারা (দুধ, দৈ, ঘি, চিনি এবং মধু) শ্রীবিষ্ণুকে স্নান করাবে।

শ্লোক ৫১-৫২

পূজাং চ মহতীং কুর্যাদ্ বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ ।
চরুং নিরূপ্য পয়সি শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥ ৫১ ॥
সূক্তেন তেন পুরুষং যজেত সুসমাহিতঃ ।
নৈবেদ্যং চাতিগুণবদ্ দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্ ॥ ৫২ ॥

পূজাম্—পূজা; **চ**—ও; **মহতীম্**—অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ; **কুর্যাৎ**—করবে; **বিত্ত-শাঠ্য**—কৃপণ মনোভাব (যথেষ্ট অর্থ ব্যয় না করে); **বিবর্জিতঃ**—ত্যাগ করে; **চরুম্**—যজ্ঞে নিবেদিত অন্ন; **নিরূপ্য**—যথাযথভাবে দর্শন করে; **পয়সি**—দুধ সহ; **শিপিবিষ্টায়**—সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে; **বিষ্ণবে**—শ্রীবিষ্ণুকে; **সূক্তেন**—পুরুষসূক্ত নামক বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **তেন**—তার দ্বারা; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ ভগবানকে; **যজেত**—আরাধনা করবে; **সুসমাহিতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **নৈবেদ্যম্**—শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত অন্ন; **চ**—এবং; **অতি-গুণ-বৎ**—বিবিধ স্বাদযুক্ত; **দদ্যাৎ**—নিবেদন করবে; **পুরুষ-তুষ্টিদম্**—ভগবানের সন্তোষ প্রদানকারী।

অনুবাদ

বিত্তশাঠ্য বর্জন করে, মহা আড়ম্বরে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করবে। ঘি, দুধ এবং শস্য দিয়ে চরু প্রস্তুত করে, সমাহিত চিত্তে পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করবে এবং বিবিধ স্বাদযুক্ত নৈবেদ্য ভগবানকে নিবেদন করবে। এইভাবে ভগবানের আরাধনা করবে।

শ্লোক ৫৩

আচার্যং জ্ঞানসম্পন্নং বস্ত্রাভরণধেনুভিঃ ।
তোষয়েদৃত্বিজশ্চৈব তদ্বিদ্ধ্যারাধনং হরেঃ ॥ ৫৩ ॥

আচার্যম্—শ্রীগুরুদেবকে; **জ্ঞান-সম্পন্নম্**—আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন; **বস্ত্র-আভরণ-ধেনুভিঃ**—বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গাভীর দ্বারা; **তোষয়েৎ**—সন্তুষ্টিবিধান করবে; **ঋত্বিজঃ**

—শ্রীগুরুদেবের দ্বারা অনুমোদিত পুরোহিত; **চ এব**—ও; **তৎ বিদ্ধি**—তা বুঝতে চেষ্টা কর; **আরাধনম্**—আরাধনা; **হরেঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন আচার্যকে এবং (হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্ম নামক) তাঁর সহকারী পুরোহিতদের বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গাভী দান করে সন্তুষ্ট করবে। এটিই বিষ্ণুর আরাধনার পন্থা বলে জানবে।

শ্লোক ৫৪

ভোজয়েৎ তান্ গুণবতা সদন্নেন শুচিস্মিতে ।
অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা যে চ তত্র সমাগতাঃ ॥ ৫৪ ॥

ভোজয়েৎ—প্রসাদ ভোজন করাবে; **তান্**—তাঁদের সকলকে; **গুণবতা**—উত্তম অন্নের দ্বারা; **সৎ-অন্নেন**—ঘি এবং দুধের দ্বারা উৎপন্ন অতি শুদ্ধ অন্ন; **শুচি-স্মিতে**—হে পরম পুণ্যবতী; **অন্যান্ চ**—অন্যদেরও; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণগণ; **শক্ত্যা**—যতদূর সম্ভব; **যে**—যাঁরা; **চ**—ও; **তত্র**—সেখানে (উৎসবে); **সমাগতাঃ**—সমবেত।

অনুবাদ

হে পরম পুণ্যবতী, তত্ত্বজ্ঞ আচার্যের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পাদন করবে, এবং আচার্য ও পুরোহিতদের সন্তুষ্টিবিধান করবে। প্রসাদ বিতরণের দ্বারা সেখানে সমাগত ব্রাহ্মণ এবং অন্য সমস্ত প্রাণীদের সন্তুষ্টিবিধান করবে।

শ্লোক ৫৫

দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাদৃত্বিগ্‌ভ্যশ্চ যথার্হতঃ ।
অন্নাদ্যেনাশ্বপাকাংশ্চ প্রীণয়েৎ সমুপাগতান্ ॥ ৫৫ ॥

দক্ষিণাম্—অর্থ অথবা স্বর্ণের দ্বারা দক্ষিণা; **গুরবে**—শ্রীগুরুদেবকে; **দদ্যাৎ**—দান করবে; **ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ চ**—শ্রীগুরুদেবের দ্বারা নিযুক্ত পুরহিতদেরও; **যথা-অর্হতঃ**—যথাসম্ভব; **অন্ন-অদ্যেন**—প্রসাদ বিতরণের দ্বারা; **আশ্বপাকান্**—এমন কি চণ্ডালদের পর্যন্ত; **চ**—ও; **প্রীণয়েৎ**—প্রসন্নতা বিধান করবে; **সমুপাগতান্**—কারণ তারা উৎসবে সমবেত হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীগুরুদেব এবং সহকারী পুরোহিতদের (ঋত্বিকদের) বস্ত্র, অলঙ্কার, গাভী এবং অর্থ দক্ষিণা প্রদান করার দ্বারা সন্তুষ্টিবিধান করবে, এবং প্রসাদ বিতরণের দ্বারা সেখানে সমবেত চণ্ডালদের পর্যন্ত সন্তুষ্টিবিধান করবে ।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে কোন রকম ভেদবুদ্ধি না করে প্রসাদ বিতরণ করা হয়, যে কথা এখানে বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এমন কি চণ্ডাল নির্বিশেষে সকলকেই প্রসাদ গ্রহণের জন্য স্বাগত জানানো উচিত। কিন্তু, সমাজের সর্বনিম্নস্তরের চণ্ডালেরা অথবা দরিদ্র লোকেরা যখন প্রসাদ গ্রহণ করে, তার অর্থ এই নয় যে তারা নারায়ণ বা বিষ্ণু হয়ে যায়। নারায়ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারায়ণ চণ্ডাল অথবা দরিদ্র। মায়াবাদীরা যে দরিদ্রকে নারায়ণ বলে মনে করে, সেটি ভগবানের প্রতি চরম ঈর্ষার অভিব্যক্তি এবং বৈদিক সংস্কৃতিতে নাস্তিকতার প্রকাশ। এই মনোভাব সর্বতোভাবে বর্জনীয়। সকলকেই প্রসাদ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া উচিত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সকলেরই নারায়ণ হওয়ার অধিকার রয়েছে।

শ্লোক ৫৬

ভুক্তবৎসু চ সর্বেষু দীনান্ধকৃপণাদিষু ।
বিষ্ণোস্তৎ প্রীণনং বিদ্বান্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ ৫৬ ॥

ভুক্তবৎসু—ভোজন করানোর পর; **চ**—ও; **সর্বেষু**—সেখানে উপস্থিত সকলে; **দীন**—অত্যন্ত দরিদ্র; **অন্ধ**—অন্ধ; **কৃপণ**—যারা ব্রাহ্মণ নয়; **আদিষু**—ইত্যাদি; **বিষ্ণোঃ**—সকলের হৃদয়ে বিরাজমান শ্রীবিষ্ণুর; **তৎ**—তা (প্রসাদ); **প্রীণনম্**—প্রসন্নতা বিধান করে; **বিদ্বান্**—এই দর্শন যিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন; **ভুঞ্জীত**—স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করবেন; **সহ**—সহ; **বন্ধুভিঃ**—বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন সহ।

অনুবাদ

দরিদ্র, অন্ধ, কৃপণ প্রভৃতি সকলকে প্রসাদ বিতরণ করবে। সকলকে বিষ্ণুর প্রসাদ ভোজন করালে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করে যজ্ঞকর্তা বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন সহ স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করবেন।

শ্লোক ৫৭

নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ স্তুতিভিঃ স্বস্তিবাচকৈঃ ।
কারয়েৎ তৎকথাভিশ্চ পূজাং ভগবতোঽন্বহম্ ॥ ৫৭ ॥

নৃত্য—নৃত্যের দ্বারা; **বাদিত্র**—বাদ্যের দ্বারা; **গীতৈঃ**—সঙ্গীতের দ্বারা; **চ**—ও; **স্তুতিভিঃ**—স্তুতি পাঠের দ্বারা; **স্বস্তি-বাচকৈঃ**—স্বস্তিবাচন; **কারয়েৎ**—সম্পাদন করবে; **তৎ-কথাভিঃ**—*শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্‌গীতা* আদি শাস্ত্র পাঠের দ্বারা; **চ**—ও; **পূজাম্**—পূজা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **অন্বহম্**—প্রতিদিন (প্রতিপদ থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত)।

অনুবাদ

প্রতিপদ থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত প্রতিদিন নৃত্য, গীত, বাদ্য বা স্তুতিপাঠ, স্বস্তিবাচন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের দ্বারা ভগবানের অর্চনা করবে।

শ্লোক ৫৮

এতৎ পয়োব্রতং নাম পুরুষারাধনং পরম্ ।
পিতামহেনাভিহিতং ময়া তে সমুদাহৃতম্ ॥ ৫৮ ॥

এতৎ—এই; **পয়ঃ-ব্রতম্**—পয়োব্রত; **নাম**—নামক; **পুরুষ-আরাধনম্**—ভগবানের আরাধনার পন্থা; **পরম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **পিতামহেন**—পিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা; **অভিহিতম্**—বর্ণিত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—তোমাকে; **সমুদাহৃতম্**—সবিস্তারে বর্ণনা করা হল।

অনুবাদ

পয়োব্রত নামে প্রসিদ্ধ এই ব্রতের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করা যায়। আমার পিতামহ ব্রহ্মার কাছে আমি এই তথ্য প্রাপ্ত হয়েছিলাম, এখন আমি তা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৫৯

ত্বং চানেন মহাভাগে সম্যক্‌চীর্ণেন কেশবম্ ।
আত্মনা শুদ্ধভাবেন নিয়তাত্মা ভজাব্যয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

ত্বম্ চ—তুমিও; **অনেন**—এই পন্থার দ্বারা; **মহাভাগে**—হে সৌভাগ্যবতী; **সম্যক্ চীর্ণেন**—যথাযথভাবে অনুষ্ঠান কর; **কেশবম্**—কেশবকে; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **শুদ্ধভাবেন**—শুদ্ধ চিত্তে; **নিয়তাত্মা**—নিজেকে সংযত করে; **ভজ**—আরাধনা কর; **অব্যয়ম্**—অব্যয় ভগবানের।

অনুবাদ

হে পরম সৌভাগ্যবতী, তুমি তোমার মনকে শুদ্ধ চেতনায় স্থির করে, এই পয়োব্রত অনুষ্ঠানের দ্বারা অব্যয় স্বরূপ ভগবান কেশবের ভজনা কর।

শ্লোক ৬০

অয়ং বৈ সর্বযজ্ঞাখ্যঃ সর্বব্রতমিতি স্মৃতম্ ।
তপঃসারমিদং ভদ্রে দানং চেশ্বরতর্পণম্ ॥ ৬০ ॥

অয়ম্—এই; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সর্ব-যজ্ঞ**—সর্বপ্রকার ধর্ম অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞ; **আখ্যঃ**—নামক; **সর্ব-ব্রতম্**—সমস্ত ব্রতের; **ইতি**—এইভাবে; **স্মৃতম্**—কথিত; **তপঃ-সারম্**—সমস্ত তপস্যার সার; **ইদম্**—এই; **ভদ্রে**—হে ভদ্রে; **দানম্**—দান; **চ**—এবং; **ঈশ্বর**—ভগবান; **তর্পণম্**—প্রসন্নতা বিধানের পন্থা।

অনুবাদ

এই পয়োব্রতকে সর্বযজ্ঞও বলা হয়। অর্থাৎ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে আপনা থেকেই অন্য সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে যায়। এটি সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হে ভদ্রে, এটি সমস্ত তপস্যার সার, এটিই দান, এবং এটিই ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের উপায়।

তাৎপর্য

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। এটি পার্বতীর প্রতি শিবের উক্তি। শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণু কিভাবে এই পয়োব্রত অনুষ্ঠানের দ্বারা পূজিত হন তা এখানে পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশীলনের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। বৈদিক প্রথায় চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা (*বিষ্ণুরারাধ্যতে পুংসাং নান্যৎতত্তোষকারণম্*)। যুগ অনুসারে কৃষ্ণভাবনামৃত

আন্দোলনও বিষ্ণুর আরাধনা। পয়োব্রতের দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনার পন্থা বহুকাল পূর্বে কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নী অদিতিকে স্বর্গলোকে বলেছিলেন, এবং সেই বিধি এই পৃথিবীতে আজও প্রচলিত রয়েছে। বিশেষত এই কলিযুগে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার বিষ্ণু মন্দির (রাধা-কৃষ্ণ, জগন্নাথ-বলরাম, সীতা-রাম, গৌর-নিতাই আদি মন্দির) প্রতিষ্ঠা করা। এই সমস্ত বিষ্ণুমন্দিরে ভগবানের আরাধনা করা পয়োব্রত অনুষ্ঠানেরই সামিল। পয়োব্রত অনুষ্ঠান করা হয় শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত, কিন্তু আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে প্রতিটি মন্দিরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন, ভগবানকে সুস্বাদু ভোগ নিবেদন এবং সেই প্রসাদ বৈষ্ণব ও অন্যদের সকলের মধ্যে বিতরণ করার মাধ্যমে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে। এগুলি সমস্তই প্রামাণিক ক্রিয়া এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যেরা যদি এই পন্থা অনুসরণ করে, তা হলে তারা পয়োব্রত অনুষ্ঠানেরই সমান ফল লাভ করবে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, দান, ব্রতপালন, তপস্যা ইত্যাদি সমস্ত পবিত্র কর্ম কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। এই আন্দোলনের সমস্ত সদস্যদের কর্তব্য পূর্বোক্ত বিধি নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। সমস্ত যজ্ঞেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* —কলিযুগে যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। প্রতিটি মানুষের কর্তব্য যথাযথভাবে বিচার করে এই পন্থা অনুসরণ করা।

শ্লোক ৬১

ত এব নিয়মাঃ সাক্ষাৎ ত এব চ যমোত্তমাঃ ।
তপো দানং ব্রতং যজ্ঞো যেন তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥ ৬১ ॥

তে—তা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **নিয়মাঃ**—সমস্ত নিয়ম; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **তে**—তা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **যম-উত্তমাঃ**—ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করার শ্রেষ্ঠ পন্থা; **তপঃ**—তপস্যা; **দানম্**—দান; **ব্রতম্**—ব্রত; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **যেন**—যেই পন্থার দ্বারা; **তুষ্যতি**—প্রসন্ন হন; **অধোক্ষজঃ**—জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত ভগবান।

অনুবাদ

যার দ্বারা অধোক্ষজ ভগবান তুষ্ট হন, তা-ই শ্রেষ্ঠ নিয়ম, শ্রেষ্ঠ তপস্যা, শ্রেষ্ঠ দান, শ্রেষ্ঠ ব্রত ও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) ভগবান বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান না করলে, কোন কর্মেরই শুভ ফল লাভ হতে পারে না।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৮) কেউ যদি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বা বাসুদেবের সন্তুষ্টিবিধানে আগ্রহী না হয় তা হলে তার তথাকথিত সমস্ত কল্যাণকর কার্য সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। *মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ*—মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে তার আশা, কার্যকলাপ এবং জ্ঞান সবই ব্যর্থ। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—*নপুংসকমনপুংসকেনেত্যাদিনৈকত্বম্।* একজন বীর্যবান পুরুষের সঙ্গে একজন নপুংসকের তুলনা হয় না। বর্তমান যুগের মায়াবাদীদের মধ্যে 'যত মত তত পথ' নামক একটি মতবাদ প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এইগুলি সমস্ত মূর্খের মতবাদ। এখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জীবন সার্থক করার কেবল একটি মাত্র পন্থা এবং তা হচ্ছে ভগবানের সেবা। *ঈশ্বরঃ তর্পণং বিনা সর্বমেব বিফলম্।* ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধান না করা হলে সমস্ত পুণ্যকর্ম, সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। দুর্ভাগ্যবশত মূর্খ মানুষেরা সাফল্যের রহস্য জানে না। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্।* তারা জানে না যে, প্রকৃত স্বার্থ হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা।

শ্লোক ৬২

তস্মাদেতদ্ব্রতং ভদ্রে প্রযতা শ্রদ্ধয়াচর ।
ভগবান্ পরিতুষ্টস্তে বরানাশু বিধাস্যতি ॥ ৬২ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **এতৎ**—এই; **ব্রতম্**—ব্রত; **ভদ্রে**—হে কল্যাণী; **প্রযতা**—বিধিনিষেধ পালন করার দ্বারা; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **আচর**—সম্পাদন কর; **ভগবান্**—ভগবান; **পরিতুষ্টঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **তে**—তোমাকে; **বরান্**—বর; **আশু**—অতি শীঘ্র; **বিধাস্যতি**—দান করবেন।

অনুবাদ

অতএব, হে কল্যাণী, তুমি এই নিয়ম সহকারে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ব্রত আচরণ কর। তার ফলে ভগবান শীঘ্রই তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমার মনোরথ পূর্ণ করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'পয়োব্রত' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভগবানের অদিতির পুত্রত্ব স্বীকার

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, অদিতির পয়োব্রত অনুষ্ঠানে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্য সহ অদিতির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে ভগবান তাঁর পুত্র হতে সম্মত হন।

অদিতি দ্বাদশ দিবস ব্যাপী পয়োব্রত অনুষ্ঠান করলে, ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর সম্মুখে পীতবাসধারী চতুর্ভুজরূপে প্রকট হন। ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই অদিতি গাত্রোত্থান করে প্রেমবিহ্বলা হয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তখন আনন্দে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল এবং অঙ্গে কম্প, অশ্রু, পুলক আদি সাত্ত্বিক বিকার লক্ষিত হয়েছিল। তিনি ভগবানের স্তব করতে চাইলেও তা করতে পারলেন না এবং তার ফলে তিনি কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর, প্রকৃতিস্থ হয়ে ভগবানের সৌন্দর্য দর্শন করে, তিনি ধীরে ধীরে স্তব করতে লাগলেন। সর্বান্তর্যামী ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে স্বীয় অংশে অবতরণের দ্বারা তাঁর পুত্রত্ব স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ইতিমধ্যেই কশ্যপ মুনির তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তিনি তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে দেবতাদের পালন করার প্রতিশ্রুতি দেন। এইভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে ভগবান অন্তর্হিত হয়েছিলেন। ভগবানের আদেশ অনুসারে অদিতি কশ্যপ মুনির সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। কশ্যপ মুনি সমাধিযোগে ভগবানকে তাঁর অন্তরে দর্শন করেছিলেন এবং অদিতির গর্ভে তাঁর বীর্য স্থাপন করেছিলেন। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, অদিতির গর্ভে ভগবান প্রবেশ করেছেন। তাই তিনি তখন ভগবানের স্তব করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তা সাদিতী রাজন্ স্বভর্ত্রা কশ্যপেন বৈ ।
অন্বতিষ্ঠদ্ ব্রতমিদং দ্বাদশাহমতন্দ্রিতা ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তা**—উপদিষ্ট হয়ে; **সা**—সেই দেবী; **অদিতিঃ**—অদিতি; **রাজন্**—হে রাজন্; **স্ব-ভর্ত্রা**—তাঁর পতির দ্বারা; **কশ্যপেন**—কশ্যপ মুনির দ্বারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **অনু**—এইভাবে; **অতিষ্ঠৎ**—সম্পাদন করেছিলেন; **ব্রতম্ ইদম্**—এই পয়োব্রত; **দ্বাদশ-অহম্**—বারো দিন ব্যাপী; **অতন্দ্রিতা**—নিরলসভাবে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এইভাবে স্বীয় পতি কশ্যপের দ্বারা উপদিষ্টা হয়ে, অদিতি আলস্য পরিত্যাগ করে দ্বাদশ দিন অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে এই ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন প্রকার উন্নতি সাধন করতে হলে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জীবনে, সদ্‌গুরুর আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। অদিতি তা করেছিলেন। তিনি নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পতি এবং গুরুর উপদেশ পালন করেছিলেন। *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ*। শিষ্যকে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনে সাহায্য করেন যে গুরুদেব, তাঁর প্রতি পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া কর্তব্য। শিষ্য যখন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অবজ্ঞা করে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে, তৎক্ষণাৎ তার অধঃপতন হয় (*যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি*)। অদিতি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পতি এবং গুরুদেবের নির্দেশ পালন করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি সফল হয়েছিলেন।

শ্লোক ২-৩

চিন্তয়ন্ত্যেকয়া বুদ্ধ্যা মহাপুরুষমীশ্বরম্ ।
প্রগৃহ্যেন্দ্রিয়দুষ্টাশ্বান্ মনসা বুদ্ধিসারথিঃ ॥ ২ ॥
মনশ্চৈকাগ্রয়া বুদ্ধ্যা ভগবত্যখিলাত্মনি ।
বাসুদেবে সমাধায় চচার হ পয়োব্রতম্ ॥ ৩ ॥

চিন্তয়ন্তি—নিরন্তর চিন্তা করে; **একয়া**—একাগ্রতা সহকারে; **বুদ্ধ্যা**—এবং বুদ্ধি; **মহা-পুরুষম্**—ভগবানকে; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **প্রগৃহ্য**—সম্পূর্ণরূপে সংযত করে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **দুষ্ট**—দুর্দান্ত, শক্তিশালী; **অশ্বান্**—অশ্বদের; **মনসা**—

মনের দ্বারা; **বুদ্ধি-সারথিঃ**—বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে; **মনঃ**—মন; **চ**—ও; **এক-অগ্রয়া**—একাগ্র হয়ে; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির সাহায্যে; **ভগবতি**—ভগবানকে; **অখিল-আত্মনি**—পরমাত্মা; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেবকে; **সমাধায়**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে; **চচার**—সম্পাদন করেছিলেন; **হ**—এইভাবে; **পয়ঃব্রতম্**—পয়োব্রত।

অনুবাদ

পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে অদিতি ভগবানের চিন্তা করে, বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনরূপ রশ্মির দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট অশ্বদের সংযত করেছিলেন। তিনি একাগ্র চিত্তে ভগবান বাসুদেবে মন স্থির করে পয়োব্রত আচরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এটিই ভক্তিযোগের পন্থা।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"সকাম কর্ম অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জাগতিক লাভের বাসনা পরিত্যাগ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করাই শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ।" মানুষের কর্তব্য কেবল বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে মনকে একাগ্র করা (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। তার ফলে মন এবং ইন্দ্রিয় বশীভূত হবে, এবং তখন পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় নিজেকে যুক্ত করা যাবে। ভক্তকে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করার জন্য হঠযোগ অভ্যাস করতে হয় না; ভগবানের অনন্য ভক্তির ফলে তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় আপনা থেকেই বশীভূত হয়ে যায়।

শ্লোক ৪

তস্যাঃ প্রাদুরভূৎ তাত ভগবানাদিপুরুষঃ ।
পীতবাসাশ্চতুর্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ—তাঁর সম্মুখে; **প্রাদুরভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **তাত**—হে রাজন্; **ভগবান্**—ভগবান; **আদি-পুরুষঃ**—আদি পুরুষ; **পীত-বাসাঃ**—পীত বসন পরিহিত; **চতুঃ-বাহুঃ**—চতুর্ভুজ; **শঙ্খ-চক্র-গদা-ধরঃ**—শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মধারী।

অনুবাদ

হে রাজন্, তখন অদিতির সম্মুখে চতুর্ভুজ পীতবাস, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী আদিপুরুষ ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

তং নেত্রগোচরং বীক্ষ্য সহসোত্থায় সাদরম্ ।
ননাম ভুবি কায়েন দণ্ডবৎপ্রীতিবিহ্বলা ॥ ৫ ॥

তম্—তাঁকে (ভগবানকে); **নেত্র-গোচরম্**—তাঁর নেত্রের গোচরীভূত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সহসা**—সহসা; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **স-আদরম্**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **ননাম**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **ভুবি**—ভূমিতে; **কায়েন**—শরীরের দ্বারা; **দণ্ডবৎ**—দণ্ডের মতো পতিত হয়ে; **প্রীতি-বিহ্বলা**—দিব্য আনন্দে অভিভূত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবান যখন অদিতির নেত্রের গোচরীভূত হয়েছিলেন, অদিতি তখন দিব্য আনন্দে অভিভূত হয়ে সহসা উত্থিত হয়েছিলেন এবং তারপর দণ্ডবৎ ভূপতিত হয়ে ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৬

সোত্থায় বদ্ধাঞ্জলিরীড়িতুং স্থিতা
নোৎসেহ আনন্দজলাকুলেক্ষণা ।
বভূব তূষ্ণীং পুলকাকুলাকৃতি-
স্তদ্দর্শনাত্যুৎসবগাত্রবেপথুঃ ॥ ৬ ॥

সা—তিনি; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **বদ্ধ-অঞ্জলিঃ**—করজোড়ে; **ঈড়িতুম্**—ভগবানকে পূজা করার জন্য; **স্থিতা**—অবস্থিত; **ন উৎসেহে**—পারলেন না; **আনন্দ**—দিব্য আনন্দের ফলে; **জল**—জলে; **আকুল-ঈক্ষণা**—তাঁর চক্ষু পূর্ণ হয়েছিল; **বভূব**—রইলেন; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **পুলক**—রোমাঞ্চিত কলেবরে; **আকুল**—বিহ্বল; **আকৃতিঃ**—তাঁর রূপ; **তৎ-দর্শন**—ভগবানের দর্শনের ফলে; **অতি-উৎসব**—অত্যন্ত আনন্দে; **গাত্র**—তাঁর শরীর; **বেপথুঃ**—কম্পিত হতে লাগল।

অনুবাদ

অদিতি ভগবানের স্তব করতে সমর্থ না হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর নয়নযুগল তখন আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হয়েছিল, সারা দেহে রোমাঞ্চের সঞ্চার হতে লাগল এবং ভগবানের দর্শনজনিত গভীর আনন্দে তাঁর শরীর কম্পিত হতে লাগল।

শ্লোক ৭

প্রীত্যা শনৈর্গদ্‌গদয়া গিরা হরিং
তুষ্টাব সা দেব্যদিতিঃ কুরূদ্বহ ।
উদ্বীক্ষতী সা পিবতীব চক্ষুষা
রমাপতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্ ॥ ৭ ॥

প্রীত্যা—প্রেমের ফলে; **শনৈঃ**—বার বার; **গদ্‌গদয়া**—স্খলিত; **গিরা**—কণ্ঠে; **হরিম্**—ভগবানকে; **তুষ্টাব**—সন্তুষ্ট করেছিলেন; **সা**—তিনি; **দেবী**—দেবী; **অদিতিঃ**—অদিতি; **কুরু-উদ্বহ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **উদ্বীক্ষতী**—বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে দেখছিলেন; **সা**—তিনি; **পিবতী ইব**—যেন পান করছিলেন; **চক্ষুষা**—তাঁর চক্ষুর দ্বারা; **রমা-পতিম্**—লক্ষ্মীপতি ভগবানকে; **যজ্ঞ-পতিম্**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবানকে; **জগৎ-পতিম্**—সমগ্র জগতের পতি ভগবানকে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর সেই দেবী অদিতি গভীর প্রেমে স্খলিত কণ্ঠে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। তখন মনে হচ্ছিল তিনি যেন রমাপতি যজ্ঞেশ্বর জগৎপতিকে তাঁর চক্ষুর দ্বারা পান করছিলেন।

তাৎপর্য

পয়োব্রত পালন করার পর অদিতি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর পুত্রদের সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদান করার জন্য ভগবান রমাপতিরূপে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তাঁর পতি কশ্যপের নির্দেশ অনুসারে পয়োব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং তাই তিনি যজ্ঞপতিরূপে ভগবানের চিন্তা করেছিলেন। তিনি তাঁর বাসনা চরিতার্থ করার জন্য জগৎপতি ভগবানকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত দেখে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীঅদিতিরুবাচ
যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষাচ্যুত তীর্থপাদ
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গলনামধেয় ।
আপন্নলোকবৃজিনোপশমোদয়াদ্য
শং নঃ কৃধীশ ভগবন্নসি দীননাথঃ ॥ ৮ ॥

শ্রী-অদিতিঃ উবাচ—দেবী অদিতি বললেন; **যজ্ঞ-ঈশ**—হে যজ্ঞেশ্বর; **যজ্ঞ-পুরুষ**—যে পুরুষ সমস্ত যজ্ঞ ভোগ করেন; **অচ্যুত**—অচ্যুত; **তীর্থ-পাদ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত তীর্থ বিরাজ করে; **তীর্থ-শ্রবঃ**—সমস্ত মহাত্মাদের পরম আশ্রয়রূপে যিনি বিখ্যাত; **শ্রবণ**—যাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ; **মঙ্গল**—মঙ্গলজনক; **নামধেয়**—তাঁর নাম কীর্তনও মঙ্গলময়; **আপন্ন**—শরণাগত; **লোক**—মানুষদের; **বৃজিন**—ভয়ঙ্কর জড় স্থিতি; **উপশম**—উপশম করে; **উদয়**—যিনি আবির্ভূত হয়েছেন; **আদ্য**—আদি পুরুষ ভগবান; **শম্**—মঙ্গল; **নঃ**—আমাদের; **কৃধি**—দয়া করে প্রদান করুন; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর; **ভগবন্**—হে ভগবান; **অসি**—আপনি হন; **দীন-নাথঃ**—দীনজনদের একমাত্র আশ্রয়।

অনুবাদ

দেবী অদিতি বললেন—হে যজ্ঞেশ্বর! হে যজ্ঞপুরুষ! হে অচ্যুত! হে পুণ্যকীর্তে! হে শ্রবণমঙ্গল নামধারী! হে ভগবান! হে পরমেশ্বর! হে তীর্থপাদ! বিপন্ন জনগণের দুঃখ উপশমের জন্য আবির্ভূত দীননাথ আপনি আমাদের মঙ্গলবিধান করুন।

তাৎপর্য

যাঁরা ব্রত এবং তপস্যা পালন করেন ভগবান তাঁদের প্রভু, এবং তিনি তাঁদের উপর তাঁর কৃপাশীর্বাদ বর্ষণ করেন। তাঁর ভক্ত আজীবন তাঁর আরাধনা করেন, কারণ তিনি কখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) তিনি বলেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে কৌন্তেয়, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" এখানে ভগবানকে *অচ্যুত* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। যারা ভগবদ্ভক্ত বিদ্বেষী, তারা ভগবানের কৃপায় অবশ্যই বিনষ্ট হবে। ভগবান গঙ্গার উৎস, এবং তাই তাঁকে এখানে তীর্থপাদ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ সমস্ত তীর্থস্থানগুলি

তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত, অথবা তিনি তাঁর চরণকমলের দ্বারা যা কিছু স্পর্শ করেন, তাই তীর্থস্থানে পরিণত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, *ভগবদ্গীতা* শুরু হয়েছে *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে* পদ দুটির দ্বারা। ভগবান যেহেতু কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন, সেই জন্য কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তাই ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবদের জয় সুনিশ্চিত ছিল। যে স্থানে ভগবান তাঁর লীলাবিলাস করেন, যেমন বৃন্দাবন অথবা দ্বারকা, সেই স্থানই তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, এবং তা শ্রবণকারী ও কীর্তনকারীর সৌভাগ্য বিস্তার করে। ভগবানের উপস্থিতির ফলে অদিতির পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, দৈত্যেরা যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে, এখন তার সমাপ্তি হবে।

শ্লোক ৯

বিশ্বায় বিশ্বভবনস্থিতিসংযমায়
স্বৈরং গৃহীতপুরুশক্তিগুণায় ভূম্নে ।
স্বস্থায় শশ্বদুপবৃংহিতপূর্ণবোধ-
ব্যাপাদিতাত্মতমসে হরয়ে নমস্তে ॥ ৯ ॥

বিশ্বায়—বিশ্বরূপ ভগবানকে; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **ভবন**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **সংযমায়**—এবং সংহার; **স্বৈরম্**—পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; **গৃহীত**—হস্তে গ্রহণ করে; **পুরু**—পূর্ণরূপে; **শক্তি-গুণায়**—জড়া প্রকৃতির তিনগুণ নিয়ন্ত্রণ করে; **ভূম্নে**—মহত্তম; **স্ব-স্থায়**—যিনি সর্বদা তাঁর আদি রূপে অবস্থিত; **শশ্বৎ**—নিত্য; **উপবৃংহিত**—প্রাপ্ত হয়ে; **পূর্ণ**—পূর্ণ; **বোধ**—জ্ঞান; **ব্যাপাদিত**—সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে; **আত্ম-তমসে**—আপনার মায়া; **হরয়ে**—ভগবানকে; **নমস্তে**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সর্বব্যাপক বিশ্বরূপ, এবং এই বিশ্বের পূর্ণ স্বতন্ত্র স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। যদিও আপনি জড় তত্ত্বে আপনার শক্তি নিযুক্ত করেন, তবুও আপনি সর্বদা আপনার আদি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন এবং কখনও সেই স্থিতি থেকে বিচ্যুত হন না। কারণ আপনার জ্ঞান অচ্যুত এবং আপনি সর্বদাই যে কোন পরিস্থিতির উপযুক্ত। আপনি কখনও মায়ার দ্বারা মোহিত হন না। হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ২/১১৭) বলা হয়েছে—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস ।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥

পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তি লাভের প্রয়াসী ব্যক্তিকে অবশ্যই ভগবানের মহিমা যতদূর সম্ভব জানতে হবে। এখানে অদিতি সেই সমস্ত মহিমার ইঙ্গিত করছেন। এই বিশ্ব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ময়া ততমিদং সর্বম্‌*। এই বিশ্বে আমরা যা কিছু দেখি তা সবই ভগবানের শক্তির বিস্তার, ঠিক যেমন ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত সূর্যের কিরণ এবং তাপ সূর্যের বিস্তার। কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন সে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, কারণ পূর্ণজ্ঞানময় ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন, বিশেষ করে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন বলে তিনি বুদ্ধি প্রদান করেন, যার ফলে সে আর কখনও মোহাচ্ছন্ন হয় না।

শ্লোক ১০

আয়ুঃ পরং বপুরভীষ্টমতুল্যলক্ষ্মী-
র্দ্যোভূরসাঃ সকলযোগগুণাস্ত্রিবর্গঃ ।
জ্ঞানং চ কেবলমনন্ত ভবন্তি তুষ্টাৎ
ত্বত্তো নৃণাং কিমু সপত্নজয়াদিরাশীঃ ॥ ১০ ॥

আয়ুঃ—আয়ু; **পরম্‌**—ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ; **বপুঃ**—বিশেষ প্রকার শরীর; **অভীষ্টম্‌**—জীবনের লক্ষ্য; **অতুল্য-লক্ষ্মীঃ**—জগতের অতুলনীয় ঐশ্বর্য; **দ্যো**—স্বর্গলোক; **ভূ**—ভূলোক; **রসাঃ**—রসাতল; **সকল**—সর্বপ্রকার; **যোগ-গুণাঃ**—অষ্ট যোগসিদ্ধি; **ত্রিবর্গঃ**—ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ; **জ্ঞানম্‌**—দিব্যজ্ঞান; **চ**—এবং; **কেবলম্‌**—পূর্ণ; **অনন্ত**—হে অনন্ত; **ভবন্তি**—সব কিছু সম্ভব হয়; **তুষ্টাৎ**—আপনার সন্তুষ্টির ফলে; **ত্বত্তঃ**—আপনার থেকে; **নৃণাম্‌**—সমস্ত জীবদের; **কিম্‌ উ**—কি কথা; **সপত্ন**—শত্রু; **জয়**—জয়; **আদিঃ**—এবং অন্যেরা; **আশীঃ**—এই প্রকার আশীর্বাদ।

অনুবাদ

হে অনন্ত! আপনি সন্তুষ্ট হলে ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু, স্বর্গ, মর্ত্য অথবা পাতালে ইচ্ছানুরূপ দেহ, অতুলনীয় ঐশ্বর্য, ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ, পূর্ণ দিব্য জ্ঞান এবং অষ্ট যোগসিদ্ধি অনায়াসে লাভ হতে পারে। অতএব শত্রুজয়ের মতো তুচ্ছ লাভের কি আর কথা।

শ্লোক ১১

শ্রীশুক উবাচ

অদিত্যৈবং স্তুতো রাজন্ ভগবান্ পুষ্করেক্ষণঃ ।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্বভূতানামিতি হোবাচ ভারত ॥ ১১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অদিত্যা**—অদিতির দ্বারা; **এবম্**—এই প্রকার; **স্তুতঃ**—পূজিত হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **ভগবান্**—ভগবান; **পুষ্কর-ঈক্ষণঃ**—কমলনয়ন; **ক্ষেত্রজ্ঞঃ**—পরমাত্মা; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **উবাচ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **ভারত**—হে ভরত-বংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! হে ভারত! সর্বভূতের পরমাত্মা কমললোচন ভগবান অদিতির দ্বারা এইভাবে স্তুত হয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১২

শ্রীভগবানুবাচ

দেবমাতর্ভবত্যা মে বিজ্ঞাতং চিরকাঙ্ক্ষিতম্ ।
যৎ সপত্নৈর্হৃতশ্রীণাং চ্যাবিতানাং স্বধামতঃ ॥ ১২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **দেব-মাতর্**—হে দেবমাতা; **ভবত্যাঃ**—তোমার; **মে**—আমার দ্বারা; **বিজ্ঞাতম্**—বুঝতে পেরেছি; **চির-কাঙ্ক্ষিতম্**—দীর্ঘকাল আপনি যা বাসনা করেছেন; **যৎ**—যেহেতু; **সপত্নৈঃ**—শত্রুদের দ্বারা; **হৃত-শ্রীণাম্**—সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত পুত্রদের; **চ্যাবিতানাম্**—পরাজিত; **স্ব-ধামতঃ**—তাঁদের বাসস্থান থেকে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে দেবমাতা! শত্রুদের দ্বারা হৃতসম্পদ এবং বাসস্থান থেকে বিচ্যুত তোমার পুত্রদের মঙ্গলের জন্য দীর্ঘকাল ধরে যে বাসনা তুমি তোমার মনের মধ্যে পোষণ করেছ তা আমি জানি।

তাৎপর্য

ভগবান সকলের হৃদয়ে, বিশেষ করে ভক্তদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে তিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত বিপদে সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ, তাই কিভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে তা তিনি জানেন, এবং তিনি তাঁর ভক্তের কষ্ট দূর করার জন্য যা করণীয় তা করেন।

শ্লোক ১৩

তান্ বিনির্জিত্য সমরে দুর্মদানসুরর্ষভান্ ।
প্রতিলব্ধজয়শ্রীভিঃ পুত্রৈরিচ্ছস্যুপাসিতুম্ ॥ ১৩ ॥

তান্—তাদের; **বিনির্জিত্য**—পরাজিত করে; **সমরে**—যুদ্ধে; **দুর্মদান্**—মদোদ্ধত; **অসুর-ঋষভান্**—অসুর নায়কদের; **প্রতিলব্ধ**—পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে; **জয়**—জয়; **শ্রীভিঃ**—এবং ঐশ্বর্য; **পুত্রৈঃ**—তোমার পুত্রগণ সহ; **ইচ্ছসি**—তুমি বাসনা করছ; **উপাসিতুম্**—একত্রিত হয়ে আমার পূজা করতে।

অনুবাদ

হে দেবী! আমি বুঝতে পারছি যে, তুমি মদোদ্ধত অসুরশ্রেষ্ঠদের যুদ্ধে জয় করে, তোমার বাসস্থান এবং ঐশ্বর্য পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে তোমার পুত্রগণ সহ আমার পূজা করতে ইচ্ছা করছ।

শ্লোক ১৪

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠৈঃ স্বতনয়ৈর্হতানাং যুধি বিদ্বিষাম্ ।
স্ত্রিয়ো রুদন্তীরাসাদ্য দ্রষ্টুমিচ্ছসি দুঃখিতাঃ ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র-জ্যেষ্ঠৈঃ—ইন্দ্র যাঁদের জ্যেষ্ঠ; **স্ব-তনয়ৈঃ**—তোমার পুত্রদের দ্বারা; **হতানাম্**—যাঁরা নিহত হয়েছে; **যুধি**—যুদ্ধে; **বিদ্বিষাম্**—শত্রুদের; **স্ত্রিয়ঃ**—পত্নীগণ;

রুদন্তীঃ—শোক করতে; **আসাদ্য**—তাদের পতিদের মৃতদেহের কাছে এসে; **দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি**—তুমি দেখতে ইচ্ছা কর; **দুঃখিতাঃ**—অত্যন্ত দুঃখিত।

অনুবাদ

ইন্দ্র যাঁদের জ্যেষ্ঠ সেই পুত্রদের দ্বারা যুদ্ধে নিহত শত্রুদের পত্নীগণকে তাঁদের মৃত পতির সামনে এসে বিলাপ করতে দেখার বাসনা করেছ।

শ্লোক ১৫

আত্মজান্ সুসমৃদ্ধাংস্ত্বং প্রত্যাহৃতযশঃশ্রিয়ঃ ।
নাকপৃষ্ঠমধিষ্ঠায় ক্রীড়তো দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ১৫ ॥

আত্ম-জান্—তোমার পুত্রেরা; **সুসমৃদ্ধান্**—পূর্ণরূপে ঐশ্বর্য সমন্বিত; **ত্বম্**—তুমি; **প্রত্যাহৃত**—পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে; **যশঃ**—যশ; **শ্রিয়ঃ**—ঐশ্বর্য; **নাক-পৃষ্ঠম্**—স্বর্গরাজ্যে; **অধিষ্ঠায়**—অবস্থিত; **ক্রীড়তঃ**—তাঁদের জীবন উপভোগ করে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **ইচ্ছসি**—তুমি বাসনা করছ।

অনুবাদ

তোমার যে পুত্রেরা যশ এবং শ্রী হারিয়েছে, সেই পুত্রেরা সুসমৃদ্ধ হয়ে স্বর্গলোকে পুনরায় বাস করুক—তা তুমি দেখতে ইচ্ছা করছ।

শ্লোক ১৬

প্রায়োঽধুনা তেঽসুরযূথনাথা
অপারণীয়া ইতি দেবি মে মতিঃ ।
যৎ তেঽনুকূলেশ্বরবিপ্রগুপ্তা
ন বিক্রমস্তত্র সুখং দদাতি ॥ ১৬ ॥

প্রায়ঃ—প্রায়; **অধুনা**—এখন; **তে**—তারা সকলে; **অসুর-যূথনাথাঃ**—অসুর নায়কেরা; **অপারণীয়াঃ**—অজেয়; **ইতি**—এইভাবে; **দেবী**—হে মাতা অদিতি; **মে**—আমার; **মতিঃ**—অভিমত; **যৎ**—যেহেতু; **তে**—সমস্ত অসুরেরা; **অনুকূল-ঈশ্বর-বিপ্র-গুপ্তাঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা সুরক্ষিত, যাঁদের অনুগ্রহের ফলে ঈশ্বর সর্বদা উপস্থিত থাকেন; **ন**—না; **বিক্রমঃ**—শক্তির ব্যবহার; **তত্র**—সেখানে; **সুখম্**—সুখ; **দদাতি**—দিতে পারে।

অনুবাদ

হে দেবমাতা! আমার মনে হয় যে, সমস্ত অসুর যূথপতিরাই প্রায় অজেয়, কারণ, ভগবান যাঁদের সর্বদা অনুগ্রহ করেন সেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাঁরা সুরক্ষিত। তাই তাঁদের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করা এখন সুখের কারণ হবে না।

তাৎপর্য

কেউ যখন ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের দ্বারা অনুগৃহীত হন, তখন কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে পারে না। কেউ যখন ব্রাহ্মণদের দ্বারা সুরক্ষিত হন, তখন ভগবানও সেই ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেন না। বলা হয়, *গোব্রাহ্মণহিতায় চ*—ভগবান সর্বপ্রথমে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের হিত সাধনে উন্মুখ থাকেন। তাই ব্রাহ্মণেরা যদি কারও অনুকূল হন, তখন ভগবানও সেখানে হস্তক্ষেপ করেন না, এবং এই প্রকার ব্যক্তির সুখে কেউ বাধা দিতে পারে না।

শ্লোক ১৭

অথাপ্যুপায়ো মম দেবি চিন্ত্যঃ
সন্তোষিতস্য ব্রতচর্যয়া তে ।
মমার্চনং নার্হতি গন্তুমন্যথা
শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

অথ—অতএব; **অপি**—এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও; **উপায়ঃ**—কোন উপায়; **মম**—আমার দ্বারা; **দেবি**—হে দেবী; **চিন্ত্যঃ**—চিন্তা করতে হবে; **সন্তোষিতস্য**—অত্যন্ত সন্তুষ্ট; **ব্রত-চর্যয়া**—ব্রত আচরণ; **তে**—তোমার দ্বারা; **মম অর্চনম্**—আমার অর্চনা; **ন**—কখনই না; **অর্হতি**—যোগ্য; **গন্তুম্ অন্যথা**—অন্যথা হওয়ার; **শ্রদ্ধা-অনুরূপম্**—শ্রদ্ধা অনুসারে; **ফল**—ফলের; **হেতুকত্বাৎ**—কারণ হেতু।

অনুবাদ

হে দেবী অদিতি! তবুও যেহেতু আমি তোমার ব্রত অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হয়েছি, তাই তোমাকে অনুগ্রহ করার জন্য আমাকে কোন উপায় অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। কারণ আমার অর্চনা কখনই বিফল হয় না—তা অবশ্যই অনুষ্ঠানকারীর বাসনানুরূপ ফল প্রদান করে।

শ্লোক ১৮

ত্বয়ার্চিতশ্চাহমপত্যগুপ্তয়ে
পয়োব্রতেনানুগুণং সমীড়িতঃ ।
স্বাংশেন পুত্রত্বমুপেত্য তে সুতান্
গোপ্তাস্মি মারীচতপস্যধিষ্ঠিতঃ ॥ ১৮ ॥

ত্বয়া—তোমার দ্বারা; **অর্চিতঃ**—পূজিত হয়ে; **চ**—ও; **অহম্**—আমি; **অপত্য-গুপ্তয়ে**—তোমার পুত্রদের রক্ষা করে; **পয়ঃব্রতেন**—পয়োব্রতের দ্বারা; **অনুগুণম্**—যতদূর সম্ভব; **সমীড়িতঃ**—যথাযথভাবে পূজিত; **স্ব-অংশেন**—আমার অংশের দ্বারা; **পুত্রত্বম্**—তোমার পুত্র হয়ে; **উপেত্য**—এই সুযোগ গ্রহণ করে; **তে সুতান্**—তোমার অন্য পুত্রদের; **গোপ্তা অস্মি**—আমি রক্ষা করব; **মারীচ**—কশ্যপ মুনির; **তপসি**—তপস্যায়; **অধিষ্ঠিতঃ**—স্থিত।

অনুবাদ

তোমার পুত্রদের রক্ষা করার জন্য তুমি পয়োব্রত পালন করে যথাযথভাবে আমার পূজা করেছ এবং স্তব করেছ। অতএব আমি কশ্যপ মুনির তপস্যায় স্থিত হয়ে স্বাংশে তোমার পুত্রত্ব গ্রহণ করব এবং তোমার অন্য পুত্রদের রক্ষা করব।

শ্লোক ১৯

উপধাব পতিং ভদ্রে প্রজাপতিমকল্মষম্ ।
মাং চ ভাবয়তী পত্যাবেবংরূপমবস্থিতম্ ॥ ১৯ ॥

উপধাব—ভজনা কর; **পতিম্**—তোমার পতির; **ভদ্রে**—হে কল্যাণী; **প্রজাপতিম্**—যিনি একজন প্রজাপতি; **অকল্মষম্**—তাঁর তপস্যার প্রভাবে অত্যন্ত বিশুদ্ধ; **মাম্**—আমাকে; **চ**—ও; **ভাবয়তী**—চিন্তা করে; **পত্যৌ**—তোমার পতির অন্তরে; **এবম্**—এইভাবে; **রূপম্**—রূপ; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত।

অনুবাদ

আমি তোমার পতি কশ্যপের শরীরে অবস্থিত আছি, এইভাবে সর্বদা আমাকে চিন্তা করে তোমার পতির ভজনা কর, যিনি তাঁর তপস্যার প্রভাবে শুদ্ধ হয়েছেন।

শ্লোক ২০

নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াপি কথঞ্চন ।
সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্ ॥ ২০ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই; **পরস্মৈ**—অন্যের কাছে; **আখ্যেয়ম্**—প্রকাশনীয়; **পৃষ্টয়া অপি**—জিজ্ঞাসা করলেও; **কথঞ্চন**—কারও দ্বারা; **সর্বম্**—সব কিছু; **সম্পদ্যতে**—সফল হয়; **দেবি**—হে দেবী; **দেব-গুহ্যম্**—দেবতাদের কাছেও অত্যন্ত গোপনীয়; **সু-সংবৃতম্**—অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে গোপন রাখা হয়েছে।

অনুবাদ

হে দেবী! কেউ জিজ্ঞাসা করলেও এই বিষয়টি কারও কাছে প্রকাশ করো না। অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় গোপন রাখলেই তা সফল হয়।

শ্লোক ২১

শ্রীশুক উবাচ

এতাবদুক্ত্বা ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
অদিতির্দুর্লভং লব্ধ্বা হরের্জন্মাত্মনি প্রভোঃ ।
উপাধাবৎ পতিং ভক্ত্যা পরয়া কৃতকৃত্যবৎ ॥ ২১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এতাবৎ**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—(তাঁকে) বলে; **ভগবান্**—ভগবান; **তত্র এব**—সেই স্থানে; **অন্তঃ-অধীয়ত**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **অদিতিঃ**—অদিতি; **দুর্লভম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **লব্ধ্বা**—প্রাপ্ত হয়ে; **হরেঃ**—ভগবানের; **জন্ম**—জন্ম; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **প্রভোঃ**—ভগবানের; **উপাধাবৎ**—তৎক্ষণাৎ গিয়েছিলেন; **পতিম্**—তাঁর পতির কাছে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **পরয়া**—মহান; **কৃত-কৃত্য-বৎ**—নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই কথা বলে ভগবান সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন, এই দুর্লভ বর লাভ করে অদিতি কৃতার্থ হয়েছিলেন, এবং পরম ভক্তি সহকারে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

স বৈ সমাধিযোগেন কশ্যপস্তদবুধ্যত ।
প্রবিষ্টমাত্মনি হরেরংশং হ্যবিতথেক্ষণঃ ॥ ২২ ॥

সঃ—কশ্যপ মুনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সমাধি-যোগেন**—যোগসমাধির দ্বারা; **কশ্যপঃ**—কশ্যপ মুনি; **তৎ**—তখন; **অবুধ্যত**—বুঝতে পেরেছিলেন; **প্রবিষ্টম্**—প্রবিষ্ট হয়েছেন; **আত্মনি**—তাঁর আত্মায়; **হরেঃ**—ভগবানের; **অংশম্**—অংশ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবিতথ-ঈক্ষণঃ**—যাঁর দৃষ্টি কখনও ব্যর্থ হয় না।

অনুবাদ

অব্যর্থদৃষ্টি কশ্যপ মুনি সমাধিযোগে দর্শন করেছিলেন যে, ভগবানের অংশ তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন।

শ্লোক ২৩

সোঽদিত্যাং বীর্যমাধত্ত তপসা চিরসংভৃতম্ ।
সমাহিতমনা রাজন্ দারুণ্যগ্নিং যথানিলঃ ॥ ২৩ ॥

সঃ—কশ্যপ; **অদিত্যাম্**—অদিতির গর্ভে; **বীর্যম্**—বীর্য; **আধত্ত**—স্থাপন করেছিলেন; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **চির-সংভৃতম্**—দীর্ঘকাল সঞ্চিত; **সমাহিতমনাঃ**—ভগবানের ধ্যানে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্; **দারুণি**—কাঠে; **অগ্নিম্**—আগুন; **যথা**—যেমন; **অনিলঃ**—বায়ু।

অনুবাদ

বায়ু যেমন দুটি কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে ঘর্ষণ করিয়ে আগুন উৎপাদন করে, তেমনই ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন কশ্যপ মুনি অদিতির গর্ভে তাঁর তেজ সংস্থাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বায়ুর দ্বারা দুটি কাঠের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে দাবানল জ্বলে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এই আগুন কাঠের নয় এবং বায়ুরও নয়; তা তাদের থেকে সর্বদাই ভিন্ন। তেমনই এখানে বুঝতে হবে যে, কশ্যপ মুনি এবং অদিতির মিলন সাধারণ মানুষের মৈথুনের

মতো ছিল না। মানুষের মৈথুনজনিত বীর্যস্খলনের সঙ্গে ভগবানের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি সর্বদাই এই প্রকার যৌন সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

ভগবদ্‌গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন, *সমোঽহং সর্বভূতেষু*—"আমি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী।" কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং উৎপাত সৃষ্টিকারী অসুরদের সংহার করার জন্য ভগবান অদিতির গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন। তাই এটি ভগবানের চিন্ময় লীলাবিলাস। এই সম্বন্ধে ভুল বোঝা উচিত নয়। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, স্ত্রী-পুরুষের মৈথুনের ফলে যেভাবে সাধারণ মানব-সন্তানের জন্ম হয়, সেইভাবে ভগবান অদিতির পুত্রত্ব বরণ করেছিলেন।

এই মতবিরোধের যুগে জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখানে বিশ্লেষণ করা উপযুক্ত হবে। আত্মা বা জীব মানুষের বীর্য বা ভ্রূণকোষ থেকে ভিন্ন। বদ্ধ জীবের যদিও স্ত্রী-পুরুষের প্রজনন কোষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তবুও তার কর্ম অনুসারে তাকে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে স্থাপন করা হয় (*কর্মণা দৈবনেত্রেণ*)। রজঃ এবং বীর্য থেকে জীবন উৎপন্ন হয় না, তা সব রকম জড় উপাদান থেকে স্বতন্ত্র, সেই কথা বিস্তারিতভাবে *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। জীব কোন জড় প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত নয়—আগুন তাকে পোড়াতে পারে না, তীক্ষ্ণ অস্ত্র তাকে কাটতে পারে না, জল তাকে ভেজাতে পারে না, এবং বায়ু তাকে শুকাতে পারে না। সে সমস্ত জড় উপাদান থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, কিন্তু উচ্চতর অধিকারিদের ব্যবস্থাপনায় সে জড় তত্ত্বের মধ্যে স্থাপিত হয়। সে সর্বদাই জড় সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র (*অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ*) কিন্তু যেহেতু জড় পরিস্থিতিতে স্থাপিত হয়েছে, তাই সে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়া ভোগ করে।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

"জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত জীব প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তার সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয়।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৩/২২) জীব যদিও সমস্ত জড় উপাদান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তবুও সে জড় পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়, এবং তার ফলে তাকে তার কর্মফল ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ২৪

অদিতের্ধিষ্ঠিতং গর্ভং ভগবন্তং সনাতনম্ ।
হিরণ্যগর্ভো বিজ্ঞায় সমীড়ে গুহ্যনামভিঃ ॥ ২৪ ॥

অদিতেঃ—অদিতির গর্ভে; **ধিষ্ঠিতম্**—অধিষ্ঠিত; **গর্ভম্**—গর্ভ; **ভগবন্তম্**—ভগবানকে; **সনাতনম্**—যিনি নিত্য; **হিরণ্যগর্ভঃ**—ব্রহ্মা; **বিজ্ঞায়**—তা জেনে; **সমীড়ে**—স্তব করেছিলেন; **গুহ্য-নামভিঃ**—দিব্য নামের দ্বারা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান অদিতির গর্ভে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তখন তিনি ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ করে তাঁর স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*)। তাই কেউ যখন তাঁর দিব্যনাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করেন, তখন এই সংকীর্তনের ফলে ভগবান আপনা থেকেই প্রসন্ন হন। এমন নয় যে ভগবান অনুপস্থিত রয়েছেন; তিনি সর্বত্র উপস্থিত এবং ভক্তের দ্বারা ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ কোন জড় শব্দ নয়। তাই ভগবান স্বভাবতই প্রসন্ন হন। ভক্ত জানেন যে ভগবান সর্বত্র উপস্থিত, এবং তাঁর পবিত্র নাম কীর্তনের দ্বারাই কেবল তাঁর প্রসন্নতা বিধান করা যায়।

শ্লোক ২৫

শ্রীব্রহ্মোবাচ

জয়োরুগায় ভগবন্নুরুক্রম নমোঽস্তু তে ।
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ত্রিগুণায় নমো নমঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা স্তব করেছিলেন; **জয়**—জয় হোক; **উরুগায়**—যাঁর মহিমা নিরন্তর কীর্তিত হয় সেই ভগবানকে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **উরুক্রম**—যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত মহিমান্বিত; **নমঃ অস্তু তে**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম; **ব্রহ্মণ্য-দেবায়**—ব্রহ্মণ্যদেবকে; **ত্রি-গুণায়**—ত্রিগুণের নিয়ন্তাকে; **নমঃ নমঃ**—আমি বার বার আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে ভগবান, আপনার জয় হোক! আপনার কার্যকলাপ অসাধারণ এবং সকলেই আপনার মহিমা কীর্তন করে। হে ব্রহ্মণ্যদেব, হে ত্রিগুণাধীশ, আপনাকে আমি বার বার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২৬

নমস্তে পৃশ্নিগর্ভায় বেদগর্ভায় বেধসে ।
ত্রিনাভায় ত্রিপৃষ্ঠায় শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥ ২৬ ॥

নমঃ তে—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পৃশ্নি-গর্ভায়**—যিনি পূর্বে পৃশ্নির (অদিতির পূর্বজন্মে) গর্ভে বাস করেছিলেন; **বেদ-গর্ভায়**—যিনি সর্বদা বৈদিক জ্ঞানে বিরাজ করেন; **বেধসে**—জ্ঞানময়; **ত্রি-নাভায়**—যাঁর নাভি থেকে উদ্ভূত কমলের নালে ত্রিভুবন বিরাজ করে; **ত্রি-পৃষ্ঠায়**—যিনি ত্রিভুবনের অতীত; **শিপি-বিষ্টায়**—যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন; **বিষ্ণবে**—সর্বব্যাপ্ত ভগবানকে।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের হৃদয়ে যিনি অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট হয়েছেন, সেই সর্বব্যাপ্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ত্রিভুবন তাঁর নাভিতে বিরাজ করে, তবুও তিনি ত্রিভুবনের অতীত। পূর্বে আপনি পৃশ্নির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে পরম স্রষ্টা, যাঁকে কেবল বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সেই আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২৭

ত্বমাদিরন্তো ভুবনস্য মধ্য-
মনন্তশক্তিং পুরুষং যমাহুঃ ।
কালো ভবানাক্ষিপতীশ বিশ্বং
স্রোতো যথান্তঃপতিতং গভীরম্ ॥ ২৭ ॥

ত্বম্—আপনি; **আদিঃ**—আদি কারণ; **অন্তঃ**—প্রলয়ের কারণ; **ভুবনস্য**—বিশ্বের; **মধ্যম্**—এই জগতের পালন; **অনন্ত-শক্তিম্**—অন্তহীন শক্তির উৎস; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **যম্**—যাঁকে; **আহুঃ**—বলা হয়; **কালঃ**—কাল; **ভবান্**—আপনি; **আক্ষিপতি**—আকর্ষণ করে; **ঈশ**—ভগবান; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ; **স্রোতঃ**—তরঙ্গ; **যথা**—যেমন; **অন্তঃ পতিতম্**—জলের ভিতর পতিত; **গভীরম্**—অত্যন্ত গভীর।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি ত্রিভুবনের আদি, মধ্য এবং অন্ত। বেদে আপনি অনন্ত শক্তির উৎস পরমেশ্বর ভগবানরূপে পূজিত। হে প্রভু, গভীর স্রোত যেমন তৃণ, পল্লব

আদি আকর্ষণ করে, তেমনই আপনি কালরূপে এই জগতের সকলকে আকর্ষণ করেন।

তাৎপর্য

কালকে কখনও কখনও *কালস্রোত* অর্থাৎ কালস্রোত বলে বর্ণনা করা হয়। এই জড় জগতে সব কিছুই কালের অধীন, এবং ভগবানের প্রতিনিধি এই কালের স্রোতে সব কিছু প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্লোক ২৮

ত্বং বৈ প্রজানাং স্থিরজঙ্গমানাং
প্রজাপতীনামসি সম্ভবিষ্ণুঃ ।
দিবৌকসাং দেব দিবশ্চ্যুতানাং
পরায়ণং নৌরিব মজ্জতোঽপ্সু ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—আপনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **প্রজানাম্**—সমস্ত জীবদের; **স্থির-জঙ্গমানাম্**—স্থাবর অথবা জঙ্গম; **প্রজাপতীনাম্**—সমস্ত প্রজাপতিদের; **অসি**—আপনি হন; **সম্ভবিষ্ণুঃ**—সকলের জনক; **দিব-ওকসাম্**—স্বর্গবাসীদের; **দেব**—হে পরমেশ্বর; **দিবঃ চ্যুতানাম্**—স্বর্গলোক থেকে ভ্রষ্ট দেবতাদের; **পরায়ণম্**—পরম আশ্রয়; **নৌঃ**—নৌকা; **ইব**—সদৃশ; **মজ্জতঃ**—নিমজ্জমান; **অপ্সু**—জলে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি স্থাবর অথবা জঙ্গম সমস্ত জীবের আদি জনক। আপনি প্রজাপতিদের জনক। হে প্রভু, নৌকা যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির একমাত্র ভরসা, তেমনই আপনি স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাদের একমাত্র আশ্রয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ভগবানের অদিতির পুত্রত্ব স্বীকার' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বামনদেবরূপে ভগবানের অবতরণ

এই অধ্যায়ে ভগবান কিভাবে বামনদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলে গমন করেছিলেন, এবং বলি মহারাজ কিভাবে তাঁকে সৎকার করে তাঁর বাসনা পূর্ণ করেছিলেন, সেই কথা বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান বামনদেব শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করে অদিতির গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল ঘন শ্যামবর্ণ, এবং তাঁর পরনে ছিল পীতবাস। শ্রবণ দ্বাদশীতে অভিজিৎ নক্ষত্রে শুভক্ষণে ভগবান আবির্ভূত হন। তখন স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেবগণ, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং ঋতুবর্গ সকলেই ভগবানের আবির্ভাবের ফলে হরষিত হয়েছিলেন। তাই এই শুভ দিনটিকে বলা হয় বিজয়া। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান যখন কশ্যপ এবং অদিতির পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, তখন তাঁর জনক এবং জননী উভয়েই অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের পর ভগবান বামনরূপ ধারণ করেন। মহান ঋষিরা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কশ্যপ মুনিকে অগ্রবর্তী করে বামনরূপী ভগবানের জাতকর্ম সম্পাদন করেন। বামনদেব তাঁর উপনয়নের সময় সূর্যদেব, বৃহস্পতি, পৃথিবী, স্বর্গ, তাঁর মাতা অদিতি, ব্রহ্মা, কুবের, সপ্তর্ষি, প্রভৃতির দ্বারা সম্মানিত হন। তারপর ভগবান বামনদেব নর্মদা নদীর উত্তরভাগে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে, যেখানে [illegible] ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, সেখানে গিয়েছিলেন [illegible]। মুঞ্জঘাসের মেখলা, মৃগচর্মের উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীত, দণ্ড, ছত্র [illegible] এবং কমণ্ডলু ধারণ করে ভগবান বামনদেব বলি মহারাজের যজ্ঞমণ্ডপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর দিব্য জ্যোতির্ময় উপস্থিতির ফলে, সমস্ত পুরোহিতেরা হতপ্রভ হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা সকলে তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বামনদেবের স্তব করতে লাগলেন। এমন কি শিব পর্যন্ত ভগবানের পদনখ থেকে উদ্ভূত গঙ্গাজল তাঁর মস্তকে ধারণ করেন। তাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালনের পর বলি মহারাজ তৎক্ষণাৎ সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর পিতৃবর্গ সহ তিনি নিশ্চিতভাবে ধন্য হলেন। তারপর বলি মহারাজ বামনদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তাঁকে ধন, রত্ন আদি তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং বিরিঞ্চস্তুতকর্মবীর্যঃ
প্রাদুর্বভূবামৃতভূরদিত্যাম্ ।
চতুর্ভুজঃ শঙ্খগদাব্জচক্রঃ
পিশঙ্গবাসা নলিনায়তেক্ষণঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **বিরিঞ্চ-স্তুত-কর্ম-বীর্যঃ**—ভগবান, যাঁর কার্যকলাপ এবং পরাক্রমের প্রশংসা ব্রহ্মাও করেন; **প্রাদুর্বভূব**—প্রকাশিত হয়েছিলেন; **অমৃত-ভূঃ**—যিনি মৃত্যু রহিত; **অদিত্যাম্**—অদিতির গর্ভ থেকে; **চতুঃ-ভুজঃ**—চতুর্ভুজ; **শঙ্খ-গদা-অব্জ-চক্রঃ**—শঙ্খ, গদা, পদ্ম এবং চক্রধারী; **পিশঙ্গবাসাঃ**—পীতবসন; **নলিন-আয়ত-ঈক্ষণঃ**—পদ্ম-পলাশলোচন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানের কর্ম এবং বীর্য সম্বন্ধে স্তব করলে, জন্ম-মৃত্যু রহিত ভগবান অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর চতুর্ভুজ শঙ্খ, গদা, পদ্ম এবং চক্র শোভিত, তাঁর পরনে পীতবসন, এবং তাঁর চোখ দুটি যেন পূর্ণবিকশিত কমলদলের মতো।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অমৃতভূঃ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান কখনও কখনও একজন সাধারণ মানব-শিশুর মতো জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি জন্ম, মৃত্যু অথবা জরার অধীন। ভগবানের অবতারের আবির্ভাব এবং কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*—ভগবানের আবির্ভাব, তিরোভাব এবং কার্যকলাপ সবই যে দিব্য, তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত। জড় জগতে ভগবানের করণীয় কিছুই নেই। যে ব্যক্তি ভগবানের আবির্ভাব, তিরোভাব এবং কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন। তাঁর দেহত্যাগ করার পর তাঁকে আর পুনরায় জড় দেহ ধারণ করতে হয় না, তিনি চিৎ-জগতে উন্নীত হন (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)।

শ্লোক ২

শ্যামাবদাতো ঝষরাজকুণ্ডল-
ত্বিষোল্লসচ্ছ্রীবদনাম্বুজঃ পুমান্ ।
শ্রীবৎসবক্ষা বলয়াঙ্গদোল্লসৎ-
কিরীটকাঞ্চীগুণচারুনূপুরঃ ॥ ২ ॥

শ্যাম-অবদাতঃ—যাঁর দেহ শ্যামবর্ণ এবং সব রকম মোহ থেকে মুক্ত; **ঝষ-রাজ-কুণ্ডল**—মকরাকৃতি কুণ্ডল; **ত্বিষা**—কান্তির দ্বারা; **উল্লসৎ**—উজ্জ্বল; **শ্রীবদন-অম্বুজঃ**—পদ্মের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল; **পুমান্**—পরম পুরুষ; **শ্রীবৎস-বক্ষাঃ**—যাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন; **বলয়**—বলয়; **অঙ্গদ**—অঙ্গদ; **উল্লসৎ**—উজ্জ্বল; **কিরীট**—মুকুট; **কাঞ্চী**—মেখলা; **গুণ**—যজ্ঞসূত্র; **চারু**—সুন্দর; **নূপুরঃ**—নূপুর।

অনুবাদ

ভগবানের দেহ শ্যামবর্ণ এবং সর্বতোভাবে মায়ামুক্ত। মকরকুণ্ডল শোভিত তাঁর মুখপদ্ম অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, হাতে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, মাথায় মুকুট, কটিদেশে মেখলা, বক্ষে যজ্ঞসূত্র এবং পায়ে নূপুর শোভা পাচ্ছিল।

শ্লোক ৩

মধুব্রতব্রাতবিঘুষ্টয়া স্বয়া
বিরাজিতঃ শ্রীবনমালয়া হরিঃ ।
প্রজাপতের্বেশ্মতমঃ স্বরোচিষা
বিনাশয়ন্ কণ্ঠনিবিষ্টকৌস্তুভঃ ॥ ৩ ॥

মধু-ব্রত—মধুলোভী ভ্রমরদের; **ব্রাত**—সমূহ; **বিঘুষ্টয়া**—ঝঙ্কৃত; **স্বয়া**—অসাধারণ; **বিরাজিতঃ**—অবস্থিত; **শ্রী**—সুন্দর; **বন-মালয়া**—ফুলমালার দ্বারা; **হরিঃ**—ভগবান; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতি কশ্যপ মুনির, **বেশ্ম-তমঃ**—গৃহের অন্ধকার; **স্ব-রোচিষা**—তাঁর জ্যোতির দ্বারা; **বিনাশয়ন্**—নাশ করে; **কণ্ঠ**—কণ্ঠে; **নিবিষ্ট**—পরিহিত; **কৌস্তুভঃ**—কৌস্তুভ মণি।

অনুবাদ

ভগবানের গলদেশ এক অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত ফুলমালায় সুশোভিত ছিল, এবং সেই ফুলগুলি অত্যন্ত সুবাসিত হওয়ার ফলে, মধুকরকুল মধুলোভে গুঞ্জন করতে করতে তাঁর চতুর্দিকে উড়ছিল। কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি ধারণ করে ভগবান যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর কান্তি প্রজাপতি কশ্যপের গৃহের অন্ধকার দূর করেছিল।

শ্লোক ৪

দিশঃ প্রসেদুঃ সলিলাশয়াস্তদা
প্রজাঃ প্রহৃষ্টা ঋতবো গুণান্বিতাঃ ।
দ্যৌরন্তরীক্ষং ক্ষিতিরগ্নিজিহ্বা
গাবো দ্বিজাঃ সংজহৃষুর্নগাশ্চ ॥ ৪ ॥

দিশঃ—সমস্ত দিক; **প্রসেদুঃ**—প্রসন্ন হয়েছিল; **সলিলাশয়াঃ**—জলাশয়; **তদা**—তখন; **প্রজাঃ**—সমস্ত জীব; **প্রহৃষ্টাঃ**—অত্যন্ত সুখী; **ঋতবঃ**—সমস্ত ঋতু; **গুণ-অন্বিতাঃ**—নিজ নিজ গুণ সমন্বিত; **দ্যৌঃ**—স্বর্গ; **অন্তরীক্ষম্**—অন্তরীক্ষ; **ক্ষিতিঃ**—পৃথিবী; **অগ্নি-জিহ্বাঃ**—দেবতাগণ; **গাবঃ**—গাভী; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণ; **সংজহৃষুঃ**—সকলে হর্ষান্বিত হয়েছিল; **নগাঃ চ**—এবং পর্বতবৃন্দ।

অনুবাদ

তখন সর্বদিক, নদী, সাগর আদি জলাশয় এবং সকলের হৃদয় নির্মল হয়েছিল। বিভিন্ন ঋতু তাদের নিজ নিজ গুণ প্রদর্শন করেছিল, এবং স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর সমস্ত জীবেরা হরষিত হয়েছিল। দেবতা, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত গিরি-পর্বত আনন্দে মগ্ন হয়েছিল।

শ্লোক ৫

শ্রোণায়াং শ্রবণদ্বাদশ্যাং মুহূর্তেঽভিজিতি প্রভুঃ ।
সর্বে নক্ষত্রতারাদ্যাশ্চক্রুস্তজ্জন্ম দক্ষিণম্ ॥ ৫ ॥

শ্রোণায়াম্—চন্দ্র যখন শ্রবণ নক্ষত্রে অবস্থিত হয়েছিল; **শ্রবণ-দ্বাদশ্যাম্**—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে শ্রবণ দ্বাদশীতে; **মুহূর্তে**—শুভলগ্নে; **অভিজিতি**—অভিজিৎ নক্ষত্রে, যা

শ্রবণ রাশির প্রথম পক্ষে অভিজিৎ মুহূর্তে (মধ্যাহ্নে); **প্রভুঃ**—ভগবান; **সর্বে**—সমস্ত; **নক্ষত্র**—নক্ষত্র; **তারা**—গ্রহ; **আদ্যাঃ**—সূর্য আদি লোক; **চক্রুঃ**—করেছিলেন; **তৎ-জন্ম**—ভগবানের জন্মদিন; **দক্ষিণম্**—অত্যন্ত উদার।

অনুবাদ

শ্রবণ দ্বাদশীর দিন (ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী) যখন চন্দ্র শ্রবণস্থ হয়েছিল, অভিজিৎ নক্ষত্রে পরম শুভলগ্নে ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভগবানের আবির্ভাব অত্যন্ত মঙ্গলজনক বলে মনে করে, সূর্য থেকে শনি পর্যন্ত সমস্ত নক্ষত্র এবং গ্রহ অত্যন্ত উদার ও মঙ্গলপ্রদ হয়েছিল।

তাৎপর্য

নিপুণ জ্যোতিষী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *নক্ষত্রতারাদ্যাঃ* শব্দটির বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই প্রসঙ্গে *তারা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে গ্রহগণ। গ্রহদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে সূর্য, চন্দ্র নয়। তাই, আধুনিক জ্যোতির্বিদেরা যে বলে পৃথিবীর সব চাইতে নিকটবর্তী জ্যোতিষ্ক হচ্ছে চন্দ্র, তা বৈদিক বিচার অনুসারে স্বীকার করা যায় না। যেই ক্রম অনুসারে সারা পৃথিবীর মানুষ সপ্তাহের দিন —রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি গণনা করে, তা বৈদিক ক্রমেরই অনুরূপ এবং তা বৈদিক উক্তিকে প্রতিপন্ন করে। ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন জ্যোতির্গণনা অনুসারে, গ্রহ-নক্ষত্রগুলি ভগবানের জন্মদিন উদ্‌যাপন করার জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনকভাবে অবস্থিত হয়।

শ্লোক ৬

দ্বাদশ্যাং সবিতাতিষ্ঠন্মধ্যংদিনগতো নৃপ ।
বিজয়া নাম সা প্রোক্তা যস্যাং জন্ম বিদুর্হরেঃ ॥ ৬ ॥

দ্বাদশ্যাম্—দ্বাদশী তিথিতে; **সবিতা**—সূর্য; **অতিষ্ঠৎ**—অবস্থান করছিল; **মধ্যম্-দিন-গতঃ**—মধ্যাহ্নে; **নৃপ**—হে রাজন্; **বিজয়া-নাম**—বিজয়া নামক; **সা**—সেই দিন; **প্রোক্তা**—বলা হয়; **যস্যাম্**—যাতে; **জন্ম**—আবির্ভাব; **বিদুঃ**—তারা জানে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির।

অনুবাদ

হে রাজন্! দ্বাদশী তিথিতে ভগবান যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, সূর্য তখন মধ্য গগনে ছিল। পণ্ডিতেরা তা জানেন। এই দ্বাদশী বিজয়া নামে প্রসিদ্ধ।

শ্লোক ৭

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্মৃদঙ্গপণবানকাঃ ।
চিত্রবাদিত্রতূর্যাণাং নির্ঘোষস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ৭ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ; **পণব-আনকাঃ**—পণব এবং আনক; **চিত্র**—বিবিধ; **বাদিত্র**—বাদ্যধ্বনি; **তূর্যাণাম্**—এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের; **নির্ঘোষঃ**—উচ্চ শব্দ; **তুমুলঃ**—তুমুল; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

তখন শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব, আনক প্রভৃতির ঐক্যতান ধ্বনিত হয়েছিল। এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র এবং অন্যান্য বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের তুমুল শব্দ উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৮

প্রীতাশ্চাপ্সরসোঽনৃত্যন্ গন্ধর্বপ্রবরা জগুঃ ।
তুষ্টুবুর্মুনয়ো দেবা মনবঃ পিতরোঽগ্নয়ঃ ॥ ৮ ॥

প্রীতাঃ—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **চ**—ও; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **অনৃত্যন্**—নৃত্য করেছিলেন; **গন্ধর্ব-প্রবরাঃ**—শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ; **জগুঃ**—গান করেছিলেন; **তুষ্টুবুঃ**—স্তবের দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করেছিলেন; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **মনবঃ**—মনুগণ; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **অগ্নয়ঃ**—অগ্নিদেবগণ।

অনুবাদ

তখন অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ গান গেয়েছিলেন, এবং মুনি, দেবতা, মনু, পিতৃ ও অগ্নিদেবগণ ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্তব করেছিলেন।

শ্লোক ৯-১০

সিদ্ধবিদ্যাধরগণাঃ সকিম্পুরুষকিন্নরাঃ ।
চারণা যক্ষরক্ষাংসি সুপর্ণা ভুজগোত্তমাঃ ॥ ৯ ॥
গায়ন্তোঽতিপ্রশংসন্তো নৃত্যন্তো বিবুধানুগাঃ ।
অদিত্যা আশ্রমপদং কুসুমৈঃ সমবাকিরন্ ॥ ১০ ॥

সিদ্ধ—সিদ্ধগণ; **বিদ্যাধর-গণাঃ**—বিদ্যাধরগণ; **স**—সহ; **কিম্পুরুষ**—কিম্পুরুষগণ; **কিন্নরাঃ**—কিন্নরগণ; **চারণাঃ**—চারণগণ; **যক্ষ**—যক্ষগণ; **রক্ষাংসি**—রাক্ষসগণ; **সুপর্ণাঃ**—সুপর্ণগণ; **ভুজগ-উত্তমাঃ**—শ্রেষ্ঠ ভুজঙ্গগণ; **গায়ন্তঃ**—ভগবানের মহিমা কীর্তন করে; **অতি-প্রশংসন্তঃ**—ভগবানের গুণগান করে; **নৃত্যন্তঃ**—নৃত্য করে; **বিবুধ-অনুগাঃ**—দেবতাদের অনুচরেরা; **অদিত্যাঃ**—অদিতির; **আশ্রম-পদম্**—বাসস্থান; **কুসুমৈঃ**—ফুলের দ্বারা; **সমবাকিরন্**—আচ্ছাদিত।

অনুবাদ

সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিম্পুরুষ, কিন্নর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, সুপর্ণ, শ্রেষ্ঠ ভুজঙ্গ এবং দেবতাদের অনুচরগণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করে নৃত্য করতে করতে অদিতির আশ্রম পুষ্পবর্ষণে সমাকীর্ণ করেছিল।

শ্লোক ১১

দৃষ্ট্বাদিতিস্তং নিজগর্ভসম্ভবং
পরং পুমাংসং মুদমাপ বিস্মিতা ।
গৃহীতদেহং নিজযোগমায়য়া
প্রজাপতিশ্চাহ জয়েতি বিস্মিতঃ ॥ ১১ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অদিতিঃ**—মাতা অদিতি; **তম্**—তাঁকে (ভগবানকে); **নিজ-গর্ভ-সম্ভবম্**—তাঁর গর্ভসম্ভূত; **পরম্**—পরম; **পুমাংসম্**—ভগবানকে; **মুদম্**—পরম আনন্দে; **আপ**—গর্ভে ধারণ করেছিলেন; **বিস্মিতা**—অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে; **গৃহীতঃ**—গ্রহণ করেছিলেন; **দেহম্**—দেহ বা দিব্যরূপ; **নিজ-যোগ-মায়য়া**—তাঁর যোগমায়ার দ্বারা; **প্রজাপতিঃ**—কশ্যপ মুনি; **চ**—ও; **আহ**—বলেছিলেন; **জয়**—জয়ধ্বনি; **ইতি**—এইভাবে; **বিস্মিতঃ**—আশ্চর্যান্বিত হয়ে।

অনুবাদ

অদিতি যখন দেখলেন যে, ভগবান তাঁর যোগমায়ার দ্বারা চিন্ময় শরীর ধারণ করে তাঁর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। প্রজাপতি কশ্যপ তাঁকে দেখে বিস্ময়ে এবং আনন্দে অভিভূত হয়ে জয়ধ্বনি করেছিলেন।

শ্লোক ১২

যৎ তদ্ বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈ-
রব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ ।
বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ
সম্পশ্যতোর্দিব্যগতির্যথা নটঃ ॥ ১২ ॥

যৎ—যা; **তৎ**—তা; **বপুঃ**—চিন্ময় শরীর; **ভাতি**—প্রকাশ করেন; **বিভূষণ**—অলঙ্কার; **আয়ুধৈঃ**—এবং অস্ত্র সহ; **অব্যক্ত**—অব্যক্ত; **চিৎ-ব্যক্তম্**—চিন্ময়রূপে ব্যক্ত; **অধারয়ৎ**—ধারণ করেছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান; **বভূব**—হয়েছিলেন; **তেন**—তার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **বামনঃ**—বামন; **বটুঃ**—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী; **সম্পস্যতোঃ**—যখন তাঁর পিতা এবং মাতা উভয়েই দেখছিলেন; **দিব্য-গতিঃ**—যাঁর কার্যকলাপ অদ্ভুত; **যথা**—যেমন; **নটঃ**—অভিনেতা।

অনুবাদ

ভগবান অলঙ্কার এবং অস্ত্রসহ তাঁর আদি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদিও তাঁর এই নিত্য রূপ জড় জগতে প্রকাশিত নয়, তবুও তিনি এই রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর, তাঁর পিতা-মাতার সমক্ষেই একজন নটের মতো তিনি বামন ব্রাহ্মণকুমার হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *নটঃ* শব্দটি মহত্ত্বপূর্ণ। একজন অভিনেতা বেশ পরিবর্তন করে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করলেও, তিনি একই ব্যক্তি। তেমনই, *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩, ৩৯) বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবান কোটি কোটি রূপ ধারণ করেন (*অদ্বৈত-মচ্যুতমনাদিমনন্তরূপমাদ্যং পুরাণপুরুষম্*)। তিনি অনন্ত অবতাররূপে সর্বদা বিরাজমান (*রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু*)। যদিও তিনি বিভিন্ন অবতাররূপে আবির্ভূত হন, তবুও তাঁরা পরস্পর থেকে অভিন্ন। তিনি সেই শক্তি, সেই নিত্যত্ব এবং সেই চিন্ময়ত্ব সহ সেই আদিপুরুষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একই সময়ে বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন। বামনদেব যখন তাঁর মায়ের গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি অলঙ্কার এবং অস্ত্রশোভিত চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তারপর তিনি নিজেকে এক ব্রহ্মচারী (*বটু*) রূপে রূপান্তরিত করেছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে যে তাঁর দেহ জড় নয়।

যারা মনে করে যে ভগবান জড় রূপ ধারণ করেন তারা নিতান্তই নির্বোধ। তাদের ভগবানের ভগবত্তা সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*। ভগবানের আদি স্বরূপে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের দিব্য আবির্ভাব হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

শ্লোক ১৩

তং বটুং বামনং দৃষ্ট্বা মোদমানা মহর্ষয়ঃ ।
কর্মাণি কারয়ামাসুঃ পুরস্কৃত্য প্রজাপতিম্ ॥ ১৩ ॥

তম্—তাঁকে; **বটুম্**—ব্রহ্মচারী; **বামনম্**—বামন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মোদমানাঃ**—আনন্দিত হয়ে; **মহা-ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **কর্মাণি**—কর্মক্রিয়া; **কারয়াম্ আসুঃ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **পুরস্কৃত্য**—অগ্রবর্তী করে; **প্রজাপতিম্**—প্রজাপতি কশ্যপ মুনিকে।

অনুবাদ

মহর্ষিরা সেই বামন ব্রাহ্মণকুমারকে দর্শন করে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তখন তাঁরা প্রজাপতি কশ্যপ মুনিকে অগ্রবর্তী করে তাঁর জাতকর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ-সন্তানের জন্মের পর সর্বপ্রথমে জাতকর্ম সম্পাদন করা হয়, এবং তারপর ক্রমশ অন্যান্য ক্রিয়া অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু ভগবান যখন বটু বা ব্রহ্মচারী বামনদেবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখনই তাঁর উপনয়ন সংস্কারও সম্পাদন করা হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

তস্যোপনীয়মানস্য সাবিত্রীং সবিতাব্রবীৎ ।
বৃহস্পতির্ব্রহ্মসূত্রং মেখলাং কশ্যপোঽদদাৎ ॥ ১৪ ॥

তস্যঃ—বামনদেবের; **উপনীয়মানস্য**—উপনয়ন সংস্কারের সময়; **সাবিত্রীম্**—গায়ত্রী মন্ত্র; **সবিতা**—সূর্যদেব; **অব্রবীৎ**—উপদেশ করেছিলেন; **বৃহস্পতিঃ**—দেবগুরু

বৃহস্পতি; **ব্রহ্ম-সূত্রম্**—যজ্ঞসূত্র; **মেখলাম্**—কটিসূত্র; **কশ্যপঃ**—কশ্যপ মুনি; **অদদাৎ**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই বামনদেবের উপনয়নের সময় স্বয়ং সূর্যদেব গায়ত্রী মন্ত্র উপদেশ করেছিলেন, বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র দান করেছিলেন, এবং কশ্যপ মুনি মেখলা প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

দদৌ কৃষ্ণাজিনং ভূমির্দণ্ডং সোমো বনস্পতিঃ ।
কৌপীনাচ্ছাদনং মাতা দ্যৌশ্ছত্রং জগতঃ পতেঃ ॥ ১৫ ॥

দদৌ—প্রদান করেছিলেন; **কৃষ্ণ-অজিনম্**—মৃগচর্ম; **ভূমিঃ**—পৃথিবী; **দণ্ডম্**—ব্রহ্মচারীর দণ্ড; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **বনস্পতিঃ**—বনের রাজা; **কৌপীন**—কৌপীন; **আচ্ছাদনম্**—বসন; **মাতা**—তাঁর মা অদিতি; **দ্যৌঃ**—স্বর্গলোক; **ছত্রম্**—ছত্র; **জগতঃ**—সমগ্র জগতের; **পতেঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

পৃথিবী তাঁকে কৃষ্ণাজিন দান করেছিলেন, বনস্পতি চন্দ্রদেব তাঁকে ব্রহ্মদণ্ড (ব্রহ্মচারীর দণ্ড) দান করেছিলেন, তাঁর মা অদিতি তাঁকে কৌপীন বসন দান করেছিলেন এবং স্বর্গ তাঁকে ছত্র দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

কমণ্ডলুং বেদগর্ভঃ কুশান্ সপ্তর্ষয়ো দদুঃ ।
অক্ষমালাং মহারাজ সরস্বত্যব্যয়াত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

কমণ্ডলুম্—কমণ্ডলু; **বেদ-গর্ভঃ**—ব্রহ্মা; **কুশান্**—কুশ; **সপ্ত-ঋষয়ঃ**—সপ্তর্ষিগণ; **দদুঃ**—দান করেছিলেন; **অক্ষমালাম্**—রুদ্রাক্ষের মালা; **মহারাজ**—হে রাজন্; **সরস্বতী**—দেবী সরস্বতী; **অব্যয়-আত্মনঃ**—ভগবানকে।

অনুবাদ

হে রাজন্, ব্রহ্মা সেই অব্যয় পরম পুরুষকে কমণ্ডলু দান করেছিলেন, সপ্তর্ষিগণ কুশ দান করেছিলেন এবং সরস্বতী দেবী রুদ্রাক্ষের মালা দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

তস্মা ইত্যুপনীতায় যক্ষরাট্ পাত্রিকামদাৎ ।
ভিক্ষাং ভগবতী সাক্ষাদুমাদাদম্বিকা সতী ॥ ১৭ ॥

তস্মৈ—তাঁকে (ভগবান বামনদেবকে); **ইতি**—এইভাবে; **উপনীতায়**—যাঁর উপনয়ন সংস্কার হয়েছে; **যক্ষ-রাট্**—স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ এবং যক্ষদের রাজা কুবের; **পাত্রিকাম্**—ভিক্ষাপাত্র; **অদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **ভিক্ষাম্**—ভিক্ষা; **ভগবতী**—মা ভবানী; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **উমা**—উমা; **অদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **অম্বিকা**—জগন্মাতা; **সতী**—সতী।

অনুবাদ

এইভাবে বামনদেবের উপনয়ন হলে, যক্ষরাজ কুবের তাঁকে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করেছিলেন এবং সাক্ষাৎ ভগবতী জগন্মাতা ভবানী দেবী তাঁকে প্রথম ভিক্ষা প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

স ব্রহ্মবর্চসেনৈবং সভাং সম্ভাবিতো বটুঃ ।
ব্রহ্মর্ষিগণসঞ্জুষ্টামত্যরোচত মারিষঃ ॥ ১৮ ॥

সঃ—তিনি (বামনদেব); **ব্রহ্ম-বর্চসেন**—তাঁর ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **সভাম্**—সভায়; **সম্ভাবিতঃ**—সকলের দ্বারা সমাদৃত হয়ে; **বটুঃ**—ব্রহ্মচারী; **ব্রহ্মর্ষিগণ-সঞ্জুষ্টাম্**—ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ সমন্বিত; **অতি-অরোচত**—অতিক্রম করে শোভাযুক্ত হয়েছিলেন; **মারিষঃ**—ব্রহ্মচারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

এইভাবে সকলের দ্বারা সমাদৃত হয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী ভগবান বামনদেব তাঁর ব্রহ্মজ্যোতি প্রদর্শন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর সৌন্দর্য ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ সমন্বিত সেই সভার সৌন্দর্যকে অতিক্রম করেছিল।

শ্লোক ১৯

সমিদ্ধমাহিতং বহ্নিং কৃত্বা পরিসমূহনম্ ।
পরিস্তীর্য সমভ্যর্চ্য সমিদ্ভিরজুহোদ্ দ্বিজঃ ॥ ১৯ ॥

সমিদ্ধম্—প্রজ্বলিত; **আহিতম্**—অবস্থিত; **বহ্নিম্**—অগ্নি; **কৃত্বা**—করে; **পরিসমূহনম্**—যথাযথভাবে; **পরিস্তীর্য**—বিস্তার করে; **সমভ্যর্চ্য**—অর্চনা করে; **সমিদ্ভিঃ**—সমিধের দ্বারা; **অজুহোৎ**—হোম করেছিলেন; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবামনদেব যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে অর্চনা করেছিলেন এবং তাতে সমিধের দ্বারা হোম নিবেদন করে যজ্ঞ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

শ্রুত্বাশ্বমেধৈর্যজমানমূর্জিতং
বলিং ভৃগূণামুপকল্পিতৈস্ততঃ ।
জগাম তত্রাখিলসারসম্ভৃতো
ভারেণ গাং সন্নময়ন্ পদে পদে ॥ ২০ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **অশ্বমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **যজমানম্**—যজ্ঞকর্তা; **ঊর্জিতম্**—অত্যন্ত মহিমান্বিত; **বলিম্**—বলি মহারাজকে; **ভৃগূনাম্**—ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের তত্ত্বাবধানে; **উপকল্পিতৈঃ**—অনুষ্ঠিত; **ততঃ**—সেই স্থান থেকে; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **তত্র**—সেখানে; **অখিল-সার-সম্ভৃতঃ**—সমগ্র সৃষ্টির সারাতিসার ভগবান; **ভারেণ**—ভারের দ্বারা; **গাম্**—পৃথিবীকে; **সন্নময়ন্**—অবনত করে; **পদে পদে**—প্রতি পদক্ষেপে।

অনুবাদ

ভগবান যখন শুনলেন, ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের তত্ত্বাবধানে বলি মহারাজ অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, তখন বলি মহারাজের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য সমস্ত গুণে পরিপূর্ণ ভগবান তাঁর গুরুভারে প্রতি পদবিক্ষেপে পৃথিবীকে অবনত করতে করতে সেখানে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান *অখিলসারসভৃত*। অর্থাৎ, তিনি এই জগতের সমস্ত আবশ্যক বস্তুর অধীশ্বর। যদিও তিনি ভিক্ষা করার জন্য বলি মহারাজের কাছে যাচ্ছিলেন, তবুও তিনি সর্বদাই পূর্ণ এবং তাঁর পক্ষে কারও কাছ থেকে ভিক্ষা করার কিছু নেই। বস্তুতপক্ষে তিনি এতই শক্তিশালী যে, তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্যের ভারে তিনি প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীকে অবনত করছিলেন।

শ্লোক ২১

তং নর্মদায়াস্তট উত্তরে বলে-
র্য ঋত্বিজস্তে ভৃগুকচ্ছসংজ্ঞকে ।
প্রবর্তয়ন্তো ভৃগবঃ ক্রতূত্তমং
ব্যচক্ষতারাদুদিতং যথা রবিম্ ॥ ২১ ॥

তম্—তাঁকে (বামনদেবকে); **নর্মদায়াঃ**—নর্মদা নদী; **তটে**—তীরে; **উত্তরে**—উত্তর ভাগে; **বলেঃ**—বলি মহারাজের; **যে**—যিনি; **ঋত্বিজঃ**—যজ্ঞ পুরোহিতগণ; **তে**—তাঁরা সকলে; **ভৃগুকচ্ছ-সংজ্ঞকে**—ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে; **প্রবর্তয়ন্তঃ**—অনুষ্ঠান করে; **ভৃগবঃ**—ভৃগু মুনির সমস্ত বংশধরগণ; **ক্রতু-উত্তমম্**—অশ্বমেধ নামক অতি উত্তম যজ্ঞ; **ব্যচক্ষতঃ**—তাঁরা দর্শন করেছিলেন; **আরাৎ**—নিকটবর্তী; **উদিতম্**—উদিত; **যথা**—সদৃশ; **রবিম্**—সূর্য।

অনুবাদ

নর্মদা নদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা নিকটে উদিত সূর্যের মতো বামনদেবকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

তে ঋত্বিজো যজমানঃ সদস্যা
হতত্বিষো বামনতেজসা নৃপ ।
সূর্যঃ কিলায়াত্যুত বা বিভাবসুঃ
সনৎকুমারোঽথ দিদৃক্ষয়া ক্রতোঃ ॥ ২২ ॥

তে—তাঁরা সকলে; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **যজমানঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী বলি মহারাজও; **সদস্যাঃ**—সভার সমস্ত সদস্যগণ; **হতত্বিষঃ**—হতপ্রভ; **বামন-তেজসা**—ভগবান বামনদেবের তেজের প্রভাবে; **নৃপ**—হে রাজন্; **সূর্যঃ**—সূর্য; **কিল**—কি; **আয়াতি**—আসছে; **উত বা**—অথবা; **বিভাবসুঃ**—অগ্নিদেব; **সনৎ-কুমারঃ**—সনৎকুমার; **অথ**—অথবা; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শন করার বাসনায়; **ক্রতোঃ**—যজ্ঞ।

অনুবাদ

হে রাজন্, তখন বামনদেবের তেজের প্রভাবে হতপ্রভ ঋত্বিকগণ, যজমান বলি এবং সভাসদেরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, যজ্ঞ দর্শন করার বাসনায় স্বয়ং সূর্যদেব, সনৎকুমার অথবা অগ্নিদেব সমাগত হয়েছেন কি না।

শ্লোক ২৩

ইত্থং সশিষ্যেষু ভৃগুষ্বনেকধা
বিতর্ক্যমাণো ভগবান্ স বামনঃ ।
ছত্রং সদণ্ডং সজলং কমণ্ডলুং
বিবেশ বিভ্রদ্ধয়মেধবাটম্ ॥ ২৩ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **স-শিষ্যেষু**—তাঁদের শিষ্য সহ; **ভৃগুষু**—ভৃগুদের মধ্যে; **অনেকধা**—নানা প্রকার; **বিতর্ক্যমাণঃ**—তর্ক-বিতর্ক করে; **ভগবান্**—ভগবান; **সঃ**—সেই; **বামনঃ**—ভগবান বামনদেব; **ছত্রম্**—ছত্র; **স-দণ্ডম্**—দণ্ড সহ; **স-জলম্**—জলপূর্ণ; **কমণ্ডলুম্**—কমণ্ডলু; **বিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **বিভ্রৎ**—হস্তে ধারণ করে; **হয়মেধ**—অশ্বমেধ যজ্ঞের; **বাটম্**—মণ্ডপে।

অনুবাদ

ভৃগুবংশীয় পুরোহিতেরা এবং তাঁদের শিষ্যেরা যখন এইভাবে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করছিলেন, তখন ভগবান বামনদেব দণ্ড, ছত্র এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু হাতে নিয়ে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪-২৫

মৌঞ্জ্যা মেখলয়া বীতমুপবীতাজিনোত্তরম্ ।
জটিলং বামনং বিপ্রং মায়ামাণবকং হরিম্ ॥ ২৪ ॥

প্রবিষ্টং বীক্ষ্য ভৃগবঃ সশিষ্যাস্তে সহাগ্নিভিঃ ।
প্রত্যগৃহ্ণন্ সমুত্থায় সংক্ষিপ্তাস্তস্য তেজসা ॥ ২৫ ॥

মৌঞ্জ্যা—মুঞ্জ নির্মিত; **মেখলয়া**—মেখলা সহ; **বীতম্**—বেষ্টিত; **উপবীত**—যজ্ঞসূত্র; **অজিন-উত্তরম্**—মৃগচর্মের উত্তরীয় পরিধান করে; **জটিলম্**—জটাধারী; **বামনম্**—ভগবান বামনদেবকে; **বিপ্রম্**—ব্রাহ্মণ; **মায়া-মাণবকম্**—মায়া মানুষরূপ; **হরিম্**—ভগবানকে; **প্রবিষ্টম্**—প্রবেশ করতে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ভৃগবঃ**—ভৃগুবংশীয় পুরোহিতগণ; **স-শিষ্যাঃ**—তাঁদের শিষ্য সহ; **তে**—তাঁরা সকলে; **সহ-অগ্নিভিঃ**—যজ্ঞাগ্নি সহ; **প্রত্যগৃহ্ণন্**—যথাযথভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন; **সমুত্থায়**—উঠে দাঁড়িয়ে; **সংক্ষিপ্তাঃ**—অভিভূত হয়ে; **তস্য**—তাঁর; **তেজসা**—তেজের প্রভাবে।

অনুবাদ

মৌঞ্জী মেখলা, যজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় ধারণ করে এবং জটাধারী ব্রাহ্মণ বালকরূপে ভগবান বামনদেব সেই যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর তেজের প্রভাবে সমস্ত পুরোহিত এবং তাঁদের শিষ্যগণ হতপ্রভ হয়েছিলেন। তাঁরা তখন তাঁদের আসন থেকে উত্থিত হয়ে, প্রণতি নিবেদন করে যথাযথভাবে অভিনন্দন করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

যজমানঃ প্রমুদিতো দর্শনীয়ং মনোরমম্ ।
রূপানুরূপাবয়বং তস্মা আসনমাহরৎ ॥ ২৬ ॥

যজমানঃ—বলি মহারাজ, যিনি সমস্ত পুরোহিতদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেছিলেন; **প্রমুদিতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **দর্শনীয়ম্**—দর্শনীয়; **মনোরমম্**—অত্যন্ত সুন্দর; **রূপ**—সৌন্দর্য; **অনুরূপ**—তাঁর দেহের সৌন্দর্যের অনুরূপ; **অবয়বম্**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **আসনম্**—আসন; **আহরৎ**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

যাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ তাঁর দেহের সৌন্দর্যের অনুরূপ, সেই ভগবান বামনদেবকে দর্শন করে বলি মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে আসন প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

স্বাগতেনাভিনন্দ্যাথ পাদৌ ভগবতো বলিঃ ।
অবনিজ্যার্চয়ামাস মুক্তসঙ্গমনোরমম্ ॥ ২৭ ॥

সু-আগতেন—স্বাগত বচনের দ্বারা; **অভিনন্দ্য**—অভিনন্দিত করে; **অথ**—এইভাবে; **পাদৌ**—শ্রীপাদপদ্ম; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **অবনিজ্য**—প্রক্ষালন করে; **অর্চয়াম্ আস**—অর্চনা করেছিলেন; **মুক্তসঙ্গ-মনোরমম্**—মুক্ত পুরুষদের দৃষ্টিতে সুন্দর ভগবানকে।

অনুবাদ

তারপর বলি মহারাজ মুক্ত পুরুষদের দৃষ্টিতে যিনি পরম সুন্দর সেই ভগবানকে স্বাগত বচনে অভিনন্দিত করে, তাঁর পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক তাঁর অর্চনা করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

তৎপাদশৌচং জনকল্মষাপহং
স ধর্মবিন্মূর্দ্ধ্যদধাৎ সুমঙ্গলম্ ।
যদ্দেবদেবো গিরিশশ্চন্দ্রমৌলি-
র্দধার মূর্ধ্না পরয়া চ ভক্ত্যা ॥ ২৮ ॥

তৎ-পাদ-শৌচম্—ভগবানের পাদোদক; **জন-কল্মষ-অপহম্**—যা জনগণের সমস্ত পাপ বিনাশ করে; **সঃ**—তিনি (বলি মহারাজ); **ধর্মবিৎ**—যিনি সর্বতোভাবে ধর্মতত্ত্ব অবগত; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **অদধাৎ**—বহন করেন; **সু-মঙ্গলম্**—সর্ব-মঙ্গলময়; **যৎ**—যা; **দেব-দেবঃ**—দেবাদিদেব; **গিরিশঃ**—মহাদেব; **চন্দ্রমৌলিঃ**—যিনি তাঁর ললাটে চন্দ্রকে ধারণ করেন; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **মূর্ধ্না**—মস্তকে; **পরয়া**—পরম; **চ**—ও; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে।

অনুবাদ

দেবাদিদেব চন্দ্রমৌলি মহাদেব পরম ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম উদ্ভূত গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন। ধর্মজ্ঞ বলি মহারাজও মহাদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবানের পাদপ্রক্ষালনের জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহাদেবের আর এক নাম গঙ্গাধর। তাঁর ললাটে অর্ধচন্দ্র রয়েছে, তবুও ভগবানের প্রতি তাঁর পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য তিনি সেই চন্দ্রচিহ্নের উপর তাঁর মস্তকে গঙ্গাজল ধারণ করেন। এই দৃষ্টান্তটি সকলেরই অনুসরণ করা উচিত, অথবা অন্ততপক্ষে প্রত্যেক ভক্তের অনুসরণ করা উচিত। কারণ মহাদেব হচ্ছেন মহাজনদের অন্যতম। তেমনই, বলি মহারাজও পরে একজন মহাজন হয়েছিলেন। এক মহাজন অন্য মহাজনের অনুসরণ করেন, এবং মহাজনদের কার্যকলাপের পরম্পরা অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়। গঙ্গার জল পবিত্র কারণ তা বিষ্ণুর পদনখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বলি মহারাজ বামনদেবের শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করেছিলেন, এবং সেই জলও তখন গঙ্গারই মতো পবিত্র হয়েছিল। বলি মহারাজ, যিনি সমস্ত ধর্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত, তিনি মহাদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

শ্রীবলিরুবাচ

স্বাগতং তে নমস্তুভ্যং ব্রহ্মন্ কিং করবাম তে ।
ব্রহ্মর্ষীণাং তপঃ সাক্ষান্মন্যে ত্বার্য বপুর্ধরম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-বলিঃ উবাচ—বলি মহারাজ বললেন; **সু-আগতম্**—সুখে আগমন; **তে**—আপনাকে; **নমস্তুভ্যম্**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **কিম্**—কি; **করবাম**—করতে পারি; **তে**—আপনার জন্য; **ব্রহ্ম-ঋষীণাম্**—মহান ব্রহ্মর্ষিদের; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **মন্যে**—আমি মনে করি; **ত্বা**—আপনি; **আর্য**—হে আর্য; **বপুঃ-ধরম্**—মূর্তিমান।

অনুবাদ

বলি মহারাজ তখন বামনদেবকে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে আমার আন্তরিক স্বাগত জানাই এবং সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আপনি আমাদের বলুন, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি। আমাদের মনে হয়, আপনি ব্রহ্মর্ষিদের সাক্ষাৎ মূর্তিমান তপস্বরূপ।

শ্লোক ৩০

অদ্য নঃ পিতরস্তৃপ্তা অদ্য নঃ পাবিতং কুলম্ ।
অদ্য স্বিষ্টঃ ক্রতুরয়ং যদ্ভবানাগতো গৃহান্ ॥ ৩০ ॥

অদ্য—আজ; **নঃ**—আমাদের; **পিতরঃ**—পূর্বপুরুষগণ; **তৃপ্তাঃ**—পরিতৃপ্ত হয়েছেন; **অদ্য**—আজ; **নঃ**—আমাদের; **পাবিতম্**—পবিত্র; **কুলম্**—বংশ; **অদ্য**—আজ; **সু-ইষ্টঃ**—যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে; **ক্রতুঃ**—যজ্ঞ; **অয়ম্**—এই; **যৎ**—যেহেতু; **ভবান্**—আপনি; **আগতঃ**—উপস্থিত হয়েছেন; **গৃহান্**—আমাদের গৃহে।

অনুবাদ

হে ভগবান, যেহেতু আপনি কৃপা করে আমাদের গৃহে উপস্থিত হয়েছেন, তাই আমাদের পূর্বপুরুষেরা পরিতৃপ্ত হয়েছেন, আমাদের বংশ পবিত্র হয়েছে এবং এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩১

অদ্যাগ্নয়ো মে সুহুতা যথাবিধি
দ্বিজাত্মজ ত্বচ্চরণাবনেজনৈঃ ।
হতাংহসো বার্ভিরিয়ং চ ভূরহো
তথা পুনীতা তনুভিঃ পদৈস্তব ॥ ৩১ ॥

অদ্য—আজ; **অগ্নয়ঃ**—যজ্ঞাগ্নি; **মে**—আমার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে; **সু-হুতাঃ**—যথাযথভাবে নিবেদিত হোম; **যথাবিধি**—শাস্ত্রবিধি অনুসারে; **দ্বিজ-আত্মজ**—হে ব্রাহ্মণকুমার; **ত্বৎ-চরণ-অবনেজনৈঃ**—যা আপনার শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করেছে; **হত-অংহসঃ**—যিনি তাঁর সমস্ত পাপ থেকে পবিত্র হয়েছেন; **বার্ভিঃ**—জলের দ্বারা; **ইয়ম্**—এই; **চ**—ও; **ভূঃ**—পৃথিবী; **অহো**—আহা; **তথা**—তেমনই; **পুনীতা**—পবিত্র; **তনুভিঃ**—ক্ষুদ্র; **পদৈঃ**—শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শের দ্বারা; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণকুমার! আজ যজ্ঞাগ্নি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রজ্বলিত হয়েছে, এবং আমি আপনার পাদধৌত জলের দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছি। হে প্রভু, আপনার ক্ষুদ্র চরণ-কমলের স্পর্শের দ্বারা সারা পৃথিবী পবিত্র হয়েছে।

শ্লোক ৩২

যদ্ যদ্ বটো বাঞ্ছসি তৎ প্রতীচ্ছ মে
ত্বামর্থিনং বিপ্রসুতানুতর্কয়ে ।
গাং কাঞ্চনং গুণবদ্ধাম মৃষ্টং
তথান্নপেয়মুত বা বিপ্রকন্যাম্ ।
গ্রামান্ সমৃদ্ধাংস্তুরগান্ গজান্ বা
রথাংস্তথার্হত্তম সম্প্রতীচ্ছ ॥ ৩২ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; **বটো**—হে ব্রহ্মচারী; **বাঞ্ছসি**—আপনি বাসনা করেন; **তৎ**—তা; **প্রতীচ্ছ**—আপনি গ্রহণ করতে পারেন; **মে**—আমার থেকে; **ত্বাম্**—আপনি; **অর্থিনম্**—কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে; **বিপ্র-সুত**—হে ব্রাহ্মণকুমার; **অনুতর্কয়ে**—আমি মনে করি; **গাম্**—গাভী; **কাঞ্চনম্**—স্বর্ণ; **গুণবৎ ধাম**—সুসজ্জিত বাসস্থান; **মৃষ্টম্**—সুস্বাদু; **তথা**—ও; **অন্ন**—অন্ন; **পেয়ম্**—পানীয়; **উত**—বস্তুতপক্ষে; **বা**—অথবা; **বিপ্র-কন্যাম্**—ব্রাহ্মণকন্যা; **গ্রামান্**—গ্রাম; **সমৃদ্ধান্**—সমৃদ্ধ; **তুরগান**—অশ্ব; **গজান্**—হস্তী; **বা**—অথবা; **রথান্**—রথ; **তথা**—ও; **অর্হত্তম**—হে পূজ্যতম; **সম্প্রতীচ্ছ**—আপনি গ্রহণ করতে পারেন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণকুমার! মনে হয়, আপনি যেন কোন কিছুর প্রার্থী হয়ে এখানে এসেছেন। অতএব, আপনি যা কিছু চান তাই আমার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারেন। হে পূজ্যতম, আপনি আমার কাছ থেকে গাভী, স্বর্ণ, সুসজ্জিত গৃহ, সুস্বাদু আহার্য এবং পানীয়, ব্রাহ্মণকন্যা, সমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, হস্তী, রথ অথবা যা কিছু আপনি চান, তাই গ্রহণ করুন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'বামনদেবরূপে ভগবানের অবতরণ' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

উনবিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের কাছে বামনদেবের দানভিক্ষা

এই উনবিংশতি অধ্যায়ে ভগবান বামনদেবের ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা, বলি মহারাজের তা দানের প্রতিশ্রুতি, এবং সেই প্রতিশ্রুতি পালনে শুক্রাচার্যের নিষেধ বর্ণিত হয়েছে।

বলি মহারাজ যখন বামনদেবকে ব্রাহ্মণতনয় বলে মনে করে তাঁর বাসনা অনুসারে যে কোন বস্তু প্রার্থনা করতে বলেছিলেন, তখন বামনদেব হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের বীরত্বের প্রশংসা করেছিলেন, এবং এইভাবে বলি মহারাজের বংশের গুণকীর্তন করার পর তাঁর কাছে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। বলি মহারাজ এই প্রার্থনা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করে তাঁকে তা দান করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য বামনদেবকে দেবতাদের বন্ধু বিষ্ণু বলে জানতে পেরে বলি মহারাজকে সেই ভূমি দান করতে নিষেধ করেছিলেন। শুক্রাচার্য বলি মহারাজকে তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে বশীকরণ, পরিহাস, বিবাহ, বিপদ, পরোপকার প্রভৃতি স্থলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা যায় এবং তার ফলে কোন দোষ হয় না। এইভাবে শুক্রাচার্য বলি মহারাজকে ভগবান বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দান করা থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বৈরোচনের্বাক্যং ধর্মযুক্তং স সূনৃতম্ ।
নিশম্য ভগবান্ প্রীতঃ প্রতিনন্দ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **বৈরোচনেঃ**—বিরোচনের পুত্রের; **বাক্যম্**—বাক্য; **ধর্ম-যুক্তম্**—ধর্মের ভিত্তিতে; **সঃ**—তিনি; **সু-নৃতম্**—অতি মনোহর; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রীতঃ**—পূর্ণরূপে

প্রসন্ন হয়েছিলেন; **প্রতিনন্দ্য**—তাঁর প্রশংসা করে; **ইদম্**—এই বাক্য; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বলি মহারাজের এই প্রকার মনোমুগ্ধকর বাক্য শ্রবণ করে ভগবান বামনদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ বলি মহারাজ ধর্মের ভিত্তিতে সেই কথাগুলি বলেছিলেন। তাই ভগবান তখন তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

বচস্তবৈতজ্জনদেব সূনৃতং
কুলোচিতং ধর্মযুতং যশস্করম্ ।
যস্য প্রমাণং ভৃগবঃ সাম্পরায়ে
পিতামহঃ কুলবৃদ্ধঃ প্রশান্তঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **বচঃ**—বাক্য; **তব**—আপনার; **এতৎ**—এই প্রকার; **জন-দেব**—হে জনগণের রাজা; **সু-নৃতম্**—অতি সত্য; **কুল-উচিতম্**—তোমার বংশের উপযুক্ত; **ধর্ম-যুতম্**—ধর্মনীতি অনুসারে; **যশঃ-করম্**—তোমার যশ বিস্তারের উপযুক্ত; **যস্য**—যাঁর; **প্রমাণম্**—প্রমাণ; **ভৃগবঃ**—ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ; **সাম্পরায়ে**—পরলোকে; **পিতামহঃ**—তোমার পিতামহ; **কুল-বৃদ্ধঃ**—কুলবৃদ্ধ; **প্রশান্তঃ**—অত্যন্ত শান্ত (প্রহ্লাদ মহারাজ)।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে রাজন্, আপনি যথার্থই মহান, কারণ ঐহিক বিষয়ে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা আপনার উপদেষ্টা এবং পারলৌকিক ধর্মে আপনার শান্ত প্রকৃতির পিতামহ কুলবৃদ্ধ প্রহ্লাদ মহারাজ আপনার উপদেষ্টা। আপনার বাক্য অতি সত্য এবং তা ধর্মনীতির অনুকূল। আপনার এই আচরণ আপনার বংশের উপযুক্ত এবং তা আপনার যশ বৃদ্ধি করবে।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ শুদ্ধ ভক্তের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, প্রহ্লাদ মহারাজ অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পরিবারের প্রতি আসক্ত ছিলেন,

বিশেষ করে তাঁর পৌত্র বলি মহারাজের প্রতি। তা হলে তিনি একজন আদর্শ দৃষ্টান্ত হন কি করে? তাই এই শ্লোকে *প্রশান্তঃ* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ভক্ত সর্বদাই প্রশান্ত। তিনি কোন অবস্থাতেই কখনও বিচলিত হন না। ভক্ত যদি গৃহস্থ-আশ্রমেও থাকেন এবং তাঁর জড় বিষয় ত্যাগ না করেন, তা হলেও তাঁকে প্রশান্ত বলে জানতে হবে, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

"যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু হতে পারেন—তিনি ব্রাহ্মণ না সন্ন্যাসী না শূদ্র, তাতে কিছু যায় আসে না।" (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৮/১২৮) যিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত, বর্ণ-আশ্রম নির্বিশেষে তিনি গুরু। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ সর্ব অবস্থাতেই গুরু।

এখানে ভগবান বামনদেবও সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু প্রার্থনা না করেন। বলি মহারাজ যদিও বামনদেবকে তাঁর বাসনা অনুসারে যে কোন বস্তু প্রদান করতে প্রস্তুত ছিলেন, তবুও বামনদেব কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩

ন হ্যেতস্মিন্ কুলে কশ্চিন্নিঃসত্ত্বঃ কৃপণঃ পুমান্।
প্রত্যাখ্যাতা প্রতিশ্রুত্য যো বাদাতা দ্বিজাতয়ে ॥ ৩ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতস্মিন্**—এই; **কুলে**—বংশে; **কশ্চিৎ**—কেউ; **নিঃসত্ত্বঃ**—সংকীর্ণমনা; **কৃপণঃ**—কৃপণ; **পুমান্**—কোন ব্যক্তি; **প্রত্যাখ্যাতা**—প্রত্যাখ্যান করেন; **প্রতিশ্রুত্য**—দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে; **যঃ বা**—অথবা; **অদাতা**—দাতা না হয়ে; **দ্বিজাতয়ে**—ব্রাহ্মণদের।

অনুবাদ

আমি অবগত আছি যে, এখনও পর্যন্ত আপনার বংশে কোন সংকীর্ণমনা অথবা কৃপণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেননি, যিনি যাচক ব্রাহ্মণদের প্রত্যাখ্যান করেছেন অথবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দান করেননি।

শ্লোক ৪

ন সন্তি তীর্থে যুধি চার্থিনার্থিতাঃ
পরাঙ্মুখা যে ত্বমনস্বিনো নৃপ ।
যুষ্মৎকুলে যদ্‌যশসামলেন
প্রহ্লাদ উদ্ভাতি যথোড়ুপঃ খে ॥ ৪ ॥

ন—না; **সন্তি**—রয়েছে; **তীর্থে**—তীর্থস্থানে (যেখানে দান করা হয়); **যুধি**—যুদ্ধে; **চ**—ও; **অর্থিনা**—ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ের দ্বারা; **অর্থিতাঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **পরাঙ্মুখাঃ**—যাঁরা তাঁদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন; **যে**—এই প্রকার ব্যক্তিরা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অমনস্বিনঃ**—এই প্রকার সংকীর্ণ হৃদয় নিকৃষ্ট স্তরের রাজারা; **নৃপ**—হে রাজন্ (বলি মহারাজ); **যুষ্মৎ-কুলে**—আপনার বংশে; **যৎ**—যাতে; **যশসা অমলেন**—নিষ্কলঙ্ক কীর্তির দ্বারা; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **উদ্ভাতি**—উদিত হয়েছেন; **যথা**—যেমন; **উড়ুপঃ**—চন্দ্র; **খে**—আকাশে।

অনুবাদ

হে বলি মহারাজ! আপনার বংশে কখনও এমন কোন সংকীর্ণহৃদয় রাজার জন্ম হয়নি যিনি তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণদের প্রার্থিত বস্তু দান করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ দান করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনার বংশ বিশেষভাবে যশস্বী হয়েছে, প্রহ্লাদ মহারাজের উপস্থিতির ফলে, যিনি আকাশে চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছেন।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ *ভগবদ্‌গীতায়* দেওয়া হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের একটি গুণ হচ্ছে দান করার প্রবৃত্তি। ব্রাহ্মণ যখন ক্ষত্রিয়ের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করেন, তখন ক্ষত্রিয় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন না, এবং কোন ক্ষত্রিয় যখন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান, তখন তিনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন না। যে রাজা প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁকে বলা হয় *'অমনস্বিন'* অর্থাৎ সংকীর্ণ হৃদয়। বলি মহারাজের বংশে সেই রকম কোন *অমনস্বিন* রাজার জন্ম হয়নি।

শ্লোক ৫

যতো জাতো হিরণ্যাক্ষশ্চরন্নেক ইমাং মহীম্ ।
প্রতিবীরং দিগ্বিজয়ে নাবিন্দত গদায়ুধঃ ॥ ৫ ॥

যতঃ—যেই বংশে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছেন; **হিরণ্যাক্ষঃ**—হিরণ্যাক্ষ নামক রাজা; **চরন্**—পর্যটন করতে করতে; **একঃ**—একাকী; **ইমাম্**—এই; **মহীম্**—পৃথিবী; **প্রতিবীরম্**—প্রতিদ্বন্দ্বী বীর; **দিক্-বিজয়ে**—সমস্ত দিক জয় করতে; **ন অবিন্দত**—পাননি; **গদা-আয়ুধঃ**—তাঁর গদা নিয়ে।

অনুবাদ

আপনার বংশে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়েছে, যিনি কারও সহায়তা ব্যতীতই একাকী কেবল তাঁর গদা নিয়ে সমস্ত দিক জয় করার জন্য সারা পৃথিবী পর্যটন করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাননি।

শ্লোক ৬

যং বিনির্জিত্য কৃচ্ছ্রেণ বিষ্ণুঃ ক্ষ্মোদ্ধার আগতম্ ।
আত্মানং জয়িনং মেনে তদ্বীর্যং ভূর্যনুস্মরন্ ॥ ৬ ॥

যম্—যাকে; **বিনির্জিত্য**—জয় করে; **কৃচ্ছ্রেণ**—অতি কষ্টে; **বিষ্ণুঃ**—বরাহ অবতারে শ্রীবিষ্ণু; **ক্ষ্মা-উদ্ধারে**—পৃথিবী উদ্ধারের সময়; **আগতম্**—তাঁর সম্মুখে প্রকট হয়েছিলেন; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **জয়িনম্**—বিজয়ী; **মেনে**—বিবেচনা করেছিলেন; **তৎ-বীর্যম্**—হিরণ্যাক্ষের পরাক্রম; **ভূরি**—নিরন্তর, অথবা অধিক থেকে অধিকতর; **অনুস্মরন্**—চিন্তা করে।

অনুবাদ

পৃথিবীকে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করার সময় বরাহরূপধারী বিষ্ণু তাঁর সমক্ষে আগত হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হয়েছিল, এবং বিষ্ণু অতি কষ্টে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে তাঁর অসাধারণ বীরত্ব স্মরণ করতে করতে নিজেকে যথার্থই বিজয়ী বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৭

নিশম্য তদ্বধং ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুঃ পুরা ।
হন্তুং ভ্রাতৃহণং ক্রুদ্ধো জগাম নিলয়ং হরেঃ ॥ ৭ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **তদ্-বধম্**—হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **হিরণ্য-কশিপুঃ**—হিরণ্যকশিপু; **পুরা**—পূর্বে; **হন্তুম্**—হত্যা করার জন্য; **ভ্রাতৃ-হণম্**—

ভ্রাতৃঘাতী; **ক্রুদ্ধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **নিলয়ম্**—বাসস্থানে; **হরেঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করে হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে তাঁর ভ্রাতৃঘাতী বিষ্ণুকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

তমায়ান্তং সমালোক্য শূলপাণিং কৃতান্তবৎ ।
চিন্তয়ামাস কালজ্ঞো বিষ্ণুর্মায়াবিনাং বরঃ ॥ ৮ ॥

তম্—তাঁকে (হিরণ্যকশিপুকে); **আয়ান্তম্**—আসতে; **সমালোক্য**—দর্শন করে; **শূল-পাণিম্**—শূলহস্তে; **কৃতান্তবৎ**—মৃত্যুর মতো; **চিন্তয়াম্ আস**—চিন্তা করেছিলেন; **কাল-জ্ঞঃ**—যিনি কালের গতি সম্বন্ধে অবগত; **বিষ্ণুঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **মায়াবিনাম্**—সর্বপ্রকার মায়াবীদের মধ্যে; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুকে শূল হস্তে কৃতান্তের মতো আসতে দেখে, মায়াবীদের প্রধান এবং কালোচিত কর্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ বিষ্ণু এইভাবে চিন্তা করেছিলেন।

শ্লোক ৯

যতো যতোঽহং তত্রাসৌ মৃত্যুঃ প্রাণভৃতামিব ।
অতোঽহমস্য হৃদয়ং প্রবেক্ষ্যামি পরাগ্‌দৃশঃ ॥ ৯ ॥

যতঃ যতঃ—যেখানে যেখানে; **অহম্**—আমি; **তত্র**—সেখানে; **অসৌ**—এই হিরণ্যকশিপু; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **প্রাণ-ভৃতাম্**—সমস্ত জীবদের; **ইব**—সদৃশ; **অতঃ**—অতএব; **অহম্**—আমি; **অস্য**—তাঁর; **হৃদয়ম্**—হৃদয়ে; **প্রবেক্ষ্যামি**—প্রবেশ করব; **পরাক্-দৃশঃ**—বাহ্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি।

অনুবাদ

আমি যেখানে যেখানে যাব, এই হিরণ্যকশিপুও জীবদের মৃত্যুর ন্যায় সেইখানেই আমার অনুসরণ করবে। অতএব আমি তার হৃদয়ে প্রবেশ করব, কারণ সে বাহ্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার ফলে আমাকে দেখতে পাবে না।

শ্লোক ১০

এবং স নিশ্চিত্য রিপোঃ শরীর-
মাধাবতো নির্বিবিশেঽসুরেন্দ্র ।
শ্বাসানিলান্তর্হিতসূক্ষ্মদেহ-
স্তৎপ্রাণরন্ধ্রেণ বিবিগ্নচেতাঃ ॥ ১০ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঃ**—তিনি (শ্রীবিষ্ণু); **নিশ্চিত্য**—নির্ণয় করে; **রিপোঃ**—শত্রুর; **শরীরম্**—শরীরে; **আধাবতঃ**—মহাবেগে তাঁর প্রতি ধাবমান; **নির্বিবিশে**—প্রবেশ করেছিলেন; **অসুর-ইন্দ্র**—হে দৈত্যরাজ (বলি মহারাজ); **শ্বাস-অনিল**—শ্বাস বায়ুর মাধ্যমে; **অন্তর্হিত**—অদৃশ্য; **সূক্ষ্ম-দেহঃ**—তাঁর সূক্ষ্ম শরীরে; **তৎ-প্রাণ-রন্ধ্রেণ**—তাঁর নাসারন্ধ্র দিয়ে; **বিবিগ্নচেতাঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

ভগবান বামনদেব বললেন—হে দৈত্যরাজ! ভগবান বিষ্ণু এইভাবে নির্ণয় করে তীব্রবেগে তাঁর প্রতি ধাবমান শত্রু হিরণ্যকশিপুর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। উদ্বিগ্নচিত্ত ভগবান বিষ্ণু অচিন্ত্য এক সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, হিরণ্যকশিপুর শ্বাস বায়ুর মাধ্যমে তাঁর নাসারন্ধ্র দিয়ে তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১)। তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে হিরণ্যকশিপুর শরীরে প্রবেশ করা মোটেই কঠিন নয়। *বিবিগ্নচেতাঃ* অর্থাৎ 'অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এমন নয় যে ভগবান শ্রীবিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর ভয়ে ভীত হয়েছিলেন; পক্ষান্তরে, কৃপাবশত ভগবান শ্রীবিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর মঙ্গল সাধনের জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

স তন্নিকেতং পরিমৃশ্য শূন্য-
মপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদ ।
ক্ষ্মাং দ্যাং দিশঃ খং বিবরান্ সমুদ্রান্
বিষ্ণুং বিচিন্বন্ ন দদর্শ বীরঃ ॥ ১১ ॥

সঃ—সেই হিরণ্যকশিপু; **তৎ-নিকেতম্**—শ্রীবিষ্ণুর নিবাসস্থল; **পরিমৃশ্য**—অন্বেষণ করে; **শূন্যম্**—শূন্য; **অপশ্যমানঃ**—শ্রীবিষ্ণুকে না দেখতে পেয়ে; **কুপিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **ননাদ**—গর্জন করেছিলেন; **ক্ষ্মাম্**—পৃথিবী; **দ্যাম্**—স্বর্গ; **দিশঃ**—সমস্ত দিক; **খম্**—আকাশ; **বিবরান্**—সমস্ত গুহায়; **সমুদ্রান্**—সমস্ত সমুদ্রে; **বিষ্ণুম্**—শ্রীবিষ্ণুকে; **বিচিন্বন্**—অন্বেষণ করেছিলেন; **ন**—না; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **বীরঃ**—যদিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

তারপর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর নিবাসস্থান শূন্য দেখে সর্বত্র তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে খুঁজে না পেয়ে হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে গর্জন করতে করতে পৃথিবী, স্বর্গ, দশদিক, আকাশ, পর্বত-গহ্বর এবং সমুদ্রের মধ্যে তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু মহাবীর হিরণ্যকশিপু কোথাও বিষ্ণুকে দেখতে পেলেন না।

শ্লোক ১২

অপশ্যন্নিতি হোবাচ ময়ান্বিষ্টমিদং জগৎ ।
ভ্রাতৃহা মে গতো নূনং যতো নাবর্ততে পুমান্ ॥ ১২ ॥

অপশ্যন্—দেখতে না পেয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **হ উবাচ**—বলেছিলেন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অন্বিষ্টম্**—অন্বেষণ করে; **ইদম্**—সমগ্র; **জগৎ**—জগৎ; **ভ্রাতৃ-হা**—ভ্রাতৃঘাতী বিষ্ণুকে; **মে**—আমার; **গতঃ**—নিশ্চয়ই গমন করেছে; **নূনম্**—বস্তুতপক্ষে; **যতঃ**—যেখান থেকে; **ন**—না; **আবর্ততে**—ফিরে আসে; **পুমান্**—ব্যক্তি।

অনুবাদ

বিষ্ণুকে না দেখতে পেয়ে হিরণ্যকশিপু বলেছিলেন, "আমি সমগ্র জগৎ অন্বেষণ করেও কোথাও আমার ভ্রাতৃঘাতী বিষ্ণুকে দেখতে পেলাম না। অতএব সে নিশ্চয়ই সেখানে গমন করেছে যেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হয়েছে)।"

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা সাধারণত বৌদ্ধদের মতো সিদ্ধান্ত করে যে, মৃত্যুতে সব কিছুই শেষ হয়ে যায়। নাস্তিক হিরণ্যকশিপুও সেইভাবে বিচার করেছিল। যেহেতু সে ভগবান

বিষ্ণুকে দেখতে পায়নি, তাই সে মনে করেছিল ভগবানের নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়েছে। এখনও বহু মানুষ মনে করে যে, ভগবানের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ভগবানের কখনও মৃত্যু হয় না। এমন কি বিভিন্ন অংশ জীবেরও কখনও মৃত্যু হয় না। *ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ*—"আত্মার কখনও জন্ম অথবা মৃত্যু হয় না।" এটিই *ভগবদ্গীতার* (২/২০) বাণী। এমন কি সাধারণ জীবেরও কখনও জন্ম বা মৃত্যু হয় না। অতএব সমস্ত নিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি পরম নিত্য সেই ভগবানের আর কি কথা? তাঁর কখনও জন্ম হয় না অথবা মৃত্যু হয় না। *অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা* (৪/৬)। ভগবান এবং জীব উভয়েই অজ এবং অব্যয়। অতএব হিরণ্যকশিপু যে স্থির করেছিল বিষ্ণুর মৃত্যু হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

যতো নাবর্ততে পুমান্ পদটি ইঙ্গিত করে যে, অবশ্যই চিৎ-জগৎ রয়েছে এবং জীব যদি সেখানে একবার যায়, তা হলে তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*। জড়-জাগতিক দৃষ্টিতে প্রতিটি জীবেরই মৃত্যু হয়। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কর্মী, জ্ঞানী, যোগীরা মৃত্যুর পর আবার এই জড় জগতে ফিরে আসে, কিন্তু ভক্তেরা আসেন না। অবশ্য ভক্ত যদি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না করেন, তা হলে তিনি পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু সেই জন্ম হয় অতি উচ্চকুলে—হয় অত্যন্ত ধনী পরিবারে অথবা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে (*শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে*), যাতে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধন পূর্ণ করতে পারেন। যাঁরা কৃষ্ণভক্তির পন্থা সম্পূর্ণ করেছেন এবং জড় বাসনা থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যান (*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*)। এখানে সেই তত্ত্বেরই উল্লেখ করা হয়েছে—*যতো নাবর্ততে পুমান্*। যে ব্যক্তি ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তিনি আর এই জড় জগতে ফিরে আসেন না।

শ্লোক ১৩

বৈরানুবন্ধ এতাবানামৃত্যোরিহ দেহিনাম্ ।
অজ্ঞানপ্রভবো মন্যুরহংমানোপবৃংহিতঃ ॥ ১৩ ॥

বৈর-অনুবন্ধঃ—শত্রুতা; **এতাবান্**—এতই প্রবল; **আমৃত্যোঃ**—মৃত্যু পর্যন্ত; **ইহ**—এই; **দেহিনাম্**—দেহাত্মবুদ্ধিতে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তি; **অজ্ঞান-প্রভবঃ**—অজ্ঞানের প্রভাববশত; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **অহম্-মান**—অহঙ্কারের দ্বারা; **উপবৃংহিতঃ**—বিস্তৃত।

অনুবাদ

ভগবান বিষ্ণুর প্রতি হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছিল। দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত অন্য ব্যক্তিদের ক্রোধ কেবল অহঙ্কার এবং অজ্ঞানের ফলেই হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সাধারণত, বদ্ধ জীব ক্রুদ্ধ হলেও তার ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী, তা নিত্য নয়। তার কারণ হচ্ছে অজ্ঞান। কিন্তু হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর প্রতি তার শত্রুতা এবং ক্রোধ তার মৃত্যু পর্যন্ত পোষণ করেছিল। তার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করার প্রতিশোধের কথা সে কখনও ভুলতে পারেনি। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে অন্যেরাও তাদের শত্রুদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি নয়। কিন্তু হিরণ্যকশিপু চিরকাল বিষ্ণুর প্রতি তার ক্রোধ পোষণ করেছিল। সে কেবল অহঙ্কারের বশবর্তী হয়েই ক্রুদ্ধ হয়নি, বিষ্ণুর প্রতি নিরন্তর বৈরীভাববশত ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

পিতা প্রহ্লাদপুত্রস্তে তদ্বিদ্বান্ দ্বিজবৎসলঃ।
স্বমায়ুর্দ্বিজলিঙ্গেভ্যো দেবেভ্যোঽদাৎ স যাচিতঃ ॥ ১৪ ॥

পিতা—পিতা; **প্রহ্লাদ-পুত্রঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজের পুত্র; **তে**—আপনার; **তৎ-বিদ্বান্**—যদিও তিনি জানতেন; **দ্বিজ-বৎসলঃ**—তবুও ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরাগের ফলে; **স্বম্**—নিজের; **আয়ুঃ**—আয়ু; **দ্বিজ-লিঙ্গেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণ বেশধারী; **দেবেভ্যঃ**—দেবতাদের; **অদাৎ**—দান করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদের পুত্র, আপনার পিতা বিরোচন ছিলেন অত্যন্ত ব্রাহ্মণবৎসল। যদিও তিনি জানতেন যে, দেবতারা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তাঁর কাছে এসেছেন, তবুও তাঁদের অনুরোধে তিনি তাঁর আয়ু তাঁদের দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজের পিতা বিরোচন এতই ব্রাহ্মণবৎসল ছিলেন যে, যদিও তিনি জানতেন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে দেবতারা তাঁর কাছে এসেছেন, তবুও তাঁদের প্রার্থনায় তিনি তাঁর আয়ু তাঁদের প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

ভবানাচরিতান্ ধর্মানাস্থিতো গৃহমেধিভিঃ ।
ব্রাহ্মণৈঃ পূর্বজৈঃ শূরৈরন্যৈশ্চোদ্দামকীর্তিভিঃ ॥ ১৫ ॥

ভবান্—আপনি; **আচরিতান্**—আচরিত; **ধর্মান্**—ধর্ম; **আস্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **গৃহমেধিভিঃ**—গৃহমেধীদের দ্বারা; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **পূর্বজৈঃ**—আপনার পূর্বপুরুষদের দ্বারা; **শূরৈঃ**—মহাবীরদের দ্বারা; **অন্যৈঃ চ**—এবং অন্যেরা; **উদ্দাম-কীর্তিভিঃ**—অতি উন্নত এবং বিখ্যাত।

অনুবাদ

গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থিত মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা, আপনার পূর্বপুরুষেরা এবং মহাবীরেরা, যাঁরা তাঁদের অতি উদার কার্যকলাপের জন্য বিশাল কীর্তি অর্জন করেছেন, আপনিও তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন।

শ্লোক ১৬

তস্মাৎ ত্বত্তো মহীমীষদ্ বৃণেঽহং বরদর্ষভাৎ ।
পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র সম্মিতানি পদা মম ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ—এই প্রকার ব্যক্তির কাছ থেকে; **ত্বত্তঃ**—আপনার কাছ থেকে; **মহীম্**—ভূমি; **ঈষৎ**—অতি অল্প; **বৃণে**—প্রার্থনা করি; **অহম্**—আমি; **বরদ-ঋষভাৎ**—উদারভাবে যিনি দান করতে পারেন তাঁর কাছ থেকে; **পদানি**—পদ; **ত্রীণি**—তিন; **দৈত্য-ইন্দ্র**—হে দৈত্যরাজ; **সম্মিতানি**—পরিমিত; **পদা**—পায়ের দ্বারা; **মম**—আমার।

অনুবাদ

হে দৈত্যরাজ! এমন বংশে যাঁর জন্ম হয়েছে এবং যিনি উদারভাবে দান করতে সমর্থ, তাঁর কাছে আমি কেবল আমার নিজের পরিমিত ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করি।

তাৎপর্য

ভগবান বামনদেব তাঁর পায়ের মাপ অনুসারে কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু চাননি। কিন্তু যদিও তিনি একজন সাধারণ নরশিশুর রূপ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বর্গ, মর্ত্য এবং

পাতাল এই ত্রিলোক অধিকার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিক্রম প্রদর্শন করার জন্য ভগবান এই লীলাবিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

নান্যৎ তে কাময়ে রাজন্ বদান্যাজ্জগদীশ্বরাৎ ।
নৈনঃ প্রাপ্নোতি বৈ বিদ্বান্ যাবদর্থপ্রতিগ্রহঃ ॥ ১৭ ॥

ন—না; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **তে**—আপনার কাছ থেকে; **কাময়ে**—আমি প্রার্থনা করি; **রাজন্**—হে রাজন্; **বদান্যাৎ**—যিনি অত্যন্ত উদার; **জগদীশ্বরাৎ**—যিনি সমগ্র জগতের ঈশ্বর; **ন**—না; **এনঃ**—দুঃখ; **প্রাপ্নোতি**—প্রাপ্ত হন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিদ্বান্**—বিদ্বান; **যাবৎ-অর্থ**—যতটুকু প্রয়োজন; **প্রতিগ্রহঃ**—অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করা।

অনুবাদ

হে রাজন্, হে জগৎপতি, আপনি যদিও অত্যন্ত উদার এবং আমি যত ইচ্ছা ভূমি আপনার কাছে প্রার্থনা করতে পারি, তবুও আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই চাই না। বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি কেবল তাঁর প্রয়োজন অনুসারেই অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর পাপ হয় না।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ অথবা সন্ন্যাসী অন্যের কাছে দান ভিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করেন, তা হলে তার ফলে তিনি দণ্ডনীয় হন। কেউই ভগবানের সম্পত্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপভোগ করতে পারে না। ভগবান বামনদেব পরোক্ষভাবে বলি মহারাজকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি অধিকার করেছেন। জড় জগতে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ হচ্ছে অপব্যয়। মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সংগ্রহ করে এবং তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন ব্যয় করে। এই প্রকার কার্যকলাপ পাপময়। সমস্ত সম্পদই ভগবানের, এবং ভগবানের সন্তান সমস্ত জীবেরই তাদের পিতার সম্পত্তি ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু কারও প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করার অধিকার নেই। এই নীতি ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদের বিশেষভাবে পালনীয়, কারণ তাঁরা অন্যের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করেন। এই সূত্রে বামনদেব হচ্ছেন

একজন আদর্শ ভিক্ষুক, কারণ তিনি কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। অবশ্য তাঁর পদক্ষেপ এবং সাধারণ মানুষের পদক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভগবান তাঁর অচিন্ত্য বিক্রমের ফলে, তাঁর অসীম পদবিক্ষেপের দ্বারা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সমন্বিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করতে পারেন।

শ্লোক ১৮

শ্রীবলিরুবাচ

অহো ব্রাহ্মণদায়াদ বাচস্তে বৃদ্ধসম্মতাঃ ।
ত্বং বালো বালিশমতিঃ স্বার্থং প্রত্যবুধো যথা ॥ ১৮ ॥

শ্রী-বলিঃ উবাচ—শ্রীবলি মহারাজ বললেন; **অহো**—আহা; **ব্রাহ্মণ-দায়াদ**—হে ব্রাহ্মণকুমার; **বাচঃ**—বাক্য; **তে**—তোমার; **বৃদ্ধ-সম্মতাঃ**—বিজ্ঞ এবং বৃদ্ধদেরও আদরণীয়; **ত্বম্**—তুমি; **বালঃ**—বালক; **বালিশ-মতিঃ**—যথেষ্ট জ্ঞান রহিত; **স্ব-অর্থম্**—স্বার্থ; **প্রতি**—প্রতি; **অবুধঃ**—যথেষ্ট জ্ঞান রহিত; **যথা**—যা হওয়া উচিত।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—হে ব্রাহ্মণকুমার, তোমার উপদেশ বিজ্ঞ এবং বৃদ্ধদের মতো। কিন্তু তুমি বালক, এবং তোমার বুদ্ধি অপরিণত। তাই তুমি তোমার স্বার্থ সম্বন্ধে বস্তুতই অজ্ঞান।

তাৎপর্য

ভগবান পূর্ণ, এবং তাই তাঁর নিজের স্বার্থে কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। অতএব বামনদেব তাঁর নিজের স্বার্থে বলি মহারাজের কাছে যাননি। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলা হয়েছে—*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*। ভগবান জড় এবং চিন্ময় জগতের সমস্ত লোকের অধীশ্বর। তাই তাঁর একটু জমি ভিক্ষা করার কি প্রয়োজন? বলি মহারাজ যথাযথভাবেই বলেছেন যে, বামনদেব তাঁর নিজের স্বার্থের কথা একটুও ভেবে দেখেননি। ভগবান বামনদেব তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে বলি মহারাজের কাছে যাননি, গিয়েছিলেন তাঁর ভক্তের স্বার্থে। ভক্তেরা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁদের সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করেন, ভগবানও তেমন তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকলেও, তাঁর ভক্তের স্বার্থে সব কিছু করতে পারেন। যিনি স্বয়ং পূর্ণ, তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই।

শ্লোক ১৯

মাং বচোভিঃ সমারাধ্য লোকানামেকমীশ্বরম্ ।
পদত্রয়ং বৃণীতে যোঽবুদ্ধিমান্ দ্বীপদাশুষম্ ॥ ১৯ ॥

মাম্—আমাকে; **বচোভিঃ**—মধুর বাক্যের দ্বারা; **সমারাধ্য**—প্রসন্ন করে; **লোকানাম্**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকের; **একম্**—একমাত্র; **ঈশ্বরম্**—প্রভু, নিয়ন্তা; **পদ-ত্রয়ম্**—তিন পা; **বৃণীতে**—প্রার্থনা করছ; **যঃ**—যিনি; **অবুদ্ধিমান্**—মূর্খ; **দ্বীপ-দাশুষম্**—কারণ আমি তোমাকে একটি সমগ্র দ্বীপ প্রদান করতে পারি।

অনুবাদ

আমি ত্রিভুবনের একমাত্র অধীশ্বর, এবং তাই আমি তোমাকে একটি সমগ্র দ্বীপ দান করতে পারি। আমার কাছে কিছু চাইতে এসে এবং মধুর বাক্যের দ্বারা আমাকে তুষ্ট করে তুমি কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করছ, সেই জন্য তুমি নিতান্তই বুদ্ধিহীন।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান অনুসারে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি সমুদ্রের মতো, এবং সেই সমুদ্রে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে, যেগুলিকে বলা হয় দ্বীপ। বামনদেব যখন বলি মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন অন্তরীক্ষের সমস্ত দ্বীপের অধীশ্বর। বলি মহারাজ বামনদেবের রূপ দর্শন করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তিনি যে কোন পরিমাণ ভূমি চাইলে তাঁকে তা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বামনদেব কেবলমাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করায়, বলি মহারাজ তাঁকে নির্বোধ বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ২০

ন পুমান্ মামুপব্রজ্য ভূয়ো যাচিতুমর্হতি ।
তস্মাদ্ বৃত্তিকরীং ভূমিং বটো কামং প্রতীচ্ছ মে ॥ ২০ ॥

ন—না; **পুমান্**—কোন ব্যক্তি; **মাম্**—আমার; **উপব্রজ্য**—কাছে এসে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **যাচিতুম্**—ভিক্ষা করতে; **অর্হতি**—যোগ্য; **তস্মাৎ**—অতএব; **বৃত্তি-করীম্**—নিজেকে পালন করার উপযুক্ত; **ভূমিম্**—ভূমি; **বটো**—হে ক্ষুদ্র ব্রহ্মচারী; **কামম্**—জীবনের আবশ্যকতা অনুসারে; **প্রতীচ্ছ**—গ্রহণ কর; **মে**—আমার কাছ থেকে।

অনুবাদ

হে বালক, আমার কাছে যে ভিক্ষা করতে আসে, তাকে আর অন্য কোথাও ভিক্ষা করতে হয় না। তাই, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তা হলে তুমি তোমার জীবিকা নির্বাহের যোগ্য প্রচুর ভূমি গ্রহণ কর।

শ্লোক ২১

শ্রীভগবানুবাচ

যাবন্তো বিষয়াঃ প্রেষ্ঠাস্ত্রিলোক্যামজিতেন্দ্রিয়ম্ ।
ন শক্নুবন্তি তে সর্বে প্রতিপূরয়িতুং নৃপ ॥ ২১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **যাবন্তঃ**—যথাসম্ভব; **বিষয়াঃ**—ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়; **প্রেষ্ঠাঃ**—প্রিয়; **ত্রিলোক্যাম্**—ত্রিলোকের মধ্যে; **অজিত-ইন্দ্রিয়ম্**—অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি; **ন শক্নুবন্তি**—সমর্থ হয় না; **তে**—সেই সব; **সর্বে**—সমস্ত; **প্রতিপূরয়িতুম্**—পূর্ণ করতে; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে রাজন্, ত্রিভুবনের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের যত বস্তু রয়েছে, সেই সমস্ত বস্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে না।

তাৎপর্য

জড় জগৎ হচ্ছে জীবকে আত্ম-উপলব্ধির মার্গ থেকে পথভ্রষ্ট করার বহিরঙ্গা শক্তি। এই জড় জগতে প্রতিটি ব্যক্তিই তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অধিক থেকে অধিকতর বস্তু লাভের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। তাই যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের উপদেশ দেওয়া হয় যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার আদি সমন্বিত অষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাস করতে। তার ফলে তারা তাদের ইন্দ্রিয় সংযত করতে সক্ষম হয়। ইন্দ্রিয় সংযমের উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করা। সেই সম্বন্ধে ঋষভদেব বলেছেন—

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃনোতি ।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥

"জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে, তখন সে অবশ্যই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি উন্মত্তের মতো আসক্ত হয়ে নানা প্রকার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে জানে না যে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা অনিত্য এবং সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। প্রকৃতপক্ষে জীবের জড় দেহ ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা করার ফলে, সে জড় দেহ লাভ করে। তাই আমি মনে করি যে, বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে সে একটির পর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/৪*) এইভাবে ঋষভদেবের মতে, এই জড় জগতে সমস্ত মানুষ সেই প্রকার সমস্ত কার্যে লিপ্ত যা তাদের করা উচিত নয়। কিন্তু তারা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সেই সমস্ত কার্য করে। এই প্রকার কার্যকলাপ অসাধু, কারণ তার ফলে তার দুষ্কর্মের দণ্ডস্বরূপ তার পরবর্তী জীবনে তাকে আর একটি শরীর সৃষ্টি করতে হয়, এবং আর একটি জড় শরীর পাওয়া মাত্রই তাঁকে এই জড় জগতে পুনরায় দুঃখভোগ করতে হয়। তাই বৈদিক সংস্কৃতি বা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি মানুষকে শিক্ষা দেয় কিভাবে জীবনের ন্যূনতম আবশ্যকতা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকা যায়।

এই সর্বোচ্চ সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই বর্ণাশ্রম বিভাগের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে ইন্দ্রিয় সংযম এবং জীবনের ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলিতে সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দেওয়া। বলি মহারাজ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন বস্তু বামনদেবকে দিতে প্রস্তুত থাকলেও, একজন আদর্শ ব্রহ্মচারীরূপে ভগবান বামনদেব বলি মহারাজের সেই উপহার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, মানুষ যদি অন্তরে সন্তুষ্ট না হয়, তা হলে সারা পৃথিবীর অথবা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সম্পদ লাভ করেও সে সুখী হতে পারে না। তাই মানব-সমাজে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি, ক্ষত্রিয় সংস্কৃতি এবং বৈশ্য সংস্কৃতি পালন করা অবশ্য কর্তব্য, এবং মানুষকে সেই শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে ন্যূনতম প্রয়োজনের মাধ্যমে সন্তুষ্ট থাকা যায়। আধুনিক সভ্যতায় সেই রকম কোন শিক্ষাব্যবস্থা নেই। সকলেই অধিক থেকে অধিকতর সম্পদ আহরণ করার চেষ্টা করে, এবং সকলেই অসন্তুষ্ট এবং অসুখী। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই বিভিন্ন স্থানে পল্লী-আশ্রম গড়ে তুলছে, বিশেষ করে আমেরিকায়, যা মানুষকে শিক্ষা দেবে জীবনের ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করে কিভাবে মানুষ সুখী হতে পারে এবং আত্মজ্ঞান লাভের

জন্য তার সময় বাঁচাতে পারে। এই আত্মজ্ঞান অনায়াসে লাভ করা যায় কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে।

শ্লোক ২২

ত্রিভিঃ ক্রমৈরসন্তুষ্টো দ্বীপেনাপি ন পূর্যতে।
নববর্ষসমেতেন সপ্তদ্বীপবরেচ্ছয়া ॥ ২২ ॥

ত্রিভিঃ—তিন; **ক্রমৈঃ**—পাদ; **অসন্তুষ্টঃ**—যে সন্তুষ্ট নয়; **দ্বীপেন**—সমগ্র দ্বীপের দ্বারা; **অপি**—যদিও; **ন পূর্যতে**—সন্তুষ্ট হতে পারে না; **নব-বর্ষ-সমেতেন**—নয়টি বর্ষ সমন্বিত; **সপ্ত-দ্বীপ-বর-ইচ্ছয়া**—সপ্তদ্বীপ লাভ করার বাসনার দ্বারা।

অনুবাদ

আমি যদি ত্রিপাদ ভূমি লাভ করে সন্তুষ্ট না হই, তা হলে নয়টি বর্ষ সমন্বিত একটি দ্বীপ লাভ করেও আমি সন্তুষ্ট হব না, তখন আমার সপ্তদ্বীপ লাভের ইচ্ছা হবে।

শ্লোক ২৩

সপ্তদ্বীপাধিপতয়ো নৃপা বৈণ্যগয়াদয়ঃ।
অর্থৈঃ কামৈর্গতা নান্তং তৃষ্ণায়া ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৩ ॥

সপ্ত-দ্বীপ-অধিপতয়ঃ—যাঁরা সপ্তদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেছিলেন; **নৃপাঃ**—সেই রাজারা; **বৈণ্য-গয়-আদয়ঃ**—মহারাজ পৃথু, মহারাজ গয় এবং অন্যেরা; **অর্থৈঃ**—উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার জন্য; **কামৈঃ**—বাসনা পূর্ণ করার জন্য; **গতাঃ ন**—প্রাপ্ত হতে পারেননি; **অন্তম্**—শেষ পর্যন্ত; **তৃষ্ণায়াঃ**—তাঁদের উচ্চাভিলাষ; **ইতি**—এই প্রকার; **নঃ**—আমাদের; **শ্রুতম্**—শোনা গেছে।

অনুবাদ

আমরা শুনেছি যে মহারাজ পৃথু, মহারাজ গয় প্রভৃতি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজারা সপ্তদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেও সন্তুষ্ট হননি অথবা তাঁদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয়নি।

শ্লোক ২৪

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তুষ্টো বর্ততে সুখম্ ।
নাসন্তুষ্টস্ত্রিভির্লোকৈরজিতাত্মোপসাদিতৈঃ ॥ ২৪ ॥

যদৃচ্ছয়া—প্রারব্ধ কর্মের বশে; **উপপন্নেন**—যা কিছু লাভ হয়; **সন্তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট হওয়া উচিত; **বর্ততে**—রয়েছে; **সুখম্**—সুখ; **ন**—না; **অসন্তুষ্টঃ**—যিনি অসন্তুষ্ট; **ত্রিভিঃ লোকৈঃ**—ত্রিভুবন লাভ করেও; **অজিত-আত্মা**—অসংযত ইন্দ্রিয় ব্যক্তি; **উপসাদিতৈঃ**—প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

প্রারব্ধ কর্মের ফলে যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ অসন্তোষ কখনও সুখ প্রদান করতে পারে না। যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, সে ত্রিভুবন লাভ করেও সুখী হতে পারে না।

তাৎপর্য

সুখ যদি জীবনের চরম লক্ষ্য হয়, তা হলে প্রারব্ধ কর্মের ফলে যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এই উপদেশ প্রহ্লাদ মহারাজও দিয়েছেন—

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্ ।
সর্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্‌যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥

"হে দৈত্য-কুলোদ্ভূত বন্ধুগণ, দেহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংযোগবশত যে ইন্দ্রিয়সুখ তা যে কোন যোনিতেই পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে লাভ হয়ে থাকে। এই প্রকার সুখ আপনা থেকে কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই লাভ হয়, ঠিক যেমন বিনা প্রয়াসে দুঃখলাভ হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৬/৩) সুখ লাভের জন্য এটিই হচ্ছে আদর্শ দর্শন।

প্রকৃত সুখের বর্ণনা *ভগবদ্‌গীতায়* (৬/২১) করা হয়েছে—

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥

"সেই আনন্দময় অবস্থায় অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত সুখ অনুভূত হয়। এই পারমার্থিক চেতনায় অবস্থিত বলে যোগী আর আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হন না।" অতীন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্যন্তিক সুখ অনুভব করতে হয়। অতীন্দ্রিয় জড় উপাদানের দ্বারা রচিত ইন্দ্রিয় নয়। আমরা সকলেই চিন্ময় আত্মা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*),

এবং আমরা সকলেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এখন জড় উপাদানগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে, এবং অবিদ্যার ফলে আমাদের চেতনা আচ্ছাদিত করে রেখেছে যে সমস্ত জড় ইন্দ্রিয়, সেগুলিকেই আমাদের প্রকৃত ইন্দ্রিয় বলে মনে করছি। প্রকৃত ইন্দ্রিয়গুলি কিন্তু রয়েছে জড় আবরণের নিচে। *দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*—জড় উপাদানের আবরণের ভিতরে রয়েছে চিন্ময় ইন্দ্রিয়। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*—চিন্ময় ইন্দ্রিয়গুলি যখন আবরণ মুক্ত হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা সুখী হতে পারি। চিন্ময় ইন্দ্রিয়-সুখের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন হৃষীকেশের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের এই উন্নততর জ্ঞান ব্যতীত, জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের শত চেষ্টা করা হলেও কখনই সুখ লাভ হবে না। মানুষ তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা বর্ধিত করতে পারে এবং তার সেই বাসনা সে চরিতার্থও করতে পারে, কিন্তু যেহেতু তা জড়, তাই সে কখনই সন্তুষ্টি এবং তৃপ্তিলাভ করতে পারবে না।

ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি অনুসারে অনায়াসে যা লাভ হয়, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থেকে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা হলে মানুষ সুখী হতে পারবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই তত্ত্বজ্ঞান সর্বত্র প্রচার করা। যাদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই, তারা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যেরা জাগতিক দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা জীবনের চরম সুখ লাভের বাস্তব কার্যকলাপে যুক্ত। কেউ যদি তার চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের শিক্ষা লাভ না করে জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে, তা হলে সে কখনই নিত্য আনন্দ লাভ করতে পারবে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/১) তাই বলা হয়েছে—

তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ।

মানুষের কর্তব্য তপস্যা করা, যার ফলে তার সত্তা পবিত্র হবে এবং সে অনন্ত আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ২৫

পুংসোঽয়ং সংসৃতের্হেতুরসন্তোষোঽর্থকাময়োঃ ।
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তোষো মুক্তয়ে স্মৃতঃ ॥ ২৫ ॥

পুংসঃ—জীবের; **অয়ম্**—এই; **সংসৃতেঃ**—সংসারের; **হেতুঃ**—কারণ; **অসন্তোষঃ**—ভাগ্যে যা রয়েছে তার প্রতি অসন্তোষ; **অর্থ-কাময়োঃ**—কামবাসনা এবং অর্থলিপ্সার জন্য; **যদৃচ্ছয়া**—স্বতঃপ্রাপ্ত; **উপপন্নেন**—যা লাভ হয়েছে; **সন্তোষঃ**—সন্তোষ; **মুক্তয়ে**—মুক্তির জন্য; **স্মৃতঃ**—উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

অনুবাদ

কামবাসনা এবং অর্থলিপ্সাই অসন্তোষের কারণ, এবং এই অসন্তোষই সংসার অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর কারণ। কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে যা লাভ হয় তা নিয়েই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি এই সংসার থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য।

শ্লোক ২৬

যদৃচ্ছালাভতুষ্টস্য তেজো বিপ্রস্য বর্ধতে ।
তৎ প্রশাম্যত্যসন্তোষাদম্ভসেবাশুশুক্ষণিঃ ॥ ২৬ ॥

যদৃচ্ছা-লাভ-তুষ্টস্য—ভগবানের কৃপায় যা লাভ হয় তা নিয়েই যিনি সন্তুষ্ট; **তেজঃ**—তেজ; **বিপ্রস্য**—ব্রাহ্মণের; **বর্ধতে**—বর্ধিত হয়; **তৎ**—তা (তেজ); **প্রশাম্যতি**—বিনষ্ট হয়; **অসন্তোষাৎ**—অসন্তোষের ফলে; **অম্ভসা**—জল ঢালার দ্বারা; **ইব**—যেমন; **আশুশুক্ষণিঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বস্তুর দ্বারা সন্তুষ্ট, তার তেজ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক শক্তি বিনষ্ট হয়, ঠিক যেমন জল ঢালার ফলে অগ্নির তেজ বিনষ্ট হয়।

শ্লোক ২৭

তস্মাৎ ত্রীণি পদান্যেব বৃণে ত্বদ্ বরদর্ষভাৎ ।
এতাবতৈব সিদ্ধোঽহং বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনম্ ॥ ২৭ ॥

তস্মাৎ—অনায়াসে লব্ধ বস্তুর দ্বারা সন্তুষ্ট হওয়ার ফলে; **ত্রীণি**—তিন; **পদানি**—পাদ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বৃণে**—আমি যাচ্ঞা করি; **ত্বৎ**—আপনার কাছ থেকে; **বরদ-ঋষভাৎ**—শ্রেষ্ঠ দাতা; **এতাবতা এব**—এই দানের ফলেই; **সিদ্ধঃ অহম্**—আমি সন্তোষ অনুভব করব; **বিত্তম্**—বিত্ত; **যাবৎ**—যতখানি; **প্রয়োজনম্**—প্রয়োজন।

অনুবাদ

অতএব, হে রাজন্, দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার কাছে আমি কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করছি। সেই দানের ফলেই আমি সন্তুষ্ট হব, কারণ প্রয়োজনের অনুরূপ বিত্তই সংসারে সুখ প্রদান করে।

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তঃ স হসন্নাহ বাঞ্ছাতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ।
বামনায় মহীং দাতুং জগ্রাহ জলভাজনম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি উক্তঃ**—এই কথা বলে; **সঃ**—তিনি (বলি মহারাজ); **হসন্**—হেসে; **আহ**—বলেছিলেন; **বাঞ্ছাতঃ**—তুমি যেভাবে বাসনা করেছ; **প্রতি-গৃহ্যতাম্**—এখন আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর; **বামনায়**—বামনদেবকে; **মহীম্**—ভূমি; **দাতুম্**—দান করার জন্য; **জগ্রাহ**—গ্রহণ করেছিলেন; **জল-ভাজনম্**—জলপাত্র।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বলি মহারাজকে ভগবান এই কথা বললে, বলি মহারাজ হেসে বলেছিলেন, "বেশ, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই গ্রহণ কর।" তারপর বামনদেবকে ভূমি দান করার জন্য সঙ্কল্প করতে তিনি জলপাত্র গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

বিষ্ণবে ক্ষ্মাং প্রদাস্যন্তমুশনা অসুরেশ্বরম্ ।
জানংশ্চিকীর্ষিতং বিষ্ণোঃ শিষ্যং প্রাহ বিদাং বরঃ ॥ ২৯ ॥

বিষ্ণবে—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে (বামনদেবকে); **ক্ষ্মাম্**—ভূমি; **প্রদাস্যন্তম্**—দান করতে উদ্যত; **উশনাঃ**—শুক্রাচার্য; **অসুর-ঈশ্বরম্**—অসুরদের রাজাকে (বলি মহারাজকে); **জানন্**—ভালভাবে জেনে; **চিকীর্ষিতম্**—যা পরিকল্পনা ছিল; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **শিষ্যম্**—তাঁর শিষ্যকে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **বিদাম্ বরঃ**—জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য তখন বিষ্ণুর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, ভগবান বামনদেবকে সব কিছু দান করতে উদ্যত তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৩০

শ্রীশুক্র উবাচ

এষ বৈরোচনে সাক্ষাদ্ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।
কশ্যপাদদিতের্জাতো দেবানাং কার্যসাধকঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রী-শুক্রঃ উবাচ—শ্রীশুক্রাচার্য বললেন; **এষঃ**—এই (বামনরূপী বালক); **বৈরোচনে**—হে বিরোচনপুত্র; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ভগবান্**—ভগবান; **বিষ্ণুঃ**—বিষ্ণু; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **কশ্যপাৎ**—তাঁর পিতা কশ্যপ থেকে; **অদিতেঃ**—তাঁর মাতা অদিতির গর্ভে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছেন; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **কার্য-সাধকঃ**—কার্য সাধন করার জন্য।

অনুবাদ

শুক্রাচার্য বললেন—হে বিরোচন-নন্দন, বামনরূপী এই ব্রহ্মচারী অব্যয়স্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু। কশ্যপ মুনি এবং অদিতির পুত্ররূপে ইনি দেবতাদের কার্যসাধন করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৩১

প্রতিশ্রুতং ত্বয়ৈতস্মৈ যদনর্থমজানতা ।
ন সাধু মন্যে দৈত্যানাং মহানুপগতোঽনয়ঃ ॥ ৩১ ॥

প্রতিশ্রুতম্—প্রতিশ্রুত; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **এতস্মৈ**—তাঁকে; **যৎ অনর্থম্**—যা অনিষ্টকর; **অজানতা**—অজ্ঞানবশত; **ন**—না; **সাধু**—উত্তম; **মন্যে**—আমি মনে করি; **দৈত্যানাম্**—দৈত্যদের; **মহান্**—মহান; **উপগতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **অনয়ঃ**—অমঙ্গল।

অনুবাদ

তাঁকে ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে, তুমি যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়েছ তা তুমি জান না। এই প্রতিশ্রুতি তোমার পক্ষে হিতকর বলে আমি মনে করি না। তার ফলে দৈত্যদের অত্যন্ত অনিষ্ট হবে।

শ্লোক ৩২

এষ তে স্থানমৈশ্বর্যং শ্রিয়ং তেজো যশঃ শ্রুতম্ ।
দাস্যত্যাচ্ছিদ্য শক্রায় মায়ামাণবকো হরিঃ ॥ ৩২ ॥

এষঃ—এই কপট ব্রহ্মচারী বেশধারী; **তে**—তোমার; **স্থানম্**—অধিকৃত ভূমি; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **শ্রিয়ম্**—জড় সৌন্দর্য; **তেজঃ**—জড় তেজ; **যশঃ**—খ্যাতি; **শ্রুতম্**—বিদ্যা; **দাস্যতি**—দান করবে; **আচ্ছিদ্য**—তোমার থেকে হরণ করে; **শক্রায়**—তোমার শত্রু ইন্দ্রকে; **মায়া**—কপট বেশধারী; **মাণবকঃ**—মানুষের ব্রহ্মচারী পুত্র; **হরিঃ**—প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

এই কপট ব্রহ্মচারী বেশধারী ব্যক্তিটি হচ্ছেন ভগবান শ্রীহরি, যিনি তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য, শ্রী, তেজ, যশ এবং জ্ঞান সমস্ত হরণ করার জন্য এখানে এসেছেন। তোমার সর্বস্ব অপহরণ করে তিনি তা তোমার শত্রু ইন্দ্রকে দান করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, *হরিঃ* শব্দটির অর্থ 'হরণকারী'। কেউ যদি ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন, তা হলে তিনি তাঁর সমস্ত দুঃখ হরণ করেন, এবং প্রথমে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন তিনি তাঁর জড় সম্পদ, যশ, বিদ্যা এবং সৌন্দর্য হরণ করছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৮/৮) উল্লেখ করা হয়েছে, *যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ*। যুধিষ্ঠির মহারাজকে ভগবান বলেছেন, "ভক্তের প্রতি আমার প্রথম অনুগ্রহ হচ্ছে যে, আমি তাঁর সমস্ত ধন হরণ করে নিই, বিশেষ করে জড় ঐশ্বর্য।" এটি ঐকান্তিক ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ। নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণকেই চান কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত থাকেন, যা তাঁর ভক্তির প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক এবং ভগবান তাই তাঁর সমস্ত সম্পদ ছলনাপূর্বক হরণ করে নেন। এখানে শুক্রাচার্য বলেছেন যে, এই বামন ব্রহ্মচারী বলি মহারাজের সব কিছু হরণ করে নেবেন। তাই তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, ভগবান সমস্ত জড় সম্পদ এমন কি মনও হরণ করে নেবেন। কেউ যদি তাঁর মন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করেন (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*), তা হলে স্বভাবতই তিনি তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য সব কিছু সমর্পণ করবেন। বলি মহারাজ যদিও ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তবুও তিনি জড় সম্পদের প্রতি আসক্ত ছিলেন, এবং তাই ভগবান তাঁর প্রতি

অত্যন্ত কৃপা পরবশ হয়ে বামনরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাঁর সমস্ত জড় সম্পদ, এমন কি তাঁর মনও হরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাল্লোঁকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি ।
সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্তিষ্যসে কথম্ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিভিঃ—তিন; **ক্রমৈঃ**—পদক্ষেপের দ্বারা; **ইমান্**—এই সমস্ত; **লোকান্**—ত্রিভুবন; **বিশ্ব-কায়ঃ**—বিশ্বরূপ; **ক্রমিষ্যতি**—তিনি ক্রমশ বিস্তার করবেন; **সর্বস্বম্**—সব কিছু; **বিষ্ণবে**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **দত্ত্বা**—দান করে; **মূঢ়**—হে মূর্খ; **বর্তিষ্যসে**—তুমি জীবিকা নির্বাহ করবে; **কথম্**—কিভাবে।

অনুবাদ

তুমি তাঁকে ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। কিন্তু তুমি যখন তাঁকে তা দান করবে, তখন তিনি ত্রিভুবন অধিকার করবেন। হে মূঢ়! তুমি যে কি মহা ভুল করেছ তা তুমি জান না। বিষ্ণুকে সব কিছু দান করলে তুমি জীবিকা নির্বাহ করবে কিভাবে?

তাৎপর্য

বলি মহারাজ বলতে পারতেন যে, তিনি কেবল ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ হওয়ার ফলে, কপট ব্রহ্মচারীরূপে আবির্ভূত শ্রীহরির পরিকল্পনা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন। *মূঢ় বর্তিষ্যসে কথম্* পদটি থেকে বোঝা যায় যে, শুক্রাচার্য ছিলেন পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই প্রকার পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কেবল তাদের শিষ্যদের কাছ থেকে দক্ষিণা গ্রহণেই আগ্রহী। তাই শুক্রাচার্য যখন দেখলেন বলি মহারাজ তাঁর সমস্ত সম্পদ হারাতে বসেছেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার ফলে কেবল রাজারই সর্বনাশ হবে না, বলি মহারাজের কৃপার উপর নির্ভরশীল শুক্রাচার্যের পরিবারেরও সর্বনাশ হবে। এটিই বৈষ্ণব এবং স্মার্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে পার্থক্য। স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই জড়-জাগতিক লাভের ব্যাপারেই আগ্রহী, কিন্তু বৈষ্ণবেরা কেবল ভগবানের প্রসন্নতা বিধানে আগ্রহী। শুক্রাচার্যের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে একজন স্মার্ত ব্রাহ্মণ, যিনি কেবল জড়-জাগতিক লাভের ব্যাপারেই কেবল আগ্রহী ছিলেন।

শ্লোক ৩৪

ক্রমতো গাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ ।
খং চ কায়েন মহতা তার্তীয়স্য কুতো গতিঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্রমতঃ—ক্রমশ; **গাম্**—ভূমি; **পদা একেন**—এক পদক্ষেপের দ্বারা; **দ্বিতীয়েন**—দ্বিতীয় পদক্ষেপের দ্বারা; **দিবম্**—স্বর্গ; **বিভোঃ**—বিরাটরূপের দ্বারা; **খম্ চ**—অন্তরীক্ষও; **কায়েন**—তাঁর দিব্য শরীরের বিস্তারের দ্বারা; **মহতা**—বিশ্বরূপের দ্বারা; **তার্তীয়স্য**—তৃতীয় পদবিক্ষেপের; **কুতঃ**—কোথায়; **গতিঃ**—রাখবেন।

অনুবাদ

বামনদেব তাঁর এক পদবিক্ষেপের দ্বারা পৃথিবী, তারপর দ্বিতীয় পদবিক্ষেপের দ্বারা স্বর্গ, এবং তারপর বিরাট শরীরের দ্বারা অন্তরীক্ষ অধিকার করবেন। তখন তাঁর তৃতীয় পদবিক্ষেপের স্থান কোথায় হবে?

তাৎপর্য

শুক্রাচার্য বলি মহারাজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, কিভাবে বামনদেব তাঁকে প্রতারণা করবেন। তিনি বলেছিলেন, "তুমি তাঁকে ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তিনি কেবল দুই পদবিক্ষেপের দ্বারা তোমার সর্বস্ব অধিকার করে নেবেন। তখন তুমি তাঁকে তাঁর তৃতীয় পদবিন্যাসের স্থান কিভাবে দেবে?" শুক্রাচার্য জানতেন না ভগবান তাঁর ভক্তকে কিভাবে রক্ষা করেন। ভক্তকে ভগবানের সেবার জন্য তাঁর সর্বস্ব হারাবার ঝুঁকি নিতে হয়, কিন্তু ভগবান সর্বদাই তাঁকে রক্ষা করেন এবং তাঁর কখনও পরাজয় হয় না। জড়-জাগতিক বিচারে শুক্রাচার্য মনে করেছিলেন যে, বলি মহারাজ কোন মতেই ব্রহ্মচারী বামনদেবকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষা করতে পারবেন না।

শ্লোক ৩৫

নিষ্ঠাং তে নরকে মন্যে হ্যপ্রদাতুঃ প্রতিশ্রুতম্ ।
প্রতিশ্রুতস্য যোঽনীশঃ প্রতিপাদয়িতুং ভবান্ ॥ ৩৫ ॥

নিষ্ঠাম্—শাশ্বত বাসস্থান; **তে**—তোমার; **নরকে**—নরকে; **মন্যে**—আমি মনে করি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপ্রদাতুঃ**—প্রদান করতে অক্ষম; **প্রতিশ্রুতম্**—যা প্রতিশ্রুতি

দেওয়া হয়েছে; **প্রতিশ্রুতস্য**—প্রতিশ্রুতির; **যঃ অনীশঃ**—যে অক্ষম; **প্রতিপাদয়িতুম্**—যথাযথভাবে পূর্ণ করতে; **ভবান্**—তুমি সেই ব্যক্তি।

অনুবাদ

তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালনে নিশ্চয়ই অসমর্থ হবে, এবং আমি মনে করি যে, তোমার এই অক্ষমতার ফলে নিশ্চয়ই তোমার নরকে স্থিতি হবে।

শ্লোক ৩৬

ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তির্বিপদ্যতে ।
দানং যজ্ঞস্তপঃ কর্ম লোকে বৃত্তিমতো যতঃ ॥ ৩৬ ॥

ন—না; **তৎ**—তা; **দানম্**—দান; **প্রশংসন্তি**—সাধু ব্যক্তিরা প্রশংসা করেন; **যেন**—যার দ্বারা; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা; **বিপদ্যতে**—বিপন্ন হয়; **দানম্**—দান; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **তপঃ**—তপস্যা; **কর্ম**—কর্ম; **লোকে**—এই জগতে; **বৃত্তিমতঃ**—নিজের জীবিকা অনুসারে; **যতঃ**—যেহেতু।

অনুবাদ

যে দানে নিজের জীবিকা পর্যন্ত বিপন্ন হয়, পণ্ডিতেরা সেই প্রকার দানের প্রশংসা করেন না। দান, যজ্ঞ, তপস্যা এবং কর্ম অনুষ্ঠান করা কেবল তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, যাঁরা যথাযথভাবে তাঁদের জীবিকা অর্জন করতে পারেন। (যারা নিজেদের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, তাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।)

শ্লোক ৩৭

ধর্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে ॥ ৩৭ ॥

ধর্মায়—ধর্মের জন্য; **যশসে**—যশের জন্য; **অর্থায়**—ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য; **কামায়**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বৃদ্ধির জন্য; **স্বজনায় চ**—এবং আত্মীয়-স্বজনদের পালনের জন্য; **পঞ্চধা**—এই পাঁচ প্রকার উদ্দেশ্য সাধনে; **বিভজন্**—বিভাগ করে; **বিত্তম্**—সঞ্চিত ধন; **ইহ**—এই জগতে; **অমুত্র**—পরলোকে; **চ**—এবং; **মোদতে**—সুখভোগ করে।

অনুবাদ

অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তি ধর্ম, যশ, অর্থ, কাম এবং স্বজন পালনের জন্য তাঁর বিত্তকে পাঁচভাগে বিভক্ত করে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি মানুষের ধন থাকে তা হলে তা পাঁচভাগে বিভক্ত করা উচিত—ধর্মের জন্য একভাগ, যশের জন্য একভাগ, ঐশ্বর্যের জন্য একভাগ, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য একভাগ এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের পালন-পোষণের জন্য একভাগ। বর্তমান সময়ে কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহীন হওয়ার ফলে, তাদের সমস্ত ধন পরিবারের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যয় করে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, সঞ্চিত ধনের অর্ধাংশ কৃষ্ণসেবার জন্য, এক-চতুর্থাংশ নিজের জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যবহার করা কর্তব্য। মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কৃষ্ণভক্তি লাভ করা। তার মধ্যে ধর্ম, অর্থ এবং কাম নিহিত রয়েছে। কিন্তু পরিবারের সদস্যেরা যেহেতু কিছু লাভের আশা করে, তাই সঞ্চিত ধনের একটি অংশ তাদের প্রদান করে তাদের সন্তুষ্ট রাখা উচিত। এটি শাস্ত্রের নির্দেশ।

শ্লোক ৩৮

অত্রাপি বহ্বৃচৈর্গীতং শৃণু মেঽসুরসত্তম ।
সত্যমোমিতি যৎ প্রোক্তং যন্নেত্যাহানৃতং হি তৎ ॥ ৩৮ ॥

অত্র অপি—এই প্রসঙ্গেও (সত্য এবং অসত্যের বিচারে); **বহ্-ঋচৈঃ**—বহ্বৃচ-শ্রুতি নামক শ্রুতি মন্ত্রে, যা বৈদিক প্রমাণ; **গীতম্**—বলা হয়েছে; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **মে**—আমার কাছে; **অসুর-সত্তম**—হে অসুরশ্রেষ্ঠ; **সত্যম্**—সত্য; **ওম্ ইতি**—ওঁ শব্দের দ্বারা সমাপ্ত; **যৎ**—যা; **প্রোক্তম্**—বলা হয়েছে; **যৎ**—যা; **ন**—ওঁ শব্দের দ্বারা যা শেষ হয়নি; **ইতি**—এই প্রকার; **আহ**—বলা হয়েছে; **অনৃতম্**—মিথ্যা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

যদি বল যে তুমি ইতিমধ্যেই প্রতিজ্ঞা করেছ, সুতরাং তুমি তা প্রত্যাখ্যান করবে কি করে? হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে বহ্বৃচ-শ্রুতির বাণী আমার কাছে শ্রবণ কর। ওঁ শব্দের দ্বারা যে প্রতিজ্ঞা করা হয় তা সত্য এবং ওঁ শব্দ না থাকলে তা মিথ্যা।

শ্লোক ৩৯

সত্যং পুষ্পফলং বিদ্যাদাত্মবৃক্ষস্য গীয়তে ।
বৃক্ষেঽজীবতি তন্ন স্যাদনৃতং মূলমাত্মনঃ ॥ ৩৯ ॥

সত্যম্—সত্য; **পুষ্প-ফলম্**—ফুল এবং ফল; **বিদ্যাৎ**—বোঝা উচিত; **আত্ম-বৃক্ষস্য**—দেহরূপ বৃক্ষের; **গীয়তে**—বেদে বর্ণনা করা হয়েছে; **বৃক্ষে আজীবতি**—বৃক্ষ যদি জীবিত না হয়; **তৎ**—তা (*পুষ্প-ফলম্*); **ন**—না; **স্যাৎ**—সম্ভব; **অনৃতম্**—অসত্য; **মূলম্**—মূল; **আত্মনঃ**—দেহের।

অনুবাদ

বেদে বলা হয়েছে যে, সত্যই এই দেহরূপ বৃক্ষের ফুল এবং ফলস্বরূপ। কিন্তু দেহরূপ বৃক্ষই যদি না থাকে, তা হলে তাতে সত্যরূপ ফুল এবং ফলের সম্ভাবনা থাকে না। মিথ্যা যদি সেই দেহরূপ বৃক্ষের মূল হয়, তা হলে তার সাহায্য ব্যতীত সত্যরূপ ফুল এবং ফল লাভ করা যায় না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, এই জড় দেহে মিথ্যার স্পর্শ ব্যতীত সত্য থাকতে পারে না। মায়াবাদীরা বলে *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*—"আত্মা সত্য, এবং বহিরঙ্গা প্রকৃতি মিথ্যা।" বৈষ্ণব দর্শন কিন্তু এই মায়াবাদী সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না। তর্কের খাতিরে যদি এই জড় জগৎকে মিথ্যা বলে স্বীকারও করা হয়, তবুও জীব জড় দেহের সাহায্য ব্যতীত মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। দেহের সাহায্য ব্যতীত ধর্ম অনুশীলন করা যায় না, এমন কি মনোধর্মী জ্ঞানের চর্চাও করা যায় না। তাই, ফুল এবং ফল (*পুষ্প-ফলম্*) দেহেরই কারণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেহের সাহায্য ব্যতীত ফল লাভ করা যায় না। বৈষ্ণব দর্শনে তাই যুক্ত-বৈরাগ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন নয় যে দেহের ভরণ-পোষণের জন্যই সব কিছু করতে হবে, আবার সেই সঙ্গে দেহের পালন-পোষণের অবহেলাও করা উচিত নয়। যতক্ষণ দেহ রয়েছে, ততক্ষণ নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক উপদেশ অধ্যয়ন করা যায় এবং তার ফলে জীবনের অন্তিম সময়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্*। মৃত্যুর সময় সব কিছুর পরীক্ষা হয়। তাই এই দেহ অনিত্য হলেও তার দ্বারা শ্রেষ্ঠ সেবা সম্পাদন করে জীবন সার্থক করা যায়।

শ্লোক ৪০

তদ্ যথা বৃক্ষ উন্মূলঃ শুষ্যত্যুদ্বর্ততেঽচিরাৎ ।
এবং নষ্টানৃতঃ সদ্য আত্মা শুষ্যেন্ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

তৎ—অতএব; **যথা**—যেমন; **বৃক্ষঃ**—বৃক্ষ; **উন্মূলঃ**—উৎপাটিত হলে; **শুষ্যতি**—শুকিয়ে যায়; **উদ্বর্ততে**—পতিত হয়; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্র; **এবম্**—এইভাবে; **নষ্ট**—নষ্ট; **অনৃতঃ**—নশ্বর দেহ; **সদ্যঃ**—অচিরেই; **আত্মা**—শরীর; **শুষ্যেৎ**—শুকিয়ে যায়; **ন**—না; **সংশয়ঃ**—কোন সন্দেহ।

অনুবাদ

বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হলে যেমন তা ভূপতিত হয় এবং শুষ্ক হতে শুরু করে, তেমনই যে ব্যক্তি তার দেহের যত্ন নেয় না, যা মিথ্যা বলে মনে করা হয়, অর্থাৎ মিথ্যাকে যদি উৎপাটিত করা হয়, তা হলে দেহ শুষ্ক হয়ে যায়, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুকে যদি প্রাপঞ্চিক বলে মনে করে মুক্তি লাভের আশায় কেউ তা পরিত্যাগ করে, তা হলে তার সেই বৈরাগ্য ফল্গুবৈরাগ্য।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৬৬) দেহ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন সেই দেহ জড় নয়। কখনও কখনও শ্রীগুরুদেবের চিন্ময় দেহকে ভ্রান্তিবশত জড় বলে মনে করা হয়। কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ*। যে শরীর সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত, তাকে জড় বলে অবহেলা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি তা অবহেলা করে, তার বৈরাগ্য মিথ্যা। যদি শরীরের যথাযথভাবে ভরণপোষণ করা না হয়, তা হলে তা উৎপাটিত বৃক্ষের মতো পতিত হবে এবং শুকিয়ে যাবে, এবং তখন আর তার থেকে কোন ফুল বা ফল পাওয়া যাবে না। বেদে তাই বলা হয়েছে—

ওঁ ইতি সত্যং নেত্যনৃতং তদেতৎপুষ্পং ফলং বাচো যৎ সত্যং সহেশ্বরো যশস্বী কল্যাণকীর্তির্ভবিতা। পুষ্পং হি ফলং বাচঃ সত্যং বাদত্যথৈতন্মূলং বাচো যদনৃতং

যদ্ যথা বৃক্ষ আবির্মূলঃ শুষ্যতি, স উদ্বর্তত এবমেবানৃতং বদন্নাবির্মূলমাত্মানং করোতি, স শুষ্যতি স উদ্বর্ততে, তস্মাদনৃতং ন বদেদ্দয়েত ত্বেতেন ॥

অর্থাৎ, দেহের সাহায্যে পরম তত্ত্বের (ওঁ তৎ সৎ) সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কার্য সম্পাদিত হয়, তা অনিত্য দেহের দ্বারা সম্পাদিত হলেও কখনই তা অনিত্য নয়। বস্তুতপক্ষে এই প্রকার কার্যকলাপ নিত্যস্থায়ী। তাই যথাযথভাবে দেহের যত্ন নেওয়া কর্তব্য। দেহ যেহেতু অনিত্য, তাই কোন বাঘ তা খেতে এলে অথবা শত্রু তা বধ করতে এলে, তাদের সম্মুখে তাকে ফেলে রাখা যায় না। দেহের রক্ষার জন্য সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

শ্লোক ৪১

পরাগ্ রিক্তমপূর্ণং বা অক্ষরং যৎ তদোমিতি ।
যৎ কিঞ্চিদোমিতি ব্রূয়াৎ তেন রিচ্যেত বৈ পুমান্ ।
ভিক্ষবে সর্বমোঙ্কুর্বন্নালং কামেন চাত্মনে ॥ ৪১ ॥

পরাক্—যা পৃথক করে; **রিক্তম্**—যা আসক্তি থেকে মুক্ত করে; **অপূর্ণম্**—অপর্যাপ্ত; **বা**—অথবা; **অক্ষরম্**—সেই অক্ষর; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **ওম্**—ওঁকার; **ইতি**—এই প্রকার বলা হয়েছে; **যৎ**—যা; **কিঞ্চিৎ**—যা কিছু; **ওম্**—ওঁকার; **ইতি**—এই প্রকার; **ব্রূয়াৎ**—যদি তুমি বল; **তেন**—এই প্রকার উচ্চারণের দ্বারা; **রিচ্যেত**—মুক্ত হয়; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুমান্**—পুরুষ; **ভিক্ষবে**—ভিক্ষুককে; **সর্বম্**—সব কিছু; **ওম্ কুর্বন্**—ওঁ শব্দ উচ্চারণ করে দান করার ফলে; **ন**—না; **অলম্**—পর্যাপ্ত; **কামেন**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য; **চ**—ও; **আত্মনে**—আত্ম-উপলব্ধির জন্য।

অনুবাদ

ওঁ শব্দের উচ্চারণ মানুষের ধন-সম্পদের বিয়োগের সূচক, অর্থাৎ এই শব্দ উচ্চারণের ফলে মানুষ ধন-সম্পদের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, কারণ তা তার ধন-সম্পত্তিকে দূরে নিয়ে যায়। ধন শূন্য হওয়া অতৃপ্তিকর, কারণ তখন মানুষ তার বাসনা চরিতার্থ করতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ওঁ শব্দের ব্যবহারের ফলে মানুষ দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে কেউ যখন দরিদ্র ব্যক্তি বা ভিক্ষুককে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করে দান করে, তখন তার আত্ম উপলব্ধি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অপূর্ণ থাকে।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ভিক্ষুকরূপে আগত বামনদেবকে সর্বস্ব দান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলি মহারাজের শৌক্র পরম্পরাগত কুলগুরু শুক্রাচার্য বলি মহারাজের প্রতিশ্রুতি সমর্থন করতে পারেননি। শুক্রাচার্য বৈদিক প্রমাণ প্রদর্শন করেছিলেন যে, দরিদ্র ব্যক্তিকে সর্বস্ব দান করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, দরিদ্র ব্যক্তি দানভিক্ষা করতে এলে তাকে মিথ্যা কথা বলা উচিত, "আমার কাছে যা কিছু ছিল তা সব আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে আর কিছু নেই।" তাকে সর্বস্ব দান করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে ওঁ শব্দটির অর্থ ওঁ তৎ সৎ—পরম সত্য। ওঁকারের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদের আসক্তি থেকে মুক্তি, কারণ ধন-সম্পদ ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত। আধুনিক সভ্যতায় মানুষের প্রবৃত্তি হচ্ছে দরিদ্রকে ধন-সম্পদ দান করা। এই প্রকার দানের কোন আধ্যাত্মিক মূল্য নেই, কারণ দরিদ্রদের জন্য বহু হাসপাতাল এবং অন্যান্য সংস্থা থাকলেও প্রকৃতির তিনগুণের প্রভাবে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ সর্বদাই থাকবে। বহু দাতব্য সংস্থা থাকলেও মানব-সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর হয়নি। তাই এখানে বলা হয়েছে *ভিক্ষবে সর্বমোঙ্কুর্বন্নালং কামেন চাত্মনে*। দরিদ্র ভিক্ষুকদের সর্বস্ব দান করা উচিত নয়।

মানব সমাজের এই সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন। এই আন্দোলন সর্বদাই দরিদ্রদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। এই আন্দোলন কেবল দরিদ্রদের আহারের অন্নই দান করে তা নয়, কৃষ্ণভক্ত হওয়ার শিক্ষাদান করার মাধ্যমে তাদের দিব্যজ্ঞানও প্রদান করে। তাই ধনহীন এবং জ্ঞানহীন উভয় প্রকার দরিদ্রদেরই কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রদান করে তাদের চরিত্র সংশোধন করার জন্য আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছি। এই অমৃতময় দিব্যজ্ঞান তাদের শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, নেশা, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করতে হয়। কারণ এই সমস্ত মহা পাপের ফলেই মানুষ জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। ধন-সম্পদের সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার হচ্ছে এই ধরনের কেন্দ্র স্থাপন করা, যেখানে সকলেই একত্রে বসবাস করে তাদের চরিত্র সংশোধন করতে পারে। দেহের প্রয়োজনগুলি অস্বীকার না করে, আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে তারা সেখানে অতি সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে এবং তাদের দুর্মূল্য সময় কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নতি সাধনে সদ্ব্যবহার করতে পারে। কারও যদি ধন-সম্পদ থাকে, তা হলে তা অনর্থক অপব্যয় করা উচিত নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য তা ব্যবহার করা উচিত, যাতে সমস্ত মানব-সমাজ সুখ এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, এবং ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার

আশা পোষণ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে—

পরাগ্বা এতদ্রিক্তমক্ষরং যদেতদোমিতি তদ্ যৎ কিঞ্চিদোমিতি আহাত্রৈবাস্মৈ তদ্রিচ্যতে। স যৎ সর্বমোঙ্কুর্যাদ্ রিচ্যাদাত্মানং স কামেভ্যো নালং স্যাৎ।

শ্লোক ৪২

অথৈতৎ পূর্ণমভ্যাত্মং যচ্চ নেত্যনৃতং বচঃ।
সর্বং নেত্যনৃতং ব্রূয়াৎ স দুষ্কীর্তিঃ শ্বসন্ মৃতঃ ॥ ৪২ ॥

অথ—অতএব; **এতৎ**—তা; **পূর্ণম্**—পূর্ণরূপে; **অভ্যাত্মম্**—নিজেকে দারিদ্র্যগ্রস্ত বলে উপস্থাপন করে অন্যের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা; **যৎ**—যা; **চ**—ও; **ন**—না; **ইতি**—এই প্রকার; **অনৃতম্**—মিথ্যা; **বচঃ**—বাক্য; **সর্বম্**—সর্বতোভাবে; **ন**—না; **ইতি**—এই প্রকার; **অনৃতম্**—অসত্য; **ব্রূয়াৎ**—যে বলে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **দুষ্কীর্তিঃ**—অপযশ; **শ্বসন্**—শ্বাস গ্রহণ করলেও অথবা জীবিত অবস্থাতেও; **মৃতঃ**—মৃত অথবা বধ করা উচিত।

অনুবাদ

অতএব 'না' বলাই নিরাপদ। সেটি মিথ্যা হলেও তা সর্বতোভাবে রক্ষা করে, তা অন্যের অনুকম্পা আকর্ষণ করে এবং অন্যের কাছ থেকে নিজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সব সময় বলে যে, তার কাছে কিছু নেই, সে নিন্দিত এবং জীবিত অবস্থায়ও মৃত অথবা সে শ্বাস গ্রহণ করলেও তাকে বধ করা উচিত।

তাৎপর্য

ভিক্ষুকেরা সর্বদা নিজেদের নিঃসম্বল বলে উপস্থাপন করে। তা তাদের পক্ষে খুব ভাল হতে পারে, কারণ তার ফলে তাদের ধন হারানোর কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং ধন সংগ্রহের জন্য অন্যের অনুকম্পা আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু তা নিন্দনীয়। কেউ যদি এইভাবে পেশাদারি ভিক্ষুক হয়, তা হলে সে জীবিত অবস্থায়ও মৃত অথবা অন্য বিচারে, এই প্রকার কপট ব্যক্তি শ্বাসগ্রহণ করলেও তাকে বধ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে বৈদিক নির্দেশ—*অথৈতৎ পূর্ণমভ্যাত্মং যন্নেতি স যৎ সর্বং নেতি ব্রূয়াৎ পাপিকাস্য কীর্তির্জায়তে। সৈনং তত্রৈব হন্যাৎ।* কেউ যদি সর্বদা নির্ধন হওয়ার অভিনয় করে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করে, তা হলে তাকে বধ করা উচিত (*সৈনং তত্রৈব হন্যাৎ*)।

শ্লোক ৪৩

স্ত্রীষু নর্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে ।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥ ৪৩ ॥

স্ত্রীষু—স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে; **নর্ম-বিবাহে**—পরিহাসে অথবা বিবাহে; **চ**—ও; **বৃত্তি-অর্থে**—জীবিকা অর্জনের জন্য; **প্রাণ-সঙ্কটে**—প্রাণ বিপন্ন হলে; **গো-ব্রাহ্মণ-অর্থে**—গো-রক্ষা এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির হিতার্থে; **হিংসায়াম্**—শত্রুতাবশত যাকে হত্যা করা হবে; **ন**—না; **অনৃতম্**—অসত্য; **স্যাৎ**—হয়; **জুগুপ্সিতম্**—নিন্দনীয়।

অনুবাদ

স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে, পরিহাসে, বিবাহে, জীবিকা অর্জনে, জীবন বিপন্ন হলে, গাভী এবং ব্রাহ্মণের হিতার্থে অথবা শত্রুর হাত থেকে কাউকে রক্ষা করার সময় মিথ্যা কথা বলা নিন্দনীয় নয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'বলি মহারাজের কাছে বামনদেবের দানভিক্ষা' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

বিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের সর্বস্ব সমর্পণ

বিংশতি অধ্যায়ের কথাসার—ভগবান বামনদেব প্রতারণা করতে এসেছেন জেনেও বলি মহারাজ ভগবানকে সর্বস্ব দান করেছিলেন, এবং তখন ভগবান তাঁর দেহ বিস্তার করে বিরাটরূপ ধারণ করেছিলেন।

শুক্রাচার্যের উপদেশ শ্রবণ করে বলি মহারাজ মনে মনে বিচার করেছিলেন—ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ গৃহস্থদের ধর্ম হলেও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা অথবা ব্রহ্মচারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা না করা সমীচীন নয়। কারণ মিথ্যা কথা বলা সব চাইতে বড় পাপ। এই পাপের ভয়ে সকলেরই ভীত হওয়া উচিত, কারণ মাতা বসুন্ধরা এই প্রকার পাপীর ভার বহন করতে পারেন না। সাম্রাজ্য বিস্তার অনিত্য; তার ফলে যদি জনগণের লাভ না হয়, তা হলে এই প্রকার সাম্রাজ্য বিস্তার নিতান্তই নিরর্থক। পূর্বে সমস্ত মহান রাজা এবং সম্রাটেরা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁদের রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য এই প্রকার কার্যকলাপে যুক্ত থাকলেও, মহাজনেরা কখনও কখনও তাঁদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। কথিত আছে যে কীর্তিমান ব্যক্তির কখনও মৃত্যু হয় না, তিনি সর্বদা জীবিত থাকেন। তাই কীর্তিই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই কীর্তি অর্জনে যদি দারিদ্র্য উপস্থিত হয় তাও ভাল। তার ফলে কোন ক্ষতি হয় না। বলি মহারাজ বিবেচনা করেছিলেন যে, এই ব্রহ্মচারী বামনদেব যদি ভগবান শ্রীবিষ্ণুও হন, এবং ভগবান যদি তাঁর দান গ্রহণ করেন এবং তার পর তাঁকে বন্ধন করেন, তা হলেও বলি মহারাজ তাঁর প্রতি হিংসা করবেন না। এইভাবে বিচার করে বলি মহারাজ তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন।

ভগবান বামনদেব তখন বিরাটরূপে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। ভগবান বামনদেবের কৃপায় বলি মহারাজ দেখলেন যে, ভগবান সর্বব্যাপ্ত এবং তাঁর শরীরে সব কিছু বিরাজ করছে। বলি মহারাজ বামনদেবকে কিরীট, পীতবাস, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা এবং অলঙ্কারে বিভূষিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুরূপে দর্শন করেছিলেন। ভগবান ক্রমশ সারা পৃথিবী আচ্ছাদন করেছিলেন, এবং তাঁর দেহ বিস্তার করে

তিনি সমগ্র আকাশ আচ্ছাদিত করেছিলেন। তাঁর হস্তের দ্বারা তিনি দশদিক আচ্ছাদিত করেছিলেন, এবং তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপের দ্বারা তিনি স্বর্গ আচ্ছাদিত করেছিলেন। তাই তখন তাঁর তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য আর কোন খালি জায়গা ছিল না।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বলিরেবং গৃহপতিঃ কুলাচার্যেণ ভাষিতঃ ।
তূষ্ণীং ভূত্বা ক্ষণং রাজন্নুবাচাবহিতো গুরুম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **এবম্**—এই প্রকার; **গৃহ-পতিঃ**—পুরোহিতের দ্বারা পরিচালিত গৃহস্বামী; **কুল-আচার্যেণ**—কুলগুরুর দ্বারা; **ভাষিতঃ**—এইভাবে সম্ভাষিত হয়ে; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **ভূত্বা**—হয়ে; **ক্ষণম্**—ক্ষণিকের জন্য; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **উবাচ**—বলেছিলেন; **অবহিতঃ**—পূর্ণরূপে বিচার করে; **গুরুম্**—তাঁর গুরুদেবকে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, কুলগুরু শুক্রাচার্যের দ্বারা এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে, বলি মহারাজ ক্ষণকাল মৌনভাবে বিচার করে তাঁর গুরুদেবকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, বলি মহারাজ সেই সঙ্কটকালে নীরব ছিলেন। তিনি বিচার করেছিলেন কিভাবে তিনি তাঁর গুরুদেব শুক্রাচার্যের উপদেশ অবজ্ঞা করবেন? বলি মহারাজের মতো ধীর ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে তাঁর গুরুর আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করা। কিন্তু বলি মহারাজ এও বিবেচনা করেছিলেন যে, শুক্রাচার্যকে আর গুরুরূপে স্বীকার করা যায় না, কারণ তিনি গুরুর কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে গুরুর কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু গুরু যদি সেই কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হয়, এবং পক্ষান্তরে তার শিষ্যের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়, তা হলে তার গুরু হওয়া উচিত নয়। *গুরুর্ন স স্যাৎ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/১৮)। গুরু যদি তার শিষ্যকে কৃষ্ণভক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে না

পারে, তা হলে তার গুরু হওয়া উচিত নয়। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্ত হওয়া, যাতে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)। কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধন করার মাধ্যমে সেই স্তর প্রাপ্ত হতে শ্রীগুরুদেব তাঁর শিষ্যকে সাহায্য করেন। এখানে শুক্রাচার্য বলি মহারাজকে উপদেশ দিয়েছেন ভগবান বামনদেবকে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করতে। তাই বলি মহারাজ বিচার করেছিলেন যে, তিনি যদি তাঁর গুরুর আদেশ অবজ্ঞা করেন তা হলে কোন দোষ হবে না। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন যে, তিনি কি গুরুর আদেশ অবহেলা করবেন, না ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সব কিছু করবেন? তিনি কিছুক্ষণ সময় নিয়েছিলেন। তাই বলা হয়েছে, *তূষ্ণীং ভূত্বা ক্ষণং রাজন্নুবাচাবহিতো গুরুম্*। এই বিষয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি স্থির করেছিলেন যে, সর্ব অবস্থাতেই বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা কর্তব্য, এমন কি গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করেও।

গুরু যদি বিষ্ণুভক্তির বিরোধী হন, তা হলে তাঁকে আর গুরু বলে স্বীকার করা যায় না। কেউ যদি ভ্রান্তিবশত এই প্রকার গুরু গ্রহণ করে থাকে, তা হলে তাকে ত্যাগ করা কর্তব্য। এই প্রকার গুরুর বর্ণনা করে *মহাভারতে* (উদ্যোগ পর্ব ১৭৯/২৫) বলা হয়েছে—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥

শ্রীল জীব গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন যে, এই প্রকার নিষ্কর্মা কুলগুরুকে পরিত্যাগ করে সদ্‌গুরু গ্রহণ করা কর্তব্য।

ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

"সমস্ত বৈদিক জ্ঞানে নিপুণ বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব না হন, তা হলে তিনি গুরু হওয়ার অযোগ্য, কিন্তু শ্বপচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হন, তা হলে তিনি গুরু হওয়ার যোগ্য।" (*পদ্মপুরাণ*)।

শ্লোক ২

শ্রীবলিরুবাচ

সত্যং ভগবতা প্রোক্তং ধর্মোঽয়ং গৃহমেধিনাম্ ।
অর্থং কামং যশো বৃত্তিং যো ন বাধেত কর্হিচিৎ ॥ ২ ॥

শ্রী-বলিঃ উবাচ—বলি মহারাজ বললেন; **সত্যম্**—এই কথা সত্য; **ভগবতা**—আপনার দ্বারা; **প্রোক্তম্**—উক্ত; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **অয়ম্**—এই; **গৃহ-মেধিনাম্**—বিশেষ করে গৃহস্থদের জন্য; **অর্থম্**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কামম্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **যশঃ বৃত্তিম্**—যশ এবং জীবিকা; **যঃ**—যা ধর্ম; **ন**—নয়; **বাধেত**—বাধা প্রদান করে; **কর্হিচিৎ**—কোন সময়।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—আপনি বলেছেন, যে ধর্ম অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ, যশ এবং জীবিকার প্রতিবন্ধক নয়, তাই গৃহস্থদের প্রকৃত ধর্ম। আমিও সেই কথা সত্য বলে মনে করি।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ শুক্রাচার্যকে যে গুরুগম্ভীর উত্তর দিয়েছিলেন, তা অর্থপূর্ণ। শুক্রাচার্য বলেছিলেন যে, মানুষের জীবিকা, যশ, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নতি যথাযথভাবে সম্পাদন করা কর্তব্য। এইগুলি গৃহস্থদের প্রথম কর্তব্য, বিশেষ করে যারা বৈষয়িক ব্যাপারে আগ্রহী। ধর্ম যদি জড়-জাগতিক অবস্থার প্রতিবন্ধক না হয়, তা হলে তা স্বীকার্য। বর্তমান সময়ে, এই কলিযুগে, এই ধারণাটি অত্যন্ত প্রবল। ধর্ম যদি জড়-জাগতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়, তা হলে সেই ধর্ম কেউই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। শুক্রাচার্য একজন বিষয়ী হওয়ার ফলে, ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। ভগবানের পূর্ণ প্রসন্নতা বিধানের জন্য ভক্ত তাঁর সেবা করতে বদ্ধপরিকর। এই সঙ্কল্পের প্রতিবন্ধক যা কিছু তা ত্যাগ করা কর্তব্য। এটিই ভক্তির সিদ্ধান্ত। *আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২২/১০০)। ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করতে হলে যা কিছু অনুকূল তাই স্বীকার করা উচিত এবং যা কিছু প্রতিকূল তা বর্জন করা উচিত। ভগবান বামনদেবের শ্রীপাদপদ্মে সর্বস্ব নিবেদন করার সৌভাগ্য বলি মহারাজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু শুক্রাচার্য সেই ভক্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য জড়-জাগতিক যুক্তি প্রদর্শন করছিলেন। তাই বলি মহারাজ স্থির করেছিলেন যে, সেই প্রকার প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ, তিনি তখন শুক্রাচার্যের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে স্থির করেছিলেন। এইভাবে তিনি ভগবান বামনদেবকে তাঁর সর্বস্ব নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

স চাহং বিত্তলোভেন প্রত্যাচক্ষে কথং দ্বিজম্ ।
প্রতিশ্রুত্য দদামীতি প্রাহ্লাদিঃ কিতবো যথা ॥ ৩ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **চ**—ও; **অহম্**—আমি হই; **বিত্ত-লোভেন**—ধনের লালসায় লালায়িত হয়ে; **প্রত্যাচক্ষে**—আমি প্রতারণা করব অথবা প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তা অস্বীকার করব; **কথম্**—কিভাবে; **দ্বিজম্**—বিশেষ করে একজন ব্রাহ্মণকে; **প্রতিশ্রুত্য**—প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর; **দদামি**—আমি দান করব; **ইতি**—এইভাবে; **প্রাহ্লাদিঃ**—যে আমি প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্ররূপে বিখ্যাত; **কিতবঃ**—একজন সাধারণ প্রবঞ্চক; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

আমি প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র। আমি ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, অর্থের লালসায় কিভাবে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি? আমি কিভাবে একজন সাধারণ প্রবঞ্চকের মতো আচরণ করতে পারি, বিশেষ করে একজন ব্রাহ্মণের প্রতি?

তাৎপর্য

বলি মহারাজ তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত। শুদ্ধ ভক্ত দুই প্রকার— সাধনসিদ্ধ এবং কৃপাসিদ্ধ। সাধনসিদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন তিনি, যিনি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে শাস্ত্রবিধি অনুশীলন করার দ্বারা ভক্ত হয়েছেন। কেউ যদি নিয়মিতভাবে এই প্রকার ভক্তি সম্পাদন করেন, তা হলে তিনি যথাসময়ে অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করবেন। কিন্তু আর এক প্রকার ভক্ত রয়েছেন, যিনি ভগবদ্ভক্তির বিধি অনুশীলন না করেই শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপার প্রভাবে শুদ্ধ ভক্তির সিদ্ধি লাভ করেছেন। এই প্রকার ভক্তের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন যজ্ঞপত্নীগণ, বলি মহারাজ এবং শুকদেব গোস্বামী। যজ্ঞপত্নীরা ছিলেন সকাম কর্মপরায়ণ সাধারণ ব্রাহ্মণদের পত্নী। সেই ব্রাহ্মণেরা মহাপণ্ডিত এবং বৈদিক জ্ঞানে প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ-বলরামের কৃপা লাভ করতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের পত্নীরা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ভগবদ্ভক্তির পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তেমনই প্রহ্লাদ মহারাজের কৃপায় বৈরোচনি বা বলি মহারাজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করেছিলেন, যিনি ব্রহ্মচারী যাচকরূপে

তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই বিশেষ কৃপায় বলি মহারাজ কৃপাসিদ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)। প্রহ্লাদ মহারাজের কৃপায় বলি মহারাজ ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং সেই বীজ কালক্রমে অঙ্কুরিত হয়, এবং চরমে ভগবান বামনদেবের আবির্ভাবে তিনি ভগবৎ-প্রেমরূপ ফল লাভ করেছিলেন (*প্রেমা পুমর্থো মহান্*)। ভগবানের প্রতি বলি মহারাজ তাঁর ভক্তি পোষণ করেছিলেন, এবং যেহেতু তিনি নির্মল হয়েছিলেন, তাই ভগবান তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভক্তির ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির করেছিলেন, "এই বামন ব্রাহ্মণকুমার আমার কাছে যা চাইবে, আমি তাই তাকে দান করব।" এটিই প্রেমের লক্ষণ। এইভাবে বুঝতে হবে যে বলি মহারাজ বিশেষ কৃপার প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

ন হ্যসত্যাৎ পরোঽধর্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্ ।
সর্বং সোঢুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্ ॥ ৪ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসত্যাৎ**—অসত্য থেকে; **পরঃ**—অধিক; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **ইতি**—এই প্রকার; **হ উবাচ**—বস্তুতপক্ষে বলা হয়েছে; **ভূঃ**—মাতা পৃথিবী; **ইয়ম্**—এই; **সর্বম্**—সব কিছু; **সোঢুম্**—বহন করতে; **অলম্**—আমি সক্ষম; **মন্যে**—যদিও আমি মনে করি; **ঋতে**—বিনা; **অলীক-পরম্**—অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যাবাদী; **নরম্**—মানুষ।

অনুবাদ

অসত্য থেকে গুরুতর অধর্ম আর কিছুই নেই। সেই জন্যই মাতা বসুন্ধরা বলেছিলেন, "আমি মিথ্যাবাদী মানুষ ব্যতীত অন্য যে কোন ভার বহন করতে পারি।"

তাৎপর্য

পৃথিবীর উপর অনেক বিশাল পর্বত এবং সাগর রয়েছে যা অত্যন্ত ভারী, কিন্তু পৃথিবী তা অনায়াসে বহন করেন। কিন্তু তাঁকে যখন একজন মিথ্যাবাদীকেও বহন করতে হয়, তখন তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্তা হন। বলা হয়েছে যে কলিযুগে

মিথ্যাভাষণ এক সাধারণ ব্যাপার—*মায়ৈব ব্যাবহারিকে* (শ্রীমদ্ভাগবত ১২/২/৩) এমন কি সাধারণ ব্যবহারেও মানুষ বহু মিথ্যা কথা বলতে অভ্যস্ত। কেউই অসত্য ভাষণের পাপ থেকে মুক্ত নয়। অতএব সহজেই অনুমান করা যায় যে, কিভাবে পৃথিবী ভারাক্রান্তা হয়েছেন। কেবল পৃথিবীই নয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড।

শ্লোক ৫

নাহং বিভেমি নিরয়ান্নাধন্যাদসুখার্ণবাৎ ।
ন স্থানচ্যবনান্মৃত্যোর্যথা বিপ্রপ্রলম্ভনাৎ ॥ ৫ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **বিভেমি**—ভয় করি; **নিরয়াৎ**—নারকীয় অবস্থা থেকে; **ন**—না; **অধন্যাৎ**—দারিদ্র্য থেকে; **অসুখ-অর্ণবাৎ**—দুঃখের সমুদ্র থেকে; **ন**—না; **স্থান-চ্যবনাৎ**—পদচ্যুত হওয়ার থেকে; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু থেকে; **যথা**—যেমন; **বিপ্র-প্রলম্ভনাৎ**—ব্রাহ্মণকে প্রতারণা করা থেকে।

অনুবাদ

আমি ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করতে যেভাবে ভয় করি, নরক, দারিদ্র্য, দুঃখের সমুদ্র, পদচ্যুতি কিংবা মৃত্যু থেকেও আমি ততটা ভীত নই।

শ্লোক ৬

যদ্ যদ্ধাস্যতি লোকেঽস্মিন্ সম্পরেতং ধনাদিকম্ ।
তস্য ত্যাগে নিমিত্তং কিং বিপ্রস্তুষ্যেন্ন তেন চেৎ ॥ ৬ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; **হাস্যতি**—ত্যাগ করবে; **লোকে**—জগতে; **অস্মিন্**—এই; **সম্পরেতম্**—মৃত পুরুষ; **ধন-আদিকম্**—তার ধন-সম্পদ; **তস্য**—এই প্রকার সম্পদের; **ত্যাগে**—ত্যাগে; **নিমিত্তম্**—উদ্দেশ্য; **কিম্**—কি; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **তুষ্যেৎ**—প্রসন্ন হবেন; **ন**—হয় না; **তেন**—এই প্রকার (ধনের) দ্বারা; **চেৎ**—যদি সম্ভাবনা থাকে।

অনুবাদ

হে প্রভু, দেখুন, এই জগতের সমস্ত সম্পদ মৃত পুরুষকে পরিত্যাগ করে। অতএব, যে সম্পদ মৃত্যুতে নষ্ট হয়ে যাবে, সেই সম্পদ দিয়ে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করা হোক না কেন?

তাৎপর্য

বিপ্র শব্দের অর্থ হচ্ছে 'ব্রাহ্মণ', এবং তার আর একটি অর্থ হচ্ছে 'গোপনীয়'। বলি মহারাজ কারও সঙ্গে আলোচনা না করে গোপনে স্থির করেছিলেন যে, বামনদেবকে তিনি সেই উপহার দান করবেন, কিন্তু যেহেতু এই সিদ্ধান্ত অসুর এবং তাঁর গুরুদেব শুক্রাচার্যকে মর্মাহত করবে, তাই তিনি দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। শুদ্ধ ভক্ত বলি মহারাজ ইতিমধ্যেই স্থির করেছিলেন যে, তিনি বিষ্ণুকে সমস্ত ভূমি দান করবেন।

শ্লোক ৭

শ্রেয়ঃ কুর্বন্তি ভূতানাং সাধবো দুস্ত্যজাসুভিঃ ।
দধ্যঙ্‌শিবিপ্রভৃতয়ঃ কো বিকল্পো ধরাদিষু ॥ ৭ ॥

শ্রেয়ঃ—সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ; **কুর্বন্তি**—সম্পাদন করে; **ভূতানাম্**—জনসাধারণের; **সাধবঃ**—সাধু ব্যক্তিরা; **দুস্ত্যজ**—যা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **অসুভিঃ**—তাঁদের জীবনের দ্বারা; **দধ্যঙ্**—মহর্ষি দধীচি; **শিবি**—মহারাজ শিবি; **প্রভৃতয়ঃ**—প্রভৃতি মহাত্মাগণ; **কঃ**—কি; **বিকল্পঃ**—বিচার বিবেচনা; **ধরা-আদিষু**—ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করায়।

অনুবাদ

দধীচি, শিবি প্রভৃতি মহাত্মাগণ জনসাধারণের উপকারের জন্য তাঁদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এটিই ঐতিহাসিক প্রমাণ। অতএব এই সামান্য ভূমি পরিত্যাগে বিবেচনা করার কি আছে?

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সর্বস্ব দান করতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং পেশাদারি গুরু শুক্রাচার্য ইতিহাসে সর্বস্ব দান করার কোন দৃষ্টান্ত রয়েছে কি না, উৎকণ্ঠা সহকারে তা বিবেচনা করছিলেন। বলি মহারাজ তাই মহারাজ শিবি এবং দধীচির দৃষ্টান্ত প্রদান করেছিলেন, যাঁরা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁদের জীবন দান করেছিলেন। জড় বিষয়ের প্রতি, বিশেষ করে ভূসম্পত্তির প্রতি সকলেরই আসক্তি থাকে, কিন্তু সেই সমস্ত সম্পদ মৃত্যুর সময় বলপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া হয়, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে (*মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*)। বলি মহারাজের সর্বস্ব গ্রহণ করার জন্য ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে বলি

মহারাজ ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। অভক্তেরা কিন্তু ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারে না; এই ধরনের ব্যক্তিদের কাছে ভগবান মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হয়ে বলপূর্বক তাদের সমস্ত সম্পদ অপহরণ করে নেন। অতএব, আমরা কেন আমাদের সমস্ত সম্পদ ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁকে দান করব না? এই প্রসঙ্গে শ্রীচাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, *সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি* (*চাণক্যশ্লোক* ৩৬)। যেহেতু আমাদের ধন-সম্পদ চিরকাল থাকবে না এবং কোন না কোনও ভাবে তা একদিন আমাদের হারাতেই হবে, অতএব কোন সৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করাই শ্রেয়। তাই বলি মহারাজ তাঁর তথাকথিত গুরুর আদেশ অবজ্ঞা করেছিলেন।

শ্লোক ৮

যৈরিয়ং বুভুজে ব্রহ্মন্ দৈত্যেন্দ্রৈরনিবর্তিভিঃ ।
তেষাং কালোঽগ্রসীল্লোকান্ ন যশোঽধিগতং ভুবি ॥ ৮ ॥

যৈঃ—যাঁদের দ্বারা; **ইয়ম্**—এই জগৎ; **বুভুজে**—ভোগ করা হয়েছে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **দৈত্য-ইন্দ্রৈঃ**—দৈত্যকুলোদ্ভূত রাজা এবং মহাবীরদের দ্বারা; **অনিবর্তিভিঃ**—যাঁরা যুদ্ধে প্রাণ দিতে অথবা জয়লাভ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন; **তেষাম্**—তাঁদের; **কালঃ**—কাল; **অগ্রসীৎ**—হরণ করে নিয়েছে; **লোকান্**—সমস্ত সম্পদ, ভোগের সমস্ত সামগ্রী; **ন**—না; **যশঃ**—যশ; **অধিগতম্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ যে সমস্ত মহান দৈত্য রাজারা এই পৃথিবী ভোগ করেছিলেন, কাল তাঁদের সব কিছু হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু পৃথিবীতে তাঁদের সঞ্চিত যশোরাশি হরণ করতে পারেনি। অর্থাৎ কেবল যশ লাভ করারই চেষ্টা করা উচিত।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে চাণক্য পণ্ডিত (*চাণক্যশ্লোক* ৩৪) বলেছেন, *আয়ুশঃ ক্ষণ একোঽপি ন লভ্য স্বর্ণকোটিভিঃ*। মানুষের আয়ু অত্যন্ত অল্প, কিন্তু যদি এই অল্প আয়ুতে এমন কিছু করা যায় যার ফলে যশ বৃদ্ধি হয়, তা হলে কোটি কোটি বছর বেঁচে থাকা যায়। বলি মহারাজ তাই স্থির করেছিলেন যে, বামনদেবের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি

প্রত্যাখ্যান করতে তাঁর গুরুদেব যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা অবজ্ঞা করতে; পক্ষান্তরে, তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে বামনদেবকে ভূমি দান করতে এবং তার ফলে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম মহাজন রূপে (*বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্*) নিত্য যশ লাভ করতে তিনি বিবেচনা করেছিলেন ।

শ্লোক ৯

সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে হ্যনিবৃত্তাস্তনুত্যজঃ ।
ন তথা তীর্থ আয়াতে শ্রদ্ধয়া যে ধনত্যজঃ ॥ ৯ ॥

সুলভাঃ—অনায়াসে লব্ধ; **যুধি**—যুদ্ধে; **বিপ্রর্ষে**—হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনিবৃত্তাঃ**—যুদ্ধে ভীত না হয়ে; **তনুত্যজঃ**—এই জীবন উৎসর্গ করতে; **ন**—না; **তথা**—তেমন; **তীর্থে আয়াতে**—যাঁদের উপস্থিতির ফলে তীর্থস্থান সৃষ্টি হয়, সেই প্রকার মহাত্মার আগমনে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **যে**—যাঁরা; **ধনত্যজঃ**—তাঁদের সঞ্চিত ধন ত্যাগ করতে পারেন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, বহু মানুষ যুদ্ধে ভীত না হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু তীর্থস্থান সৃষ্টি করেন যে মহাত্মা তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত ধন দান করার সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়।

তাৎপর্য

বহু ক্ষত্রিয় তাঁদের দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু সমস্ত সঞ্চিত ধন এবং সম্পদ যোগ্য পাত্রে দান করেছেন, এমন ব্যক্তি দুর্লভ। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৭/২০) উল্লেখ করা হয়েছে—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥

"দান করা কর্তব্য বলে মনে করে প্রত্যুপকারের আশা না করে উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়।" এইভাবে উপযুক্ত পাত্রে দান করাকে বলা হয় সাত্ত্বিক দান, এবং এই সাত্ত্বিক দানেরও ঊর্ধ্বে হচ্ছে অপ্রাকৃত দান, যার মাধ্যমে ভগবানের জন্য সব কিছু উৎসর্গ

করা হয়। ভগবান বামনদেব বলি মহারাজের কাছে দান গ্রহণ করতে এসেছিলেন। দান করার এই প্রকার সুযোগ কে পায়? তাই, বলি মহারাজ কোন রকম দ্বিধা না করে, ভগবান যা চেয়েছিলেন তাই তাঁকে দান করতে মনস্থ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দেওয়ার বহু সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ভগবানকে সর্বস্ব দান করার এই সুযোগ নিতান্তই দুর্লভ।

শ্লোক ১০

মনস্বিনঃ কারুণিকস্য শোভনং
যদর্থিকামোপনয়েন দুর্গতিঃ ।
কুতঃ পুনর্ব্রহ্মবিদাং ভবাদৃশাং
ততো বটোরস্য দদামি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১০ ॥

মনস্বিনঃ—অত্যন্ত উদার; **কারুণিকস্য**—অত্যন্ত করুণাময় ব্যক্তির; **শোভনম্**—অত্যন্ত শুভ; **যৎ**—যা; **অর্থি**—অর্থার্থীর; **কাম-উপনয়েন**—সন্তুষ্টি বিধানের দ্বারা; **দুর্গতিঃ**—দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে; **কুতঃ**—কি; **পুনঃ**—পুনরায় (বলার আছে); **ব্রহ্মবিদাম্**—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির; **ভবাদৃশাম্**—আপনার মতো; **ততঃ**—অতএব; **বটোঃ**—ব্রহ্মচারীর; **অস্য**—এই বামনদেবের; **দদামি**—আমি দান করব; **বাঞ্ছিতম্**—তিনি যা চান।

অনুবাদ

দান করার ফলে উদার কারুণিক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে আরও মঙ্গলজনক হয়ে ওঠেন, বিশেষ করে আপনার মতো ব্যক্তিকে যখন দান করা হয়। অতএব এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মচারী আমার কাছে যা চাইবেন, আমি তাই তাঁকে দান করব।

তাৎপর্য

কেউ যদি ব্যবসা, দ্যূতক্রীড়া, বেশ্যাগমন অথবা নেশা করে ধন হারিয়ে দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়, তা হলে কেউ তার প্রশংসা করে না, কিন্তু কেউ যদি তার সর্বস্ব দান করে, দরিদ্র হয়ে যায়, তা হলে সারা পৃথিবী জুড়ে তার মহিমা কীর্তিত হয়। তা ছাড়া, কোন উদার এবং কারুণিক ব্যক্তি যদি শুভ কার্যে তাঁর সর্বস্ব দান করে তাঁর দারিদ্র্যের গর্বে গর্বান্বিত হন, তা হলে তাঁর সেই দারিদ্র্য প্রশংসনীয় এবং মহাপুরুষের শুভ লক্ষণ। বলি স্থির করেছিলেন যে, তিনি যদি বামনদেবকে সর্বস্ব দান করে নিঃস্ব হয়ে যান, তা হলে তাই তাঁর বাঞ্ছনীয় হবে।

শ্লোক ১১

যজন্তি যজ্ঞং ক্রতুভির্যমাদৃতা
ভবন্ত আম্নায়বিধানকোবিদাঃ ।
স এব বিষ্ণুর্বরদোঽস্তু বা পরো
দাস্যাম্যমুষ্মৈ ক্ষিতিমীপ্সিতাং মুনে ॥ ১১ ॥

যজন্তি—পূজা করে; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞের ভোক্তা; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞের বিবিধ উপকরণের দ্বারা; **যম্**—পরম পুরুষকে; **আদৃতাঃ**—অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে; **ভবন্তঃ**—আপনারা সকলে; **আম্নায়-বিধান-কোবিদাঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বৈদিক বিধি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত মহান সাধু ব্যক্তিরা; **সঃ**—তা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **বরদঃ**—বর দানে প্রস্তুত; **অস্তু**—হন; **বা**—অথবা; **পরঃ**—শত্রুরূপে আসেন; **দাস্যামি**—আমি দান করব; **অমুষ্মৈ**—তাঁকে (ভগবান শ্রীবিষ্ণু বামনদেবকে); **ক্ষিতিম্**—ভূমি; **ঈপ্সিতাম্**—অভীষ্ট; **মুনে**—হে মহর্ষি।

অনুবাদ

হে মুনিবর, বেদবিহিত যজ্ঞকর্মে নিপুণ আপনার মতো মহাত্মারা সর্ব অবস্থাতেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন। তাই সেই বিষ্ণু আমাকে সমস্ত বর দান করবার জন্যই আসুন অথবা শত্রুরূপে দণ্ডদান করবার জন্যই আসুন, আমার কর্তব্য তাঁর আদেশ পালন করে তাঁর অনুরোধ অনুসারে তাঁকে তাঁর প্রার্থিত ভূমি দান করা।

তাৎপর্য

মহাদেব বলেছেন—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥
(পদ্ম পুরাণ)

বেদে যদিও বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনার কথা বলা হয়েছে, তবুও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই জীবনের চরম লক্ষ্য। বৈদিক বর্ণাশ্রম প্রথায় সমাজকে এমনভাবে বিভক্ত করা হয়েছে যাতে সকলেই বিষ্ণুর আরাধনা করেন।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

"বর্ণ এবং আশ্রম-ব্যবস্থা অনুশীলনের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা হয়। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।" (*বিষ্ণু পুরাণ* ৩/৮/৯) চরমে বিষ্ণুর আরাধনাই কর্তব্য, এবং সেই উদ্দেশ্যেই বর্ণাশ্রম প্রথায় সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসের প্রথা রয়েছে। বলি মহারাজ তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে ভগবদ্ভক্তির আদর্শ শিক্ষা লাভ করার ফলে জানতেন কি করা কর্তব্য। তিনি কখনও কারও দ্বারা বিপথগামী হননি, এমন কি তাঁর তথাকথিত গুরুর দ্বারাও নন। এটিই পূর্ণ শরণাগতির লক্ষণ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা ।
নিত্য-দাস-প্রতি তুয়া অধিকারা ॥

কেউ যখন ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হন, তখন ভগবান তাঁকে সংহার করুন অথবা রক্ষা করুন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি ভগবানের শরণাগত থাকেন। সর্ব অবস্থাতে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করাই কর্তব্য।

শ্লোক ১২

যদ্যপ্যসাবধর্মেণ মাং বধ্নীয়াদনাগসম্ ।
তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্ ॥ ১২ ॥

যদ্যপি—যদিও; **অসৌ**—ভগবান বিষ্ণু; **অধর্মেণ**—ছলনাপূর্বক; **মাম্**—আমাকে; **বধ্নীয়াৎ**—হত্যা করেন; **অনাগসম্**—আমি নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও; **তথাপি**—তবুও; **এনম্**—তাঁর বিরুদ্ধে; **ন**—না; **হিংসিষ্যে**—আমি প্রতিশোধ নেব; **ভীতম্**—কারণ তিনি ভীত হয়েছেন; **ব্রহ্ম-তনুম্**—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করে; **রিপুম্**—যদিও তিনি আমার শত্রু।

অনুবাদ

তিনি স্বয়ং বিষ্ণু হলেও ভয়বশত ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে আমার কাছে ভিক্ষা করতে এসেছেন। অতএব, যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণরূপে এসেছেন, তাই তিনি যদি অধর্ম সহকারে আমাকে বন্ধন করেন অথবা হত্যাও করেন, তবুও আমি এই শত্রুকেও হিংসা করব না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু যদি তাঁর স্বরূপ ধারণ করে বলি মহারাজের কাছে এসে তাঁকে কিছু করতে বলতেন, তা হলেও বলি মহারাজ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতেন না। কিন্তু তাঁর ভক্তের সঙ্গে পরিহাস করে রস আস্বাদন করার জন্য ভগবান ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করে বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করতে এসেছিলেন।

শ্লোক ১৩

এষ বা উত্তমশ্লোকো ন জিহাসতি যদ্ যশঃ।
হত্বা মৈনাং হরেদ্ যুদ্ধে শয়ীত নিহতো ময়া ॥ ১৩ ॥

এষঃ—এই (ব্রহ্মচারী); **বা**—অথবা; **উত্তম-শ্লোকঃ**—বৈদিক বন্দনার দ্বারা যিনি পূজিত হন, সেই বিষ্ণু; **ন**—না; **জিহাসতি**—ত্যাগ করার বাসনা করেন; **যৎ**—যেহেতু; **যশঃ**—যশ; **হত্বা**—হত্যা করে; **মা**—আমাকে; **এনাম্**—এই ভূমি; **হরেৎ**—হরণ করবেন; **যুদ্ধে**—যুদ্ধে; **শয়ীত**—শয়ন করবেন; **নিহতঃ**—নিহত হয়ে; **ময়া**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

যদি ইনি উত্তমশ্লোক বিষ্ণুই হন, তা হলে তিনি তাঁর কীর্তি পরিত্যাগ করবেন না; হয় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে বধ করে এই ভূমি গ্রহণ করবেন, নয়তো আমার দ্বারা নিহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই শয়ন করবেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণু নিহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করবেন, বলি মহারাজের এই উক্তিটির একটি প্রচ্ছন্ন অর্থ রয়েছে, কারণ বিষ্ণুকে কেউ কখনও হত্যা করতে পারে না। বিষ্ণু সকলকে হত্যা করতে পারেন, কিন্তু কেউই তাঁকে হত্যা করতে পারে না। তাই 'শয়ন করবেন' এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু বলি মহারাজের হৃদয়ে বাস করবেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু ভক্তির দ্বারা তাঁর ভক্তের কাছে পরাজিত হন; তা না হলে কেউই ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পরাজিত করতে পারে না।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

এবমশ্রদ্ধিতং শিষ্যমনাদেশকরং গুরুঃ ।
শশাপ দৈবপ্রহিতঃ সত্যসন্ধং মনস্বিনম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **অশ্রদ্ধিতম্**—গুরুদেবের উপদেশের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ; **শিষ্যম্**—শিষ্যকে; **অনাদেশ-করম্**—যিনি তাঁর গুরুদেবের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন না; **গুরুঃ**—গুরু (শুক্রাচার্য); **শশাপ**—অভিশাপ দিয়েছিলেন; **দৈব-প্রহিতঃ**—ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে; **সত্য-সন্ধম্**—যিনি সত্যে স্থির ছিলেন; **মনস্বিনম্**—যিনি ছিলেন অত্যন্ত উদারচরিত্র।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর গুরু শুক্রাচার্য ভগবানের প্রেরণাবশত উদারচরিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাঁর বাক্যে অশ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তাঁর আদেশ লঙ্ঘনকারী শিষ্য বলি মহারাজকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ এবং তাঁর গুরু শুক্রাচার্যের আচরণের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে, বলি মহারাজের ভগবৎ-প্রেম ইতিমধ্যেই বিকশিত হয়েছিল, কিন্তু শুক্রাচার্য একজন কুলপুরোহিত হওয়ার ফলে তাঁর তা হয়নি। এইভাবে শুক্রাচার্য ভগবদ্ভক্তি বিকশিত করার জন্য ভগবানের প্রেরণা লাভ করেননি। যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।"

যে সমস্ত ভক্ত শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সহকারে বস্তুতই ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তাঁরা ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। বৈষ্ণবেরা কখনও স্মার্ত ব্রাহ্মণদের কর্মকাণ্ডীয় কার্যকলাপের গুরুত্ব দেন না। বৈষ্ণবেরা স্মার্তবিধি কখনও অনুসরণ

করেন না, তাই বৈষ্ণবদের পথপ্রদর্শনের জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী *হরিভক্তিবিলাস* প্রণয়ন করেছেন। ভগবান যদিও সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন, তবুও বৈষ্ণব না হলে অর্থাৎ ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত না হলে, ভগবানের কাছ থেকে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার সাবলীল উপদেশ লাভ করা যায় না। সেই প্রকার উপদেশ কেবল ভক্তদেরই জন্য। তাই এই শ্লোকে *দৈবপ্রহিতঃ*—'ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে' পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুক্রাচার্যের কর্তব্য ছিল ভগবানকে সর্বস্ব দান করতে বলি মহারাজকে অনুপ্রাণিত করা। সেটি ভগবৎ-প্রেমের একটি নিদর্শন হত। কিন্তু তিনি তা করেননি। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর ভগবদ্ভক্ত শিষ্যকে অভিশাপ দিয়ে দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

দৃঢ়ং পণ্ডিতমান্যজ্ঞঃ স্তব্ধোঽস্যস্মদুপেক্ষয়া ।
মচ্ছাসনাতিগো যস্ত্বমচিরাদ্‌ভ্রশ্যসে শ্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

দৃঢ়ম্—তোমার বিচারে এতই দৃঢ় বিশ্বাস; **পণ্ডিত-মানী**—পণ্ডিত অভিমানী; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ; **স্তব্ধঃ**—উদ্ধত; **অসি**—তুমি হয়েছ; **অস্মৎ**—আমাদের; **উপেক্ষয়া**—উপেক্ষা করে; **মৎ-শাসন-অতিগঃ**—আমার শাসন অতিক্রম করে; **যঃ**—এমন ব্যক্তি (যেমন তুমি); **ত্বম্**—তুমি; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্র; **ভ্রশ্যসে**—ভ্রষ্ট হবে; **শ্রিয়ঃ**—সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে।

অনুবাদ

যদিও তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবুও তুমি নিজেকে মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করছ, এবং তাই তুমি এতই উদ্ধত হয়েছ যে, আমার আদেশ লঙ্ঘন করছ। আমাকে এইভাবে উপেক্ষা করার ফলে তুমি অচিরেই তোমার সমস্ত ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হবে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, বলি মহারাজ *পণ্ডিতমানী* বা পণ্ডিত অভিমানী ছিলেন না; পক্ষান্তরে, তিনি ছিলেন *পণ্ডিতমান্যজ্ঞঃ*, অর্থাৎ তিনি এতই পণ্ডিত ছিলেন যে, সমস্ত পণ্ডিতেরা তাঁর পূজা করতেন। তাঁর এই পাণ্ডিত্যের ফলেই তিনি তাঁর তথাকথিত গুরুর আদেশ অমান্য করতে পেরেছিলেন। কোন রকম জড় অবস্থার ভয় তাঁর ছিল না। ভগবান বিষ্ণু যাঁকে রক্ষা করেন, তাঁকে

আর অন্য কারও রক্ষা করতে হয় না। তাই বলি মহারাজ কখনও ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হতে পারেন না। ভগবানের দেওয়া ঐশ্বর্যের সঙ্গে কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের ফলে লব্ধ ঐশ্বর্যের কোন তুলনা হয় না। অর্থাৎ, ভক্ত যদি অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর সেই ঐশ্বর্য ভগবানের দান। এই ঐশ্বর্য কখনও বিনাশ হবে না। কিন্তু সকাম কর্মের ফলে লব্ধ ঐশ্বর্য যে কোন সময়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

শ্লোক ১৬

এবং শপ্তঃ স্বগুরুণা সত্যান্ন চলিতো মহান্ ।
বামনায় দদাবেনামর্চিত্বোদকপূর্বকম্ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **শপ্তঃ**—অভিশপ্ত হয়ে; **স্ব-গুরুণা**—তাঁর গুরুর দ্বারা; **সত্যাৎ**—সত্য থেকে; **ন**—না; **চলিতঃ**—বিচলিত; **মহান্**—মহাপুরুষ; **বামনায়**—ভগবান শ্রীবামনদেবকে; **দদৌ**—দান করেছিলেন; **এনাম্**—সমস্ত ভূমি; **অর্চিত্বা**—পূজা করার পর; **উদক-পূর্বকম্**—প্রথমে জল নিবেদন করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর গুরুর দ্বারা অভিশপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মহাপুরুষ বলি মহারাজ তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে বিচলিত হননি। তাই, প্রথা অনুসারে তিনি বামনদেবকে প্রথমে জলদান করেছিলেন, তারপর প্রতিশ্রুত ভূমি দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

বিন্ধ্যাবলিস্তদাগত্য পত্নী জালকমালিনী ।
আনিন্যে কলশং হৈমমবনেজন্যপাং ভৃতম্ ॥ ১৭ ॥

বিন্ধ্যাবলিঃ—বিন্ধ্যাবলি; **তদা**—তখন; **আগত্য**—সেখানে এসে; **পত্নী**—বলি মহারাজের পত্নী; **জালক-মালিনী**—মুক্তামালায় ভূষিত; **আনিন্যে**—নিয়ে এসেছিলেন; **কলশম্**—কলস; **হৈমম্**—স্বর্ণনির্মিত; **অবনেজনি-অপাম্**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করার জল; **ভৃতম্**—পূর্ণ।

অনুবাদ

মুক্তামালায় শোভিতা বলি মহারাজের পত্নী বিন্ধ্যাবলি তখন ভগবানের পাদপ্রক্ষালনের জন্য জলপূর্ণ স্বর্ণকলস নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

**যজমানঃ স্বয়ং তস্য শ্রীমৎ পাদযুগং মুদা ।
অবনিজ্যাবহন্ মূর্ধ্নি তদপো বিশ্বপাবনীঃ ॥ ১৮ ॥**

যজমানঃ—যজমান (বলি মহারাজ); **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **তস্য**—ভগবান বামনদেবের; **শ্রীমৎ পাদ-যুগম্**—পরম মঙ্গলময় এবং সুন্দর শ্রীপাদপদ্ম-যুগল; **মুদা**—মহা আনন্দে; **অবনিজ্য**—যথাযথভাবে ধৌত করে; **অবহৎ**—ধারণ করেছিলেন; **মূর্ধ্নি**—তাঁর মস্তকে; **তৎ**—সেই; **অপঃ**—জল; **বিশ্ব-পাবনীঃ**—যা সমস্ত জগৎকে মুক্তি দান করে।

অনুবাদ

যজমান বলি তখন হর্ষভরে ভগবান বামনদেবের শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করেছিলেন এবং তারপর বিশ্বপাবন সেই চরণামৃত তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

**তদাসুরেন্দ্রং দিবি দেবতাগণা
গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ ।
তৎ কর্ম সর্বেহপি গৃণন্ত আর্জবং
প্রসূনবর্ষৈর্ববৃষুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ১৯ ॥**

তদা—তখন; **অসুর-ইন্দ্রম্**—দৈত্যরাজ বলি মহারাজকে; **দিবি**—স্বর্গলোক থেকে; **দেবতা-গণাঃ**—দেবতারা; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধরগণ; **সিদ্ধ**—সিদ্ধগণ; **চারণাঃ**—চারণগণ; **তৎ**—সেই; **কর্ম**—কর্ম; **সর্বে অপি**—তাঁরা সকলে; **গৃণন্তঃ**—ঘোষণা করে; **আর্জবম্**—নিষ্কপটতা; **প্রসূন-বর্ষৈঃ**—পুষ্পবৃষ্টি; **ববৃষুঃ**—বর্ষণ করেছিলেন; **মুদা-অন্বিতাঃ**—তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে।

অনুবাদ

তখন স্বর্গস্থিত দেবতা, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ এবং চারণেরা বলি মহারাজের নিষ্কপটতায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁর মহৎ গুণাবলীর প্রশংসা করে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

আর্জবম্—সরলতা বা নিষ্কপটতা ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবের একটি গুণ। বৈষ্ণব স্বভাবতই ব্রাহ্মণের সমস্ত সদ্‌গুণ অর্জন করেন।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা ।
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)

বৈষ্ণবকে সত্য, শম, দম, তিতিক্ষা, আর্জব ইত্যাদি ব্রাহ্মণের সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত হওয়া উচিত। বৈষ্ণবের চরিত্রে কোন কপটতা থাকতে পারে না। বলি মহারাজ যখন অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে সেবা করছিলেন, তখন সমস্ত স্বর্গবাসীরা তাঁর সেই আচরণের প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ২০

নেদুর্মুহুর্দুন্দুভয়ঃ সহস্রশো
গন্ধর্বকিম্পূরুষকিন্নরা জগুঃ ।
মনস্বিনানেন কৃতং সুদুষ্করং
বিদ্বানদাদ্ যদ্ রিপবে জগত্ত্রয়ম্ ॥ ২০ ॥

নেদুঃ—নিনাদিত হয়েছিল; **মুহুঃ**—বারংবার; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **কিম্পূরুষ**—কিম্পুরুষগণ; **কিন্নরাঃ**—এবং কিন্নরগণ; **জগুঃ**—গাইতে শুরু করেছিলেন; **মনস্বিনা**—মহাপুরুষদের দ্বারা; **অনেন**—বলি মহারাজের দ্বারা; **কৃতম্**—অনুষ্ঠিত হয়েছে; **সুদুষ্করম্**—অত্যন্ত কঠিন কার্য; **বিদ্বান্**—মহাজ্ঞানী হওয়ার ফলে; **অদাৎ**—তাঁকে উপহার দান করেছেন; **যৎ**—যা; **রিপবে**—বলি মহারাজের শত্রু দেবতাদের পক্ষ অবলম্বনকারী বিষ্ণুকে; **জগৎ-ত্রয়ম্**—ত্রিলোক।

অনুবাদ

তখন গন্ধর্ব, কিম্পুরুষ এবং কিন্নরেরা হাজার হাজার দুন্দুভি বারংবার নিনাদিত করে মহা আনন্দে ঘোষণা করতে লাগলেন—"এই বলি মহারাজ কত মহান, এবং তিনি কি সুদুষ্কর কর্ম অনুষ্ঠান করেছেন! যদিও তিনি জানতেন যে, বিষ্ণু তাঁর শত্রুদের পক্ষপাতী, তবুও তিনি তাঁকে ত্রিলোক দান করেছেন।"

শ্লোক ২১

তদ্ বামনং রূপমবর্ধতাদ্ভুতং
হরেরনন্তস্য গুণত্রয়াত্মকম্ ।
ভূঃ খং দিশো দ্যৌর্বিবরাঃ পয়োধয়-
স্তির্যঙ্‌নৃদেবা ঋষয়ো যদাসত ॥ ২১ ॥

তৎ—সেই; **বামনম্**—ভগবানের বামন অবতার; **রূপম্**—রূপ; **অবর্ধত**—বর্ধিত হতে লাগল; **অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত অদ্ভুত; **হরেঃ**—ভগবানের; **অনন্তস্য**—অনন্তের; **গুণ-ত্রয়-আত্মকম্**—ত্রিগুণাত্মিকা জড়া শক্তির দ্বারা বিস্তৃত শরীর; **ভূঃ**—ভূমি; **খম্**—আকাশ; **দিশঃ**—সর্বদিক; **দ্যৌঃ**—লোকসমূহ; **বিবরাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিবর; **পয়োধয়ঃ**—মহাসাগর; **তির্যক্**—নিম্নস্তরের পশু-পক্ষী; **নৃ**—মানুষ; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **যৎ**—যাতে; **আসত**—অবস্থিত ছিল।

অনুবাদ

তখন অনন্ত ভগবানের বামনরূপ বর্ধিত হতে লাগল। পৃথিবী, আকাশ, দিকসমূহ, ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন রন্ধ্র, সমুদ্র, পশু, পক্ষী, মানুষ, দেবতা এবং ঋষিগণ সেই বিগ্রহে অবস্থিত ছিল।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ বামনদেবকে দান দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান এমনভাবে তাঁর শরীর বিস্তার করতে লাগলেন যে, তিনি বলি মহারাজকে দেখালেন, ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই তাঁর শরীরে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে কেউই ভগবানকে কিছু দান করতে পারে না, কারণ তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। কখনও কখনও আমরা দেখি, ভক্ত গঙ্গায় গঙ্গাজল দান করছেন। গঙ্গায় স্নান করার পর ভক্ত অঞ্জলি ভরে গঙ্গাজল গঙ্গাকে অর্পণ করেন। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা থেকে যখন অঞ্জলি ভরে গঙ্গাজল নেওয়া হয়, তখন গঙ্গার কোন ক্ষতি হয় না, তেমনই ভক্ত যখন গঙ্গাকে অঞ্জলি ভরে জল দান করেন, তার ফলে গঙ্গারও বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ভক্ত এই নিবেদনের দ্বারা মা গঙ্গার ভক্তরূপে প্রসিদ্ধ হন। তেমনই, যখন আমরা শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে ভগবানকে কিছু নিবেদন করি, সেই নিবেদিত বস্তুটি আমাদের নয় এবং তার ফলে ভগবানের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু কেউ যদি তাঁর সম্পদ ভগবানকে নিবেদন করেন, তা হলে তিনি ভক্তরূপে বিখ্যাত হন। এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দেওয়া

হয় যে, ফুল এবং চন্দনের দ্বারা যখন মুখ সাজানো হয়, তখন দর্পণে সেই মুখের প্রতিবিম্ব সুন্দর হয়ে ওঠে। সব কিছুরই পরম উৎস হচ্ছেন ভগবান, তিনি আমাদেরও আদি উৎস। তাই ভগবানকে যখন সাজানো হয়, তখন তাঁর ভক্তেরা এবং সমস্ত জীবেরাও আপনা থেকেই শোভিত হন।

শ্লোক ২২

কায়ে বলিস্তস্য মহাবিভূতেঃ
সহর্ত্বিগাচার্যসদস্য এতৎ ।
দদর্শ বিশ্বং ত্রিগুণং গুণাত্মকে
ভূতেন্দ্রিয়ার্থাশয়জীবযুক্তম্ ॥ ২২ ॥

কায়ে—শরীরে; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **তস্য**—ভগবানের; **মহা-বিভূতেঃ**—সমস্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য সমন্বিত পুরুষের; **সহ-ঋত্বিক্-আচার্য-সদস্যঃ**—পুরোহিত, আচার্য এবং সেই পবিত্র সভার সমস্ত সদস্যগণ সহ; **এতৎ**—এই; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **বিশ্বম্**—সমগ্র বিশ্ব; **ত্রিগুণম্**—প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা রচিত; **গুণ-আত্মকে**—এই সমস্ত গুণের উৎসের মধ্যে; **ভূত**—সমস্ত স্থূল তত্ত্ব সহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সহ; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয় সহ; **আশয়**—মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সহ; **জীব-যুক্তম্**—সমস্ত জীব সহ।

অনুবাদ

বলি মহারাজ তখন সমস্ত ঋত্বিক, আচার্য এবং সদস্যগণ সহ ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য সমন্বিত বিরাট শরীর দর্শন করেছিলেন। সেই শরীরে সমস্ত স্থূল উপাদান, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, বিভিন্ন প্রকার জীব এবং ত্রিগুণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আদি ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর উৎস। *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*—শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু। *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ*—সব কিছুই ভগবানের শরীরে আশ্রিত, তবুও ভগবান সব কিছুতে নেই। মায়াবাদীরা মনে করে যে, যেহেতু পরব্রহ্ম ভগবান সব কিছু হয়েছেন, তাই তাঁর আর কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। তাদের এই দর্শনকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ। প্রকৃতপক্ষে এই দর্শন ভ্রান্ত। এখানে বলি মহারাজ ভগবানের

বিরাট শরীরের দ্রষ্টা এবং সেই শরীর ছিল দৃশ্য। এইভাবে দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়; সর্বদাই দুটি সত্তা রয়েছে—দ্রষ্টা এবং দৃশ্য। দ্রষ্টা পূর্ণের একটি অংশ, তাই তিনি পূর্ণের সমান নন। পূর্ণের অংশ দ্রষ্টাও পূর্ণের সঙ্গে এক, কিন্তু যেহেতু তিনি একটি অংশ, তাই তিনি কখনই পূর্ণের সমান হতে পারেন না। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত আদর্শ দর্শন।

শ্লোক ২৩

রসামচষ্টাঙ্ঘ্রিতলেঽথ পাদয়ো-
র্মহীং মহীধ্রান্ পুরুষস্য জঙ্ঘয়োঃ ।
পতত্রিণো জানুনি বিশ্বমূর্তে-
রূর্বোর্গণং মারুতমিন্দ্রসেনঃ ॥ ২৩ ॥

রসাম্—রসাতল আদি লোক; **অচষ্ট**—দর্শন করেছিলেন; **অঙ্ঘ্রি-তলে**—পদতলে; **অথ**—তারপর; **পাদয়োঃ**—পায়ের উপর; **মহীম্**—পৃথিবী; **মহীধ্রান্**—পর্বত; **পুরুষস্য**—বিরাট পুরুষের; **জঙ্ঘয়োঃ**—জঙ্ঘায়; **পতত্রিণঃ**—পক্ষীসমূহ; **জানুনি**—জানুতে; **বিশ্ব-মূর্তেঃ**—বিরাট পুরুষের; **ঊর্বোঃ**—ঊরুতে; **গণম্ মারুতম্**—বিভিন্ন প্রকার বায়ু; **ইন্দ্র-সেনঃ**—বলি মহারাজ, যিনি ইন্দ্রের সৈনিকদের লাভ করে ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত বলি মহারাজ ভগবানের সেই বিশ্বরূপের পদতলে রসাতল প্রভৃতি অধঃলোক, পদযুগলে পৃথিবী, জঙ্ঘায় পর্বতসমূহ, জানুতে পক্ষীসমূহ এবং তাঁর ঊরুতে বায়ুগণকে দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানের বিরাটরূপের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিরাটরূপের দর্শন শুরু হয় পদতল থেকে। পদতলের উপরে পা, পায়ের উপরে জঙ্ঘা, জঙ্ঘার উপরে জানু এবং জানুর উপরে ঊরু। এইভাবে এখানে বিশ্বরূপের সমস্ত অঙ্গ একে একে বর্ণনা করা হয়েছে। জানু পক্ষীদের স্থান, এবং তার উপরে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার বায়ু। পাখিরা পর্বতের উপর দিয়ে উড়তে পারে, এবং পাখিদের উপরে রয়েছে বায়ুগণ।

শ্লোক ২৪

সন্ধ্যাং বিভোর্বাসসি গুহ্য ঐক্ষৎ
প্রজাপতীঞ্জঘনে আত্মমুখ্যান্ ।
নাভ্যাং নভঃ কুক্ষিষু সপ্তসিন্ধূ-
নুরুক্রমস্যোরসি চর্ক্ষমালাম্ ॥ ২৪ ॥

সন্ধ্যাম্—সন্ধ্যা; **বিভোঃ**—ভগবানের; **বাসসি**—বসনে; **গুহ্যে**—গোপন অঙ্গে; **ঐক্ষৎ**—তিনি দেখেছিলেন; **প্রজাপতীন্**—সমস্ত জীবদের জন্ম প্রদানকারী প্রজাপতিদের; **জঘনে**—কটির সম্মুখভাগে; **আত্ম-মুখ্যান্**—বলি মহারাজের বিশ্বস্ত সহচরগণ; **নাভ্যাম্**—নাভিতে; **নভঃ**—আকাশ; **কুক্ষিষু**—কুক্ষিতে; **সপ্ত**—সাত; **সিন্ধূন্**—সমুদ্র; **উরুক্রমস্য**—অদ্ভুত যাঁর কার্যকলাপ সেই ভগবানের; **উরসি**—বক্ষে; **চ**—ও; **ঋক্ষ-মালাম্**—নক্ষত্ররাজি।

অনুবাদ

বলি মহারাজ দেখলেন ভগবান উরুক্রমের বসনে সন্ধ্যাদেবী, গুহ্যদেশে প্রজাপতিগণ, কটির সম্মুখভাগে অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ সহ নিজেকে, নাভিমণ্ডলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্ত সমুদ্র এবং বক্ষে নক্ষত্ররাজি।

শ্লোক ২৫-২৯

হৃদ্যঙ্গ ধর্মং স্তনয়োর্মুরারে-
ঋতং চ সত্যং চ মনস্যথেন্দুম্ ।
শ্রিয়ং চ বক্ষস্যরবিন্দহস্তাং
কণ্ঠে চ সামানি সমস্তরেফান্ ॥ ২৫ ॥
ইন্দ্রপ্রধানানমরান্ ভুজেষু
তৎকর্ণয়োঃ ককুভো দ্যৌশ্চ মূর্ধ্নি ।
কেশেষু মেঘাঞ্ছ্বসনং নাসিকায়া-
মক্ষ্ণোশ্চ সূর্যং বদনে চ বহ্নিম্ ॥ ২৬ ॥
বাণ্যাং চ ছন্দাংসি রসে জলেশং
ভ্রুবোর্নিষেধং চ বিধিং চ পক্ষ্মসু ।

অহশ্চ রাত্রিং চ পরস্য পুংসো
মন্যুং ললাটেঽধর এব লোভম্ ॥ ২৭ ॥
স্পর্শে চ কামং নৃপ রেতসাম্ভঃ
পৃষ্ঠে ত্বধর্মং ক্রমণেষু যজ্ঞম্ ।
ছায়াসু মৃত্যুং হসিতে চ মায়াং
তনূরুহেষ্বোষধিজাতয়শ্চ ॥ ২৮ ॥
নদীশ্চ নাড়ীষু শিলা নখেষু
বুদ্ধাবজং দেবগণানৃষীংশ্চ ।
প্রাণেষু গাত্রে স্থিরজঙ্গমানি
সর্বাণি ভূতানি দদর্শ বীরঃ ॥ ২৯ ॥

হৃদি—হৃদয়ে; **অঙ্গ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **ধর্মম্**—ধর্মকে; **স্তনয়োঃ**—স্তনদ্বয়ে; **মুরারেঃ**—ভগবান মুরারির; **ঋতম্**—অত্যন্ত মধুর বাক্য; **চ**—ও; **সত্যম্**—সত্য; **চ**—ও; **মনসি**—মনে; **অথ**—তারপর; **ইন্দুম্**—চন্দ্র; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **চ**—ও; **বক্ষসি**—বক্ষে; **অরবিন্দ-হস্তাম্**—যিনি তাঁর হাতে সর্বদা পদ্মফুল ধারণ করেন; **কণ্ঠে**—কণ্ঠে; **চ**—ও; **সামানি**—সমস্ত বেদ (সাম, যজুঃ, ঋক্ এবং অথর্ব); **সমস্ত-রেফান্**—সমস্ত ধ্বনি; **ইন্দ্র-প্রধানান্**—ইন্দ্রপ্রমুখ; **অমরান্**—সমস্ত দেবতাগণ; **ভুজেষু**—বাহুতে; **তৎ-কর্ণয়োঃ**—কর্ণে; **ককুভঃ**—সমস্ত দিক; **দ্যৌঃ চ**—জ্যোতিষ্ক; **মূর্ধ্নি**—মস্তকের উপর; **কেশেষু**—কেশে; **মেঘান্**—মেঘমালা; **শ্বসনম্**—নিঃশ্বাস বায়ু; **নাসিকায়াম্**—নাসিকায়; **অক্ষ্ণোঃ চ**—চক্ষে; **সূর্যম্**—সূর্য; **বদনে**—মুখে; **চ**—ও; **বহ্নিম্**—অগ্নি; **বাণ্যাম্**—তাঁর বাণীতে; **চ**—ও; **ছন্দাংসি**—বৈদিক মন্ত্র; **রসে**—জিহ্বায়; **জল-ঈশম্**—বরুণদেব; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূতে; **নিষেধম্**—নিষেধ; **চ**—ও; **বিধিম্**—বিধি; **চ**—ও; **পক্ষ্মসু**—চক্ষের পলকে; **অহঃ চ**—দিন; **রাত্রিম্**—রাত্রি; **চ**—ও; **পরস্য**—পরম; **পুংসঃ**—পুরুষের; **মন্যুম্**—ক্রোধ; **ললাটে**—ললাটে; **অধরে**—অধরে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **লোভম্**—লোভ; **স্পর্শে**—তাঁর স্পর্শে; **চ**—ও; **কামম্**—কাম; **নৃপ**—হে রাজন্; **রেতসা**—বীর্যের দ্বারা; **অম্ভঃ**—জল; **পৃষ্ঠে**—পৃষ্ঠে; **তু**—কিন্তু; **অধর্মম্**—অধর্ম; **ক্রমণেষু**—অদ্ভুত কার্যকলাপে; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ; **ছায়াসু**—ছায়ায়; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **হসিতে**—তাঁর হাসিতে; **চ**—ও; **মায়াম্**—মায়া; **তনু-রুহেষু**—দেহের লোমে; **ওষধি-জাতয়ঃ**—সর্বপ্রকার ওষধি; **চ**—এবং; **নদীঃ**—নদী; **চ**—ও; **নাড়ীষু**—নাড়িতে; **শিলাঃ**—পাথর; **নখেষু**—নখে; **বুদ্ধৌ**—বুদ্ধিতে; **অজম্**—ব্রহ্মা; **দেব-**

গণান্—দেবতাগণ; **ঋষীন্ চ**—এবং মহর্ষিগণ; **প্রাণেষু**—ইন্দ্রিয়তে; **গাত্রে**—দেহে; **স্থির-জঙ্গমানি**—স্থাবর এবং জঙ্গম; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **দদর্শ**—দর্শন করেছিলেন; **বীরঃ**—বলি মহারাজ।

অনুবাদ

হে রাজন্, তিনি দেখলেন মুরারির হৃদয়ে ধর্ম, স্তনদ্বয়ে প্রিয় ও সত্য বাক্য, মনে চন্দ্র, বক্ষে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী, কণ্ঠে সমস্ত বেদ এবং সমস্ত শব্দরাজি, বাহুতে ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ, কর্ণদ্বয়ে দিকসমূহ, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘমালা, নাসিকায় বায়ু, নেত্রদ্বয়ে সূর্য, বদনে অগ্নিদেব। তাঁর বাক্যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র, জিহ্বায় বরুণদেব, ভ্রূযুগলে বিধি-নিষেধ, চোখের পলকের উন্মীলন এবং নিমীলনে দিবা ও রাত্রি, ললাটে ক্রোধ, অধরে লোভ। হে রাজন্, তাঁর স্পর্শে কাম, তাঁর বীর্যে সলিল, পৃষ্ঠে অধর্ম, পাদবিক্ষেপে যজ্ঞ, ছায়ায় মৃত্যু, হাসিতে মায়া এবং শরীরের রোমরাজিতে ওষধিসমূহ। তাঁর নাড়ীসমূহে নদী, নখে শিলারাশি, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, দেবতা ও ঋষিবৃন্দ, ইন্দ্রিয়সমূহে এবং সমগ্র শরীরে স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীব। এইভাবে বলি মহারাজ ভগবানের বিরাট শরীরে সব কিছু দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

সর্বাত্মনীদং ভুবনং নিরীক্ষ্য
সর্বেঽসুরাঃ কশ্মলমাপুরঙ্গ ।
সুদর্শনং চক্রমসহ্যতেজো
ধনুশ্চ শার্ঙ্গং স্তনয়িত্নুঘোষম্ ॥ ৩০ ॥

সর্ব-আত্মনি—পরম পূর্ণ ভগবানে; **ইদম্**—এই বিশ্ব; **ভুবনম্**—ত্রিভুবন; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সর্বে**—সমস্ত; **অসুরাঃ**—বলি মহারাজের পার্ষদ অসুরগণ; **কশ্মলম্**—অনুতাপ; **আপুঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **সুদর্শনম্**—সুদর্শন নামক; **চক্রম্**—চক্র; **অসহ্য**—অসহ্য; **তেজঃ**—তেজ; **ধনুঃ চ**—এবং ধনুক; **শার্ঙ্গম্**—শার্ঙ্গ নামক; **স্তনয়িত্নু**—মেঘগর্জন; **ঘোষম্**—শব্দশালী।

অনুবাদ

হে রাজন্, বলি মহারাজের অনুগামী অসুরেরা যখন ভগবানের বিরাটরূপে নিখিল ভুবন, সুদর্শন চক্র, অসহ্য তেজসম্পন্ন মেঘের মতো শব্দশালী শার্ঙ্গ ধনুক দর্শন করেছিল, তখন তারা সকলে তাদের হৃদয়ে খেদ অনুভব করেছিল।

শ্লোক ৩১

পর্জন্যঘোষো জলজঃ পাঞ্চজন্যঃ
কৌমোদকী বিষ্ণুগদা তরস্বিনী ।
বিদ্যাধরোঽসিঃ শতচন্দ্রযুক্ত-
স্তূণোত্তমাবক্ষয়সায়কৌ চ ॥ ৩১ ॥

পর্জন্য-ঘোষঃ—মেঘের মতো গভীর নাদযুক্ত; **জলজঃ**—ভগবানের শঙ্খ; **পাঞ্চজন্যঃ**—পাঞ্চজন্য নামক; **কৌমোদকী**—কৌমোদকী নামক; **বিষ্ণু-গদা**—ভগবানের গদা; **তরস্বিনী**—মহাবেগে; **বিদ্যাধরঃ**—বিদ্যাধর নামক; **অসিঃ**—তরবারি; **শত-চন্দ্র-যুক্তঃ**—শত চন্দ্রযুক্ত ঢাল; **তূণ-উত্তমৌ**—শ্রেষ্ঠ তূণীর; **অক্ষয়সায়কৌ**—অক্ষয়সায়ক নামক; **চ**—ও।

অনুবাদ

তখন মেঘের মতো গভীর নাদযুক্ত পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অত্যন্ত বেগবতী কৌমোদকী নামক গদা, বিদ্যাধর নামক অসি, শত শত চন্দ্রাকৃতি ফলকযুক্ত ঢাল এবং অক্ষয়সায়ক নামক শ্রেষ্ঠ তূণ—তাঁরা সকলেই একত্রে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

সুনন্দমুখ্যা উপতস্থুরীশং
পার্ষদমুখ্যাঃ সহলোকপালাঃ ।
স্ফুরৎকিরীটাঙ্গদমীনকুণ্ডলঃ
শ্রীবৎসরত্নোত্তমমেখলাম্বরৈঃ ॥ ৩২ ॥
মধুব্রতস্রগ্বনমালয়াবৃতো
ররাজ রাজন্ ভগবানুরুক্রমঃ ।
ক্ষিতিং পদৈকেন বলের্বিচক্রমে
নভঃ শরীরেণ দিশশ্চ বাহুভিঃ ॥ ৩৩ ॥

সুনন্দ-মুখ্যাঃ—সুনন্দ আদি ভগবানের পার্ষদগণ; **উপতস্থুঃ**—স্তব করতে শুরু করেছিলেন; **ঈশম্**—ভগবানকে; **পার্ষদ-মুখ্যাঃ**—অন্যান্য প্রধান পার্ষদগণ; **সহ-লোক-**

পালাঃ—সমস্ত লোকপালগণ সহ; **স্ফুরৎ-কিরীট**—উজ্জ্বল মুকুট; **অঙ্গদ**—অঙ্গদ; **মীন-কুণ্ডলঃ**—মকরাকৃতি কুণ্ডল; **শ্রীবৎস**—তাঁর বক্ষের শ্রীবৎস চিহ্ন; **রত্ন-উত্তম**—শ্রেষ্ঠ রত্ন (কৌস্তুভ); **মেখলা**—মেখলা; **অম্বরৈঃ**—পীতবসন; **মধু-ব্রত**—মধুকরদের; **স্রক্**—পঙ্‌ক্তি; **বনমালয়া**—ফুলমালার দ্বারা; **আবৃতঃ**—আচ্ছাদিত; **ররাজ**—প্রকাশিত; **রাজন্**—হে রাজন্; **ভগবান্**—ভগবান; **উরুক্রমঃ**—যাঁর কার্যকলাপ অদ্ভুত; **ক্ষিতিম্**—সমগ্র পৃথিবী; **পদা একেন**—এক পদের দ্বারা; **বলেঃ**—বলি মহারাজের; **বিচক্রমে**—আচ্ছাদিত করেছিলেন; **নভঃ**—আকাশ; **শরীরেণ**—তাঁর শরীরের দ্বারা; **দিশঃ চ**—সর্বদিক; **বাহুভিঃ**—তাঁর বাহুর দ্বারা।

অনুবাদ

সমস্ত লোকপালগণ সহ সুনন্দ আদি প্রধান পার্ষদেরা উজ্জ্বল কিরীট, অঙ্গদ, মকর আকৃতি কুণ্ডল শোভিত ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। ভগবানের বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং কৌস্তুভ মণি ছিল। তাঁর পরণে পীতবসন, মেখলা এবং তিনি মধুকর বেষ্টিত ফুলমালায় শোভিত ছিলেন। হে রাজন্, এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করে ভগবান ত্রিবিক্রম তাঁর এক পায়ের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী, তাঁর শরীরের দ্বারা আকাশ এবং হস্তের দ্বারা বিভিন্ন দিক আচ্ছাদিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ তর্ক করতে পারে যে, "বলি মহারাজ তো বামনদেবকে কেবল তাঁর পায়ের মাপের ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা হলে বামনদেব কেন আকাশও অধিকার করলেন?" এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, পদক্ষেপে উপর এবং নিচ উভয় দিকই অন্তর্ভুক্ত। কেউ যখন পদবিক্ষেপ করে, তখন সে নিশ্চিতভাবে আকাশের কিছু অংশ এবং পৃথিবীর কিছু অংশ অধিকার করে। এইভাবে ভগবানের পক্ষে তাঁর শরীরের দ্বারা সমস্ত আকাশ অধিকার করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

শ্লোক ৩৪

পদং দ্বিতীয়ং ক্রমতস্ত্রিবিষ্টপং
ন বৈ তৃতীয়ায় তদীয়মণ্বপি ।
উরুক্রমস্যাঙ্ঘ্রিরুপর্যুপর্যথো
মহর্জনাভ্যাং তপসঃ পরং গতঃ ॥ ৩৪ ॥

পদম্—পদবিন্যাস; **দ্বিতীয়ম্**—দ্বিতীয়; **ক্রমতঃ**—অগ্রবর্তী হয়ে; **ত্রিবিষ্টপম্**—সমগ্র স্বর্গলোক; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তৃতীয়ায়**—তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য; **তদীয়ম্**—ভগবানের; **অণু অপি**—অণুমাত্র স্থানও; **উরুক্রমস্য**—অসাধারণ কার্যকলাপ সম্পাদনকারী ভগবানের; **অঙ্ঘ্রিঃ**—ঊর্ধ্ব এবং অধঃ অধিকারকারী পদবিক্ষেপ; **উপরি উপরি**—ক্রমশ ঊর্ধ্বদেশ; **অথো**—এখন; **মহঃ-জনাভ্যাম্**—মহর্লোক এবং জনলোক থেকে; **তপসঃ**—সেই তপোলোক; **পরম্**—তারও অতীত; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

ভগবান যখন তাঁর দ্বিতীয় পদবিন্যাসের দ্বারা স্বর্গলোক আচ্ছাদিত করেছিলেন, তখন আর তৃতীয় পদবিক্ষেপের জন্য অণুমাত্র স্থানও ছিল না, কারণ ভগবানের চরণ স্বর্গ থেকে ক্রমশ ঊর্ধ্বদেশে প্রসারিত হতে হতে মহর্লোক, জনলোক এবং তপোলোকের অতীত সত্যলোক প্রাপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবানের পদবিন্যাস যখন মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোকেরও ঊর্ধ্বে বিস্তৃত হয়েছিল, তখন তাঁর পদনখ ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করেছিল। ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূত (*ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খম্*) আদি অষ্ট আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আবরণগুলির পরবর্তী আবরণ পূর্ববর্তী আবরণের থেকে দশ গুণ বিস্তৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবানের নখ এই সমস্ত আবরণ ভেদ করে চিৎ-জগতে একটি ছিদ্র সৃষ্টি করেছিল। এই ছিদ্র দিয়ে গঙ্গার জল এই জড় জগতে প্রবেশ করেছে, এবং তাই বলা হয়েছে—*পদনখনীরজনিতজনপাবন* (*দশাবতার স্তোত্র* ৫)। ভগবানের পদনখের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ হওয়ায় গঙ্গার জল এই জড় জগতে প্রবেশ করেছে সমস্ত পতিত আত্মাদের উদ্ধার করার জন্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'বলি মহারাজের সর্বস্ব সমর্পণ' নামক বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একবিংশতি অধ্যায়

ভগবান কর্তৃক বলি মহারাজের বন্ধন

এই অধ্যায়ে বলি মহারাজের মহিমা প্রচার করার জন্য, ভগবানের তৃতীয় পদবিন্যাসের স্থান প্রদানের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে না পারার ফলে ভগবান কর্তৃক বলি মহারাজের বন্ধনের বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবানের দ্বিতীয় চরণ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মালোকে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তাঁর নখচন্দ্রের ছটায় ব্রহ্মার ও তাঁর ধামের দ্যুতি তিরস্কৃত হয়েছিল। তখন মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ ও লোকপালগণ সহ ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করে এবং পাদ প্রক্ষালন করে নানাবিধ উপকরণের দ্বারা তাঁর পূজা করেন। ঋক্ষরাজ জাম্ববান ভেরী বাজিয়ে সর্বত্র ভগবানের মহিমা ঘোষণা করেন। বলি মহারাজের সর্বস্ব অপহৃত হওয়ায় দৈত্যেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। বলি মহারাজ যদিও তাদের নিষেধ করেছিলেন, তবুও তারা বিষ্ণুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। কিন্তু তারা বিষ্ণুর নিত্য-পার্ষদদের দ্বারা পরাজিত হয়, এবং বলি মহারাজের আদেশ অনুসারে তারা পাতাললোকে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে, বিষ্ণুবাহন গরুড় বরুণপাশের দ্বারা বলি মহারাজকে বন্দী করেন। বলি মহারাজের এই অসহায় অবস্থায় তাঁর কাছে ভগবান তাঁর তৃতীয় পদবিন্যাসের স্থান প্রার্থনা করেন। বলি মহারাজের অবিচলিত নিষ্ঠা এবং উদার চরিত্রের জন্য ভগবান তাঁর উপর অত্যন্ত সদয় হয়েছিলেন, এবং বলি মহারাজ তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারায় ভগবান তাঁকে স্বর্গের থেকেও উৎকৃষ্ট সুতললোকে তাঁর বাসস্থান নির্ণয় করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

সত্যং সমীক্ষ্যাব্জভবো নখেন্দুভি-
র্হতস্বধামদ্যুতিরাবৃতোঽভ্যগাৎ ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো বৃহদ্‌ব্রতাঃ
সনন্দনাদ্যা নরদেব যোগিনঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সত্যম্**—সত্যলোক; **সমীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অব্জ-ভবঃ**—ব্রহ্মা, যাঁর জন্ম পদ্মফুলে হয়েছিল; **নখ-ইন্দুভিঃ**—নখচন্দ্রের ছটায়; **হত**—তিরস্কৃত হয়ে; **স্ব-ধাম-দ্যুতিঃ**—তাঁর ধামের দ্যুতি; **আবৃতঃ**—আচ্ছাদিত হয়ে; **অভ্যগাৎ**—এসেছিলেন; **মরীচি-মিশ্রাঃ**—মরীচি আদি ঋষিগণ সহ; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **বৃহৎ-ব্রতাঃ**—তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান ব্রহ্মচারী; **সনন্দন-আদ্যাঃ**—সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার; **নরদেব**—হে রাজন্; **যোগিনঃ**—যোগিগণ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—পদ্মফুলে যাঁর জন্ম হয়েছিল সেই ব্রহ্মা যখন দেখলেন, ভগবান বামনদেবের পদ-নখচন্দ্রের ছটায় তাঁর ধাম ব্রহ্মলোকের দ্যুতি নিষ্প্রভ হয়েছে, তখন তিনি ভগবানের সমীপবর্তী হয়েছিলেন। মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ এবং সনন্দন প্রমুখ মহাব্রত যোগীরাও তখন ব্রহ্মার সঙ্গে ছিলেন। হে রাজন্, তখন পার্ষদ সহ ব্রহ্মাকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল।

শ্লোক ২-৩

বেদোপবেদা নিয়মা যমান্বিতা-
স্তর্কেতিহাসাঙ্গপুরাণসংহিতাঃ ।
যে চাপরে যোগসমীরদীপিত-
জ্ঞানাগ্নিনা রন্ধিতকর্মকল্মষাঃ ॥ ২ ॥
ববন্দিরে যৎস্মরণানুভাবতঃ
স্বায়ম্ভুবং ধাম গতা অকর্মকম্ ।
অথাঙ্ঘ্রয়ে প্রোন্নমিতায় বিষ্ণো-
রুপাহরৎ পদ্মভবোঽর্হণোদকম্ ।
সমর্চ্য ভক্ত্যাভ্যগৃণাচ্ছুচিশ্রবা
যন্নাভিপঙ্কেরুহসম্ভবঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

বেদ—চতুর্বেদ (সাম, যজুঃ, ঋক্ এবং অথর্ব), ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত মূল জ্ঞান; **উপবেদাঃ**—আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ আদি গৌণ বৈদিক জ্ঞান; **নিয়মাঃ**—বিধি-নিষেধ; **যম**—সংযমের বিধি; **অন্বিতাঃ**—এই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ; **তর্ক**—ন্যায় শাস্ত্র; **ইতিহাস**—ইতিহাস; **অঙ্গ**—বৈদিক শিক্ষা; **পুরাণ**—পুরাণ; **সংহিতাঃ**—

ব্রহ্মসংহিতা আদি বৈদিক সংহিতা; **যে**—অন্য; **চ**—ও; **অপরে**—ব্রহ্মা এবং তাঁর পার্ষদ ভিন্ন; **যোগ-সমীর-দীপিত**—যোগবায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত; **জ্ঞান-অগ্নিনা**—জ্ঞানাগ্নির দ্বারা; **রন্ধিত-কর্ম-কল্মষাঃ**—যাঁদের সকাম কর্মের সমস্ত কল্মষ নিরস্ত হয়েছে; **ববন্দিরে**—বন্দনা করেছিলেন; **যৎ-স্মরণ-অনুভাবতঃ**—যাঁর ধ্যান করার ফলে; **স্বায়ম্ভুবম্**—ব্রহ্মার; **ধাম**—নিবাসস্থান; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অকর্মকম্**—যা সকাম কর্মের দ্বারা লাভ করা যায় না; **অথ**—তারপর; **অঙ্ঘ্রয়ে**—শ্রীপাদপদ্মে; **প্রোন্নমিতায়**—প্রণাম করেছিলেন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **উপাহরৎ**—পূজা করেছিলেন; **পদ্ম-ভবঃ**—ব্রহ্মা; **অর্হণ-উদকম্**—পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করেছিলেন; **সমর্চ্য**—পূজা করে; **ভক্ত্যা**—ভক্তিপূর্বক; **অভ্যগৃণাৎ**—তাঁকে প্রসন্ন করেছিলেন; **শুচি-শ্রবাঃ**—পরম প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ; **যৎ-নাভি-পঙ্কেরুহ-সম্ভবঃ স্বয়ম্**—ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই ব্রহ্মা।

অনুবাদ

তখন যম, নিয়ম, ন্যায় শাস্ত্র, ইতিহাস, শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি গ্রন্থ, পুরাণ, সংহিতা, বেদ, আয়ুর্বেদাদি উপবেদে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ মহাত্মাগণ, এবং যাঁরা যোগবায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নির বলে কর্মফল দগ্ধ করেছেন, সেই সমস্ত পুরুষগণ, অন্যান্য সত্যলোকবাসীগণ যাঁরা শ্রীহরির সেই পাদপদ্মের স্মরণ করার ফলে কর্মফলের দ্বারা অলভ্য এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই শ্রীহরির পাদপদ্ম বন্দনা করতে লাগলেন। তারপর ব্রহ্মা ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত বিষ্ণুর পাদপদ্মের উদ্দেশ্যে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করলেন এবং ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল সেই ব্রহ্মা ভক্তিভরে বিষ্ণুর অর্চনা করে স্তব করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪

ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদুরুক্রমস্য
পাদাবনেজনপবিত্রতয়া নরেন্দ্র ।
স্বর্ধুন্যভূন্নভসি সা পততী নিমার্ষ্টি
লোকত্রয়ং ভগবতো বিশদেব কীর্তিঃ ॥ ৪ ॥

ধাতুঃ—ব্রহ্মার; **কমণ্ডলু-জলম্**—কমণ্ডলুর জল; **তৎ**—তা; **উরুক্রমস্য**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পাদ-অবনেজন-পবিত্রতয়া**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল ধৌত করার ফলে পবিত্র; **নর-ইন্দ্র**—হে রাজন্; **স্বর্ধুনী**—স্বর্গ নদী; **অভূৎ**—হয়েছিল; **নভসি**—আকাশে;

সা—সেই জল; **পততী**—প্রবাহিত হয়ে; **নিমার্ষ্টি**—পবিত্র করে; **লোক-ত্রয়ম্**—ত্রিলোক; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **বিশদা**—এতই পবিত্র; **ইব**—ঠিক যেমন; **কীর্তিঃ**—মহিমান্বিত কার্যকলাপ।

অনুবাদ

হে রাজন্, ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জল উরুক্রম বামনদেবের পাদপদ্ম ধৌত করে অত্যন্ত পবিত্র হওয়ায় স্বর্ধুনীরূপে পরিণত হয়েছিল। সেই নদী আকাশে প্রবাহিত হয়ে ভগবানের বিমল কীর্তির মতো ত্রিলোক পবিত্র করছে।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রহ্মা যখন তাঁর কমণ্ডলুর জলের দ্বারা ভগবান বামনদেবের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করেছিলেন, তখন গঙ্গা প্রবাহিত হতে শুরু করে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* পঞ্চম স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বামনদেবের বাম পা যখন ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ করেছিল, তখন কারণ-সমুদ্রের জল জগতে প্রবাহিত হতে থাকে এবং তা হচ্ছে গঙ্গা। অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারায়ণ স্বয়ং গঙ্গাজলরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব গঙ্গার জল তিন প্রকার দিব্য জলের মিলন, এবং তাই গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিবরণ প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৫

ব্রহ্মাদয়ো লোকনাথাঃ স্বনাথায় সমাদৃতাঃ ।
সানুগা বলিমাজহ্রুঃ সংক্ষিপ্তাত্মবিভূতয়ে ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাদয়ঃ—ব্রহ্মা আদি মহাপুরুষগণ; **লোক-নাথাঃ**—লোকপালগণ; **স্ব-নাথায়**—তাঁদের পরম প্রভুকে; **সমাদৃতাঃ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **স-অনুগাঃ**—তাঁদের অনুগামীগণ সহ; **বলিম্**—পূজার বিবিধ উপকরণ; **আজহ্রুঃ**—সংগ্রহ করেছিলেন; **সংক্ষিপ্ত-আত্ম-বিভূতয়ে**—যিনি তাঁর ঐশ্বর্য বিস্তার করেছিলেন কিন্তু এখন বামনরূপে ক্ষুদ্র আকৃতি ধারণ করেছেন সেই ভগবানকে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা এবং বিভিন্ন লোকের সমস্ত লোকপালগণ তাঁদের পরম প্রভু বামনদেবের পূজা করতে শুরু করেছিলেন, যিনি তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপকে ছোট করে তাঁর আদি রূপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাঁর পূজার জন্য সমস্ত উপচার সংগ্রহ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বামনদেব প্রথমে নিজেকে তাঁর বিরাটরূপে বিস্তার করেছিলেন এবং তারপর পূর্বের মতো বামনরূপ ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মতো আচরণ করেছিলেন, যিনি প্রথমে অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করার পর তাঁর আদি কৃষ্ণরূপ গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু তাঁর স্বরূপে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। ভক্তের ক্ষমতা অনুসারে ভগবান বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন যাতে তাঁর ভক্ত তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন। এটিই তাঁর অহৈতুকী কৃপা। ভগবান বামনদেব যখন তাঁর আদি রূপ গ্রহণ করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা এবং তাঁর পার্ষদেরা তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর পূজার বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন।

শ্লোক ৬-৭

তোয়ৈঃ সমর্হণৈঃ স্রগ্‌ভির্দিব্যগন্ধানুলেপনৈঃ ।
ধূপৈর্দীপৈঃ সুরভিভির্লাজাক্ষতফলাঙ্কুরৈঃ ॥ ৬ ॥
স্তবনৈর্জয়শব্দৈশ্চ তদ্বীর্যমহিমাঙ্কিতৈঃ ।
নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ॥ ৭ ॥

তোয়ৈঃ—শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করার এবং স্নান করার জলের দ্বারা; **সমর্হণৈঃ**—পাদ্য, অর্ঘ্য আদি ভগবানের পূজার উপকরণের দ্বারা; **স্রগ্‌ভিঃ**—ফুলমালার দ্বারা; **দিব্য-গন্ধ-অনুলেপনৈঃ**—ভগবান বামনদেবের শ্রীঅঙ্গে অনুলেপন করার জন্য অগুরু, চন্দন আদি দিব্য গন্ধদ্রব্যের দ্বারা; **ধূপৈঃ**—ধূপের দ্বারা; **দীপৈঃ**—দীপের দ্বারা; **সুরভিভিঃ**—অত্যন্ত সুগন্ধিত; **লাজ**—খই; **অক্ষত**—অক্ষত শস্যের দ্বারা; **ফল**—ফলের দ্বারা; **অঙ্কুরৈঃ**—অঙ্কুরের দ্বারা; **স্তবনৈঃ**—স্তবের দ্বারা; **জয়-শব্দৈঃ**—জয়ধ্বনির দ্বারা; **চ**—ও; **তৎ-বীর্য-মহিমা-অঙ্কিতৈঃ**—ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক; **নৃত্য-বাদিত্র-গীতৈঃ চ**—নৃত্য, বাদ্যধ্বনি এবং সঙ্গীতের দ্বারা; **শঙ্খ**—শঙ্খধ্বনির; **দুন্দুভি**—দুন্দুভির; **নিঃস্বনৈঃ**—ধ্বনির দ্বারা।

অনুবাদ

তাঁরা সুগন্ধি ফুল, জল, পাদ্য, অর্ঘ্য, অগুরু-চন্দন অনুলেপন, ধূপ, দীপ, খই, অক্ষত শস্য, ফল, অঙ্কুর, ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক স্তব, জয়ধ্বনি, নৃত্য, বাদ্য, গীত, শঙ্খ এবং দুন্দুভির ধ্বনি সহকারে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ৮

জাম্ববানৃক্ষরাজস্তু ভেরীশব্দৈর্মনোজবঃ ।
বিজয়ং দিক্ষু সর্বাসু মহোৎসবমঘোষয়ৎ ॥ ৮ ॥

জাম্ববান্—জাম্ববান; **ঋক্ষরাজঃ তু**—ভল্লুকরাজও; **ভেরী-শব্দৈঃ**—ভেরীর শব্দের দ্বারা; **মনঃ-জবঃ**—মনের আনন্দে; **বিজয়ম্**—বিজয়; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **সর্বাসু**—সর্বত্র; **মহা-উৎসবম্**—মহোৎসব; **অঘোষয়ৎ**—ঘোষণা করেছিলেন।

অনুবাদ

ঋক্ষরাজ জাম্ববানও তখন সেই উৎসবে সমাগত হয়ে ভেরীর শব্দে সর্বদিকে ভগবান বামনদেবের বিজয় ঘোষণা করেছিলেন।

শ্লোক ৯

মহীং সর্বাং হৃতাং দৃষ্ট্বা ত্রিপদব্যাজযাচ্ঞয়া ।
ঊচুঃ স্বভর্তুরসুরা দীক্ষিতস্যাত্যমর্ষিতাঃ ॥ ৯ ॥

মহীম্—ভূমি; **সর্বাম্**—সমস্ত; **হৃতাম্**—অপহৃত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ত্রিপদ-ব্যাজ-যাচ্ঞয়া**—ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করার দ্বারা; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **স্বভর্তুঃ**—তাদের প্রভুর; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **দীক্ষিতস্য**—সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দৃঢ়সঙ্কল্প বলি মহারাজের, **অতি**—অত্যন্ত; **অমর্ষিতাঃ**—যাঁদের জন্য এই কার্য অসহ্য ছিল।

অনুবাদ

বলি মহারাজের অনুগামী অসুরেরা যখন দেখল, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দৃঢ়সঙ্কল্প তাদের প্রভুর সর্বস্ব ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষার অছিলায় বামনদেব অপহরণ করেছেন, তখন তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগল।

শ্লোক ১০

ন বায়ং ব্রহ্মবন্ধুর্বিষ্ণুর্মায়াবিনাং বরঃ ।
দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নো দেবকার্যং চিকীর্ষতি ॥ ১০ ॥

ন—না; **বা**—অথবা; **অয়ম্**—এই; **ব্রহ্ম-বন্ধুঃ**—ব্রাহ্মণরূপী বামনদেব; **বিষ্ণুঃ**—বিষ্ণু স্বয়ং; **মায়াবিনাম্**—সমস্ত ছলনাকারীদের মধ্যে; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **দ্বিজ-রূপ**—ব্রাহ্মণরূপ

ধারণ করে; **প্রতিচ্ছন্নঃ**—প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণকারী; **দেব-কার্যম্**—দেবতাদের স্বার্থে; **চিকীর্ষতি**—চেষ্টা করছে।

অনুবাদ

"এই বামন নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নয়, এ মায়াবীশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু। ব্রাহ্মণবেশে তার স্বরূপ গোপন করে সে দেবতাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে।

শ্লোক ১১

অনেন যাচমানেন শত্রুণা বটুরূপিণা ।
সর্বস্বং নো হৃতং ভর্তুর্ন্যস্তদণ্ডস্য বর্হিষি ॥ ১১ ॥

অনেন—এঁর দ্বারা; **যাচমানেন**—ভিক্ষুক; **শত্রুণা**—শত্রুর দ্বারা; **বটু-রূপিণা**—ব্রহ্মচারী বালকের বেশে; **সর্বস্বম্**—সর্বস্ব; **নঃ**—আমাদের; **হৃতম্**—অপহরণ করেছে; **ভর্তুঃ**—আমাদের প্রভুর; **ন্যস্ত**—পরিত্যাগ করেছেন; **দণ্ডস্য**—দণ্ডদান করার ক্ষমতা; **বর্হিষি**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ব্রত গ্রহণ করার ফলে।

অনুবাদ

"আমাদের প্রভু বলি মহারাজ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য তাঁর দণ্ডদানের ক্ষমতা পরিত্যাগ করেছেন। সেই সুযোগে আমাদের চিরশত্রু বিষ্ণু ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকবেশে তাঁর সর্বস্ব হরণ করেছে।

শ্লোক ১২

সত্যব্রতস্য সততং দীক্ষিতস্য বিশেষতঃ ।
নানৃতং ভাষিতুং শক্যং ব্রহ্মণ্যস্য দয়াবতঃ ॥ ১২ ॥

সত্য-ব্রতস্য—সত্যব্রত বলি মহারাজের; **সততম্**—সর্বদা; **দীক্ষিতস্য**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দীক্ষিত; **বিশেষতঃ**—বিশেষভাবে; **ন**—না; **অনৃতম্**—অসত্য; **ভাষিতুম্**—বলার জন্য; **শক্যম্**—সমর্থ; **ব্রহ্মণ্যস্য**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি বা ব্রাহ্মণকে; **দয়া-বতঃ**—দয়াবান।

অনুবাদ

"আমাদের প্রভু বলি মহারাজ সর্বদাই সত্যব্রত, বিশেষ করে এখন, যেহেতু তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হয়েছেন। তিনি সর্বদাই ব্রাহ্মণদের হিতকারী এবং দয়াবান, তিনি কখনই মিথ্যা কথা বলতে পারেন না।

শ্লোক ১৩

তস্মাদস্য বধো ধর্মো ভর্তুঃ শুশ্রূষণং চ নঃ ।
ইত্যায়ুধানি জগৃহুর্বলেরনুচরাসুরাঃ ॥ ১৩ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **অস্য**—এই ব্রহ্মচারী বামনদেবের; **বধঃ**—বধ; **ধর্মঃ**—আমাদের কর্তব্য; **ভর্তুঃ**—আমাদের প্রভুর; **শুশ্রূষম্ চ**—এবং সেবা করার উপায়ও; **নঃ**—আমাদের; **ইতি**—এইভাবে; **আয়ুধানি**—সর্বপ্রকার অস্ত্র; **জগৃহুঃ**—গ্রহণ করেছিল; **বলেঃ**—বলি মহারাজের; **অনুচর**—অনুচরগণ; **অসুরাঃ**—সমস্ত অসুরেরা।

অনুবাদ

"তাই আমাদের কর্তব্য এই বামনরূপী বিষ্ণুকে বধ করা। এটিই আমাদের ধর্ম এবং আমাদের প্রভুর সেবা করার উপায়।" এইভাবে সঙ্কল্প করে বলি মহারাজের অনুচর অসুরেরা বামনদেবকে বধ করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করেছিল।

শ্লোক ১৪

তে সর্বে বামনং হন্তুং শূলপট্টিশপাণয়ঃ ।
অনিচ্ছন্তো বলে রাজন্ প্রাদ্রবঞ্জাতমন্যবঃ ॥ ১৪ ॥

তে—অসুরেরা; **সর্বে**—তারা সকলে; **বামনম্**—ভগবান বামনদেবকে; **হন্তুম্**—হত্যা করার জন্য; **শূল**—শূল; **পট্টিশ**—ভল্ল; **পাণয়ঃ**—হাতে নিয়ে; **অনিচ্ছন্তঃ**—ইচ্ছার বিরুদ্ধে; **বলেঃ**—বলি মহারাজের; **রাজন্**—হে রাজন্; **প্রাদ্রবন্**—এগিয়ে গিয়েছিল; **জাত-মন্যবঃ**—ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন্, স্বভাবত ক্রুদ্ধ অসুরেরা উত্তেজিত হয়ে তাদের শূল, ভল্ল আদি অস্ত্র হাতে নিয়ে বলি মহারাজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবান বামনদেবকে বধ করার জন্য ধাবিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৫

তানভিদ্রবতো দৃষ্ট্বা দিতিজানীকপান্ নৃপ ।
প্রহস্যানুচরা বিষ্ণোঃ প্রত্যষেধন্নুদায়ুধাঃ ॥ ১৫ ॥

তান্—তাদের; **অভিদ্রবতঃ**—ধাবিত হতে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **দিতিজ-অনীক-পান্**—দৈত্যসৈন্যদের; **নৃপ**—হে রাজন্; **প্রহস্য**—হেসে; **অনুচরাঃ**—অনুচরগণ; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **প্রত্যষেধন্**—নিষেধ করেছিলেন; **উদায়ুধাঃ**—তাদের অস্ত্র উদ্যত করে।

অনুবাদ

হে রাজন্, হিংসা-পরায়ণ হয়ে দৈত্যসৈন্যদের আসতে দেখে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অনুচরেরা হেসেছিলেন। তাঁদের অস্ত্র উদ্যত করে তাঁরা দৈত্যদের নিষেধ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬-১৭

নন্দঃ সুনন্দোঽথ জয়ো বিজয়ঃ প্রবলো বলঃ ।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ বিষ্বক্‌সেনঃ পতত্রিরাট্ ॥ ১৬ ॥
জয়ন্তঃ শ্রুতদেবশ্চ পুষ্পদন্তোঽথ সাত্বতঃ ।
সর্বে নাগাযুতপ্রাণাশ্চমূং তে জঘ্নুরাসুরীম্ ॥ ১৭ ॥

নন্দঃ সুনন্দঃ—নন্দ, সুনন্দ প্রমুখ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণ; **অথ**—এইভাবে; **জয়ঃ বিজয়ঃ প্রবলঃ বলঃ কুমুদঃ কুমুদাক্ষঃ চ বিষ্বক্‌সেনঃ**—এবং জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ এবং বিষ্বক্‌সেন; **পতত্রি-রাট্**—পক্ষীরাজ গরুড়; **জয়ন্তঃ শ্রুত দেবঃ চ পুষ্পদন্তঃ অথ সাত্বতঃ**—জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত এবং সাত্বত; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **নাগ-অযুত-প্রাণাঃ**—দশ সহস্র হস্তীর মতো বলবান; **চমূম্**—দৈত্যসৈন্য; **তে**—তাঁরা; **জঘ্নুঃ**—হত্যা করেছিলেন; **আসুরীম্**—আসুরিক।

অনুবাদ

অযুত হস্তীতুল্য বলশালী ভগবৎ-পার্ষদ নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্‌সেন, পতত্রিরাট্ (গরুড়), জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত এবং সাত্বত অসুর-সৈন্যদের বিনাশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

হন্যমানান্ স্বকান্ দৃষ্ট্বা পুরুষানুচরৈর্বলিঃ ।
বারয়ামাস সংরব্ধান্ কাব্যশাপমনুস্মরন্ ॥ ১৮ ॥

হন্যমানান্—নিহত হয়ে; **স্বকান্**—তাঁর সৈন্যদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পুরুষ-অনুচরৈঃ**—ভগবৎ-পার্ষদদের দ্বারা; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **বারয়াম্ আস**—নিষেধ করেছিলেন; **সংরব্ধান্**—তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেও; **কাব্য-শাপম্**—শুক্রাচার্যের অভিশাপ; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

বলি মহারাজ যখন দেখলেন, তাঁর সৈন্যেরা বিষ্ণুর পার্ষদদের দ্বারা নিহত হচ্ছে, তখন তিনি শুক্রাচার্যের অভিশাপ স্মরণ করে তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

হে বিপ্রচিত্তে হে রাহো হে নেমে শ্রূয়তাং বচঃ ।
মা যুধ্যত নিবর্তধ্বং ন নঃ কালোঽয়মর্থকৃৎ ॥ ১৯ ॥

হে বিপ্রচিত্তে—হে বিপ্রচিত্তি; **হে রাহো**—হে রাহু; **হে নেমে**—হে নেমি; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ কর; **বচঃ**—আমার বাক্য; **মা**—কোর না; **যুধ্যত**—যুদ্ধ; **নিবর্তধ্বম্**—এই যুদ্ধ বন্ধ কর; **ন**—না; **নঃ**—আমাদের; **কালঃ**—অনুকূল সময়; **অয়ম্**—এই; **অর্থ-কৃৎ**—সাফল্যপ্রদ।

অনুবাদ

হে বিপ্রচিত্তি, হে রাহু, হে নেমি, তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। এক্ষুণি যুদ্ধ বন্ধ কর, কারণ বর্তমান কাল আমাদের অনুকূল নয়।

শ্লোক ২০

যঃ প্রভুঃ সর্বভূতানাং সুখদুঃখোপপত্তয়ে ।
তং নাতিবর্তিতুং দৈত্যাঃ পৌরুষৈরীশ্বরঃ পুমান্ ॥ ২০ ॥

যঃ প্রভুঃ—যে পরম পুরুষ; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **সুখ-দুঃখ-উপপত্তয়ে**—সুখ এবং দুঃখ প্রদান করার জন্য; **তম্**—তাঁকে; **ন**—না; **অতি-বর্তিতুম্**—লঙ্ঘন করার জন্য; **দৈত্যাঃ**—হে দৈত্যগণ; **পৌরুষৈঃ**—পুরুষকারের দ্বারা; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **পুমান্**—পুরুষ।

অনুবাদ

হে দৈত্যগণ, যিনি সমস্ত জীবের সুখ এবং দুঃখ প্রদানকারী সেই ভগবানকে কেউই পৌরুষের দ্বারা পরাস্ত করতে পারে না।

শ্লোক ২১

যো নো ভবায় প্রাগাসীদভবায় দিবৌকসাম্ ।
স এব ভগবানদ্য বর্ততে তদ্বিপর্যয়ম্ ॥ ২১ ॥

যঃ—ভগবানের প্রতিনিধি কাল; **নঃ**—আমাদের; **ভবায়**—শুভজনক; **প্রাক্**—পূর্বে; **আসীৎ**—ছিলেন; **অভবায়**—পরাজয়ের জন্য; **দিবৌকসাম্**—দেবতাদের; **সঃ**—সেই কাল; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—পরম পুরুষের প্রতিনিধি; **অদ্য**—আজ; **বর্ততে**—বিরাজ করেন; **তৎ-বিপর্যয়ম্**—আমাদের পক্ষের বিপরীত।

অনুবাদ

ভগবানের প্রতিনিধি কাল, যিনি পূর্বে আমাদের অনুকূল ছিলেন এবং দেবতাদের প্রতিকূল ছিলেন, সেই কাল এখন আমাদের বিপরীত হয়েছেন।

শ্লোক ২২

বলেন সচিবৈর্বুদ্ধ্যা দুর্গৈর্মন্ত্রৌষধাদিভিঃ ।
সামাদিভিরুপায়ৈশ্চ কালং নাত্যেতি বৈ জনঃ ॥ ২২ ॥

বলেন—বলের দ্বারা; **সচিবৈঃ**—মন্ত্রীদের পরামর্শের দ্বারা; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **দুর্গৈঃ**—দুর্গের দ্বারা; **মন্ত্র-ঔষধ-আদিভিঃ**—মন্ত্র এবং ঔষধির দ্বারা; **সাম-আদিভিঃ**—সাম, দান আদি কূটনৈতিক উপায়ের দ্বারা; **উপায়ৈঃ চ**—এই প্রকার অন্য উপায়ের দ্বারা; **কালম্**—ভগবানের প্রতিনিধি কাল; **ন**—কখনই না; **অত্যেতি**—অতিক্রম করতে পারে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **জনঃ**—কোন ব্যক্তি।

অনুবাদ

কোন জীবই বল, মন্ত্রীদের পরামর্শ, বুদ্ধি, রাজনীতি, দুর্গ, মন্ত্র, ঔষধি অথবা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা ভগবানের প্রতিনিধি কালকে অতিক্রম করতে পারে না।

শ্লোক ২৩

ভবদ্ভির্নির্জিতা হ্যেতে বহুশোঽনুচরা হরেঃ ।
দৈবেনর্দ্ধৈস্ত এবাদ্য যুধি জিত্বা নদন্তি নঃ ॥ ২৩ ॥

ভবদ্ভিঃ—তোমাদের দ্বারা; **নির্জিতাঃ**—পরাজিত হয়েছে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতে**—এই সমস্ত দেবসৈন্যেরা; **বহুশঃ**—বহুসংখ্যক; **অনুচরাঃ**—অনুচরগণ; **হরেঃ**—ভগবান বিষ্ণু; **দৈবেন**—দৈববশত; **ঋদ্ধৈঃ**—বর্ধিত ঐশ্বর্য; **তে**—তাঁরা (দেবতারা); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অদ্য**—আজ; **যুধি**—যুদ্ধে; **জিত্বা**—পরাজিত করে; **নদন্তি**—আনন্দে গর্জন করছে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

পূর্বে দৈববলে বলীয়ান হয়ে তোমরা বহুবার বিষ্ণুর এই সমস্ত অনুচরদের যুদ্ধে পরাজিত করেছ, আজ তারাই যুদ্ধে আমাদের পরাজিত করে সিংহনাদ করছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় জয় অথবা পরাজয়ের পাঁচটি কারণের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পাঁচটি কারণের মধ্যে দৈব হচ্ছে সব চাইতে বলবান (*ন চ দৈবাৎ পরং বলম্*)। বলি মহারাজ জানতেন যে, পূর্বে দৈব তাঁর অনুকূল ছিল বলে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। এখন, দৈব তাঁর অনুকূল না হওয়ায় জয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে তাঁর অনুচরদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

এতান্ বয়ং বিজেষ্যামো যদি দৈবং প্রসীদতি ।
তস্মাৎ কালংপ্রতীক্ষধ্বং যো নোঽর্থত্বায় কল্পতে ॥ ২৪ ॥

এতান্—এই সমস্ত দেবসৈন্যেরা; **বয়ম্**—আমরা; **বিজেষ্যামঃ**—তাদের পরাজিত করব; **যদি**—যদি; **দৈবম্**—দৈব; **প্রসীদতি**—অনুকূল হয়; **তস্মাৎ**—অতএব; **কালম্**—সেই অনুকূল কাল; **প্রতীক্ষধ্বম্**—প্রতীক্ষা করব; **যঃ**—যা; **নঃ**—আমাদের; **অর্থত্বায় কল্পতে**—আমাদের অনুকূল বলে মনে করব।

অনুবাদ

দৈব যদি আমাদের অনুকূল হয়, তা হলে আমরা আবার তাদের পরাজিত করতে পারব। অতএব সেই অনুকূল কালের জন্য প্রতীক্ষা করা কর্তব্য।

শ্লোক ২৫

শ্রীশুক উবাচ

পত্যুর্নিগদিতং শ্রুত্বা দৈত্যদানবযূথপাঃ ।
রসাং নির্বিবিশূ রাজন্ বিষ্ণুপার্ষদতাড়িতাঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **পত্যুঃ**—তাদের প্রভু বলি মহারাজের; **নিগদিতম্**—এইভাবে যা বর্ণনা করা হয়েছে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **দৈত্য-দানব-যূথপাঃ**—দৈত্য এবং দানব যূথপতিগণ; **রসাম্**—রসাতলে; **নির্বিবিশুঃ**—প্রবেশ করেছিল; **রাজন্**—হে রাজন্; **বিষ্ণু-পার্ষদ**—বিষ্ণুর পার্ষদদের দ্বারা; **তাড়িতাঃ**—বিতাড়িত হয়ে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, বিষ্ণুর অনুচরদের দ্বারা বিতাড়িত দৈত্য-দানবযূথপতিরা তাদের প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ করে রসাতলে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ২৬

অথ তার্ক্ষ্যসুতো জ্ঞাত্বা বিরাট্ প্রভুচিকীর্ষিতম্ ।
ববন্ধ বারুণৈঃ পাশৈর্বলিং সূত্যেহহনি ক্রতৌ ॥ ২৬ ॥

অথ—তারপর; **তার্ক্ষ্য-সুতঃ**—গরুড়; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **বিরাট্**—পক্ষীরাজ; **প্রভু-চিকীর্ষিতম্**—বামনদেবরূপী ভগবান বিষ্ণুর অভিলাষ; **ববন্ধ**—বন্ধন করেছিলেন; **বারুণৈঃ**—বরুণের; **পাশৈঃ**—পাশের দ্বারা; **বলিম্**—বলিকে; **সূত্যে**—যখন সোমরস পান করা হয়; **অহনি**—সেই দিন; **ক্রতৌ**—যজ্ঞের সময়।

অনুবাদ

তারপর যজ্ঞান্তে সোমরস পানের দিন পক্ষীরাজ গরুড় তাঁর প্রভুর অভিলাষ বুঝতে পেরে, বরুণ পাশের দ্বারা বলি মহারাজকে বন্ধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের নিত্য সহচর গরুড় ভগবানের গূঢ় অভিলাষ বুঝতে পারেন। বলি মহারাজের সহিষ্ণুতা এবং ভক্তি নিঃসন্দেহে অতুলনীয় ছিল। সারা জগতে বলি মহারাজের সহিষ্ণুতার মাহাত্ম্য ঘোষণা করার জন্য গরুড় তাঁকে বন্ধন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

হাহাকারো মহানাসীদ্ রোদস্যোঃ সর্বতোদিশম্ ।
নিগৃহ্যমাণেঽসুরপতৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২৭ ॥

হাহা-কারঃ—বিলাপের ধ্বনি; **মহান্**—অত্যন্ত; **আসীৎ**—হয়েছিল; **রোদস্যোঃ**—ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন উভয় লোকে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **দিশম্**—সর্বদিকে; **নিগৃহ্যমাণে**—বন্দী করা হলে; **অসুর-পতৌ**—অসুরপতি বলি মহারাজ যখন; **বিষ্ণুনা**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা; **প্রভবিষ্ণুনা**—যিনি সর্বত্র অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

সর্বোত্তম প্রভাবশালী ভগবান বিষ্ণু যখন এইভাবে বলি মহারাজকে বন্ধন করলেন, তখন ঊর্ধ্ব এবং অধঃলোকের সমস্ত দিকে এক মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

তং বদ্ধং বারুণৈঃ পাশৈর্ভগবানাহ বামনঃ ।
নষ্টশ্রিয়ং স্থিরপ্রজ্ঞমুদারযশসং নৃপ ॥ ২৮ ॥

তম্—তাঁকে; **বদ্ধম্**—যাঁকে এইভাবে বন্দী করা হয়েছিল; **বারুণৈঃ পাশৈঃ**—বরুণপাশের দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **আহ**—বলেছিলেন; **বামনঃ**—বামনদেব; **নষ্ট-শ্রিয়ম্**—দেহের দীপ্তিহীন বলি মহারাজকে; **স্থির-প্রজ্ঞম্**—কিন্তু যিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচলিত ছিলেন; **উদার-যশসম্**—অত্যন্ত উদার এবং যশস্বী; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, ভগবান বামনদেব তখন বরুণপাশে আবদ্ধ নষ্টশ্রী অথচ স্থিরবুদ্ধি, উদার এবং যশস্বী বলি মহারাজকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন তার সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে ভ্রষ্ট হয়, তখন তার দেহের কান্তিও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কিন্তু বলি মহারাজ তাঁর সব কিছু হারালেও ভগবান বামনদেবের সন্তুষ্টি বিধানে তাঁর সঙ্কল্প অবিচলিত ছিল। *ভগবদ্গীতায়* এই প্রকার ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ

বলা হয়েছে। মায়া নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা এবং বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করলেও শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবানের সেবা থেকে বিচ্যুত হন না। সাধারণত যারা ধনবান এবং ঐশ্বর্যশালী তারাই বিখ্যাত হয়, কিন্তু বলি মহারাজ তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হলেও চিরস্থায়ী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এটিই ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা। ভগবান বলেছেন, *যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ*। ভগবান তাঁর বিশেষ কৃপার প্রথম প্রকাশরূপে তাঁর ভক্তের সমস্ত সম্পদ হরণ করে নেন। ভক্ত কিন্তু এই প্রকার ক্ষতিতে কখনও বিচলিত হন না। তিনি তাঁর সেবা করে যান এবং ভগবান তাঁকে আশাতীতভাবে পুরস্কৃত করেন।

শ্লোক ২৯

পদানি ত্রীণি দত্তানি ভূমের্মহ্যং ত্বয়াসুর ।
দ্বাভ্যাং ক্রান্তা মহী সর্বা তৃতীয়মুপকল্পয় ॥ ২৯ ॥

পদানি—পদ; **ত্রীণি**—তিন; **দত্তানি**—দান করেছ; **ভূমেঃ**—ভূমি; **মহ্যম্**—আমাকে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অসুর**—হে অসুররাজ; **দ্বাভ্যাম্**—দুই পদক্ষেপের দ্বারা; **ক্রান্তা**—অধিকৃত হয়েছে; **মহী**—সমস্ত ভূমি; **সর্বা**—পূর্ণরূপে; **তৃতীয়ম্**—তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য; **উপকল্পয়**—উপায় নির্ধারণ কর।

অনুবাদ

হে দৈত্যরাজ, তুমি আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, কিন্তু আমি দুই পদেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করেছি। এখন আমার তৃতীয় পদ কোথায় স্থাপন করব তা তুমি স্থির কর।

শ্লোক ৩০

যাবৎ তপত্যসৌ গোভির্যাবদিন্দুঃ সহোডুভিঃ ।
যাবদ্ বর্ষতি পর্জন্যস্তাবতী ভূরিয়ং তব ॥ ৩০ ॥

যাবৎ—যতখানি; **তপতি**—তাপিত করে; **অসৌ**—সূর্য; **গোভিঃ**—সূর্যকিরণের দ্বারা; **যাবৎ**—যতক্ষণ বা যতদূর; **ইন্দুঃ**—চন্দ্র; **সহ-উডুভিঃ**—অন্য জ্যোতিষ্ক এবং তারকারাজির দ্বারা; **যাবৎ**—যতদূর; **বর্ষতি**—বর্ষণ করে; **পর্জন্যঃ**—মেঘ; **তাবতী**—ততদূর; **ভূঃ**—ভূমি; **ইয়ম্**—এই; **তব**—তোমার অধিকার।

অনুবাদ

নক্ষত্রগণ সহ সূর্য ও চন্দ্র যতদূর কিরণ বিতরণ করে এবং যতদূর মেঘ বারি বর্ষণ করে, ব্রহ্মাণ্ডের সেই সমস্ত ভূমি তোমার অধিকারে রয়েছে।

শ্লোক ৩১

পদৈকেন ময়াক্রান্তো ভূর্লোকঃ খং দিশস্তনোঃ ।
স্বর্লোকস্তে দ্বিতীয়েন পশ্যতস্তে স্বমাত্মনা ॥ ৩১ ॥

পদা-একেন—কেবল এক পদের দ্বারা; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আক্রান্তঃ**—আবৃত হয়েছে; **ভূর্লোকঃ**—সমগ্র ভূর্লোক; **খম্**—আকাশ; **দিশঃ**—এবং সমস্ত দিক; **তনোঃ**—আমার শরীরের দ্বারা; **স্বর্লোকঃ**—স্বর্গলোক; **তে**—তোমার অধিকারে; **দ্বিতীয়েন**—দ্বিতীয় পদের দ্বারা; **পশ্যতঃ তে**—তুমি যখন দেখছিলে; **স্বম্**—তোমার নিজের; **আত্মনা**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

তোমার অধিকৃত ভূমির মধ্যে আমি এক পদবিন্যাসের দ্বারা ভূর্লোক অধিকার করেছি এবং আমার শরীরের দ্বারা সমগ্র আকাশ ও সমস্ত দিক অধিকার করেছি, এবং তোমার উপস্থিতিতে আমার দ্বিতীয় পদবিন্যাসের দ্বারা আমি স্বর্গলোক অধিকার করেছি।

তাৎপর্য

বৈদিক বর্ণনা অনুসারে সমস্ত গ্রহগুলি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে। সূর্য, চন্দ্র এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি আদি অন্য আরও পাঁচটি গ্রহ ক্রমশ ঊর্ধ্বভাগে অবস্থিত। বামনদেব কিন্তু তাঁর শরীর বিস্তার করে এবং পদবিন্যাসের দ্বারা সমস্ত লোক অধিকার করে নিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

প্রতিশ্রুতমদাতুস্তে নিরয়ে বাস ইষ্যতে ।
বিশ ত্বং নিরয়ং তস্মাদ্ গুরুণা চানুমোদিতঃ ॥ ৩২ ॥

প্রতিশ্রুতম্—প্রতিশ্রুতি দিয়ে; **অদাতুঃ**—দিতে না পারায়; **তে**—তোমার; **নিরয়ে**—নরকে; **বাসঃ**—বাসস্থান; **ইষ্যতে**—শাস্ত্রসম্মত; **বিশ**—এখন প্রবেশ কর; **ত্বম্**—তুমি;

নিরয়ম্—পাতালে; **তস্মাৎ**—অতএব; **গুরুণা**—তোমার গুরুদেবের দ্বারা; **চ**—ও; **অনুমোদিতঃ**—অনুমোদিত।

অনুবাদ

তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে দান না করতে পারায়, তোমার পাতালে বাসই শাস্ত্রসম্মত। অতএব, তোমার গুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশ অনুসারে তুমি পাতালে গিয়ে বাস কর।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে—

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

"ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তেরা কখনও জীবনের কোন অবস্থা থেকেই ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তেরা কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহশীল।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮) নারায়ণের সেবায় যুক্ত ভক্ত সর্বদাই সমদর্শী। ভক্ত চিন্ময় স্তরে বিরাজ করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তিনি নরকে গেছেন অথবা স্বর্গে গেছেন, কিন্তু তিনি তাদের কোনটিতেই বাস করেন না; পক্ষান্তরে তিনি সর্বদা বৈকুণ্ঠলোকে বাস করেন (*সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। বামনদেব বলি মহারাজকে পাতালে যেতে বলেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে যে তিনি সারা জগৎকে দেখাতে চেয়েছিলেন বলি মহারাজ কত সহিষ্ণু ছিলেন, এবং তিনি কোন অবস্থাতেই ভগবানের আদেশ পালন করতে ইতস্তত করেননি। ভক্ত কখনও একা থাকেন না। প্রকৃতপক্ষে সকলেই ভগবানের সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু ভক্ত যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই তিনি কখনও জাগতিক পরিস্থিতিতে থাকেন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—*কীটজন্ম হও যথা তুয়া দাস*। তিনি প্রার্থনা করেছেন, ভক্তসঙ্গে যেন একটি নগণ্য কীটরূপেও তাঁর জন্ম হয়। ভক্তেরা যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই যাঁরা তাঁদের সঙ্গে থাকেন, তাঁরাও বৈকুণ্ঠে বাস করেন।

শ্লোক ৩৩

বৃথা মনোরথস্তস্য দূরঃ স্বর্গঃ পতত্যধঃ ।
প্রতিশ্রুতস্যাদানেন যোঽর্থিনং বিপ্রলম্ভতে ॥ ৩৩ ॥

বৃথা—কোন সুফল রহিত; **মনোরথঃ**—মনোভিলাষ; **তস্য**—তার; **দূরঃ**—দূরে; **স্বর্গঃ**—স্বর্গলোকে উন্নতি; **পততি**—পতিত হয়; **অধঃ**—নারকীয় পরিস্থিতিতে; **প্রতিশ্রুতস্য**—প্রতিশ্রুত বস্তু; **অদানেন**—দান করতে অসমর্থ হয়ে; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **অর্থিনম্**—প্রার্থী; **বিপ্রলম্ভতে**—প্রতারণা করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান না করে যাচককে বঞ্চিত করে, তার স্বর্গে উন্নীত হওয়া অথবা মনোবাসনা পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, সে নরকে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৩৪

বিপ্রলব্ধো দদামীতি ত্বয়াহং চাঢ্যমানিনা ।
তদ্ ব্যলীকফলং ভুঙ্ক্ষ্ব নিরয়ং কতিচিৎ সমাঃ ॥ ৩৪ ॥

বিপ্রলব্ধঃ—এখন আমি প্রতারিত হয়েছি; **দদামি**—আমি দান করার প্রতিজ্ঞা করেছি; **ইতি**—এইভাবে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **আঢ্য-মানিনা**—তোমার ধনগর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে; **তৎ**—অতএব; **ব্যলীক-ফলম্**—প্রতারণা করার ফলে; **ভুঙ্ক্ষ্ব**—ভোগ কর; **নিরয়ম্**—নরক; **কতিচিৎ**—কয়েক; **সমাঃ**—বছর।

অনুবাদ

তুমি তোমার ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত হয়ে আমাকে ভূমি দান করার প্রতিজ্ঞা করেছিলে, কিন্তু তোমার সেই প্রতিজ্ঞা তুমি পূর্ণ করতে পারনি। তাই এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ মিথ্যা বাক্যের ফলে তুমি কয়েক বছর নরক ভোগ কর।

তাৎপর্য

"আমি অত্যন্ত ধনী, এবং আমার এত বিশাল সম্পদ রয়েছে"—এইভাবে গর্ববোধ করা জাগতিক জীবনের একটি দিক। সব কিছুই ভগবানের এবং কোন কিছুই কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটিই বাস্তব সত্য। *ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*। বলি মহারাজ নিঃসন্দেহে অতি উত্তম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্বে তিনি প্রতিষ্ঠার ভ্রান্ত মনোভাব পোষণ করেছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায়

তাঁকে পাতালে যেতে হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি সেখানে ভগবানের আদেশে গিয়েছিলেন, তাই তিনি সেখানে স্বর্গের থেকেও অধিক ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন। ভক্ত ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকার ফলে সর্বদাই ভগবানের সঙ্গে বাস করেন, এবং তাই তিনি স্বর্গেই থাকুন, অথবা নরকেই থাকুন, তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্তরে বিরাজ করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ভগবান কর্তৃক বলি মহারাজের বন্ধন' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের আত্মসমর্পণ

এই দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের কথাসারে বলা হয়েছে বলি মহারাজের আচরণে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই ভগবান তাঁকে সুতললোকে স্থান দিয়েছিলেন, এবং তাঁকে আশীর্বাদ করার পর তাঁর দ্বারপাল হতে সম্মত হয়েছিলেন।

বলি মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারায় তিনি অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, সত্যভ্রষ্ট ব্যক্তি সমাজের চোখে অত্যন্ত তুচ্ছ হন। অত্যন্ত মহান ব্যক্তি নরক সহ্য করতে পারেন, কিন্তু সত্যভ্রষ্ট হওয়ার অপযশকে তিনি অত্যন্ত ভয় করেন। বলি মহারাজ তাই মহানন্দে ভগবান প্রদত্ত দণ্ড শিরোধার্য করেছিলেন। বলি মহারাজের রাজত্বকালে বহু অসুর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হওয়ার ফলে যোগীদের থেকেও উন্নত গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বলি মহারাজ বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তিতে প্রহ্লাদ মহারাজের দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করেছিলেন। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে তিনি ভগবানের তৃতীয় পদ স্থাপনের জন্য তাঁর মস্তক দান করতে স্থির করেছিলেন। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য মহাপুরুষেরা কিভাবে তাঁদের আত্মীয়-পরিজন এবং ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করেন, বলি মহারাজ সেই কথাও বিবেচনা করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে, তাঁরা ভগবানের দাসত্ব লাভের জন্য তাঁর প্রসন্নতা বিধান করতে তাঁদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন। পূর্বতন আচার্য এবং ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলি মহারাজ নিজেকে সার্থক বলে মনে করেছিলেন।

বলি মহারাজ যখন বরুণপাশে বদ্ধ হয়েছিলেন, তখন তিনি ভগবানের স্তব করছিলেন, সেই সময়ে তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ সেখানে আবির্ভূত হয়ে বর্ণনা করেছিলেন, কিভাবে বলি মহারাজকে ছলনা করে ভগবান সর্বস্ব অপহরণ করে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের উপস্থিতিতে ভগবান ব্রহ্মা এবং বলির পত্নী বিন্ধ্যাবলি ভগবানের পরমেশ্বরত্ব বর্ণনা করেছিলেন। বলি মহারাজ যেহেতু তাঁর সর্বস্ব ভগবানকে নিবেদন করেছিলেন, তাই তাঁরা ভগবানের কাছে তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান তখন বর্ণনা করেছিলেন কিভাবে অভক্তের ধন-সম্পদ

বিপজ্জনক হয়, কিন্তু ভক্তের ঐশ্বর্য ভগবানের আশীর্বাদ। তখন বলি মহারাজের প্রতি প্রসন্ন হয়ে, ভগবান বলি মহারাজকে রক্ষা করার জন্য তাঁর চক্র দান করেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে থাকবেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং বিপ্রকৃতো রাজন্ বলির্ভগবতাসুরঃ ।
ভিদ্যমানোঽপ্যভিন্নাত্মা প্রত্যাহাবিক্লবং বচঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; **বিপ্রকৃতঃ**—দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **ভগবতা**—ভগবান বামনদেবের দ্বারা; **অসুরঃ**—অসুররাজ; **ভিদ্যমানঃ অপি**—অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও; **অভিন্ন-আত্মা**—দেহ অথবা মনের দ্বারা বিচলিত না হয়ে; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **অবিক্লবম্**—অবিচলিত; **বচঃ**—এই কথাগুলি।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে, ভগবান বামনদেব এইভাবে বলির অনিষ্ট সাধন করেছিলেন, তবুও বলি মহারাজ তাঁর সঙ্কল্পে অবিচলিত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেননি বলে মনে করে, এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীবলিরুবাচ

যদ্যুত্তমশ্লোক ভবান্ মমেরিতং
বচো ব্যলীকং সুরবর্য মন্যতে ।
করোম্যৃতং তন্ন ভবেৎ প্রলম্ভনং
পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্ ॥ ২ ॥

শ্রী-বলিঃ উবাচ—বলি মহারাজ বললেন; **যদি**—যদি; **উত্তমশ্লোক**—হে ভগবান; **ভবান্**—আপনি; **মম**—আমার; **ঈরিতম্**—প্রতিশ্রুতি; **বচঃ**—বাক্য; **ব্যলীকম্**—মিথ্যা; **সুর-বর্য**—হে সুরশ্রেষ্ঠ; **মন্যতে**—আপনি যদি তা মনে করেন; **করোমি**—আমি

করব; **ঋতম্**—সত্য; **তৎ**—তা (প্রতিজ্ঞা); **ন**—না; **ভবেৎ**—হবে; **প্রলম্ভনম্**—প্রতারণা; **পদম্**—পদ; **তৃতীয়ম্**—তৃতীয়; **কুরু**—করুন; **শীর্ষ্ণি**—মস্তকে; **মে**—আমার; **নিজম্**—আপনার শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—হে উত্তমশ্লোক, হে দেবপূজ্য, আপনি যদি মনে করেন যে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়েছে, তা হলে আমি তা অবশ্যই সংশোধন করে সত্যে পরিণত করব। আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ হতে দিতে পারি না। তাই, দয়া করে আপনি আমার মস্তকে আপনার তৃতীয় পদ প্রদান করুন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান বামনদেব দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে ছলনাপূর্বক তাঁর সম্মুখে একজন যাচকরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। যদিও ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে ছলনা করা, তবুও তাঁর ভক্তের মহিমা বিস্তার করার জন্য কিভাবে ভগবান তাঁর ভক্তকে ছলনা করবেন, তা বুঝতে পেরে বলি মহারাজ আনন্দিতই হয়েছিলেন। বলা হয় যে ভগবান মঙ্গলময়, এবং তা সত্য। তিনি ছলনাই করুন অথবা পুরস্কৃতই করুন, তিনি সর্বদাই মঙ্গলময়। বলি মহারাজ তাই তাঁকে উত্তমশ্লোক বলে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে ভগবান, আপনি সর্বদাই উত্তমশ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন। দেবতাদের পক্ষ অবলম্বনপূর্বক আমাকে ছলনা করবার জন্য আপনি আপনার পরিচয় গোপন করে আমার কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু পরে আপনি এমনভাবে আপনার শরীর বিস্তার করেছেন যে, দুই পদবিন্যাসের দ্বারা আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করেছেন। যেহেতু আপনি আপনার ভক্তদের পক্ষ অবলম্বন করে কার্য করছেন, তাই আপনি এটিকে ছলনা বলে মনে করেন না। সে যাই হোক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তো ভক্ত নই। আপনি লক্ষ্মীপতি হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে ভিক্ষা করতে এসেছেন, অতএব আমি আপনার সন্তুষ্টি বিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তাই আপনি দয়া করে মনে করবেন না যে, আমি আপনাকে প্রতারণা করতে চেয়েছি; আমার প্রতিজ্ঞা আমি অবশ্যই পালন করব। এখনও আমার একটি বস্তু রয়েছে—আমার শরীর। আপনি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তবুও আমার দেহটি এখনও রয়েছে। এই দেহটি আমি আপনাকে নিবেদন করছি, দয়া করে আপনার তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন।" কেউ প্রশ্ন করতে পারে, ভগবান যেহেতু তাঁর দুই পদবিন্যাসের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদিত

করেছিলেন, তা হলে বলি মহারাজের মস্তক কিভাবে তাঁর তৃতীয় পদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে? বলি মহারাজ কিন্তু বিচার করেছিলেন যে, ঐশ্বর্যের অধিকারি তাঁর ঐশ্বর্য থেকে বড়। তাই ভগবান যদিও তাঁর সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করেছিলেন, তবুও ঐশ্বর্যের অধিকারি বলি মহারাজের মস্তক অবশ্যই ভগবানের তৃতীয় পদের জন্য যথেষ্ট স্থান প্রদান করতে পারবে।

শ্লোক ৩

বিভেমি নাহং নিরয়াৎ পদচ্যুতো
ন পাশবন্ধাদ্ ব্যসনাদ্ দুরত্যয়াৎ ।
নৈবার্থকৃচ্ছ্রাদ্ ভবতো বিনিগ্রহা-
দসাধুবাদাদ্ ভৃশমুদ্বিজে যথা ॥ ৩ ॥

বিভেমি—আমি ভয় করি; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **নিরয়াৎ**—নরক থেকে; **পদ-চ্যুতঃ**—আমি আমার পদভ্রষ্ট হওয়ার ভয়েও ভীত নই; **ন**—না; **পাশ-বন্ধাৎ**—বরুণপাশের দ্বারা বন্দী হওয়া থেকেও; **ব্যসনাৎ**—দুঃখ-কষ্ট থেকেও নয়; **দুরত্যয়াৎ**—যা আমার পক্ষে অসহ্য; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অর্থ-কৃচ্ছ্রাৎ**—দারিদ্র্যবশত অথবা ধনের অভাবে; **ভবতঃ**—আপনার; **বিনিগ্রহাৎ**—যে দণ্ড আমি এখন ভোগ করছি তা থেকে; **অসাধু-বাদাৎ**—অপযশ থেকে; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **উদ্বিজে**—আমি উদ্বিগ্ন হই; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

আমি অপযশকে যেভাবে ভয় করি, সমস্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া, অর্থাভাব, বরুণপাশ অথবা আপনার প্রদত্ত দণ্ড থেকেও আমি সেই প্রকার ভীত নই।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ যদিও সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত ছিলেন, তবুও তিনি একজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে প্রতারণা করার অপযশ সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর যশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার ফলে তিনি গভীরভাবে বিবেচনা করেছিলেন, কিভাবে সেই অপযশ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ভগবান তাই তাঁকে সদুপদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর মস্তক নিবেদন করার দ্বারা তিনি তাঁর যশ রক্ষা করতে পারেন। বৈষ্ণব কখনও কোন প্রকার দণ্ডকে ভয় করেন না। *নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮)।

শ্লোক ৪

পুংসাং শ্লাঘ্যতমং মন্যে দণ্ডমর্হত্তমার্পিতম্ ।
যং ন মাতা পিতা ভ্রাতা সুহৃদশ্চাদিশন্তি হি ॥ ৪ ॥

পুংসাম্—মানুষের; **শ্লাঘ্য-তমম্**—অত্যন্ত প্রশংসনীয়; **মন্যে**—আমি বিবেচনা করি; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **অর্হত্তম-অর্পিতম্**—পরম আরাধ্য আপনার দ্বারা প্রদত্ত; **যম্**—যা; **ন**—না; **মাতা**—মাতা; **পিতা**—পিতা; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **সুহৃদঃ**—বন্ধু; **চ**—ও; **আদিশন্তি**—অর্পণ করেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

মাতা, পিতা, ভ্রাতা অথবা বন্ধু যদিও কখনও কখনও শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে দণ্ডদান করেন, তবুও তাঁরা তাঁদের আশ্রিতজনকে কখনও এইভাবে দণ্ডদান করেন না। কিন্তু আপনি যেহেতু পরম আরাধ্য ভগবান, তাই আমি আপনার প্রদত্ত এই দণ্ডকে সব চাইতে প্রশংসনীয় বলে মনে করি।

তাৎপর্য

ভগবানের দেওয়া দণ্ডকে ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপা বলে মনে করেন।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

"যিনি আপনার অনুকম্পা আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তার ফলে যিনি সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল বলে সহ্য করেন, এবং যিনি সর্বদা তাঁর মন, বাক্য এবং শরীরের দ্বারা আপনার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন, এবং যিনি সর্বদা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য পাত্র।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮) ভক্ত জানেন যে, ভগবানের দেওয়া তথাকথিত দণ্ড ভক্তকে সংশোধন করে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য ভগবানেরই অনুগ্রহ। তাই পিতা, মাতা, ভাই অথবা সুহৃদের দেওয়া সব চাইতে বড় উপকারের সঙ্গেও ভগবানের দেওয়া দণ্ডের তুলনা করা যায় না।

শ্লোক ৫

ত্বং নূনমসুরাণাং নঃ পরোক্ষঃ পরমো গুরুঃ ।
যো নোঽনেকমদান্ধানাং বিভ্রংশং চক্ষুরাদিশৎ ॥ ৫ ॥

ত্বম্—আপনি; **নূনম্**—বস্তুতপক্ষে; **অসুরাণাম্**—অসুরদের; **নঃ**—আমাদের মতো; **পরোক্ষঃ**—পরোক্ষ; **পরমঃ**—পরম; **গুরুঃ**—গুরু; **যঃ**—আপনি; **নঃ**—আমাদের; **অনেক**—বহু; **মদ-অন্ধানাম্**—জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে অন্ধ; **বিভ্রংশম্**—আমাদের অহঙ্কার দূর করে; **চক্ষুঃ**—জ্ঞানচক্ষু; **আদিশৎ**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

যেহেতু আপনি পরোক্ষভাবে আমাদের মতো অসুরদের পরম হিতকারী, তাই আপনি শত্রুর ভূমিকা অবলম্বন করে আমাদের পরম হিত সাধন করেন। যেহেতু আমাদের মতো অসুরেরা সর্বদাই প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করে, সেই হেতু আপনি আমাদের দণ্ডদান করে প্রকৃত সৎপথ দর্শন করার জ্ঞানচক্ষু দান করেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ভগবানকে দেবতাদের থেকে অসুরদের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ বলে মনে করেছিলেন। জড় জগতে মানুষ যতই সম্পদ লাভ করে, ততই সে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি অন্ধ হয়ে যায়। দেবতারা জড়-জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের ভক্ত, কিন্তু ভগবান যদিও আপাতদৃষ্টিতে অসুরদের পক্ষে ছিলেন না, তবুও তিনি তাদের প্রতিষ্ঠা লাভে বঞ্চিত করে সর্বদা তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে আচরণ করেন। প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষ বিপথগামী হয়, তাই ভগবান তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাদের প্রতিষ্ঠা হরণ করেন।

শ্লোক ৬-৭

যস্মিন্ বৈরানুবন্ধেন ব্যূঢ়েন বিবুধেতরাঃ ।
বহবো লেভিরে সিদ্ধিং যামুহৈকান্তযোগিনঃ ॥ ৬ ॥
তেনাহং নিগৃহীতোঽস্মি ভবতা ভূরিকর্মণা ।
বদ্ধশ্চ বারুণৈঃ পাশৈর্নাতিব্রীড়ে ন চ ব্যথে ॥ ৭ ॥

যস্মিন্—আপনাতে; **বৈর-অনুবন্ধেন**—নিরন্তর শত্রুর মতো আচরণ করে; **ব্যূঢ়েন**—এই প্রকার বুদ্ধিতে স্থির হয়ে; **বিবুধ-ইতরাঃ**—(দেবতাদের থেকে ভিন্ন) অসুরেরা;

বহবঃ—তাদের অনেকে; **লেভিরে**—প্রাপ্ত হয়েছে; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **যাম্**—যা; **উহ**—ভালভাবে অবগত; **একান্ত-যোগিনঃ**—মহান সিদ্ধযোগীদের সমতুল্য; **তেন**—অতএব; **অহম্**—আমি; **নিগৃহীতঃ অস্মি**—যদিও আমি দণ্ডিত হয়েছি; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **ভূরি-কর্মণা**—যিনি বহু আশ্চর্যজনক কার্য করতে পারেন; **বদ্ধঃ চ**—আমি বন্দী এবং আবদ্ধ হয়েছি; **বরুণৈঃ পাশৈঃ**—বরুণপাশের দ্বারা; **ন অতিব্রীড়ে**—আমি একটুও লজ্জিত নই; **ন চ ব্যথে**—আমি কোন ব্যথাও অনুভব করছি না।

অনুবাদ

বহু অসুরেরা আপনার প্রতি নিরন্তর বৈরীভাবাপন্ন হয়ে অবশেষে মহান যোগীদের লভ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি এক কার্যের দ্বারা অনেক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন, এবং তার ফলে যদিও আপনি আমাকে নানাভাবে দণ্ডদান করেছেন এবং বরুণপাশে আবদ্ধ করেছেন, তবুও আমি একটুও লজ্জা বা ব্যথা অনুভব করছি না।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ কেবল তাঁরই উপর ভগবানের কৃপা অনুভব করেননি। তিনি অন্যান্য অসুরদের উপরও ভগবানের কৃপা দর্শন করেছিলেন। ভগবান যেহেতু অত্যন্ত উদারভাবে তাঁর করুণা বিতরণ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় কৃপাময়। বলি মহারাজ ছিলেন পূর্ণরূপে শরণাগত ভক্ত, কিন্তু অধিকাংশ অসুরেরাই ভগবানের ভক্ত ছিল না, তারা ছিল ভগবানের শত্রু, কিন্তু তারাও সিদ্ধযোগীদের সমতুল্য স্থান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে বলি মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে দণ্ডদান করার ব্যাপারে ভগবানের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাই ভগবান তাঁকে যে জটিল পরিস্থিতিতে ফেলেছিলেন, সেই জন্য তিনি লজ্জিত হননি বা ব্যথিত হননি।

শ্লোক ৮

পিতামহো মে ভবদীয়সম্মতঃ
প্রহ্রাদ আবিষ্কৃতসাধুবাদঃ ।
ভবদ্বিপক্ষেণ বিচিত্রবৈশসং
সংপ্রাপিতস্ত্বংপরমঃ স্বপিত্রা ॥ ৮ ॥

পিতামহঃ—পিতামহ; **মে**—আমার; **ভবদীয়-সম্মতঃ**—আপনার ভক্তদের পূজিত; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **আবিষ্কৃত-সাধু-বাদঃ**—সর্বত্র ভক্তরূপে প্রসিদ্ধ; **ভবৎ-বিপক্ষেণ**—আপনার বিরোধী হয়ে; **বিচিত্র-বৈশসম্**—নানাভাবে উৎপীড়ন করে; **সংপ্রাপিতঃ**—দুঃখভোগ করেছিলেন; **ত্বম্**—আপনি; **পরমঃ**—পরম আশ্রয়; **স্ব-পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা।

অনুবাদ

আমার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ আপনার সমস্ত ভক্তদের পূজনীয়। যদিও তিনি তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি আপনার শরণাগত হয়ে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত নানাভাবে নির্যাতিত হলেও, কখনও ভগবানের আশ্রয় ত্যাগ করে অন্য কারও শরণাগত হন না। শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবানের কৃপার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন না। তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজ। প্রহ্লাদ মহারাজের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর দ্বারা কঠোরভাবে নির্যাতিত হলেও ভগবানের চিন্তা থেকে একটুও বিচলিত হননি। বলি মহারাজ, ভগবান কর্তৃক দণ্ডিত হলেও, তেমনই তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্তিতে অবিচলিত ছিলেন।

শ্লোক ৯

কিমাত্মনানেন জহাতি যোঽন্ততঃ
কিং রিক্‌থহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ ।
কিং জায়য়া সংসৃতিহেতুভূতয়া
মর্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ ॥ ৯ ॥

কিম্—কি প্রয়োজন; **আত্মনা অনেন**—এই দেহের; **জহাতি**—ত্যাগ করে; **যঃ**—যা (দেহ); **অন্ততঃ**—জীবনের অন্তে; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **রিক্‌থ-হারৈঃ**—ধন লুণ্ঠনকারী; **স্বজন-আখ্য-দস্যুভিঃ**—আত্মীয়স্বজন নামক দস্যুদের; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **জায়য়া**—পত্নীর; **সংসৃতি-হেতু-ভূতয়া**—যে সংসার-বন্ধন বৃদ্ধির কারণ; **মর্ত্যস্য**—মরণশীল ব্যক্তির; **গেহৈঃ**—গৃহ, পরিবার এবং জাতির; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **ইহ**—এই গৃহে; **আয়ুষঃ**—আয়ুর; **ব্যয়ঃ**—অপচয় মাত্র।

অনুবাদ

এই জড় দেহের কি প্রয়োজন, যা জীবনান্তে আপনা থেকেই তার মালিককে পরিত্যাগ করে? আত্মীয়-স্বজনের কি প্রয়োজন যারা প্রকৃতপক্ষে ধন অপহরণ করে, যা ভগবানের চিন্ময় সেবায় ব্যবহার করা যেত? পত্নীর কি প্রয়োজন যে কেবল সংসার-বন্ধন বৃদ্ধির কারণ মাত্র, এবং পরিবার-পরিজন, গৃহ, দেশ এবং জাতির কি প্রয়োজন? তাদের প্রতি আসক্তি কেবল মূল্যবান আয়ুর অপচয় মাত্র।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*— "সর্বধর্ম ত্যাগ করে তুমি কেবল আমার শরণাগত হও।" সাধারণ মানুষ ভগবানের এই প্রকার উক্তির মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না, কারণ তারা মনে করে যে, তার জীবদ্দশায় তার পরিবার, সমাজ, দেশ, দেহ, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদিই হচ্ছে সব কিছু। সেই সব ত্যাগ করে ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে হবে কেন? কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ, বলি মহারাজ আদি মহাত্মাদের আচরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ভগবানের শরণাগত হওয়াই বুদ্ধিমান মানুষের যথার্থ কর্তব্য। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিষ্ণুর শরণাগত হয়েছিলেন। তেমনই বলি মহারাজ তাঁর গুরুদেব শুক্রাচার্য এবং অন্যান্য অসুর নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বামনদেবের শরণাগত হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজের মতো ভক্তেরা যে আত্মীয়স্বজন, বাড়িঘর ইত্যাদির স্বাভাবিক আকর্ষণ ত্যাগ করে তাদের শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তা দেখে অনেকে আশ্চর্যান্বিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলি মহারাজ বিশ্লেষণ করেছেন যে, সমস্ত জড় কার্যকলাপের কেন্দ্র দেহটিও একটি বাহ্যতত্ত্ব। যদিও আমরা আমাদের কার্যকলাপের জন্য আমাদের দেহ সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে চাই, তবুও দেহটি চিরকাল থাকে না। আমাদের স্বরূপে আমরা আত্মা, যা নিত্য। দেহটি কিছুদিন ব্যবহার করার পর প্রকৃতির নিয়মে সেই দেহটি ত্যাগ করে, আমাদের আর একটি নতুন দেহ ধারণ করতে হয় (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। আমরা যদি ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি লাভের জন্য দেহটির দ্বারা সেবা সম্পাদন না করি, তা হলে আবার আমাদের আর একটি দেহ ধারণ করতে হবে। তাই অন্য কোন উদ্দেশ্যে দেহটির ব্যবহার করা উচিত নয়। আমাদের জানা কর্তব্য যে, আমরা যদি ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে দেহটির ব্যবহার করি, তা হলে তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র, কারণ যথাসময়ে আত্মা আপনা থেকেই দেহটি ত্যাগ করে চলে যাবে।

আমরা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু তারা কারা? আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বেশে তারা কেবল বিভ্রান্ত আত্মার কষ্টার্জিত ধন-সম্পদই লুণ্ঠন করে। প্রতিটি মানুষই তার পত্নীর প্রতি আসক্ত, কিন্তু সেই পত্নী কে? পত্নীকে বলা হয় স্ত্রী, অর্থাৎ 'যে জড় বন্ধন বৃদ্ধি করে'। কোনও ব্যক্তি যদি পত্নীবিহীন জীবন যাপন করে, তা হলে তার জড় বন্ধন হ্রাস পায়। মানুষ যখনই বিবাহ করে এবং পত্নীর সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই তার জড়-জাগতিক প্রয়োজনগুলি বর্ধিত হতে থাকে।

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ॥

"স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই ভ্রান্ত আসক্তিই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদাদিতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/৮*) মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি, অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধির জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে পত্নী অবাঞ্ছিত বস্তুর আসক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষ যদি তার গৃহ এবং তার কাছে যা রয়েছে সব কিছুই ভগবানের সেবায় যথাযথভাবে নিযুক্ত না করে, তা হলে তাকে ত্রিতাপ দুঃখ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক) ভোগ করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, মানব-সমাজে এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ এবং তার ফলে তারা নিরন্তর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত। আমরা 'যোগ্যতম ব্যক্তির বেঁচে থাকার' কথা বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউই বাঁচতে পারে না, কারণ এই সংসারে কেউই স্বতন্ত্র নয়।

শ্লোক ১০

ইত্থং স নিশ্চিত্য পিতামহো মহা-
নগাধবোধো ভবতঃ পাদপদ্মম্ ।
ধ্রুবং প্রপেদে হ্যকুতোভয়ং জনাদ্
ভীতঃ স্বপক্ষক্ষপণস্য সত্তম ॥ ১০ ॥

ইত্থম্—এই কারণে (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে); **সঃ**—তিনি (প্রহ্লাদ মহারাজ); **নিশ্চিত্য**—নিশ্চিতভাবে বিবেচনা করেছিলেন; **পিতামহঃ**—আমার পিতামহ; **মহান্**—মহান ভক্ত; **অগাধ-বোধঃ**—আমার পিতামহ, যিনি তাঁর ভক্তির প্রভাবে অসীম জ্ঞান লাভ করেছিলেন; **ভবতঃ**—আপনার; **পাদ-পদ্মম্**—শ্রীপাদপদ্মের; **ধ্রুবম্**—অচ্যুত, নিত্য আশ্রয়; **প্রপেদে**—শরণাগত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অকুতঃ-ভয়ম্**—সর্বতোভাবে নির্ভয়; **জনাৎ**—জনগণ থেকে; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **স্বপক্ষ-ক্ষপণস্য**—আমাদের পক্ষের অসুরদের সংহারকারী আপনার; **সত্তম**—হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

অসীম জ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় আমার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ সংসারী ব্যক্তিদের সঙ্গ থেকে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা এবং বন্ধুবান্ধবদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসুর সংহারকারী আপনার শ্রীপাদপদ্মকে একমাত্র আশ্রয় জেনে, আপনার অবিনশ্বর এবং অভয় পাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

অথাহমপ্যাত্মরিপোস্তবান্তিকং
দৈবেন নীতঃ প্রসভং ত্যাজিতশ্রীঃ ।
ইদং কৃতান্তান্তিকবর্তি জীবিতং
যয়াধ্রুবং স্তব্ধমতির্ন বুধ্যতে ॥ ১১ ॥

অথ—অতএব; **অহম্**—আমি; **অপি**—ও; **আত্ম-রিপোঃ**—পরিবারের পরম্পরাগত শত্রু; **তব**—আপনার; **অন্তিকম্**—আশ্রয়; **দৈবেন**—দৈবের দ্বারা; **নীতঃ**—আনীত; **প্রসভম্**—বলপূর্বক; **ত্যাজিত**—বিহীন; **শ্রীঃ**—সমস্ত ঐশ্বর্য; **ইদম্**—এই জীবন-দর্শন; **কৃত-অন্ত-অন্তিক-বর্তি**—যমের নিকটবর্তী; **জীবিতম্**—জীবন; **যয়া**—এই প্রকার ঐশ্বর্যের দ্বারা; **অধ্রুবম্**—ক্ষণস্থায়ী; **স্তব্ধ-মতিঃ**—এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তি; **ন বুধ্যতে**—বুঝতে পারে না।

অনুবাদ

দৈববশত আমি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়ে, বলপূর্বক আপনার শ্রীপাদপদ্মের সমীপে নীত হয়েছি। অনিত্য ঐশ্বর্যজনিত মোহবশত মরণশীল জীব বুঝতে পারে না যে, তার জীবন নশ্বর। আমি দৈববশত সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভ করেছি।

তাৎপর্য

যদিও প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজ ব্যতীত দৈত্যকুলের সকলেই বিষ্ণুকে তাদের নিত্য শত্রু বলে মনে করে, তবুও বলি মহারাজ ভগবানের আচরণের প্রশংসা করেছিলেন। বলি মহারাজ বলেছেন যে, বিষ্ণু প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরিবারের শত্রু নন, মিত্র। এই মৈত্রীর সিদ্ধান্ত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। *যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ*—ভগবান তাঁর ভক্তের সমস্ত জড় সম্পদ হরণ করে তাঁর প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেন। ভগবানের এই আচরণ বলি মহারাজ তাই বিশেষভাবে সমর্থন করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, *দৈবেন নীতঃ প্রসভং ত্যাজিতশ্রীঃ*—"আমাকে নিত্য জীবন প্রদান করার জন্য আপনি আমাকে এই পরিস্থিতিতে ফেলেছেন।"

প্রকৃতপক্ষে সকলেরই কর্তব্য, যে আত্মীয় স্বজন এবং সমাজের জন্য তারা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তাদের ভয়ে ভীত হওয়া। বলি মহারাজ *জনাদ্ ভীতঃ* পদটির দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রতিটি ভক্তের কর্তব্য জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনে লিপ্ত বিষয়াসক্ত মানুষদের ভয়ে সর্বদা ভীত থাকা। এই প্রকার ব্যক্তিকে প্রমত্ত বা আকাশ-কুসুমের পিছনে ধাবিত উন্মাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার মানুষেরা জানে না যে, তাদের কঠোর জীবন-সংগ্রামের পর তাদের দেহ পরিবর্তন করতে হবে, এবং তারপর যে তারা কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে, সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। যারা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার ফলে তাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অবগত হয়েছেন, তাঁরা কখনও জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হন না। কিন্তু যদি নিষ্ঠাবান ভক্ত কোনক্রমে অধঃপতিত হন, তা হলে ভগবান তাঁকে সংশোধন করে নরকের অন্ধতম প্রদেশে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩০)

সংসার-জীবন পুনঃ পুনঃ চর্বিত বস্তুর চর্বণ করা ব্যতীত আর কিছু নয়। যদিও এই প্রকার জীবনে কোন লাভ নেই, তবুও মানুষ তাদের অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। *নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম।* তাদের অসংযত ইন্দ্রিয়ের ফলে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয় এবং দুঃখ-দুর্দশাময় শরীর লাভ করে। বলি মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন, কিভাবে ভগবান তাঁকে এই প্রকার অজ্ঞানাচ্ছন্ন

মোহগ্রস্ত জীবন থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন যে, তাঁর বুদ্ধি স্তব্ধ হয়েছে। *স্তব্ধমতির্ন বুধ্যতে*। ভগবান যে কিভাবে বলপূর্বক তাঁর ভক্তের জড়-জাগতিক জীবনের সমাপ্তি সাধন করে কৃপা করেন তা তিনি বুঝতে পারেননি।

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

তস্যেত্থং ভাষমাণস্য প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
আজগাম কুরুশ্রেষ্ঠ রাকাপতিরিবোত্থিতঃ ॥ ১২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তস্য**—বলি মহারাজের; **ইত্থম্**—এই প্রকার; **ভাষমাণস্য**—যখন তাঁর সৌভাগ্য বর্ণনা করছিলেন; **প্রহ্লাদঃ**—তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ; **ভগবৎ-প্রিয়ঃ**—ভগবানের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভক্ত; **আজগাম**—সেখানে এসেছিলেন; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ; **রাকা-পতিঃ**—চন্দ্র; **ইব**—সদৃশ; **উত্থিতঃ**—উদিত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বলি মহারাজ যখন এইভাবে তাঁর সৌভাগ্যের প্রশংসা করছিলেন, তখন ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ মহারাজ উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের মতো সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

তমিন্দ্রসেনঃ স্বপিতামহং শ্রিয়া
বিরাজমানং নলিনায়তেক্ষণম্ ।
প্রাংশুং পিশঙ্গাম্বরমঞ্জনত্বিষং
প্রলম্ববাহুং শুভগর্ষভমৈক্ষত ॥ ১৩ ॥

তম্—সেই প্রহ্লাদ মহারাজকে; **ইন্দ্র-সেনঃ**—বলি মহারাজ, যিনি ইন্দ্রের সমস্ত সৈন্যবল অধিকার করেছিলেন; **স্ব-পিতামহম্**—তাঁর পিতামহকে; **শ্রিয়া**—পরম

সৌন্দর্যমণ্ডিত; **বিরাজমানম্**—বিরাজমান; **নলিন-আয়ত-ঈক্ষণম্**—পদ্মফুলের মতো আয়ত চক্ষু; **প্রাংশুম্**—পরম সুন্দর দেহ; **পিশঙ্গ-অম্বরম্**—পীত বসনধারী; **অঞ্জন-ত্বিষম্**—অঞ্জনের মতো কৃষ্ণকান্তি; **প্রলম্ব-বাহুম্**—অতি দীর্ঘ বাহু; **শুভগ-ঋষভম্**—সমস্ত মঙ্গলময় পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **ঐক্ষত**—দেখেছিলেন।

অনুবাদ

তখন বলি মহারাজ পরম সৌভাগ্যবান, অঞ্জনের মতো কৃষ্ণবর্ণ, উন্নত কলেবর, পীতবসনধারী, লম্বিতভুজ, পদ্মলোচন, পরম শোভাসম্পন্ন তাঁর পিতামহকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তস্মৈ বলির্বারুণপাশযন্ত্রিতঃ
সমর্হণং নোপজহার পূর্ববৎ ।
ননাম মূর্ধ্নাশ্রুবিলোললোচনঃ
সব্রীড়নীচীনমুখো বভূব হ ॥ ১৪ ॥

তস্মৈ—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **বারুণ-পাশ-যন্ত্রিতঃ**—বরুণপাশের দ্বারা আবদ্ধ; **সমর্হণম্**—উপযুক্ত সম্মান; **ন**—না; **উপজহার**—নিবেদন করেছিলেন; **পূর্ব-বৎ**—পূর্বের মতো; **ননাম**—প্রণাম করেছিলেন; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **অশ্রু-বিলোল-লোচনঃ**—অশ্রুপূর্ণ নেত্রে; **স-ব্রীড়**—লজ্জা সহকারে; **নীচীন**—নিচের দিকে; **মুখঃ**—মুখ; **বভূব হ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

বরুণপাশে আবদ্ধ থাকায় বলি মহারাজ পূর্বের মতো তাঁর পিতামহকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে পারলেন না। পরন্তু তিনি অশ্রুপ্লাবিত নয়নে কেবল মস্তকের দ্বারা প্রণাম করে লজ্জায় অধোমুখ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ যেহেতু বামনদেবের দ্বারা বন্দী হয়েছিলেন, তাই তিনি নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলেন। বলি মহারাজ ঐকান্তিকভাবে অনুভব করেছিলেন যে, তিনি ভগবানের চরণে অপরাধ করেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ নিশ্চয়ই তা পছন্দ করেননি, তাই বলি মহারাজ লজ্জায় অধোমুখ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

স তত্র হাসীনমুদীক্ষ্য সৎপতিং
হরিং সুনন্দাদ্যনুগৈরুপাসিতম্ ।
উপেত্য ভূমৌ শিরসা মহামনা
ননাম মূর্ধ্না পুলকাশ্রুবিক্লবঃ ॥ ১৫ ॥

সঃ—প্রহ্লাদ মহারাজ; **তত্র**—সেখানে; **হ আসীনম্**—উপবিষ্ট হয়ে; **উদীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সৎ-পতিম্**—মুক্ত পুরুষদের পতি ভগবান; **হরিম্**—শ্রীহরি; **সুনন্দ-আদি-অনুগৈঃ**—সুনন্দ আদি অনুচরদের দ্বারা; **উপাসিতম্**—পূজিত হয়ে; **উপেত্য**—কাছে গিয়ে; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **শিরসা**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **মহা-মনাঃ**—মহান ভক্ত; **ননাম**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **পুলক-অশ্রু-বিক্লবঃ**—আনন্দাশ্রুর দ্বারা বিচলিত।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ সুনন্দ আদি অনুচরবৃন্দের দ্বারা আরাধিত ভগবানকে সেখানে উপবিষ্ট দর্শন করে আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন, এবং তখন তাঁর নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত হয়েছিল। ভগবানের কাছে এসে ভূপতিত হয়ে, তাঁর মস্তকের দ্বারা ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ
ত্বয়ৈব দত্তং পদমৈন্দ্রমূর্জিতং
হৃতং তদেবাদ্য তথৈব শোভনম্ ।
মন্যে মহানস্য কৃতো হ্যনুগ্রহো
বিভ্রংশিতো যচ্ছ্রিয় আত্মমোহনাৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **দত্তম্**—যা দেওয়া হয়েছে; **পদম্**—এই পদ; **ঐন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **ঊর্জিতম্**—অতি মহান; **হৃতম্**—অপহৃত হয়েছে; **তৎ**—তা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অদ্য**—আজ; **তথা**—যেমন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শোভনম্**—সুন্দর; **মন্যে**—আমি মনে করি;

মহান্—মহান; **অস্য**—তাঁর (বলি মহারাজের); **কৃতঃ**—আপনি করেছেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **বিভ্রংশিতঃ**—বঞ্চিত হয়ে; **যৎ**—যেহেতু; **শ্রিয়ঃ**—সেই ঐশ্বর্য থেকে; **আত্ম-মোহনাৎ**—যা আত্মাকে মোহিত করে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে প্রভু, আপনি এই বলিকে মহা সম্পদশালী ইন্দ্র পদ প্রদান করেছিলেন, এবং আজ আপনি তা হরণ করলেন। আমার মনে হয় আপনার এই দেওয়া এবং নেওয়া দুই-ই সমান সুন্দর। কারণ এই অতি উচ্চ ইন্দ্রপদ তাকে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছিল, অতএব আপনি তার সমস্ত ঐশ্বর্য অপহরণ করে তাকে বিশেষভাবে কৃপা করেছেন।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে, *যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ* (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৮৮/৮)। ভগবানের কৃপায় জীব সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই জড় ঐশ্বর্যের ফলে সে যদি গর্বিত হয় এবং আত্ম-উপলব্ধির পন্থা বিস্মৃত হয়, তা হলে ভগবান তার সমস্ত ঐশ্বর্য হরণ করে নেন। ভগবান তাঁর ভক্তকে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন। সেই উদ্দেশ্যে ভগবান তাঁর ভক্তকে সর্বদা সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু জড় ঐশ্বর্য কখনও কখনও বিপজ্জনক হয়, কারণ তা তাকে সব কিছুর প্রভু এবং ভোক্তা হওয়ার অভিমান প্রদান করে জড় প্রতিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট করে! এই ভ্রান্তি থেকে ভক্তকে রক্ষা করার জন্য ভগবান বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে তাঁর সমস্ত জড় ঐশ্বর্য হরণ করে নেন। *যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ*।

শ্লোক ১৭

যয়া হি বিদ্বানপি মুহ্যতে যত-
স্তৎ কো বিচষ্টে গতিমাত্মনো যথা ।
তস্মৈ নমস্তে জগদীশ্বরায় বৈ
নারায়ণায়াখিললোকসাক্ষিণে ॥ ১৭ ॥

যয়া—যেই জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বিদ্বান্ অপি**—বিদ্বান ব্যক্তিও; **মুহ্যতে**—মোহিত হয়; **যতঃ**—সংযত; **তৎ**—তা; **কঃ**—কে; **বিচষ্টে**—অন্বেষণ

করতে পারে; **গতিম্**—প্রগতি; **আত্মনঃ**—আত্মার; **যথা**—যথাযথভাবে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **জগৎ-ঈশ্বরায়**—জগদীশ্বরকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **নারায়ণায়**—ভগবান শ্রীনারায়ণকে; **অখিল-লোক-সাক্ষিণে**—যিনি সমস্ত সৃষ্টির সাক্ষী।

অনুবাদ

জড় ঐশ্বর্য এমনই মোহজনক যে, তা বিদ্বান এবং আত্মসংযত ব্যক্তিকেও আত্মজ্ঞানের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করে। কিন্তু জগদীশ্বর ভগবান নারায়ণ তাঁর ইচ্ছার দ্বারা সব কিছু দর্শন করতে পারেন। অতএব আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

কো বিচষ্টে গতিমাত্মনো যথা পদটি ইঙ্গিত করে যে, কেউ যখন জড় ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়, তখন সে অবশ্যই আত্ম-উপলব্ধির লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়। আধুনিক জগতের এই অবস্থা। জড় ঐশ্বর্যে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে মানুষ সম্পূর্ণরূপে আত্ম-উপলব্ধির পন্থা পরিত্যাগ করেছে। প্রকৃতপক্ষে কেউই ভগবানকে জানতে, ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এবং ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবন-যাপন করতে আগ্রহী নয়। আধুনিক মানুষেরা তাদের জড়-জাগতিক সম্পদের ফলে উন্মত্ত হয়ে এই সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করতে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। এই প্রকার সভ্যতা যদি চলতে থাকে, তা হলে শীঘ্রই ভগবান মানুষের সমস্ত জড় সম্পদ হরণ করে নেবেন। তখন তারা প্রকৃতিস্থ হবে।

শ্লোক ১৮

শ্রীশুক উবাচ

তস্যানুশৃণ্বতো রাজন্ প্রহ্লাদস্য কৃতাঞ্জলেঃ ।
হিরণ্যগর্ভো ভগবানুবাচ মধুসূদনম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তস্য**—প্রহ্লাদ মহারাজের; **অনুশৃণ্বতঃ**—যাতে তিনি শুনতে পান; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **প্রহ্লাদস্য**—প্রহ্লাদ মহারাজের; **কৃত-অঞ্জলেঃ**—কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; **হিরণ্যগর্ভঃ**—ব্রহ্মা; **ভগবান্**—মহান শক্তিমান; **উবাচ**—বলেছিলেন; **মধুসূদনম্**—ভগবান শ্রীমধুসূদনকে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে অদূরে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদ মহারাজের শ্রুতিগোচরেই ভগবানকে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৯

বদ্ধং বীক্ষ্য পতিং সাধ্বী তৎপত্নী ভয়বিহ্বলা ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতোপেন্দ্রং বভাষেঽবাঙ্মুখী নৃপ ॥ ১৯ ॥

বদ্ধম্—বন্দী; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **সাধ্বী**—সতী; **তৎ-পত্নী**—বলি মহারাজের পত্নী; **ভয়-বিহ্বলা**—ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে; **প্রাঞ্জলিঃ**—বদ্ধাঞ্জলি; **প্রণতা**—প্রণতি নিবেদন করে; **উপেন্দ্রম্**—বামনদেবকে; **বভাষে**—সম্বোধন করেছিলেন; **অবাক্-মুখী**—অবনত বদনে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

বলি মহারাজের সাধ্বী পত্নী তাঁর পতিকে পাশবদ্ধ দর্শন করে ভীতা এবং ব্যাকুলিতা হয়েছিলেন। তিনি তখন ভগবান বামনদেবকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত বদনে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যদিও বলছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য তাঁকে থামতে হয়েছিল, কারণ বলি মহারাজের পত্নী বিন্ধ্যাবলি অত্যন্ত বিচলিতা এবং ভীতা হয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

শ্রীবিন্ধ্যাবলিরুবাচ

ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতং তে
স্বাম্যং তু তত্র কুধিয়োঽপর ঈশ কুর্যুঃ ।
কর্তুঃ প্রভোস্তব কিমস্যত আবহন্তি
ত্যক্তহ্রিয়স্ত্বদবরোপিতকর্তৃবাদাঃ ॥ ২০ ॥

শ্রী-বিন্ধ্যাবলিঃ উবাচ—বলি মহারাজের পত্নী বিন্ধ্যাবলি বললেন; **ক্রীড়া-অর্থম্**—লীলা-বিলাসের জন্য; **আত্মনঃ**—আপনি; **ইদম্**—এই; **ত্রি-জগৎ**—ত্রিভুবন (এই

ব্রহ্মাণ্ড); **কৃতম্**—সৃষ্টি করেছেন; **তে**—আপনার দ্বারা; **স্বাম্যম্**—প্রভুত্ব; **তু**—কিন্তু; **তত্র**—তার উপর; **কুধিয়ঃ**—মূর্খ; **অপরে**—অন্যেরা; **ঈশঃ**—হে ভগবান; **কুর্যুঃ**—স্থাপন করেছে; **কর্তুঃ**—পরম স্রষ্টার জন্য; **প্রভোঃ**—পরম পালনকর্তার জন্য; **তব**—আপনার জন্য; **কিম্**—কি; **অস্যতঃ**—পরম সংহারকর্তার জন্য; **আবহন্তি**—তারা নিবেদন করতে পারে; **ত্যক্ত-হ্রিয়ঃ**—নির্লজ্জ, নির্বোধ; **ত্বৎ**—আপনার দ্বারা; **অবরোপিত**—অল্পজ্ঞানবশত ভ্রান্তভাবে অর্পিত; **কর্তৃ-বাদাঃ**—এই প্রকার মূর্খ অজ্ঞাবাদীদের প্রভুত্ব।

অনুবাদ

শ্রীমতী বিন্ধ্যাবলি বললেন—হে প্রভু, আপনি আপনার লীলা-বিলাসের আনন্দ আস্বাদনের জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিরা তাদের ভোগবুদ্ধিবশত এই জগতের উপর প্রভুত্ব আরোপ করে। তারা নিশ্চিতভাবে নির্লজ্জ সংশয়বাদী। মিথ্যা প্রভুত্ব দাবি করে তারা মনে করে যে, তারা দান করতে পারে এবং ভোগ করতে পারে। এই অবস্থায়, জগতের স্বতন্ত্র স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা আপনার প্রীতি সাধনের জন্য তারা কি করতে পারে?

তাৎপর্য

বলি মহারাজের অত্যন্ত বুদ্ধিমতী পত্নী তাঁর পতির বন্দীদশা সমর্থন করেছিলেন এবং ভগবানের সম্পত্তির উপর প্রভুত্ব দাবি করার জন্য তাঁকে বুদ্ধিহীন বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। এই রকম দাবি করা আসুরিক জীবনের লক্ষণ। ভগবান যদিও দেবতাদের এই জড় জগতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা জড় ভোগের প্রতি আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও কখনও ব্রহ্মাণ্ডের উপর প্রভুত্ব দাবি করেন না, কারণ তাঁরা জানেন যে, সব কিছুরই প্রকৃত প্রভু হচ্ছেন ভগবান। এটিই দেবতাদের যোগ্যতা। কিন্তু অসুরেরা ভগবানের একাধিপত্য স্বীকার করার পরিবর্তে, দেশের সীমা নির্ধারণ করার মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য দাবি করে। তারা বলে, "এই অংশটি আমার এবং ওই অংশটি তোমার। এই অংশটি আমি দান করতে পারি এবং এই অংশটি আমি আমার ভোগের জন্য রাখতে পারি।" এগুলি সমস্ত আসুরিক ধারণা। *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৩) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্*—"আমি এত ধন এবং ভূমি অধিকার করেছি। এখন আমাকে ক্রমশ আরও অধিক সংগ্রহ করতে হবে। এইভাবে আমি এই জগতের সব চাইতে বড় প্রভু হব। কে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে?" এগুলি আসুরিক মনোভাব।

বলি মহারাজের পত্নী বলি মহারাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে, ভগবান যদিও তাঁর প্রতি অসাধারণ কৃপা প্রদর্শন করে তাঁকে বন্দী করেছেন, এবং বলি মহারাজ যদিও তাঁর দেহ ভগবানের তৃতীয় পদ স্থাপনের জন্য ভগবানকে দান করেছেন, তবুও তিনি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর দেহটি তাঁর নয়, কিন্তু তাঁর আসুরিক মনোভাবের ফলে তিনি সেই কথা বুঝতে পারেননি। তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর দান করার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারার ফলে যেহেতু তাঁর অপযশ হবে এবং যেহেতু দেহটি তাঁর, তাই তিনি ভগবানকে তাঁর দেহটি উৎসর্গ করে সেই অপযশ থেকে মুক্ত হবেন। প্রকৃতপক্ষে দেহটিও কিন্তু ভগবানের, কারণ ভগবানই এই দেহটি দান করেছেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং জীবের জড় বাসনা অনুসারে ভগবান জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে সেই সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করার যন্ত্রস্বরূপ বিশেষ প্রকার শরীর প্রদান করেন। দেহটি প্রকৃতপক্ষে জীবের নয়; সেটি ভগবানের। অতএব বলি মহারাজ কিভাবে দাবি করেছিলেন যে, দেহটি তাঁর?

এইভাবে বলি মহারাজের বুদ্ধিমতী পত্নী বিন্ধ্যাবলি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর অহৈতুকী কৃপাপরবশ হয়ে তাঁর পতিকে মুক্ত করেন। তা না হলে তাঁর কী গতি হবে। বলি মহারাজ তো এক নির্লজ্জ দৈত্য ছাড়া আর কিছুই নন, বিশেষ করে এখানে তাঁর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *ত্যক্তহ্রিয়স্ত্বদবরোপিতকর্তৃবাদাঃ*—এক মূর্খ ব্যক্তি যিনি ভগবানের সম্পত্তির উপর আধিপত্য দাবি করছেন। এই কলিযুগে ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এই প্রকার নির্লজ্জ নাস্তিকদের সংখ্যা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদেরা ভগবানের আধিপত্য অস্বীকার করে পৃথিবীর ধ্বংস সাধনের জন্য নানা প্রকার পরিকল্পনা করছে। তারা জগতের কোন প্রকার মঙ্গল সাধন করতে পারে না, এবং দুর্ভাগ্যবশত তারা এই কলিযুগের প্রভাবে সারা পৃথিবীকে এক বিশৃঙ্খলার সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছে। এই সমস্ত অসুরদের প্রচারের দ্বারা বিপথগামী হচ্ছে যে সমস্ত সরল মানুষ, তাদের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের নিতান্ত আবশ্যক। এই পরিস্থিতির যদি সংশোধন করা না হয়, তা হলে নাস্তিক অসুরদের নেতৃত্বে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

শ্লোক ২১

শ্রীব্রহ্মোবাচ

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগন্ময় ।
মুঞ্চৈনং হৃতসর্বস্বং নায়মর্হতি নিগ্রহম্ ॥ ২১ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **ভূত-ভাবন**—হে সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী, সকলের সমৃদ্ধি সাধনকারী ভগবান; **ভূত-ঈশ**—সকলের ঈশ্বর; **দেব-দেব**—হে দেবতাদের আরাধ্য দেবতা; **জগৎ-ময়**—হে সর্বব্যাপ্ত; **মুঞ্চ**—দয়া করে মোচন করুন; **এনম্**—এই অসহায় বলি মহারাজকে; **হৃত-সর্বস্বম্**—যার সব কিছু হারিয়ে গেছে; **ন**—না; **অয়ম্**—এই অসহায় ব্যক্তি; **অর্হতি**—যোগ্য; **নিগ্রহম্**—দণ্ড।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগন্ময়, আপনি বলির যথাসর্বস্ব হরণ করেছেন, এখন আপনি এঁকে মুক্ত করুন। তিনি আর দণ্ডযোগ্য নন।

তাৎপর্য

যখন ব্রহ্মা দেখলেন যে, প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বিন্ধ্যাবলি ভগবানের কাছে বলি মহারাজের জন্য আগেই কৃপা-প্রার্থনা করেছেন, তখন তিনিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং জড়-জাগতিক বিচারের ভিত্তিতে বলি মহারাজের মুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

কৃৎস্না তেঽনেন দত্তা ভূর্লোকাঃ কর্মার্জিতাশ্চ যে ।
নিবেদিতং চ সর্বস্বমাত্মাবিক্লবয়া ধিয়া ॥ ২২ ॥

কৃৎস্নাঃ—সমস্ত; **তে**—আপনাকে; **অনেন**—এই বলি মহারাজের দ্বারা; **দত্তাঃ**—দান করেছেন অথবা ফিরিয়ে দিয়েছেন; **ভূঃ লোকাঃ**—সমস্ত ভূমি এবং সমস্ত লোক; **কর্ম-অর্জিতাঃ চ**—তিনি তাঁর পুণ্যকর্মের ফলে যা কিছু লাভ করেছিলেন; **যে**—যা কিছু; **নিবেদিতম্ চ**—আপনাকে নিবেদন করেছেন; **সর্বস্বম্**—তাঁর সর্বস্ব; **আত্মা**—এমন কি তাঁর শরীর; **অবিক্লবয়া**—অকাতরে; **ধিয়া**—এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা।

অনুবাদ

বলি মহারাজ ইতিমধ্যেই সব কিছু আপনাকে দান করেছেন। অকাতরে তিনি তাঁর ভূমি, লোক এবং তাঁর পুণ্যকর্মের দ্বারা তিনি যা কিছু অর্জন করেছিলেন সেই সব, এমন কি তাঁর দেহ পর্যন্ত আপনাকে দান করেছেন।

শ্লোক ২৩

যৎপাদয়োরশঠধীঃ সলিলং প্রদায়
দূর্বাঙ্কুরৈরপি বিধায় সতীং সপর্যাম্ ।
অপ্যুত্তমাং গতিমসৌ ভজতে ত্রিলোকীং
দাশ্বানবিক্লবমনাঃ কথমার্তিমৃচ্ছেৎ ॥ ২৩ ॥

যৎ-পাদয়োঃ—আপনার শ্রীপাদপদ্মে; **অশঠ-ধীঃ**—শঠতারহিত উদারচিত্ত ব্যক্তি; **সলিলম্**—জল; **প্রদায়**—নিবেদন করে; **দূর্বা**—দূর্বাঘাস; **অঙ্কুরৈঃ**—এবং ফুলের কলির দ্বারা; **অপি**—যদিও; **বিধায়**—নিবেদন করে; **সতীম্**—উত্তম; **সপর্যাম্**—পূজা সহকারে; **অপি**—যদিও; **উত্তমাম্**—অতি উন্নত; **গতিম্**—গতি; **অসৌ**—এই প্রকার উপাসক; **ভজতে**—যোগ্য; **ত্রিলোকীম্**—ত্রিভুবন; **দাশ্বান্**—আপনাকে প্রদান করে; **অবিক্লব-মনাঃ**—নিষ্কপট চিত্ত; **কথম্**—কিভাবে; **আর্তিম্**—বন্দী হওয়ার ক্লেশ; **ঋচ্ছেৎ**—যোগ্য।

অনুবাদ

আপনার শ্রীপাদপদ্মে জল, দূর্বা অথবা ফুলের কলি নিবেদন করে, নিষ্কপট ব্যক্তি চিৎ-জগতে উত্তম গতি লাভ করেন। এই বলি মহারাজ ত্রিভুবনের সব কিছুই আপনাকে অকাতর চিত্তে দান করেছেন। তা হলে কেন তিনি বন্দী হওয়ার কষ্ট ভোগ করবেন?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৬) বলা হয়েছে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

ভগবান এতই কৃপালু যে, কোন সরলচিত্ত ব্যক্তি যদি ভক্তি সহকারে নিষ্কপটে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে একটু জল, ফুল, ফল অথবা পাতা নিবেদন করেন, তা হলে

ভগবান তা গ্রহণ করেন। ভক্ত তখন বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন। ব্রহ্মা এই বিষয়ে ভগবানের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন বরুণপাশে বদ্ধ বলি মহারাজকে মুক্ত করেন, যিনি তাঁকে ত্রিভুবন এবং তাঁর যথাসর্বস্ব ইতিমধ্যেই দান করেছেন।

শ্লোক ২৪

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্লামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্ ।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাং চাবমন্যতে ॥ ২৪ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রহ্মা; **যম্**—যাকে; **অনুগৃহ্লামি**—আমি কৃপা করি; **তৎ**—তার; **বিশঃ**—জড় ঐশ্বর্য অথবা ধন-সম্পদ; **বিধুনোমি**—হরণ করি; **অহম্**—আমি; **যৎ-মদঃ**—এই অর্থের ফলে মিথ্যা অহঙ্কার; **পুরুষঃ**—এই প্রকার ব্যক্তি; **স্তব্ধঃ**—মূঢ়মতি; **লোকম্**—ত্রিলোক; **মাম্ চ**—আমাকেও; **অবমন্যতে**—অবজ্ঞা করে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে ব্রহ্মা, জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে মূর্খ ব্যক্তি স্থূলবুদ্ধি এবং উন্মত্ত হয়। তার ফলে সে এই ত্রিভুবনে কাউকে সম্মান করে না, এমন কি আমাকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করে। আমি এই প্রকার ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ করে তার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করি।

তাৎপর্য

যে সভ্যতা জড় ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে ভগবানকে অস্বীকার করে, সেই সভ্যতা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। মহা ঐশ্বর্যের ফলে বিষয়াসক্ত ব্যক্তি এতই গর্বোদ্ধত হয় যে, সে কাউকেই গ্রাহ্য করে না, এমন কি ভগবানের আধিপত্য পর্যন্ত অস্বীকার করে। এই প্রকার মনোবৃত্তির ফল অবশ্যই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান কখনও কখনও বলি মহারাজের মতো ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

শ্লোক ২৫

যদা কদাচিজ্জীবাত্মা সংসরন্ নিজকর্মভিঃ ।
নানাযোনিষ্বনীশোঽয়ং পৌরুষীং গতিমাব্রজেৎ ॥ ২৫ ॥

যদা—যখন; **কদাচিৎ**—কখনও কখনও; **জীবাত্মা**—জীবাত্মা; **সংসরন্**—জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হতে; **নিজ-কর্মভিঃ**—তার সকাম কর্মের দ্বারা; **নানা-যোনিষু**—বিভিন্ন যোনিতে; **অনীশঃ**—স্বতন্ত্র নয় (সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন); **অয়ম্**—এই জীব; **পৌরুষীম্ গতিম্**—মানুষের পদ; **আব্রজেৎ**—প্রাপ্ত হতে চায়।

অনুবাদ

পরতন্ত্র জীব তার কর্মফলে সংসার-চক্রে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে ভাগ্যক্রমে কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। এই মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

ভগবান সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তাই জীব যখন তার সমস্ত ঐশ্বর্য হারায় তা সব সময় ভগবানের কৃপার লক্ষণ নয়। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা খুশি তাই করতে পারেন। তিনি কারও ঐশ্বর্য হরণ করে নিতে পারেন, অথবা তা না-ও করতে পারেন। বিভিন্ন প্রকার জীবন রয়েছে এবং ভগবান তাঁর ইচ্ছাক্রমে পরিস্থিতি অনুসারে তাদের প্রতি আচরণ করেন। সাধারণত বুঝতে হবে যে, মনুষ্যজন্ম সব চাইতে দায়িত্বপূর্ণ।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

"জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত জীব প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তার সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয়।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৩/২২) এইভাবে সংসার-চক্রে বহু বহু যোনিতে ভ্রমণ করার পর জীব মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়। তাই প্রতিটি মানুষের, বিশেষ করে সভ্য অথবা সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষের কর্তব্য, তাঁর কার্যকলাপের জন্য অত্যন্ত দায়িত্বশীল হওয়া। কখনই পরবর্তী জীবনে অধঃপতিত হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। যেহেতু দেহের পরিবর্তন হবে (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*), তাই আমাদের অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। জীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার যাতে হয় তা দেখাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। মূর্খ জীবেরা

নিজেদের সব রকম নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মুক্ত নয়; সে সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত সাবধান হওয়া এবং তার জীবনের কার্যকলাপের জন্য দায়িত্বশীল হওয়া।

শ্লোক ২৬

জন্মকর্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্যধনাদিভিঃ ।
যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ ॥ ২৬ ॥

জন্ম—সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম; **কর্ম**—অদ্ভুত কর্ম, পুণ্যকর্ম; **বয়ঃ**—বয়স, বিশেষ করে যৌবন অবস্থায় মানুষ যখন অনেক কার্য করতে পারে; **রূপ**—দেহের সৌন্দর্য, যা সকলকে আকৃষ্ট করে; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্য; **ধন**—ধন; **আদিভিঃ**—ইত্যাদির দ্বারা; **যদি**—যদি; **অস্য**—অধিকারীর; **ন**—না; **ভবেৎ**—হয়; **স্তম্ভঃ**—গর্ব; **তত্র**—সেই অবস্থায়; **অয়ম্**—ব্যক্তি; **মৎ-অনুগ্রহঃ**—আমার বিশেষ কৃপা লাভ করেছে বলে বুঝতে হবে।

অনুবাদ

কোন মানুষ যদি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বা উচ্চকুলে জন্ম, অদ্ভুত কর্ম, যৌবন, দেহের সৌন্দর্য, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য বা ধনের গর্বে গর্বিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেছে।

তাৎপর্য

এই সমস্ত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ যদি গর্বিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে তিনি জানেন যে, এই সমস্ত ঐশ্বর্য ভগবানেরই কৃপার ফলস্বরূপ। তাই তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন। ভক্ত ভালভাবেই জানেন যে, তাঁর সব কিছু, এমন কি তাঁর দেহ পর্যন্ত ভগবানের। কেউ যদি এইভাবে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় জীবন-যাপন করেন, তা হলে বুঝতে হবে তিনি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছেন। অর্থাৎ ধন থেকে বঞ্চিত হওয়া ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে মনে করা উচিত নয়। কেউ যদি তাঁর ঐশ্বর্যমণ্ডিত পদে থাকেন এবং অনর্থক গর্বিত হয়ে মনে না করেন যে তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর মালিক, তা হলে সেটিই ভগবানের বিশেষ কৃপা।

শ্লোক ২৭

মানস্তম্ভনিমিত্তানাং জন্মাদীনাং সমন্ততঃ ।
সর্বশ্রেয়ঃপ্রতীপানাং হন্ত মুহ্যেন্ন মৎপরঃ ॥ ২৭ ॥

মান—অভিমান; **স্তম্ভ**—এই দম্ভের ফলে; **নিমিত্তানাম্**—যা তার কারণ; **জন্ম-আদীনাম্**—উচ্চকুলে জন্ম ইত্যাদি; **সমন্ততঃ**—একত্রে; **সর্ব-শ্রেয়ঃ**—জীবনের পরম লাভের জন্য; **প্রতীপানাম্**—প্রতিবন্ধক; **হন্ত**—হায়; **মুহ্যেৎ**—মোহাচ্ছন্ন হয়; **ন**—না; **মৎপরঃ**—আমার শুদ্ধ ভক্ত।

অনুবাদ

যদিও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম আদি ঐশ্বর্য ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধক যেহেতু সেগুলি অভিমান এবং দম্ভের মূল কারণ, তবুও এই সমস্ত ঐশ্বর্য ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে বিচলিত করে না।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের মতো ভক্ত, যিনি অসীম জড় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেছেন। এক সময় কুবের ধ্রুব মহারাজকে বর দান করতে চান, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ যদিও তাঁর কাছ থেকে যে কোন পরিমাণ জড় ঐশ্বর্য চাইতে পারতেন, তবুও তিনি কুবেরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকতে পারেন। ভক্ত যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, তখন ভগবানের সেই ভক্তকে জড় ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করার প্রয়োজন হয় না। ভগবান যদিও কখনও কখনও পুণ্যকর্মজনিত ঐশ্বর্য হরণ করে নেন, তবুও তিনি ভগবদ্ভক্তিজনিত ঐশ্বর্য কখনও হরণ করেন না। ভগবান তাঁর ভক্তকে নিরভিমান অথবা ভগবদ্ভক্তিতে আরও ভালভাবে অধিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর সম্পদ হরণ করে নেন। কোন বিশেষ ভক্তের কার্য যদি হয় প্রচার করা, কিন্তু তিনি তাঁর পরিবার অথবা ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ভগবানের সেবা করতে না চান, তা হলে ভগবান অবশ্যই তাঁর সমস্ত জড় ঐশ্বর্য হরণ করে তাঁকে ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারে সর্বতোভাবে যুক্ত হন।

শ্লোক ২৮

এষ দানবদৈত্যানামগ্রণীঃ কীর্তিবর্ধনঃ ।
অজৈষীদজয়াং মায়াং সীদন্নপি ন মুহ্যতি ॥ ২৮ ॥

এষঃ—এই বলি মহারাজ; **দানব-দৈত্যানাম্**—দৈত্য এবং দানবদের মধ্যে; **অগ্রণীঃ**—শ্রেষ্ঠ ভক্ত; **কীর্তি-বর্ধনঃ**—যশস্বী; **অজৈষীৎ**—অতিক্রম করেছে; **অজয়াম্**—অজেয়; **মায়াম্**—মায়া; **সীদন্**—(তার সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে) বঞ্চিত হয়ে; **অপি**—যদিও; **ন**—না; **মুহ্যতি**—মোহাচ্ছন্ন হয়।

অনুবাদ

বলি মহারাজ দৈত্য এবং দানবদের মধ্যে সব চাইতে বিখ্যাত হয়েছে, কারণ সে তার সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তার ভক্তিতে অবিচলিত ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সীদন্নপি ন মুহ্যতি* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভক্ত কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময় নানা রকম সঙ্কটের সম্মুখীন হন। সাধারণত সঙ্কটকালে সকলেই শোক করে এবং বিচলিত হয়, কিন্তু ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতেও অবিচলিত থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, ভগবান তাঁকে পরীক্ষা করছেন। বলি মহারাজ এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, যে কথা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৯-৩০

ক্ষীণরিক্‌থশ্চ্যুতঃ স্থানাৎ ক্ষিপ্তো বদ্ধশ্চ শত্রুভিঃ ।
জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো যাতনামনুযাপিতঃ ॥ ২৯ ॥
গুরুণা ভর্ৎসিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ ।
ছলৈরুক্তো ময়া ধর্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্ ॥ ৩০ ॥

ক্ষীণ-রিক্‌থঃ—সমস্ত ধন থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও; **চ্যুতঃ**—অধঃপতিত; **স্থানাৎ**—উচ্চপদ থেকে; **ক্ষিপ্তঃ**—বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত; **বদ্ধঃ চ**—এবং বলপূর্বক

বন্ধন করা হলেও; **শত্রুভিঃ**—তার শত্রুদের দ্বারা; **জ্ঞাতিভিঃ চ**—এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা; **পরিত্যক্তঃ**—পরিত্যক্ত; **যাতনাম্**—সর্বপ্রকার যন্ত্রণা; **অনুযাপিতঃ**—অসাধারণ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ; **গুরুণা**—তার গুরুর দ্বারা; **ভর্ৎসিতঃ**—তিরস্কৃত; **শপ্তঃ**—এবং অভিশপ্ত; **জহৌ**—ত্যাগ করেছিল; **সত্যম্**—সত্য; **ন**—না; **সুব্রতঃ**—তাঁর প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত; **ছলৈঃ**—ছলনার দ্বারা; **উক্তঃ**—উক্ত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **ন**—না; **অয়ম্**—এই বলি মহারাজ; **ত্যজতি**—ত্যাগ করেন; **সত্য-বাক্**—সত্যপ্রতিজ্ঞ।

অনুবাদ

বলি মহারাজ যদিও তার ধন-সম্পদ হারিয়েছে, তার উচ্চপদ থেকে অধঃপতিত হয়েছে, শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে, বন্ধনের দ্বারা পীড়িত হয়েছে এবং গুরুর দ্বারা তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হয়েছে, তবুও সে তার প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত ছিল এবং সত্যভ্রষ্ট হয়নি। আমি কপটতাপূর্বক ধর্মতত্ত্ব বলেছিলাম, তবুও সে ধর্ম পরিত্যাগ করেনি, কারণ সে সত্যপ্রতিজ্ঞ।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ভগবান প্রদত্ত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এটিই ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপার আর একটি প্রমাণ। ভগবান কখনও কখনও ভক্তকে অসম্ভব কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন। বলি মহারাজকে যে অবস্থায় ফেলা হয়েছিল, সেই অবস্থায় অন্য কারও পক্ষে বেঁচে থাকাও অসম্ভব হত। বলি মহারাজ যে এই সমস্ত কঠোর পরীক্ষা এবং তপস্যা সহ্য করতে পেরেছিলেন, সেটিও ভগবানেরই কৃপা। ভগবান নিশ্চয়ই তাঁর ভক্তের সহনশীলতার প্রশংসা করেন এবং ভক্তের ভবিষ্যৎ মহিমা কীর্তনের জন্য তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকে। এটি কোন সাধারণ পরীক্ষা ছিল না। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, এই প্রকার পরীক্ষায় কারও পক্ষে বেঁচে থাকাও সম্ভব হত না, কিন্তু মহাজনদের অন্যতম বলি মহারাজের ভবিষ্যৎ মহিমা কীর্তনের জন্য ভগবান কেবল তাঁকে পরীক্ষাই করেননি, সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সহ্য করার শক্তিও দিয়েছিলেন। ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি এতই কৃপাময় যে, ভক্তের কঠিন পরীক্ষা নেওয়ার সময় তিনি তাঁকে তা সহ্য করার মতো শক্তি প্রদান করেন এবং এইভাবে তাঁর মহিমা চিরস্থায়ী করে রাখেন।

শ্লোক ৩১

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি ।
সাবর্ণেরন্তরস্যায়ং ভবিতেন্দ্রো মদাশ্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥

এষঃ—বলি মহারাজ; **মে**—আমার দ্বারা; **প্রাপিতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **স্থানম্**—স্থান; **দুষ্প্রাপম্**—দুষ্প্রাপ্য; **অমরৈঃ অপি**—দেবতাদের দ্বারাও; **সাবর্ণেঃ অন্তরস্য**—সাবর্ণি মন্বন্তরে; **অয়ম্**—এই বলি মহারাজ; **ভবিতা**—হবে; **ইন্দ্রঃ**—দেবলোকের রাজা; **মৎ-আশ্রয়ঃ**—সম্পূর্ণরূপে আমার আশ্রয়ে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—তার মহান সহনশক্তির ফলে আমি তাকে সেই স্থান প্রদান করেছি যা দেবতাদেরও দুর্লভ। সাবর্ণি মন্বন্তরে সে দেবলোকের রাজা ইন্দ্র হবে।

তাৎপর্য

এটিই ভগবানের কৃপা। ভগবান তাঁর ভক্তের ঐশ্বর্য হরণ করে নিলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে এমন পদ দান করেন, যা দেবতাদেরও কল্পনার অতীত। ভগবদ্ভক্তির ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তার একটি হচ্ছে সুদামা বিপ্রের ঐশ্বর্য। সুদামা বিপ্র ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু তার ফলে তিনি বিচলিত হননি এবং ভগবদ্ভক্তির পথ থেকে বিচ্যুত হননি। সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে কল্পনাতীত ঐশ্বর্য প্রদান করেছিলেন। এখানে *মদাশ্রয়ঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান যেহেতু বলি মহারাজকে ইন্দ্রের পদ প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তাই দেবতারা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে পারত। কিন্তু বলি মহারাজকে ভগবান আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি সর্বদাই ভগবানের আশ্রয়ে থাকবেন (*মদাশ্রয়ঃ*)।

শ্লোক ৩২

তাবৎ সুতলমধ্যাস্তাং বিশ্বকর্মবিনির্মিতম্ ।
যদাধয়ো ব্যাধয়শ্চ ক্লমস্তন্দ্রা পরাভবঃ ।
নোপসর্গা নিবসতাং সংভবন্তি মমেক্ষয়া ॥ ৩২ ॥

তাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি ইন্দ্রের পদ প্রাপ্ত হচ্ছ; **সুতলম্**—সুতললোকে; **অধ্যাস্তাম্**—সেই স্থান অধিকার করে সেখানে বাস কর; **বিশ্বকর্ম-বিনির্মিতম্**—

বিশ্বকর্মার দ্বারা বিশেষভাবে নির্মিত; **যৎ**—যেখানে; **আধয়ঃ**—মানসিক ক্লেশ; **ব্যাধয়ঃ**—দৈহিক ক্লেশ; **চ**—ও; **ক্লমঃ**—ক্লান্তি; **তন্দ্রা**—আলস্য; **পরাভবঃ**—পরাজিত হয়ে; **ন**—না; **উপসর্গাঃ**—অন্যান্য উপদ্রবের লক্ষণ; **নিবসতাম্**—যারা সেখানে বাস করে; **সংভবন্তি**—সম্ভব হয়; **মম**—আমার; **ঈক্ষয়া**—বিশেষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বলি মহারাজ বিশ্বকর্মা বিরচিত সুতললোকে বাস করবে। সেই স্থান যেহেতু আমার দ্বারা বিশেষভাবে সংরক্ষিত, তাই সেখানে মানসিক ক্লেশ, দৈহিক ক্লেশ, ক্লান্তি, তন্দ্রা, পরাজয় প্রভৃতি উপদ্রব নেই। বলি মহারাজ, এখন তুমি সেখানে গিয়ে শান্তিতে বাস কর।

তাৎপর্য

বিশ্বকর্মা হচ্ছেন স্বর্গলোকের বিশাল অট্টালিকাগুলির কারিগর। অতএব, বিশ্বকর্মা যেহেতু বলি মহারাজের বসবাসের জন্য সুতললোকের অট্টালিকা এবং প্রাসাদগুলি নির্মাণ করেছিলেন, তাই সেগুলি অন্ততপক্ষে স্বর্গলোকের প্রাসাদগুলির সমতুল্য। সেই স্থানের অন্য আর একটি সুবিধা ছিল যে, সেখানে কোন প্রকার বাহ্য বিপত্তি ছিল না। অধিকন্তু সেখানে মানসিক ও দৈহিক ক্লেশও ছিল না। এইগুলি সুতল লোকের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যেখানে বলি মহারাজকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল।

বৈদিক শাস্ত্রে আমরা বিভিন্ন গ্রহলোকের বর্ণনা পাই, যেখানে এই পৃথিবীর প্রাসাদগুলি থেকে শত-সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ বহু প্রাসাদ রয়েছে। যখন আমরা প্রাসাদের কথা বলি, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশাল নগরী এবং শহরের ধারণা আসে। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যখন অন্যান্য গ্রহলোকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন তারা পাথর এবং বালি ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। তারা তাদের তুচ্ছ অভিযান চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রের পাঠক কখনও তাদের কথায় বিশ্বাস করবে না অথবা তাদের অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার কৃতিত্ব প্রদান করবে না।

শ্লোক ৩৩

ইন্দ্রসেন মহারাজ যাহি ভো ভদ্রমস্তু তে ।
সুতলং স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যং জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রসেন—হে বলি মহারাজ; **মহারাজ**—হে মহারাজ; **যাহি**—যাও; **ভোঃ**—হে রাজন্; **ভদ্রম্**—কল্যাণ; **অস্তু**—হোক; **তে**—তোমার; **সুতলম্**—সুতললোকে; **স্বর্গিভিঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **প্রার্থ্যম্**—বাঞ্ছিত; **জ্ঞাতিভিঃ**—তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা; **পরিবারিতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

হে বলি মহারাজ (ইন্দ্রসেন), এখন তুমি দেবতাদেরও বাঞ্ছিত সুতললোকে যেতে পার। সেখানে তোমার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে তুমি শান্তিতে বসবাস কর। তোমার কল্যাণ হোক।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ স্বর্গলোক থেকে সুতললোকে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, যা ছিল স্বর্গলোক থেকে শত-শতগুণ শ্রেষ্ঠ, যে কথা *স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যম্* পদটির দ্বারা সূচিত হয়েছে। ভগবান যখন তাঁর ভক্তকে জড় ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করেন, তার অর্থ এই নয় যে ভগবান তাঁকে দারিদ্র্যগ্রস্ত করেন। পক্ষান্তরে ভগবান তাঁকে আরও উচ্চপদে উন্নীত করেন। বলি মহারাজকে ভগবান তাঁর পরিবার পরিজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বলেননি, পক্ষান্তরে ভগবান তাঁকে তাদের সঙ্গে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন (*জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ*)।

শ্লোক ৩৪

ন ত্বামভিভবিষ্যন্তি লোকেশাঃ কিমুতাপরে ।
ত্বচ্ছাসনাতিগান্ দৈত্যাংশ্চক্রং মে সূদয়িষ্যতি ॥ ৩৪ ॥

ন—না; **ত্বাম্**—তোমাকে; **অভিভবিষ্যন্তি**—জয় করতে সমর্থ হবে; **লোক-ঈশাঃ**—বিভিন্ন লোকপালগণ; **কিম্ উত অপরে**—সাধারণ মানুষের কি কথা; **তৎ-শাসন-অতিগান্**—তোমার আদেশ লঙ্ঘনকারী; **দৈত্যান্**—দৈত্যদের; **চক্রম্**—চক্র; **মে**—আমার; **সূদয়িষ্যতি**—সংহার করবে।

অনুবাদ

সুতললোকে সাধারণ মানুষদের কি কথা, লোকপালেরাও তোমাকে পরাভূত করতে পারবে না। আর দৈত্যেরা যদি তোমার শাসন লঙ্ঘন করে, তা হলে আমার চক্র তাদের সংহার করবে।

শ্লোক ৩৫

রক্ষিষ্যে সর্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্ ।
সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্ ॥ ৩৫ ॥

রক্ষিষ্যে—রক্ষা করব; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **অহম্**—আমি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **স-অনুগম্**—তোমার পার্ষদগণ সহ; **স-পরিচ্ছদম্**—তোমার উপকরণ সহ; **সদা**—সর্বদা; **সন্নিহিতম্**—নিকটে অবস্থিত; **বীর**—হে বীর; **তত্র**—সেখানে, তোমার স্থানে; **মাম্**—আমাকে; **দ্রক্ষ্যতে**—দর্শন করতে পারবে; **ভবান্**—তুমি।

অনুবাদ

হে মহাবীর, আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকব এবং তোমার পার্ষদগণ ও উপকরণ সহ তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব। অধিকন্তু, সেখানে তুমি আমাকে সর্বদা দর্শন করতে পারবে।

শ্লোক ৩৬

তত্র দানবদৈত্যানাং সঙ্গাৎ তে ভাব আসুরঃ ।
দৃষ্ট্বা মদনুভাবং বৈ সদ্যঃ কুণ্ঠো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

তত্র—সেই স্থানে; **দানব-দৈত্যানাম্**—দৈত্য এবং দানবদের; **সঙ্গাৎ**—সঙ্গের ফলে; **তে**—তোমার; **ভাবঃ**—মনোভাব; **আসুরঃ**—আসুরিক; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মৎ-অনুভাবম্**—আমার পরম প্রভাব, **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **কুণ্ঠঃ**—উৎকণ্ঠা; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—বিনষ্ট হবে।

অনুবাদ

সেখানে আমার পরম প্রভাব দর্শন করার ফলে, দানব এবং দৈত্যদের সঙ্গ প্রভাবে তোমার যে জড় ধারণা এবং উৎকণ্ঠার উদয় হয়েছে, তা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

বলি মহারাজকে ভগবান সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং অবশেষে ভগবান তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি অসুরদের অসৎ সঙ্গের প্রভাব

থেকে তাঁকে সর্বদা রক্ষা করবেন। বলি মহারাজ অবশ্যই একজন উত্তম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ না হওয়ার ফলে তিনি একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ভগবান তাই তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর আসুরিক মনোভাব নিরস্ত হবে। পক্ষান্তরে, ভক্তসঙ্গ প্রভাবে আসুরিক মনোভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৫/২৫)

কোন অসুর যখন ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী ভক্তের সঙ্গ করেন, তখন তিনিও ক্রমশ শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'বলি মহারাজের আত্মসমর্পণ' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

দেবতাদের পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্তি

এই অধ্যায়ে পিতামহ প্রহ্লাদের সঙ্গে বলি মহারাজের সুতললোকে গমন এবং ভগবানের অনুমতিক্রমে ইন্দ্রের স্বর্গলোকে পুনঃপ্রবেশ বর্ণিত হয়েছে।

মহাত্মা বলি মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে তাঁর প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করাই জীবনের পরম প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে তিনি ভক্তিব্যাকুল চিত্তে এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং তারপর তাঁর অনুচরগণ সহ সুতললোকে প্রবেশ করেছিলেন। ভগবান এইভাবে অদিতির বাসনা পূর্ণ করে ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বলির মুক্তির কথা শ্রবণ করে, এই জড় জগতে ভগবানের দিব্য লীলাবিলাস বর্ণনা করেছিলেন। ভগবানের এই জড় জগৎ সৃষ্টি, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি এবং ভক্তদের প্রতি কল্পবৃক্ষের মতো অত্যন্ত উদারতার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের প্রশংসা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন যে, ভগবান কেবল তাঁর ভক্তদের প্রতিই স্নেহশীল নন, তিনি অসুরদের প্রতিও স্নেহশীল। এইভাবে তিনি ভগবানের অন্তহীন অহৈতুকী করুণার কথা বর্ণনা করেছিলেন। তারপর কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে তিনিও ভগবানের আদেশ অনুসারে সুতললোকে গমন করেছিলেন। ভগবান তখন শুক্রাচার্যকে বলি মহারাজের যজ্ঞের দোষ এবং অসামঞ্জস্য বর্ণনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। শুক্রাচার্য তখন বিশ্লেষণ করেন কিভাবে ভগবানের নাম-সংকীর্তনের ফলে বদ্ধ জীবের পাপ ক্ষয় হয়। তারপর তিনি বলি মহারাজের যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেছিলেন। সমস্ত মহর্ষিরা ভগবান বামনদেবকে দেবরাজ ইন্দ্রের হিতৈষীরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ইন্দ্রকে স্বর্গলোক ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা ভগবানকে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্যের পালকরূপে স্বীকার করেছিলেন। ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর অনুচরগণ সহ বামনদেবকে অগ্রবর্তী করে বিমানযোগে স্বর্গে পুনঃপ্রবেশ করেছিলেন। বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলে ভগবান

শ্রীবিষ্ণুর এই অতি অদ্ভুত কার্যকলাপ দর্শন করে সমস্ত দেবতা, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ এবং সিদ্ধপুরুষগণ বার বার ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করাই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক, সেই কথা বলে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তবন্তং পুরুষং পুরাতনং
মহানুভাবোঽখিলসাধুসম্মতঃ ।
বদ্ধাঞ্জলির্বাষ্পকলাকুলেক্ষণো
ভক্ত্যুৎকলো গদ্‌গদয়া গিরাব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তবন্তম্**—ভগবানের আদেশে; **পুরুষম্**—ভগবানকে; **পুরাতনম্**—সর্বপ্রাচীন; **মহা-অনুভাবঃ**—মহামতি বলি মহারাজ; **অখিল-সাধু-সম্মতঃ**—সমস্ত সাধুদের দ্বারা অনুমোদিত; **বদ্ধ-অঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলি সহকারে; **বাষ্প-কল-আকুল-ঈক্ষণঃ**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **ভক্তি-উৎকলঃ**—ভক্তিপূর্ণ; **গদ্‌গদয়া**—ভক্তির প্রভাবে গদগদ স্বরে; **গিরা**—বাণীর দ্বারা; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—সনাতন পুরুষ ভগবান এইভাবে বললে, সমস্ত সাধুদের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তরূপে স্বীকৃত মহামতি বলি মহারাজের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল। তিনি ভক্তিব্যাকুল চিত্তে কৃতাঞ্জলি সহকারে গদগদবাক্যে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২

শ্রীবলিরুবাচ

অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ
প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ ।
যল্লোকপালৈস্ত্বদনুগ্রহোঽমরৈ-
রলব্ধপূর্বোঽপসদেঽসুরেঽর্পিতঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-বলিঃ উবাচ—বলি মহারাজ বললেন; **অহো**—আহা; **প্রণামায়**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করার জন্য; **কৃতঃ**—আমি করেছিলাম; **সমুদ্যমঃ**—কেবল এক প্রয়াস; **প্রপন্ন-ভক্ত-অর্থ-বিধৌ**—শুদ্ধ ভক্তদের পালনীয় বিধি-বিধানের দ্বারা; **সমাহিতঃ**—সমর্থ; **যৎ**—যা; **লোক-পালৈঃ**—বিভিন্ন লোকপালদের দ্বারা; **ত্বৎ-অনুগ্রহঃ**—আপনার অহৈতুকী কৃপা; **অমরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **অলব্ধ-পূর্বঃ**—পূর্বে যা কখনও লাভ হয়নি; **অপসদে**—আমার মতো অধঃপতিত ব্যক্তিকে; **অসুরে**—অসুরকুলে উদ্ভূত; **অর্পিতঃ**—প্রদত্ত।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—আপনার প্রতি প্রণামেরও কী আশ্চর্য মহিমা! আমি কেবল আপনাকে প্রণাম করার প্রয়াস করেছিলাম, কিন্তু সেই প্রয়াসই শুদ্ধ ভক্তির পরম সিদ্ধি প্রদান করেছে। এই অধঃপতিত দৈত্যের প্রতি আপনি যে অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছেন, তা দেবতা এবং লোকপালেরাও কখনও লাভ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

বামনদেব যখন বলি মহারাজের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন বলি মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুক্রাচার্য এবং অন্যান্য অসুর সহচরদের উপস্থিতির ফলে তিনি তা করতে পারেননি। কিন্তু ভগবান এতই করুণাময় যে, বলি মহারাজ যদিও তাঁকে প্রণাম না করে কেবল মনে মনে প্রণাম করার প্রয়াস করেছিলেন, তার ফলেই ভগবান তাঁর প্রতি এত কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন যা দেবতারা পর্যন্ত কখনও আশা করতে পারেন না। *ভগবদ্‌গীতায়* (২/৪০) প্রতিপন্ন হয়েছে, *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—"এই পথে অতি অল্প উন্নতি সাধন করলেও তা মহা ভয় থেকে রক্ষা করে।" ভগবান *ভাবগ্রাহী জনার্দন* নামে পরিচিত, কারণ তিনি কেবল ভক্তের ভাবটিই গ্রহণ করেন। ভক্ত যদি ঐকান্তিকভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তা হলে পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান তৎক্ষণাৎ তা জানতে পারেন। তার ফলে, বাহ্য দৃষ্টিতে ভক্ত পূর্ণরূপে সেবা সম্পাদন না করলেও, তিনি যদি অন্তরে নিষ্ঠাপরায়ণ এবং ঐকান্তিক হন, তা হলে ভগবান তাঁর সেবা গ্রহণ করেন। তাই ভগবানকে বলা হয় *ভাবগ্রাহী জনার্দন*, কারণ তিনি কেবল ভক্তির ভাবটিই গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত্বা হরিমানত্য ব্রহ্মাণং সভবং ততঃ ।
বিবেশ সুতলং প্রীতো বলির্মুক্তঃ সহাসুরৈঃ ॥ ৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি উক্ত্বা**—এই কথা বলে; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **আনত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **ব্রহ্মাণম্**—ব্রহ্মাকে; **স-ভবম্**—মহাদেব সহ; **ততঃ**—তারপর; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করেছিলেন; **সুতলম্**—সুতললোকে; **প্রীতঃ**—পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়ে; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **মুক্তঃ**—এইভাবে বন্ধন মুক্ত হয়ে; **সহ অসুরৈঃ**—অসুর অনুচরগণ সহ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই কথা বলে বলি মহারাজ প্রথমে ভগবান শ্রীহরিকে এবং তারপর ব্রহ্মা ও শিবকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে নাগপাশ (বরুণপাশ) থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পূর্ণরূপে প্রসন্নতা সহকারে তাঁর অসুর অনুচরগণ সহ সুতললোকে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

এবমিন্দ্রায় ভগবান্ প্রত্যানীয় ত্রিবিষ্টপম্ ।
পূরয়িত্বাদিতেঃ কামমশাসৎ সকলং জগৎ ॥ ৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **ইন্দ্রায়**—ইন্দ্রকে; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রত্যানীয়**—ফিরিয়ে দিয়ে; **ত্রিবিষ্টপম্**—স্বর্গলোকের অধিকার; **পূরয়িত্বা**—পূর্ণ করে; **অদিতেঃ**—অদিতির; **কামম্**—বাসনা; **অশাসৎ**—শাসন করেছিলেন; **সকলম্**—সমগ্র; **জগৎ**—জগৎ।

অনুবাদ

এইভাবে ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গের অধিকার প্রদান করে এবং দেবমাতা অদিতির কামনা পূর্ণ করে, ভগবান সমস্ত জগৎ শাসন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫

লব্ধপ্রসাদং নির্মুক্তং পৌত্রং বংশধরং বলিম্ ।
নিশাম্য ভক্তিপ্রবণঃ প্রহ্লাদ ইদমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

লব্ধ-প্রসাদম্—যিনি ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **নির্মুক্তম্**—বন্ধনমুক্ত; **পৌত্রম্**—তাঁর পৌত্র; **বংশ-ধরম্**—বংশধর; **বলিম্**—বলি মহারাজকে; **নিশাম্য**—শ্রবণ করে; **ভক্তি-প্রবণঃ**—ভক্তপ্রবর; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজ যখন শুনলেন যে, তাঁর পৌত্র বলি মহারাজ তাঁর বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছেন, তখন তিনি ভক্তির আনন্দে উদ্বেলিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৬

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

নেমং বিরিঞ্চো লভতে প্রসাদং
ন শ্রীর্ন ন শর্বঃ কিমুতাপরেঽন্যে ।
যন্নোঽসুরাণামসি দুর্গপালো
বিশ্বাভিবন্দ্যৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৬ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; **ন**—না; **ইমম্**—এই; **বিরিঞ্চঃ**—এমন কি ব্রহ্মা পর্যন্ত; **লভতে**—লাভ করতে পারেন; **প্রসাদম্**—আশীর্বাদ; **ন**—না; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **ন**—না; **শর্বঃ**—শিব; **কিম্ উত**—কি বলার আছে; **অপরে অন্যে**—অন্যেরা; **যৎ**—যে আশীর্বাদ; **নঃ**—আমাদের; **অসুরাণাম্**—অসুরদের; **অসি**—আপনি হয়েছেন; **দুর্গপালঃ**—রক্ষক; **বিশ্ব-অভিবন্দ্যৈঃ**—সারা জগতের পূজ্য ব্রহ্মা শিব আদি মহাপুরুষদের দ্বারা; **অভিবন্দিত-অঙ্ঘ্রিঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজিত হয়।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে ভগবান, আপনি সারা জগতের পূজ্য; এমন কি ব্রহ্মা, শিব আদি মহাপুরুষেরাও আপনার শ্রীপাদপদ্মের পূজা করেন। তবুও আপনি আমাদের অর্থাৎ অসুরদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই প্রকার অনুগ্রহ ব্রহ্মা, শিব অথবা লক্ষ্মীদেবীও লাভ করতে পারেননি, অতএব অন্যান্য দেবতা অথবা সাধারণ মানুষদের কথা কি আর বলার আছে।

তাৎপর্য

এখানে *দুর্গপাল* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। *দুর্গ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যা সহজে যায় না'। সাধারণত *দুর্গ* শব্দটি কেল্লাকে বোঝায়, যেখানে সহজে প্রবেশ করা যায় না। *দুর্গ* শব্দটির আর একটি অর্থ 'দুঃসাধ্যতা'। ভগবান যেহেতু বলি মহারাজ এবং তাঁর সহচরদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাই তাঁকে এখানে *দুর্গপাল* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ 'ভগবান সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা করেন'।

শ্লোক ৭

যৎপাদপদ্মমকরন্দনিষেবণেন
ব্রহ্মাদয়ঃ শরণদাশ্নুবতে বিভূতীঃ ।
কস্মাদ্ বয়ং কুসৃতয়ঃ খলযোনয়স্তে
দাক্ষিণ্যদৃষ্টিপদবীং ভবতঃ প্রণীতাঃ ॥ ৭ ॥

যৎ—যাঁর; **পাদ-পদ্ম**—চরণ-কমলের; **মকরন্দ**—মধুর; **নিষেবণেন**—সেবামাধুর্য আস্বাদনের দ্বারা; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি মহাপুরুষগণ; **শরণ-দ**—হে সকলের পরম আশ্রয় ভগবান; **অশ্নুবতে**—উপভোগ করে; **বিভূতীঃ**—আপনার দেওয়া আশীর্বাদ; **কস্মাৎ**—কিভাবে; **বয়ম্**—আমরা; **কু-সৃতয়ঃ**—সমস্ত দস্যু-তস্করেরা; **খল-যোনয়ঃ**—ক্রূর দৈত্যকুলজাত; **তে**—সেই সমস্ত অসুরেরা; **দাক্ষিণ্য-দৃষ্টি-পদবীম্**—কৃপা দৃষ্টির দ্বারা প্রদত্ত পদ; **ভবতঃ**—আপনার; **প্রণীতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে।

অনুবাদ

হে পরম আশ্রয়! ব্রহ্মা প্রভৃতি মহাপুরুষেরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবারূপী মধু পান করার দ্বারাই কেবল সিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু ক্রূর অসুরকুলে উদ্ভূত দুর্বৃত্ত আমরা কিভাবে আপনার কৃপা লাভ করলাম? তা কেবল আপনার অহৈতুকী কৃপার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

শ্লোক ৮

চিত্রং তবেহিতমহোঽমিতযোগমায়া-
লীলাবিসৃষ্টভুবনস্য বিশারদস্য ।
সর্বাত্মনঃ সমদৃশোঽবিষমঃ স্বভাবো
ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরুস্বভাবঃ ॥ ৮ ॥

চিত্রম্—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **তব ঈহিতম্**—আপনার সমস্ত কার্যকলাপ; **অহো**—আহা; **অমিত**—অসীম; **যোগমায়া**—আপনার চিন্ময় শক্তির; **লীলা**—লীলার দ্বারা; **বিসৃষ্ট-ভুবনস্য**—যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, সেই আপনার; **বিশারদস্য**—যিনি সর্বতোভাবে দক্ষ সেই আপনার; **সর্ব-আত্মনঃ**—যিনি সর্বব্যাপ্ত সেই আপনার; **সম-দৃশঃ**—এবং যিনি সকলের প্রতি সমদর্শী; **অবিষমঃ**—কোন রকম ভেদভাব ব্যতীত; **স্বভাবঃ**—সেটিই আপনার স্বভাব; **ভক্ত-প্রিয়ঃ**—সর্ব অবস্থাতেই আপনি ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল; **যৎ**—যেহেতু; **অসি**—আপনি হন; **কল্পতরু-স্বভাবঃ**—কল্পতরুর মতো গুণ সমন্বিত।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার অচিন্ত্য চিৎশক্তির দ্বারা আপনার লীলা অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সম্পাদিত হয়। সেই অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তির ছায়ারূপিণী মায়াশক্তির দ্বারা আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে আপনি সব কিছু জানেন, এবং তাই আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি আপনার ভক্তদের অনুগ্রহ করেন। সেটি আপনার পক্ষপাতিত্ব নয়, কারণ আপনি কল্পবৃক্ষের মতো সকলের বাসনা পূর্ণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

"আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁদের হৃদয়ে বাস করি।" ভগবান নিঃসন্দেহে সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী, কিন্তু যে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত, তাঁর অবস্থা নিশ্চয়ই অভক্তদের থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ সকলেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন, কিন্তু অভক্তেরা তা করে না, এবং তাই তার পরিণাম-স্বরূপ তারা মায়াসৃষ্ট দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। একটি সরল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা সেই কথা বুঝতে পারি। রাজা অথবা সরকার সমস্ত নাগরিকদের প্রতি সমদর্শী। তাই, কোন নাগরিক যদি রাজার কাছ থেকে কোন বিশেষ অনুগ্রহ লাভের যোগ্য হয়, তা হলে তাঁকে সেই অনুগ্রহ প্রদান করা

হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, রাজা কারও পক্ষপাতিত্ব করছেন। রাজার অনুগ্রহ কিভাবে লাভ করতে হয় সেই কথা যিনি জানেন, তিনি তা লাভ করেন, কিন্তু যে সেই অনুগ্রহ উপেক্ষা করে, সে কখনও তা পায় না। দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—অসুর এবং দেবতা। দেবতারা জানেন ভগবান কে, এবং তাই তাঁরা তাঁর অনুগত, কিন্তু অসুরেরা ভগবানের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে জানলেও তাঁর বিরোধিতা করে। তাই জীবের মনোবৃত্তি অনুসারে ভগবান পার্থক্য সৃষ্টি করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী। ভগবান কল্পবৃক্ষের মতো তাঁর আশ্রিত জনের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু যে সেই আশ্রয় গ্রহণ করে না, তার অবস্থা শরণাগত ব্যক্তির থেকে ভিন্ন। যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন, দেবতা অথবা অসুর নির্বিশেষে ভগবান তাঁকে কৃপা করেন।

শ্লোক ৯

শ্রীভগবানুবাচ

বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে প্রযাহি সুতলালয়ম্ ।
মোদমানঃ স্বপৌত্রেণ জ্ঞাতীনাং সুখমাবহ ॥ ৯ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **বৎস**—হে বৎস; **প্রহ্লাদ**—হে প্রহ্লাদ; **ভদ্রম্ তে**—তোমার মঙ্গল হোক; **প্রযাহি**—যাও; **সুতল-আলয়ম্**—সুতল নামক স্থানে; **মোদমানঃ**—আনন্দিত চিত্তে; **স্ব-পৌত্রেণ**—তোমার পৌত্র (বলি মহারাজ) সহ; **জ্ঞাতীনাম্**—তোমার আত্মীয়-স্বজনদের; **সুখম্**—সুখ; **আবহ**—উপভোগ কর।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে বৎস প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হোক। এখন তুমি সুতললোকে গমন কর, ও সেখানে তোমার পৌত্র এবং আত্মীয়-স্বজনগণ সহ আনন্দ উপভোগ কর।

শ্লোক ১০

নিত্যং দ্রষ্টাসি মাং তত্র গদাপাণিমবস্থিতম্ ।
মদ্দর্শনমহাহ্লাদধ্বস্তকর্মনিবন্ধনঃ ॥ ১০ ॥

নিত্যম্—নিরন্তর; **দ্রষ্টা**—দর্শক; **অসি**—তুমি হবে; **মাম্**—আমাকে; **তত্র**—সেখানে (সুতললোকে); **গদা-পাণিম্**—গদা হস্তে; **অবস্থিতম্**—সেখানে অবস্থিত; **মৎ-দর্শন**—

সেই রূপে আমাকে দর্শন করে; **মহা-আহ্লাদ**—মহা আনন্দে; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট; **কর্ম-নিবন্ধনঃ**—সকাম কর্মের বন্ধন।

অনুবাদ

ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—সেখানে তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম হস্তে সর্বদা আমাকে দর্শন করবে। নিরন্তর আমাকে দর্শন করার আনন্দে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

তাৎপর্য

কর্মবন্ধ অর্থাৎ সকাম কর্মের বন্ধনই, জন্ম-মৃত্যুর চক্র বা সংসার-চক্রের অপরিহার্য কারণ। জীব যতক্ষণ সকাম কর্মে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ তাকে জড় শরীর ধারণ করতে হয়। বার বার এই জড় শরীর ধারণ করাকে বলা হয় সংসার-বন্ধন। এই সংসার-বন্ধন নিরস্ত করার জন্য ভক্তকে নিরন্তর ভগবানকে দর্শন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে প্রতিদিন মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে দর্শন করার উপদেশ দেওয়া হয়। এইভাবে কনিষ্ঠ ভক্ত সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১১-১২

শ্রীশুক উবাচ

আজ্ঞাং ভগবতো রাজন্ প্রহ্লাদো বলিনা সহ ।
বাঢ়মিত্যমলপ্রজ্ঞো মূর্ধ্ন্যাধায় কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১১ ॥
পরিক্রম্যাদিপুরুষং সর্বাসুরচমূপতিঃ ।
প্রণতস্তদনুজ্ঞাতঃ প্রবিবেশ মহাবিলম্ ॥ ১২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **আজ্ঞাম্**—আদেশ; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **বলিনা সহ**—বলি মহারাজ সহ; **বাঢ়ম্**—যথা আজ্ঞা; **ইতি**—এইভাবে; **অমল-প্রজ্ঞঃ**—নির্মল বুদ্ধি প্রহ্লাদ মহারাজ; **মূর্ধ্নি**—তাঁর মস্তকে; **আধায়**—গ্রহণ করে; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—বদ্ধাঞ্জলি সহকারে; **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **আদি-পুরুষম্**—আদি পুরুষ ভগবানকে; **সর্ব-অসুর-চমূপতিঃ**—সমস্ত অসুরনায়কদের অধিপতি; **প্রণতঃ**—প্রণতি নিবেদন করে; **তৎ-অনুজ্ঞাতঃ**—তাঁর (ভগবান বামনদেবের) অনুমতিক্রমে; **প্রবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **মহা-বিলম্**—সুতললোকে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ, বলি মহারাজ সহ সমস্ত অসুরনায়কদের অধিপতি বিশুদ্ধমতি প্রহ্লাদ মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে এবং সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে সুতললোকে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

অথাহোশনসং রাজন্ হরির্নারায়ণোঽন্তিকে ।
আসীনমৃত্বিজাং মধ্যে সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১৩ ॥

অথ—তারপর; **আহ**—বলেছিলেন; **উশনসম্**—শুক্রাচার্যকে; **রাজন্**—হে রাজন্; **হরিঃ**—ভগবান; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **অন্তিকে**—নিকটে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **ঋত্বিজাম্ মধ্যে**—সমস্ত পুরোহিতদের মাঝখানে; **সদসি**—সভায়; **ব্রহ্ম-বাদিনাম্**—বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণকারীদের।

অনুবাদ

তারপর নিকটে ঋত্বিকদের (ব্রহ্ম, হোতা, উদ্‌গাতা এবং অধ্বর্যু) সভায় উপবিষ্ট শুক্রাচার্যকে সম্বোধন করে ভগবান শ্রীহরি বা নারায়ণ এই কথাগুলি বলেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই সমস্ত পুরোহিতেরা সকলেই ছিলেন ব্রহ্মবাদী, অর্থাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণকারী।

শ্লোক ১৪

ব্রহ্মন্ সন্তনু শিষ্যস্য কর্মচ্ছিদ্রং বিতন্বতঃ ।
যৎ তৎ কর্মসু বৈষম্যং ব্রহ্মদৃষ্টং সমং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; **সন্তনু**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **শিষ্যস্য**—আপনার শিষ্যের; **কর্ম-ছিদ্রম্**—কর্মের দোষ; **বিতন্বতঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর; **যৎ তৎ**—যা; **কর্মসু**—কর্মে; **বৈষম্যম্**—ত্রুটি; **ব্রহ্ম-দৃষ্টম্**—যখন ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিচার করা হয়; **সমম্**—সমতা; **ভবেৎ**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য, আপনার যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী শিষ্য বলি মহারাজের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যে দোষ-ত্রুটি হয়েছে তা আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন। যোগ্য ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতে যদি তা বিচার করা হয়, তা হলে সেই ত্রুটি খণ্ডন হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ এবং প্রহ্লাদ মহারাজ সুতললোকে চলে গেলে ভগবান শ্রীবিষ্ণু শুক্রাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলি মহারাজের কোন দোষের জন্য শুক্রাচার্য তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, বলি মহারাজ যেহেতু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তা হলে তাঁর ত্রুটির বিচার করা কি করে সম্ভব? তার উত্তরে ভগবান শ্রীবিষ্ণু শুক্রাচার্যকে বলেছিলেন যে, বলি মহারাজের উপস্থিতির প্রয়োজন নেই, কারণ ব্রাহ্মণদের সম্মুখে যদি তাঁর দোষ-ত্রুটির বিচার হয়, তা হলে তা সংশোধন হয়ে যাবে। পরবর্তী শ্লোকে দেখা যাবে যে, বলি মহারাজের কোন দোষ ছিল না; শুক্রাচার্য অনর্থক তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ফলে বলি মহারাজের ভালই হয়েছিল। শুক্রাচার্যের অভিশাপের ফলে বলি মহারাজ তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়েছিলেন, এবং তার ফলে ভগবান তাঁর গভীর শ্রদ্ধার জন্য তাঁকে কৃপা করেছিলেন। ভক্তকে অবশ্যই সকাম কর্মে লিপ্ত হতে হয় না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/৩১/১৪)। ভগবান অচ্যুতের আরাধনার ফলে সকলেই তৃপ্ত হন। বলি মহারাজ যেহেতু ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন, তাই তাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি ছিল না।

শ্লোক ১৫

শ্রীশুক্র উবাচ

কুতস্তৎকর্মবৈষম্যং যস্য কর্মেশ্বরো ভবান্ ।
যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ সর্বভাবেন পূজিতঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রী-শুক্রঃ উবাচ—শ্রীশুক্রাচার্য বলেছিলেন; **কুতঃ**—কোথায়; **তৎ**—তাঁর (বলি মহারাজের); **কর্ম-বৈষম্যম্**—কর্ম অনুষ্ঠানের ত্রুটি; **যস্য**—যাঁর (বলি মহারাজের); **কর্ম-ঈশ্বরঃ**—সমস্ত কর্মের ঈশ্বর; **ভবান্**—আপনার; **যজ্ঞ-ঈশঃ**—আপনি সমস্ত

যজ্ঞের ভোক্তা; **যজ্ঞ-পুরুষঃ**—আপনি সেই পুরুষ যাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়; **সর্ব-ভাবেন**—সর্বতোভাবে; **পূজিতঃ**—পূজিত হয়েছেন।

অনুবাদ

শুক্রাচার্য বললেন—হে ভগবান, আপনি সমস্ত কর্মের প্রবর্তক এবং সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। আপনি যজ্ঞপুরুষ, আপনার উদ্দেশ্যেই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। কেউ যদি সর্বতোভাবে আপনার প্রসন্নতা বিধান করে, তা হলে তার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কোন রকম ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা কোথায়?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) ভগবান বলেছেন, *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*—সর্বলোক মহেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সেই পুরুষ যাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়। *বিষ্ণুপুরাণে* (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

সমস্ত বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয় যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য। সমাজের বর্ণাশ্রম বিভাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে আচরণ করাকে বলা হয় *বর্ণাশ্রমাচরণ*। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৩) শ্রীল সূত গোস্বামী বলেছেন—

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করাই হচ্ছে স্বধর্মের চরম ফল।" সব কিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। অতএব, বলি মহারাজ যেহেতু ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন, তাই তাঁর কোন ত্রুটি ছিল না, এবং শুক্রাচার্য স্বীকার করেছেন যে, তাঁকে অভিশাপ দেওয়া ঠিক হয়নি।

শ্লোক ১৬

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ ।
সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্তনং তব ॥ ১৬ ॥

মন্ত্রতঃ—বৈদিক মন্ত্রের ভুল উচ্চারণের ফলে; **তন্ত্রতঃ**—বিধিবিধান অনুশীলনে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার ফলে; **ছিদ্রম্**—ত্রুটি; **দেশ**—দেশ; **কাল**—কাল; **অর্হ**—এবং পাত্র; **বস্তুতঃ**—উপকরণ; **সর্বম্**—এই সমস্ত; **করোতি**—করে; **নিশ্ছিদ্রম্**—ত্রুটিহীন; **অনুসংকীর্তনম্**—নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তন; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

মন্ত্র উচ্চারণে এবং বিধিবিধান অনুশীলনে ত্রুটি থাকতে পারে, এবং দেশ, কাল, পাত্র এবং উপকরণের বিষয়েও ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু আপনার নাম সংকীর্তনের প্রভাবে সব কিছু ত্রুটিহীন হয়ে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহের যুগ এই কলিযুগে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।" (*বৃহন্নারদীয় পুরাণ* ৩৮/১২৬) এই কলিযুগে নিখুঁতভাবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অথবা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন। কেউই প্রায় নির্ভুলভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে না অথবা বৈদিক অনুষ্ঠানের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে না। তাই এই যুগে, যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/২৯)। বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা সময় নষ্ট না করে, যাঁরা বুদ্ধিমান, যাঁরা সুমেধা-সম্পন্ন, তাঁদের কর্তব্য ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার মাধ্যমে যথার্থ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। আমি দেখেছি বহু ধর্মনেতা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত এবং তারা এই অপূর্ণ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। যারা অনর্থক এই প্রকার ব্যর্থ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, এই শ্লোকটির মাধ্যমে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আমাদের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ গ্রহণ করা (*যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*)। শুক্রাচার্য যদিও ছিলেন কর্মকাণ্ডে আসক্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তবুও তিনি স্বীকার করেছিলেন, *নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্তনং তব*—"হে ভগবান, আপনার পবিত্র নাম নিরন্তর কীর্তন করার ফলে সব কিছুই সিদ্ধ হয়।" কলিযুগে বৈদিক কর্মকাণ্ড নির্ভুলভাবে অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তাই শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদিও সব রকম আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ সম্পাদন

করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে সমস্ত বিধি-বিধানগুলি অনুসরণ করা উচিত, বিশেষ করে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনায়, তবুও দোষ-ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে, অতএব তা নিরাকরণের জন্য ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত প্রকার কার্যকলাপের মধ্যে আমরা তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের উপর বিশেষভাবে জোর দিই।

শ্লোক ১৭

তথাপি বদতো ভূমন্ করিষ্যাম্যনুশাসনম্ ।
এতচ্ছ্রেয়ঃ পরং পুংসাং যৎ তবাজ্ঞানুপালনম্ ॥ ১৭ ॥

তথাপি—যদিও বলি মহারাজের কোন দোষ ছিল না; **বদতঃ**—আপনার আদেশে; **ভূমন্**—হে পরম পুরুষ; **করিষ্যামি**—আমি সম্পাদন করব; **অনুশাসনম্**—যেহেতু এটি আপনার আদেশ; **এতৎ**—এই; **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণজনক; **পরম্**—পরম; **পুংসাম্**—সকলের; **যৎ**—যেহেতু; **তব-আজ্ঞা-অনুপালনম্**—আপনার আদেশ পালন।

অনুবাদ

হে বিষ্ণু, তবুও আপনার আদেশ আমি পালন করব, কারণ আপনার আদেশ পালনই সকলের পক্ষে পরম কল্যাণজনক।

শ্লোক ১৮

শ্রীশুক উবাচ

প্রতিনন্দ্য হরেরাজ্ঞামুশনা ভগবানিতি ।
যজ্ঞচ্ছিদ্রং সমাধত্ত বলের্বিপ্রর্ষিভিঃ সহ ॥ ১৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **প্রতিনন্দ্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **হরেঃ**—ভগবানের; **আজ্ঞাম্**—আদেশ; **উশনাঃ**—শুক্রাচার্য; **ভগবান্**— পরম শক্তিমান; **ইতি**—এইভাবে; **যজ্ঞ-ছিদ্রম্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ত্রুটি; **সমাধত্ত**—পূর্ণ করতে মনস্থ করে; **বলেঃ**—বলি মহারাজের; **বিপ্র-ঋষিভিঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ; **সহ**—সহ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে মহা শক্তিশালী শুক্রাচার্য সসম্মানে ভগবানের আদেশ গ্রহণ করে, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ সহ বলি মহারাজের যজ্ঞের ত্রূটির সমাধান করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

এবং বলের্মহীং রাজন্ ভিক্ষিত্বা বামনো হরিঃ ।
দদৌ ভ্রাত্রে মহেন্দ্রায় ত্রিদিবং যৎ পরৈর্হৃতম্ ॥ ১৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **বলেঃ**—বলি মহারাজের কাছ থেকে; **মহীম্**—পৃথিবী; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **ভিক্ষিত্বা**—ভিক্ষা করে; **বামনঃ**—ভগবান বামনদেব; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **দদৌ**—প্রদান করেছিলেন; **ভ্রাত্রে**—তাঁর ভ্রাতা; **মহা-ইন্দ্রায়**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **ত্রিদিবম্**—দেবলোক; **যৎ**—যা; **পরৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **হৃতম্**—অপহৃত হয়েছিল।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে বলি মহারাজের কাছ থেকে সমস্ত ভূমি ভিক্ষা করে, ভগবান বামনদেব তাঁর ভ্রাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে শত্রু কর্তৃক অপহৃত স্বর্গ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২০-২১

প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা দেবর্ষিপিতৃভূমিপৈঃ ।
দক্ষভৃগ্বঙ্গিরোমুখ্যৈঃ কুমারেণ ভবেন চ ॥ ২০ ॥
কশ্যপস্যাদিতেঃ প্রীত্যৈ সর্বভূতভবায় চ ।
লোকানাং লোকপালানামকরোদ্ বামনং পতিম্ ॥ ২১ ॥

প্রজাপতি-পতিঃ—সমস্ত প্রজাপতিদের অধিপতি; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **দেব**—দেবতাগণ সহ; **ঋষি**—মহর্ষিগণ সহ; **পিতৃ**—পিতৃগণ সহ; **ভূমিপৈঃ**—মনুগণ সহ; **দক্ষ**—দক্ষ সহ; **ভৃগু**—ভৃগু মুনি সহ; **অঙ্গিরঃ**—অঙ্গিরা ঋষি সহ; **মুখ্যৈঃ**—বিভিন্ন লোকপালগণ সহ; **কুমারেণ**—কার্তিকেয় সহ; **ভবেন**—শিব সহ; **চ**—ও; **কশ্যপস্য**—কশ্যপ মুনির; **অদিতেঃ**—অদিতির; **প্রীত্যৈ**—আনন্দ বিধানের জন্য; **সর্ব-ভূত-ভবায়**—সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য; **চ**—ও; **লোকানাম্**—সমস্ত লোকের; **লোক-পালানাম্**—সমস্ত লোকপালদের; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **বামনম্**—ভগবান বামন; **পতিম্**—পরম নেতা।

অনুবাদ

সমস্ত দেবতা, ঋষি, পিতৃ, মনুবর্গ, মুনিগণ, দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রমুখ নেতাগণ এবং কার্তিকেয় ও মহাদেব সহ দক্ষ আদি সমস্ত প্রজাপতিদের অধিপতি ব্রহ্মা

ভগবান বামনদেবকে সকলের পালকরূপে বরণ করেছিলেন। কশ্যপ মুনি এবং তাঁর পত্নী অদিতির আনন্দ বিধানের জন্য এবং লোকপালগণ সহ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য তিনি তা করেছিলেন।

শ্লোক ২২-২৩

বেদানাং সর্বদেবানাং ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।
মঙ্গলানাং ব্রতানাং চ কল্পং স্বর্গাপবর্গয়োঃ ॥ ২২ ॥
উপেন্দ্রং কল্পয়াং চক্রে পতিং সর্ববিভূতয়ে ।
তদা সর্বাণি ভূতানি ভৃশং মুমুদিরে নৃপ ॥ ২৩ ॥

বেদানাম্—সমস্ত বেদ রক্ষা করার জন্য; **সর্ব-দেবানাম্**—সমস্ত দেবতাদের; **ধর্মস্য**—সমস্ত ধর্মের; **যশসঃ**—সমস্ত যশের; **শ্রিয়ঃ**—সমস্ত ঐশ্বর্যের; **মঙ্গলানাম্**—সমস্ত মঙ্গলের; **ব্রতানাম্ চ**—এবং সমস্ত ব্রতের; **কল্পম্**—পরম দক্ষ; **স্বর্গ-অপবর্গয়োঃ**—স্বর্গলোকে উন্নতি অথবা জড় বন্ধন থেকে মুক্তির; **উপেন্দ্রম্**—ভগবান বামনদেবকে; **কল্পয়াম্ চক্রে**—পরিকল্পনা করেছিলেন; **পতিম্**—প্রভু; **সর্ব-বিভূতয়ে**—সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য; **তদা**—তখন; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ভূতানি**—জীব; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **মুমুদিরে**—আনন্দিত হয়েছিল; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ইন্দ্রকে যদিও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রাজা বলে মনে করা হয়, তবুও ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা উপেন্দ্র বা বামনদেবকে বেদ, ধর্ম, যশ, ঐশ্বর্য, মঙ্গল, ব্রত, স্বর্গ এবং অপবর্গের পালকরূপে চেয়েছিলেন। তাই তাঁরা উপেন্দ্র বা বামনদেবকে সব কিছুর পরম প্রভু বলে বরণ করেছিলেন। তার ফলে সমস্ত জীবেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৪

ততস্ত্বিন্দ্রঃ পুরস্কৃত্য দেবযানেন বামনম্ ।
লোকপালৈর্দিবং নিন্যে ব্রহ্মণা চানুমোদিতঃ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—তারপর; **তু**—কিন্তু; **ইন্দ্রঃ**—স্বর্গের রাজা; **পুরস্কৃত্য**—অগ্রবর্তী করে; **দেব-যানেন**—দেবতাদের বিমানের দ্বারা; **বামনম্**—ভগবান বামনদেবকে;

লোক-পালৈঃ—লোকপালগণ সহ; **দিবম্**—স্বর্গলোকে; **নিন্যে**—নিয়ে গিয়েছিলেন; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **চ**—ও; **অনুমোদিতঃ**—আদিষ্ট হয়ে।

অনুবাদ

তারপর ইন্দ্র ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে স্বর্গলোকের নেতাদের সঙ্গে ভগবান বামনদেবকে অগ্রবর্তী করে দিব্য বিমানে স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

প্রাপ্য ত্রিভুবনং চেন্দ্র উপেন্দ্রভুজপালিতঃ ।
শ্রিয়া পরময়া জুষ্টো মুমুদে গতসাধ্বসঃ ॥ ২৫ ॥

প্রাপ্য—লাভ করে; **ত্রিভুবনম্**—ত্রিভুবন; **চ**—ও; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **উপেন্দ্র-ভুজ-পালিতঃ**—বামনদেব বা উপেন্দ্রের বাহুবলে রক্ষিত হয়ে; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **পরময়া**—পরম; **জুষ্টঃ**—এইভাবে সেবিত হয়ে; **মুমুদে**—উপভোগ করেছিলেন; **গত-সাধ্বসঃ**—অসুরদের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবান বামনদেবের বাহুর দ্বারা রক্ষিত হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করেছিলেন এবং নির্ভয় ও পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬-২৭

ব্রহ্মা শর্বঃ কুমারশ্চ ভৃগ্বাদ্যা মুনয়ো নৃপ ।
পিতরঃ সর্বভূতানি সিদ্ধা বৈমানিকাশ্চ যে ॥ ২৬ ॥
সুমহৎ কর্ম তদ্ বিষ্ণোর্গায়ন্তঃ পরমদ্ভুতম্ ।
ধিষ্ণ্যানি স্বানি তে জগ্মুরদিতিং চ শশংসিরে ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; **শর্বঃ**—শিব; **কুমারঃ চ**—কার্ত্তিকেয়; **ভৃগু-আদ্যাঃ**—ভৃগু আদি; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **নৃপ**—হে রাজন্; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **সর্ব-ভূতানি**—অন্য জীবেরা; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **বৈমানিকাঃ চ**—বৈমানিকগণ; **যে**—এই প্রকার ব্যক্তিরা; **সুমহৎ**—অত্যন্ত প্রশংসনীয়; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **তৎ**—ঐ সমস্ত (কার্যকলাপ); **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা কৃত; **গায়ন্তঃ**—মহিমা কীর্তন করে; **পরম্ অদ্ভুতম্**—

অসাধারণ এবং আশ্চর্যজনক; **ধিষ্ণ্যানি**—তাঁদের স্ব স্ব লোকে; **স্বানি**—স্বীয়; **তে**—তাঁরা সকলে; **জগ্মুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **অদিতিম্ চ**—অদিতি দেবীরও; **শশংসিরে**—ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপের প্রশংসা করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা, মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ, পিতৃগণ, সমস্ত ভূতগণ, সিদ্ধগণ এবং যে সমস্ত বিমানচর সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলে ভগবান বামনদেবের অসাধারণ কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। হে রাজন্, ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁরা সকলে অদিতি দেবীরও প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

সর্বমেতন্ময়াখ্যাতং ভবতঃ কুলনন্দন ।
উরুক্রমস্য চরিতং শ্রোতৃণামঘমোচনম্ ॥ ২৮ ॥

সর্বম্—সমস্ত; **এতৎ**—এই সমস্ত ঘটনা; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আখ্যাতম্**—বর্ণিত হয়েছে; **ভবতঃ**—আপনার; **কুল-নন্দন**—আপনার বংশের আনন্দদায়ক পরীক্ষিৎ মহারাজ; **উরুক্রমস্য**—ভগবানের; **চরিতম্**—কার্যকলাপ; **শ্রোতৃণাম্**—শ্রোতাদের; **অঘ-মোচনম্**—ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ শ্রবণ করার ফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

অনুবাদ

হে কুলনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ! আমি ভগবান বামনদেবের অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করলাম। তা শ্রবণ করার ফলে শ্রোতার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

শ্লোক ২৯

পারং মহিম্ন উরুবিক্রমতো গৃণানো
যঃ পার্থিবানি বিমমে স রজাংসি মর্ত্যঃ ।
কিং জায়মান উত জাত উপৈতি মর্ত্য
ইত্যাহ মন্ত্রদৃগৃষিঃ পুরুষস্য যস্য ॥ ২৯ ॥

পারম্—পরিমাণ; **মহিম্নঃ**—মহিমার; **উরুবিক্রমতঃ**—অদ্ভুত বিক্রম ভগবানের; **গৃণানঃ**—গণনা করতে পারে; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **পার্থিবানি**—সারা পৃথিবীর; **বিমমে**—গণনা করতে পারে; **সঃ**—সে; **রজাংসি**—পরমাণু; **মর্ত্য**—মরণশীল মানুষ; **কিম্**—কি; **জায়মানঃ**—ভবিষ্যতে যে জন্মগ্রহণ করবে; **উত**—অথবা; **জাতঃ**—ইতিমধ্যেই যার জন্ম হয়েছে; **উপৈতি**—করতে পারে; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল ব্যক্তি; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছেন; **মন্ত্র-দৃক্**—বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা; **ঋষিঃ**—মহর্ষি বশিষ্ঠ; **পুরুষস্য**—পরম পুরুষের; **যস্য**—যাঁর।

অনুবাদ

মরণশীল মানুষের পক্ষে ভগবান ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মহিমার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন তার পক্ষে সারা পৃথিবীর সমস্ত পরমাণুর সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়। যাদের ইতিমধ্যে জন্ম হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে যাদের জন্ম হবে, তাদের কারও পক্ষেই তা সম্ভব নয়। সেই কথা মহর্ষি বশিষ্ঠ কীর্তন করেছেন।

তাৎপর্য

বশিষ্ঠ মুনি বিষ্ণুর সম্বন্ধে একটি মন্ত্র প্রদান করেছেন—*ন তে বিষ্ণোর্জায়মানো ন জাতো মহিম্নঃ পারমনন্তমাপ*। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অসাধারণ কার্যকলাপের ইয়ত্তা নির্ধারণ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত, যে কোন মুহূর্তে যাদের মৃত্যু হতে পারে, সেই তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা তাদের মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা এই জগতের অদ্ভুত সৃষ্টি জানবার চেষ্টা করছে। এটি একটি মূর্খের প্রয়াস। বহুকাল পূর্বে বশিষ্ঠ মুনি বলেছিলেন যে, অতীতে কেউ ভগবানের মহিমা ইয়ত্তা করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না। ভগবানের সৃষ্টির মহিমান্বিত কার্যকলাপ দর্শন করেই কেবল সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ভগবান তাই *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪২) বলেছেন,—*বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ*—"আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগৎ জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি এবং আমি এই জগৎ পালন করি।" জড় জগতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য গ্রহলোক রয়েছে। সমগ্র জগৎ ভগবানের জড়া প্রকৃতিসম্ভূত, কিন্তু তা কেবল ভগবানের সৃষ্টির এক-চতুর্থাংশ মাত্র। সৃষ্টির বাকি তিন-চতুর্থাংশ হচ্ছে চিৎ-জগৎ। কেবল একটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অসংখ্য গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা তার একটি চন্দ্র অথবা মঙ্গলগ্রহকে পর্যন্ত জানতে পারে না, অথচ তারা ভগবানের সৃষ্টি এবং তাঁর অসাধারণ শক্তিকে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করে। এই

প্রকার ব্যক্তিদের উন্মাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৪)। এই প্রকার উন্মাদ ব্যক্তিরা উরুক্রম ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপ অবজ্ঞা করার চেষ্টায় অনর্থক সময়, শক্তি এবং অর্থের অপচয় করে।

শ্লোক ৩০

য ইদং দেবদেবস্য হরেরদ্ভুতকর্মণঃ ।
অবতারানুচরিতং শৃণ্বন্ যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৩০ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **ইদম্**—এই; **দেব-দেবস্য**—দেবতাদের পূজ্য ভগবানের; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, হরির; **অদ্ভুত-কর্মণঃ**—যাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অদ্ভুত; **অবতার-অনুচরিতম্**—তাঁর বিভিন্ন অবতারে সম্পাদিত কার্যকলাপ; **শৃণ্বন্**—কেউ যদি শ্রবণ করেন; **যাতি**—যান; **পরাম্ গতিম্**—ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরম সিদ্ধি।

অনুবাদ

কেউ যদি ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অদ্ভুত কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই উচ্চতর লোকে উন্নীত হন অথবা ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ৩১

ক্রিয়মাণে কর্মণীদং দৈবে পিত্র্যেঽথ মানুষে ।
যত্র যত্রানুকীর্ত্যেত তৎ তেষাং সুকৃতং বিদুঃ ॥ ৩১ ॥

ক্রিয়মাণে—অনুষ্ঠিত; **কর্মণি**—কর্মের; **ইদম্**—বামনদেবের চরিত্রের এই বর্ণনা; **দৈবে**—দেবতাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **পিত্র্যে**—অথবা পিতৃদের প্রসন্নতা বিধানে, যেমন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে; **অথ**—অথবা; **মানুষে**—মানুষদের প্রীতির জন্য, যেমন বিবাহে; **যত্র**—যেখানে; **যত্র**—যেখানে; **অনুকীর্ত্যেত**—বর্ণিত হয়; **তৎ**—তা; **তেষাম্**—তাঁদের জন্য; **সুকৃতম্**—শুভ; **বিদুঃ**—সকলের বোঝা উচিত।

অনুবাদ

দেবতাদের, পিতৃদের অথবা মানুষদের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্মে (অর্থাৎ পূজা, শ্রাদ্ধ বা বিবাহে) যেখানে যেখানে বামনদেবের কার্যকলাপ কীর্তিত হয়, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান পরম মঙ্গলজনক বলে বুঝতে হবে।

তাৎপর্য

তিন প্রকার অনুষ্ঠান রয়েছে—বিশেষ করে, ভগবান অথবা দেবতাদের প্রীতি সাধনের জন্য উৎসব, মানুষদের প্রীতি সাধনের জন্য বিবাহ অথবা জন্মদিন উদ্‌যাপন এবং পিতৃদের প্রীতি সাধনের জন্য শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেই সমস্ত কার্যকলাপের সঙ্গে যদি বামনদেবের অদ্ভুত চরিত কীর্তিত হয়, তা হলে সেই অনুষ্ঠান অবশ্যই সফল হবে এবং সর্বপ্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'দেবতাদের পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্তি' নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

ভগবানের মৎস্যাবতার

এই অধ্যায়ে ভগবানের মৎস্যরূপে অবতরণ, এবং মহাপ্লাবন থেকে মহারাজ সত্যব্রতকে উদ্ধার বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) বর্ণিত হয়েছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—ভগবান সাধুদের বা ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারী বা অভক্তদের বিনাশ করার জন্য এই জগতে আবির্ভূত হন। তিনি বিশেষ করে গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ভক্ত এবং বৈদিক ধর্ম সংরক্ষণের জন্য অবতরণ করেন। এইভাবে তিনি মৎস্য, বরাহ, নৃসিংহদেব, বামনদেব ইত্যাদি রূপে অবতীর্ণ হন—কিন্তু তিনি যেই রূপেই এই জড় জগতে অবতরণ করুন না কেন তিনি কখনই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। এটিই তাঁর পরম ঈশ্বরত্বের লক্ষণ। যদিও তিনি এই মায়িক জগতে আসেন, তবুও মায়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই কোন জড় গুণই তাঁর প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে না।

পূর্ব কল্পের অবসানে, এক সময় হয়গ্রীব নামক এক অসুর প্রলয়কালে নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ থেকে *বেদ* অপহরণ করে। তাই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের শুরুতে ভগবান মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে বেদ উদ্ধার করেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে সত্যব্রত নামক এক অতি পুণ্যবান রাজা ছিলেন। তাঁকে রক্ষা করার জন্য ভগবান দ্বিতীয়বার মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন। মহারাজ সত্যব্রত পরে শ্রাদ্ধদেব নামে সূর্যদেবের পুত্র হন। ভগবান তাঁকে মনুপদে স্থাপন করেন।

ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য মহারাজ সত্যব্রত কেবল জল মাত্র পান করে তপস্যায় যুক্ত হয়েছিলেন। এক সময় কৃতমালা নদীর তীরে তিনি যখন তপস্যারত হয়ে তর্পণ করছিলেন, তখন তাঁর অঞ্জলিস্থিত জলে তিনি একটি ছোট্ট মাছ দেখতে পান। সেই মাছটি রাজার কাছে প্রার্থনা করেন রাজা যেন এক নিরাপদ স্থানে তাঁকে রেখে রক্ষা করেন। রাজা যদিও বুঝতে পারেননি যে, সেই ছোট মাছটি হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, তবুও মাছটিকে আশ্রয় দান করা তাঁর কর্তব্য বলে মনে

করে তিনি তাঁকে একটি কলসের মধ্যে রাখেন। মহারাজ সত্যব্রতকে ঐশ্বর্য প্রদর্শন করার মানসে সেই মৎস্যরূপী ভগবান তৎক্ষণাৎ নিজেকে এমনভাবে বর্ধিত করেন যে, তাঁকে আর সেই কলসের জলে রাখা সম্ভব হল না। রাজা তখন সেই মৎস্যটিকে একটি বিশাল কূপের মধ্যে রাখেন, কিন্তু সেই কূপটিতেও তাঁর স্থান সঙ্কুলান হল না। রাজা তখন সেই মৎস্যটিকে একটি সরোবরে রাখলেন, কিন্তু সেই সরোবরটিও সেই মৎস্যটির উপযুক্ত হল না। অবশেষে রাজা মৎস্যটিকে সমুদ্রে স্থাপন করলেন, কিন্তু সমুদ্রেও তাঁর স্থান সঙ্কুলান হল না। তখন রাজা বুঝতে পারলেন যে, সেই মৎস্যটি ভগবান ছাড়া আর কেউ নন। রাজা তখন ভগবানকে মীনরূপে অবতরণের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রাজার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবান তাঁকে বলেন যে, সাত দিনের মধ্যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে, এবং তাঁর এই মৎস্য অবতারে তিনি ঋষি, ওষধি, বীজ এবং অন্যান্য জীবগণ সহ রাজাকে একটি নৌকায় রক্ষা করবেন, এবং সেই নৌকাটি মৎস্যটির শৃঙ্গে যুক্ত থাকবে। এই কথা বলে ভগবান তিরোহিত হন। রাজা সত্যব্রত ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তাঁর ধ্যান করতে থাকেন। যথাসময়ে প্রলয় হয়েছিল এবং রাজা দেখেছিলেন যে একটি নৌকা তাঁর কাছে আসছে। ব্রাহ্মণ এবং ঋষিগণ সহ সেই নৌকায় আরোহণ করে তিনি ভগবানের স্তবস্তুতি করেছিলেন। ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং এইভাবে তিনি মহারাজ সত্যব্রত ও ঋষিদের হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। মহারাজ সত্যব্রত পরবর্তী জীবনে বৈবস্বত মনুরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁর উল্লেখ *ভগবদ্গীতায়* করা হয়েছে। *বিবস্বান্ মনবে প্রাহ*—এই *ভগবদ্গীতার* বিজ্ঞান সূর্যদেব তাঁর পুত্র মনুকে বলেছিলেন। বিবস্বানের পুত্র হওয়ার ফলে এই মনুর নাম বৈবস্বত মনু।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ভগবচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি হরেরদ্ভুতকর্মণঃ ।
অবতারকথামাদ্যাং মায়ামৎস্যবিড়ম্বনম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **ভগবন্**—হে পরম শক্তিমান; **শ্রোতুম্**—শ্রবণ করতে; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছা করি; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **অদ্ভুত-কর্মণঃ**—যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত বিচিত্র; **অবতার-কথাম্**—অবতারের লীলাবিলাস; **আদ্যাম্**—প্রথম; **মায়া-মৎস্য-বিড়ম্বনম্**—যা কেবল এক মায়িক মৎস্য মাত্র।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—ভগবান শ্রীহরি নিত্যকাল তাঁর চিন্ময় পদে অবস্থিত, তবুও তিনি বিভিন্ন অবতারে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন। প্রথমে তিনি এক মহামৎস্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হে পরম শক্তিমান শুকদেব গোস্বামী, আমি আপনার কাছে সেই মৎস্যাবতারের বিষয়ে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বশক্তিমান, তবুও তিনি এক অসাধারণ মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন। এটি তাঁর দশবিধ স্বাংশ অবতারের অন্যতম।

শ্লোক ২-৩

যদর্থমদধাদ্ রূপং মাৎস্যং লোকজুগুপ্সিতম্ ।
তমঃপ্রকৃতি দুর্মর্ষং কর্মগ্রস্ত ইবেশ্বরঃ ।।। ২ ।।
এতন্নো ভগবন্ সর্বং যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ।
উত্তমশ্লোকচরিতং সর্বলোকসুখাবহম্ ।। ৩ ।।

যৎ-অর্থম্—কি উদ্দেশ্যে; **অদধাৎ**—ধারণ করেছিলেন; **রূপম্**—রূপ; **মাৎস্যম্**—মৎস্যের; **লোক-জুগুপ্সিতম্**—যা এই জগতে অত্যন্ত নিন্দিত; **তমঃ**—তমোগুণে; **প্রকৃতি**—এই প্রকার আচরণ; **দুর্মর্ষম্**—যা অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং গর্হিত; **কর্ম-গ্রস্তঃ**—কর্মফলের অধীন; **ইব**—সদৃশ; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **এতৎ**—এই সমস্ত তথ্য; **নঃ**—আমাদের; **ভগবন্**—হে পরম শক্তিমান ঋষি; **সর্বম্**—সব কিছু; **যথাবৎ**—যথাযথভাবে; **বক্তুম্ অর্হসি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **উত্তমশ্লোক-চরিতম্**—ভগবানের লীলা; **সর্বলোক-সুখ-আবহম্**—যা শ্রবণ করার ফলে সকলেই সুখী হয়।

অনুবাদ

সাধারণ জীব যেমন কর্মফলের অধীন হয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনই কি উদ্দেশ্যে ভগবান লোকনিন্দিত মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন? মৎস্যরূপ নিশ্চিতরূপে গর্হিত এবং দুঃসহ বেদনাপূর্ণ। হে ভগবন্, এই অবতারের কি উদ্দেশ্য ছিল? দয়া করে আমাদের কাছে সেই কথা বর্ণনা করুন, কারণ ভগবানের লীলাবিলাস শ্রবণ করা সকলেরই পক্ষে মঙ্গলজনক।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামীর কাছে পরীক্ষিৎ মহারাজের এই প্রশ্নটি *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৭) ভগবানের উক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" ভগবানের প্রতিটি অবতরণের উদ্দেশ্য অধর্মের প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা এবং বিশেষ করে তাঁর ভক্তদের রক্ষা করা (*পরিত্রাণায় সাধূনাম্*)। যেমন, বলি মহারাজকে রক্ষা করার জন্য বামনদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমনই, ভগবান যখন গর্হিত মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন, তা অবশ্যই কোন ভক্তকে কৃপা করার জন্য। পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই ভক্ত সম্বন্ধে জানতে উৎসুক হয়েছিলেন যার জন্য ভগবান এই রূপ ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীসূত উবাচ

ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতেন ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
উবাচ চরিতং বিষ্ণোর্মৎস্যরূপেণ যৎ কৃতম্ ॥ ৪ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **ইতি উক্তঃ**—এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে; **বিষ্ণুরাতেন**—বিষ্ণুরাত নামক পরীক্ষিৎ মহারাজের দ্বারা; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **বাদরায়ণিঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী; **উবাচ**—বলেছিলেন; **চরিতম্**—লীলাবিলাস; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **মৎস্য-রূপেণ**—তাঁর মৎস্য রূপের দ্বারা; **যৎ**—যা কিছু; **কৃতম্**—করেছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে, সেই পরম শক্তিমান মহাত্মা ভগবানের মৎস্যাবতারের লীলা বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৫

শ্রীশুক উবাচ

গোবিপ্রসুরসাধূনাং ছন্দসামপি চেশ্বরঃ ।
রক্ষামিচ্ছংস্তনূর্ধত্তে ধর্মস্যার্থস্য চৈব হি ॥ ৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **গো**—গাভীদের; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণদের; **সুর**—দেবতাদের; **সাধূনাম্**—এবং ভক্তদের; **ছন্দসাম্ অপি**—এমন কি বৈদিক শাস্ত্রের; **চ**—ও; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **রক্ষাম্**—রক্ষা; **ইচ্ছন্**—বাসনা করে; **তনূঃ ধত্তে**—অবতারের রূপ ধারণ করেন; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **অর্থস্য**—জীবনাদর্শের নীতি; **চ**—এবং; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ভক্ত, বৈদিক শাস্ত্র, ধর্ম এবং জীবনাদর্শের নীতি রক্ষা করার জন্য ভগবান অবতারমূর্তি ধারণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান সাধারণত গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হন। ভগবানকে *গোব্রাহ্মণহিতায় চ* বলে বর্ণনা করা হয়; অর্থাৎ, তিনি সর্বদা গাভী এবং ব্রাহ্মণদের হিত সাধনে আগ্রহী। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেছিলেন, তখন তিনি একজন গোপবালক রূপে আবির্ভূত হয়ে কিভাবে গাভী এবং গো-বৎসদের রক্ষা করতে হয় তার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তেমনই, তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ সুদামা বিপ্রকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবানের আচরণ থেকে মানুষের বোঝা উচিত কিভাবে বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের রক্ষা করতে হয়। তখন ধর্ম, অর্থ এবং বৈদিক জ্ঞান রক্ষা করা যায়। গোরক্ষা ব্যতীত ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি পালন করা সম্ভব নয়; এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি ব্যতীত জীবনের উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে না। ভগবানকে তাই *গোব্রাহ্মণহিতায়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি অবতরণ করেন কেবল গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত, এই কলিযুগে যেহেতু গাভী এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি রক্ষা হচ্ছে না, তাই সব কিছুই এক ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। মানব-সমাজ যদি উন্নত হতে চায়, তা হলে সমাজের নেতাদের অবশ্যই *ভগবদ্গীতার* উপদেশ অনুসরণ করতে হবে এবং গাভী, ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে।

শ্লোক ৬

উচ্চাবচেষু ভূতেষু চরন্ বায়ুরিবেশ্বরঃ ।
নোচ্চাবচত্বং ভজতে নির্গুণত্বাদ্ধিয়ো গুণৈঃ ॥ ৬ ॥

উচ্চ-অবচেষু—উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট শরীর সমন্বিত; **ভূতেষু**—জীবদের মধ্যে; **চরন্**—আচরণ করে; **বায়ুঃ ইব**—ঠিক বায়ুর মতো; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **ন**—না; **উচ্চ-অবচত্বম্**—উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যোনির গুণ; **ভজতে**—স্বীকার করেন; **নির্গুণত্বাৎ**—সমস্ত জড় গুণের অতীত চিন্ময় হওয়ার ফলে; **ধিয়ঃ**—সাধারণত; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণের দ্বারা।

অনুবাদ

বায়ু যেমন বিভিন্ন প্রকার পরিবেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তেমনই ভগবানও কখনও মানুষরূপে এবং কখনও নিকৃষ্ট স্তরের পশুরূপে আবির্ভূত হলেও সর্বদাই গুণাতীত। যেহেতু তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, তাই তিনি উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট রূপের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

ভগবান জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। তাই, প্রকৃতির পরম নিয়ন্তা হওয়ার ফলে ভগবান কখনও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হন না। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, বায়ু যদিও বহু স্থানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, তবুও বায়ু সেই সমস্ত স্থানের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বায়ু যদিও কখনও কখনও নোংরা স্থানের দুর্গন্ধ বহন করে, তবুও সেই স্থানের সঙ্গে বায়ুর কোন সম্পর্ক নেই। তেমনই, ভগবান সর্বশুভ এবং সর্ব-মঙ্গলময় হওয়ার ফলে, সাধারণ জীবের মতো কখনই প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। *পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্* (*ভগবদ্গীতা* ১৩/২২)। জীব যখন এই জড় জগতে থাকে, তখন সে প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভগবান কিন্তু প্রভাবিত হন না। যারা তা জানে না, তারা অশ্রদ্ধা-পরায়ণ হয়ে ভগবানকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করে (*অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ*)। *পরং ভাবমজানন্তঃ*—মূর্খেরা এই প্রকার সিদ্ধান্ত করে, কারণ তারা ভগবানের চিন্ময় গুণাবলী সম্বন্ধে অবগত নয়।

শ্লোক ৭

আসীদতীতকল্পান্তে ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ ।
সমুদ্রোপপ্লুতাস্তত্র লোকা ভূরাদয়ো নৃপ ॥ ৭ ॥

আসীৎ—ছিল; **অতীত**—পূর্বে; **কল্প-অন্তে**—কল্পের শেষে; **ব্রাহ্মঃ**—ব্রহ্মার দিনের; **নৈমিত্তিকঃ**—সেই কারণে; **লয়ঃ**—প্লাবন; **সমুদ্র**—সমুদ্র; **উপপ্লুতাঃ**—জলমগ্ন হয়েছিল; **তত্র**—সেখানে; **লোকাঃ**—সমস্ত লোক; **ভূঃ-আদয়ঃ**—ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ, এই তিন-লোক; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পূর্ব কল্পের অবসানে, ব্রহ্মার দিনান্তে তিনি যখন নিদ্রিত হয়েছিলেন, তখন প্রলয় হয়েছিল, এবং ত্রিলোক তখন সমুদ্রের জলে নিমগ্ন হয়েছিল।

শ্লোক ৮

কালেনাগতনিদ্রস্য ধাতুঃ শিশয়িষোর্বলী ।
মুখতো নিঃসৃতান্ বেদান্ হয়গ্রীবোঽন্তিকেঽহরৎ ॥ ৮ ॥

কালেন—কালের প্রভাবে (ব্রহ্মার দিবাবসানে); **আগত-নিদ্রস্য**—তিনি যখন নিদ্রিত হয়েছিলেন; **ধাতুঃ**—ব্রহ্মার; **শিশয়িষোঃ**—শয়ন করার ইচ্ছায়; **বলী**—অত্যন্ত বলবান; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **নিঃসৃতান্**—নির্গত; **বেদান্**—বৈদিক জ্ঞান; **হয়গ্রীবঃ**—হয়গ্রীব নামক মহা অসুর; **অন্তিকে**—নিকটে; **অহরৎ**—হরণ করেছিল।

অনুবাদ

ব্রহ্মার দিনান্তে ব্রহ্মার ঘুম পেলে, তিনি তখন শয়ন করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন তাঁর মুখ-নিঃসৃত বেদসমূহ হয়গ্রীব নামক এক মহান দানব হরণ করেছিল।

শ্লোক ৯

জ্ঞাত্বা তদ্ দানবেন্দ্রস্য হয়গ্রীবস্য চেষ্টিতম্ ।
দধার শফরীরূপং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥

জ্ঞাত্বা—বুঝতে পেরে; **তৎ**—তা; **দানব-ইন্দ্রস্য**—মহা দানবের; **হয়গ্রীবস্য**—হয়গ্রীবের; **চেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **শফরী-রূপম্**—মৎস্য রূপ; **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

সেই দানবশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীবের আচরণ অবগত হয়ে, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান শ্রীহরি সেই দানবকে সংহার করে বেদ উদ্ধার করার জন্য একটি মৎস্যের রূপ ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু সব কিছু তখন জলমগ্ন হয়েছিল, তাই বেদ উদ্ধার করার জন্য ভগবানকে মৎস্যরূপ ধারণ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ১০

তত্র রাজঋষিঃ কশ্চিন্নাম্না সত্যব্রতো মহান্ ।
নারায়ণপরোঽতপৎ তপঃ স সলিলাশনঃ ॥ ১০ ॥

তত্র—সেই প্রসঙ্গে; **রাজ-ঋষিঃ**—এক ঋষিতুল্য রাজা; **কশ্চিৎ**—কোন; **নাম্না**—নামক; **সত্যব্রতঃ**—সত্যব্রত; **মহান্**—এক মহাপুরুষ; **নারায়ণ-পরঃ**—ভগবান নারায়ণের এক মহান ভক্ত; **অতপৎ**—তপস্যা করেছিলেন; **তপঃ**—তপস্যা; **সঃ**—তিনি; **সলিল-আশনঃ**—কেবল জলপান করে।

অনুবাদ

চাক্ষুষ মন্বন্তরে সত্যব্রত নামক এক মহান ভগবদ্ভক্ত রাজর্ষি ছিলেন, তিনি কেবলমাত্র জলপানপূর্বক জীবন ধারণ করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে *বেদ* উদ্ধার করার জন্য ভগবান একবার মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে রাজর্ষি সত্যব্রতকে কৃপা করার জন্য ভগবান পুনরায় মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন। ভগবান যেমন দুইবার বরাহরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তেমনই তিনি দুইবার মীনরূপেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এক মীনাবতারে ভগবান হয়গ্রীব অসুরকে সংহার করে *বেদ* উদ্ধার করেছিলেন, এবং অন্য মীনাবতারে তিনি মহারাজ সত্যব্রতকে কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১১

যোঽসাবস্মিন্ মহাকল্পে তনয়ঃ স বিবস্বতঃ ।
শ্রাদ্ধদেব ইতি খ্যাতো মনুত্বে হরিণার্পিতঃ ॥ ১১ ॥

যঃ—যিনি; **অসৌ**—তিনি (পরম পুরুষ); **অস্মিন্**—এই; **মহা-কল্পে**—মহাকল্পে; **তনয়ঃ**—পুত্র; **সঃ**—তিনি; **বিবস্বতঃ**—সূর্যদেবের; **শ্রাদ্ধদেবঃ**—শ্রাদ্ধদেব নামক; **ইতি**—এই প্রকার; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **মনুত্বে**—মনুর পদে; **হরিণা**—ভগবানের দ্বারা; **অর্পিতঃ**—স্থাপিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এই (বর্তমান) কল্পে রাজা সত্যব্রত শ্রাদ্ধদেব নামে সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্ররূপে বিখ্যাত হয়েছেন। ভগবানের কৃপায় তিনি মনুর পদ প্রাপ্ত হয়েছেন।

শ্লোক ১২

একদা কৃতমালায়াং কুর্বতো জলতর্পণম্ ।
তস্যাঞ্জল্যুদকে কাচিচ্ছফর্যেকাভ্যপদ্যত ॥ ১২ ॥

একদা—একদিন; **কৃতমালায়াম্**—কৃতমালা নদীর তীরে; **কুর্বতঃ**—করেছিলেন; **জল-তর্পণম্**—তর্পণ; **তস্য**—তাঁর; **অঞ্জলি**—অঞ্জলি; **উদকে**—জলে; **কাচিৎ**—কোন; **শফরী**—একটি ছোট মাছ; **একা**—এক; **অভ্যপদ্যত**—প্রকট হয়েছিল।

অনুবাদ

একদিন তপস্যারত রাজা সত্যব্রত যখন কৃতমালা নদীতে তর্পণ করছিলেন, তখন তাঁর অঞ্জলিস্থিত জলে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আবির্ভূত হয়েছিল।

শ্লোক ১৩

সত্যব্রতোঽঞ্জলিগতাং সহ তোয়েন ভারত ।
উৎসসর্জ নদীতোয়ে শফরীং দ্রবিড়েশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

সত্যব্রতঃ—রাজা সত্যব্রত; **অঞ্জলি-গতাম্**—তাঁর অঞ্জলিস্থিত জলে; **সহ**—সহ; **তোয়েন**—জল; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **উৎসসর্জ**—ফেলে দিয়েছিলেন;

নদী-তোয়ে—নদীর জলে; **শফরীম্**—সেই ক্ষুদ্র মৎস্য; **দ্রবিড়-ঈশ্বরঃ**—দ্রবিড় দেশের রাজা সত্যব্রত।

অনুবাদ

হে ভরতকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ! দ্রবিড় দেশের রাজা সত্যব্রত তখন তাঁর অঞ্জলিস্থিত জল সহ সেই মৎস্যটিকে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

তমাহ সাতিকরুণং মহাকারুণিকং নৃপম্ ।
যাদোভ্যো জ্ঞাতিঘাতিভ্যো দীনাং মাং দীনবৎসল ।
কথং বিসৃজসে রাজন্ ভীতামস্মিন্ সরিজ্জলে ॥ ১৪ ॥

তম্—তাঁকে (সত্যব্রতকে); **আহ**—বলেছিলেন; **সা**—সেই ক্ষুদ্র মৎস্যটি; **অতি-করুণম্**—অত্যন্ত কৃপালু; **মহা-কারুণিকম্**—অত্যন্ত দয়ালু; **নৃপম্**—রাজা সত্যব্রতকে; **যাদোভ্যঃ**—জলচরদের দ্বারা; **জ্ঞাতি-ঘাতিভ্যঃ**—যারা সর্বদা ক্ষুদ্র মৎস্যদের হত্যা করতে উদ্যত; **দীনাম্**—অত্যন্ত দীন; **মাম্**—আমাকে; **দীন-বৎসল**—হে দীনজনের রক্ষাকর্তা; **কথম্**—কেন; **বিসৃজসে**—ত্যাগ করছেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **ভীতাম্**—অত্যন্ত ভীত; **অস্মিন্**—এই; **সরিৎ-জলে**—নদীর জলে।

অনুবাদ

তখন সেই মৎস্যটি অত্যন্ত দয়াশীল রাজা সত্যব্রতের কাছে কাতর স্বরে বলতে লাগলেন—হে দীনবৎসল রাজন্! কেন আপনি আমাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করছেন, যেখানে অন্য জলজন্তুরা আমাকে হত্যা করতে পারে? আমি তাদের ভয়ে অত্যন্ত ভীত।

তাৎপর্য

মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে—

অনন্তশক্তির্ভগবান্ মৎস্যরূপী জনার্দনঃ ।
ক্রীড়ার্থং যাচয়ামাস স্বয়ং সত্যব্রতং নৃপম্ ॥

"অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান লীলাচ্ছলে মৎস্যরূপ ধারণ করে, মহারাজ সত্যব্রতের কাছে নিরাপত্তার ভিক্ষা করেছিলেন।"

শ্লোক ১৫

তমাত্মনোঽনুগ্রহার্থং প্রীত্যা মৎস্যবপুর্ধরম্ ।
অজানন্ রক্ষণার্থায় শফর্যাঃ স মনো দধে ॥ ১৫ ॥

তম্—মৎস্যকে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **অনুগ্রহ-অর্থম্**—কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **প্রীত্যা**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **মৎস্য-বপুর্ধরম্**—মৎস্য রূপধারী ভগবান; **অজানন্**—না জেনে; **রক্ষণ-অর্থায়**—রক্ষা করার জন্য; **শফর্যাঃ**—মৎস্যের; **সঃ**—সেই রাজা; **মনঃ**—মন; **দধে**—স্থির করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই মৎস্যটি যে স্বয়ং ভগবান সেই কথা না জেনেই, রাজা সত্যব্রত নিজেকে অনুগৃহীত করার জন্য মহা আনন্দে সেই মৎস্যটির রক্ষণে মনোনিবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

না জেনে ভগবানের সেবা করার এটি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই প্রকার সেবাকে বলা হয় অজ্ঞাত সুকৃতি। সেই মৎস্যটি যে ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং তা না জেনে, রাজা সত্যব্রত তাঁর কৃপা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে অজ্ঞাতসারে ভগবানের সেবা করার দ্বারা মানুষ ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারে। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে ভগবানের সেবা করা হলে তা কখনও ব্যর্থ হয় না।

শ্লোক ১৬

তস্যা দীনতরং বাক্যমাশ্রুত্য স মহীপতিঃ ।
কলশাপ্সু নিধায়ৈনাং দয়ালুর্নিন্য আশ্রমম্ ॥ ১৬ ॥

তস্যাঃ—সেই মৎস্যের; **দীনতরম্**—করুণ; **বাক্যম্**—বাণী; **আশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **সঃ**—সেই; **মহী-পতিঃ**—রাজা; **কলশ-অপ্সু**—কলসের জলে; **নিধায়**—রেখে; **এনাম্**—মৎস্য; **দয়ালুঃ**—কৃপালু; **নিন্যে**—নিয়ে গিয়েছিলেন; **আশ্রমম্**—তাঁর আশ্রমে।

অনুবাদ

সেই দয়ালু রাজা সেই মৎস্যের সকাতর বাক্য শ্রবণ করে, তাঁকে একটি কলসের জলে রেখে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ১৭

**সা তু তত্রৈকরাত্রেণ বর্ধমানা কমণ্ডলৌ ।
অলব্ধ্বাত্মাবকাশং বা ইদমাহ মহীপতিম্ ॥ ১৭ ॥**

সা—সেই মৎস্য; **তু**—কিন্তু; **তত্র**—সেখানে; **এক-রাত্রেণ**—এক রাত্রে; **বর্ধমানা**—বর্ধিত হয়ে; **কমণ্ডলৌ**—কমণ্ডলুতে; **অলব্ধ্বা**—প্রাপ্ত না হয়ে; **আত্ম-অবকাশম্**—তাঁর শরীরের জন্য সুবিধাজনক স্থান; **বা**—অথবা; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন; **মহীপতিম্**—রাজাকে।

অনুবাদ

কিন্তু সেই মৎস্যটি এক রাত্রেই এত বর্ধিত হয়েছিলেন যে, সেই কমণ্ডলুতে তিনি আর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারছিলেন না। তিনি তখন রাজাকে এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ১৮

**নাহং কমণ্ডলাবস্মিন্ কৃচ্ছ্রং বস্তুমিহোৎসহে ।
কল্পয়ৌকঃ সুবিপুলং যত্রাহং নিবসে সুখম্ ॥ ১৮ ॥**

ন—না; **অহম্**—আমি; **কমণ্ডলৌ**—কমণ্ডলুতে; **অস্মিন্**—এই; **কৃচ্ছ্রম্**—অতি কষ্টে; **বস্তুম্**—বাস করতে; **ইহ**—এখানে; **উৎসহে**—অভিলাষ করি; **কল্পয়**—একটু বিবেচনা করুন; **ওকঃ**—বাসস্থান; **সু-বিপুলম্**—অধিক বিস্তৃত; **যত্র**—যেখানে; **অহম্**—আমি; **নিবসে**—বাস করতে পারি; **সুখম্**—সুখে।

অনুবাদ

হে রাজন্! আমি এই কমণ্ডলুতে কষ্টের সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা করি না, অতএব যেখানে আমি স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারব, সেই প্রকার একটি বৃহৎ জলাশয়ের অন্বেষণ করুন।

শ্লোক ১৯

**স এনাং তত আদায় ন্যধাদৌদঞ্চনোদকে ।
তত্র ক্ষিপ্তা মুহূর্তেন হস্তত্রয়মবর্ধত ॥ ১৯ ॥**

সঃ—সেই রাজা; **এনাম্**—মৎস্যকে; **ততঃ**—তারপর; **আদায়**—বার করে নিয়ে; **ন্যধাৎ**—স্থাপন করেছিলেন; **ঔদঞ্চন-উদকে**—একটি কূপের জলে; **তত্র**—সেখানে; **ক্ষিপ্তা**—নিক্ষিপ্ত হয়ে; **মুহূর্তেন**—মুহূর্তের মধ্যে; **হস্ত-ত্রয়ম্**—তিন হাত পরিমিত; **অবর্ধত**—তৎক্ষণাৎ বর্ধিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তখন রাজা সে মৎস্যটিকে কমণ্ডলু থেকে বার করে নিয়ে একটি বিশাল কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেই মৎস্যটি তিন হস্ত পরিমাণ বর্ধিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

ন ম এতদলং রাজন্ সুখং বস্তুমুদঞ্চনম্ ।
পৃথু দেহি পদং মহ্যং যৎ ত্বাহং শরণং গতা ॥ ২০ ॥

ন—না; **মে**—আমাকে; **এতৎ**—এই; **অলম্**—উপযুক্ত; **রাজন্**—হে রাজন্; **সুখম্**—সুখে; **বস্তুম্**—বাস করতে; **উদঞ্চনম্**—জলাশয়; **পৃথু**—অতি বিশাল; **দেহি**—প্রদান করুন; **পদম্**—স্থান; **মহ্যম্**—আমাকে; **যৎ**—যা; **ত্বা**—আপনাকে; **অহম্**—আমি; **শরণম্**—আশ্রয়; **গতা**—গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

মৎস্যটি তখন বলেছিলেন—হে রাজন্, এই জলাশয়টি আমার সুখে বাস করার উপযুক্ত নয়। দয়া করে আপনি আমাকে আরও বিস্তৃত একটি জলাশয় প্রদান করুন, কারণ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

শ্লোক ২১

তত আদায় সা রাজ্ঞা ক্ষিপ্তা রাজন্ সরোবরে ।
তদাবৃত্যাত্মনা সোঽয়ং মহামীনোঽন্ববর্ধত ॥ ২১ ॥

ততঃ—সেখান থেকে; **আদায়**—নিয়ে গিয়ে; **সা**—সেই মৎস্যটি; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **ক্ষিপ্তা**—নিক্ষিপ্ত হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **সরোবরে**—একটি হ্রদে; **তৎ**—তা; **আবৃত্য**—আচ্ছাদিত করে; **আত্মনা**—দেহের দ্বারা; **সঃ**—

সেই মৎস্য; **অয়ম্**—এই; **মহামীনঃ**—বিশাল মৎস্য; **অন্ববর্ধত**—তৎক্ষণাৎ বর্ধিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা তখন সেই মৎস্যটিকে কূপ থেকে উত্তোলন করে একটি সরোবরে নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু মৎস্যটি তৎক্ষণাৎ সেই জলের সীমা অতিক্রম করে বর্ধিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

নৈতন্মে স্বস্তয়ে রাজন্নুদকং সলিলৌকসঃ ।
নিধেহি রক্ষাযোগেন হ্রদে মামবিদাসিনি ॥ ২২ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই; **মে**—আমাকে; **স্বস্তয়ে**—সুখদায়ক; **রাজন্**—হে রাজন্; **উদকম্**—জল; **সলিল-ওকসঃ**—কারণ আমি এক বিশাল জলচর; **নিধেহি**—স্থাপন করুন; **রক্ষা-যোগেন**—কোন উপায়ে; **হ্রদে**—সরোবরে; **মাম্**—আমাকে; **অবিদাসিনি**—অক্ষয়।

অনুবাদ

মৎস্যটি তখন বললেন—হে রাজন্! আমি এক বিশাল জলচর, তাই এই জলাশয় আমার জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। এখন দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করার কোন উপায় উদ্ভাবন করুন। আপনি আমাকে কোন অক্ষয় সরোবরে স্থাপন করুন।

শ্লোক ২৩

ইত্যুক্তঃ সোঽনয়ন্মৎস্যং তত্র তত্রাবিদাসিনি ।
জলাশয়েঽসম্মিতং তং সমুদ্রে প্রাক্ষিপজ্ঝষম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি উক্তঃ—এইভাবে অনুরোধ করলে; **সঃ**—রাজা; **অনয়ৎ**—নিয়ে গিয়েছিলেন; **মৎস্যম্**—মৎস্যকে; **তত্র**—সেখানে; **তত্র**—সেখানে; **অবিদাসিনি**—যেখানে জলের ক্ষয় হয় না; **জলাশয়ে**—জলাশয়ে; **অসম্মিতম্**—অসীম; **তম্**—মৎস্যকে; **সমুদ্রে**—সমুদ্রে; **প্রাক্ষিপৎ**—নিক্ষেপ করেছিলেন; **ঝষম্**—মহামৎস্য।

অনুবাদ

মৎস্যটি এইভাবে অনুরোধ করলে, রাজা সত্যব্রত তখন তাঁকে সব চাইতে বড় জলাশয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্থানও তাঁর পক্ষে পর্যাপ্ত না হওয়ায়, রাজা তখন সেই মহামৎস্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

ক্ষিপ্যমাণস্তমাহেদমিহ মাং মকরাদয়ঃ ।
অদন্ত্যতিবলা বীর মাং নেহোৎস্রষ্টুমর্হসি ॥ ২৪ ॥

ক্ষিপ্যমাণঃ—সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে; **তম্**—রাজাকে; **আহ**—মৎস্যটি বলেছিলেন; **ইদম্**—এই; **ইহ**—এই স্থানে; **মাম্**—আমাকে; **মকর-আদয়ঃ**—মকর আদি ভয়ঙ্কর জলজন্তু; **অদন্তি**—ভক্ষণ করবে; **অতি-বলাঃ**—অতি বলবান; **বীর**—হে বীর রাজা; **মাম্**—আমাকে; **ন**—না; **ইহ**—এই জলে; **উৎস্রষ্টুম্**—নিক্ষেপ করতে; **অর্হসি**—আপনার উচিত।

অনুবাদ

সমুদ্রে নিক্ষেপকালে সেই মৎস্য রাজা সত্যব্রতকে বলেছিলেন—হে বীর, এই জলে অত্যন্ত বলবান মকর আদি জলজন্তুরা আমাকে ভক্ষণ করবে, অতএব আমাকে এই স্থানে ত্যাগ করা আপনার উচিত নয়।

শ্লোক ২৫

এবং বিমোহিতস্তেন বদতা বল্গুভারতীম্ ।
তমাহ কো ভবানস্মান্ মৎস্যরূপেণ মোহয়ন্ ॥ ২৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিমোহিতঃ**—বিমোহিত; **তেন**—মৎস্যের দ্বারা; **বদতা**—উক্ত হলে; **বল্গু-ভারতীম্**—সুমধুর বাক্য; **তম্**—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **কঃ**—কে; **ভবান্**—আপনি; **অস্মান্**—আমাদের; **মৎস্য-রূপেণ**—মৎস্যরূপে; **মোহয়ন্**—বিমোহিত করছেন।

অনুবাদ

মৎস্যরূপী ভগবানের এই প্রকার মধুর বাক্য শ্রবণ করে বিমোহিত রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি কে? আপনি কেবল আমাদের মোহিত করছেন।

শ্লোক ২৬

নৈবংবীর্যো জলচরো দৃষ্টোঽস্মাভিঃ শ্রুতোঽপি বা ।
যো ভবান্ যোজনশতমহ্নাভিব্যানশে সরঃ ॥ ২৬ ॥

ন—না; **এবম্**—এইভাবে; **বীর্যঃ**—শক্তিশালী; **জলচরঃ**—জলচর; **দৃষ্টঃ**—দেখা গেছে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **শ্রুতঃ অপি**—শ্রবণও করিনি; **বা**—অথবা; **যঃ**—যিনি; **ভবান্**—আপনি; **যোজন-শতম্**—শত যোজন পরিমিত; **অহ্না**—এক দিনে; **অভিব্যানশে**—বিস্তার করে; **সরঃ**—সরোবর।

অনুবাদ

হে ভগবান, একদিনেই আপনি শত যোজন পরিমিত বিস্তৃত হয়ে নদী এবং সমুদ্রের জল আচ্ছাদিত করেছেন। পূর্বে আমি কখনও এই প্রকার জলচরকে দেখিনি অথবা শ্রবণও করিনি।

শ্লোক ২৭

নূনং ত্বং ভগবান্ সাক্ষাদ্ধরির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ।
অনুগ্রহায় ভূতানাং ধৎসে রূপং জলৌকসাম্ ॥ ২৭ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **ত্বম্**—আপনি; **ভগবান্**—ভগবান; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **অনুগ্রহায়**—কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **ধৎসে**—আপনি ধারণ করেছেন; **রূপম্**—রূপ; **জল-ওকসাম্**—একটি জলচরের মতো।

অনুবাদ

আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান অব্যয় নারায়ণ শ্রীহরি। সমস্ত জীবের প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আপনি এখন জলচর রূপ ধারণ করেছেন।

শ্লোক ২৮

নমস্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়েশ্বর ।
ভক্তানাং নঃ প্রপন্নানাং মুখ্যো হ্যাত্মগতির্বিভো ॥ ২৮ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **পুরুষ-শ্রেষ্ঠ**—সমস্ত জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত ভোক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **স্থিতি**—পালন; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **অপ্যয়**—এবং বিনাশের; **ঈশ্বর**—পরমেশ্বর; **ভক্তানাম্**—আপনার ভক্তদের; **নঃ**—আমাদের মতো; **প্রপন্নানাম্**—শরণাগতদের; **মুখ্যঃ**—নায়ক; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-গতিঃ**—পরম গতি; **বিভো**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু।

অনুবাদ

হে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের ঈশ্বর! হে পুরুষোত্তম! হে বিষ্ণু! আপনি আমাদের মতো ভক্তদের একমাত্র নায়ক এবং গতি। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২৯

সর্বে লীলাবতারাস্তে ভূতানাং ভূতিহেতবঃ ।
জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যদো রূপং যদর্থং ভবতা ধৃতম্ ॥ ২৯ ॥

সর্বে—সমস্ত; **লীলা**—লীলা; **অবতারাঃ**—অবতারগণ; **তে**—আপনার; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **ভূতি**—সমৃদ্ধির; **হেতবঃ**—কারণ; **জ্ঞাতুম্**—জানতে; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছা করি; **অদঃ**—এই; **রূপম্**—রূপ; **যৎ-অর্থম্**—কি উদ্দেশ্যে; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **ধৃতম্**—ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

আপনার সমস্ত লীলা এবং অবতারগণ সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য প্রকাশিত হয়। তাই হে ভগবান, কি উদ্দেশ্যে আপনি এই মৎস্যরূপ ধারণ করেছেন, তা আমি জানতে চাই।

শ্লোক ৩০

ন তেঽরবিন্দাক্ষ পদোপসর্পণং
মৃষা ভবেৎ সর্বসুহৃৎপ্রিয়াত্মনঃ ।
যথেতরেষাং পৃথগাত্মনাং সতা-
মদীদৃশো যদ্ বপুরদ্ভুতং হি নঃ ॥ ৩০ ॥

ন—কখনই না; **তে**—আপনার; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে পদ্ম-পলাশলোচন প্রভু; **পদ-উপসর্পণম্**—শ্রীপাদপদ্মের পূজা; **মৃষা**—অনর্থক; **ভবেৎ**—হতে পারে; **সর্ব-সুহৃৎ**—সকলের বন্ধু; **প্রিয়**—সকলের প্রিয়; **আত্মনঃ**—সকলের পরমাত্মা; **যথা**—যেমন; **ইতরেষাম্**—অন্যদের (দেবতাদের); **পৃথক্-আত্মনাম্**—আত্মা থেকে ভিন্ন জড় দেহধারী জীব; **সতাম্**—যাঁরা চিন্ময় স্তরে স্থিত তাঁদের; **অদীদৃশঃ**—আপনি প্রকট করেছেন; **যৎ**—যা; **বপুঃ**—শরীর; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে পদ্ম-পলাশলোচন প্রভু! দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন দেবতাদের আরাধনা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু যেহেতু আপনি সকলের পরম সুহৃদ, পরম প্রিয় এবং পরমাত্মা, তাই আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না। সেই জন্য আপনি এই বিচিত্র মৎস্য রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি দেবতারা ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব। ভগবান জীবের মাধ্যমে নিজেকে বিস্তার করেন (*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*)। তাঁর সবিশেষ বিষ্ণুতত্ত্ব রূপ, যা সর্বতোভাবে চিন্ময়, তাঁদের বলা হয় স্বাংশ, এবং জীবদের বলা হয় বিভিন্নাংশ। কোন কোন বিভিন্নাংশ রূপ চিন্ময়, এবং কোন কোন বিভিন্নাংশ রূপ জড় পদার্থ ও আত্মার সমন্বয়। জড় জগতে বদ্ধ জীবাত্মা মায়াসৃষ্ট জড় দেহ থেকে ভিন্ন। এইভাবে স্বর্গলোকের দেবতা এবং নিম্নলোকবাসী জীবদের প্রকৃতি একই রকম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই লোকের মানুষেরা কখনও কখনও স্বর্গলোকের দেবতাদের পূজার প্রতি আসক্ত হয়। এই প্রকার পূজা অনিত্য। এই গ্রহলোকের মানুষদের যেমন দেহের পরিবর্তন হয় (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*), তেমনই ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদেরও যথাসময়ে দেহের পরিবর্তন হবে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্*—"অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা দেবতাদের পূজা করে, এবং তার ফল সীমিত ও অনিত্য।" *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—যারা দেবতাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা কিছু জড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেবতাদের পূজা করে, কিন্তু এই প্রকার পূজার ফল কখনই নিত্য নয়। তাই এখানে বলা হয়েছে, *যথেতরেষাং পৃথগাত্মনাং সতাম্, পদোপসর্পণং মৃষা ভবেৎ*। অর্থাৎ, যদি কাউকে পূজাই করতে হয়, তা হলে ভগবানেরই পূজা করা কর্তব্য। তখন তার পূজা

কখনই ব্যর্থ হবে না। *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—ভগবানের পূজা করার স্বল্প প্রয়াসও চিরস্থায়ী সম্পদ। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরেঃ*। ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করাই কর্তব্য, তা যদি বিশেষ শরীরের যে ধর্ম তা ত্যাগ করেও করতে হয়, তা হলেও তা করা উচিত। দেহের পরিপ্রেক্ষিতে যে পূজা তা অনিত্য, তার ফল কখনও চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু ভগবানের আরাধনার ফলে অন্তহীন লাভ হয়।

শ্লোক ৩১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং জগৎপতিঃ
সত্যব্রতং মৎস্যবপুর্যুগক্ষয়ে ।
বিহর্তুকামঃ প্রলয়ার্ণবেঽব্রবী-
চ্চিকীর্ষুরেকান্তজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—সেই কথা বলে; **নৃপতিম্**—রাজাকে; **জগৎ-পতিঃ**—সমগ্র জগতের ঈশ্বর; **সত্যব্রতম্**—সত্যব্রতকে; **মৎস্য-বপুঃ**—মৎস্য রূপধারী ভগবান; **যুগ-ক্ষয়ে**—যুগান্তে; **বিহর্তু-কামঃ**—তাঁর লীলা উপভোগ করার জন্য; **প্রলয়-অর্ণবে**—প্রলয়ের জলে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **চিকীর্ষুঃ**—করতে ইচ্ছুক; **একান্ত-জনপ্রিয়ঃ**—ভক্তদের পরম প্রিয়; **প্রিয়ম্**—অত্যন্ত লাভজনক।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজা সত্যব্রত যখন এই কথা বললেন, তখন ভক্তদের মঙ্গল বিধানের জন্য এবং প্রলয়বারিতে লীলা উপভোগ করার জন্য যুগাবসানে মীন রূপধারী ভগবান এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

সপ্তমে হ্যদ্যতনাদূর্ধ্বমহন্যেতদরিন্দম ।
নিমঙ্ক্ষ্যত্যপ্যয়াম্ভোধৌ ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **সপ্তমে**—সপ্তম; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অদ্যতনাৎ**—আজ থেকে; **উর্ধ্বম্**—পরবর্তী; **অহনি**—দিবসে; **এতৎ**—এই সৃষ্টি; **অরিন্দম**—হে শত্রু দমনকারী রাজা; **নিমঙ্ক্ষ্যতি**—প্লাবিত হবে; **অপ্যয়-অম্ভোধৌ**—প্রলয় সমুদ্রে; **ত্রৈলোক্যম্**—ত্রিভুবন; **ভূঃ-ভুব-আদিকম্**—ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে শত্রু দমনকারী রাজন্! আজ থেকে সপ্তম দিবসে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ—এই ত্রিলোক প্রলয় সমুদ্রে নিমগ্ন হবে।

শ্লোক ৩৩

ত্রিলোক্যাং লীয়মানায়াং সংবর্তাম্ভসি বৈ তদা ।
উপস্থাস্যতি নৌঃ কাচিদ্ বিশালা ত্বাং ময়েরিতা ॥ ৩৩ ॥

ত্রি-লোক্যাম্—ত্রিভুবন; **লীয়মানায়াম্**—নিমগ্ন হলে; **সংবর্ত-অম্ভসি**—প্রলয় জলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তদা**—তখন; **উপস্থাস্যতি**—উপস্থিত হবে; **নৌঃ**—নৌকা; **কাচিৎ**—একটি; **বিশালা**—অতি বিশাল; **ত্বাম্**—তোমার কাছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ঈরিতা**—প্রেরিত।

অনুবাদ

ত্রিভুবন যখন সেই প্রলয় জলে নিমগ্ন হবে, তখন আমার প্রেরিত একটি বিশাল নৌকা তোমার কাছে উপস্থিত হবে।

শ্লোক ৩৪-৩৫

ত্বং তাবদোষধীঃ সর্বা বীজান্যুচ্চাবচানি চ ।
সপ্তর্ষিভিঃ পরিবৃতঃ সর্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ ॥ ৩৪ ॥
আরুহ্য বৃহতীং নাবং বিচরিষ্যস্যবিক্লবঃ ।
একার্ণবে নিরালোকে ঋষীণামেব বর্চসা ॥ ৩৫ ॥

ত্বম্—তুমি; **তাবৎ**—সেই সময় পর্যন্ত; **ওষধীঃ**—ওষধি; **সর্বাঃ**—সর্বপ্রকার; **বীজানি**—বীজ; **উচ্চ-অবচানি**—উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট; **চ**—এবং; **সপ্ত-ঋষিভিঃ**—সপ্তর্ষিদের দ্বারা; **পরিবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **সর্বসত্ত্ব**—সর্বপ্রকার প্রাণী; **উপবৃংহিতঃ**—

পরিবেষ্টিত; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **বৃহতীম্**—অতি বৃহৎ; **নাবম্**—নৌকা; **বিচরিষ্যসি**—বিচরণ করবে; **অবিক্লবঃ**—বিষণ্ণতা রহিত; **এক-অর্ণবে**—প্রলয় সমুদ্রে; **নিরালোকে**—আলোক রহিত; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বর্চসা**—জ্যোতির প্রভাবে।

অনুবাদ

তারপর হে রাজন্, তুমি সমস্ত ওষধি এবং বিবিধ বীজরাশি সেই বিশাল নৌকায় সংগ্রহ করবে। তারপর সপ্তর্ষিগণ এবং সর্বপ্রকার জন্তু পরিবেষ্টিত হয়ে, তুমি সেই নৌকায় আরোহণ করে অকাতরে এবং অনায়াসে মহর্ষিদের তেজের প্রভাবে আলোকিত প্রলয় সমুদ্রে বিচরণ করবে।

শ্লোক ৩৬

দোধূয়মানাং তাং নাবং সমীরেণ বলীয়সা ।
উপস্থিতস্য মে শৃঙ্গে নিবধ্নীহি মহাহিনা ॥ ৩৬ ॥

দোধূয়মানাম্—আন্দোলিত হয়ে; **তাম্**—তা; **নাবম্**—নৌকা; **সমীরেণ**—বায়ুর দ্বারা; **বলীয়সা**—অত্যন্ত প্রবল; **উপস্থিতস্য**—নিকটে অবস্থিত; **মে**—আমার; **শৃঙ্গে**—শৃঙ্গে; **নিবধ্নীহি**—বন্ধন করবে; **মহা-অহিনা**—মহাসর্প বাসুকির দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর প্রবল বায়ুবেগে সেই নৌকা যখন আন্দোলিত হবে, তখন তাকে বাসুকি সর্পের দ্বারা আমার শৃঙ্গে বন্ধন করবে, কারণ আমি তখন তোমার পাশেই উপস্থিত থাকব।

শ্লোক ৩৭

অহং ত্বামৃষিভিঃ সার্ধং সহনাবমুদন্বতি ।
বিকর্ষন্ বিচরিষ্যামি যাবদ্ ব্রাহ্মী নিশা প্রভো ॥ ৩৭ ॥

অহম্—আমি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ঋষিভিঃ**—সমস্ত ঋষিগণ সহ; **সার্ধম্**—সকলে একত্রে; **সহ**—সঙ্গে; **নাবম্**—নৌকা; **উদন্বতি**—প্রলয় সমুদ্রে; **বিকর্ষন্**—আকর্ষণ করে; **বিচরিষ্যামি**—আমি বিচরণ করব; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ব্রাহ্মী**—ব্রহ্মার; **নিশা**—রাত্রি; **প্রভো**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্! তুমি এবং ঋষিগণ সহ সেই নৌকাকে আকর্ষণ করে ব্রহ্মার নিদ্রাকালীন রাত্রি পর্যন্ত আমি প্রলয় সমুদ্রে বিচরণ করব।

তাৎপর্য

এই প্রলয় ব্রহ্মার রাত্রে নয়, দিনের বেলা হয়েছিল। কারণ এই ঘটনাটি ঘটেছিল চাক্ষুষ মন্বন্তরে। ব্রহ্মা যখন নিদ্রা যান, তখন ব্রহ্মার রাত্রি হয়। কিন্তু ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়, এবং তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন চাক্ষুষ মনু। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে ব্রহ্মা দিনের বেলায় ক্ষণকালের জন্য নিদ্রা অনুভব করেছিলেন। এই স্বল্পকাল ব্রহ্মার রাত্রি বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *লঘুভাগবতামৃতে* বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর সেই বিচারের সারাংশ এই প্রকার—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য মুনি স্বায়ম্ভুব মনুকে অভিশাপ দেওয়ার ফলে প্রলয় হয়। সেই প্রলয়ের উল্লেখ *মৎস্যপুরাণে* করা হয়েছে। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবানের ইচ্ছায় আকস্মিক প্রলয় হয়। সেই কথা *বিষ্ণুধর্মোত্তরে* মার্কণ্ডেয় ঋষি উল্লেখ করেছেন। মন্বন্তরের অবসানে সব সময় প্রলয় হয় না, কিন্তু চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে ভগবান তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা সত্যব্রতকে প্রলয়ের প্রভাব প্রদর্শন করাতে চেয়েছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামীও এই মন্তব্যের সমর্থন করেছেন। *লঘুভাগবতামৃতে* বলা হয়েছে—

মধ্যে মন্বন্তরস্যৈব মুনেঃ শাপান্মনুং প্রতি ।
প্রলয়োঽসৌ বভূবেতি পুরাণে ক্বচিদীর্যতে ॥
অয়মাকস্মিকো জাতশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ ।
প্রলয়ঃ পদ্মনাভস্য লীলয়েতি চ কুত্রচিৎ ॥
সর্বমন্বন্তরস্যান্তে প্রলয়ো নিশ্চিতং ভবেৎ ।
বিষ্ণুধর্মোত্তরে ত্বেতৎ মার্কণ্ডেয়েণ ভাষিতম্ ॥
মনোরন্তে লয়ো নাস্তি মনবেঽদর্শি মায়য়া ।
বিষ্ণুনেতি ব্রুবাণৈস্তু স্বামিভির্নৈষ মন্যতে ॥

শ্লোক ৩৮

মদীয়ং মহিমানং চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥ ৩৮ ॥

মদীয়ম্—আমার; **মহিমানম্**—মহিমা; **চ**—এবং; **পরম্ ব্রহ্ম**—পরমব্রহ্ম; **ইতি**—এই প্রকার; **শব্দিতম্**—বিখ্যাত; **বেৎস্যসি**—তুমি বুঝতে পারবে; **অনুগৃহীতম্**—কৃপা প্রাপ্ত হয়ে; **মে**—আমার দ্বারা; **সংপ্রশ্নৈঃ**—প্রশ্নের দ্বারা; **বিবৃতম্**—বিশেষভাবে প্রকাশিত; **হৃদি**—হৃদয়ে;

অনুবাদ

তখন তুমি আমার দ্বারা উপদিষ্ট এবং অনুগৃহীত হবে। পরমব্রহ্ম নামক আমার মহিমা সম্বন্ধে তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। এইভাবে তুমি আমার সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"ভগবান পরমাত্মা সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং তাঁর থেকে স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে। তাঁর প্রতি শরণাগতির মাত্রা অনুসারে ভগবান নিজেকে প্রকাশিত করেন। *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*। জীবের শরণাগতির মাত্রা অনুসারে ভগবান নিজেকে প্রকাশিত করেন। পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ব্যক্তির ভগবৎ-উপলব্ধি আংশিকভাবে ভগবানের শরণাগত ব্যক্তির ভগবৎ-উপলব্ধি থেকে ভিন্ন। প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে সকলেই ভগবানের শরণাগত। এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা প্রকৃতির নিয়মের শরণাগত হয়, কিন্তু কেউ যখন সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তখন জড়া প্রকৃতি আর তাঁর উপর কার্য করে না। এই প্রকার পূর্ণ শরণাগত আত্মা সরাসরিভাবে ভগবানের দ্বারা অনুগৃহীত হন। *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*। যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত তাকে প্রকৃতির গুণের ভয়ে ভীত হতে হয় না, কারণ সবই ভগবানের মহিমার প্রকাশ (*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*), এবং এই মহিমা ক্রমশ প্রকাশিত হয় ও উপলব্ধি করা যায়। ভগবান পরম পবিত্র (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*)। মানুষ যতই পবিত্র হন, ততই তিনি ভগবানকে জানতে চান, এবং ভগবানও ততই তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানের পূর্ণ জ্ঞান শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১১) ভগবান বলেছেন—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

"তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে, আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকার নাশ করি।"

শ্লোক ৩৯

ইত্থমাদিশ্য রাজানং হরিরন্তরধীয়ত ।
সোঽন্ববৈক্ষত তং কালং যং হৃষীকেশ আদিশৎ ॥ ৩৯ ॥

ইত্থম্—পূর্বের উক্তি অনুসারে; **আদিশ্য**—আদেশ দিয়ে; **রাজানম্**—রাজা সত্যব্রতকে; **হরিঃ**—ভগবান; **অন্তরধীয়ত**—সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **সঃ**—তিনি (রাজা); **অন্ববৈক্ষত**—অপেক্ষা করতে লাগলেন; **তম্ কালম্**—সেই সময়; **যম্**—যা; **হৃষীক-ঈশঃ**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর ভগবান হৃষীকেশ; **আদিশৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে রাজাকে আদেশ দিয়ে ভগবান তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তখন রাজা সত্যব্রত ভগবানের আদিষ্ট কালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪০

আস্তীর্য দর্ভান্ প্রাক্কূলান্ রাজর্ষিঃ প্রাগুদঙ্মুখঃ ।
নিষসাদ হরেঃ পাদৌ চিন্তয়ন্ মৎস্যরূপিণঃ ॥ ৪০ ॥

আস্তীর্য—বিস্তার করে; **দর্ভান্**—কুশঘাস; **প্রাক্কূলান্**—পূর্বমুখী; **রাজর্ষিঃ**—রাজর্ষি সত্যব্রত; **প্রাক্-উদক্-মুখঃ**—উত্তর-পূর্ব (ঈশান) কোণ অভিমুখী হয়ে; **নিষসাদ**—উপবেশন করেছিলেন; **হরেঃ**—ভগবানের; **পাদৌ**—শ্রীপাদপদ্মের; **চিন্তয়ন্**—ধ্যান করে; **মৎস্য-রূপিণঃ**—যিনি মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজর্ষি তখন পূর্বমুখী কুশ বিস্তার করে ঈশান কোণ অভিমুখী হয়ে মৎস্যরূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪১

ততঃ সমুদ্র উদ্বেলঃ সর্বতঃ প্লাবয়ন্ মহীম্ ।
বর্ধমানো মহামেঘৈর্বর্ষদ্ভিঃ সমদৃশ্যত ॥ ৪১ ॥

ততঃ—তারপর; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **উদ্বেলঃ**—উদ্বেলিত হয়ে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **প্লাবয়ন্**—প্লাবিত করেছিল; **মহিম্**—পৃথিবীকে; **বর্ধমানঃ**—বর্ধিত হতে হতে; **মহা-মেঘৈঃ**—বিশাল মেঘের দ্বারা; **বর্ষদ্ভিঃ**—নিরন্তর বারি বর্ষণ করে; **সমদৃশ্যত**—রাজা সত্যব্রত দেখলেন।

অনুবাদ

তারপর, মহা মেঘের নিরন্তর বারি বর্ষণে সমুদ্র বর্ধিত হতে হতে তীরভূমি লঙ্ঘন করে সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করতে লাগল।

শ্লোক ৪২

ধ্যায়ন্ ভগবদাদেশং দদৃশে নাবমাগতাম্ ।
তামারুরোহ বিপ্রেন্দ্রৈরাদায়ৌষধিবীরুধঃ ॥ ৪২ ॥

ধ্যায়ন্—স্মরণ করে; **ভগবৎ-আদেশম্**—ভগবানের আদেশ; **দদৃশে**—তিনি দেখেছিলেন; **নাবম্**—একটি নৌকা; **আগতাম্**—নিকটে এসে; **তাম্**—নৌকার উপর; **আরুরোহ**—আরোহণ করেছিলেন; **বিপ্র-ইন্দ্রৈঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সহ; **আদায়**—সঙ্গে নিয়ে; **ঔষধি**—ওষধি; **বীরুধঃ**—এবং লতা।

অনুবাদ

সত্যব্রত যখন ভগবানের আদেশ স্মরণ করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, একটি নৌকা তাঁর নিকটে আসছে। তখন তিনি সমস্ত ওষধি এবং লতা সংগ্রহ করে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সহ সেই নৌকায় আরোহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

তমূচুর্মুনয়ঃ প্রীতা রাজন্ ধ্যায়স্ব কেশবম্ ।
স বৈ নঃ সঙ্কটাদস্মাদবিতা শং বিধাস্যতি ॥ ৪৩ ॥

তম্—রাজাকে; **উচুঃ**—বলেছিলেন; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **প্রীতাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্; **ধ্যায়স্ব**—ধ্যান করুন; **কেশবম্**—কেশবের; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের; **সঙ্কটাৎ**—মহা বিপদ থেকে; **অস্মাৎ**—এখন যেমন দেখা যাচ্ছে; **অবিতা**—রক্ষা করবেন; **শম্**—মঙ্গল; **বিধাস্যতি**—তিনি বিধান করবেন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ ঋষিগণ রাজার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন—হে রাজন্, দয়া করে ভগবান কেশবের ধ্যান করুন। তিনি আমাদের এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবেন এবং আমাদের মঙ্গল বিধান করবেন।

শ্লোক ৪৪

সোঽনুধ্যাতস্ততো রাজ্ঞা প্রাদুরাসীন্মহার্ণবে ।
একশৃঙ্গধরো মৎস্যো হৈমো নিযুতযোজনঃ ॥ ৪৪ ॥

সঃ—ভগবান; **অনুধ্যাতঃ**—ধ্যান করা হলে; **ততঃ**—তারপর (ব্রহ্মর্ষিদের বাক্য শ্রবণ করে); **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **প্রাদুরাসীৎ**—(তাঁর সম্মুখে) আবির্ভূত হয়েছিলেন; **মহা-অর্ণবে**—মহা প্রলয় সমুদ্রে; **এক-শৃঙ্গ-ধরঃ**—এক শৃঙ্গধারী; **মৎস্যঃ**—একটি বিশাল মৎস্য; **হৈমঃ**—স্বর্ণ নির্মিত; **নিযুত-যোজনঃ**—আশি লক্ষ মাইল দীর্ঘ।

অনুবাদ

তখন রাজা নিরন্তর ভগবানের ধ্যান করতে থাকলে, সেই প্রলয় সমুদ্রে একটি বিশাল নিযুত যোজন পরিমিত একশৃঙ্গধারী স্বর্ণময় মৎস্য আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৫

নিবধ্য নাবং তচ্ছৃঙ্গে যথোক্তো হরিণা পুরা ।
বরত্রেণাহিনা তুষ্টস্তুষ্টাব মধুসূদনম্ ॥ ৪৫ ॥

নিবধ্য—নিবদ্ধ করে; **নাবম্**—নৌকা; **তৎ-শৃঙ্গে**—সেই বিশাল মৎস্যের শৃঙ্গে; **যথা-উক্তঃ**—উপদেশ অনুসারে; **হরিণা**—ভগবানের; **পুরা**—পূর্বে; **বরত্রেণ**—রজ্জুরূপে ব্যবহার করে; **অহিনা**—(বাসুকি নামক) মহা সর্পের দ্বারা; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **তুষ্টাব**—তিনি প্রসন্ন করেছিলেন; **মধুসূদনম্**—মধুহন্তা ভগবানকে।

অনুবাদ

ভগবানের পূর্ব প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে, রাজা সেই মৎস্যের শৃঙ্গে রজ্জুরূপ বাসুকি সর্পের দ্বারা নৌকা নিবদ্ধ করে, প্রসন্ন চিত্তে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৬

শ্রীরাজোবাচ

অনাদ্যবিদ্যোপহতাত্মসংবিদ-
স্তন্মূলসংসারপরিশ্রমাতুরাঃ ।
যদৃচ্ছয়োপসৃতা যমাপ্নুয়ু-
র্বিমুক্তিদো নঃ পরমো গুরুর্ভবান্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা এইভাবে ভগবানের প্রার্থনা করেছিলেন; **অনাদি**—অনাদি কাল থেকে; **অবিদ্যা**—অজ্ঞান দ্বারা; **উপহত**—বিনষ্ট হয়েছে; **আত্ম-সংবিদঃ**—আত্মজ্ঞান; **তৎ**—তা; **মূল**—মূল; **সংসার**—জড় বন্ধন; **পরিশ্রম**—দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা এবং কঠোর শ্রম; **আতুরাঃ**—দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট; **যদৃচ্ছয়া**—পরম ইচ্ছার প্রভাবে; **উপসৃতাঃ**—আচার্যের দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে; **যম্**—ভগবান; **আপ্নুয়ুঃ**—প্রাপ্ত হতে পারে; **বিমুক্তিদঃ**—মুক্তির পন্থা; **নঃ**—আমাদের; **পরমঃ**—পরম; **গুরুঃ**—গুরু; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

রাজা বললেন—যাঁরা অনাদি কাল থেকে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়েছে এবং অবিদ্যার ফলে এই জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশাময় বদ্ধ জীবনে আবদ্ধ হয়েছে, তাঁরা ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। আমি সেই ভগবানকে পরম গুরুরূপে বরণ করি।

তাৎপর্য

ভগবান হচ্ছেন পরম গুরু। ভগবান বদ্ধ জীবের দুঃখ-দুর্দশা সম্পূর্ণরূপে অবগত, এবং তাই তিনি এই জড় জগতে কখনও কখনও স্বয়ং আবির্ভূত হন, কখনও কখনও অবতাররূপে আবির্ভূত হন এবং কখনও কখনও কোন জীবকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা প্রদান করে তাঁর মাধ্যমে কার্য করেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনিই হচ্ছেন আদি গুরু, যিনি জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধ জীবদের জ্ঞানের

আলোক প্রদান করেন। ভগবান সর্বদাই বদ্ধ জীবদের নানাভাবে সাহায্য করেন। তাই তাঁকে এখানে *পরমো গুরুর্ভবান্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভগবানের যে প্রতিনিধি কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন, তিনিও ভগবানের ইচ্ছা যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হন। এই প্রকার ব্যক্তিকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তিনি পরম গুরু ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাই তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে অবহেলা করা উচিত নয়। তাই বলা হয়েছে, *আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ*—ভগবানের হয়ে কার্য করেন যে আচার্য, তাঁকে স্বয়ং ভগবানেরই মতো মনে করতে হয়।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন, ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন যে গুরুদেব তাঁকে ভগবানেরই মতো পূজা করা কর্তব্য, কারণ তিনি জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবের মঙ্গলের জন্য ভগবানের বাণী প্রচার করেন বলে ভগবানের প্রিয়তম সেবক।

শ্লোক ৪৭

জনোঽবুধোঽয়ং নিজকর্মবন্ধনঃ
সুখেচ্ছয়া কর্ম সমীহতেঽসুখম্ ।
যৎসেবয়া তাং বিধুনোত্যসন্মতিং
গ্রন্থিং স ভিন্দ্যাদ্ধৃদয়ং স নো গুরুঃ ॥ ৪৭ ॥

জনঃ—জন্ম-মৃত্যুর অধীন বদ্ধ জীব; **অবুধঃ**—দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করার ফলে যারা সব চাইতে মূর্খ; **অয়ম্**—সে; **নিজ-কর্ম-বন্ধনঃ**—তার পাপকর্মের ফলে বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে; **সুখ-ইচ্ছয়া**—এই জড় জগতে সুখী হওয়ার বাসনায়; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **সমীহতে**—পরিকল্পনা করে; **অসুখম্**—কেবল দুঃখ-দুর্দশার জন্য; **যৎ-সেবয়া**—যাঁকে সেবা করার ফলে; **তাম্**—কর্মবন্ধন; **বিধুনোতি**—নির্মল করে; **অসৎ-মতিম্**—(দেহকে আত্মা বলে মনে করার ফলে) কলুষিত মনোবৃত্তি; **গ্রন্থিম্**—গ্রন্থি; **সঃ**—ভগবান; **ভিন্দ্যাৎ**—ছিন্ন হয়ে; **হৃদয়ম্**—হৃদয়ে; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **নঃ**—আমাদের; **গুরুঃ**—পরম গুরু।

অনুবাদ

এই জড় জগতে সুখী হওয়ার বাসনায় মূর্খ বদ্ধ জীবেরা কর্ম করে, যার ফলে তাদের কেবল দুঃখই ভোগ হয়। কিন্তু ভগবানের সেবা করার ফলে সুখভোগের ভ্রান্ত অভিলাষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আমার গুরুদেব আমার সেই অসৎ মতিরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করুন।

তাৎপর্য

জড় সুখের জন্য বদ্ধ জীব নানা রকম সকাম কর্মে লিপ্ত হয়, যার ফলে সে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। বদ্ধ জীব যেহেতু সেই কথা জানে না, তাই বলা হয় যে, সে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন। সুখভোগের ভ্রান্ত আশায় বদ্ধ জীব জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বিভিন্ন পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়। এখানে মহারাজ সত্যব্রত প্রার্থনা করেছেন যে, ভগবান যেন তাঁর পরম গুরুদেবরূপে মিথ্যা সুখভোগের বাসনারূপ হৃদয় গ্রন্থিটি ছিন্ন করেন।

শ্লোক ৪৮

যৎসেবয়াগ্নেরিব রুদ্ররোদনং
পুমান্ বিজহ্যান্মলমাত্মনস্তমঃ ।
ভজেত বর্ণং নিজমেষ সোঽব্যয়ো
ভূয়াৎ স ঈশঃ পরমো গুরোর্গুরুঃ ॥ ৪৮ ॥

যৎ-সেবয়া—যাঁর (ভগবানের) সেবার দ্বারা; **অগ্নেঃ**—অগ্নির স্পর্শে; **ইব**—যেমন; **রুদ্র-রোদনম্**—সোনা অথবা রূপা নির্মল হয়; **পুমান্**—ব্যক্তি; **বিজহ্যাৎ**—ত্যাগ করতে পারে; **মলম্**—সংসারের সমস্ত মল; **আত্মনঃ**—নিজের; **তমঃ**—তমোগুণ, যার দ্বারা মানুষ পাপ এবং পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করে; **ভজেত**—পুনঃপ্রাপ্ত হতে পারেন; **বর্ণম্**—তাঁর প্রকৃত পরিচয়; **নিজম্**—নিজের; **এষঃ**—এই প্রকার; **সঃ**—তিনি; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **ভূয়াৎ**—তিনি হোন; **সঃ**—তিনি; **ঈশঃ**—ভগবান; **পরমঃ**—পরম; **গুরোঃ গুরুঃ**—সমস্ত গুরুর গুরু।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁর কর্তব্য ভগবানের সেবা করা এবং তমোগুণের কলুষ পরিত্যাগ করা, যে গুণের প্রভাবে পাপ এবং পুণ্যকর্ম

অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্ণ অথবা রৌপ্য যেমন অগ্নির সংস্পর্শে সমস্ত মল থেকে মুক্ত হয়, জীবও তেমনই ভগবানের সেবার প্রভাবে নির্মল হয়ে তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সেই অব্যয় ভগবান আমাদের গুরু হোন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত গুরুর গুরু।

তাৎপর্য

নিজের সত্তাকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে তপস্যা করার জন্যই মনুষ্য-জীবন। *তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুদ্ধ্যেৎ*। জড়া প্রকৃতির কলুষের ফলে জীব সংসার-চক্রে আবর্তিত হয় (*কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু*)। তাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া, যার ফলে সে সংসার-চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করে তার চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হতে পারে। কলুষ মুক্ত হওয়ার এই বিধিটি হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা। আত্ম-উপলব্ধির বহু পন্থা রয়েছে, যেমন কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ কিন্তু তার কোনটিই ভগবদ্ভক্তির তুল্য নয়। সোনা এবং রূপাকে যেমন ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় না, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার ফলেই কেবল তা মল মুক্ত হয়, তেমনই জীবও ভগবদ্ভক্তি (*যৎসেবয়া*) অনুষ্ঠানের দ্বারা তার স্বরূপে পুনর্জাগরিত হতে পারে—কর্ম, জ্ঞান অথবা যোগের দ্বারা নয়। মনোধর্মী জ্ঞান অথবা যোগ অনুশীলনের ফলে কোন কাজ হয় না।

বর্ণম্‌ শব্দটি প্রকৃত স্বরূপের কান্তিকে বোঝায়। স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল। তেমনই, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের অংশ জীবের কান্তি আনন্দের দ্যুতি সমন্বিত। *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*। প্রতিটি জীবেরই আনন্দময় হওয়ার অধিকার রয়েছে, কারণ সে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তা হলে জীব কেন জড়া প্রকৃতির কলুষের প্রভাবে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করবে? জীবের কর্তব্য পবিত্র হয়ে তার স্বরূপ পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া। তা সে কেবল ভগবানের সেবার প্রভাবেই লাভ করতে পারে। তাই, মানুষের কর্তব্য ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করা, যাঁকে এখানে *গুরোর্গুরুঃ* অর্থাৎ সমস্ত গুরুদের গুরু বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমাদের যদিও ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সৌভাগ্য হয়নি, তবুও ভগবানের প্রতিনিধি ভগবানেরই মতো, কারণ এই প্রকার প্রতিনিধি এমন কিছু বলেন না যা ভগবান বলেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুরুর বর্ণনা প্রদান করে বলেছেন, *যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ*—সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর শিষ্যদের শ্রীকৃষ্ণের বাণী অনুসারে উপদেশ দেন। সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করেছেন। এটিই হচ্ছে গুরু-পরম্পরা। আদি গুরু হচ্ছেন ব্যাসদেব, কারণ তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বর্ণিত *ভগবদ্‌গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বক্তা।

তাই গুরুপূজাকে বলা হয় ব্যাসপূজা। চরমে আদি গুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর শিষ্য হচ্ছেন নারদ মুনি, যাঁর শিষ্য ব্যাসদেব এবং এইভাবে আমরা ক্রমশ গুরু-পরম্পরার সংস্পর্শে আসি। যে ব্যক্তি জানে না শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর অবতারেরা কি চান, সেই ব্যক্তি কখনও গুরু হতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্য এবং ভগবানের উদ্দেশ্য অভিন্ন, এবং তা হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করা।

শ্লোক ৪৯

ন যৎপ্রসাদাযুতভাগলেশ-
মন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্ ।
কর্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংস-
স্তমীশ্বরং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৯ ॥

ন—না; **যৎ-প্রসাদ**—ভগবানের করুণার; **অযুত-ভাগ-লেশম্**—কেবল অযুত ভাগের এক ভাগ মাত্র; **অন্যে**—অন্যরা; **চ**—ও; **দেবাঃ**—এমন কি দেবতারা পর্যন্ত; **গুরবঃ**—তথাকথিত গুরু; **জনাঃ**—সমস্ত লোকেরা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **কর্তুম্**—সম্পাদন করার জন্য; **সমেতাঃ**—সকলে একত্রে; **প্রভবন্তি**—সমানভাবে সমর্থ হতে পারে; **পুংসঃ**—ভগবানের দ্বারা; **তম্**—তাঁকে; **ঈশ্বরম্**—ভগবানকে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **শরণম্**—আশ্রয়; **প্রপদ্যে**—শরণ গ্রহণ করি।

অনুবাদ

সমস্ত দেবতা, তথাকথিত গুরু এবং অন্য সমস্ত লোকেরা স্বতন্ত্রভাবে অথবা সমবেতভাবে আপনার কৃপার দশ সহস্রভাগের এক ভাগও প্রদান করতে পারে না। তাই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—সাধারণ মানুষেরা জড় বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সকাম-কর্মের আশু ফল লাভের আশায় দেবতাদের পূজা করে। ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেহেতু তাঁর ভক্তের ফরমাশ সরবরাহকারী হন না, তাই মানুষেরা সাধারণত তাঁর ভক্ত হন না। ভগবান তাঁর ভক্তকে এমন বর দেন না, যার ফলে তাঁর জড়-জাগতিক বাসনা বৃদ্ধি পাবে। দেবতাদের পূজা করলে

তার ফল পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, *অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্*—দেবতাদের কাছ থেকে যে বর লাভ করা যায় তা সবই অনিত্য। দেবতারা যেহেতু অনিত্য, তাই তাঁদের দেওয়া বরগুলিও অনিত্য, এবং সেগুলির কোন চিরস্থায়ী মূল্য নেই। যারা অজ্ঞান তারাই এই প্রকার বর আকাঙ্ক্ষা করে (*তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্*)। বিষ্ণুর কৃপা কিন্তু ভিন্ন ধরনের। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় জীব জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। তাই ভগবানের কৃপার দশ সহস্রভাগের এক ভাগের সঙ্গেও দেবতাদের বরের তুলনা হয় না। অতএব, দেবতা অথবা ভণ্ড গুরুদের কাছ থেকে বর লাভ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। কেবল ভগবানের কৃপা লাভেরই অভিলাষ করা উচিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬৬) ভগবান বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

শ্লোক ৫০

অচক্ষুরন্ধস্য যথাগ্রণীঃ কৃত-
স্তথা জনস্যাবিদুষোঽবুধো গুরুঃ ।
ত্বমর্কদৃক্ সর্বদৃশাং সমীক্ষণো
বৃতো গুরুর্নঃ স্বগতিং বুভুৎসতাম্ ॥ ৫০ ॥

অচক্ষুঃ—যার দর্শনশক্তি নেই; **অন্ধস্য**—এই প্রকার অন্ধ ব্যক্তির; **যথা**—যেমন; **অগ্রণীঃ**—নেতা, যিনি অগ্রে গমন করেন; **কৃতঃ**—স্বীকৃত; **তথা**—তেমনই; **জনস্য**—এই প্রকার ব্যক্তি; **অবিদুষঃ**—যার জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই; **অবুধঃ**—মূর্খ; **গুরুঃ**—গুরু; **ত্বম্**—আপনি; **অর্ক-দৃক্**—সূর্যের মতো প্রকাশিত; **সর্ব-দৃশাম্**—সমস্ত জ্ঞানের উৎসের; **সমীক্ষণঃ**—পূর্ণদ্রষ্টা; **বৃতঃ**—স্বীকৃত; **গুরুঃ**—গুরু; **নঃ**—আমাদের; **স্ব-গতিম্**—যিনি তাঁর প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত; **বুভুৎসতাম্**—এই প্রকার জ্ঞানবান ব্যক্তি।

অনুবাদ

দর্শনে অক্ষম এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে নেতারূপে বরণ করে, তেমনই অজ্ঞ ব্যক্তিরাই অন্য আর একজন অজ্ঞ ব্যক্তিকে তাদের গুরুরূপে বরণ করে। কিন্তু আমরা আত্মতত্ত্ব লাভের অভিলাষী। তাই, আমরা পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে আমাদের গুরুরূপে বরণ করি, কারণ আপনি সর্বদিকে দর্শন করতে সক্ষম এবং আপনি সূর্যের মতো সর্বজ্ঞ।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন এবং তাই জীবনের উদ্দেশ্য না জেনে, যে বাগ্‌জাল সৃষ্টি করতে পারে অথবা ভেলকিবাজি দেখাতে পারে এমন কোন ব্যক্তিকে সে গুরু রূপে বরণ করে। এই ধরনের ভেলকিবাজি বা যাদুর দ্বারা মূর্খেরাই কেবল মুগ্ধ হয়। কখনও কখনও মূর্খ মানুষেরা এমন কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করে, যে একটু-আধটু যোগসিদ্ধির বলে একটু সোনাদানা বানাতে পারে। যেহেতু এই প্রকার শিষ্যেরা নিতান্তই অজ্ঞ, তাই তারা বিচার করতে পারে না সোনা তৈরি করতে পারাটাই গুরুর যোগ্যতা কি না। সোনা বানানই যদি গুরুর যোগ্যতা হয়, তা হলে তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেন গুরুরূপে বরণ করে না, যিনি অসংখ্য স্বর্ণখনি সৃষ্টি করেছেন? *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।* সমস্ত স্বর্ণখনি ভগবানের শক্তির দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। তাই মানুষ কেন অল্প এক টুকরো সোনা বানাতে পারে যে ব্যক্তি তাকে গুরুরূপে বরণ করে? যারা অন্ধ তারাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে এই প্রকার গুরুর শিষ্য হয়। মহারাজ সত্যব্রত কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন ভগবান কে, এবং তাই তিনি ভগবানকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধি কেবল গুরু হতে পারেন। ভগবান বলেছেন, *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*—"যে আমার শরণাগত হয়, সে তৎক্ষণাৎ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।" তাই গুরুর কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে ভগবানের শরণাগত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া, কারণ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেটিই গুরুর লক্ষণ। সেই উপদেশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও দিয়ে গেছেন—*যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ*। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করে না, তাকে কখনও গুরুরূপে বরণ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৫১

জনো জনস্যাদিশতেঽসতীং গতিং
যয়া প্রপদ্যেত দুরত্যয়ং তমঃ ।
ত্বং ত্বব্যয়ং জ্ঞানমমোঘমঞ্জসা
প্রপদ্যতে যেন জনো নিজং পদম্ ॥ ৫১ ॥

জনঃ—যে ব্যক্তি সদ্‌গুরু নয় (একজন সাধারণ মানুষ); **জনস্য**—জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয় এই রকম সাধারণ মানুষের; **আদিশতে**—উপদেশ দেন; **অসতীম্**—অনিত্য, জড়; **গতিম্**—জীবনের উদ্দেশ্য; **যয়া**—এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা; **প্রপদ্যেত**—শরণাগত হন; **দুরত্যয়ম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **তমঃ**—অজ্ঞান; **ত্বম্**—আপনি; **তু**—কিন্তু; **অব্যয়ম্**—অবিনশ্বর; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অমোঘম্**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **অঞ্জসা**—অতি শীঘ্র; **প্রপদ্যতে**—প্রাপ্ত হয়; **যেন**—এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা; **জনঃ**—ব্যক্তি; **নিজম্**—নিজের; **পদম্**—স্বরূপ।

অনুবাদ

প্রাকৃত গুরু তার প্রাকৃত শিষ্যকে অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিষয় ভোগের শিক্ষা প্রদান করে, এবং তার ফলে মূর্খ শিষ্য জড় জগতের অজ্ঞানেই আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আপনি শাশ্বত জ্ঞান দান করেন এবং সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধিমান মানুষেরা অতি শীঘ্রই তাঁদের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন।

তাৎপর্য

তথাকথিত গুরুরা তাদের শিষ্যদের জড়-জাগতিক লাভের জন্য উপদেশ দেয়। কোন কোন গুরু শিক্ষা দেয় কিভাবে ধ্যান করার ফলে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দেহ সুস্থ রাখা যায় এবং বুদ্ধির বৃদ্ধি সাধন করা যায়। আর এক প্রকার গুরু উপদেশ দেয় যে, যৌন সুখভোগই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য এবং তাই যথাসাধ্য যৌনসুখ ভোগে লিপ্ত হওয়া উচিত। এই সমস্ত হচ্ছে মূর্খ গুরুর উপদেশ। এই সমস্ত মূর্খ গুরুর উপদেশের ফলে মানুষ জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। কিন্তু কেউ যদি *ভগবদ্‌গীতায়* অথবা সাংখ্য-দর্শনে ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, সেই উপদেশ গ্রহণ করার সদ্‌বুদ্ধি প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি অচিরেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। *নিজং পদম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে জীবের

কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠলোকে বা চিৎ-জগতে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। তাই, মানুষের কর্তব্য ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করা। তা হলে *ভগবদ্‌গীতায়* যে কথা বলা হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*—তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর, তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। ভগবান তাঁর স্বরূপে চিৎ-জগতে বিরাজ করেন, এবং যে ভক্ত ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করেন তিনিও ভগবানের কাছে ফিরে যান (*মামেতি*)। এই প্রকার ভক্ত তখন তাঁর চিন্ময় স্বরূপে ভগবানের কাছে ফিরে গিয়ে ভগবানের সঙ্গে খেলা করেন এবং নৃত্য করেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য।

শ্লোক ৫২

ত্বং সর্বলোকস্য সুহৃৎ প্রিয়েশ্বরো
হ্যাত্মা গুরুর্জ্ঞানমভীষ্টসিদ্ধিঃ ।
তথাপি লোকো ন ভবন্তমন্ধধী-
র্জানাতি সন্তং হৃদি বদ্ধকামঃ ॥ ৫২ ॥

ত্বম্—হে প্রভু, আপনি; **সর্ব-লোকস্য**—সমস্ত গ্রহলোকের; **সুহৃৎ**—পরম হিতৈষী বন্ধু; **প্রিয়**—প্রিয়তম; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **হি**—ও; **আত্মা**—পরমাত্মা; **গুরুঃ**—পরম গুরু; **জ্ঞানম্**—পরম জ্ঞান; **অভীষ্ট-সিদ্ধিঃ**—সমস্ত বাসনার পূর্তি; **তথা অপি**—তবুও, **লোকঃ**—লোকেরা; **ন**—না; **ভবন্তম্**—আপনাকে; **অন্ধ-ধীঃ**—অন্ধ বুদ্ধির ফলে; **জানাতি**—জানতে পারে; **সন্তম্**—অবস্থিত; **হৃদি**—তার হৃদয়ে; **বদ্ধ-কামঃ**—কামের দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি সকলের পরম সুহৃদ, প্রিয়, নিয়ন্তা, পরমাত্মা, পরম উপদেষ্টা, পরম জ্ঞান প্রদাতা এবং সমস্ত বাসনা পূরণকারী। কিন্তু, আপনি যদিও হৃদয়ে রয়েছেন, তবুও মূর্খেরা তাদের কাম-বাসনার ফলে আপনাকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে মূর্খতার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা যেহেতু কাম-বাসনায় পূর্ণ, তাই ভগবান তাদের হৃদয়ে থাকা সত্ত্বেও তারা ভগবানকে জানতে পারে না (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। এই মূর্খতার জন্যই মানুষ

ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না, যদিও ভগবান সকলকেই অন্তরে এবং বাইরে উপদেশ দিতে প্রস্তুত। ভগবান বলেছেন—*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে*। অর্থাৎ, ভগবান ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিতে পারেন, যার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষ এই ভগবদ্ভক্তির পন্থা গ্রহণ করে না। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পূর্ণ উপদেশ প্রদান করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু কাম-বাসনার ফলে জীব জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাই সে ভগবানের সেবা করে না। এইভাবে মানুষ ভগবানের মূল্যবান উপদেশ থেকে বঞ্চিত হয়। মনোধর্মী জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ বুঝতে পারে যে, সে তার দেহ নয়, তার স্বরূপে সে চিন্ময় আত্মা, কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনও চরিতার্থ হয় না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, ভগবানের সঙ্গে থাকা, ভগবানের সঙ্গে খেলা করা, ভগবানের সঙ্গে নৃত্য করা, ভগবানের সঙ্গে আহার করা। এইভাবে চিৎ-জগতে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করা যায়। কেউ যদি মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হয়ে তার চিন্ময় পরিচয় বুঝতেও পারে, তবুও সে ভগবানকে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত চিন্ময় জীবনের আনন্দ আস্বাদন করতে পারবে না। সেই কথা এখানে *অভীষ্টসিদ্ধিঃ* শব্দটির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। তখন ভগবান উপদেশ দেন কিভাবে ভগবদ্ধামে যেতে হয়।

শ্লোক ৫৩

ত্বং ত্বামহং দেববরং বরেণ্যং
প্রপদ্য ঈশং প্রতিবোধনায় ।
ছিন্ধ্যর্থদীপৈর্ভগবন্ বচোভি-
গ্রন্থীন্ হৃদয্যান্ বিবৃণু স্বমোকঃ ॥ ৫৩ ॥

ত্বম্—আপনি কত মহান; **ত্বাম্**—আপনাকে; **অহম্**—আমি; **দেব-বরম্**—দেবতাদের পূজ্য; **বরেণ্যম্**—বরণীয়তম; **প্রপদ্যে**—পূর্ণরূপে শরণাগত; **ঈশম্**—পরমেশ্বরকে; **প্রতিবোধনায়**—জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য; **ছিন্ধি**—ছেদন করুন; **অর্থ-দীপৈঃ**—পরমার্থ সম্বন্ধীয় উপদেশের আলোকের দ্বারা; **ভগবন্**—হে ভগবান; **বচোভিঃ**—আপনার বাণীর দ্বারা; **গ্রন্থীন্**—গ্রন্থি; **হৃদয্যান্**—হৃদয়গত; **বিবৃণু**—দয়া করে বলুন; **স্বম্ ওকঃ**—আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য দেবতাদের বরেণ্য এবং পরম ঈশ্বর আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আপনার উপদেশের দ্বারা জীবনের পরম উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, আপনি আমার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করুন এবং আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমার কাছে প্রকাশ করুন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও তর্ক উত্থাপন করা হয় যে, মানুষ জানে না গুরু কে এবং তাই জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশকারী গুরু খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য রাজা সত্যব্রত আমাদের দেখিয়েছেন, কিভাবে ভগবানকে প্রকৃত গুরুরূপে বরণ করতে হয়। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়েছেন, কিভাবে এই জড় জগতে জীবন-যাপন করতে হয় এবং কিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হয়। তাই, তথাকথিত ভণ্ড এবং মূর্খ গুরুদের দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, ভগবানকেই গুরুরূপে দর্শন করা উচিত। কিন্তু গুরুদেবের সাহায্য ব্যতীত *ভগবদ্গীতা* হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তাই পরম্পরার ধারায় গুরু আবির্ভূত হন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) ভগবান বলেছেন—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" অর্জুন হচ্ছেন তাই তত্ত্বদর্শী বা গুরু। অর্জুন ভগবানকে স্বীকার করেছিলেন (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*)। তেমনই, ভগবানের ভক্ত শ্রীঅর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবানের ভগবত্তা স্বীকার করতে হয়, যা ব্যাস, দেবল, অসিত, নারদ এবং পরবর্তীকালে রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, বিষ্ণুস্বামী প্রমুখ আচার্যগণ এবং তারও পরবর্তীকালে সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। তা হলে গুরু খুঁজে পেতে অসুবিধা কোথায়? কেউ যদি ঐকান্তিক হন, তা হলে তিনি গুরুকে খুঁজে পেয়ে তাঁর কাছে সব কিছু জানতে পারেন। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে হয়। মহারাজ সত্যব্রত আমাদের মহাজনদের পথ প্রদর্শন করেছেন। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*। ভগবানের (*দশাবতার*) শরণাগত হওয়া মানুষের কর্তব্য এবং তাঁর কাছ থেকে চিৎ-জগৎ ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ৫৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তবন্তং নৃপতিং ভগবানাদিপূরুষঃ ।
মৎস্যরূপী মহাম্ভোধৌ বিহরংস্তত্ত্বমব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তবন্তম্**—মহারাজ সত্যব্রত এইভাবে বললে; **নৃপতিম্**—রাজাকে; **ভগবান্**—ভগবান; **আদি-পূরুষ**—আদিপুরুষ; **মৎস্য-রূপী**—যিনি মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন; **মহা-অম্ভোধৌ**—প্রলয়ের জলে; **বিহরন্**—বিচরণ করে; **তত্ত্বম্ অব্রবীৎ**—পরমতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবানকে এইভাবে প্রার্থনা জানালে, প্রলয় সাগরে বিচরণশীল মৎস্যরূপী আদিপুরুষ ভগবান তাঁকে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

পুরাণসংহিতাং দিব্যাং সাংখ্যযোগক্রিয়াবতীম্ ।
সত্যব্রতস্য রাজর্ষেরাত্মগুহ্যমশেষতঃ ॥ ৫৫ ॥

পুরাণ—পুরাণে, বিশেষ করে মৎস্যপুরাণে বর্ণিত বিষয়; **সংহিতাম্**—ব্রহ্ম-সংহিতা এবং অন্যান্য সংহিতায় নিহিত বৈদিক নির্দেশ; **দিব্যাম্**—সমস্ত দিব্য শাস্ত্র; **সাংখ্য**—সাংখ্য-দর্শন; **যোগ**—আত্ম-উপলব্ধির বিজ্ঞান বা ভক্তিযোগ; **ক্রিয়াবতীম্**—জীবনের ব্যবহারিক ক্রিয়া; **সত্যব্রতস্য**—রাজা সত্যব্রতের; **রাজর্ষেঃ**—মহান রাজর্ষি; **আত্ম-গুহ্যম্**—আত্মজ্ঞানের সমস্ত রহস্য; **অশেষতঃ**—সমস্ত শাখা সমেত।

অনুবাদ

ভগবান এইভাবে রাজা সত্যব্রতকে সাংখ্যযোগ নামক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন, যে বিজ্ঞানের দ্বারা জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করা যায় (অর্থাৎ ভক্তিযোগ), সেই সঙ্গে তিনি পুরাণ (প্রাচীন ইতিহাস) এবং সংহিতা তাঁর কাছে নিঃশেষে বর্ণনা করেছিলেন। ভগবান স্বয়ং তাঁকে এই সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৬

অশ্রৌষীদৃষিভিঃ সাকমাত্মতত্ত্বমসংশয়ম্ ।
নাব্যাসীনো ভগবতা প্রোক্তং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৫৬ ॥

অশ্রৌষীৎ—তিনি শুনেছিলেন; **ঋষিভিঃ**—মহর্ষিগণ; **সাকম্**—সহ; **আত্ম-তত্ত্বম্**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান; **অসংশয়ম্**—নিঃসন্দেহে (কেননা তা স্বয়ং ভগবান বলেছিলেন); **নাবি আসীনঃ**—নৌকায় উপবেশন করে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **প্রোক্তম্**—উক্ত; **ব্রহ্ম**—সমস্ত দিব্য শাস্ত্র; **সনাতনম্**—শাশ্বত।

অনুবাদ

নৌকায় উপবিষ্ট ঋষিগণ সহ রাজা সত্যব্রত ভগবান কর্তৃক বর্ণিত আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করেছিলেন। এই সমস্ত উপদেশ সনাতন বৈদিক শাস্ত্রের (ব্রহ্ম) বাণী। তাই রাজা এবং ঋষিদের পরম তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না।

শ্লোক ৫৭

অতীতপ্রলয়াপায় উত্থিতায় স বেধসে ।
হত্বাসুরং হয়গ্রীবং বেদান্ প্রত্যাহরদ্ধরিঃ ॥ ৫৭ ॥

অতীত—অবসানে; **প্রলয়-অপায়ে**—প্রলয়ের শেষে; **উত্থিতায়**—ঘুম থেকে উঠিয়ে; **সঃ**—ভগবান; **বেধসে**—ব্রহ্মাকে; **হত্বা**—হত্যা করে; **অসুরম্**—অসুরকে; **হয়গ্রীবম্**—হয়গ্রীব নামক; **বেদান্**—সমস্ত বেদ; **প্রত্যাহরৎ**—প্রদান করেছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

প্রলয়ের অবসানে (স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে) ভগবান হয়গ্রীব অসুরকে বিনাশ করে নিদ্রা থেকে উত্থিত ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৫৮

স তু সত্যব্রতো রাজা জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ।
বিষ্ণোঃ প্রসাদাৎ কল্পেঽস্মিন্নাসীদ্ বৈবস্বতো মনুঃ ॥ ৫৮ ॥

সঃ—তিনি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **সত্যব্রতঃ**—সত্যব্রত; **রাজা**—রাজা; **জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুতঃ**—জ্ঞান এবং বিজ্ঞান-সম্পন্ন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **প্রসাদাৎ**—কৃপায়; **কল্পে অস্মিন্**—এই কল্পে (বৈবস্বত মনুর শাসনকালে); **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **বৈবস্বতঃ মনুঃ**—বৈবস্বত মনু।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় রাজা সত্যব্রত সমস্ত বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং এই কল্পে তিনি সূর্যদেবের পুত্র বৈবস্বত মনুরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, সত্যব্রত চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে বৈবস্বত মন্বন্তর শুরু হয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় সত্যব্রত দ্বিতীয় মৎস্যাবতারের কাছে উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণরূপে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৯

সত্যব্রতস্য রাজর্ষের্মায়ামৎস্যস্য শার্ঙ্গিণঃ ।
সংবাদং মহদাখ্যানং শ্রুত্বা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ৫৯ ॥

সত্যব্রতস্য—রাজা সত্যব্রতের; **রাজ-ঋষেঃ**—মহান রাজর্ষির; **মায়া-মৎস্যস্য**—এবং মৎস্যাবতারের; **শার্ঙ্গিণঃ**—মস্তকে একটি শৃঙ্গ সমন্বিত; **সংবাদম্**—বর্ণনা; **মহৎ-আখ্যানম্**—মহা উপাখ্যান; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **মুচ্যেত**—মুক্ত হয়; **কিল্বিষাৎ**—সমস্ত পাপ থেকে।

অনুবাদ

রাজর্ষি সত্যব্রত এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মৎস্যাবতারের এই মহৎ দিব্য আখ্যান শ্রবণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৬০

অবতারং হরের্যোঽয়ং কীর্তয়েদন্বহং নরঃ ।
সঙ্কল্পাস্তস্য সিধ্যন্তি স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৬০ ॥

অবতারম্—অবতার; **হরেঃ**—ভগবানের; **যঃ**—যিনি; **অয়ম্**—তিনি; **কীর্তয়েৎ**—বর্ণনা করেন এবং কীর্তন করেন; **অন্বহম্**—প্রতিদিন; **নরঃ**—সেই ব্যক্তি; **সঙ্কল্পাঃ**—সমস্ত অভিলাষ; **তস্য**—তাঁর; **সিধ্যন্তি**—সফল হয়; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **যাতি**—ফিরে যান; **পরমাম্ গতিম্**—ভগবদ্ধামে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি মৎস্যাবতার এবং রাজা সত্যব্রতের এই আখ্যানটি কীর্তন করেন, তাঁর সমস্ত সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়, এবং তিনি নিঃসন্দেহে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ৬১

প্রলয়পয়সি ধাতুঃ সুপ্তশক্তের্মুখেভ্যঃ
শ্রুতিগণমপনীতং প্রত্যুপাদত্ত হত্বা ।
দিতিজমকথয়দ্ যো ব্রহ্ম সত্যব্রতানাং
তমহমখিলহেতুং জিহ্মমীনং নতোঽস্মি ॥ ৬১ ॥

প্রলয়-পয়সি—প্রলয়ের জলে; **ধাতুঃ**—ব্রহ্মার থেকে; **সুপ্ত-শক্তেঃ**—যিনি নিদ্রিত থাকার ফলে নিষ্ক্রিয় ছিলেন; **মুখেভ্যঃ**—মুখ থেকে; **শ্রুতি-গণম্**—বেদরাশি; **অপনীতম্**—অপহৃত হয়েছিল; **প্রত্যুপাদত্ত**—তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; **হত্বা**—হত্যা করে; **দিতিজম্**—মহাদৈত্য; **অকথয়ৎ**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **যঃ**—যিনি; **ব্রহ্ম**—বৈদিক জ্ঞান; **সত্যব্রতানাম্**—সত্যব্রত এবং মহর্ষিদের জ্ঞান দান করার জন্য; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **অখিল-হেতুম্**—সর্ব-কারণের পরম কারণকে; **জিহ্ম-মীনম্**—বিশাল মৎস্যরূপে আবির্ভূত; **নতঃ অস্মি**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

যিনি প্রলয় সলিলে বিচরণ করতে করতে নিদ্রাভিভূত ব্রহ্মার মুখ থেকে অপহৃত বেদরাশি পুনরায় ব্রহ্মাকে অর্পণ করেছিলেন, এবং মহারাজ সত্যব্রত ও মহর্ষিদের বেদের সারমর্ম উপদেশ দিয়েছিলেন সেই বিশাল মীনরূপে আবির্ভূত ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এটিই ভগবান বিষ্ণুর মৎস্যাবতারের সঙ্গে সত্যব্রতের সাক্ষাৎকারের সারাংশ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্য ছিল হয়গ্রীবাসুরের কাছ থেকে সমস্ত বেদ উদ্ধার করে

তা ব্রহ্মাকে অর্পণ করা। ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সত্যব্রতের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এখানে *সত্যব্রতানাম্* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, যাঁরা সত্যব্রতের মতো তাঁরা ভগবানের দেওয়া এই বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করতে পারেন। ভগবান যা বলেন তাই *বেদ*। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *বেদান্তকৃদ্ বেদবিৎ*—ভগবান হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের প্রণেতা এবং সমস্ত *বেদের* উদ্দেশ্য তিনি জানেন। তাই যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা *ভগবদ্গীতা* থেকে যথাযথভাবে জ্ঞান গ্রহণ করেন, তিনি বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হন (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। বেদবাদরতাদের কাছ থেকে, অর্থাৎ যারা বেদ পাঠ করে তার বিষয়বস্তুর কদর্থ করে, তাদের কাছ থেকে কখনও বৈদিক জ্ঞান লাভ করা যায় না। বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে হয় ভগবানের কাছ থেকে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ভগবানের মৎস্যাবতার' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

—আজ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, রাধাষ্টমীর দিন, ভগবান এবং আচার্যদের কৃপায় নতুন দিল্লীতে আমাদের কেন্দ্রে এই টীকা সমাপ্ত হল। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস/জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ*। আমার গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আদেশে আমি ইংরেজি ভাষায় *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা করছি, এবং তাঁর কৃপায় এই অনুবাদের কাজ ক্রমশ এগিয়ে চলেছে, এবং যে সমস্ত ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ভক্তেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করেছে তাঁরা প্রচুরভাবে আমাকে সাহায্য করছে। এইভাবে আমরা প্রত্যাশা করি, আমার প্রয়াণের পূর্বেই এই মহান কাজটি আমি যেন শেষ করে যেতে পারি। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়!

অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত